বেদান্তদর্শনম্

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৭২

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২, সুপ্রিয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৮১ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী।

প্রথম পাদ।

দ্বিতীয় পাদ।

(জীবের অবস্থাভেদ সম্বন্ধে আলোচনা)

চতুর্থ পাদ।

(আত্ম-জ্ঞানে কর্ম্মানুগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থলাভ হয়, এতদ্বিষয়ে বিচার)

—:০:—

সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

চতুর্থ পাদ।

(আত্ম-জ্ঞানে কর্ম্মানুগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থলাভ হয়, এতদ্বিষয়ে বিচার)

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

—:০:—

সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

বেদান্তদর্শনম্।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমঃ পাদঃ।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্ ॥ ৩।১।১॥ *

দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে স্মৃতিন্যায়বিরোধো বেদান্তবিহিতে ব্রহ্মদর্শনে পরিহৃতঃ, পরপক্ষাণাং চানপেক্ষত্বং প্রপঞ্চিতং, শ্রুতিবিপ্রতিষেধশ্চ পরিহৃতঃ। তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপকরণানি ব্রহ্মণো জায়ন্তইত্যুক্তম্। অথেদানীমুপকরণোপহিতস্য

দ্বিতীয়-তৃতীয়াধ্যায়য়োর্হেতু হেতুমদ্ভাবলক্ষণং সম্বন্ধং দর্শয়ন্ সুখাবোধার্থমর্থ-সংক্ষেপমাহ "দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে" ইতি। স্মৃতি-ন্যায়-শ্রুতিবিরোধপরিহারেণ হি অনধ্যবসায়লক্ষণমপ্রামাণ্যং পরিহৃতং, তথাচ প্রামাণ্যে নিশ্চলীকৃতে তার্তীয়ো বিচারো ভবতি, অন্যথা তু নির্বীজতয়া ন সিধ্যেদিতি অবান্তরসঙ্গতিং দর্শয়িতুং

ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে—স্মৃতি ও ন্যায়সম্মত (সাংখ্য ও তর্কশাস্ত্রীয়) সিদ্ধান্তানুসারে বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ বা বিরোধ আক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সে সকলের পরিহার বা সমাধান করা হইয়াছে, অধিকন্তু পরকীয় সিদ্ধান্ত (সাংখ্যাদি-সিদ্ধান্ত) যে, আদরণীয় নহে, তাহাও বিস্তৃত-ভাবে দেখান হইয়াছে, এবং প্রতিপক্ষের উদ্ভাবিত শ্রুতিবিরোধেরও সমাধান করা হইয়াছে।

---

* তদন্তরপ্রতিপত্তৌ—দেহাৎ দেহান্তরপ্রাপ্তিসময়ে [জীবঃ] সম্পরিষক্তঃ—ভূতসূক্ষ্মবেষ্টিতঃ সন্ রংহতি গচ্ছতি। কুতঃ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাং শ্রুত্যুক্তাৎ প্রশ্নাৎ তন্নিরূপণাৎ চ অবগম্যতে ইতি শেষঃ॥

জীব দেহান্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত গমন সময়ে ভূতসূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে, কেননা, শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও তদুত্তরবাক্য হইতে এইরূপই জানা যায়।

জীবস্য সংসারগতিপ্রকারঃ, তদবস্থান্তরাণি, ব্রহ্মসতত্ত্বং, বিদ্যাবিদ্যাভেদৌ, গুণোপসংহারানুপসংহারৌ, সম্যগ্‌দর্শনাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, সম্যগ্‌দর্শনোপায়বিধিপ্রভেদঃ, মুক্তিফলানিয়মশ্চ—ইত্যেতদর্থজাতং তৃতীয়েঽধ্যায়ে চিন্তয়িষ্যতে, প্রসঙ্গাগতং চ কিমপ্যন্যৎ। তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামাশ্রিত্য সংসারগতিপ্রভেদঃ প্রদর্শ্যতে—বৈরাগ্যহেতোঃ, "তস্মাজ্জুগুপ্সেত" ইতি চান্তে শ্রবণাৎ।

জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ সেন্দ্রিয়ঃ সমনস্কোঽবিদ্যা-কর্ম্ম-পূর্ব্বপ্রজ্ঞাপরিগ্রহঃ পূর্ব্বদেহং বিহায় দেহান্তরং প্রতিপদ্যত ইত্যেতদবগতম্ "অথৈনমেতে প্রাণা অভিসমায়ন্তি" ইত্যেবমাদেঃ—"অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে" ইত্যেবমন্তাৎ সংসারপ্রকরণস্থাৎ শব্দাৎ, ধর্ম্মাধর্ম্মফলোপভোগসম্ভবাচ্চ। স কিং

"তত্র চ জীবব্যতিরিক্তানি তত্ত্বানি জীবোপকরণানি চ" ইত্যুক্তম্। অধ্যায়ার্থসংক্ষেপমুক্ত্বা পাদার্থসংক্ষেপমাহ "তত্র প্রথমে তাবৎ পাদে" ইতি। তস্য প্রয়োজনমাহ "বৈরাগ্য" ইতি।

পূর্ব্বাপরপরিশোধনায় ভূমিকামারচয়তি "জীবো মুখ্যপ্রাণসচিবঃ" ইতি। "করণোপাদানবদ্ ভূতোপাদানস্যাশ্রুতত্বাৎ" ইতি। অত্র চ করণোপাদানশ্রুত্যৈব

সেখানে বলা হইয়াছে যে, জীবাতিরিক্ত যে সকল তত্ত্ব (পদার্থ) জীবের ভোগসম্পাদনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, সে সমস্তই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই যে, সে সকল পদার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। অতঃপর ভোগোপকরণ-সমন্বিত জীবের সংসারগতির প্রণালী ও তাহার বিভিন্ন প্রকার অবস্থাভেদ, ব্রহ্মতত্ত্ব, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিভাগ, উপাসনাবিশেষে উপাস্যগত গুণবিশেষের উপসংহার ও অনুপসংহারের নিয়ম, সম্যগ্‌দর্শনে পরমপুরুষার্থ (মুক্তি) লাভ, সম্যগ্‌দর্শনের উপায়বিশেষে বিধিপ্রভেদ ও মুক্তি-ফলের অনিয়ম, এই সকল বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য বিষয়ও এখন তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে জীবের বৈরাগ্য-সমুৎপাদনার্থ শ্রুতিবিহিত 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' অবলম্বন পূর্ব্বক জীবের সংসারগতির প্রকারভেদ প্রদর্শন করা যাইতেছে। ঐ প্রকরণেরই শেষভাগে "তস্মাৎ জুগুপ্সেত" এই শ্রুতিতে বৈরাগ্যের কথাই শ্রুত আছে। অতএব সংসার-গতি প্রদর্শন করা সঙ্গতই হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত বাক্যসন্দর্ভের ও ধর্ম্মাধর্ম্মফলের ভোগসম্ভাবনাসংস্থাপক যুক্তির দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণসহায় জীব পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করতঃ সেন্দ্রিয়, সমনস্ক ও অবিদ্যা, কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কারের সহিত অপর

দেহবীজৈর্ভূতসূক্ষ্মৈঃসম্পরিষ্বক্তো গচ্ছতি ? আহোস্বিৎ সম্পরিষ্বক্ত ইতি চিন্ত্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্ ? অসম্পরিষ্বক্ত ইতি। কুতঃ ? করণোপাদানবদ্ ভূতোপাদানস্যাশ্রুতত্বাৎ। "স এতাস্তেজোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানঃ" ইত্যত্র তেজোমাত্রাশব্দেন করণানামুপাদানং সঙ্কীর্ত্তয়তি, বাক্যশেষে চক্ষুরাদিসঙ্কীর্ত্তনাৎ। নৈবং ভূতমাত্রোপাদানসঙ্কীর্ত্তনমস্তি, সুলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রাঃ, যত্রৈব দেহ আরব্ধব্যস্তত্রৈব সন্তি। ততশ্চ তাসাং নয়নং

ভৌতিকত্বাৎ করণানাং ভূতোপাদানত্ব-সিদ্ধেরিন্দ্রিয়োপাদানাতিরিক্ত-ভূতবিবক্ষয়াধিকরণারম্ভঃ। যদি ভূতান্যাদায়াগমিষ্যৎ, তদা তদপি করণোপাদানবদেবাশ্রোষ্যৎ, ন চ শ্রূয়তে। তস্মান্ন ভূতপরিষ্বক্তো রংহতি, অপি তু করণমাত্রপরিষ্বক্তঃ। ন হ্যাগমৈকগম্যেঽর্থে তদভাবঃ প্রমেয়াভাবং ন পরিচ্ছেত্তুমর্হতি। ন চ দেহান্তরারম্ভাদন্যথানুপপত্ত্যা ভূতপরিষ্বক্তস্য রংহণকল্পনেতি যুক্তমিত্যাহ—"সুলভাশ্চ সর্ব্বত্র ভূতমাত্রাঃ" ইতি।

"দ্যুপর্জ্জন্য" ইতি। ইহ হি কায়ারম্ভণমগ্নিহোত্রাপূর্ব্বপরিণামলক্ষণং শ্রদ্ধাদিত্বেন পঞ্চধা প্রবিভজ্য পঞ্চসু দ্যুপ্রভৃতিষগ্নিষু হোতব্যত্বেনোপাসনমুত্তরমার্গপ্রতিপত্তি-সাধনং বিবক্ষন্ত্যাহ শ্রুতিঃ—"অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইত্যাদি। অত্র সায়ংপ্রাতরগ্নিহোত্রাহুতী হুতে পয়আদিসাধনে শ্রদ্ধাপূর্ব্বমাহবনীয়াগ্নিসমিদ্ধ-মার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গভাবিতে কর্ত্রাদিকারকভাবিতে চান্তরিক্ষং ক্রমেণোৎক্রাম্য দ্যুলোকং প্রবিশন্ত্যৌ, সূক্ষ্মভূতে দ্রবদ্রব্যপয়ঃপ্রভৃত্যপ্সম্বন্ধাদপ্‌শব্দবাচ্যে, শ্রদ্ধাহেতুকত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যে, তয়োরাহুত্যোরধিকরণমগ্নিরঙ্গে চ সমিদ্ধমার্চ্চিরঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গা রূপকত্বেন নির্দ্দিশ্যন্তে,—"অসৌ বাব দ্যুলোকো গৌতমাগ্নিঃ।" যথাগ্নিহোত্রাধিকরণমাহবনীয়ঃ, এবং শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যাগ্নিহোত্রাহুতি-পরিণামাবস্থারূপাঃ সূক্ষ্মা যা আপঃ শ্রদ্ধাভাবিতাঃ, তদধিকরণং দ্যুলোকঃ। অস্যাদিত্য এব সমিৎ, তেন হীদ্ধোঽসৌ দ্যুলোকো দীপ্যতে, অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিৎ।

নূতন শরীর গ্রহণ করে। এই স্থানে সন্দেহ ও বিচার্য্য এই যে, তিনি যখন এতদ্দেহ ত্যাগ করতঃ দেহান্তর প্রাপ্তির উদ্দেশে গমন করেন, নূতন জন্ম লইবার জন্য যান, তখন তিনি দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্মে (ভূত-সূক্ষ্ম = পঞ্চীকৃত মহাভূতের সূক্ষ্ম অংশ—যাহা ভাবিদেহের বীজস্বরূপ—ভবিষ্যতে যাহার পরিণামে অন্য শরীর হইবে, তাহা দ্বারা) সমালিঙ্গিত অর্থাৎ পরিবেষ্টিত হইয়া যান কি-না। অর্থাৎ তৎসঙ্গে দেহবীজ ভূত-সূক্ষ্ম ও যায় কি-না। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, জীব দেহবীজ সূক্ষ্ম-ভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া যায় না, অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতাংশ তৎসঙ্গে যায় না। হেতু এই যে, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গ্রহণের ন্যায় ভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণের উল্লেখ নাই। শ্রুতি "সেই মুমূর্ষু জীব এই সকল তেজোমাত্রা অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতঃ—" এই সন্দর্ভে তেজোমাত্রা-শব্দিত ইন্দ্রিয়-

নিষ্প্রয়োজনম্। তস্মাদসম্পরিষ্বক্তো যাতীত্যেবং প্রাপ্তে পঠত্যাচার্য্যঃ—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ" ইতি।

তদন্তরপ্রতিপত্তৌ দেহাৎ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈ-

তস্যাদিত্যস্য রশ্ময়ো ধূমাঃ, ইন্ধনাদিবাদিত্যাদ্রশ্মীনাং সমুত্থানাৎ, অহরর্চ্চিঃ প্রকাশসামান্যাদাদিত্যকার্য্যত্বাচ্চ। চন্দ্রমা অঙ্গারোঽর্চ্চিষঃ প্রশমেঽভিব্যক্তেঃ। নক্ষত্রাণ্যস্য বিস্ফুলিঙ্গাশ্চন্দ্রমসোঽঙ্গারস্যাবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ। তদেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা যজমানপ্রাণা অগ্ন্যাদিরূপা অধিদেবং শ্রদ্ধাং জুহ্বতি। শ্রদ্ধা চোক্তা। পর্জ্জন্যো বাব গৌতমাগ্নিঃ। পর্জ্জন্যো নাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানী দেবতাবিশেষঃ, অস্য বায়ুরেব সমিৎ, বায়ুনা হি পর্জ্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে, পুরোবাতাদিপ্রাবল্যে বৃষ্টিদর্শনাৎ। অভ্রং ধূমঃ, ধূমকার্য্যত্বাৎ ধূমসাদৃশ্যাচ্চ। বিদ্যুদর্চ্চিঃ, প্রকাশসামান্যাৎ। অশনিরঙ্গারাঃ কাঠিন্যাদ্বিদ্যুৎসম্বন্ধাচ্চ। গর্জ্জিতং মেঘানাং বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণতাসামান্যাৎ। তস্মিন্ দেবা যজমানপ্রাণা অগ্নিরূপাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি, তস্য সোমস্যাহুতের্বর্ষং ভবতি। এতদুক্তং ভবতি —শ্রদ্ধাখ্যা আপো দ্যুলোকমাহুতিত্বেন প্রবিশ্য চন্দ্রাকারেণ পরিণতাঃ সত্যো দ্বিতীয়ে পর্য্যায়ে পর্জ্জন্যাগ্নৌ হুতা বৃষ্টিত্বেন পরিণমন্ত ইতি। পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য পৃথিব্যাখ্যস্যাগ্নেঃ সম্বৎসর এব সমিৎ। সম্বৎসরেণ কালেন হি সমিদ্ধা ভূমির্ব্রীহ্যাদিনিষ্পত্তয়ে কল্পতে। আকাশো ধূমঃ পৃথিব্যগ্নেরুত্থিত ইবাকাশো দৃশ্যতে, রাত্রিরর্চ্চিঃ পৃথিব্যাঃ শ্যামায়া অনুরূপা শ্যামতয়া রাত্রিরগ্নেরিবানুরূপমর্চ্চিঃ, দিশোঽঙ্গারাঃ প্রগে রাত্রিরূপার্চ্চিঃশমন উপশান্তানাং প্রসন্নানাং দিশাং দর্শনাৎ। অবান্তরদিশো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বসামান্যাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ শ্রদ্ধাসোমপরিণামক্রমেণাগতা আপো বৃষ্টিরূপেণ পরিণতা দেবা জুহ্বতি, তস্যা আহুতেরন্নং ব্রীহিযবাদি ভবতি। পুরুষো বাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিৎ। বাচা খল্বয়ং তাল্বাদ্যষ্টস্থানস্থিতয়া বর্ণপদবাক্যাভিব্যক্তিক্রমেণার্থজাতং প্রকাশয়ন্ সমিধ্যতে। প্রাণো ধূমো ধূমবন্মুখান্নির্গমাৎ। জিহ্বার্চ্চির্লোহিতত্বসাম্যাৎ, চক্ষুরঙ্গারাঃ প্রভাশ্রয়ত্বাৎ। শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রকীর্ণত্বাৎ। তা এবাপঃ শ্রদ্ধাদিপরিণামক্রমেণাগতা ব্রীহ্যাদিরূপৈঃ পরিণতাঃ সত্যঃ পুরুষেঽগ্নৌ হুতাস্তাসাং পরিণামো রেতঃ সম্ভবতি। যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যা উপস্থ এব সমিৎ। তেন হি সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। যদুপমন্ত্রয়তে, স ধূমঃ স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রণস্য।

নিচয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু ভূত-সূক্ষ্ম গ্রহণের কীর্ত্তন করেন নাই। ঐ সন্দর্ভের শেষভাগেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কীর্ত্তন আছে, কিন্তু ভূতমাত্রার (সূক্ষ্ম-ভূতের) কীর্ত্তন নাই, না থাকাই সঙ্গত। যেহেতু ভূতমাত্রা সুলভ—সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। যে স্থানে জন্মিবে, সেই স্থানেই সূক্ষ্ম-ভূত পাওয়া যাইবে, অথবা আছে, সুতরাং সূক্ষ্ম-ভূত সঙ্গে লওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব, জীব সূক্ষ্ম-ভূতে সমালিঙ্গিত না হইয়াই যায়। এতৎপ্রাপ্তে আচার্য্য ব্যাসদেব বলিতেছেন,—জীব দেহান্তর পাইবার জন্য সূক্ষ্ম-ভূতে পরিষ্বক্ত হইয়া অর্থাৎ দেহ-

ভূর্তসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যম্‌। কুতঃ ? প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্‌। তথাহি প্রশ্নঃ "বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি। নিরূপণঞ্চ প্রতিবচনং দ্যুপর্জ্জন্য-পৃথিবী-পুরুষ-যোষিৎসু পঞ্চস্বগ্নিষু শ্রদ্ধা-সোম-বৃষ্ট্যন্ন-রেতো-রূপাঃ পঞ্চাহুতীর্দ্দর্শয়িত্বা "ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষ-

---

লোমানি বা ধূমঃ। যোনিরর্চ্চির্লোহিতত্বাৎ। যদন্তঃ করোতি মৈথুনং তেঽঙ্গারাঃ, অভিনন্দাঃ সুখলবা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রত্বাৎ। তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি, তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি। এবং শ্রদ্ধা-সোম-বর্ষান্ন-রেতোহবনক্রমেণ যোষাগ্নিং প্রাপ্যাপো গর্ভাখ্যা ভবন্তি। তত্রাপ্সমবায়িত্বাদাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি পঞ্চম্যা-মাহুতাবিতি। যতঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি, তস্মাদদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতীতি গম্যতে। এতদুক্তং ভবতি—শ্রদ্ধাশব্দবাচ্যা আপ ইত্যগ্রে বক্ষ্যতি। তাসাং ত্রিবৃৎকৃততয়া তেজোঽন্নাবিনাভাবেনাব্‌গ্রহণেন তেজোঽন্নয়োরপি সংগ্রহ ইত্যেতদপি বক্ষ্যতে। যদ্যপ্যেতাবতাপি ভূতবেষ্টিতস্য জীবস্য রংহণং নাবগম্যতে, তেজোঽবন্নানাং পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচস্ত্বমাত্রশ্রবণাৎ, তথাপীষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন যথা চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিকথনপরয়া আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজেতি শ্রুত্যা সহ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতীত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ সমানত্বাদ্গম্যতে ভূতপরিষ্বক্তো রংহতীতি। তথাহি—যা এবাপো হুতা দ্বিতীয়স্যামাহুতৌ সোমভাবং গতাঃ, তাভিরেষ পরিষ্বক্তো জীব ইষ্টাদিকারী চন্দ্রভূয়ং গতশ্চন্দ্রলোকং প্রাপ্ত ইতি। ননু স্বতন্ত্রা আপঃ শ্রদ্ধা-দিক্রমেণ সোমভাবমাপ্নুবন্তু, তাভিরপরিষ্বক্ত এব তু জীবঃ সেন্দ্রিয়মাত্রো গত্বা সোমভাবমনুভবতু, কো দোষঃ ? অয়ং দোষঃ। যতঃ শ্রুতিসামান্যাতিক্রম ইতি। এবং হি শ্রুতিসামান্যং কল্পেত, যদি যেন রূপেণ যেন চ ক্রমেণাপাং সোমভাবস্তে-নৈব জীবস্যাপি সোমভাবো ভবেৎ, অন্যথা তু ন শ্রুতিসামান্যং স্যাৎ। তস্মাৎ পরিষ্বক্তাপরিষ্বক্তরংহণবিশয়ে শ্রুতিসামান্যানুরোধেন পরিষ্বক্তরংহণং নিশ্চীয়তে। অতো দধিপয়ঃপ্রভৃতয়ো দ্রবভূয়স্ত্বাদাপো হুতাঃ সূক্ষ্মীভূতা ইষ্টাদিকারিণমাশ্রিতা

বীজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভূতভাগে বেষ্টিত হইয়াই গমন করে, ইহা শ্রুত্যুক্ত প্রশ্ন ও নিরূপণ দ্বারা জানা যায়। [তথাহি...গম্যতে] প্রশ্ন যথা—"অপ্‌ পাঁচ প্রকার অগ্নিতে আহুত (প্রক্ষিপ্ত) হইয়া যে-প্রকারে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়, অর্থাৎ মনুষ্যাকারে পরিণত হয়—সেই প্রকারটী কি জান ?" (রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর—দিব, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষিৎ, এই পাঁচ অগ্নির শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত, এই পাঁচটী আহুতি, ইহা বলিয়া "এই প্রকারে অপ্‌ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়"

বচসো ভবন্তি” ইতি। তস্মাদদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতো জীবো রংহতি ব্রজতীতি গম্যতে।

নম্বন্যা শ্রুতির্জ্জলোকাবৎ পূর্ব্বদেহং ন মুঞ্চতি যাবন্ন দেহান্তরমাক্রমতীতি দর্শয়তি।—“তদ্‌যথা তৃণজলায়ুকা” ইতি। তত্রাপ্যহ্প্‌পরিবেষ্টিতস্যৈব জীবস্য কর্ম্মোপস্থাপিত-প্রতিপত্তব্য-দেহবিষয়ক-ভাবনাদীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়ত ইত্য-বিরোধঃ। এবং শ্রুত্যুক্তে দেহান্তরপ্রতিপত্তিপ্রকারে সতি যাঃ পুরুষমতিপ্রভবাঃ প্রকল্পনাঃ—ব্যাপিনাং করণানামাত্মনশ্চ

নৈধনেন বিধিনা দেহে হূয়মানে হুতাঃ সত্য আহুতিময্য ইষ্টাদিকারিণং পরিবেষ্টা স্বর্গং লোকং নয়ন্তীতি।

চোদয়তি—“নম্বন্যা শ্রুতিঃ” ইতি। অয়মর্থঃ—এবং হি সূক্ষ্মদেহপরিষ্বক্তো রংহেৎ, যদ্যস্য স্থূলং শরীরং রংহতো ন ভবেৎ। অস্তি ত্বস্য বর্ত্তমান-স্থূলশরীরযোগ আদেহান্তরপ্রাপ্তেস্তৃণজলায়ুকানিদর্শনেন।” তস্মান্নিদর্শনশ্রুতিবিরোধান্ন সূক্ষ্ম-দেহপরিষ্বক্তো রংহতীতি। পরিহরতি—“তত্রাপি” ইতি। ন তাবৎ পরমাত্মনঃ সংসরণসম্ভবঃ, তস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাৎ, কিন্তু জীবানাম্। পরমাত্মৈব চোপাধিকল্পিতাবচ্ছেদো জীব ইত্যাখ্যায়তে, তস্য চ দেহেন্দ্রিয়াদেরুপাধেঃ প্রাদেশিকত্বান্ন তত্র সন্দেহাস্যবৎ গন্তুমর্হতি। তস্মাৎ সূক্ষ্ম-দেহপরিষ্বক্তো রংহতি। কর্ম্মোপস্থাপিতঃ প্রতিপত্তব্যঃ প্রাপ্তব্যো যো দেহঃ, তদ্বি-ষয়ায়া ভাবনায়া উৎপাদনায়া দীর্ঘীভাবমাত্রং জলায়ুকয়োপমীয়তে। সাংখ্যানাং কল্পনামাহ—“ব্যাপিনাং করণানাম্” ইতি। আহঙ্কারিকত্বাৎ করণানাম্, অহঙ্কারস্য

এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা বুঝা যায় যে, জীব অপ্‌-পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে অর্থাৎ দেহ হইতে বহির্গত হয়।

[নম্বন্যা...ইত্যবিরোধঃ] যদি বল, অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, জীব জলৌকার ন্যায় যে-পর্য্যন্ত দেহান্তর না পায়, সে-পর্য্যন্ত পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে না, যথা—“যেমন জলায়ুকা তৃণান্তর গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বগৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, তেমনি, জীবও দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে।” ইহা স্বপক্ষের বিরোধী, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরোধী নহে। কারণ, মরণকালে অপ্‌-পরিবেষ্টিত জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম যে-ভবিষ্যদ্দেহবিষয়ক ভাবনা জন্মায়—ভাবনাময় দেহবিশেষ জন্মায়, তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার সহিত তুলিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে, আগে ভাবিদেহবিষয়ক-জ্ঞান বা ভাবনাময় দেহ হয়। অর্থাৎ আমি দেব বা মনুষ্য, ইত্যাকার স্বপ্নবৎ দর্শন ও তাহাতে গাঢ় অভিমান জন্মে। তৎপরে দেহপরিত্যাগ হয়। মরণ-যন্ত্রণা এতদ্দেহের অভিমান ও কার্য্যকলাপ ভুলাইয়া দেয়, অনন্তর কর্ম্ম-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহবিষয়ক ভাবনা উৎপাদন করে), সুতরাং অবিরোধ—অল্পমাত্রও বিরোধ নাই। [এবং...বিরোধাৎ] শ্রুত্যুক্ত পুনর্জ্জন্মগ্রহণপ্রণালী বিদ্যমান সত্ত্বে,

দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কর্ম্মবশাৎ বৃত্তিলাভস্তত্র ভবতি, কেবলস্যৈব বা আত্মনো বৃত্তিলাভস্তত্র তত্র ভবতি, ইন্দ্রিয়াণি তু দেহবদভিনবান্যেব তত্র তত্র ভোগস্থান উৎপদ্যন্তে, মন এব চ কেবলং ভোগস্থানমভিপ্রতিষ্ঠতে, জীব এবোৎপ্লুত্য দেহাদ্দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে—শুক ইব বৃক্ষাৎ বৃক্ষান্তরমিত্যেবমাদ্যাঃ, তাঃ সর্ব্বা এবানাদর্ত্তব্যাঃ, শ্রুতিবিরোধাৎ ॥ ৩। ১। ১ ॥

ননূদাহৃতাভ্যাং প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতীতি প্রাপ্নোতি, অপ্ শব্দশ্রবণসামর্থ্যাৎ, তত্র কথং সামান্যেন প্রতিজ্ঞায়তে—সর্ব্বৈরেব ভূতসূক্ষ্মৈঃ সম্পরিষ্বক্তো রংহতীতি। অত উত্তরং পঠতি—

চ জগন্মণ্ডলব্যাপিত্বাৎ করণানামপি ব্যাপিতেত্যর্থঃ। বৌদ্ধানাং কল্পনামাহ—"কেবলস্যৈব বাত্মনঃ" ইতি। আলয়বিজ্ঞানসন্তান আত্মা, তস্য বৃত্তিঃ ষট্ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানানি, পঞ্চেন্দ্রিয়াণি তু চক্ষুরাদীনি অভিনবানি জায়ন্তে। কণভুক্কল্পনামাহ—"মন এব চ" ইতি। ভোগস্থানং ভোগায়তনং শরীরমভিনবমিতি যাবৎ। দিগম্বরকল্পনামাহ—"জীব এবোৎপ্লুত্য" ইতি। আদিগ্রহণেন লোকায়তিকানাং কল্পনাং সংগৃহ্নাতি। তে হি শরীরাত্মবাদিনো ভস্মীভাবমাত্মন আহুর্ন কস্যচিদ্গমনমিতি ॥ ৩। ১। ১ ॥

চোদয়তি—"ননূদাহৃতাভ্যাং" ইতি। অত্র সূত্রেণোত্তরমাহ—

বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত জন্মান্তর গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী শ্রুতিবাধিত বিধায় আদরের অযোগ্য অর্থাৎ হেয়। পুরুষবুদ্ধির উৎপ্রেক্ষিত জন্মান্তরগ্রহণবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন মত যথা।—সাঙ্খ্য বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপক, আত্মাও ব্যাপক, কর্ম্ম-প্রভাবে যেস্থানে দেহ জন্মিবে, সেই স্থানেই সে সকল বৃত্তিমান্ (বৃত্তি = বিষয়-গ্রহণ সামর্থ্যের আবির্ভাব) হয়। বুদ্ধ বলেন, অসহায় আত্মা দেহান্তর প্রাপ্তে তদ্দেহেই বৃত্তিলাভ করেন। যেমন দেহ নূতন হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও সেই সেই দেহে নূতন উৎপন্ন হয়। এই মতে ধারাবাহিক নির্ব্বিকল্পক (অহং অহং ইত্যাকার) জ্ঞানের নাম আত্মা, তাহাতে শব্দাদি সবিকল্পক জ্ঞান হওয়া বৃত্তি-লাভ। কণাদ বলেন, মন সঙ্গে যায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় তদ্দেহে নূতন হয়। জৈনগণ বলেন, পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যায়, সেইরূপ জীবও এ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তরে গমন করে। এ সমস্তই শ্রুতিবাধিত, সুতরাং অগ্রাহ্য ॥৩।১।১॥

[ননূদা...পঠতি] এক্ষণে বলিতে পার যে, যেরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচন—তাহাতে কেবল জলীয় সূক্ষ্মাংশসমেতই জীবের গমন প্রতীত হয়। প্রশ্ন-প্রতিবচন শ্রুতিতে জলবাচী অপ্ শব্দেরই শ্রবণ আছে, অন্য ভূতের শ্রবণ নাই? তবে কি প্রকারে বলিলে, প্রতিজ্ঞা করিলে, জীব সমুদায়ভূতের সূক্ষ্মাংশ সহ গমন করে? সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন—

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ৩।১।২ ॥ *

তুশব্দেন চোদিতামাশঙ্কামুচ্ছিনত্তি। ত্র্যাত্মিকা হ্যাপঃ, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ। তাস্বারম্ভিকাস্বভ্যুপগতাসু ইতরদপি ভূত-দ্বয়মবশ্যমভ্যুপগন্তব্যং ভবতি। ত্র্যাত্মকশ্চ দেহঃ, ত্রয়াণামপি তেজোঽবন্নানাং তস্মিন্ কার্য্যোপলব্ধেঃ। পুনশ্চ ত্র্যাত্মকস্ত্রিধা-তুকত্বাৎ—ত্রিভির্ব্বাতপিত্তশ্লেষ্মভিঃ। ন স ভূতান্তরাণি প্রত্যা খ্যায় কেবলাভিরদ্ভিরারব্ধুং শক্যতে। তস্মাৎ ভূয়স্ত্বাপেক্ষো-ঽয়ম্ "আপঃ পুরুষবচসঃ" ইতি প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরপ্‌শব্দঃ, ন কৈব-ল্যাপেক্ষঃ। সর্ব্বদেহেষু হি রসলোহিতাদিদ্রবভূয়স্ত্বং দৃশ্যতে।

তেজসঃ কার্য্যমশিতপীতাহারপরিপাকঃ। অপাং কার্য্যং স্নেহস্বেদাদি। পৃথিব্যাঃ কার্য্যং গন্ধাদি। যস্তু গন্ধস্বেদপাকপ্রাণাবকাশাদানদর্শনাদ্দেহস্য পাঞ্চ-ভৌতিকত্বং পশ্যং স্তেজোঽবন্নাত্মকত্বেন ত্র্যাত্মকত্বে ন পরিতুষ্যতি, তং প্রত্যাহ— "পুনশ্চ ত্র্যাত্মকঃ" ইতি। বাতপিত্তশ্লেষ্মভিস্ত্রিভির্ধাতুভিঃ শরীরধারণাত্মকৈস্ত্রি-ধাতুত্বাৎ। অতো ন স দেহো ভূতান্তরাণি প্রত্যাখ্যায় কেবলাভিরদ্ভিরারব্ধুং শক্যতে। অব্‌গ্রহণনিয়মস্তর্হি কস্মাদিত্যত আহ—"তস্মাদ্ভূয়স্ত্বাপেক্ষঃ" ইতি।

তু-শব্দের দ্বারা উক্ত আশঙ্কার উচ্ছেদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রোক্ত আশঙ্কা অবকাশ পায় না, ইহাই তু-শব্দে বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, সেই অনুগম্যমান জল ত্র্যাত্মক, কেবলই জল নহে। ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি তাহার প্রমাণ। ত্রিবৃৎকৃত (পঞ্চীকৃত) ভূতই দেহাদির উৎপাদক, ইহা স্থির ও স্বীকৃত আছে, সুতরাং জল-ভূতের আরম্ভকত্ব স্বীকারে অন্য ভূতদ্বয়েরও আরম্ভকত্ব স্বীকার সুতরাংই হইয়া থাকে। দেহ ত্র্যাত্মক—ভূতত্রয়ের পরিণাম। কারণ এই যে, দেহে তেজ, জল ও পৃথিবী, এই তিনেরই কার্য্য দেখা যায়। ত্র্যাত্মকতার অন্য নিদর্শন—উহা ত্রিধাতু অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই তিনের দ্বারা দেহ বিধৃত আছে। অতএব, বিনা ভূতান্তরের যোগে কেবল জলে দেহ জন্মিতে পারে না। দেহ যদি কেবল জলজ হইত, তাহা হইলে ইহাতে বায়ব্য ও তৈজস কার্য্য থাকিত না, ইত্যাদিবিধ কারণে বুঝিতে হইবে, অপের পুরুষ-শব্দবাচ্যতা অর্থাৎ শরীরাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ার কথা কেবল আধিক্যের অনুসারী অর্থাৎ জলের ভাগ অধিক বলিয়াই ঐ উক্তি অসঙ্গত নহে। অতএব, প্রশ্নে ও প্রতিবচনে যে, অপ্‌শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা কেবল জল বুঝাইবার জন্য নহে, কিন্তু জলের আধিক্য বুঝাইবার জন্য। দেখাও যায়, সমুদায় দেহে রসরক্তাদি দ্রবপদার্থই অধিক।

---

* তু-শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। কেবলাভিরদ্ভিঃ সম্পরিষক্তো রংহতীতি নাশঙ্কিতব্যম্। যতস্তাস্ত্র্যা-ত্মিকা। ত্র্যাত্মকত্বেঽপি ভূয়স্ত্বাৎ অব্বাহুল্যাদাপ ইত্যুক্তিঃ।

এমন মনে করিও না যে, কেবল জলীয় সুক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায়। কেননা, জল-ভূতও ত্রিবৃৎকৃত

নন্নু পার্থিবো ধাতুর্ভূয়িষ্ঠো দেহেষূপলক্ষ্যতে। নৈষ দোষঃ। ইতরাপেক্ষয়াঽপাং বাহুল্যং ভবিষ্যতি। দৃশ্যতে চ শুক্র-শোণিতলক্ষণেঽপি দেহবীজে দ্রববাহুল্যম্। কর্ম্ম চ নিমিত্ত-কারণং দেহান্তরারম্ভে, কর্ম্মাণি চাগ্নিহোত্রাদীনি সোমাজ্য-পয়ঃপ্রভৃতি-দ্রবদ্রব্যব্যপাশ্রয়াণি। কর্ম্মসমবায়িন্যশ্চাপঃ শ্রদ্ধা-শব্দোদিতাঃ সহ কর্ম্মিভির্দ্যুলোকাখ্যেঽগ্নৌ হূয়ন্ত ইতি বক্ষ্যতি। তস্মাদপ্যপাং বাহুল্যপ্রসিদ্ধিঃ। বাহুল্যাচ্চাপ্‌শব্দেন সর্ব্বেষামেব দেহবীজানাং ভূতসূক্ষ্মাণামুপাদানমিতি নিরব-দ্যম্॥ ৩। ১। ২॥

প্রাণগতেশ্চ॥ ৩। ১। ৩॥ *

প্রাণানাঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে, "তমুৎ-

পৃথিবীধাতুবর্জ্জমিতরতেজআদ্যপেক্ষয়া কার্য্যস্য শরীরস্য লোহিতাদি-দ্রবভূয়-স্ত্বাৎ, তৎকারণয়োশ্চোপাদাননিমিত্তয়োর্দ্রবভূয়স্ত্বাদপাং পুরুষবচস্ত্বোক্তিঃ, ন পুনর্ভূতান্তরনিরাসার্থা॥ ৩। ১। ২॥

প্রাণানাং জীবদ্দেহে সাশ্রয়ত্বমনুগতম্। গচ্ছতি জীবদ্দেহে তদনুবিধায়িনঃ

[নন্নু···নিরবদ্যম্] শরীরে পৃথিবীধাতুর আধিক্য দেখা যায় সত্য ; পরন্তু তাহা অন্যাপেক্ষা অধিক হইলেও, জলধাতু অপেক্ষা অধিক নহে। দেহের বীজ শুক্রশোণিত, তাহাতেও দ্রববাহুল্য দেখা যায়। (ফলিতার্থ,) দেহে জলধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক)। সেই সকল ভূতসূক্ষ্ম দেহের উপাদান কারণ এবং কর্ম্ম তাহার নিমিত্ত কারণ। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম (তজ্জনিত অপূর্ব্ব বা শক্তিবিশেষ) তৎকালে সোম, আজ্য (ঘৃত) দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি দ্রবদ্রব্য বা অপ্‌ এতৎ শাস্ত্রে শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয় এবং তাহাই কর্ম্মকারী পুরুষকে দ্যুলোকাখ্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে (লইয়া যায়)। এই সকল কথা পরে বলা হইবে। এতদনুসারে অপেরই আধিক্য প্রথিত হয়, সেই আধিক্য অনুসারেই অপ্‌-শব্দের কথনে দেহবীজ সমুদায় ভূতসূক্ষ্মের কথন সিদ্ধ হইয়াছে॥ ৩। ১। ২॥

দেহান্তর প্রাপ্তির জন্য প্রাণেরাও জীবাত্মার সঙ্গে যায়, ইহা শ্রুতিও

অর্থাৎ ত্র্যাত্মক—জল, পৃথিবী, তেজ, এই তিনে মিশ্রিত, সুতরাং জলের গমনে অন্য দুএর গমনও (সঙ্গে যাওয়া) সিদ্ধ হয়। আধিক্য অনুসারে নামোল্লেখ হইয়া থাকে ; সুতরাং জলের আধিক্য থাকায় জলবাচী অপ্‌ শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। ঐ স্থলে ফলিতার্থ—এমন বুঝিতে হইবে না যে, অপ্‌-সূক্ষ্মাংশই সঙ্গে যায়, ভূতান্তরের সূক্ষ্মাংশ যায় না। সমুদায় ভূতেরই সূক্ষ্মাংশ সঙ্গে যায়।

* দেহান্তরপ্রতিপত্ত্যর্থং প্রাণানাং গতিঃ শ্রূয়তে, তস্মাদপি ন কেবলাভিরদ্ভি পরিবেষ্টিতো গচ্ছত্যপি তু ভূতান্তরৈঃ।

ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে প্রাণেরও গমন শুনা যায়। প্রাণের নিরাশ্রয়া গতি সম্ভবে না ; সুতরাং তদাশ্রয়ীভূত ভূতপঞ্চকের গমনও স্বীকার্য্য। (প্রাণ শব্দে ইন্দ্রিয়)।

ক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি, প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি” ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ। সা চ প্রাণানাং গতিরাশ্রয়মন্তরেণ ন সম্ভবতীত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়ভূতানামপামপি ভূতান্তরোপসৃষ্টানাং গতিরবগম্যতে। ন হি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ ক্বচিদ্গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা, জীবতোঽদর্শনাৎ ॥ ৩ । ১ । ৩ ॥

অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন, ভাক্তত্বাৎ ॥৩।১।৪॥*

স্যাদেতৎ, নৈব প্রাণা দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ সহ জীবেন গচ্ছন্তি, “অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেঃ”। তথাহি শ্রুতির্মরণকালে বাগা-

---

প্রাণা অপি গচ্ছন্তীতি দৃষ্টম্, অতঃ ষাট্‌কৌশিকাদ্দেহাদুৎক্রামন্তঃ কস্মিংশ্চিদুৎক্রামত্যুৎক্রামন্তি। স চৈষামনুবিধেয়ঃ সূক্ষ্মো দেহো ভূতেন্দ্রিয়ময় ইতি গম্যতে। ন হীন্দ্রিয়মাত্রাশ্রয়ত্বমেষাং দৃষ্টং, যতস্তন্মাত্রাশ্রয়াণাং গতিরুপপদ্যেতেতি ॥৩।১।৩॥

শ্রাবিতেঽপি স্পষ্টে জীবস্য প্রাণৈঃ সহ গমনেঽগ্ন্যাদিগতিশঙ্কা শ্রুতিবিরো-

---

শুনাইয়াছেন। যথা—“জীব উৎক্রমোদ্যত হইলে মুখ্য প্রাণ তাঁহার অনুগামী হয় এবং মুখ্য প্রাণের উৎক্রমোদ্যমে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রমোদ্যত হয়।” আশ্রয় ব্যতীত নিরাশ্রয় প্রাণগণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের গতি সম্ভব হয় না; সুতরাং বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়স্বরূপ ভূতান্তরপরিমিশ্রিত জলভূত (সূক্ষ্ম) তৎসঙ্গে গমন করে। যখন জীবদ্দশায় প্রাণগণকে নিরাশ্রয়ে অবস্থান ও গমন করিতে দেখা যায় না, তখন অন্য অবস্থাতেও তাহা হয় না, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩ । ১ । ৩ ॥

যদি বল, প্রাণাদি অগ্নিপ্রভৃতিতে গমন করে, এইরূপ শ্রুতি থাকায় প্রাণেরা দেহান্তর-প্রাপ্ত্যর্থ জীবের সহিত গমন করে না, মরণ কালে বাক্ প্রভৃতি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে, যথা—“তখন এই মৃত পুরুষের বাক্যেন্দ্রিয় অগ্নিদেবতায় ও

---

* অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতের্ম্মরণকালে বাগাদয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তীতি শ্রবণাৎ প্রাণা ন জীবেন সহ গচ্ছন্তীতি ন, কিন্তু গচ্ছন্ত্যেব। কুতঃ? ভাক্তত্বাৎ। ভাক্তং হি প্রাণাদীনামগ্ন্যাদিগমনং ন তু তন্মুখ্যম্।

মরণ কালে বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে, এই শ্রুতি দেখিয়া যে সকল পুনর্জ্জন্মগ্রহণার্থী জীবের সহিত গমন করে না, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, ঐ উক্তি (প্রাণাদির অগ্ন্যাদি দেবতায় যাওয়া) গৌণ, মুখ্য নহে। অর্থাৎ ঐ উক্তির অভিপ্রায় অন্যরূপ। (ভাষ্যানুবাদে ব্যক্ত আছে)।

দয়ঃ প্রাণা অগ্ন্যাদীন্ দেবান্ গচ্ছন্তীতি দর্শয়তি "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণঃ" ইত্যাদিনেতি চেৎ, ন, "ভাক্তত্বাৎ"। বাগাদীনামগ্ন্যাদিগতিশ্রুতির্গৌণী, লোমসু কেশেষু চাদর্শনাৎ। "ওষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশাঃ" ইতি হি তত্রাম্নায়তে। ন হি লোমানি কেশাশ্চোৎপ্লুত্যৌষধীর্ব্বনস্পতীংশ্চ গচ্ছন্তীতি সম্ভবতি। ন চ জীবস্য প্রাণোপাধিপ্রত্যাখ্যানে গমনমবকল্পতে। নাপি প্রাণৈর্ব্বিনা দেহান্তর-উপভোগ উপপদ্যতে। বিস্পষ্টঞ্চ প্রাণানাং সহ জীবেন গমনমন্যত্র শ্রাবিতম্। অতো বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামগ্ন্যাদিদেবতানাং বাগাদ্যুপকারিণীনাং মরণকাল উপকারনিবৃত্তিমাত্রমপেক্ষ্য বাগাদয়োঽগ্ন্যাদীন্ গচ্ছন্তীত্যুপচর্য্যতে ॥৩।১।৪॥

ধোত্থাপুনার্থা। অত্র হি লোমকেশয়োরোষধিবনস্পতিগমনং দৃষ্টবিরোধাদ্ভাক্তং তাবদভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ তন্মধ্যপঠিতত্বেন তেষামপি শ্রুতিবিরোধাদ্ভাক্তত্বমেবোচিতমিতি। ভক্তিশ্চোপকাবনিবৃত্তিরুক্তা ॥ ৩ । ১ । ৪ ॥

প্রাণ বায়ুদেবতায় অপ্যয় (লয়প্রাপ্ত) হয।" ইহার প্রতিবাদ এই যে, ঐ উক্তি (বাক্যাদি অগ্ন্যাদিদেবতায় লীন হয়, এই কথন) ভক্তি অর্থাৎ গৌণ (আরোপিত)। [বাগাদীনাং···চর্য্যতে] যখন ওষধিতে ও বনস্পতিতে লোমের ও কেশের গমন দৃষ্ট হয না, অর্থাৎ লোমের ওষধিগমন ও কেশের বনস্পতিতে গমন যখন গৌণ—উপচার মাত্র, তখন অবশ্যই তৎসহপঠিত বাক্যাদির অগ্ন্যাদিগমনও গৌণ (ভাক্ত বা ঔপচারিক)। "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি বাক্য যে স্থানে পঠিত হইয়াছে, সেই স্থানেই লোম সকল ওষধিতে ও কেশ বনস্পতিতে গমন করে।" এ বাক্যও উচ্চারিত হইয়াছে। লোম ও কেশ কি চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়? তাহা হয় না। তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অপিচ, প্রাণ জীবের উপাধি, তাহার গমন না মানিয়া কিরূপে জীবের গমন মান্য করিবে? কল্পনা করিবে? প্রাণের গমন স্বীকার না করিলে কোনও ক্রমে জীবের দেহান্তর-ভোগ উপপন্ন হইবেক না। প্রাণেরা যে জীবের সহিত যায়, অন্য শ্রুতি তাহা স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন। তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবদ্দশায় অগ্ন্যাদি দেবতা যে, বাক্যাদি ইন্দ্রিয়ের উপকার করে, তাহাদের স্বকার্য্যশক্তির সহায়তা করে, মরণকালে সে সহায়তা বা সে উপকার থাকে না অর্থাৎ নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি সেই নিবৃত্তিভাবকেই "অগ্নিং বাগপ্যেতি" ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন। ৩। ১। ৪॥

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন, তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥ ৩।১।৫ ॥ *

স্যাদেতৎ, কথং পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীত্যেতন্নির্দ্ধারয়িতুং পার্য্যতে, যাবতা নৈব প্রথমেঽগ্নাবপাং শ্রবণমস্তি। ইহ হি দ্যুলোকপ্রভৃতয়ঃ পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চানামাহুতীনামাধারত্বেনাধীতাঃ, তেষাঞ্চ প্রমুখে "অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ" ইত্যুপন্যস্য "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি" ইতি শ্রদ্ধা হৌম্য-দ্রব্যত্বেনাবেদিতাঃ, ন তত্রাপো হৌম্যদ্রব্যতয়া শ্রুতাঃ। যদি নাম পর্জ্জন্যাদিষূত্তরেষু চতুর্ষ্বগ্নিষ্বপাং হৌম্যদ্রব্যতা পরিকল্প্যেত, পরিকল্প্যতাং নাম, তেষু হোতব্যতয়োপাত্তানাং সোমাদীনামব্বহুলত্বোপপত্তেঃ। প্রথমে ত্বগ্নৌ শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাশ্রুতা আপঃ পরিক-

পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্টে প্রথমায়ামাহুতৌ অনপাং

স্বীকার করিলাম, বাক্য অগ্নিতে যায়—ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে,' তাহা ঔপচারিক; কিন্তু ভূতান্তরসংযুক্ত অপ্ (জল-ভূত) পঞ্চমী আহুতির পর পুরুষাকার প্রাপ্ত হয় (দেহাকারে পরিণত হয়), ইহা তুমি কিসে নির্দ্ধারণ করিতে পার? অর্থাৎ পার না। কেন-না, প্রথমাগ্নিতে অপের শ্রবণ নাই, তাহাতে শ্রদ্ধার শ্রবণ আছে। অর্থাৎ শ্রদ্ধাই প্রথমাগ্নির আহুতি, অপ্ নহে। শ্রুতি যেখানে আহুতিপঞ্চকের আধার দ্যুলোকপ্রভৃতি অগ্নি-পঞ্চকের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে, প্রথমেই "হে গোতম, এই লোক অগ্নি" এইরূপ বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি প্রদান করেন।" এই শ্রুতি শ্রদ্ধাকেই প্রথমাগ্নির হোমদ্রব্য বলিয়াছেন, অপের আহুতিত্ব বলেন নাই। [যদি...দোষঃ] যদিও পর্জ্জন্য প্রভৃতি অন্যান্য অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতির শ্রবণ নাই, যদিও সে সকল অগ্নিতে অপ্-আহুতির শ্রবণ নাই, না থাকিলেও কল্পনার বলে তাহার (অপের) গ্রহণ করিতে পার। কেন-না, সে সকল অগ্নির হোমদ্রব্য

* প্রথমে প্রথমাগ্নৌ অশ্রবণাৎ অপাং হৌম্যদ্রব্যতয়াঽনুপন্যাসাৎ, নাপাং পুরুষবচস্ত্বমিতি চেৎ যদি মন্যসে, তন্ন মন্তব্যম্। হি যতঃ, তা এব তত্রাপ্যাপ এব পরিগৃহ্যন্তে শ্রদ্ধাশব্দেনেতি পূরণীয়ম্। কুতঃ? উপপত্তেঃ। উপপদ্যতে হ্যপোগ্রহণাৎ পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থসন্দর্ভঃ।

পঞ্চাগ্নির প্রথম অগ্নি এতল্লোক, তাহার আহুতি-দ্রব্য অপ্ নহে, কিন্তু শ্রদ্ধা, সুতরাং অপ্ পাঁচ অগ্নির আহুতি নহে। যদি তাহা না হইল, তবে অপের পুরুষশব্দবাচ্যতা অর্থাৎ পুরুষাকারে পরিণত হওয়া কিরূপে সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে? এ প্রশ্ন করিতে পার না। কারণ, প্রথমাগ্নির হৌম্যদ্রব্য শ্রদ্ধা সত্য; কিন্তু তাহার অর্থ অপ্। অপ্-অভিপ্রায়েই শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগ। অপ্ অভিপ্রায়ে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, এইরূপ অর্থ হইলেই পূর্ব্বাপর গ্রন্থও সঙ্গত হয়।

স্যন্ত ইতি সাহসমেতৎ। শ্রদ্ধা চ নাম প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রসিদ্ধি-সামর্থ্যাৎ। তস্মাদযুক্তঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষভাব ইতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। হি যতস্তত্রাপি প্রথমেঽগ্নৌ তা এবাপঃ শ্রদ্ধাশব্দেনাভিপ্রেয়ন্তে। কুতঃ? উপপত্তেঃ।

এবং হ্যাদিমধ্যাবসানসংজ্ঞানাদনাকুলমেতদেকবাক্যমুপপদ্যতে। ইতরথা পুনঃ পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বপ্রকারে পৃষ্টে প্রতিবচনাবসরে প্রথমাহুতিস্থানে যদ্যনপো হোম্যদ্রব্যং শ্রদ্ধাং নামাবতারয়েৎ, ততোঽন্যথা প্রশ্নোঽন্যথা প্রতিবচনমিত্যেকবাক্যতা ন স্যাৎ—ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি চোপসংহরন্নেতদেব দর্শয়তি। শ্রদ্ধাকার্য্যঞ্চ সোম-বৃষ্ট্যাদি স্থূলীভবদব্বহুলং লক্ষ্যতে। সা চ শ্রদ্ধায়া অপ্ত্বে

শ্রদ্ধায়া হোতব্যতাভিধানমসম্বদ্ধমনুপপন্নঞ্চ। ন হি যথা পশ্বাদিভ্যো হৃদয়াদয়োঽবয়বা অবদায় নিষ্কৃষ্য হূয়ন্তে, এবং শ্রদ্ধা বুদ্ধিপ্রসাদলক্ষণা নিষ্ক্রষ্টুং বা হোতুং বা

সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি—সে সকলে অপের আধিক্য আছে—আধিক্য থাকায় সে কল্পনা (অপের কল্পনা) সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতিকথিত প্রথমাগ্নির আহুতিদ্রব্য যে শ্রদ্ধা, তাহা ত্যাগ করিয়া অপের গ্রহণ করা সাহস ব্যতীত অন্য কিছু নহে। প্রসিদ্ধি আছে, শ্রদ্ধা একপ্রকার বিশ্বাস অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞানবিশেষ; সুতরাং তাহার (শ্রদ্ধাশব্দের) অপ্ অর্থ গ্রহণার্থ লক্ষণার অবতারণা করা নিতান্ত অন্যায্য। এই সকল কারণে বলিয়াছি বা বলিতেছি, পঞ্চমী আহুতিতে অপের পুরুষভাব, এই সিদ্ধান্ত যুক্তিবহির্ভূত, যদি কেহ এরূপ বলেন, আপত্তি করেন, তবে তৎপ্রত্যুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, ঐ উক্তি সদোষ অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত নহে। [হি...ভবতি] তৎপ্রতি হেতু এই যে, সেই অপ্ই প্রথমাগ্নির আহুতিতে শ্রদ্ধা-শব্দে কথিত হইয়াছে এবং তাহাই উপপন্ন হয়।

অপ্-অর্থেই শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ, ইহা স্বীকার করিলে প্রোক্ত প্রস্তাবের উপক্রম, উপসংহার ও মধ্য, সমস্ত মিলিত হইয়া একবাক্য বা ঐকার্থপ্রতিপাদক হইতে পারে, নচেৎ একপ্রকার প্রশ্ন ও অন্যপ্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় ঐ বাক্য প্রলাপোক্তি তুল্য হইবে। অপ্ সকল পঞ্চমী আহুতিতে কিপ্রকারে পুরুষশব্দবাচ্য হয়? শ্রুতি যদি এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে প্রথমাহুতিস্থানে অপ্ নহে—এমন কোন পদার্থ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই একপ্রকার প্রশ্ন ও অন্যপ্রকার প্রত্যুত্তর হওয়ায় একবাক্যতা ভঙ্গ ও ঐ বাক্য প্রলাপতুল্য হইবে। শ্রুতি "অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ শব্দ-বাচ্য হয়" এইরূপে উপসংহার করিয়া শ্রদ্ধাশব্দের অন্যার্থতাই দেখাইয়াছেন। শ্রদ্ধাহুতি হইতে সোম ও বৃষ্টি প্রভৃতি জন্মে, সুতরাং সে সকল শ্রদ্ধাজন্য, এবং স্থূল ভাবপ্রাপ্ত হইলে সে সকলে অপ্-বাহুল্য (জলীয়ভাগের আধিক্য) দৃষ্ট হয়, তদনুসারে শ্রদ্ধাশব্দের গৌণার্থ অপ্। কার্য্যমাত্রই কারণের

যুক্তিঃ। কারণানুরূপং হি কার্য্যং ভবতি। ন চ শ্রদ্ধাখ্যঃ প্রত্যয়ো মনসো জীবস্য বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণো নিষ্কৃষ্য হোমায়োপাদাতুং শক্যতে—পশ্বাদিভ্য ইব হৃদয়াদীনি, ইত্যাপ এব শ্রদ্ধাশব্দা ভবেয়ুঃ। শ্রদ্ধাশব্দশ্চাপ্সূপপদ্যতে, বৈদিকাৎ প্রয়োগদর্শনাৎ "শ্রদ্ধা বা আপঃ" ইতি। তনুত্বঞ্চ শ্রদ্ধাসারূপ্যং গচ্ছন্ত্যাপো দেহবীজভূতা ইত্যতঃ শ্রদ্ধাশব্দাঃ স্যুঃ। যথা সিংহপরাক্রমো নরঃ সিংহশব্দো ভবতি। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-কর্ম্মসমবায়াচ্চাপ্সু শ্রদ্ধাশব্দ উপপদ্যতে, মঞ্চশব্দ ইব পুরুষেষু। শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ শ্রদ্ধাশব্দোপপত্তিঃ। "আপো হাস্মৈ শ্রদ্ধাং সংনমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩। ১। ৫॥

শক্যতে। ন চাপ্যেবমৌৎসর্গিকী কারণানুরূপতা কার্য্যস্য যুজ্যতে। তস্মাত্তন্ত্যাহয়মপ্সু শ্রদ্ধাশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি। অত এবাহ শ্রুতিঃ "আপো হ" ইতি॥ ৩। ১। ৫॥

অনুরূপ, কারণের বিরূপ নহে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানাত্মক শ্রদ্ধা আহুতির অযোগ্য, সুতরাং প্রোক্তস্থলে সে শ্রদ্ধার গ্রহণ নহে)। [ন চ...ভবতি] শ্রদ্ধা-নামক জ্ঞান মনের অথবা জীবাত্মার (ন্যায়াদি মতে) ধর্ম্ম, তাহা কেহ মন হইতে অথবা আত্মা হইতে পশ্বাদি হইতে মাংসোৎকর্ত্তনের ন্যায় উৎকর্ত্তন করতঃ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে পারে না ; সে কারণেও বুঝা উচিত, ঐ শ্রদ্ধা-শব্দ জ্ঞানবিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, অপ্ অর্থেই প্রযোজিত হইয়াছে। বেদেও অপ্ অর্থে শ্রদ্ধাশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"শ্রদ্ধাই অপ্।" শ্রদ্ধা সূক্ষ্ম, দেহবীজ অপ্ও সূক্ষ্ম, তদনুসারে (সূক্ষ্মত্বগুণ লক্ষ্য করিয়া) শ্রদ্ধা-শব্দের অপ্-বোধকতা সাধু বলিয়া গণ্য। সিংহপরাক্রম মনুষ্যে সিংহশব্দের প্রয়োগ যদ্রূপ, শ্রদ্ধাসম সূক্ষ্ম অপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগও তদ্রূপ, অর্থাৎ উহা গৌণ প্রয়োগ। [শ্রদ্ধা...শ্রুতেঃ] অপিচ, শ্রদ্ধাখ্য জ্ঞানের সহিত লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়ার হেতু-হেতুমদ্ভাব সম্বন্ধ আছে। সে কারণেও তদঙ্গীভূত অপ্‌কে শ্রদ্ধা-শব্দে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন পুরুষকে মঞ্চ-শব্দে উল্লেখ করা যায়, সেইরূপ। (মঞ্চস্থ পুরুষই শব্দ করে, কিন্তু লোকে বলে, মঞ্চ শব্দ করিতেছে)। উল্লিখিত অপ্ শ্রদ্ধা-মূলক, সে কারণেও অপে শ্রদ্ধা-শব্দের প্রয়োগ। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অপ্ই পুণ্য কর্ম্মে যজমানের শ্রদ্ধা জন্মায়।" ইত্যাদি।

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৩।১।৬ ॥ *

অথাপি স্যাৎ, প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যামাপঃ শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষাকারং প্রতিপদ্যেরন্, ন তু তৎসম্পরিষ্বক্তা জীবা রংহেয়ুঃ, "অশ্রুতত্বাৎ"। ন হ্যত্রাপামিব জীবানাং শ্রাবয়িতা কশ্চিচ্ছব্দোঽস্তি। তস্মাদ্ রংহতি সম্পরিষ্বক্ত ইত্যযুক্তমিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। কুতঃ ? "ইষ্ট্যাদিকারিণাং প্রতীতেঃ"। "অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি" ইত্যুপক্রম্যেষ্ট্যাদিকারিণাং ধূমাদিনা পিতৃযানেন-

অস্যার্থঃ পূর্ব্বমেবোক্তঃ। অগ্নিহোত্রে ষট্ সূৎক্রান্তি-গতি-প্রতিষ্ঠা-তৃপ্তি-পুনরা-

অপ্ শ্রদ্ধাদিক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন ও প্রতিবচন-শ্রুতির দ্বারা নির্ণীত হইলেও, জীব যে, অপ্‌বেষ্টিত হইয়া দেহান্তর পাইবার জন্য গমন করে, তাহা নির্ণীত হয় না। কেন-না, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তাদৃশ অর্থের বোধক শব্দ নাই। যেমন অপ্‌বোধক শব্দ আছে, তেমনি যদি জীববোধক শব্দ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তদ্দ্বারা জীবের অপেব সহিত গতি বুঝা যাইত, কিন্তু তাহা নাই। যেহেতু নাই, সেই হেতু "জীব অপ্পরিষ্বক্ত হইয়া গমন করে" এ কথা অযুক্ত। এই আপত্তির প্রত্যুত্তর বা খণ্ডন এই যে, সেরূপ শব্দ না থাকা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ নিদর্শিত স্থলে সাক্ষাৎ তদর্থেব বোধক শব্দ না থাকিলেও "ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী জীব চন্দ্রলোকে গমন কবে" এই বাক্যেব দ্বারা তদর্থের প্রতীতি হয়। [অথ...সামান্যাৎ] "যাহাবা ইষ্টাপূর্ত্ত ও দান করে এবং তদর্থে উপাসনা (ধ্যান) করে, তাহারা প্রথমে ধূমে অভিসম্ভূত অর্থাৎ ধূম প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি বলিতেছেন, ইষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মকারী জীব (যজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে দান ইষ্ট। তদ্ভিন্ন দান—বাপী কূপ তড়াগপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি—পূর্ত্ত)

* অস্ত নামাপাং গতিভির্ন্ত্বাস্তঃ সহ জীবো রংহতি, অশ্রুতত্বাদিত্যাক্ষিপ্য সমাধত্তে। অশ্রুতত্বাৎ শব্দেনাবোধিতত্বাৎ জীবো নাদ্ভিঃ সন্ দেহান্তরপ্রতিপত্তয়ে রংহতীতি চেদুচ্যতে, তন্নোচ্যতাম্। কুতঃ ? ইষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ। প্রতীয়তে হীষ্টাদিকারিণাং জীবানামদ্ভিঃ সহ গতিঃ শ্রদ্ধাহুতিবাক্যাৎ। বিবরণন্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।

শ্রদ্ধাশব্দে অপ্ ও অপের পরিণাম পুরুষ, এতদুভয় স্বীকার করিলেও অপের সহিত জীবের গমন হয়, এ কথা অস্বীকার্য্য। কারণ, ঐ তত্ত্ব অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতিতে তদ্বোধক শব্দ নাই। যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে তদুত্তরে বলা যায় যে, তাহা নহে। অর্থাৎ সে কথা বলিবার উপায় নাই। কারণ, ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারী জীব ধূমাদি অবলম্বনে—পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে যায়, গমন কবে, এই বাক্যে অপের সহিত জীবের গমন প্রতীত হয়। ভাষ্য দেখ, বিবরণ পাইবে।

পথা চন্দ্রপ্রাপ্তিং কথয়তি—"আকাশাচ্চন্দ্রমসমেষ সোমো রাজা" ইতি, ত এবেহাপি প্রতীয়ন্তে "তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি, তস্যা আহুতেঃ সোমো রাজা সম্ভবতি" ইতি শ্রুতিসামান্যাৎ।

তেষাঞ্চাগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদিকর্ম্মসাধনভূতা দধিপয়ঃ-প্রভৃতয়ো দ্রবদ্রব্যভূয়স্ত্বাৎ প্রত্যক্ষমেবাপঃ সম্ভবন্তি, তা আহবনীয়ে হুতাঃ সূক্ষ্মা আহুত্যোঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ট্যাদিকারিণ আশ্রয়ন্তি। "তেষাঞ্চ শরীরং নৈধনেন বিধানেনান্ত্যেঽগ্নাবৃত্বিজো জুহ্বতি—"অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" ইতি। ততস্তাঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক-কর্ম্মসমবায়িন্য আহুতিময্য আপোঽপূর্ব্বরূপাঃ সত্যস্তানিষ্ট্যাদিকারিণো জীবান্ পরিবেষ্ট্যামুং লোকং ফল-দানায় নয়ন্তীতি যৎ, তদত্র জুহোতিনাভিধীয়তে—"শ্রদ্ধাং জুহোতি" ইতি। তথাচাগ্নিহোত্রে ষট্প্রশ্নীনির্ব্বচনরূপেণ

বৃত্তি-লোকপ্রত্যুত্থাযিষ্বগ্নিসমিদ্ধূমার্চ্চিবঙ্গারবিস্ফুলিঙ্গেষু প্রশ্নাঃ ষট্, তেষাং যঃ সমাহাবঃ ষণ্নাং, সা ষট্প্রশ্নী, তস্যা নিরূপণং প্রতিবচনম্॥ ৩। ১। ৬॥

ধূমাদিক্রমে পিতৃযান পথে চন্দ্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। এ অর্থ "আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হয, ইনি সোমরাজ" এতৎশ্রুতিতেও প্রতীত হইতেছে। "দেবতারা এই অগ্নিতে শ্রদ্ধাহুতি দান করেন, সেই আহুতি হইতে রাজা সোম উৎপন্ন (পরিপুষ্ট) হন" এ শ্রুতিতেও সোমরাজ-শব্দ থাকায় শ্রদ্ধা-শব্দ-কথিত অপের সহিত জীবের চন্দ্রলোকগতি প্রতীত হয়।

[তেষাঞ্চ ··জুহোতীতি] অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মের সাধন (উপকরণ) দধি, দুগ্ধ ও সোমরস প্রভৃতি—সমস্তই দ্রববহুল, সুতরাং সে সকল অপ্ বলিয়া গণ্য। হোমকর্ম্মের দ্বারা সে সকল সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত অর্থাৎ পরমাণুভাবপ্রাপ্ত হয়, হইয়া অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টরূপে পরিণত হয। অবশেষে তাহা যজ্ঞাদিকারীকে আশ্রয় করে। পুরোহিতগণ তাহাদের সেই শরীর মরণ-নিমিত্তক অন্ত্যেষ্টিবিধানে অন্ত্য অগ্নিতে (শ্মশানাগ্নিতে) হোম করে—মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক নিক্ষেপ করে। মন্ত্রের অর্থ এই—"এই যজমান স্বর্গ উদ্দেশে গমন করিয়াছেন"। অনন্তর সেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূর্ব্বদেহানুষ্ঠিত কর্ম্ম-সম্পর্কযুক্তা আহুতি-ময়ী সূক্ষ্ম অপ্ অপূর্ব্ব, অদৃষ্ট বা পুণ্যরূপে (ভবিষ্যদ্দেহের বীজ বা ভবিষ্যৎ পরিণামের শক্তিবিশেষরূপে) পরিণত হইয়া তাহাকে বেষ্টন করতঃ অনুরূপ ফলদানার্থ (পুনর্ভোগ প্রদানার্থ) সেই সেই লোকে লইয়া যায়। অর্থাৎ তাহারই শক্তিতে জীব পুনরায় ভোগায়তন (দেহ) লাভ করে। এই তত্ত্বটী "শ্রদ্ধাং জুহোতি" এতদ্বাক্যে জুহোতি-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। [তথাচা.. শ্রিয়তে]

বাক্যশেষেণ "তে বা এতে আহুতী হুতে উৎক্রামতঃ" ইত্যেবমাদিনাঽগ্নিহোত্রাহুত্যোঃ ফলারম্ভায় লোকান্তরপ্রাপ্তির্দ্দর্শিতা। তস্মাদাহুতিময়ীভিরদ্ভিঃ সম্পরিষ্বক্তা জীবা রংহন্তি স্বকর্ম্মফলোপভোগায়েতি শ্লিষ্যতে ॥ ৩। ১। ৬ ॥

কথং পুনরিদমিষ্টাদিকারিণাং স্বকর্ম্মফলোপভোগায় রংহণং প্রতিজ্ঞায়তে, যাবতা তেষাং ধূমপ্রতীকেন বর্ত্মনা চন্দ্রমসমধিরূঢ়ানামন্নভাবং দর্শয়তি "এষ সোমো রাজা, তদ্দেবানামন্নং, তদ্দেবা ভক্ষয়ন্তি" ইতি। "তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি" ইতি চ সমানবিষয়ং শ্রুত্যন্তরম্। ন চ ব্যাঘ্রাদিভিরিব দেবৈর্ভক্ষ্যমাণানামুপভোগঃ সম্ভবতীত্যত উত্তরং পঠতি—

সূত্রান্তরমবতারয়িতুং শঙ্কতে—"কথং পুনঃ" ইতি। সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেতি। এবমেতাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তীতি ক্রিয়াসমভিহারেণাপ্যায়নাপক্ষয়ৌ যথা সোমস্য, তথা ভক্ষয়ন্তি। সোমময়ান্ লোকানিত্যর্থঃ। অত উত্তরং পঠতি—

অগ্নিহোত্র প্রকরণের শেষে ছয়টী প্রশ্ন ও তাহার প্রত্যুত্তরবাক্য আছে, * সে বাক্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে, যজমানের ফলোৎপাদনার্থ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্ভোগার্থ তৎসঙ্গে সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত সেই সেই অগ্নিহোত্রাহুতিনিচয় লোকান্তরপর্য্যন্ত গমন করে। এ সকল দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, জীব আহুতিময়ী অপ্ পরিবেষ্টিত হইয়াই স্বকর্ম্মফলভোগের নিমিত্ত গমন করে ॥ ৩। ১। ৬ ॥

[কথং...পঠতি] প্রশ্ন—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী অর্থাৎ ঐ সকল পুণ্যকর্ম্মকারী জীব স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগার্থ অপ্ পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ প্রতিজ্ঞা কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? অন্য এক শ্রুতি বলিয়াছেন, যাহারা ধূমাবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃযান পথে গমন করতঃ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়, তাহারা দেবগণের অন্ন (ভক্ষ্য) হয়। যথা—"এই চন্দ্র রাজা, ইনি দেবতাদের অন্ন, দেবতারা ইঁহাকে ভক্ষণ করেন।" "যাহারা চন্দ্রপ্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করতঃ ভক্ষণ করেন।" এ শ্রুতিও পূর্ব্ব শ্রুতির সহিত সমানার্থক। অতএব, দেবতারা যাহাদিগকে ভক্ষণ করে—ব্যাঘ্রাদির ন্যায় উদরস্থ করে, কি প্রকারে তাহাদের স্বকর্ম্মফলভোগ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তর—

* মহারাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে অগ্নিহোত্রাহুতি সম্বন্ধে ছয়টী প্রশ্ন করেন। তদ্‌যথা—তুমি কি সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের আহুতির উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি, পুনরাগমন ও লোকের অর্থাৎ ভোগায়তনের উত্থান (উৎপত্তি) জান? যাজ্ঞবল্ক্য ইহার নিরূপণ অর্থাৎ প্রত্যুত্তর দেন। তদ্‌যথা—সেই এই আহুতিদ্বয় হবনের পর উৎক্রান্ত হয়, পরে তাহা অন্তরিক্ষপথে দ্যুলোকে যায়, দ্যুলোকরূপ আহবনীয়কে প্রতিষ্ঠা করে,—দ্যুলোককে পরিতৃপ্ত করে, পরে তাহা তথা

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥৩।১।৭॥*

বাশব্দশ্চোদিত-দোষব্যাবর্ত্তনার্থঃ। ভাক্তমেষামন্নত্বং, ন মুখ্যম্। মুখ্যে হ্যন্নত্বে "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবঞ্জাতীয়কাধিকারশ্রুতিরুপরুধ্যেত। চন্দ্রমণ্ডলে চেদিষ্টাদিকারিণামুপভোগো ন স্যাৎ, কিমর্থমধিকারিণ ইষ্টাদ্যায়াসবহুলং কর্ম্ম কুর্য্যুঃ। অন্নশব্দশ্চোপভোগহেতুত্বসামান্যাদনন্নেঽপ্যুপচর্য্যমাণো দৃশ্যতে—যথা "বিশোঽন্নং রাজ্ঞাং, পশবোঽন্নং বিশাম্" ইতি। তস্মাদিষ্ট-স্ত্রীপুত্র-মিত্রাদিভিরিব গুণভাবোপগতৈরিষ্টাদিকারিভি-

---

কর্ম্মজনিতফলোপভোগকর্ত্তা হ্যধিকারী ন পুনরুপভোগ্যঃ। তস্মাচ্চন্দ্রসালোক্যমুপগতানাং দেবাদিভক্ষ্যত্বে স্বর্গকামো যজেতেতি যাগভাবনায়াঃ কর্ত্র-

---

বা-শব্দের প্রয়োগে প্রদত্ত দোষের নিষেধ দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ দোষ বা ঐ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ঐ অন্নত্ব-কথন মুখ্য নহে ; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। ঐ অন্নত্ব মুখ্য হইলে অর্থাৎ চর্ব্বণপূর্ব্বক নিগরণীয়রূপ হইলে (গেলা বা গলাধঃকরণ করা হইলে), "অধিকারী স্বর্গকামনায় যাগ করিবেক" ইত্যাদি শ্রুতি নিরুদ্ধা হয়। লোকসকল সুখভোগের লোভেই যাগে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলে বা স্বর্গে গিয়া যদি সুখের পরিবর্ত্তে দেবতার ভক্ষ্য হইতে হয়, তাহা হইলে লোকে কিজন্য ক্লেশকর যজ্ঞাদি করিবে ? করিবে না। না করিলেই ঐ ঐ শাস্ত্রের নিরোধ বা আনর্থক্য হইল। অতএব, শাস্ত্র-সার্থক্য রক্ষার নিমিত্ত বলিতে হইবেক, মানিতে হইবেক, ঐ অন্ন-শব্দ গৌণ, মুখ্য নহে। যেমন ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভোগের সাধন (উপকরণ), তেমনি, চন্দ্রলোকগত জীবেরাও দেবগণের ভোগের সাধন (উপকরণ)। শ্রুতি এই অভিপ্রায়েই চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত জীবদিগকে দেবগণের অন্ন বলিয়াছেন। শত শত স্থানে ভোগোপকরণত্ব বিধায় অনন্নপদার্থে ও অন্নশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন রাজগণের অন্ন বৈশ্য এবং বৈশ্যের অন্ন পশু, ইত্যাদি। (বৈশ্যেরা রাজাদিগের ভোগের উপায়, সে বিধায় তাহারা রাজাদিগের অন্ন অর্থাৎ ভোগের জিনিষ)। [তস্মা…বার-য়তি] অতএব, ইহ-লোকে মনুষ্যেরা যেমন বাঞ্ছিত স্ত্রী, পুত্র ও মিত্রাদি লইয়া

হইতে পুনরাগত হয়, অনন্তর পৃথিবীতে পুরুষ ও স্ত্রীদেহে হুত হয়, তৎপরে তাহা পুরুষাকারে উত্থিত অর্থাৎ উৎপন্ন বা পরিণত হয়।

* তেষামন্নত্বকথনং ভাক্তং, ন তু চর্ব্বণনিগরণাখ্যাং মুখ্যম্। হি যতঃ শ্রুতিরপ্যনাত্মবিদাস্তেষামনাত্মবিত্ত্বাদেব তথা দর্শয়তি—পশুবদ্দেবভোগ্যতাং খ্যাপয়তি, ন তু চর্ব্বণীয়ভাবমিতি সূত্রার্থঃ।

চন্দ্রলোকপ্রাপ্ত পুণ্যকর্ম্মকারী জীব দেবতার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, এ কথা মুখ্য নহে, কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ ঔপচারিক। কেননা, তাঁহারা অনাত্মবিৎ—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ নহে। যেহেতু তাহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ নহে, সেই হেতু শ্রুতি তাহাদিগকে পশুর ন্যায় দেবভোগ্য বলিয়াছেন।

র্যৎ সুখবিহরণং দেবানাং, তদেবৈষাং ভক্ষণমভিপ্রেতং, ন মোদকাদিবচ্চর্ব্বণং নিগরণং বা। "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি, ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি" ইতি হি শ্রুতির্দ্দেবানাং চর্ব্বণাদিব্যাপারং বারয়তি। তেষাঞ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবান্ প্রতি গুণভাবোপগতানামপ্যুপভোগ উপপদ্যতে রাজোপ-জীবিনামিব পরিজনানাম্।

অনাত্মবিত্ত্বাচ্চেষ্টাদিকারিণাং দেবোপভোগ্যভাব উপপদ্যতে। তথা হি শ্রুতিরনাত্মবিদাং দেবোপভোগ্যতাং দর্শয়তি—"অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্" ইতি। স চাস্মিন্নপি লোক ইষ্টাদিভিঃ কর্ম্মভিঃ প্রীণয়ন্ পশুবদ্দেবানামুপকরোতি, অমুষ্মিন্নপি লোকে

পেক্ষিতোপায়তারূপ-বিধিশ্রুতিবিরোধাদন্নশব্দো ভোক্তৄণামেব সতাং দেবোপ-জীবিতামাত্রেণ ভাক্তো গময়িতব্যঃ, ন তু চর্ব্বণনিগরণাভ্যাং মুখ্য ইতি।

সুখে বিহার করে, সেই সেই স্ত্রীপুত্রাদি যেমন সেই বিহর্ত্তা পুরুষের ভোগের উপকরণ, তেমনি দেবতারাও ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারী সেই সেই জীবদিগকে লইয়া সুখে বিহার করেন, তদনুসারে তাঁহারা দেবগণের ভোগের সাধন,—অন্নের ন্যায় উপকরণ,—সুতরাং অন্ন। প্রোক্তস্থলে ঐরূপ অন্নই অভিপ্রেত, এবং ঐরূপ ভক্ষণই অন্ন-শ্রুতির তাৎপর্য্য। যে ভক্ষণ চর্ব্বণ ও নিগরণ (গিলিয়া ফেলা) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিদর্শিত স্থলে সেরূপ ভক্ষণ নহে। মনুষ্য মোদক চর্ব্বণ করে, চর্ব্বণ করিয়া নিগরণ (গলাধঃকরণ) করে, তাহাকেই লোকে মুখ্য ভক্ষণ বলে। কিন্তু দেবতারা চন্দ্রলোকগত জীবকে সেরূপে ভক্ষণ করেন না, সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের মোদকাদির ন্যায় অন্ন নহেন। "দেবতারা গলাধঃকরণরূপ ভক্ষণ ও পান করেন না, তাঁহারা সেই সেই অমৃত (সুখসাধন) দেখিয়াই তৃপ্ত হন।" এ শ্রুতিও দেবগণের চর্ব্বণাদি ব্যাপার নাই বলিয়াছেন। [তেষাং...গম্যতে] যেমন রাজোপজীবী পরিজনগণের সুখভোগ সম্ভবে ও উপপন্ন হয়, তেমনি, দেবানুগামী ইষ্টাদিকারী জীবেরও স্বকর্ম্মফলভোগ সম্ভব ও উপপন্ন হয়।

ইষ্টাদিকারীরা কর্ম্মী, তাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ নহে, সেই জন্য তাহারা দেবগণের উপভোগ্য বা ভোগোপকরণ। শ্রুতিও অনাত্মজ্ঞ জীবের দেবভোগ্যতা দেখাইয়া-ছেন। যথা—"যে উপাসক আত্মভিন্ন দেবতার উপাসনা করে, আমি এই ও ইনি আমার উপাস্য, এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি অবলম্বন করে, সে আপনাকে জানে না অর্থাৎ সে অনাত্মজ্ঞ। যদ্রূপ পশু ; সেও দেবগণের নিকট তদ্রূপ।" সে এ লোকে যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সন্তোষ উৎপাদন করতঃ পশুর ন্যায়

কৃষিকর্ম্মোপযোগী পশু (বলদ) যেমন গৃহস্থের ভোগ্য (ভোগসাধন), তেমনি অনাত্মবিদ্ লোকও দেবতাদের ভোগ্য অর্থাৎ হবির্ভোগসাধন।

তদুপজীবী তদাদিষ্টং ফলমুপভুঞ্জানঃ পশুবদেব দেবানামুপকরোতীতি গম্যতে।

"অনাত্মবিত্ত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি" ইত্যস্যাপরা ব্যাখ্যা। অনাত্মবিদো হ্যেতে কেবলকর্ম্মিণ ইষ্টাদিকারিণো ন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠায়িনঃ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যামিহাত্মবিদ্যেত্যুপচরন্তি, প্রকরণাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিহীনত্বাচ্চেদমিষ্টাদিকারিণাং গুণবাদেনান্নত্বমুদ্ভাব্যতে—পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রশংসায়ৈ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ইহ বিধিৎসিতা, বাক্যতাৎপর্য্যাবগমাৎ। তথা হি শ্রুত্যন্তরং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগসদ্ভাবং দর্শয়তি "স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে" ইতি। তথান্যদপি শ্রুত্যন্তরং "অথ যে শতং পিতৃণাং জিতলোকানামানন্দাঃ, স একঃ কর্ম্মদেবানামা-

অত্রৈবার্থে শ্রুত্যন্তরং সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—"তথা হি দর্শযতি" শ্রুতিরণাত্মবিদামনাত্মবিত্ত্বাদেব পশুবদ্দেবোপভোগ্যতাং, ন তু চর্ব্বণীয়তয়া। যথা হি বলীবর্দ্দাদয়ো ভুঞ্জানা অপি স্বফলং স্বামিনো হলাদিবহনেনোপকুর্ব্বাণা ভোগ্যাঃ, এবং পরমতত্ত্বমবিদ্বাংস ইষ্টাদিকারিণ ইহ দধিপয়ঃপুরোডাশাদিনাঽমুষ্মিংশ্চ লোকে পরিচারকতয়া দেবানামুপভোগ্যা ইতি শ্রুত্যর্থঃ। অথ বা 'অনাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তীত্যস্যান্যা ব্যাখ্যা' আত্মবিৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ, ন আত্মবিৎ অনাত্মবিৎ। যো হি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাঃ ন বেদ, তং দেবা ভক্ষয়ন্তীতি নিন্দ্যতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং স্তোতুং, তস্যা এব

উপকার করে, এবং পরলোকেও দেবোপজীবী হইয়া দেবতাদের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ ও পশুর ন্যায় দেবোপকার করিতে থাকে।

[অনাত্ম...ষ্ঠায়িনঃ] অন্য প্রকার ব্যাখ্যা এই যে, ইষ্টাদিকর্ম্মকারীরা কেবল কর্ম্মী, আত্মবিৎ নহে, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম, উভয়ানুষ্ঠায়ী নহে। [পঞ্চাগ্নি... দর্শয়তি] অনাত্মজ্ঞ জীব দেবভোগ্য হয়, এই বাক্যে যে, আত্মজ্ঞ বা আত্মবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে, প্রকরণ অনুসারে তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে পর্য্যবসিত, অর্থাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই উপচার ক্রমে আত্মবিদ্যা-শব্দে কথিত হইয়াছে। ইষ্টাদিকারীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-বিহীন, অর্থাৎ তাহারা পঞ্চাগ্নি উপাসনায় অনভিজ্ঞ বলিয়া পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রশংসার্থ ও তদনভিজ্ঞদিগের নিন্দার্থ ইষ্টাদিকর্ম্মকারীদিগকে দেবগণের অন্ন বলা হইয়াছে। প্রোক্ত বাক্যের যেরূপ তাৎপর্য্য, তাহাতে স্থির হয়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যাই ঐ প্রকরণের বিধিৎসিত। চন্দ্রমণ্ডলে যে, ভোগ আছে, তাহা শ্রুত্যন্তরেও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—"সেই উপাসক জীব চন্দ্রলোকে ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া পুনরাবর্ত্তিত হয়।" এ কথা অন্য শ্রুতিতেও আছে। যথা—"পিতৃলোকজয়ীদিগের যে যে শত আনন্দ, তাহা কর্ম্মদেবদিগের এক আনন্দ। যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করে,

নন্দঃ—যে কর্ম্মণা দেবত্বমভিসম্পদ্যন্তে" ইতীষ্টাদিকারিণাং দেবৈঃ সহ সম্বসতাং ভোগপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। এবং ভাক্তত্বাদন্নভাববচনস্যেষ্টাদিকারিণো জীবা রংহন্তীতি প্রতীয়ন্তে। তস্মাদ্ রংহতি সম্পরিষ্বক্ত ইতি যুক্তমেবোক্তম্ ॥ ৩ । ১ । ৭ ॥

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবঞ্চ ॥ ৩ । ১ । ৮ ॥ *

ইষ্টাদিকারিণাং ধূমাদিনা বর্ত্মনা চন্দ্রমণ্ডলমধিরূঢ়ানাং ভুক্তভোগানাং ততঃ প্রত্যবরোহ আম্নায়তে "তস্মিন্ যাবৎ

প্রকৃতত্বাৎ। তদনেনোপচারস্য প্রয়োজনমুক্তম্। উপচারনিমিত্তামনুপপত্তিমাহ—"তথা হি দর্শয়তি" শ্রুতির্ভোক্তৃত্বম্। "স সোমলোকে বিভূতিমনুভূয়" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩ । ১ । ৭ ॥

"যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা" ইতি। যাবদুপবন্ধাৎ "যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্" ইতি চ

তাহারা কর্ম্মদেব।" এ শ্রুতিতেও ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর দেবগণের সহিত বসতি ও সুখভোগ শ্রুত হইতেছে। ['এবং···যুক্তমেবোক্তম্] অতএব, শ্রুতি যে বলিয়াছেন, ইষ্টাদিকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে গিয়া দেবগণের অন্ন হয়, প্রদর্শিত কারণে তাহা মুখ্য নহে; কিন্তু ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ। যেহেতু গৌণ, সেই হেতু সূত্রকারের "রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ" এ কথা বলা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ৩ । ১ । ৭ ॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারী ধূমাদি পথে চন্দ্রলোকে আরোহণ করে—আবার ভোগান্তে পুনরবতরণ করে, ইহা শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যথা—"যাবৎ কর্ম্ম, তাবৎ সেই চন্দ্রলোকে বাস করে; পরে, যথাগত পথে এতল্লোকে পুনরাগত

---

* ইদানীমাগতিং নিরূপয়তি। কৃতস্য অনুষ্ঠিতস্য ইষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ অত্যয়ে ভোগেনোপক্ষয়ে সতি, অনুশয়বান্ ভুক্তাবশিষ্টকর্ম্মণা সহিতশ্চন্দ্রলোকাদিমং লোকমবরোহত্যাগচ্ছতি পুনর্জ্জন্মপ্রতিপদ্যত ইত্যর্থঃ। কুত এতজ্জ্ঞায়তে? তত্রাহ দৃষ্টেতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। কেন পথাঽবরোহতীত্যপেক্ষায়ামাহ যথেতি। যথেতং যথাগতং যেন মার্গেণ গতবান্, তেনৈব মার্গেণ, অনেবঞ্চ তদ্বিপর্য্যয়েণ চ। বিপর্য্যয়োঽধিকোঽবভ্রাদিঃ।

যাহারা এই লোকে ইষ্টাদিকর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া দেহান্তে চন্দ্রলোকে গিয়াছে, তাহারা সে স্থানে নিরন্তর কর্ম্মানুরূপ সুখসম্ভোগ করিতে থাকে। ভোগ করিতে করিতে ক্রমে পুণ্যক্ষয় হয়। পুণ্যক্ষয় হইলে সে স্থানে আর থাকিতে পারে না। কিছু শেষ থাকিতে থাকিতেই তাহারা পুনর্ব্বার এতল্লোকে আগমন করে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। এ তথ্য শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রমিত। তাহারা যে পথে ও যে ক্রমে চন্দ্রারোহণ করিয়াছিল, অবতরণকালে সেই পথে ও সেই ক্রমে পৃথিবীতে আগমন করে। শ্রুতিতে আরোহণপথের যেরূপ ক্রম বর্ণিত আছে, অবরোহণ-পথের ক্রমে তদপেক্ষা কিছু অধিক পদার্থ কথিত হইয়াছে। সে অধিক পদার্থ অভ্র অর্থাৎ আকাশ প্রভৃতি কএকটী।

সম্পাতমুষিত্বাহথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতম্” ইত্যা-রভ্য যাবৎ “রমণীয়চরণা ব্রাহ্মণাদিযোনিমাপদ্যন্তে, কপূয়চরণাঃ শ্বাদিযোনিম্” ইতি। তত্রেদং বিচার্য্যতে। কিং নিরনুশয়া ভুক্ত-কৃৎস্নকর্ম্মাণোহবরোহন্তি, আহোস্বিৎ সানুশয়া ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? নিরনুশয়া ইতি। কুতঃ? যাবৎসম্পাতমিতি বিশে-ষণাৎ। ‘সম্পাত’শব্দেনাত্র কর্ম্মাশয় উচ্যতে—সম্পতন্ত্যনেনা-স্মাল্লোকাদমুং লোকং ফলোপভোগায়েতি। যাবৎ সম্পাতমুষি-ত্বেতি চ কৃৎস্নস্য তস্য কৃতস্য তত্রৈব ভুক্ততাং দর্শয়তি। “তেষাং যদা তৎ পর্য্যবৈতি” ইতি চ শ্রুত্যন্তরেণৈষ এবার্থঃ প্রদর্শ্যতে।

স্যাদেতৎ। যাবদমুষ্মিল্লোকে উপভোক্তব্যং কর্ম্ম, তাবদুপ-ভুঙ্‌ক্ত ইতি কল্পয়িষ্যামীতি, নৈবং কল্পয়িতুং শক্যতে, “যৎ কিঞ্চ” ইত্যন্যত্র পরামর্শাৎ।

যৎকিঞ্চেহ কর্ম্ম কৃতং, তস্যান্তং প্রাপ্যেতি শ্রবণাৎ। প্রায়ণস্য চৈকপ্রঘট্টকেন সকলকর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ। ন খল্বভিব্যক্তিনিমিত্তস্য সাধারণ্যেহভিব্যক্তিনিয়মো যুক্তঃ। ফলদানাভিমুখীকরণঞ্চাভিব্যক্তিঃ। তস্মাৎ সমস্তমেব কর্ম্মফলমুপভোজিতবৎ স্বফল-বিরোধি চ কর্ম্ম। তস্মাচ্ছ্রুতেরূপপত্তেশ্চ নিরনুশয়ানামেব চরণাদাচারাদবরোহো ন কর্ম্মণঃ। আচারকর্ম্মণী চ শ্রুতেঃ প্রসিদ্ধভেদে। “যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি”

হয়। রমণীয়াচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনিতে ও পাপাচারীরা কুক্কুরাদি যোনিতে—।” ইত্যাদি। [তত্রেদং...প্রদর্শ্যতে] এ বিষয়ে এই বিচার উপস্থিত হইতেছে যে, তাহারা নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মফলভোগ করিয়া অবতরণ করে? কি কিছু শেষ থাকিতে অবতরণ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, নিরনুশয় হইলে অর্থাৎ সঞ্চিতা-দৃষ্ট নিঃশেষিত হইলে অবতরণ করে। কেন-না, ঐ স্থানে “যাবৎ সম্পাতং”—সম্পতন পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করে, এইরূপ উক্তি আছে। যাহার দ্বারা ফল-ভোগার্থ সম্যক্ পরিপতিত হয়, গমন করে, এই ব্যুৎপত্তিতে সম্পাতশব্দে কর্ম্মাশয়, সুতরাং “যাবৎসম্পাতং”—শ্রুতি সেখানে সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ বলিয়াছেন। “যখন সেই ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীদিগের কর্ম্ম (পুণ্য) পরিক্ষীণ হয়—তখন তাহারা পুনর্ব্বার এই লোকে আইসে।” এ শ্রুতিও ঐ অর্থ দেখাইয়াছেন—বলিয়াছেন।

[স্যাদেতৎ...দর্শয়তি] যে পরিমাণ কর্ম্ম সেই লোকের উপভোগপ্রদানে শক্ত—সেখানে সেই পরিমাণ কর্ম্মের ফলভোগ হয়, এরূপ কল্পনা করিতে পার না। কারণ যে, অন্য শ্রুতিতে “যৎকিঞ্চ”—যে কিছু—এইরূপ বিশেষণ আছে। যথা—“জীব ইহলোকে যে-কিছু কর্ম্ম করে, ভোগের দ্বারা সে সমস্তের অন্ত অর্থাৎ নাশ হইলে পুনঃ কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে আগমন করে।” এই

"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥"

ইত্যপ্যপরা শ্রুতির্যৎ কিঞ্চেত্যবিশেষপরামর্শেন কৃৎস্নস্যেহ-কৃতস্য কর্ম্মণস্তত্র ক্ষয়িততাং দর্শয়তি। অপি চ, প্রায়ণমনা-রব্ধফলস্য কর্ম্মণোঽভিব্যঞ্জকম্। প্রাক্ প্রায়ণাদারব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যাভিব্যক্ত্যনুপপত্তেঃ। তচ্চাবিশেষাৎ যাবৎ কিঞ্চিদনারব্ধফলং, তস্য সর্ব্বস্যাভিব্যঞ্জকম্। ন হি সাধারণে নিমিত্তে নৈমিত্তিকমসাধারণং ভবিতুমর্হতি। ন হ্যবিশিষ্টে প্রদীপসন্নিধৌ ঘটোঽভিব্যজ্যতে, ন পট ইত্যুপপদ্যতে। তস্মান্নিরনুশয়া অবরোহন্তীত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—কৃতা-ত্যয়েঽনুশয়বানিতি।

ইতি। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাচারমেব যোনিনিমিত্তমুপদিশতি, ন তু কর্ম্ম, স্যাতাং বা কর্ম্মশীলে দ্বে অপ্যবিশেষেণানুশয়স্তথাপি, যদ্যপ্যয়মিষ্টাপূর্ত্তকারী স্বয়ং নিরনুশয়োভুক্তভোগত্বাৎ, তথাপি পিত্রাদিগতানুশয়বশাত্তদ্বিপাকান্ জাত্যায়ুর্ভোগাংশ্চন্দ্রলোকাদবরুহ্যানুভবিষ্যতি। স্মর্য্যতে হ্যন্যস্য সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যামন্যস্য তৎসম্বন্ধিনস্তৎফলভাগিতা—"পতত্যর্দ্ধশরীরেণ যস্য ভার্য্যা সুরাং পিবেৎ" ইত্যাদি। তথা শ্রাদ্ধবৈশ্বানরীয়েষ্ট্যাদেঃ পিতাপুত্রাদিগামিফলশ্রুতিঃ। তস্মাদ্-যাবৎ সম্পাতমিত্যুপক্রমানুরোধাৎ যৎ কিঞ্চেহ করোতীতি চ শ্রুত্যন্তরানুসারাদবম-

---

শ্রুতি নির্ব্বিশেষরূপে যৎকিঞ্চ—যে-কিছু—এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাতে দেখাইয়াছেন, জানাইয়াছেন, এতল্লোককৃত সমস্ত কর্ম্মই চন্দ্রলোকে ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। [অপিচ…পদ্যতে] অন্য হেতু এই যে, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে যুক্ত্যন্তর এই যে, মরণ যাবন্ত অনারব্ধফল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক। যে সকল কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয় নাই, সঞ্চিত বা স্তিমিত থাকে, মরণ উপলক্ষ্যে সে সকল ফলদানে উন্মুখ বা উদ্যত হয়। অতএব, মরণের পূর্ব্বে অনারব্ধফল কর্ম্ম সকল আরব্ধ-ফল কর্ম্মে প্রতিবদ্ধ থাকায় তৎকালে (মরণের পূর্ব্বে) সে সকলের অভিব্যক্তি হওয়া অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। যখন কোন বিশেষাভিধান নাই, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যে-কিছু সঞ্চিত বা স্তিমিত (অনারব্ধফল) কর্ম্ম থাকে—মরণ সে সমুদায়কে অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলদানে উন্মুখ করে। নিমিত্ত বা কারণ সাধা-রণ; নৈমিত্তিক বা কার্য্য অসাধারণ, ইহা কোনও ক্রমে সঙ্গত হয় না। দীপের নৈকট্যাদি সম্বন্ধের কোনরূপ ইতর বিশেষ নাই, অথচ ঘট অভিব্যক্ত হয় ও পট অভিব্যক্ত হয় না, এ বিষয় বা এ কথা সর্ব্বথা অনুপপন্ন। [তস্মান্নিরনুশয়া… বানিতি] এই সকল যুক্তিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রলোকস্থ জীব অনুশয়শূন্য হইয়া (নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া) এতল্লোকে আগমন করে। এইরূপ পূর্ব্ব-

যেন কর্ম্মবৃন্দেন চন্দ্রমসমারূঢ়াঃ ফলোপভোগায়, তস্মিন্নু-পভোগেন, ক্ষয়িতে তেষাং যদম্ময়ং শরীরং চন্দ্রমস্যুপভোগায়ারব্ধং, তদুপভোগক্ষয়দর্শনজ-শোকাগ্নিসম্পর্কাৎ প্রবিলীয়তে—সবিতৃ-কিরণসম্পর্কাদিব হিমকরকে, হুতভুগর্চ্চিঃসম্পর্কাদিব চ ঘৃত-কাঠিন্যম্। ততঃ কৃতাত্যয়ে—কৃতস্যেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ ফলোপ-ভোগেনোপক্ষয়ে সতি সানুশয়া এবেমমবরোহন্তি। কেন হেতুনা ? দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যামিত্যাহ। তথা হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিঃ সানুশয়া-নামবরোহং দর্শয়তি "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা

ণীয়চরণত্বং সম্বন্ধান্তরগতমিষ্টাপূর্ত্তকারিণি ভাক্তং গময়িতব্যম্। তথা চ নিরনুশয়া-নামেব ভুক্তভোগানামবরোহ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

যেন কর্ম্মকলাপেন ফলমুপভোজিতং, তস্মিন্নতীতেঽপি সানুশযা এব চন্দ্র-মণ্ডলাদবরোহন্তি। কুতঃ। দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্। প্রত্যক্ষদৃষ্টা শ্রুতির্দৃষ্টশব্দবাচ্যা। স্মৃতিশ্চোপপন্নস্তা। অথ বা দৃষ্টশব্দেনোচ্চাবচরূপো ভোগ উচ্যতে। অয়মভি-সন্ধিঃ—কপূয়চরণা রমণীয়চরণা ইত্যবরোহতামেতদ্বিশেষণম্। ন চ সতি মুখ্যার্থ-সম্ভবে সম্বন্ধিমাত্রেণোপচরিতার্থত্বং ন্যায্যম্। ন চোপক্রমবিরোধাচ্ছ্রুত্যন্তববিরো-রাচ্চ মুখ্যার্থাসম্ভব ইতি সাম্প্রতম্। দত্তফলেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মাপেক্ষয়াঽপি যাবৎ-পদস্য যৎ কিঞ্চেতি পদস্য চোপপত্তেঃ। ন হি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি যাবজ্জীব-মাহারবিহারাদিসময়েঽপি হোমং বিধত্তে, নাপি মধ্যাহ্নাদৌ, অপি তু সায়ংপ্রাতঃ-কালাপেক্ষয়া। সায়ংপ্রাতঃকালবিধানসামর্থ্যাৎ কালস্য চানুপাদেয়তয়াঽনঙ্গস্যাপি

প্রাপ্তে বলা যাইতেছে, জীব কৃতকর্ম্মের বিনাশ হইলে সানুশয় হইয়া অর্থাৎ যৎ-কিঞ্চিৎ কর্ম্মশেষ সহ এতল্লোকে অবতরণ করে, নিরনুশয় হইয়া নহে।

[যেন...রোহন্তি] পুণ্যকর্ম্মা জীব যে পুণ্যকর্ম্মে চন্দ্রলোকগামী হইয়াছিল, সে কর্ম্ম সেখানে ভোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, ভোগের নিমিত্ত সে স্থানে তাহাদের যে জলময় শরীব হইয়াছিল, সে শরীর তখন ভোগক্ষয়-দর্শনোৎপন্ন শোকাগ্নির দ্বারা বিগলিত হইতে থাকে—ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন সূর্য্য-কিরণ-স্পর্শে হিমসঙ্ঘাত ও করকা দ্রবীভূত হয়, অগ্নিশিখাসম্পর্কে ঘৃতকাঠিন্য বিগলিত হয়, তেমনি, ভোগনাশ দর্শনজ শোকাগ্নির দ্বারা চন্দ্রলোকবাসী ক্ষীণ-কর্ম্মা জীবের জলময় শরীর দ্রবীভূত হয়। অনন্তর ইষ্টাদিকর্ম্মকারীর কর্ম্মফল (পুণ্য) ভোগ দ্বারা ক্ষয় হওয়ায় সানুশয় অর্থাৎ অভুক্ত কর্ম্মশেষ থাকা অবস্থায় তাহারা এতল্লোকে পুনরাগত হয়। [কেন...সূচয়তি] এ সিদ্ধান্তের হেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি। শ্রুতিই সাক্ষাৎ প্রমাণ, তাহা সানু-শয় (কর্ম্মশেষযুক্ত) জীবের অবরোহণ বলিতেছে। যথা—"অবতরণকারী

বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইতি। চরণশব্দেনাত্রানুশয়ঃ সূচ্যত ইতি বর্ণয়িষ্যতে। দৃষ্টশ্চায়ং জন্মনৈব প্রতিপ্রাণ্যুচ্চাবচরূপ উপভোগঃ প্রবিভজ্যমান আকস্মিকত্বাসম্ভবাদনুশয়সম্ভাবং সূচয়তি। অভ্যুদয়প্রত্যবায়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতহেতুত্বস্য সামান্যতঃ শাস্ত্রেণাবগমিতত্বাৎ। স্মৃতিরপি "বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রত্যেক-কর্ম্মফলমনুভূয়

নিমিত্তানুপ্রবেশাত্তত্রৈবমিতি চেৎ, ন, ইহাপি রমণীয়চরণা ইত্যাদের্মুখ্যার্থত্বানুরোধাত্তদুপপত্তেঃ। তৎ কিমিদানীমুপসংহারানুরোধেনোপক্রমঃ সঙ্কোচয়িতব্যঃ। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যসাবুপসংহারানুরোধেঽপ্যসঙ্কুচদ্বৃত্তিরুপপত্তুমর্হতি। ন হি যাবন্তঃ সম্পাতা যাবতাং বা পুংসাং সম্পাতাস্তে সর্ব্বে তত্রেষ্টাদিকারিণা ভোগেন ক্ষয়ং নীয়ন্তে, পুরুষান্তরাশ্রয়াণাং কর্ম্মাশয়ানাং তদ্ভোগেন ক্ষয়েঽতিপ্রসঙ্গাৎ। চিরোপভুক্তানাঞ্চ কর্ম্মাশয়ানামসতাং চন্দ্রমণ্ডলোপভোগেনানপনয়নাৎ। তথা চ স্বয়ং সঙ্কুচন্তী যাবচ্ছ্রুতিরুপসংহারানুরোধপ্রাপ্তমপি সঙ্কোচনমনুমন্যতে। এতেন যৎ কিঞ্চেহ করোতীত্যপি ব্যাখ্যাতম্। অপি চেষ্টাপূর্ত্তকারীহ জন্মনি কেবলং ন তন্মাত্রমকার্ষীৎ, অপি তু গোদোহনেনাপঃ প্রণয়ন্ পশুফলমপ্যপূর্ব্বং সমচৈষীৎ, এবমহর্নিশঞ্চ বাঙ্মনঃশরীরচেষ্টাভিঃ পুণ্যাপুণ্যমিহামুত্রোপভোগ্যং সঞ্চিতবতো ন মর্ত্ত্যলোকাদিভোগ্যং চন্দ্রলোকোপভোগ্যং ভবিতুমর্হতি। ন চ স্বফলবিবোধিনো-

---

জীবের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে এই কর্ম্মভূমিতে রমণীয়চারী অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মা ছিল, তাহারা রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ-যোনিতে অথবা বৈশ্য-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা পাপাচারী ছিল, তাহারা পাপ-যোনি প্রাপ্ত হয়। হয় কুক্কুর-যোনিতে না হয় শূকর-যোনিতে অথবা চণ্ডাল-যোনিতে উদ্ভূত হয়।" শ্রুতিতে যে, চরণ শব্দে আছে, তাহার দ্বারা অনুশয়ের সূচনা অর্থাৎ অনুমান করিতে হইবে, সূত্রকার ইহা পরে বলিবেন। জন্মের দ্বারাই প্রাণিগণের উচ্চাবচ ভোগ হইতে দেখা যায়, তাহা আকস্মিক অর্থাৎ নিষ্কারণক নহে। আকস্মিক কোন কিছু হওয়া অসম্ভব, সেই জন্যই উচ্চাবচ বা বিচিত্র ভোগের কারণস্বরূপ অনুশয়ের অস্তিত্ব সূচিত (অনুমিত) হয়। (মনুষ্য জন্মে একরূপ ভোগ, পশু জন্মে অন্যরূপ ভোগ, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ জন্মে একপ্রকার ভোগ, ক্ষত্রিয় জন্মে অন্যপ্রকার ভোগ,—এ সকল বিভাগের বা তারতম্যের মূলে যে কারণ আছে, সে কারণ অন্য-কিছু নহে, কর্ম্মাশয়ই তাহার কারণ, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে)। [অভ্যুদয় ..দর্শয়তি] অভ্যুদয়ের ও প্রত্যবায়ের অর্থাৎ মঙ্গলের (অথবা সুখের ও দুঃখের) জনক হয় সুকৃত ও দুষ্কৃত, শাস্ত্র তাহা সামান্যাকারে বলিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলেন নাই। অর্থাৎ অমুক সুকৃতে অমুক সুখ—অমুক প্রকার অভ্যুদয়, এরূপ অঙ্গুলিনির্দ্দেশন্যায় অবলম্বন করিয়া বলেন

ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখ-মেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে” ইতি সানুশয়ানামেবাবরোহং দর্শয়তি।

কঃ পুনরনুশয়ো নামেতি। কেচিত্তাবদাহুঃ স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণো ভুক্তফলস্যাবশেষঃ কশ্চিদনুশয়ো নাম ভাণ্ডানুসারিস্নেহবৎ। যথা হি স্নেহভাণ্ডং রিচ্যমানং ন সর্ব্বাত্মনা রিচ্যতে, ভাণ্ডানুসার্য্যেব কশ্চিৎ স্নেহশেষোঽবতিষ্ঠতে, তথানুশয়োঽপীতি। নন্বু কার্য্য-বিরোধিত্বাদদৃষ্টস্য ন ভুক্তফলস্যাবশেষাবস্থানং ন্যায্যম্। নায়ং দোষঃ। ন হি সর্ব্বাত্মনা ভুক্তফলত্বং কর্ম্মণঃ প্রতিজানীমহে।

হনুশয়স্য ঋতে প্রায়শ্চিত্তাদাত্মজ্ঞানাদ্বাঽদত্তফলস্য ধ্বংসঃ সম্ভবতি। তস্মাত্তেনা-নুশয়েনায়মনুশয়বান্ পরাবর্ত্তত ইতি শ্লিষ্টম্। ন চৈকভবিকঃ কর্ম্মাশয় ইত্যগ্রে ভাষ্যকৃদ্বক্ষ্যতি।

অন্যে তু সকলকর্ম্মক্ষয়ে পরাবৃত্তিশঙ্কা নির্ব্বীজেতি মন্যমানা অন্যথাধিকরণং বর্ণয়াঞ্চক্রুরিত্যাহ—“কেচিত্তাবদাহুঃ” ইতি। অনুশয়োঽত্র দত্তফলস্য কর্ম্মণঃ শেষ উচ্যতে। তত্রেদমিহ বিচার্য্যতে। কিং দত্তফলানামিষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মণামবশেষাদিহাবর্ত্তন্তে? উত তান্যুপভোগেন নিরবশেষ ক্ষপয়িত্বাঽনুপভুক্তকর্ম্মবশাদিহাবর্ত্তন্তে? ইতি। তত্রেষ্টাদীনাং ভোগেন সমূলকাষং কষিতত্বান্নিরনুশয়া এবানুপভুক্তকর্ম্মবশাদাবর্ত্তন্ত-ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে,—“সানুশযা এবেমমবরোহন্তি” ইতি। কুতঃ। দৃষ্টানুসারাৎ।

নাই। স্মৃতিও বলিয়াছেন, স্বকর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচার্য্যাদি আশ্রমী, সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মের ফল অনুভব করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মলেশের সামর্থ্যে বিশিষ্ট দেশে জাতিতে ও কুলে জন্মগ্রহণ করতঃ রূপবান্, দীর্ঘায়ু, অপাপ-জীবন, পণ্ডিত বা মেধাবী, সদাচারী, ধনী ও বুদ্ধিমান্ হইয়া জন্মলাভ করে। স্মৃতি এইরূপ বলিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, অনুশায়ী জীবেরই অবতরণ হয়, নিরনুশয় অর্থাৎ নিরবশেষকর্ম্মীর নহে। নিঃশেষ কর্ম্মক্ষয়ে মোক্ষ, তখন জন্মাভাব।

[ক. পুনঃ...ঽপীতি.] অনুশয় কি? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে কেহ বলেন, অনুশয় ভুক্তফল কর্ম্মের কোনও এক অবশেষ অংশ, তাহা ভাণ্ডানুগত স্নেহের (ঘৃত তৈলাদির) অনুরূপ। যেমন স্নেহভাণ্ড রিক্ত হইলেও (তন্মধ্যস্থ ঘৃতাদি নিষ্কাশিত হইলেও) তাহা নিঃশেষিত রূপে হয় না, কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া থাকেই, তেমনি, কর্ম্মবৃন্দ ভোগদ্বারা ক্ষয়িত হইলেও নিঃশেষিতরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কিছু না কিছু অবশেষ থাকেই। [নন্বু...জানীমহে] যদি বল, সেই অদৃষ্ট স্বর্গ-ভোগেরই জনক; সুতরাং তাহার অনুবৃত্তি বা অবশেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মাইবে কেন? তাহা অসম্ভব বা অযুক্ত? এতদুত্তরে বলা যায়, তাহা অযুক্ত নহে। কেন-না, সেই স্থানেই যে সেই কর্ম্মের সর্ব্বাত্মক বা নিরবশেষ ফলভোগ হয়, ইহা আমাদের

ননু নিরবশেষকর্ম্মফলোপভোগায় চন্দ্রমণ্ডলমারূঢ়াঃ। বাঢ়ম্। তথাপি স্বল্পকর্ম্মাবশেষমাত্রেণ তত্রাবস্থাতুং ন শক্যতে। যথা কিল কশ্চিৎ সেবকঃ সকলৈঃ সেবোপকরণৈ রাজকুলমুপসৃপ্তশ্চির-প্রবাসাৎ পরিক্ষীণবহূপকরণশ্ছত্রপাদুকাদিমাত্রাবশেষো ন রাজকুলেঽবস্থাতুং শক্নোতি, এবমনুশয়লেশমাত্রপরিগ্রহো ন চন্দ্রমণ্ডলেঽবস্থাতুং শক্নোতীতি।

ন চৈতদ্ যুক্তমিব। ন হি স্বর্গার্থস্য কর্ম্মণো ভুক্তফল-স্যাবশেষানুবৃত্তিরুপপদ্যতে, কার্য্যবিরোধিত্বাদিত্যুক্তম্। নন্বে-তদপ্যুক্তং—ন স্বর্গফলস্য কর্ম্মণো নিখিলস্য ভুক্তফলত্বং ভব-তীতি। তদেতদপেশলম্। স্বর্গার্থং কিল কর্ম্ম স্বর্গস্থস্যৈব

যথা ভাণ্ডস্থে মধুনি সর্পিষি বা ক্ষালিতেঽপি ভাণ্ডলেপকং তচ্ছেষং মধু বা সর্পির্ব্বা ন ক্ষালয়িতুং শক্যমিতি দৃষ্টম্, এবং তদনুসারাদেতদপি প্রতিপত্তব্যম্। ন চাবশেষমাত্রাচ্চন্দ্রমণ্ডলে তিষ্ঠাসন্নপি স্থাতুং পারয়তি। যথা সেবকো হাস্তি-কাশ্বীয়পদাতিব্রাতপরিবৃতো মহারাজং সেবমানঃ কালবশাচ্ছত্রপাদুকাবশেষো ন সেবিতুমর্হতীতি দৃষ্টং, তন্মূলা চ লৌকিকী স্মৃতিরিতি দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং সানুশয়া এবাবর্ত্তন্ত ইতি।

তদেতদ্দূষয়তি—"ন চৈতৎ" ইতি। এবকারে প্রয়োক্তব্যে ইবকারো গুড়জিহ্বিকয়া প্রযুক্তঃ। শব্দৈকগম্যেঽর্থে ন সামান্যতোদৃষ্টানুমানাবসর

প্রতিজ্ঞাত নহে। [ননু শক্নোতীতি] জীব নিরবশেষ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে যায়, ভোগ শেষ না হইলে আসিবে কেন? ইহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কথা এই যে, জীব স্বল্পাবশেষ কর্ম্ম লইয়া সেখানে থাকিতে পারে না। কোন সেবক সেবার উপকরণ সমূহ লইয়া রাজকুলে সুখে বাস করে, কিন্তু যখন তাহার সে সকলের অধিকাংশই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ছত্র পাদুকাদিমাত্র অবশেষ থাকে, তখন যেমন সে রাজকুলে অবস্থান করিতে শক্ত হয় না, তেমনি, চন্দ্রমণ্ডলেও কর্ম্মী জীব কর্ম্মলেশ লইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না।

[ন চৈতদ্...পেশলম্] সম্প্রদায়বিশেষের এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গ, সে কর্ম্ম স্বর্গভোগই প্রদান করিবে, ইহাই সঙ্গত কথা। কিন্তু তাহার অবশেষ মর্ত্ত্যজন্মে অনুবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ মর্ত্ত্যফল প্রদান করিবে, এ কথা সঙ্গত নহে এবং বিধিবিরোধ হেতু উপপন্নও হয় না। এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। (স্বর্গফলের উদ্দেশে যাহার বিধান, তাহার শেষ যদি মর্ত্ত্যফল জন্মায়, তাহা হইলে 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি বিধির সার্থক্য ও প্রামাণ্য থাকে না)। বলিয়াছিলে যে, স্বর্গফলক কর্ম্মের নিঃশেষ ভোগ হয় না, সে কথা সন্তোষজনক নহে। [স্বর্গার্থং...কল্পতে] স্বর্গজনক কর্ম্ম স্বর্গস্থ জীবের

স্বর্গফলং নিখিলং জনয়তি, স্বর্গচ্যুতস্যাপি কঞ্চিৎ ফললেশং জনয়তীতি ন শব্দপ্রমাণকানামীদৃশী কল্পনাঽবকল্পতে। স্নেহভাণ্ডে তু স্নেহলেশানুবৃত্তির্দৃষ্টত্বাদুপপদ্যতে। তথা সেবকস্যোপকরণ-লেশানুবৃত্তির্দৃশ্যতে। ন ত্বিহ তথা স্বর্গফলস্য কর্ম্মণো লেশানুবৃত্তির্দৃশ্যতে, নাপি কল্পয়িতুং শক্যতে, স্বর্গ-ফলত্বশাস্ত্রবিরোধাৎ। অবশ্যঞ্চৈতদেবং বিজ্ঞেয়ং, ন স্বর্গফলস্যে-ষ্টাদেঃ কর্ম্মণো ভাণ্ডানুসারি-স্নেহবদেকদেশোঽনুবর্ত্তমানোঽনু-শয় ইতি। যদি হি যেন সুকৃতেন কর্ম্মণেষ্টাদিনা স্বর্গমন্বভূবন্, তস্যৈব কশ্চিদেকদেশোঽনুশয়ঃ কল্প্যেত, ততো রমণীয় এবৈ-কোঽনুশয়ঃ স্যাৎ, ন বিপরীতঃ। তত্রেয়মনুশয়বিভাগশ্রুতি-রুপরুধ্যেত "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অথ য ইহ কপূয়চরণাঃ" ইতি। তস্মাদামুষ্মিকফলে কর্ম্মজাতে উপভুক্তে অব-শিষ্টমৈহিকফলং কর্ম্মান্তরজাতমনুশয়ঃ, তদ্বন্তোঽবরোহন্তীতি।

ইত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। পূর্ব্বপক্ষহেতুমনুভাষতে "যদপ্যুক্তং প্রায়ণম্"

সমগ্র স্বর্গফল জন্মায় এবং স্বর্গচ্যুত হইলে তাহার শেষ মর্ত্ত্যভোগ জন্মায়, এ কথা শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসক বলিতে পারেন না। [স্নেহ...বিরোধাৎ] তৈলভাণ্ডে তৈলের অনুবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সুতরাং সে স্থলে তাহা অনুপপন্ন নহে। সেবক-গণেরও উপকরণ শেষের অনুবর্ত্তন থাকে, তাহা দেখাও যায়, কিন্তু স্বর্গজনক কর্ম্মের শেষ অর্থাৎ স্বল্পশেষাংশ যে অনুবৃত্ত হয়, এবং তাহাই যে, মর্ত্ত্যজন্মীয় ভোগ প্রদান করে, তাহা কেহ কখনও দেখে নাই এবং তাহা কল্পনারও (অনুমানেরও) অগোচর। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা স্বর্গফলবোধক শাস্ত্রের বিরোধী। [অবশ্য ...ইতি] ইহা নিশ্চিত জানিও যে, অনুশয় স্বর্গফলক ইষ্টাদিকর্ম্মের ভাণ্ডানুগত তৈলাদির ন্যায় শেষানুবর্ত্তন নহে। জীব যে-সুকৃতে—যে-ইষ্টাদিকর্ম্মে স্বর্গ অনু-ভব করিয়াছে, সেই সুকৃতের—সেই কর্ম্মের—শেষ ভাগকে অনুশয় বলিতে গেলে রমণীয় ভাগকেই অনুশয় বলিতে হয়, তদ্বিপরীত অর্থাৎ অরমণীয় বা পাপ-ভাগকে অনুশয় বলা যায় না। পাপভাগ অনুশয়মধ্যে নিবিষ্ট না হইলে "যাহারা ইহ-লোকে রমণীয়চারী—আর যাহারা এতল্লোকে কপূয়কারী অর্থাৎ অশোভনকর্ম্ম-কারী"—এই অনুশয়-বিভাগশ্রুতির উপরোধ (পীড়া বা ব্যর্থতা) হয়। [তস্মা... হন্তীতি] অন্ততঃ সেই জন্য বলা উচিত, স্বীকার করা উচিত, তল্লোকীয় ফলপ্রদ কর্ম্মসমূহের ফলভোগ শেষ হইলে, এতল্লোকীয় ফলপ্রদ অবশিষ্ট কর্ম্মনিচয়—যাহা তৎ-তৎকালে কর্ম্মান্তরানুষ্ঠানে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহাই অনুশয় এবং জীব তৎ-সহ অবরোহণ করে অর্থাৎ সে লোক হইতে এ লোকে জন্মগ্রহণ করে।

যত্তুক্তং, যৎকিঞ্চেত্যবিশেষপরামর্শাৎ সর্ব্বস্যেহকৃতস্য কর্ম্মণঃ ফলোপভোগেনান্তং প্রাপ্য নিরনুশয়া অবরোহন্তীতি। নৈতদেবম্, অনুশয়সদ্ভাবস্যাবগমিতত্বাৎ। যৎ কিঞ্চিদিহকৃতমামুষ্মিকফলং কর্ম্মারব্ধভোগং, তৎ সর্ব্বং ফলোপভোগেন ক্ষপয়িত্বেতি গম্যতে। যদপ্যুক্তং, প্রায়ণমবিশেষাদনারব্ধফলং কৃৎস্নমেব কর্ম্মাভিব্যনক্তি। তত্র কেনচিৎ কর্ম্মণাঽমুষ্মিন্ লোকে ফলমারভ্যতে, কেনচিদস্মিন্নিত্যয়ং বিভাগো ন সম্ভবতীতি। তদপ্যনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনেনৈব প্রত্যুক্তম্।

অপি চ, কেন হেতুনা প্রায়ণমনারব্ধফলস্য কর্ম্মণোঽভিব্যঞ্জকং প্রতিজ্ঞায়ত ইতি বক্তব্যম্। আরব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতি-

---

ইতি। দূষয়তি—"তদপ্যনুশয়সদ্ভাবে" ইতি। রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যাদিকয়ানুশয়প্রতিপাদনপরয়া শ্রুত্যা বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ।

"অপি চ" ইত্যাদি। ইহ জন্মনি হি পর্য্যায়েণ সুখদুঃখে ভুজ্যমানে দৃশ্যেতে। যুগপচ্চেদেকপ্রঘট্টকেন প্রায়ণেন সুখদুঃখফলানি কর্ম্মাণি ব্যজ্যেরন্,

---

[যত্তুক্তং...গম্যতে] বলিয়াছিলে যে, শ্রুতিতে "যৎকিঞ্চ—যে কিছু" এই সাধারণ কথা থাকায় ইহাই প্রতীত হয় যে, যখন সমুদায় কৃতকর্ম্ম ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, কিছুমাত্র অবশেষ থাকে না, তখন জীব অবরোহণ করে, পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। সে কথা নিতান্ত অন্যায্য, অর্থাৎ তাহা হইতেই পারে না। অবরোহণকালে যে, অনুশয় (সঞ্চিত কর্ম্মের শেষ) থাকে, তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক বোধিত হইয়াছে। শ্রুতির তাৎপর্য্যে জানা যায়, পারত্রিক ফলপ্রদ ও আরব্ধভোগ (যাহা সে লোকে ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে), এমন যে-কিছু কর্ম্ম—সে সমস্তই ফলভোগে ক্ষীণ হইলে জীবের ইহ-লোকে অবরোহণ হয়। [যদপ্যুক্তং... প্রত্যুক্তম্] আরও এক কথা বলিয়াছিলে যে, মরণ নির্ব্বিশেষভাবে সমুদায় অনারব্ধ (সঞ্চিত) কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক—মরণকালে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্ম ফলদানে উন্মুখ হয়, সে কথায় এই দোষ হয় যে, কোন কর্ম্ম পারত্রিক ফল জন্মায় এবং কোন কর্ম্ম এতল্লোকীয় ফল জন্মায়, এ বিভাগ অসম্ভব। মরণই সমুদয় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং তাহা অনুশয় (অনারব্ধফল কর্ম্ম-) সদ্ভাব প্রতিপাদনে প্রত্যুক্ত হইয়াছে।

[অপিচ...পশমাৎ] অন্য কথা এই যে, মরণ সমুদায় অনারব্ধফল কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক (ফলোন্মুখকারী), এ প্রতিজ্ঞা তুমি কোন্ হেতু অবলম্বনে (কোন্ যুক্তিতে) করিতে পার, তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারিবে

বদ্ধস্যেতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তেস্তদুপশমাৎ প্রায়ণকালে বৃত্ত্যুদ্ভবো ভবতীতি যদুচ্যেত, তত্র বক্তব্যম্—যথা তর্হি প্রাক্ প্রায়ণাদারব্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্যেতরস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিঃ, এবং প্রায়ণকালেঽপি বিরুদ্ধফলস্যানেকস্য কর্ম্মণো যুগপৎ ফলারম্ভাসম্ভবাদ্ বলবতা প্রতিবদ্ধস্য দুর্ব্বলস্য বৃত্ত্যুদ্ভবানুপপত্তিরিতি। নহ্যনারব্ধফলত্বসামান্যেন জাত্যন্তরোপভোগ্যফলমপ্যনেকং কর্ম্মৈকস্মিন্ প্রায়ণে যুগপদভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভত ইতি শক্যং বক্তুম্, প্রতিনিয়তফলত্ববিরোধাৎ। নাপি কস্যচিৎ

যুগপদেব তৎফলানি ভুঞ্জ্যেরন্। তস্মাদুপভোগপর্য্যায়দর্শনাদ্ বলীয়সা দুর্ব্বলস্যাভিভবঃ কল্পনীয়ঃ। এবং বিরুদ্ধজাতিনিমিত্তোপভোগফলেম্বপি কর্ম্মসু দ্রষ্টব্যম্। ন চাভিব্যক্তঞ্চ কর্ম্ম ফলং ন দত্ত ইতি চ সম্ভবতি। ফলোপজনাভিমুখ্যং হি কর্ম্মণামভিব্যক্তিঃ। অপি চ প্রায়ণস্যাভিব্যঞ্জকত্বে স্বর্গনরকতির্যগ্‌যোনিগতানাং জন্তূনাং তস্মিন্ জন্মনি কর্ম্মস্বনধিকারান্নাপূর্ব্বকর্ম্মোপজনঃ, পূর্ব্বকৃতস্য কর্ম্মাশয়স্য

না, অর্থাৎ তাহার (মরণের) নিখিল কর্ম্মাভিব্যঞ্জকত্ব পক্ষে কোনও পরিষ্কার হেতু দেখাইতে পারিবে না। যে কর্ম্মের ফল আরব্ধ হইয়াছে, সে কর্ম্ম অনারব্ধফল কর্ম্মকে রুদ্ধ রাখে। রুদ্ধ রাখায় তাহার বৃত্তি (ফলাবস্থাপ্রাপ্তি) হয় না, তাহা উপশান্তই থাকে। [প্রায়ণ...পত্তিরিতি] মরণকালে বৃত্ত্যুদ্ভব (অভিব্যক্তি) হয় বলিলে, আমরা বলিব, যেমন মরণের পূর্ব্বে আরব্ধ ফলকর্ম্মে অনারব্ধফল (সঞ্চিত—যাহা পশ্চাৎ ফলপ্রদ হইবে, সেই) কর্ম্ম প্রতিরুদ্ধ থাকায় বৃত্তিমান্ হয় না, ফলপ্রসব করে না, তেমনি, মরণ সময়েও বিরুদ্ধফল বহু কর্ম্ম যুগপৎ (এক কালে বা এক সময়ে) ফলপ্রসব করিতে বা ফলদানে উন্মুখ হইতে পারে না। বলবান্ দুর্ব্বলের অবরোধক, সুতরাং প্রবল কর্ম্মের দ্বারা দুর্ব্বল কর্ম্মের অবরোধ ঘটনা হওয়ায় দুর্ব্বল তৎকালে বৃত্তিমান্ হইতে পারে না অর্থাৎ ফলদানোন্মুখ হইতে পারে না। এ বিচারের সার কথা এই যে, বিরুদ্ধ দিব্য-নারক-দেহোৎপাদক বহুকর্ম্মে এক দেহের উৎপত্তি অসম্ভব। [ন হ্যনারব্ধ...সম্ভাব্যতে] স্বর্গফল আরব্ধ হয় নাই, নরকফলও আরব্ধ হয় নাই, অর্থাৎ সেই সেই দেহ উৎপাদন করে নাই, এরূপ কর্ম্মনিবহের ইতর-বিশেষ তৎকালে বোধগম্য না হইলেও, যে সকলের ফল দেহান্তরোপভোগ্য, সে সকল কর্ম্মও মরণে অভিব্যক্ত হয়, হইয়া তদ্দেহ উৎপাদন করে, এরূপ বলিতে পার না। হেতু এই যে, তাহাতে অনুগতফলত্বের বিরোধ আছে। (যে কর্ম্মে স্বর্গ হয়, সে কর্ম্মে নরক হয় না, এবং যে কর্ম্মে নরক হয়, সে কর্ম্মে স্বর্গ হয় না। স্বর্গজনক কর্ম্মে স্বর্গই হয়, নরকজনক কর্ম্মে নরকই হয়। ইহাই নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত ; সুতরাং মরণে সমুদায় সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হওয়া নিয়মবিরুদ্ধ অর্থাৎ হইতেই পারে না)। এমন

কর্ম্মণঃ প্রায়ণেঽভিব্যক্তিঃ, কস্যচিদুচ্ছেদ ইতি শক্যতে বক্তুম্, ঐকান্তিকফলত্ববিরোধাৎ। ন হি প্রায়শ্চিত্তাদিভির্হেতুভি-র্ব্বিনা কর্ম্মণামুচ্ছেদঃ সম্ভাব্যতে। স্মৃতিরপি বিরুদ্ধফলেন কর্ম্মণা প্রতিবদ্ধস্য কর্ম্মান্তরস্য চিরমপ্যবস্থানং দর্শয়তি—

"কদাচিৎ সুকৃতং কর্ম্ম কূটস্থমিহ তিষ্ঠতি।
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্ দুঃখাদ্বিমুচ্যতে ॥"

ইত্যেবঞ্জাতীয়া।

যদি চ কৃৎস্নমনারব্ধফলং কর্ম্ম একস্মিন্ প্রায়ণেঽভিব্যক্তং সদেকাং জাতিমারভেত, ততঃ স্বর্গনরকতির্য্যগ্‌যোনিম্বধিকারা-নবগমাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মানুৎপত্তৌ নিমিত্তাভাবান্নোত্তরা জাতিরুপপদ্যেত, ব্রহ্মহত্যাদীনাঞ্চৈকৈকস্য কর্ম্মণোঽনেকজন্মনিমিত্তত্বং স্মর্য্যমাণ-মুপরুধ্যেত। ন চ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ স্বরূপ-ফল-সাধনাদিসমধিগমে

প্রায়ণাভিব্যক্ততয়া ফলোপভোগেন প্রক্ষয়ান্নাস্তি তেষাং কর্ম্মাশয় ইতি ন তে সংসরেয়ুঃ। ন চ মুচ্যেরন্নাত্মজ্ঞানাভাবাদিতি কষ্টাংবতাবিষ্টা দশাম্। ন চ

কথা বলিতে পারিবে না যে, মরণে কতকগুলি কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, ফলদানোন্মুখ হয়, আর কতকগুলি বিলুপ্ত হয়। বলিলে কর্ম্মের ঐকান্তিকফলত্বনিয়ম (ফলের অবশ্যম্ভাব) থাকে না। প্রায়শ্চিত্তাদি নাশক হেতু (প্রায়শ্চিত্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যান ও ভোগ) ব্যতীত অন্য কিছুতেই কর্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ বা ক্ষয়) হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ফলিতার্থ—মরণ কোনও কালে কর্ম্মের নাশক হয় না। [স্মৃতি...জাতীয়া] কোন কর্ম্ম বিরুদ্ধফল কর্ম্মের দ্বারা অবরুদ্ধ হইলে—এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মে প্রতিবদ্ধ হইলে, তাহা দীর্ঘকাল তদবস্থ থাকে, ফলোন্মুখ হয় না, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কখন কখন এমনও হয় যে, সংসারভোগকারী জীবের যত কাল না সেই সেই দুঃখের অবসান হয়, পাপকর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত না হয়, তত কাল তাহার পূর্ব্বোপার্জ্জিত সুকৃত কর্ম্ম কূটস্থ (নির্ব্ব্যাপার বা স্তিমিত) থাকে।"

[যদি চ...কল্পন;] মরণ যদি সমুদায় অনারব্ধফল কর্ম্ম অভিব্যক্ত করিয়া একটীমাত্র জন্ম আরম্ভ (এক দেহ উৎপাদন) করায়, তাহা হইলে স্বর্গীয়, নারক, অথবা তির্য্যক্, এতন্মধ্যে যে-কোন জন্ম হউক, সেই সেই জন্মে কর্ম্মে অনধিকার থাকায়, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জিত না হওয়ায়, কারণের অভাবে তৎপরে অন্য জন্ম হওয়া অবরুদ্ধ হয়। তাহা হইলে সংসারোচ্ছেদ হইবে। অপিচ, ঐ অর্থ স্মৃতিবিরুদ্ধ (মরণকালে সঞ্চিত সমুদায় কর্ম্ম এক কালে ফলদানোন্মুখ হইয়া

শাস্ত্রাদতিরিক্তং কারণং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। ন চ দৃষ্টফলস্য কর্ম্মণঃ কারীর্য্যাদেঃ প্রায়ণমভিব্যঞ্জকং সম্ভবতীত্যব্যাপিকেয়ং প্রায়ণস্যাভিব্যঞ্জকত্বকল্পনা। প্রদীপোপন্যাসোঽপি কর্ম্মবলাবল-প্রদর্শনেনৈব প্রতিনীতঃ, স্থূল-সূক্ষ্মরূপাভিব্যক্তিবচ্চেদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি প্রদীপঃ সমানেঽপি সন্নিধানে স্থূলরূপমভিব্যনক্তি, ন সূক্ষ্মম্, এবং প্রায়ণং সমানেঽপ্যনারব্ধফলস্য কর্ম্মজাতস্য প্রাপ্তাবসরত্বে বলবতঃ কর্ম্মণো বৃত্তিমুদ্ভাবয়তি ন দুর্ব্বলস্যেতি।

তস্মাচ্ছ্রুতিস্মৃতিন্যায়বিরোধাদশ্লিষ্টোঽয়মশেষকর্ম্মাভিব্যক্ত্যভ্যুপগমঃ। শেষকর্ম্মসদ্ভাবেঽনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গ ইত্যয়মপ্যস্থানে

স্বসমবেতমেব প্রায়ণেনাভিব্যজ্যতেঽপূর্ব্বং ন পরসমবেতং, যেন পিত্রাদিগতেন কর্ম্মণাবর্ত্তেরন্নিতি। শেষং সুগমম্॥ ৩। ১। ৮॥

তির্য্যক্ নারক অথবা স্বর্গীয় জন্ম উপস্থিত করিল, অনধিকারপ্রযুক্ত সে জন্মে ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চিত হইল না, অথবা পূর্ব্বতন কর্ম্মাশয় সমস্তই সেই জন্মের ভোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল, সুতরাং তাহার আর পরজন্ম হওয়ার কারণ থাকিল না, কারণ না থাকায় জন্মও হইল না, এবং জ্ঞান না থাকায় মোক্ষও হইল না। প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক জন্ম ঐরূপ হইলে সংসার থাকে না, তাহাও কি হয়? না সম্ভবপর?। স্মৃতিতে আছে, ব্রহ্মহত্যাদি কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ।— "ব্রহ্মঘ্ন নরকভোগান্তে কুক্কুর, শূকর, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, পুক্কশ (নীচ জাতিবিশেষ), এই সকল যোনিতে উৎপন্ন হয়।" শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণে কি ধর্ম্মের স্বরূপ, ফল ও সাধন জানা যায়? নিশ্চয়ই জানা যায় না এবং জানিবার সম্ভাবনাও নাই। যে সকল কর্ম্মের ফল দৃষ্ট —দেখা যায়—অর্থাৎ ঐহিক, মরণ সে সকল কর্ম্মেরও অভিব্যঞ্জক, ইহা সম্ভাবিত নহে। (বৃষ্টিকামনায় কারীরী যাগ করে, তদ্দিনেই তাহার ফল হয়, সুতরাং তাহা মরণ প্রতীক্ষা করে না।) অতএব, মরণ সর্ব্বকর্ম্মের অভিব্যঞ্জক, এ কল্পনা সঙ্গত নহে। [প্রদীপো...দুর্ব্বলস্যেতি] প্রদীপ দৃষ্টান্তটী কেবল কর্ম্মের প্রবল-দুর্ব্বলভাব বুঝিবার জন্য, অন্য কিছুর জন্য নহে। প্রদীপ যেমন স্থূলসূক্ষ্ম সমস্ত রূপের অভিব্যঞ্জক ও অনভিব্যঞ্জক হয়, সেইরূপ। নৈকট্য সমান, অথচ প্রদীপ স্থূল রূপ ব্যক্ত করে, সূক্ষ্ম রূপ ব্যক্ত করে না। সেইরূপ মরণও অনারব্ধফল কর্ম্মের মধ্যে যাহা প্রবল হইয়াছে, ফল দিবার অবসর পাইয়াছে, তাহাকেই বৃত্তিমান্ করে—ফলদানার্থ উন্মুখ করে, কিন্তু যাহা দুর্ব্বল থাকে, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; প্রত্যুত তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে।

[তস্মা...রোহস্তীতি] এই সকল কারণে, শ্রুতি স্মৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া, মরণকালে সমুদায় কর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়, হইয়া জন্মারম্ভ করে, এই মত অগ্রাহ্য। কর্ম্মশেষ থাকিলে মোক্ষও অসম্ভব হয় অর্থাৎ মোক্ষ উৎপাদনার্থ কর্ম্মের একভবিকত্ব নিয়ম স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এ আপত্তি বা এ সকল কথা এতৎস্থানে আলোচনার

সম্ভ্রমঃ, গম্যগদর্শনাদশেষকর্ম্মক্ষয়শ্রুতেঃ। তস্মাৎ স্থিতমেতদনুশয়বন্তোঽবরোহন্তীতি। তে চাবরোহন্তো যথেতমনেবং চ অবরোহন্তি। যথেতমিতি যথাগতমিত্যর্থঃ। অনেবমিতি তদ্বিপর্য্যয়েণেত্যর্থঃ। ধূমাকাশয়োঃ পিতৃযাণেঽধ্বন্যুপাত্তয়োরবরোহে সঙ্কীর্ত্তনাৎ 'যথেতং'-শব্দাচ্চ যথাগতমিতি প্রতীয়তে। রাত্র্যাদ্যসঙ্কীর্ত্তনাদভ্রাদ্যুপসঙ্খ্যানাচ্চ বিপর্য্যয়োঽপি প্রতীয়তে ॥ ৩। ১। ৮ ॥

চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥৩।১।৯॥*

অথাপি স্যাৎ, যা শ্রুতিরনুশয়সদ্ভাবপ্রতিপাদনায়োদাহৃতা "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ" ইতি, সা খলু চরণাদ্ যোন্যাপত্তিং

অনেন নিরনুশয়া এবাবরোহন্তীতি পূর্ব্বপক্ষবীজং নিগূঢ়মুদ্ঘাট্য নিরস্যতি—যদ্যপি—

যোগ্য নহে। কেন-না, শ্রুতি বলিয়াছেন, সম্যক্‌জ্ঞানেই নিঃশেষিতরূপে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, অন্য কিছুতে হয় না। এত দূর বিচারের পর স্থির হইল যে, অনুশয়বিশিষ্ট জীবেরই অবরোহণ এবং অভুক্ত বা সঞ্চিত কর্ম্মের নাম অনুশয়। [তে...প্রতীয়তে] তাহাদের অবরোহণ আরোহণক্রমে ও তদতিরিক্ত ক্রমেও হয়। 'যথেতং' শব্দের অর্থ যথাগত। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মীলোক যে প্রকারে বা যে ক্রমে আরোহণ করিয়াছিল, সেই প্রকারে বা সেই ক্রমে। 'অনেবং' শব্দে—তদ্বিপরীত বা তদতিরিক্ত ক্রম বুঝায়। অবরোহণকালে পিতৃযান-পথে ধূমের ও আকাশের কথন আছে, সে জন্য, 'যথেত' শব্দে 'যথাগত' এই অর্থ প্রতীত হয় এবং তাহাতে রাত্রির উল্লেখ না থাকায় ও মেঘের গ্রহণ থাকায় বিপরীত ক্রমও প্রতীত হয় ॥ ৩। ১। ৮ ॥

"যাহারা ইহ-লোকে রমণীয় আচরণ করে" এই শ্রুতি অনুশয়ের অস্তিত্ব প্রদর্শনার্থ আহরণ করিয়াছ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ঐ শ্রুতি কেবল আচরণের

* চরণাৎ শীলাৎ যোনিপ্রাপ্তির্নানুশয়াদিতি ন বক্তব্যম্। যতঃ সা চরণশ্রুতির্লক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনের্মতম্। স্মৃতাবক্রোধাদয়ঃ শাস্ত্রার্থজ্ঞানরূপঞ্চ শীলং সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গমিত্যুক্তং, তদ্বোধকং চরণপদমঙ্গিনঃ শ্রৌতাদিকর্ম্মণো লক্ষকং "কর্ম্মণ এবোত্তরাবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যাপূর্ব্বম্" ইতি কর্ম্মলক্ষণয়ৈব তদভিন্নাপূর্ব্বাখ্যানুশয়সিদ্ধিরিতি কার্ষ্ণাজিনিমতমিতি ভাবঃ।

রমণীয় চরণ, কপূয়চরণ, ইত্যাদিস্থলে যে চরণ-শব্দ আছে, তাহার অর্থ আচরণ অর্থাৎ শীল। তাহারই দ্বারা জীবের যোনিপ্রাপ্তি অর্থাৎ জন্মান্তরলাভ হয়। অনুশয়-শব্দ না থাকায় অনুশয়ের দ্বারা যোনিপ্রাপ্তি, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণশূন্য; সুতরাং তাহা বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতিস্থ চরণ-শব্দ অনুশয়ের উপলক্ষক অর্থাৎ লক্ষণার দ্বারা অনুশয়ের বোধক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি মুনি বলিয়াছেন।

দর্শয়তি, নানুশয়াৎ। অন্যচ্চরণমন্যোঽনুশয়ঃ। চরণং চারিত্রমাচারঃ শীলমিত্যনর্থান্তরম্। অনুশয়স্তু ভুক্তফলাৎ কর্ম্মণোঽতিরিক্তং কর্ম্মাভিপ্রেতম্। শ্রুতিশ্চ কর্ম্ম-চরণে ভেদেন ব্যপদিশতি "যথাচারী তথা ভবতি" ইতি, "যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি" ইতি চ। তস্মাচ্চরণাদ্ যোন্যাপত্তিশ্রুতের্নানুশয়সিদ্ধিরিতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। যতোঽনুশয়োপলক্ষণার্থৈবৈষা চরণশ্রুতিরিতি কার্ষ্ণাজিনিরাচার্য্যো মন্যতে ॥৩।১।৯॥

আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ ॥৩।১।১০॥*

স্যাদেতৎ। কস্মাৎ পুনশ্চরণশব্দেন শ্রৌতং শীলং বিহায়

"অক্রোধঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ জ্ঞানঞ্চ শীলমেতদ্বিদুর্ব্বুধাঃ ॥"

ইতি স্মৃতেঃ শীলমাচারোঽনুশয়াদ্ভিন্নঃ, তথাপ্যস্যানুশয়াঙ্গতয়াঽনুশয়োপলক্ষণত্বং কার্ষ্ণাজিনিরাচর্য্যো মেনে। তথা চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইত্যনেনানুশয়োপলক্ষণাৎ সিদ্ধং সানুশয়ানামেবাবরোহণমিতি ॥ ৩ । ১ । ৯ ॥

"আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" ইতি হি স্মৃত্যা বেদপদেন বেদার্থমুপলক্ষয়ন্ত্যা

দ্বারাই যোনি বা জন্মবিশেষ প্রাপ্তি দেখাইয়াছেন, অনুশয়ের দ্বারা নহে। অনুশয় ও আচরণ এক পদার্থ নহে; প্রত্যুত বিভিন্ন। চরণ, আচরণ, আচার, শীল, চারিত্র বা চরিত্র, এ সকলের অর্থপ্রভেদ নাই। অনুশয়শব্দ ভুক্তফল কর্ম্মের অতিরিক্ত কর্ম্মের (যাহার ভোগ হয় নাই, তাহার) অভিপ্রায়ে প্রযোজিত হয়। শ্রুতিও কর্ম্মকে ও আচরণকে বিভিন্নরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— "যেমন আচরণ—তেমনি গতি।" "যে সকল কর্ম্ম অনিন্দিত, সেই সকলের সেবা করিবেক। নিন্দিত কর্ম্মের সেবা করিবেক না। যাহা আমাদের শোভন চরিত্র, তুমি তাহারই উপাসনা করিবে।" ইত্যাদি। অতএব, আচারনিমিত্তক যোনিপ্রাপ্তি-এতদ্রূপ শ্রবণ (শ্রুতি) থাকায় অনুশয় থাকা অসিদ্ধ বলিতে পারিবে না। কারণ, ঐ চরণ-শ্রুতি অনুশয় অর্থের উপলক্ষক, ইহা কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্যের অভিমত। (কৃতকর্ম্মের উত্তরাবস্থার অন্য নাম অপূর্ব্ব, যাহার বিভাগ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এবং তাহাই এতন্মতে অনুশয়। এই অনুশয় কর্ম্ম-বাচক চরণ শব্দের লক্ষণালভ্য অর্থ অর্থাৎ ঐ অর্থ লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা লব্ধ হয়) ॥ ৩ । ১ । ৯ ॥

মানিলাম, চরণ-শব্দের অনুশয় অর্থ কার্ষ্ণাজিনির অভিমত। কিন্তু

---

* চরণ-শব্দেন চেৎ লাক্ষণিকোঽনুশয়ো গৃহ্যতে, তর্হি শীলবিধানানর্থক্যমিতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ; শ্রৌতাদিকর্ম্ম হি শীলাপেক্ষম্। শীলস্য সর্ব্বকর্ম্মাঙ্গত্বান্ন তত্র পৃথক্ফলাপেক্ষাঽঙ্গিফলেনার্থবত্ত্বাদিতি ভাবঃ।

লাক্ষণিকোঽনুশয়ঃ প্রত্যায্যতে। নন্বু শীলস্যৈব তু শ্রৌতস্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধস্য সাধ্বসাধুরূপস্য শুভাশুভযোস্তাপত্তিঃ ফলং ভবিষ্যতি। অবশ্যঞ্চ শীলস্যাপি কিঞ্চিৎ ফলমভ্যুপগন্তব্যম্। অন্যথা হ্যানর্থক্যমেব শীলস্য প্রসজ্যেতেতি চেৎ, নৈষ দোষঃ। কুতঃ? তদপেক্ষত্বাৎ। ইষ্টাদি হি কর্ম্মজাতং চরণাপেক্ষম্। ন হি সদাচারহীনঃ কশ্চিদধিকৃতঃ স্যাৎ কর্ম্মণি। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্য নানর্থক্যম্। ইষ্টাদৌ হি কর্ম্মজাতে ফলমারভমাণে তদপেক্ষ এবাচারস্তত্রৈব কঞ্চিদতিশয়মারপ্স্যতে। কর্ম্ম চ

বেদার্থানুষ্ঠানশেষত্বমাচারস্যোক্তং, ন তু স্বতন্ত্র আচারঃ ফলস্য সাধনম্। তেন বেদার্থানুষ্ঠানোপকারকতয়াচারস্য নানর্থক্যং ক্রত্বর্থস্য। তদনেন সমিদাদিবদাচারস্য ক্রত্বর্থত্বমুক্তম্। সম্প্রতি স্নানাদিবৎ পুরুষার্থত্বে পুরুষসংস্কারত্বেঽপ্যদোষ ইত্যাহ—"পুরুষার্থত্বাদপ্যাচারস্য" ইতি। তদেবং চরণশব্দেনাচারবাচিনা সর্ব্বোঽনুশযো লক্ষিত ইত্যুক্তম্॥ ৩। ১। ১০॥

কি কারণে চরণ-শব্দের শ্রুত্যুক্ত শীল (সদাচার) অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা-বৃত্তির দ্বারা অনুশয় অর্থ গ্রহণ কর? শ্রুত্যুক্ত সাধু ও অসাধুরূপ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ শীল † কি শুভাশুভ জন্মরূপ ফলদানে সমর্থ নহে? অবশ্যই শীলের কোনরূপ ফল থাকা মানিতেই হইবেক। না মানিলে নিশ্চয়ই শীল-বিধানের আনর্থক্য হইবে। যদি কেহ এরূপ বলেন, বা আপত্তি করেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে, ঐ দোষ অর্থাৎ শীলবিধানের আনর্থক্য দোষ হয় না। কেন-না, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত প্রত্যেক কর্ম্মই শীল-সাপেক্ষ। [ইষ্টাদি...প্রসিদ্ধিঃ] ইষ্ট ও পূর্ত্ত প্রভৃতি কর্ম্মসমূহ সমস্তই চরণাপেক্ষ অর্থাৎ শীলসাপেক্ষ। কেহই সদাচার-বিহীন হইয়া শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মে অধিকার লাভ করে না। কদাচার পুরুষ সে সকল কর্ম্মে অনধিকারী, ইহা স্মৃতির দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যথা—"বেদ আচারবিহীনকে পবিত্র করেন না।" ইত্যাদি। আচার কর্ম্মকর্ত্তা পুরুষের সংস্কার সাধন করে, সে ভাবেও তাহার সাফল্য আছে। ইষ্টাদি কর্ম্ম আরব্ধ হইলে তৎসঙ্গে যে সদাচার অনুষ্ঠিত হয়, সে অনুষ্ঠান প্রকৃত বা অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের কোন-না কোন অতিশয় (উৎকর্ষ) জন্মায়। কর্ম্মই সর্ব্বার্থকারী, ইহা শ্রুতিতে

যদি চরণ-শব্দের মুখ্য আচারার্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অনুশয়ার্থ গ্রহণ কর, তবে, জিজ্ঞাস্য হইবে য, আচার-বিধানের প্রয়োজন কি? কোন্ ফলের জন্য আচারের বিধান? অর্থাৎ সদাচার বিধান নিরর্থক। এতদুত্তরে বলা যায়, আচার বিধান নিরর্থক নহে, কেন-না, শ্রৌত-স্মার্ত্ত সমুদায় কর্ম্মই শীল বা সদাচার-সাপেক্ষ। আচারপূত না হইলে কর্ম্মাধিকার হয় না, এবং কৃতকর্ম্মের ফলও হয় না। (ভাষ্য দেখ)।

† কায়-মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের অপকারবর্জ্জন, অনুগ্রহ ও জ্ঞান (শাস্ত্রার্থজ্ঞান), এ সকল বিহিত শীল এবং শোভন। ক্রোধ, অনৃত ও পারুষ্যাদি নিষিদ্ধ শীল, সুতরাং সে সকল অশোভন।

সর্ব্বার্থকারীতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ কর্ম্মৈব শীলোপ-লক্ষিতমনুশয়ভূতং যোন্যাপত্তৌ কারণমিতি কার্ষ্ণাজিনে-র্ম্মতম্। ন হি কর্ম্মণি সম্ভবতি শীলাদ্ যোন্যাপত্তির্যুক্তা। ন হি পদ্ভ্যাং পলায়িতুং পারয়মাণো জানুভ্যাং রংহিতুমর্হতীতি ॥ ৩। ১। ১০ ॥

সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥৩।১।১১॥*

বাদরিস্ত্বাচার্য্যঃ সুকৃতদুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন প্রত্যায্যেতে—ইতি মন্যতে। চরণমনুষ্ঠানং কর্ম্মেত্যনর্থান্তরম্। তথাহি অবি-শেষেণ কর্ম্মমাত্রে চরতিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে। যো হীষ্টা-দিলক্ষণং পুণ্যং কর্ম্ম করোতি, তং লৌকিকা আচক্ষতে ধর্ম্মঞ্চ-রত্যেষ মহাত্মেতি। আচারোঽপি ধর্ম্মবিশেষ এব। ভেদব্যপ-দেশস্তু কর্ম্মচরণয়োর্ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়েনাপ্যুপপদ্যতে।

বাদরিস্তু মুখ্য এব চরণশব্দঃ কর্ম্মণীত্যাহ—

ব্রাহ্মণপরিব্রাজকন্যায়ো গোবলীবর্দ্দন্যায়ঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।১।১১॥

ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ। [তস্মাৎ...মর্হতীতি] অতএব, কর্ম্মই শীলসহ অনুষ্ঠিত হইয়া অবশেষে অনুশয়ত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুশয়ই যোনিপ্রাপ্তির (ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করার) কারণ, ইহা কার্ষ্ণাজিনি মুনির মত। কর্ম্মের প্রভাবে যোনিলাভ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও শীলের দ্বারা যোনিলাভ হওয়ার কল্পনা যুক্তিবিরুদ্ধ। পদসঞ্চালনে পলায়ন করিতে পারিলে জানুর দ্বারা পলায়ন করা সঙ্গত হয় না ॥ ৩। ১। ১০ ॥

বাদরি মুনিও বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত বুঝায়। চরণ, অনুষ্ঠান, কর্ম্ম, এ সকল শব্দ একার্থক। লোকদিগকেও কোনরূপ বিশেষ উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র বা সামান্যতঃ কর্ম্ম-অর্থে চর-ধাতুর প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। যাহারা ইষ্টাদি পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, ইহারা ধর্ম্মাচরণ করিতেছে এবং ইহারা মহাত্মা। [আচারো...নির্ণয়ঃ] আচারও এক প্রকার ধর্ম্ম। তবে-যে, কোন কোন স্থলে কর্ম্মের ও চরণের (আচারের) প্রভেদ কখন দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ-পরিব্রাজক-দৃষ্টান্তে সঙ্গত হয়। যে পরিব্রাজক, (সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। এতদ্দৃষ্টান্তে যাহা কর্ম্ম, তাহাই চরণ অর্থাৎ সদাচার)।

---

* বাদরিস্তু আচার্য্যঃ সুকৃত-দুষ্কৃতে এব চরণশব্দেন বোধ্যেতে ইত্যাহ।
বাদরি আচার্য্য বলিয়াছেন, চরণ-শব্দে সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম বুঝায়।

তস্মাদ্রমণীয়চরণাঃ প্রশস্তকর্ম্মাণঃ, কপূয়চরণা নিন্দিতকর্ম্মাণ ইতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩। ১। ১১ ॥

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥৩।১।১২॥ †

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যুক্তম্, যে ত্বিতরে অনিষ্টাদিকারিণঃ, তেঽপি কিং চন্দ্রমসং গচ্ছন্তি, উত ন গচ্ছন্তীতি চিন্ত্যতে। তত্র তাবদাহ—ইষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসং গচ্ছন্তীত্যেতন্ন। কস্মাৎ? যতোঽনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতম্। তথা হ্যবিশেষেণ কৌষীতকিনঃ

"যে বৈ কে চাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইতি কৌষীতকিনাং সমাম্নানাদ্দেহারম্ভস্য চ চন্দ্রলোকগমনমন্তরেণানুপপত্তেঃ, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতিসংখ্যানিয়মাৎ। তথাহি—দ্যু-সোম-বৃষ্ট্যন্ন-রেতঃপরিণামক্রমেণ তা এবাপো যোষিদগ্নৌ হুতাঃ পুরুষবচসো-ভবন্তীত্যবিশেষেণ শ্রুতম্। ন চৈতন্মনুষ্যাভিপ্রায়ং "কপূয়চরণাঃ শ্বযোনিম্" ইত্যমনুষ্যস্যাপি শ্রবণাৎ। গমনাগমনায় চ দেবযানপিতৃযানয়োরেব মার্গয়োরাম্নানাৎ, পথ্যন্তরস্যাশ্রুতের্জ্জায়স্ব-ম্রিয়স্বেতি তৃতীয়ং স্থানমিতি চ স্থানত্বমাত্রেণাবগমাৎ পথিত্বেনাপ্রতীতেঃ। চন্দ্রলোকাদবতীর্ণানামপি চ তৎস্থানত্বসম্ভবাদসম্পূরণেন প্রতিবচনোপপত্তেঃ, অনন্যমার্গতয়া চ তদ্ভোগবিরহিণামপি গ্রামং গচ্ছন্ বৃক্ষমূলান্যুপসর্পতীতিবৎ সংযমনাদিষু যমবশ্যতায়ৈ চন্দ্রলোকগমনোপপত্তেঃ। "ন কতরেণচন" ইত্যস্যাসম্পূরণপ্রতিপাদনপরতয়া মার্গদ্বয়নিষেধপরত্বাভাবাৎ অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রলোকগমনে প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। সত্যং স্থানুতয়াঽবগতস্য ন মার্গত্বং, তথাপি "বেত্থ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইত্যস্য প্রতিবচনাবসরে মার্গদ্বয়নিষেধপূর্ব্বং

অতএব, শ্রুত্যুক্ত রমণীয়চরণ শব্দের অর্থ প্রশস্ত কর্ম্মকারী এবং কপূয়চরণ শব্দের অর্থ নিন্দিতকর্ম্মকারী ॥ ৩। ১। ১১ ॥

বলা হইয়াছে যে, ইষ্টাপূর্ত্তাদি পুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রলোকে গমন করে, কিন্তু যাহারা তদ্বিপরীতকারী অর্থাৎ অনিষ্টাদিকারী (নিন্দিতকর্ম্মকারী) তাহারা কোথায় যায়? তাহারাও কি চন্দ্রলোকে যায়? অথবা যায় না? এই প্রশ্নের প্রথম পক্ষে বলা যায়, কেবল ইষ্টাদিকারীরাই যে চন্দ্রলোকে যায়, এমন নহে, অনিষ্টকারীরাও যায়। কেন-না, চন্দ্রমণ্ডল অনিষ্টকারীদিগেরও গন্তব্য, ইহা শ্রুত আছে (শ্রুতিতে উক্ত আছে)। যথা—"যে কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়।" কৌষীতকি-ব্রাহ্মণের এই শ্রুতি ইষ্টকারী পুরুষ

---

† পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ। অনিষ্টাদিকারিণামপি চন্দ্রমণ্ডলং গন্তব্যত্বেন শ্রুতমিতি সূত্রার্থঃ।
"যে-কেহ এ লোক হইতে প্রয়াণ করে" এই শ্রুতিতে "যে-কেহ" এইরূপ সাধারণ উল্লেখ থাকায় বলিতে পারি, যাহারা শাস্ত্র-নিন্দিত কর্ম্ম করে, তাহারাও চন্দ্রলোকে যায়।

সমামনন্তি "যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি" ইতি। দেহারম্ভোঽপি চ পুনর্জ্জায়মানানাং নান্তরেণ চন্দ্রপ্রাপ্তিমবকল্পেত, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতি-সঙ্খ্যানিয়মাৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব এব চন্দ্রমসমাসীদেয়ুঃ। ইষ্টাদি-কারিণামিতরেষাঞ্চ সমানগতিত্বং ন যুক্তমিতি চেৎ, ন, ইত-রেষাং চন্দ্রমণ্ডলে ভোগাভাবাৎ ॥ ৩। ১। ১২ ॥

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ৩। ১। ১৩ ॥ *

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি—সর্ব্বে চন্দ্রমসং তৃতীয়ং স্থানমভিবদন্ অসম্পূরণায় তৎপ্রতিপক্ষমাচক্ষীত। যদি পুনস্তেনৈব মার্গেণাগত্য জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ স্থানমধ্যাসীত, নৈতত্তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ন হীষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমণ্ডলাদবরুহ্য রমণীয়াং নিন্দিতাং বা যোনিং প্রতিপদ্যমানা-স্তৃতীয়ং স্থানং প্রতিপদ্যন্তে। তৎকস্য হেতোঃ। পিতৃযানেন পথাবরোহাৎ। তদ্যদি ক্ষুদ্রজন্তবোঽপ্যনেনৈব পথাঽবরোহেয়ুঃ, নৈতদেষাং জন্মমরণপ্রবন্ধবৎ তৃতীয়ং স্থানং ভবেৎ। ততোঽবগচ্ছামঃ, সংযমনং সপ্ত চ যাতনাভূমীর্যমবশ-তয়া প্রতিপদ্যমানা অনিষ্টাদিকারিণো ন চন্দ্রমণ্ডলাদবরোহন্তীতি। তস্মাৎ "যে বৈ কে চ" ইতীষ্টাদিকারিবিষয়ং, ন সর্ব্ববিষয়ং, পঞ্চম্যামাহুতাবিতি চ স্বার্থবিধান-পরং ন পুনরপঞ্চম্যাহুতিপ্রতিষেধপরমপি, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। "সংযমনে ত্বনু-ভূয়" ইতি সূত্রেণাবরোহাপাদানতয়া সংযমনস্যোপাদানাচ্চন্দ্রমণ্ডলাপাদাননিষেধ আঞ্জসঃ, তথা চ সিদ্ধান্তসূত্রমেব। পূর্ব্বপক্ষসূত্রত্বে তু শঙ্কান্তরাধ্যাহারেণ কথ-ঞ্চিদগময়িতব্যম্। জীবজং জরায়ুজম্। সংশোকজং সংস্বেদজম্ ॥৩।১।১২॥

[রত্নপ্রভা। সিদ্ধান্তসূত্রং ব্যাচষ্টে—তুশব্দ ইত্যাদিনা। সংযমনে যমলোকে

যায়, আর অনিষ্টকারী যায় না, এমন কোন অবধারণ বাক্য বলেন নাই, সামান্যতই বলিয়াছেন। [দেহারম্ভো...বাভাৎ] আরও দেখ, যাহারা পুনর্ব্বার জন্মিবে, তাহাদের দেহোৎপত্তি চন্দ্রগমন ব্যতীত হয় বলিতে পার না। কারণ, "পঞ্চমী আহুতিতে—" এই শ্রুতিতে আহুতি-সংখ্যার নিয়ম আছে। অতএব, সাধারণতঃ সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। যদি বল, ইষ্টকারী ও অনিষ্টকারী উভয়ের সমান গতি হওয়া উচিত নহে, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রমণ্ডলে যায় মাত্র, কিন্তু সেখানে তাহাদের সুখভোগ হয় না। ইহাই বিশেষ (পূর্ব্বপক্ষ) ॥ ৩। ১। ১২ ॥

তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক। অর্থাৎ সকলেই যে, চন্দ্রমণ্ডলে যায়, তাহা

* তু-শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। সর্ব্বে চন্দ্রমণ্ডলং ন গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। সংযমনে যমপুরে যামীঃ যাতনা অনুভূয় ইতরেষাং অনিষ্টকারিণাং অবরোহন্তীত্যেবমারোহাবরোহৌ শ্রূয়েতে ইতি সূত্রার্থঃ।

গচ্ছন্তীতি। কস্মাৎ ? ভোগায়ৈব হি চন্দ্রারোহণং, ন নিষ্প্রয়োজনং, নাপি প্রত্যবরোহায়ৈব। যথা কশ্চিদ্ বৃক্ষমারোহতি পুষ্পফলোপাদানায়, ন নিষ্প্রয়োজনং, নাপি পতনায়ৈব। ভোগশ্চানিষ্টাদিকারিণাং চন্দ্রমসি নাস্তীত্যুক্তম্। তস্মাদিষ্টাদিকারিণ এব চন্দ্রমসমারোহন্তি, নেতরে। ইতরে তু সংযমনং যমালয়মবগাহ্য স্বদুষ্কৃতানুরূপা যামীর্যাতনা অনুভূয় পুনরেবেমং লোকং প্রত্যবরোহন্তি। এবম্ভূতৌ তেষামারোহাবরোহৌ ভবতঃ। কুতঃ ? তদ্গতিদর্শনাৎ। তথাহি যমবচনস্বরূপা শ্রুতিঃ প্রয়তামনিষ্টাদিকারিণাং যমবশ্যতাং দর্শয়তি—

যমকৃতা যাতনা অনুভূয়াবরোহন্তীত্যেবং আরোহাবরোহাবিতি যোজনা সূত্রস্থ জ্ঞেয়া। যমবশ্যতাং মৃত্বা গচ্ছতাম্। সম্যক্ পরস্তাৎ প্রাপ্যত ইতি সম্পরায়ঃ পরলোকঃ, তদুপায়ঃ সাম্পরায়ঃ, বালমজ্ঞং, বিশেষতো বিত্তরাগেণ মূঢ়ং, মোহাৎ প্রমাদং কুর্ব্বন্তং প্রতি ন ভাতি। স চ বালঃ অয়ং স্ত্রীবিত্তাদিলোকো-

---

যায় না। কেন ? তাহা বিবেচনা কর। চন্দ্রে আরোহণ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যাওয়া ভোগের নিমিত্ত, সুতরাং তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে। লোকে যেমন ফল-পুষ্পাদি গ্রহণের নিমিত্তই বৃক্ষারোহণ করে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে কিংবা পড়িবার জন্য বৃক্ষারোহণ করে না, তেমনি, জীবও ভোগের উদ্দেশ্যেই চন্দ্রারোহণ করে, নিষ্প্রয়োজনে অথবা পতনের জন্য চন্দ্রারোহণ করে না। সেখানে (চন্দ্রলোকে) তাহাদের ভোগ হয় না, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছ, স্বীকার করিয়াছ, সে কারণে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য হইবে যে, ইষ্টাদিকারীরাই চন্দ্রলোকে যায়, বিপরীতকারীরা যায় না। যাহারা নিন্দিতকর্ম্মকারী তাহারা যমালয়ে গমনপূর্ব্বক সেখানে সেই সেই দুষ্কৃত কর্ম্মের অনুরূপ যমপ্রদত্ত যাতনা অনুভব করিয়া তৎপরে ইহ লোকে প্রত্যাগমন করে। [এবম্ভূতৌ...ভবতি] তাহাদের যে, কথিতপ্রকার আরোহণাবরোহণ হয়, তাহা যমবচনরূপা শ্রুতিতে উক্ত আছে। তাহাদের তদ্রূপ গতি অর্থাৎ যমবশ্যতা শ্রুতিকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। যমের উক্তি যথা—"সাম্পরায়ের অর্থাৎ পরলোকের প্রকৃততত্ত্ব অজ্ঞের—বিশেষতঃ

সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, ইষ্টানিষ্টকারীর বিশেষ নাই, এ পক্ষ অগ্রাহ্য। কারণ, শ্রুতিতে অনিষ্টকারীর আরোহাবরোহ নিম্নলিখিত প্রকারে অভিহিত হইয়াছে। যথা—অনিষ্টকারীরা যমপুরে আরোহণ করে, সেখানে যমকৃত যাতনা ভোগ করিয়া ভোগান্তে পুনরবরোহণ অর্থাৎ পুনর্দ্দেহ গ্রহণ করে।

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥" ইতি

"বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং" ইত্যেবঞ্জাতীয়কঞ্চ বহ্বেব যমবশ্যতাপ্রাপ্তিলিঙ্গং ভবতি ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

স্মরন্তি চ ॥ ৩। ১। ১৪ ॥ *

অপি চ, মনুব্যাসপ্রভৃতয়ঃ শিষ্টাঃ সংযমনে পুরে যমায়ত্তং কপূয়কর্ম্মবিপাকং স্মরন্তি নাচিকেতোপাখ্যানাদিষু ॥৩।১।১৪॥

অপি চ সপ্ত ॥ ৩। ১। ১৫ ॥ †

অপি চ, সপ্ত নরকা রৌরবপ্রমুখা দুষ্কৃতফলোপভোগ-

হস্তি ন পবলোকোঽস্তীতি মানী, স মে মম যমস্য বশমাপ্নোতীত্যর্থঃ। পাপিনাং যমবশ্যতাবাদি-বিশেষশ্রুতিস্মৃতিবলাৎ "যে বৈ কেচ" ইত্যবিশেষশ্রুতিরিষ্টাদিকারি-বিষয়ত্বেন ব্যাখ্যেয়েতিভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৩ ॥]

(সংযমনে তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধে যমপুরে। কপূযকর্ম্মবিপাকং পাপকর্ম্মজং ফলম্। নচিকেতা নাম ঋষিস্তমধিকৃত্য প্রবৃত্তং উপাখ্যানং নাচিকেতোপাখ্যা-নম্ ॥ ৩। ১। ১৪ ॥)

ধনমুগ্ধেব নিকট প্রতিভাত (প্রকাশিত) হয না। তাহাবা মনে কবে, এই লোকই আছে, ঐ লোক অর্থাৎ পবলোক নাই। সেই জন্যই তাহারা পুনঃপুনঃ আমাব বশ্যতা প্রাপ্ত হয়।" "যমলোক পাপিজনের গমনীয়" এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক বাক্য আছে—যাহাতে পাপীর যমবশ্যতা প্রাপ্তির বোধক কথা আছে ॥ ৩। ১। ১৩ ॥

মনু ও ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরাও নাচিকেত উপাখ্যানাদিতে যমের সংযমননামক পুরে যমপ্রদত্ত পাপ-কর্ম্মের ফলভোগ বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৩। ১। ১৪ ॥

পৌরাণিকেরাও দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগস্থান রৌরবপ্রভৃতি সপ্তসংখ্যক

---

* সংযমনাখ্যে যমপুরে যমায়ত্তং পাপিনাং পাপকর্ম্মবিপাকমিতি পূরণীয়ম্।
মনু ও বাস প্রভৃতি ঋষিরাও যমপুরে পাপীর পাপকর্ম্মের ফলভোগ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন।

† সপ্ত নবকাঃ সন্তীতি শেষঃ। তে চ দুষ্কৃতকর্ম্মফলভোগভূময ইত্যভিপ্রাযঃ।
রৌরব মহারৌরব প্রভৃতি সাত প্রকার নরক স্থান আছে। সেই সকল স্থানে পাপীর গমন ও দুষ্কৃতকর্ম্মেব ফলভোগ হয, ইহা পুবাণাদিতেও বর্ণিত আছে।

ভূমিত্বেন স্মর্য্যন্তে পৌরাণিকৈঃ, তাননিষ্টাদিকারিণঃ প্রাপ্নুবন্তি, কুতস্তে চন্দ্রং প্রাপ্নুয়ুরিত্যভিপ্রায়ঃ। ননু বিরুদ্ধমিদং—যমায়ত্তা যাতনাঃ পাপকর্ম্মাণোঽনুভবন্তীতি, যাবতা তেষু রৌরবাদিষু অন্যে চিত্রগুপ্তাদয়ো নানাধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্ত-ইতি, নেত্যাহ—॥ ৩। ১। ১৫ ॥

তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥৩।১।১৬॥*

তেষ্বপি সপ্তসু নরকেষু তস্যৈব যমস্যাধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারাভ্যুপগমাদবিরোধঃ। যমপ্রযুক্তা এব হি তে চিত্রগুপ্তাদয়োঽধিষ্ঠাতারঃ স্মর্য্যন্তে ॥ ৩। ১। ১৬ ॥

বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥৩।১।১৭॥†

পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং "বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে"

(যমায়ত্তা যাতনেতি চিত্রগুপ্তাদয়ো যাতয়ন্তীতি স্মৃতিবিরুদ্ধমিতি মত্বাহ নম্বিতি। নানা বহবঃ ॥ ৩। ১। ১৫ ॥)

(অধিষ্ঠাতৃত্বব্যাপারঃ প্রেরকত্বম্। স্মর্য্যন্তেঃ স্মৃতাবুচ্যন্তে ॥ ৩। ১। ১৬ ॥)

[রত্নপ্রভা। যদুক্তং মার্গান্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি, তন্ন, তৃতীয়-

নরকের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, অনিষ্টকারীরা সেই সকল স্থানেই যায়, চন্দ্র তাহাদের দুর্লভ। চন্দ্রলোকে গমন করা দূরে থাকুক, তাহাদের চন্দ্র দর্শনও হয় না। [ননু···নেত্যাহ] বলিতে পার যে, পাপীরা যে, যমপ্রদত্ত যাতনা ভোগ করে, এ কথা বিরুদ্ধ হয়। কেন-না, স্মৃতিতে আছে, চিত্রগুপ্তাদি রৌরবাদি নরকের অধীশ্বর, সুতরাং তাঁহারাই সেই সেই নরকে নারকী জীবকে যাতনা প্রদান করেন, সেখানে যমের কর্তৃত্ব নাই। যদি কেহ এরূপ বলেন, তাহা হইলে তদুত্তরার্থ সূত্র এই—॥ ৩। ১। ১৫ ॥

সে সকল স্থান অর্থাৎ রৌরবাদি সপ্ত নরকই যমের কর্তৃত্বাধীন, ইহা স্বীকৃত থাকায় ঐ সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। চিত্রগুপ্তাদিও যমনিযুক্ত পুরুষ, তৎকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই তাঁহারা পাপিজনপূর্ণ নরকের উপর আধিপত্য করেন ॥ ৩। ১। ১৬ ॥

পঞ্চাগ্নিবিদ্যার প্রস্তাবে একটী প্রশ্ন আছে। যথা—"তুমি কি তাহা জান ?

* তেষ্বপি নরকেষু তদ্ব্যাপারাৎ তস্য যমস্য কর্তৃতাভ্যুপগমাৎ অবিরোধঃ বিরোধো নাস্তীতি যোজনা।

সে সকল স্থানেও যমের কর্তৃত্ব থাকায় কথিত সিদ্ধান্ত স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। (ভাষ্য দেখ)।

† তুঃ পূর্ব্বোক্তিনিরাসায়। যদুক্তং মার্গান্তরাভাবাৎ পাপিনামপি চন্দ্রগতিরিতি, তন্ন। তৃতীয়মার্গশ্রুতেরিতি গর্ব্বিতার্থঃ। তত্র "এতয়োঃ পথোঃ" ইতি শ্রুতিভাগস্য "এতয়োর্ব্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ

ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনাবসরে শ্রূয়তে "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণচন, তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইতি। তত্রৈতয়োঃ পথোরিতি বিদ্যাকর্ম্মণোরিত্যেতৎ। কস্মাৎ? প্রকৃতত্বাৎ। বিদ্যাকর্ম্মণী হি দেবযানপিতৃযানয়োঃ পথোঃ প্রতিপত্তৌ প্রকৃতে। "তদ্ য ইত্থং বিদুঃ" ইতি বিদ্যা, তয়া প্রতিপত্তব্যো দেবযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। "ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তম্" ইতি কর্ম্ম, তেন প্রতিপত্তব্যঃ পিতৃযানঃ পন্থাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তৎপ্রক্রিয়ায়াম্, "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ-

মার্গশ্রুতেরিত্যাহ—বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি। মার্গদ্বিতয়োক্ত্যনন্তরং তৃতীয়মার্গোক্তিসমারম্ভার্থং শ্রুতাবথশব্দঃ। এতয়োর্বিদ্যাকর্ম্মণোঃ পথিদ্বয়সাধনয়োরন্যতরেণাপি সাধনেন যে নরা ন যুক্তাঃ, তে জন্মমরণাবৃত্তিরূপতৃতীয়সর্গস্থানি ভূতানি ভবন্তি। ক্রিয়াবৃত্তৌ লোট্। তেন পাপিনাং চন্দ্রগত্যভাবাচ্চন্দ্রলোকো ন সম্পূর্য্যতে ইতি শ্রুত্যর্থঃ। প্রতিপত্তাবিতি প্রাপ্তিসাধনে ইত্যর্থঃ।

অপি চ, পাপিনাং চন্দ্রগতৌ 'অসৌ লোকঃ সম্পূর্য্যেত, অতশ্চ ন সম্পূর্য্যতে' ইত্যেতৎ প্রতিবচনং বিরুদ্ধং প্রসজ্যেতেত্যন্বয়ঃ। অবরোহাদসম্পূরণমশ্রুতং ন কল্প্যং, শ্রুতহান্যাপত্তেরিত্যাহ—নাশ্রুতত্বাদিতি। অবরোহ এব তৃতীয়ং স্থানং

যে-প্রকারে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুনা যায়—"যে সকল জীব দেবযান ও পিতৃযান, এই দুই পথের অন্যতর পথেরও অনুপযুক্ত, তাহারা পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণ-যুক্ত তৃতীয় স্থানস্থ এই সকল ক্ষুদ্র জীবভাব (দংশ মশকাদি জন্ম) হয়। ইহারা জন্মে, আবার শীঘ্রই মরে। ইহারা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ প্রোক্ত পথদ্বয়াতিরিক্ত তৃতীয় স্থানেই থাকে, চন্দ্রে গমন করে না। (ফলিতার্থ—পাপীর চন্দ্রলোকে গতি হয় না, সেই কারণে সে লোক পূর্ণ হয় না)।" এই শ্রুতিতে যে, এই দুই পথের—"কথা আছে, তাহার অর্থ তদুভয় পথের সাধন—বিদ্যা ও কর্ম্ম। উহা প্রকৃত অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্ম প্রকরণে কথিত। (বিদ্যা+শ্রুতম্)। সেখানে বিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) ও কর্ম্ম এই দুইটী যথাক্রমে দেবযান ও পিতৃযান পথের প্রাপক বা প্রাপ্তিসাধন, এই প্রস্তাব কৃত হইয়াছে। "যাহারা এই প্রকারে জানে" এই বাক্যে বিদ্যার কথন, তাহাদের দেবযানপথ প্রাপ্তব্য। (ফলিতার্থ—জ্ঞানই দেবযান পথে লইয়া যায়)। "ইষ্ট, আপূর্ত্ত ও দত্ত,

পথদ্বয়সাধনয়োঃ" ইত্থমর্থঃ কার্য্যঃ। কুতঃ? প্রকৃতত্বাৎ তৎপ্রক্রিয়ায়ামুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যৎ ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।

শ্রুতি দেবযান ও পিতৃযান এই দ্বিবিধা গতি বলিয়া তৃতীয় গতি বলিবার জন্য 'অথ' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তৎপ্রস্তাব অনুসারে "এতয়োঃ পথোঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ "সেই দুই পথের প্রাপক বিদ্যা ও কর্ম্ম।"

চন" ইতি শ্রুতম্। এতদুক্তং ভবতি, যে চ ন বিদ্যাসাধনেন দেবযানে পথ্যধিকৃতাঃ, নাপি কর্ম্মণা পিতৃযানে, তেষামেষ ক্ষুদ্রজন্তুলক্ষণোঽসকৃদাবর্ত্তী তৃতীয়ঃ পন্থা ভবতীতি। তস্মাদপি নানিষ্টাদিকারিভিশ্চন্দ্রমাঃ প্রাপ্যতে।

স্যাদেতৎ। তেঽপি চন্দ্রবিম্বমারুহ্য ততোঽবরুহ্য ক্ষুদ্রজন্তুত্বং প্রতিপৎস্যত ইতি। তদপি নাস্তি, আরোহানর্থক্যাৎ। অপি চ, সর্ব্বেষু প্রয়ৎসু চন্দ্রলোকং প্রাপ্নুবৎস্বসৌ লোকঃ প্রয়দ্ভিঃ সম্পূর্য্যেত—ইত্যতঃ প্রশ্নবিরুদ্ধং প্রতিবচনং প্রসজ্যেত। তথা হি প্রতিবচনং দাতব্যং, যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে। অবরোহাভ্যুপগমাদসম্পূরণোপপত্তিরিতি চেৎ, ন, অশ্রুতত্বাৎ। সত্যমবরোহাদপ্যসম্পূরণমুপপদ্যতে, শ্রুতিস্তু তৃতীয়স্থানসঙ্কীর্ত্তনেনাসম্পূরণং দর্শয়তি "এতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে" ইতি। তেনানারোহাদেবাসম্পূরণমিতি যুক্তম্।

শ্রুত্যুক্তমিত্যত আহ—অবরোহস্ত্বেতি। ইমমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি ইষ্টাদিকারিণামবরোহোক্তেরনিষ্টাদিকারিণামপি অবরোহস্যার্থসিদ্ধত্বাৎ পুনরুক্তিৰ্ব্ব্যর্থে-

---

এ সকল কর্ম্ম।" এ সকলের দ্বারা পিতৃযান পথ প্রাপ্তব্য। কর্ম্মই পিতৃযান পথে লইয়া যায়)। ইহারই পরে শ্রুতি "অথ" বলিয়াছেন "এই দুই পথের" ইত্যাদি। ঐ অথ-শব্দের দ্বারা তৃতীয় পথ বা তৃতীয়স্থান সূচিত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত পথের অতিরিক্ত। [এত ..প্রাপ্যতে] ঐ শ্রুতিতে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, যাহারা বিদ্যাসাধন দেবযান পথের অনধিকারী, অথবা যাহারা কর্ম্মসাধন পিতৃযান পথের অধিকারী নহে, তাহারা এই সকল শীঘ্র জন্ম-মরণ শীল ক্ষুদ্র জন্তুরূপ তৃতীয় স্থান বা তৃতীয়া গতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল কারণে সিদ্ধান্ত হয় যে, অনিষ্টাদিকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না।

[স্যাদেতৎ...প্রসঙ্গাৎ] যদি বল, এরূপ হইলেও ত হইতে পারে যে, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণপূর্ব্বক পরে তথা হইতে আগমন করতঃ ক্ষুদ্রজন্তুত্ব প্রাপ্ত হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে, অর্থাৎ তাহা হয় না। কেন-না, ভোগ না থাকায় আরোহণ নিষ্প্রয়োজন। আরও দেখ, সকলেই যদি মরিয়া চন্দ্রলোকে যায়, তাহা হইলে চন্দ্রলোকের পূর্ণতাই স্থির থাকে, সুতরাং "পূরণ হয় না কেন?" এ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব, ঐ অর্থ প্রশ্নবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন হইল—সম্পূরণ হয় না কেন? 'সম্পূরণ হয় না, ইহাই স্থির', কিন্তু "কেন?" ইহা অস্থির বা সংশয়িত। সেই জন্যই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন অসম্ভব)। সম্পূরণ হয় না কেন? তাহাই বলিতে হইবে, সম্পূরণের প্রকার বলিতে হইবে না। যদি বল,

অবরোহস্যেষ্টাদিকারিষ্বপ্যবিশিষ্টত্বে সতি তৃতীয়স্থানোক্ত্যা-নর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। তুশব্দস্তু শাখান্তরীয়বাক্যপ্রভবামশেষগমনা-শঙ্কামুচ্ছিনত্তি। এবং সত্যধিকৃতাপেক্ষঃ শাখান্তরীয়ে বাক্যে সর্ব্বশব্দোঽবতিষ্ঠতে,—যে বৈ কেচিদধিকৃতা অস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তীতি ॥ ৩। ১। ১৭ ॥

যৎ পুনরুক্তং দেহলাভোপপত্তয়ে সর্ব্বে চন্দ্রমসং গন্তুমর্হন্তি, পঞ্চম্যামাহুতাবিত্যাহুতিসঙ্খ্যানিয়মাদিতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে—

ত্যর্থঃ। অথৈতয়োবিতি মার্গান্তরোপক্রমবাধস্মৃতো সশব্দবাধশ্চেত্যতঃ স্থান-শব্দো মার্গলক্ষক ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৭ ॥]

[রত্নপ্রভা। এবমবিশেষশ্রুতের্মার্গাভাবাচ্চেতি পূর্ব্বপক্ষবীজদ্বয়ং নিরস্য তৃতীয়বীজনিরাসার্থং সূত্রমাহ—যৎপুনরিত্যাদিনা—

অবরোহণ স্বীকার করায় অসম্পূরণ বলা হয়, বস্তুতঃ তাহা হয় না। কারণ, তাহা অশ্রুত অর্থাৎ শ্রুতি তাহা বলেন নাই, এবং সেরূপ প্রশ্নও করেন নাই। অবরোহণ (তথা হইতে নামিয়া আসা) স্বীকারে অসম্পূরণ উপপন্ন হয় সত্য; কিন্তু শ্রুতি সেরূপে অসম্পূরণ দেখান্ নাই। শ্রুতি তৃতীয়স্থান কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, তাই চন্দ্রলোকের পূরণ হয় না। যথা—"ইহা তৃতীয় স্থান অর্থাৎ কথিত দেবযান গতির ও পিতৃযান গতির অতি-রিক্তা তৃতীয়া গতি। সেই কারণে এই চন্দ্রলোক সম্পূরিত হয় না। (খালি থাকে)। অতএব, আরোহণাবরোহণ ব্যতীত প্রকারান্তরে অসম্পূরণ হওয়াই শ্রুতির ও যুক্তির অনুমত। অবরোহণপ্রযুক্ত অসম্পূরণ, ইহা স্বীকার করিতে গেলে ইষ্টাদিকারীর সহিত অবিশেষ ঘটনা হয় এবং তৃতীয় স্থান কথনের প্রয়োজন থাকে না। [তুশব্দ...ইতি] অন্য শাখাস্থিত শ্রুতিতে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি শুনা যায়, তৎ শ্রবণে যে সমুদায় জীবের চন্দ্রগতি হওয়ার আশঙ্কা জন্মে—সূত্রকার সে আশঙ্কা তু-শব্দের প্রয়োগে বিদূরিত করিয়াছেন। তাহাতে বুঝিতে হইবে, শাখান্তরীয় বাক্যে যে, সর্ব্বশব্দ আছে, তাহা অধিকৃতাপেক্ষ অর্থাৎ তাহার অর্থ অধিকারী সকল। ফলিতার্থ এই যে, যে সকল অধিকারী (চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য) এতল্লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রপ্রাপ্ত হয়॥ ৩। ১। ১৭ ॥

[যৎপুন ..প্রত্যুচ্যতে] বলিয়াছিলে যে, আহুতিসংখ্যার নিয়ম থাকায় (চতুর্থী আহুতির পর পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষশব্দবাচ্য অর্থাৎ দেহোৎপত্তি হওয়ার নিয়ম থাকায়) সকলকেই চন্দ্রলোকে যাইতে হয়, সূত্রকার এক্ষণে তাহার প্রতিবন্ধ বলিতেছেন। (পঞ্চমী আহুতি=স্ত্রীযোনিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া। চন্দ্র-লোকে না গেলে বর্ষণাদির দ্বারা পৃথিবীতে আসা ঘটে না এবং রেতে বা রক্তে বাস করাও ঘটে না)। এক্ষণে সূত্রের দ্বারা ঐ আপত্তির প্রত্যাপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে—

ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ৩। ১। ১৮ ॥ *

ন তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায় পঞ্চসঙ্খ্যানিয়ম আহুতীনামাদর্ত্তব্যঃ। কুতঃ? তথোপলব্ধেঃ। তথা হ্যন্তরেণৈবাহুতিসঙ্খ্যানিয়মং বর্ণিতেন প্রকারেণ তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপলভ্যতে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানমিতি। অপি চ, "পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" ইতি মনুষ্যশরীরহেতুত্বেনাহুতিসঙ্খ্যা সঙ্কীর্ত্ত্যতে, ন কীটপতঙ্গাদিশরীরহেতুত্বেন। পুরুষশব্দস্য মনুষ্যজাতিবচনত্বাৎ। অপি চ, পঞ্চম্যামাহুতাবপাং পুরুষবচস্ত্বমুপদিশ্যতে, নাপঞ্চম্যামাহুতৌ পুরুষবচস্ত্বং প্রতিষিধ্যতে, বাক্যস্য দ্ব্যর্থতাদোষাৎ। তত্র যেষামারোহাবরোহৌ সম্ভবতস্তেষাং পঞ্চম্যামাহুতৌ দেহ

বিদ্যাকর্ম্মশূন্যানাং কৃমিকীটাদিভাবেন জায়স্বেত্যাদিশ্রুত্যা নিরন্তরজন্মমরণোপলব্ধের্নাহুতিসঙ্খ্যাদর ইত্যর্থঃ। পুরুষশব্দাচ্চৈবমিত্যাহ—অপি চেতি। ইতি রত্নপ্রভা॥ ৩। ১। ১৮॥]

তৃতীয় স্থানে শরীরোৎপত্তির নিমিত্ত আহুতির ও আহুতিসংখ্যার নিয়ম নাই। শ্রুত্যুক্ত ঐ আহুতিসংখ্যা তৃতীয়স্থানে আদর্ত্তব্য নহে। কেন-না, তাহাই উপলব্ধ (প্রতীত) হয়। নিয়মিত আহুতিসংখ্যা ব্যতীত কথিত প্রকারে অর্থাৎ "জন্মে আর মরে; জন্মে আর মরে।" এইরূপে তৃতীয়স্থান লাভ হওয়া প্রতীত হয়। [অপিচ. আরভ্যতে] "অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষ-শব্দের বাচ্য হয়" এই যে, শ্রুত্যুক্ত আহুতি-সংখ্যার নিয়ম, এ নিয়ম কেবল মানব-শরীরবিষয়ে, কীট-পতঙ্গাদি শরীরবিষয়ে নহে। কারণ, ঐ পুরুষ শব্দ—মনুষ্যজাতিরই বোধক, কীট পতঙ্গাদির বোধক নহে। আরও দেখ, শ্রুতি পঞ্চমী আহুতিতে অপের পুরুষপদবাচ্য হওয়ার উপদেশ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অপঞ্চমী আহুতিতে তাহার নিষেধ করেন নাই। (পঞ্চম আহুতিস্থান ব্যতীত পুরুষদেহ হইবে না, এমন কথা বলেন নাই)। ঐ একই বাক্যের বিধি নিষেধ উভয়ার্থ স্বীকার করিতে গেলে, তাহার দ্ব্যর্থতা দোস স্বীকার করিতে হইবে। (এক বাক্যে দুই অর্থ প্রতীত হয় না। তাহা বলাও অন্যায্য)। অতএব, বুঝিতে হইবে, যাহাদের আরোহাবরোহ সম্ভব, অপ্ পঞ্চমী আহুতিতে তাহাদেরই দেহ জন্মায়, তদ্ভিন্ন জীবের দেহ বিনা আহুতিতে ভূতান্তর সংসৃষ্ট

* তৃতীয়ে স্থানে দেহলাভায়াহুতিসংখ্যানিয়মো নাপেক্ষিতঃ। কুতঃ? তথোপলব্ধেঃ। বিনাপি হি পঞ্চমীমাহুতিং জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎপ্রকারেণৈব তৃতীয়স্থানপ্রাপ্তিরুপলভ্যত ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

তৃতীয় স্থান প্রাপ্তিতে অর্থাৎ কীটপতঙ্গাদি শরীর লাভের নিমিত্ত আহুতিনিয়ম নাই। কেন-না, বিনা আহুতিতেও ঐ সকল জীবের দেহ হইতে দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

উদ্ভবিষ্যতি, অন্যেষান্তু বিনৈবাহুতিসঙ্খ্যয়া ভূতান্তরোপসৃষ্টাভির-দ্ভির্দেহ আরভ্যতে ॥ ৩। ১। ১৮ ॥

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ৩। ১। ১৯ ॥ *

অপি চ স্মর্য্যতে লোকে দ্রোণধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং সীতা-দ্রৌপদীপ্রভৃতীনাঞ্চাযোনিজত্বম্। তত্র দ্রোণাদীনাং যোষি-দ্বিষয়ৈকাহুতির্নাস্তি, ধৃষ্টদ্যুম্নাদীনান্তু যোষিৎপুরুষবিষয়ে দ্বে অপ্যাহুতী ন স্তঃ। যথা চ তত্রাহুতিসঙ্খ্যানাদরো ভবতি, এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি। বলাকাপ্যন্তরেণৈব রেতঃসেকং গর্ভং ধত্ত ইতি লোকে রূঢ়িঃ ॥ ৩। ১। ১৯ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩। ১। ২০ ॥ †

অপি চ, চতুর্ব্বিধে ভূতগ্রামে জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভি-

[রত্নপ্রভা। মনুষ্যদেহস্যাপি নাহুতিসঙ্খ্যানিয়ম ইত্যাহ—অপিচেত্যাদিনা। বিধিনিষেধরূপার্থদ্বয়ে বাক্যভেদঃ স্যাদিত্যর্থঃ। অনিয়মে স্মৃতিসম্বাদার্থং সূত্রম্। স্মর্য্যতেঽপীতি। লোক্যতেঽনেনেতি লোকো ভারতাদিকক্তঃ। মুখ্যার্থমপ্যাহ—বলাকেতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ১৯ ॥]

[রত্নপ্রভা। অণ্ডজানি চ জরায়ুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চেতি।

অপের দ্বারা উৎপন্ন হয়। সে সকল শরীর আহুতিসংখ্যার নিয়ম বহির্ভূত ॥ ৩। ১। ১৮ ॥

অন্য শরীরের কথা দূরে থাকুক, মনুস্যশরীরোৎপত্তিতেও যে, আহুতি-সংখ্যার নিয়ম নাই, তাহা ভারতাদিগ্রন্থে দ্রোণ ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা ও দ্রৌপদী প্রভৃতির অযোনিজত্ব কথন দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্রোণাদির জন্মে যোষিদ্বিষয়ক একটী আহুতির অভাব, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নাদির স্ত্রীপুং-সংসর্গরূপ আহুতিদ্বয়ের অভাব আছে। যেমন সে সকল দেহে আহুতিসংখ্যানিয়মের অভাব আছে, তেমনি, দেহান্তরেও তাহার অভাব দেখা যায়। বকী (স্ত্রীবক) বিনা রেতঃসেকে গর্ভিণী হয়, এ সংবাদ লোক-সমাজে প্রসিদ্ধ। (ঋতুমতী বকী মৈথুন-ধর্ম্মে গর্ভিণী হয় না, মেঘগর্জ্জন শ্রবণে গর্ভিণী হয়) ॥ ৩। ১। ১৯ ॥

অপিচ, জরায়ুজ (১) অণ্ডজ (২) স্বেদজ (৩) ও উদ্ভিজ্জ (৪), এই চতু-

---

* লোক্যতেঽনেনেতি লোকো ভারতাদিঃ।

ঋষিরা ভারতাদি গ্রন্থে আহুতিসংখ্যার আদরাভাব স্মরণ করিয়াছেন, এবং জীবলোকেও তাহার উদাহরণ দেখা যায়।

† বিনাপি গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ।

চতুর্ব্বিধ ভূত গ্রামের মধ্যে দ্বিবিধ ভূতের বিনা মৈথুনধর্ম্মে দেহোৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

জ্জলক্ষণে স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োরন্তরেণৈব গ্রাম্যধর্ম্মমুৎপত্তিদর্শনাদাহুতিসঙ্খ্যানাদরো ভবতি, এবমন্যত্রাপি ভবিষ্যতি ॥৩।১।২০॥

নমু "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি—অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" ইত্যত্র ত্রিবিধ এব ভূতগ্রামঃ শ্রূয়তে, কথং চতুর্ব্বিধত্বং ভূতগ্রামস্য প্রতিজ্ঞাতমিত্যত্রোচ্যতে—

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥৩।১।২১॥*

"অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" ইত্যত্র তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেনৈব স্বেদজোপসংগ্রহঃ কৃতঃ প্রত্যেতব্যঃ, উভয়োরপি স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভূম্যুদকোদ্ভেদপ্রভবত্বস্য তুল্যত্বাৎ। স্থাবরোদ্ভেদাত্তু বিলক্ষণো জঙ্গমোদ্ভেদ ইত্যন্যত্র স্বেদজোদ্ভিজ্জয়োর্ভেদবাদ ইত্যবিরোধঃ ॥ ৩। ১। ২১ ॥

শ্রুত্যবষ্টম্ভেন সূত্রং ব্যাচষ্টে—অপি চেতি। অপ্রাপ্যানিষ্টাদিকাবিষ্বিত্যর্থঃ। রত্নপ্রভা ॥ ৩। ১। ২০ ॥]

অনয়া শ্রুত্যা চাতুর্ব্বিধ্যং কথমুক্তং, শ্রুত্যন্তরে ত্রীণ্যেবেত্যবধারণবিরোধাদিতি শঙ্কোত্তরত্বেন সূত্রমাদত্তে—নম্বিত্যাদিনা।

জীবজং জরায়ুজং মনুষ্যাদি, ভূমিমুদ্ভিদ্য জায়তে বৃক্ষাদিকং, উদকং ভিত্ত্বা জায়তে যূকাদিজঙ্গমমিতি ভেদঃ। সংশোকঃ স্বেদঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥৩।১।২১॥]

র্ব্বিধ জীবজাতির বা ভূত গ্রামের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের বিনা গ্রাম্যধর্ম্মে উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে হইবে, তাহাদের সম্বন্ধে আহুতি-সংখ্যা অনিয়মিত। যখন স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের জন্মে আহুতিসংখ্যার অনাদর দেখা যায়, তখন যে, অন্যের জন্মেও আহুতিসংখ্যার অনাদর থাকিবেক, তদ্বিষয়ে আর কথা কি ॥ ৩। ২। ২৫।

[নমু...মিত্যত্রোচ্যতে] যদি বল, শ্রুতি ত্রিবিধ ভূতগ্রাম বা জীবজাতির কথা বলিয়াছেন, যথা—"অণ্ডজ (১) জীবজ বা জরায়ুজ (২) ও উদ্ভিজ্জ (৩)।" কিন্তু তুমি বলিতেছ, ভূতজাতি চতুর্ব্বিধ। ইহার কারণ কি? সূত্রকার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিতেছেন—

"অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ" এই শ্রুতিতে যে, তৃতীয় উদ্ভিজ্জ শব্দ আছে, ঐ উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজের সংগ্রহ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। কেননা, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুএর মধ্যে ভূমি ও জলউদ্ভেদ-পূর্ব্বক উৎপন্ন হওয়ার প্রণালী তুল্য। স্থাবরোদ্ভেদের লক্ষণ জঙ্গমোদ্ভেদে নাই, সে কারণেও তদ্দ্বয়ের ভেদবাদ অবিরুদ্ধ ॥ ৩। ১। ২০ ॥

---

* তৃতীয়েনোদ্ভিজ্জশব্দেন সংশোকজস্য স্বেদজস্য অবরোধঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ শ্রুত্যেতি শেষঃ। শ্রুতি উদ্ভিজ্জ শব্দে স্বেদজ জাতির সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবেক।

সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ॥ ৩। ১। ২২॥ †

ইষ্টাদিকারিণশ্চন্দ্রমসমাসাদ্য "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাত-মুষিত্বা ততঃ সানুশয়া অবরোহন্তি" ইত্যুক্তম্। অথাবরোহ-প্রকারঃ পরীক্ষ্যতে। তত্রেয়মবরোহশ্রুতির্ভবতি "অথৈতমেবা-ধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতম্—আকাশমাকাশাদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবত্যভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমাকাশাদিস্বরূপ-মেবাবরোহন্তঃ প্রতিপদ্যন্তে কিং বাকাশাদিসাম্যমিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবদাকাশাদিস্বরূপমেব প্রতিপদ্যন্ত ইতি। কুতঃ? এবং হি শ্রুতির্ভবতি, ইতরথা লক্ষণা স্যাৎ। শ্রুতি-লক্ষণা-বিশয়ে চ শ্রুতির্ন্যায্যা, ন লক্ষণা। তথা চ "বায়ুর্ভূত্বা ধূমো

যদ্যপি "যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুম্" ইত্যতো ন তাদাত্ম্যং স্ফুটমবগম্যতে, তথাপি বায়ুর্ভূত্বেত্যাদেঃ স্ফুটতরতাদাত্ম্যাবগমাদ্ যথেতমাকাশমিত্যেতদপি তাদাত্ম্য এবাবতিষ্ঠতে। ন চান্যস্যান্যভাবানুপপত্তিঃ। মনুষ্যশরীরস্য নন্দিকেশ্বরস্য দেবদেহ-রূপপরিণামস্মরণাৎ, এবং দেবদেহস্য চ নহুষস্য তির্য্যক্ত্বস্মরণাৎ। তস্মান্মুখ্যার্থ-পরিত্যাগেন ন গৌণী বৃত্তিরাশ্রয়ণীয়া। গৌণ্যাঞ্চ বৃত্তৌ লক্ষণাশব্দঃ প্রযুক্তো গুণে লক্ষণায়াঃ সম্ভবাৎ। যথাহুঃ—"লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা" ইতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—'সাভাব্যাপত্তিঃ"।

ইষ্টাদিপুণ্যকর্ম্মকারীরা চন্দ্রমা প্রাপ্ত হইয়া পতনের পূর্ব্বপর্য্যন্ত সে স্থানে বাস করিয়া অবশেষে অভুক্ত কর্ম্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে অর্থাৎ পুনর্ব্বার এতল্লোকে জন্ম গ্রহণ করে, ইহা বলা হইল। এক্ষণে কি রূপে অবরোহণ করে, তাহা বিচারিত হইবে। অবরোহণবিষয়িণী শ্রুতি এইরূপ—"অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। ভোগান্তে শরীর দ্রবীভূত হইলে তাহারা প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুপ্রাপ্ত, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূমের পর অভ্র হয়, অভ্র হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষণ করে।" ইত্যাদি। [তত্র... ইতি] এখানে সংশয় এই যে, অবরোহণকারীরা কি আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়? অথবা আকাশাদির তুল্যতা প্রাপ্ত হয়? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তাহাই শ্রুতির অর্থ, অন্যথা শ্রুত্যর্থে লক্ষণা করিতে হয়। (মুখ্যার্থের সম্ভব থাকিলে লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করা অন্যায্য)। যে স্থানে শ্রৌত অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থ ও লক্ষণা-জনিত অর্থ উপস্থিত থাকে, সে স্থানে আক্ষরিক

---

† সমানো ভাবো ধর্ম্মো যস্য স সভাবস্তস্য ভাবঃ সাভাব্যং সাম্যমিত্যর্থঃ। [সাম্যাপত্তির্ভবতি, ন তু তত্তদ্ভাবাপত্তিরিত্যভিপ্রায়ঃ।] তদেব হ্যুপপদ্যতে ন ত্বন্যৎ।

অবরোহণকারীরা অবরোহণ কালে আকাশাদির সমান হয়, আকাশাদি হয় না। কেন-না, আকাশাদির সমান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

ভবতি" ইত্যেবমাদীন্যক্ষরাণি তৎস্বরূপোপপত্তাবেব কল্পন্তে। তস্মাদাকাশাদিস্বরূপোপপত্তিরিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ,—আকাশাদিসাম্যং প্রতিপদ্যন্ত ইতি।

চন্দ্রমণ্ডলে যদম্ময়ং শরীরমুপভোগার্থমারব্ধং, তদুপভোগক্ষয়ে সতি প্রবিলীয়মানং সূক্ষ্মমাকাশসমং ভবতি, ততো বায়োর্বশমেতি, ততো ধূমাদিভিঃ সংসৃজ্যত ইতি। তদেতদুচ্যতে "যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুম্" ইত্যেবমাদিনা। কুত এতৎ? উপপত্তেঃ। এবং হ্যেতদুপপদ্যতে। ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে। আকাশস্বরূপপ্রতিপত্তৌ চ বায্বাদিক্রমেণাবরোহো

—সমানো ভাবো রূপং যেষাং, তে সভাবাস্তেষাং ভাবঃ সাভাব্যং সারূপ্যং সাদৃশ্যমিতি যাবৎ। কুতঃ? উপপত্তেঃ। এতদেব ব্যতিরেকমুখেন ব্যাচষ্টে—"ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে"। যুক্তমেতদ্, যদ্দেবশরীরমজগরভাবেন পরিণমতে, দেবদেহসময়েঽজগরশরীরস্যাভাবাৎ। যদি তু দেবাজগরশরীরে সমসময়ে স্যাতাং, ন দেবশরীরমজগরশরীরং শিল্পিশতেনাপি ক্রিয়তে। ন হি দধিপয়সী সমসময়ে পরস্পরাত্মনী শক্যে সম্পাদয়িতুং, তথেহাপি সূক্ষ্মশরীরাকাশয়োর্যুগপদ্ভাবান্ন পরস্পরাত্মত্বং ভবিতুমর্হতি। এবং বায্বাদিষ্বপি যোজ্যম্। তথা চ তদ্ভাবস্তৎ-

---

অর্থেরই গ্রহণ হয়, অন্যায্য বলিয়া লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ হয় না। লাক্ষণিক অর্থের গ্রহণ না হইলেই "বায়ু হইয়া ধুম হয়" এইরূপ এইরূপ পাঠ সেই সেই পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্তির বোধক হইয়া থাকে; সুতরাং পাওয়া গেল, অবরোহণকারীরা অবরোহণকালে আকাশাদির স্বরূপ হয়, আকাশাদির তুল্য হয় না। সূত্রকার এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছেন, তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু আকাশাদির সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হয়।

[চন্দ্রমণ্ডলে…উপপদ্যতে] ভোগের নিমিত্ত চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় ভোগদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভোগ সমাপ্তিতে তাহা বিলীন হইয়া যায়। বিলীন বা বিদ্রুত হইয়া (গলিয়া গিয়া) সূক্ষ্ম আকাশের সমান হয়। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম ও লঘু হয় বলিয়া বায়ুর বশ্য হয়, বায়ুবশ্য হইয়া ধূমাদির সহিত সংসৃষ্ট (মিশ্রিত) হয়। এতদ্রূপ ক্রমে অব্ভ্রপ্রবিষ্ট (জলগর্ভ মেঘ অব্ভ্র এবং বর্ষণকারী মেঘ মেঘ। মেঘের সঞ্চয়াবস্থা অব্ভ্র, আর বর্ষণাবস্থা মেঘ)। তৎপরে বৃষ্টিজলে প্রবিষ্ট, তৎপরে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। শ্রুতি এই তথ্যটী "যথাগত আকাশকে প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ হইতে বায়ু প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি শব্দে বলিয়াছেন। ইহাই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গতার্থ। ঐরূপ হইলেই শ্রুত্যর্থও ঠিক থাকে, অন্যথা মুখ্যার্থের অবরোধ হয়, অর্থাৎ উক্ত স্থলে মুখ্যার্থ অসম্ভব বা অনুপপন্ন হয়। [আকাশস্বরূপ…দ্যতে] জীব আকাশত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার বায়ু-আদিক্রমে অবরোহণ

নোপপদ্যতে। বিভুত্বাচ্চাকশেন নিত্যসম্বদ্ধত্বান্ন তৎসাদৃশ্যা-পত্তেরন্যস্তৎসম্বন্ধো ঘটতে। শ্রুত্যসম্ভবে চ লক্ষণাশ্রয়ণং ন্যায্যমেব। অত আকাশাদিতুল্যতাপত্তিরেবাত্রাকাশাদিভাব ইত্যুপচর্য্যতে ॥ ৩। ১। ২২ ॥

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ৩। ১। ২৩ ॥ *

তত্রাকাশাদিপ্রতিপত্তৌ প্রাগ্‌ব্রীহ্যাদিপ্রতিপত্তের্ভবতি বিশয়ঃ—কিং দীর্ঘং কালং পূর্ব্বপূর্ব্বসাদৃশ্যেনাবস্থায়োত্তরোত্ত-রসাদৃশ্যং গচ্ছন্তি, উতাল্পমল্পমিতি। তত্রানিয়মঃ, নিয়মকারিণঃ শাস্ত্রস্যাভাবাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্ত ইদমাহ—নাতিচিরেণেতি।

সাদৃশ্যেনৌপচারিকো ব্যাখ্যেয়ঃ। নন্বাকাশভাবেন সংযোগমাত্রং লক্ষ্যতাং, কিং সাদৃশ্যেনেত্যত আহ—"বিভুত্বাচ্চাকাশেন" ইতি।। ৩। ১। ২২ ॥

দুর্নিষ্প্রপতরমিতি দুঃখেন নিঃসরণং ক্রতে, ন তু বিলম্বেনেতি মন্যতে পূর্ব্ব-

উপপন্ন হয় না। আকাশ বিভু, তাহার সহিত জীবের নিত্য-সম্বন্ধ। সে কারণ, আকাশ-সদৃশ হওয়া ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ সঙ্গত হয় না। যেখানে শ্রুত্যর্থের অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থের অসম্ভাবনা, সেখানে লক্ষণার আশ্রয়ই ন্যায্য। সেই জন্যই বলি, শ্রুতি আকাশসাম্য হওয়াকেই উপচারক্রমে আকাশভাব-প্রাপ্তি বলিয়া-ছেন ॥ ৩। ১। ২২ ॥

বলা হইল, অনুশয়ী জীব আকাশাদিপ্রাপ্তিক্রমে পৃথিবীতে আসিয়া ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে সংশয়, ধান্যাদিভাব প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে, আকাশাদিভাব প্রাপ্তির ক্রম আছে, সে ক্রম কি শীঘ্র সমাপ্ত হয়? কিংবা বিলম্বে সমাপ্ত হয়? অর্থাৎ জীব কি দীর্ঘকাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের সাদৃশ্য-বিশিষ্ট থাকিয়া পর পর পদার্থের সদৃশ হয়? কিংবা অল্প-কালে হয় অর্থাৎ শীঘ্রই পূর্ব্বপূর্ব্ব সাদৃশ্য অতিক্রম করিয়া পর পর সদৃশ হইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে? সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, এ বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। কেন-না, নিয়মকারী শাস্ত্র নাই; (অতএব বিলম্বেও হইতে পারে, শীঘ্রও হইতে পারে)। এই পূর্ব্বপক্ষের সমাধানার্থ "নাতিচিরেণ" সূত্র বলা হইল।

* নাতিচিরেণ অনতিবিলম্বেনাকাশাদিসাম্যেনাবস্থায় ভুবমাপতন্তীতি শেষঃ। তত্র বিশেষা-দিতি হেতুঃ। বিশিনষ্টি হি শ্রুতির্ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তিং "অতোবৈ দুর্নিষ্প্রপতরং" ইত্যাদিনা সন্দর্ভেণ। অত্র দুঃখেন ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণমুক্তম্। তেনায়াতং সুখেনাকাশাদিভাবান্নিঃসরণম্ভবতীতি, তদেব চ বিশেষদর্শনমিতি।

অনুশয়ী জীব অল্পে অল্পে বা শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পৃথিবীতে আইসে। পৃথিবীতে আসিলে যে শস্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা শীঘ্র যায় না, এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন। শ্রুতির সে কথায় বুঝা যায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা শীঘ্র শীঘ্র অতিক্রান্ত হয়, কেবল ধান্যাদি অবস্থা বিলম্বে অতিক্রান্ত হয়।

অল্পমল্পং কালমাকাশাদিভাবেনাবস্থায় বর্ষধারাভিঃ সহেমাং ভুবমাপতন্তি। কুত এতৎ। বিশেষদর্শনাৎ। তথা হি ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেরনন্তরং বিশিনষ্টি "অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরম্" ইতি। তকার একশ্ছান্দস্যাং প্রক্রিয়ায়াং লুপ্তো মন্তব্যঃ। দুর্নিষ্প্রপততরং দুর্নিষ্ক্রমতরং দুঃখতরমস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবান্নিঃসরণং ভবতীত্যর্থঃ। তদত্র দুঃখং নিষ্প্রপতনং প্রদর্শয়ন্ পূর্ব্বেষু সুখং নিষ্প্রপতনং দর্শয়তি। সুখদুঃখতাবিশেষশ্চায়ং নিষ্প্রপতনস্য কালাল্পত্বদীর্ঘত্বনিমিত্তঃ। তস্মিন্নবধৌ শরীরানিষ্পত্তেরুপভোগাসম্ভবাৎ। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিভাবাপত্তেঃ প্রাগল্পেনৈব কালেনাবরোহঃ স্যাদিতি ॥ ৩। ১। ২৩॥

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥৩।১।২৪॥*

তস্মিন্নেবাবরোহে প্রবর্ষণানন্তরং পঠ্যতে "ত ইহ ব্রীহিযবা

পক্ষী। বিনা স্থূলশরীরং ন সূক্ষ্মশরীরে দুঃখভাগিতি দুর্নিষ্প্রপতরং বিলম্বং লক্ষয়তীতি বাদ্ধান্তঃ ॥ ৩। ১। ২৩॥

আকাশসাৰূপ্যং বায়ুধূমাদিসম্পর্কোঽনুশয়িনামুক্তঃ, ইহেদানীং ব্রীহিযবা

অর্থ এই যে, অল্পকাল মাত্র আকাশাদিভাবে অবস্থান করিয়া বৃষ্টিধারাদির সহিত এই পৃথিবীতে অবতরণ করে। বিশেষ দর্শন থাকাতেই উক্ত সিদ্ধান্ত অবিচাল্য। [তথাহি...স্যাদিতি] বিশেষ কি? তাহা বলিতেছি। ধান্যাদি-শস্যভাব প্রাপ্ত হইলে সে অবস্থা যে পূর্ব্বাবস্থাপেক্ষা বিশিষ্ট, শ্রুতি তাহা দেখাইয়াছেন। যথা—"ইহা হইতে দুর্নিষ্প্রপতর হয়।" বৈদিকপ্রক্রিয়া অনুসারে একটী 'ত' লুপ্ত হইয়াছে। উহার অর্থ দুর্নিষ্ক্রমতর অর্থাৎ জীব অতি দুঃখে ব্রীহ্যাদি ভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই দুঃখনিষ্ক্রমই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার সুখনিষ্ক্রমণ বলিতেছে। নিষ্ক্রমের সুখদুঃখ—কালের অল্পত্ব দীর্ঘত্ব ঘটিত। অর্থাৎ অল্পকালে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই সুখ, আর দীর্ঘকাল ব্রীহ্যাদিভাবে থাকাই দুঃখ। সে সময়ে শরীরনিষ্পত্তি হয় না, সুতরাং তদবস্থায় উপভোগ অসম্ভব। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা স্থির হয় যে, অনুশয়ী জীব যত দিন না ধান্যাদিভাব প্রাপ্ত হয়, তত দিন শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদিভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীতে আইসে ॥ ৩। ১। ২৩॥

শ্রুতি স্বর্গচ্যুত জীবের অবতরণ প্রণালী বলিতে যাইয়া বৃষ্টিধারাবর্ষণ পর্য্যন্ত

* অন্যেন জীবান্তরেণাধিষ্ঠিতে জাতিস্থাবরে ব্রীহ্যাদৌ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্ত ইতি পূরণীয়ম্। কুত এতৎ? তত্রাহ পূর্ব্ববদিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববৎ বায়্বাদিবৎ অভিলাপঃ—শ্রৌতং সঙ্কীর্ত্তনমস্তীতি।—

স্বর্গচ্যুত কর্ম্মশেষী জীবেরা জাতিস্থাবর হয় না। জীবান্তরাধিষ্ঠিত জাতিস্থাবরে সংশ্লেষমাত্র

ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তে” ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমস্মিন্নেবাবধৌ স্থাবরজাত্যাপন্নাঃ স্থাবরসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্তি? আহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষু স্থাবরশরীরেষু সংশ্লেষমাত্রং গচ্ছন্তীতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? স্থাবরজাত্যাপন্নাস্তৎসুখদুঃখভাজোঽনুশয়িনো ভবন্তীতি। কুত এতৎ। জনের্মুখ্যার্থত্বোপপত্তেঃ, স্থাবরভাবস্য চ শ্রুতিস্মৃত্যোরুপভোগস্থানত্বপ্রসিদ্ধেঃ, পশুহিংসাদিযোগাচ্চেষ্টাদেঃ কর্ম্মজাতস্যানিষ্টফলত্বোপপত্তেঃ। তস্মান্মুখ্যমেবানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্ম শ্বাদিজন্মবৎ। যথা শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বেতি মুখ্যমেবানুশয়িনাং শ্বাদিজন্ম তৎসুখদুঃখান্বিতং ভবতি, এবং ব্রীহ্যাদিজন্মাপীতি। এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্ত ইতি শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। কিমনুশয়িনাং ভোগাধিষ্ঠানং ব্রীহিযবাদয়ঃ স্থাবরা ভবন্ত্যাহোস্বিৎ ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতেষ্বেষু সংসর্গমাত্রমনুভবন্তীতি। তত্র মনুষ্যো জায়তে দেবো জায়ত ইত্যাদৌ প্রয়োগে জনেঃ শরীরপরিগ্রহে প্রসিদ্ধত্বাদত্রাপি বীহ্যাদিশরীরপরিগ্রহ এব জনির্মুখ্যার্থ ইতি ব্রীহ্যাদিশরীরা এবানুশয়িন ইতি যুক্তম্। ন চ রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতিবৎ কর্ম্মবিশেষাসঙ্কীর্ত্তনাত্তদভাবে ব্রীহ্যাদীনাং শরীরভাবাভাবাৎ

বলিয়া বলিয়াছেন “তাহারা ধান্য, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ,— ইত্যাদি ইত্যাদি হয়।” এখানে সংশয় এই যে, স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবর-জাতি প্রাপ্ত হইয়া স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়? অথবা জীবান্তরাধিষ্ঠিত সেই সেই স্থাবরশরীরে প্রবেশমাত্র লাভ করে? প্রথমতঃ পাওয়া যায়, স্থাবরজাত্যাপন্ন কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবেরা স্থাবরোচিত সুখদুঃখভাগী হয়। ইহা কেন বলি? না, ঐরূপ হইলেই জন-ধাতুর অর্থের মুখ্যতা থাকে। স্থাবরভাব যে, সুখদুঃখভোগের স্থান, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ। অপিচ, ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মে পশুহিংসাদির সংযোগ থাকায় সে সকলের তাদৃশ অনিষ্টফল হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব, কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের যে, ধান্যাদি জন্ম হয়, অবশ্যই তাহা কুকুরাদি জন্মের ন্যায় মুখ্য জন্ম। [যথা...জন্মাপীতি] “কুকুর-যোনি, শূকর-যোনি, চণ্ডাল-যোনি” ইত্যাদিস্থলে যেমন তত্তৎ সুখদুঃখান্বিত মুখ্য কুকুরাদি যোনি প্রাপ্তি অভিহিত হইয়াছে, ধান্যাদি জন্মও সেইরূপ জানিবে।

[এবং...পূর্ব্ববৎ] এইরূপ প্রথম পক্ষ প্রাপ্তিতে বলা হইল, স্বর্গচ্যুত

লাভ করে। কারণ এই যে, শ্রুতি ব্রীহ্যাদি জন্মেও পূর্ব্বের ন্যায় বায়ু ধূমাদিভাব প্রাপ্তির তুল্যতা বলিয়াছেন।

অন্যৈর্জ্জীবৈরধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু সংসর্গমাত্রমনুশয়িনঃ প্রতিপদ্যন্তে, ন তৎসুখদুঃখভাজো ভবন্তি পূর্ব্ববৎ। যথা বায়ুধূমাদিভাবোঽনুশয়িনাং তৎসংশ্লেষমাত্রম্, এবং ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি জাতিস্থাবরৈঃ সংশ্লেষমাত্রম্। কুত এতৎ। তদ্বদেবেহাপ্যভিলাপাৎ। কোঽভিলাপস্য তদ্বদ্ভাবঃ। কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণ সঙ্কীর্ত্তনম্। যথাকাশাদিষু প্রবর্ষণান্তেষু ন কঞ্চিৎ কর্ম্মব্যাপারং পরামৃশতি, এবং ব্রীহ্যাদিজন্মন্যপি। তস্মান্নাস্ত্যত্র সুখদুঃখভাক্ত্বমনুশয়িনাম্। যত্র তু সুখদুঃখভাক্ত্বমভিপ্রৈতি, পরামৃশতি তত্র তত্র কর্ম্মব্যাপারং "রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণাঃ" ইতি।

অপি চ, মুখ্যেঽনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মনি ব্রীহ্যাদিষু লূয়মানেষু কণ্ড্যমাণেষু ভজ্যমানেষু পচ্যমানেষু ভক্ষ্যমাণেষু চ তদভিমানি-

---

ক্ষেত্রজ্ঞান্তরাধিষ্ঠিতানামেব তৎসম্পর্কমাত্রমিতি সাম্প্রতম্। ইষ্টাদিকারিণামিষ্টাদিকর্ম্মসঙ্কীর্ত্তনাদিষ্টাদেশ্চ হিংসাদোষদূষিতত্বেন সাবদ্যফলতয়া চন্দ্রলোকভোগানন্তরং স্থাবরশরীরভোগ্যদুঃখফলত্বস্যাপ্যুপপত্তেঃ। ন চ ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রস্যাগ্নিষোমীয়পশুহিংসাবিষয়বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনং, সামান্যশাস্ত্রস্য হিংসাসামান্যদ্বারেণ বিশেষোপসর্পণং বিলম্বেনেতি সাক্ষাদ্বিশেষস্পৃশঃ শাস্ত্রাৎ শীঘ্রতরপ্রবৃত্তাদ্দুর্ব্বলত্বাদিতি সাম্প্রতম্। ন হি বলবদিত্যেব দুর্ব্বলং

কর্ম্মশেষী জীব জীবান্তরাধিত ধান্যাদিতে অর্থাৎ বায়ু ধূমাদির ন্যায় স্থাবর ভূতে সংশ্লেষমাত্র প্রাপ্ত হয়; সুতরাং স্থাবর-সুখদুঃখভাগী হয় না। [যথা...শয়িনাম্] অনুশয়ী অর্থাৎ কর্ম্মশেষী স্বর্গচ্যুত জীবের বায়ু ধূমাদিভাব যেমন প্রকৃত বায়ুধূমাদিভাব নহে, সংশ্লেষমাত্র, সেইরূপ, ধান্যাদিভাবও জাতিস্থাবরের সহিত সংশ্লেষমাত্র। ইহা অভিলাপের অর্থাৎ শ্রৌত কথনের তদ্বদ্ভাবের দ্বারা জানা যায়। অভিলাপের তদ্বদ্ভাব=কর্ম্মব্যাপারের অকীর্ত্তন। শ্রুতি যেমন আকাশাদি প্রবর্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থায় কোনরূপ কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই, তেমনি, ব্রীহ্যাদিজন্মেও কর্ম্মব্যাপার বলেন নাই। (কর্ম্মব্যাপার=পুণ্যপাপের অনুযায়ী জন্মপ্রণালী)। অতএব, স্বর্গচ্যুত অনুশয়ী জীব ধান্যাদিভাব প্রাপ্তিতে তজ্জাতীয় সুখদুঃখভাগী হয় না। [যত্র তু...ভবতি] যেস্থলে সুখদুঃখভাগিতা ও জন্মবিশেষ কর্ম্ম-বিশেষ উল্লেখে কথিত হয়, সেই স্থানেই মুখ্য জন্ম জানিবে। যেমন, বলা হইয়াছে—রমণীয়াচারী রমণীয় যোনি প্রাপ্ত হয় এবং নিন্দিতাচারী নিন্দিত যোনি লাভ করে। [অপিচ...   ] আরও দেখ, যদি অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্যই হয়, তাহা হইলে তদভিমানী অনুশয়ীরা অবশ্যই ধান্যাদির

নোঽনুশয়িনঃ প্রবসেয়ুঃ। যো হি জীবো যচ্ছরীরমভিমন্যতে, স তস্মিন্ পীড্যমানে প্রবসতীতি প্রসিদ্ধম্। তত্র ব্রীহ্যাদিভাবাদ্ রেতঃসিগ্‌ভাবোঽনুশয়িনাং নাভিলপ্যেত। অতঃ সংসর্গমাত্রমনুশয়িনামন্যাধিষ্ঠিতেষু ব্রীহ্যাদিষু ভবতি। এতেন জনের্মুখ্যার্থত্বং প্রতিক্রিয়াৎ—উপভোগস্থানত্বঞ্চ স্থাবরভাবস্য। ন চ বয়মুপভোগস্থানত্বং স্থাবরভাবস্যাবজানীমহে। ভবত্বন্যেষাং জন্তূনামপুণ্যসামর্থ্যেন স্থাবরভাবমুপগতানামেতদুপভোগস্থানম্, চন্দ্রমসস্ত্ববরোহন্তোঽনুশয়িনো ন স্থাবরভাবমুপভুঞ্জত ইত্যাচক্ষ্মহে॥ ৩.১৷২৪॥

বাধতে, কিন্তু সতি বিরোধে। ন চেহাস্তি বিরোধো ভিন্নগোচরচারিত্বাৎ: অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি হি ক্রতুপ্রকরণে সমাম্নাতং ক্রত্বর্থতামস্য গময়তি, ন ত্বপনয়তি নিষেধাপাদিতামস্য পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতাম্। তেনাস্ত নিষেধাদস্য পুরুষং প্রত্যনর্থহেতুতা বিধেশ্চ ক্রত্বর্থতা, কো বিরোধঃ? যথাহুঃ—

"যো নাম ক্রতুমধ্যস্থঃ কলঞ্জাদীনি ভক্ষয়েৎ।
ন ক্রতোস্তত্র বৈগুণ্যং যথা চোদিতসিদ্ধিতঃ॥" ইতি।

তস্মাজ্জনের্মুখ্যার্থত্বাদ্‌ব্রীহ্যাদিশরীরা অনুশয়িনো জায়ন্ত ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ছেদনে, কুট্টনে, ভর্জ্জনে, পচনে ও ভক্ষণে অর্থাৎ ধান্যাদি দেহের নাশে তদ্দেহ হইতে উৎক্রান্ত হয়, ইহা মানিতে হইবেক। (মানিলে রেতঃসেক-যোগে মনুষ্যাদিদেহোৎপত্তি, এ সিদ্ধান্ত বিঘটিত হইবেক)। প্রসিদ্ধই আছে যে, যে জীব যে দেহে অভিমানী, সে সে দেহের পীড়নে প্রয়াণ করে অর্থাৎ সে দেহ ত্যাগ করিয়া যায়। ধান্যাদি জন্ম মুখ্য জন্ম হইলে শ্রুতি ধান্যাদিভাবপ্রাপ্তিপূর্ব্বক রেতঃসেকযোগে দেহোৎপত্তি হয়, এরূপ বলিবেন কেন? এই সকল কারণে স্থির হয়, জীবান্তরাধিষ্ঠিত স্থাবর-দেহে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত অনুশয়ীদিগের কেবলমাত্র সংশ্লেষ হয়, মুখ্য ধান্যাদি জন্ম হয় না। [এতেন...চক্ষ্মহে] এই বিচারের ফলিতার্থে বলিতে হইবেক, প্রতিবাদ করিতে হইবেক যে, ঐ জন্মশ্রুতি মুখ্যা নহে এবং সেই স্থাবরভাব তাহাদের মুখ্য ভোগায়তনও নহে। আমরা সামান্যতঃ স্থাবরভাবের ভোগস্থানতার প্রতিবাদ করি না। পাপপ্রভাবে অন্যান্য জীব স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাদের দেহ সেই সেই পাপভোগের আয়তন হয় হউক, কিন্তু যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, করিয়া স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্থাবরে-সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, সুতরাং সেই সেই স্থাবরদেহ তাহাদের ভোগায়তন নহে, ইহাই আমাদের ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য॥ ৩। ১। ২৪॥

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ৩।১।২৫ ॥

যৎ পুনরুক্তং, পশুহিংসাদিযোগাদশুদ্ধমাধ্বরিকং কর্ম্ম, তস্যানিষ্টমপি ফলমবকল্পতে—ইত্যতো মুখ্যমেবেহানুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিজন্মাস্তু, তত্র গৌণী কল্পনানর্থিকেতি, তৎ পরিহ্রীয়তে। ন। শাস্ত্রহেতুত্বাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য। অয়ং ধর্ম্মোঽয়মধর্ম্ম ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণম্, অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ, অনিয়তদেশকাল-নিমিত্তত্বাচ্চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মোঽ-নুষ্ঠীয়তে, স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষ্বধর্ম্মো ভবতি। তেন ন

ভবেদেতদেবং, যদি রমণীয়চরণাঃ কপূয়চরণা ইতিবদ্‌ব্রীহ্যাদিষ্বনুশয়বতাং কর্ম্মবিশেষঃ কীর্ত্তে্যত। ন চৈতদস্তি। ন চেষ্টাদেঃ কর্ম্মণঃ স্থাবরশরীরো-পভোগ্যদুঃখফলপ্রসবহেতুভাবঃ সম্ভবতি। তস্য ধর্ম্মত্বেন সুখৈকহেতুত্বাৎ। ন চ তদগতায়াঃ পশুহিংসায়া ন হিংস্যাদিতি নিষেধাৎ ক্রত্বর্থায়া অপি দুঃখফলত্ব-সম্ভবঃ। পুরুষার্থায়া এব ন হিংস্যাদিতি প্রতিষেধাৎ। তথাহি ন হিংস্যাদিতি নিষেধস্য নিষেধ্যাধীননিরূপণতয়া তদর্থং নিষেধ্যং, তদর্থ এব নিষেধো বিজ্ঞা-য়তে। ন চৈতৎ "নানৃতং বদেৎ" "ন তৌ পশৌ করোতি" ইতিবৎ কস্যচিৎ প্রকরণে সমাম্নাতং, যেনানৃতবদনবদস্য নিষেধস্য ক্রত্বর্থত্বে নিষেধোঽপি ক্রত্বর্থঃ স্যাৎ। পশৌ নিষিদ্ধয়োরাজ্যভাগয়োঃ ক্রত্বর্থত্বেন নিষেধস্যাপি ক্রত্বর্থত্বং ভবেৎ। এবং হি সত্যাজ্যভাগরহিতৈবপ্যঙ্গান্তরৈরাজ্যভাগসাধ্যঃ ক্রতূপকারো বিজ্ঞায়তে।

বলা হইয়াছে যে, পশুহিংসাদি সম্পর্ক থাকায় যজ্ঞকার্য্য অশুদ্ধ; সেই কারণে তাহা অনিষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ এবং সেই হেতু চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়ীদিগের ধান্যাদি জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে। ধান্যাদিজন্মের গৌণত্ব কল্পনা নিরর্থক। এই সূত্রে সেই পূর্ব্বোক্ত দোষবাদের পরিহার। [ন...বক্তুম্] যজ্ঞাদি-জনিত অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ অর্থাৎ দুরিতাপূর্ব্বমিশ্রিত নহে। কারণ এই যে, তদ্বিজ্ঞানের প্রতি অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি একমাত্র শাস্ত্রই হেতু (গমক বা বোধক)। ধর্ম্মাধর্ম্ম অতীন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। বিশেষতঃ তদ্দ্বয়ের দেশকালাদির নিয়ম নাই। যে দেশে যে কালে ও যে উপলক্ষ্যে বা যে নিমিত্তের বশে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই আবার দেশান্তরে কালান্তরে ও নিমিত্তান্তরের বশে অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং

* অশুদ্ধং অনর্থহেতুনা দুরিতাপূর্ব্বেণ মিলিতমাধ্বরিকং কর্ম্ম হিংসাদিযোগাদিতি ন। হেতুমাহ শব্দাদিতি। শব্দাৎ। শাস্ত্রাদেব হি তস্য শুদ্ধত্বমবধার্য্যতে।

জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ পশুহিংসাসাধ্য, সে কারণ তৎপ্রভব অপূর্ব্ব (ধর্ম্ম) অশুদ্ধ (অধর্ম্ম-মিশ্রিত), সেই কারণে চন্দ্রমণ্ডলচ্যুত জীব ধর্ম্মফলভোগান্তে অধর্ম্মফল ভোগার্থ স্থাবর জন্ম পায়, এরূপ বলিতে পার না। কারণ, শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে, যজ্ঞীয় হিংসায় দুরিতাপূর্ব্ব জন্মে না অর্থাৎ অধর্ম্ম হয় না। যদি তাহা না হয়, তবে তৎফলভোগার্থ স্থাবর হইবে কেন?

শাস্ত্রাদৃতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং কস্যচিদস্তি। শাস্ত্রাচ্চ হিংসানুগ্রহাদ্যাত্মকো জ্যোতিষ্টোমো ধর্ম্ম ইত্যবধারিতম্। স কথমশুদ্ধ ইতি শক্যতে বক্তুম্। ননু "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শাস্ত্রমেব ভূতবিষয়ায়াং হিংসায়ামধর্ম্ম ইত্যবগময়তি। বাঢ়ম্। উৎসর্গস্তু সঃ, অয়ঞ্চাপবাদঃ—অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেতি। উৎসর্গাপবাদয়োশ্চ ব্যবস্থিতবিষয়ত্বম্। তস্মাদ্বিশুদ্ধং বৈদিকং কর্ম্ম, শিষ্টৈরনুষ্ঠীয়মানত্বাদনিন্দ্যমানত্বাচ্চ। তেন ন তস্য প্রতি-

তস্মাদনারভ্যাধীতেন ন হিংস্যাদিত্যনেনাভিহিতস্য বিধ্যুপহিতস্য পুরুষব্যাপারস্য বিধিবিভক্তিবিবোধাদ্দুঃখাত্মকপ্রকৃত্যর্থাহিংসাকর্ম্মভাব্যত্বপরিত্যাগেন পুরুষার্থ এব ভাব্যোঽবতিষ্ঠতে। আখ্যাতানভিহিতস্যাপি পুরুষস্য কর্ত্তৃব্যাপারাভিধানদ্বারেণোপস্থাপিতত্বাৎ কেবলং তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাত্তদনুবাদেন নঞর্থঃ বিধিরূপসংক্রামতি। তেন পুরুষার্থো নিষেধ্য ইতি তদধীননিরূপণো নিষেধোঽপি পুরুষার্থো ভবতি। তথা চায়মর্থঃ সম্পদ্যতে—যৎ পুরুষার্থং হননং, তন্ন কুর্য্যাদিতি ক্রত্বর্থস্যাপি চ নিষেধে হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমপি কল্প্যেত। ন চ দৃষ্টে পুরুষোপকারকত্বে প্রত্যর্থিনি সতি তৎ কল্পনাস্পদম্। ন চ স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যে অসতি সংযোগপৃথক্ত্বে খাদিরত্বাদিবদেকত্র সম্ভবতঃ। তস্মাৎপুরুষার্থপ্রতিষেধো ন ক্রত্বর্থত্বমপ্যাস্কন্দতীতি শুদ্ধসুখফলত্বমেবেষ্টাদীনাং, ন স্থাবরশরীরোপভোগ্যদুঃখফলত্বমপীতি। আকাশাদিষ্বিব কর্ম্মব্যাপারমন্তরেণাভিলাপাৎ। অনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিসংযোগমাত্রং, ন তু দেহত্বমিতি।

অয়মেবার্থ উৎসর্গাপবাদকথনেনোপলক্ষিতঃ॥ "অপি চ মুখ্যেঽনুশয়িনাং

শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত কোনও ব্যক্তির ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ক বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাদৃশ শাস্ত্রে ইহাই অবধারিত হইয়াছে যে, হিংসাদি-অনুগৃহীত অথবা হিংসা ও অনুগ্রহাদিযুক্ত (যজ্ঞে হিংসাও আছে, অনুগ্রহও আছে) জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ ধর্ম্ম (ধর্ম্মজনক)। অতএব, শাস্ত্রাবধৃত যজ্ঞকর্ম্মকে কিরূপে অশুদ্ধ বলিতে পার? [ননু· স্থাবরত্বম্] বলিতে পার যে, "সর্ব্বভূতে অহিংসা করিবেক" এই নিষেধ শাস্ত্র ভূত-(ভূত=প্রাণি-)বিষয়ক হিংসার অধর্ম্মজনকতা জানাইতেছে। স্বীকার করি, উহাও শাস্ত্র, কিন্তু উহা উৎসর্গ অর্থাৎ সামান্য শস্ত্র। ঐ সামান্য শাস্ত্রের অপবাদক অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র এই—"অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবেক।" সামান্য ও বিশেষ—দ্বিবিধ দর্শন হইলে বিষয়ভেদে ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষের অবিষয় স্থলগুলিতেই সামান্য শাস্ত্রের অধিকার নির্ণীত হয়। (তাৎপর্য্য এই যে, অবৈধ হিংসায় অধর্ম্ম, আর বৈধ হিংসায় ধর্ম্ম)। অতএব, বৈদিক কর্ম্মকলাপ অশুদ্ধ নহে, কিন্তু শুদ্ধ। শুদ্ধ বলিয়াই শিষ্টগণ তাহার অনুষ্ঠান করেন এবং কোনও শাস্ত্রে ঐ সকল কর্ম্মের নিন্দা অভিহিত হয় নাই। যদি তাহা অশুদ্ধ

রূপং ফলং জাতিস্থাবরত্বম্। ন চ শ্বাদিজন্মবদপি ব্রীহ্যাদিজন্ম ভবিতুমর্হতি। তদ্ধি কপূয়চরণানধিকৃত্যোচ্যতে, নৈবমিহ বৈশেষিকঃ কশ্চিদধিকারোঽস্তি। অতশ্চন্দ্রস্খলাৎ স্খলিতানামনুশয়িনাং ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাব ইত্যুপচর্য্যতে॥ ৩।১।২৫॥

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ৩।১।২৬ ॥*

ইতশ্চ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রং তদ্ভাবঃ; যৎকারণং ব্রীহ্যাদিভাবস্যানন্তরমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাব আম্নায়তে "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি" ইতি। ন চাত্র মুখ্যো রেতঃসিগ্‌ভাবঃ সম্ভবতি। চিরজাতো হি প্রাপ্তযৌবনো রেতঃসিগ্‌ভবতি, কথমিবানুপচরিততদ্ভাবমদ্যমানান্নানুগতোঽনুশয়ী

ব্রীহ্যাদিজন্মনি" ইতি ব্রীহ্যাদিভাবমাপন্নাঃ খল্বনুশয়িনঃ পুরুষৈরুপভুক্তা রেতঃসিগ্‌ভাবমনুভবন্তীতি শ্রূয়তে। তদেতদ্ব্রীহ্যাদিদেহত্বেঽনুশয়িনাং নোপপদ্যতে। ব্রীহ্যাদিদেহত্বে হি ব্রীহ্যাদিষু লুনেষ্ববহন্তিনা ফলীকৃতেষু চ ব্রীহ্যাদিদেহবিনাশাদনুশয়িনঃ প্রবসেযুরিতি কথমনুশয়িনাং রেতঃসিগ্‌ভাবঃ। সংসর্গমাত্রে তু সংসর্গিষু ব্রীহ্যাদিষু নষ্টেষ্বপি ন সংসর্গিণোঽনুশয়িনঃ প্রবসেযুরিতি রেতঃসিগ্‌ভাব উপপদ্যতে। শেষমুক্তম্। (প্রবাসো নির্গমঃ)॥ ৩। ১। ২৪-২৫॥

সদ্যোজাতো হি বালো ন রেতঃসিগ্‌ভবত্যপি তু চিরজাতঃ প্রৌঢ়যৌবনঃ, ত-

না হয়, তবে, কি-জন্য তাহার জাতিস্থাবরত্ব ফল হইবে? [ন চ...চর্য্যতে] ধান্যাদিজন্ম কুক্কুরাদিজন্মের সমান হইতেই পারে না। কেন-না, সে সকল পাপকর্ম্মাচরণ উপলক্ষ্যে কথিত হইয়াছে। এ স্থলে কোন বিশেষ অধিকার বা উপলক্ষ্যও নাই। উল্লিখিত হেতুসমূহের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চন্দ্রলোকচ্যুত অনুশয়বান্ জীব ব্রীহিপ্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হয় মাত্র, ব্রীহিযবাদি ভাব প্রাপ্ত হয় না। শ্রুতি সেই সংশ্লেষভাবকেই উপচারবাক্যে ব্রীহ্যাদিভাব-শব্দে বলিয়াছেন ॥৩।১।২৫॥

ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষই ব্রীহ্যাদিভাব, এতৎপ্রতি অন্য কারণ এই যে, ব্রীহ্যাদিভাবের পর অনুশয়ী রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত (রেতঃসেক্তা) হয়। এতদর্থে শ্রুতি এই যে "যেযে অন্ন ভক্ষণ করে, এবং রেতঃসেক করে, পুনর্ব্বার সেই ভাব সে প্রাপ্ত হয়।" বিবেচনা কর, এখানে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব সম্ভব হয় না। যে জন্মিয়া অনেক কাল অতিবাহন করিয়াছে, প্রাপ্ত-যৌবন হইয়াছে, সে-ই রেতঃসেক্তা হয়। অতএব, উপচার বা রূপক কল্পনা ব্যতীত অন্নানুগত অনুশয়ী জীব কিরূপে মুখ্য রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? এ স্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, রেতঃসিকসম্বন্ধ হওয়াই রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তি

* অথ ব্রীহ্যাদিভাবপ্রাপ্ত্যানন্তরং রেতঃসিগ্‌যোগঃ স্যাদনুশয়িনামিতি যোজনা।

অনুশয়ী ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তির পর রেতঃসিকসম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়। (ফলিতার্থ ভাষ্যে ব্যক্ত হইয়াছে)।

প্রতিপদ্যতে। তত্র তাবদবশ্যং রেতঃসিগ্‌যোগ এব রেতঃসিগ্‌ভাবোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তদ্বৎ ব্রীহ্যাদিভাবোঽপি ব্রীহ্যাদিযোগ এবেত্যবিরোধঃ ॥ ৩। ১। ২৬ ॥*

যোনেঃ শরীরম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

অথ রেতঃসিগ্‌ভাবানন্তরং যোনৌ নিষিক্তে রেতসি যোনেরধি শরীরমনুশয়িনামনুশয়ফলোপভোগায় জায়ত ইত্যাহ শাস্ত্রং "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ" ইত্যাদি। তস্মাদপ্যবগম্যতে নাবরোহে ব্রীহ্যাদিভাবাবসরে তচ্ছরীরমেব সুখদুঃখান্বিতং ভবতীতি। তস্মাৎ ব্রীহ্যাদিসংশ্লেষমাত্রমনুশয়িনাং তজ্জন্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ,
তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩। ১ ॥

স্মাদপি সংসর্গমাত্রমিতি গম্যতে। তৎ কিমিদানীং সর্ব্বত্রৈবানুশয়িনাং সংসর্গমাত্রং। তথা চ রমণীয়চরণা ইত্যাদিষু তথাভাব আপদ্যেতেতি, নেত্যাহ ॥৩।১।২৬॥

সুগমম্ ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতায়াং ভামত্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।
[এবং কর্ম্মিণাং গত্যাগতিসংসারো দুর্ব্বার ইত্যনুসন্ধানাৎ কর্ম্মফলাদ্বৈরাগ্যতত্ত্বজ্ঞানসাধনং সিদ্ধমিতি পাদার্থমুপসংহরতি—ইতি সিদ্ধমিতি। ইতি রত্নপ্রভা।।৩।১॥২৭]

(অভিপ্রায় এই যে, দেহ বিচূর্ণিত হইলে সে দেহে জীব থাকে না, বহির্গত হইয়া যায়, সুতরাং দেহমাত্র ভক্ষণে ভক্ষক জীবের সহিত সম্বন্ধ ঘটে না। সংশ্লেষ স্বীকার করিলে তৎসংশ্লিষ্ট ব্রীহ্যাদিদেহ ভক্ষণেও সম্বন্ধ সম্ভব হয়।) এবং দৃষ্টান্তে ব্রীহ্যাদি সংশ্লিষ্ট হওয়াই ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তি; এইরূপেই বিরোধ ভঞ্জন হইতে পারে॥ ৩। ১। ২৬ ॥

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিনিষিক্ত রেতে যোনির অভ্যন্তরে অনুশয়ীদিগের ভোগায়তন অর্থাৎ দেহ জন্মে। এ কথাও "যাহারা ইহলোকে রমণীয়াচরণ করে" ইত্যাদি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ও জানা যায়, অবরোহণকালে যে, ব্রীহ্যাদি প্রাপ্তি হয়, তাহা বা সেই ব্রীহ্যাদি শরীর তৎসম্বন্ধী সুখদুঃখান্বিত নহে। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, অনুশয়ীদিগের ব্রীহ্যাদিজন্ম প্রকৃত জন্ম নহে, তৎসংশ্লিষ্ট হওয়াই উপচারক্রমে তজ্জন্ম নামে কথিত হইয়াছে ॥ ৩। ১। ২৭ ॥

---

* যোনেঃ শরীরমিতি শ্রুতের্ন ব্রীহ্যাদিশরীরত্বমনুশয়িনামিতি সূত্রার্থঃ।

রেতঃসিগ্‌ভাব প্রাপ্তির পর যোনিদেশে ও রেত-উপাদানে অনুশয়ীদিগের অভুক্ত শেষ কর্ম্মের ফলভোগযোগ্য শরীর জন্মে। (কথাগুলির ফল ভাষ্য ব্যাখ্যায় ব্যক্ত আছে)।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ৩।২।১ ॥*

অতিক্রান্তে পাদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যামুদাহৃত্য জীবস্য সংসারগতি-প্রভেদঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং তস্যৈবাবস্থাভেদঃ প্রপঞ্চ্যতে। ইদমামনন্তি "স যত্র প্রস্বপিতি" ইত্যুপক্রম্য "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ— কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি

ইদানীন্তু তস্যৈব জীবস্যাবস্থাভেদঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্টসিদ্ধ্যর্থং প্রপঞ্চ্যতে— "কিং প্রবোধ ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ী" ইতি। যদ্যপি ব্রহ্মণোঽন্যস্যানির্ব্বাচ্যতয়া জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাগতয়োরুভয়োরপি সর্গয়োর্ম্মায়াময়ত্বং. তথাপি যথা জাগ্রৎসৃষ্টির্ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাগনুবর্ত্ততে, ব্রহ্মাত্মভাব-সাক্ষাৎকারাত্তু নিবর্ত্ততে, এবং কিং স্বপ্নসৃষ্টিরাহোস্বিৎ প্রতিদিনমেব নিবর্ত্তত ইতি বিমর্শার্থঃ। "দ্বয়োঃ" ইহলোকপরলোকস্থানয়োঃ সন্ধৌ ভবং সন্ধ্যম্। ঐহলৌকিকচক্ষুরাদ্যব্যাপারাদ্রূপাদিসাক্ষাৎকারোপজননাদনৈহলৌকিকং, পার-লৌকিকৈরিন্দ্রিয়াদিব্যাপারস্য চ ভবিষ্যতোঽপ্রত্যুৎপন্নত্বেন ন পারলৌকিকম্। নচ ন রূপাদিসাক্ষাৎকারোঽস্তি স্বপ্নদৃশা, তস্মাদুভয়োর্লোকয়োরন্তরালত্বমিতি ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারাৎ প্রাক্ তথারূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি।

অব্যবহিত পূর্ব্বপাদে পঞ্চাগ্নি-বিদ্যার উদাহরণে জীবের নানাপ্রকার সংসার-গতি সবিস্তরে বলা হইয়াছে; এক্ষণে এই পাদে তাহার (জীবের) অবস্থাভেদ (বিবিধ অবস্থা) বলা হইবেক।

[ইদ…সৃষ্টিরিতি] শ্রুতি "সেই জীব যাহাতে সুপ্ত হয়" এই উপক্রমে বলিয়াছেন—"সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই এবং পথ নাই। জীব রথ, রথযোগ (অশ্ব) ও পথ সৃজন করেন।" এখানে সংশয় এই যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি কি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক?—সত্য? অথবা মায়াময়ী?—রজ্জু

* দ্বয়োর্লোকস্থানয়োর্জ্জাগ্রৎসুষুপ্তিস্থানয়োর্ব্বা সন্ধৌ অন্তরালে ভবং সন্ধ্যং স্বপ্নঃ। তস্মিন্ যা সৃষ্টিঃ, সা তথ্যরূপা ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ, আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।

ইহ-পর-লোকের সন্ধিতে (মরণ হইয়াছে, জন্ম হয় নাই, এই অন্তরালাবস্থায়) অথবা জাগ্রৎ সুষুপ্তির মধ্যে স্বপ্নস্থান, তত্রত্য সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় সত্য। এ কথা বলিবার কারণ এই যে, শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। (এটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র)।

পারমার্থিকী সৃষ্টিরাহোস্বিন্মায়াময়ীতি। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে—সন্ধ্যে সৃষ্টিরিতি। সন্ধ্যমিতি স্বপ্নস্থানমাচষ্টে, বেদে প্রয়োগদর্শনাৎ "সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্" ইতি। দ্বয়োর্লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্ব্বা সন্ধৌ ভবতীতি সন্ধ্যং, তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? যতঃ প্রমাণভূতা

অয়মভিসন্ধিঃ—ইহ হি সর্ব্বাণ্যেব মিথ্যাজ্ঞানান্যুদাহরণং, তেষাং সত্যত্বং প্রতিজ্ঞায়তে। প্রকৃতোপযোগিতয়া তু স্বপ্নজ্ঞানমুদাহৃতম্। জ্ঞানং যমর্থমববোধয়তি, স তথৈবেতি যুক্তম্। তথাভাবস্য জ্ঞানারোহাৎ। অতথাত্বস্য স্বপ্রতীয়মানস্য তথাভাবপ্রমেয়বিরোধেন কল্পনানাস্পদত্বাৎ। বাধকপ্রত্যয়াদতথাত্বমিতি চেৎ, ন, তস্য বাধকত্বাসিদ্ধেঃ। সমানগোচরে হি বিরুদ্ধার্থোপসংহারিণী জ্ঞানে বিরুধ্যেতে। বলবদবলবত্ত্বানিশ্চয়াচ্চ বাধ্যবাধকভাবং প্রতিপদ্যেতে। ন চেহ সমানবিষয়ত্বম্। কালভেদেন ব্যবস্থোপপত্তেঃ। তথাহি ক্ষীরং দৃষ্টং কালান্তরে দধি ভবতি, এবং রজতং দৃষ্টং কালান্তরে শুক্তির্ভবেৎ। নানারূপং বা তদ্বস্তু। তদ্‌যস্য তীব্রাতপক্লান্তিসহিতং চক্ষুঃ, স তস্য রজতরূপতাং গৃহ্লাতি। যস্য তু কেবলমালোকমাত্রোপকৃতং, স তস্যৈব শুক্তিরূপতাং গৃহ্লাতি। এবমুৎপলমপি নীললোহিতং দিবা সৌরীভির্ভাভিরভিব্যক্তং নীলতয়া গৃহ্যতে। প্রদীপাভিব্যক্তন্তু নক্তং লোহিততয়া। এবমসত্যাং নিদ্রায়াং সতোহপি রথাদীন্ ন গৃহ্লাতি, নিদ্রাণস্তু গৃহ্লাতীতি সামগ্রীভেদাদ্বা কালভেদাদ্বা বিরোধাভাবঃ। নাপি পূর্ব্বোত্তরয়োর্ব্বলবদবলবত্ত্বনির্ণয়ঃ। দ্বয়োরপি স্বগোচরচারিতয়া সমানত্বেন বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। তস্মাদপ্যবস্তুমবিরোধো ব্যবস্থাপনীয়ঃ। তৎ সিদ্ধমেতৎ। বিবাদাস্পদং প্রত্যয়াঃ সম্যঞ্চঃ প্রত্যয়ত্বাজ্জাগ্রৎস্তম্ভাদিপ্রত্যয়ব-

সর্পাদির ন্যায় মিথ্যা? এই সংশয়ের পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে পাওয়া যায়, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানীয় সৃষ্টি সত্য। [সন্ধ্য...মর্হতি] সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্নস্থান। বেদেও স্বপ্নস্থান-অর্থে সন্ধ্য-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তৃতীয় স্বপ্নস্থান, তাহা সন্ধ্য আখ্যায় অভিহিত।" যাহা দুই লোকের † (ইহ-পরলোকের) অথবা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি, এই দুই অবস্থার সন্ধিতে বা অন্তরালে হয়, তাহা সন্ধ্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারেও সন্ধ্য-শব্দে স্বপ্ন। এই স্বপ্নস্থানের সৃষ্টি (স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহা) বস্তুভূত অর্থাৎ জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় সত্য। [কুতঃ···গম্যতে] সত্য বলিবার কারণ এই যে,

† ইহ পর-লোকের অন্তরালে বা সন্ধিতে জীবের এক প্রকার দর্শন অথবা স্বপ্ন-সদৃশ প্রতীতি উপস্থিত হয়। তাহা কাদাচিৎক ও নিত্যস্বপ্নের ন্যায় সন্ধ্য। মৃত্যুকালে যখন সমুদায় ইন্দ্রিয় নির্ব্যাপার হয়, তখন আর সে এ লোক অনুভব করে না। তখন সে বাসনা বা সংস্কারমাত্র অবলম্বনে এতল্লোক অতি অস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে তাহার পূর্ব্বকর্ম্ম-বলে মানস পরলোকের স্ফূর্ত্তিরূপ জ্ঞান উদিত হইতে থাকে। অর্থাৎ সে পরলোকে যেরূপ হইবেক, সেইরূপটী তাহার ভাবনা পথে আইসে। এই ভাবনাময় জ্ঞান স্বপ্নসদৃশ বলিয়া স্বপ্ন। এই স্বপ্ন উক্ত প্রকারে লোকদ্বয়ের সন্ধিতে হয় বলিয়া সন্ধ্য।

শ্রুতিরেবমাহ "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি। "স হি কর্ত্তা ইতি" চোপসংহারাদেবমেবাবগম্যতে ॥ ৩। ২। ১।

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ৩। ২। ২ ॥*

অপি চ, একে শাখিনোঽস্মিন্নেব সন্ধ্যে স্থানে কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" ইতি। পুত্রাদয়শ্চ তত্র কামা অভিপ্রেয়ন্তে—কাম্যন্ত ইতি। নন্বু কামশব্দেনেচ্ছাবিশেষা এবোচ্যেরন্, ন; "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব" ইতি প্রকৃত্য, অন্তে "কামানাং

দিতি। ইমমর্থং শ্রুতিরপি দর্শয়তি—"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে"ইতি। ন চ "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তীতি বিরোধাদুপচরিতার্থা সৃজতে" ইতি শ্রুতির্ব্ব্যাখ্যেয়া, সৃজত ইতি হি শ্রুতেঃ। বহুশ্রুতিসম্বাদাৎ প্রমাণান্তরসম্বাদাচ্চ। বলীয়স্ত্বেন তদনুগুণতয়া নু তত্র রথা ইত্যস্যা ভাক্তত্বেন ব্যাখ্যানাৎ জাগ্রদবস্থাদর্শনযোগ্যা ন সন্তি, ন তু রথা ন সন্তীতি। অতএব কর্তৃশ্রুতিঃ শাখান্তরশ্রুতিরুদাহৃতা। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকত্বাচ্চাস্য পারমার্থিকত্বং বিয়দাদিসর্গবৎ। ন চ জীবকর্ত্তৃকত্বান্ন প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকত্বমিতি সাম্প্রতম্। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদিতি প্রাজ্ঞস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। জীবকর্ত্তৃকত্বেঽপি চ প্রাজ্ঞাদভেদেন জীবস্য প্রাজ্ঞত্বাৎ।

অপি চ জাগ্রৎপ্রত্যয়সম্বাদবন্তোঽপি স্বপ্নপ্রত্যয়াঃ কেচিদ্দৃশ্যন্তে। তদ্যথা—স্বপ্নে শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনো ব্রহ্মণায়নঃ প্রিয়ব্রতং প্রত্যাহ—প্রিয়ব্রত পঞ্চমেঽহনি প্রাতরেবোর্ব্বরাপ্রায়ভূমিদানেন নরপতিস্ত্বাং মানয়িষ্যতীতি। স চ জাগ্রত্তথাস্মনো মানমনুভূয় স্বপ্নপ্রত্যয়ং সত্যমভিমন্যতে। তস্মাৎ সন্ধ্যে পারমার্থিকী সৃষ্টিরিতি প্রাপ্তে উচ্যতে।। ৩। ২। ১।

[কিঞ্চ, স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্ম্মিতত্বাৎ আকাশাদিবদিতি সূত্রার্থমাহ—

প্রমাণরূপা শ্রুতি তাহাকে সত্য বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর রথ, রথযোগ ও পথ সৃজন করেন।" "তিনিই কর্ত্তা অর্থাৎ সৃষ্টি করেন" এই শেষ বাক্যেও উঁহার সত্যতা প্রতীত হয় ॥ ৩। ২। ১ ॥

আরও দেখ, কোন্ কোন শাখায় কথিত আছে, সন্ধ্য অর্থাৎ স্বপ্নস্থানে কাম্যনিবহের অর্থাৎ অভীপ্সিত পুত্রাদি পদার্থের সৃজনকর্ত্তা আত্মা। যথা—"ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে পুরুষ কাম অর্থাৎ বাঞ্ছিত পদার্থ সৃষ্টি করতঃ জাগ্রৎ থাকেন—" ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে যে কাম-শব্দ আছে, তাহার অর্থ পুত্রাদি কাম্য পদার্থ। যাহা কামের অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় তাহাও কাম। [নন্বু...ইতি] কাম-শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই কথিত হয়,

---

* একে শাখিনঃ কামানাং নির্ম্মাতারমাত্মানমামনন্তি কামাশ্চ পুত্রাদয়ঃ। কাম্যা ইত্যস্মিন্নর্থে কামা ইতি।

কোনকোন শাখা (বেদভাগ) বলিয়াছেন, সন্ধ্যস্থানে যে কাম্য নির্ম্মাণ হয়, তাহার কর্ত্তা আত্মা। আত্মাই সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করেন অর্থাৎ দেখেন।

ত্বা কামভাজং করোমি” ইতি প্রকৃতেষু তত্র পুত্রাদিষু কামশব্দস্য প্রযুক্তত্বাৎ। প্রাজ্ঞং চৈনং নির্ম্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ। প্রাজ্ঞস্য হীদং প্রকরণং “অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ” ইত্যাদি। তদ্বিষয় এব চ বাক্যশেষোঽপি—

“তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥” ইতি।

প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ সৃষ্টিস্তথ্যরূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া, তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রুতিঃ “অথো খল্বাহুর্জ্জাগরিতদেশ এবাস্যৈষ ইতি, যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুষুপ্তঃ” ইতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ সমানন্যায়তাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ তথ্যরূপৈব সন্ধ্যে সৃষ্টিরিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ ॥ ৩।২।২॥

অপি চেত্যাদিনা। রূঢ়িমাশঙ্ক্য প্রকরণন্নিরস্যতি—নন্বিত্যাদিনা। যঃ সুপ্তেষু করণেষু জাগর্ত্তি, তদেব শুক্রং স্বপ্রকাশং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। স্বপ্নস্য জাগ্রদর্থৈঃ সমানদেশত্বশ্রুতেরভেদশ্রুতেশ্চ সত্যত্বে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—অথো খল্বাহুরিতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ২ ॥]

অন্য কিছু কথিত হয় না, তাহা নহে। কেন-না, “তুমি শতবর্ষজীবী পুত্রপৌত্র প্রার্থনা কর” এই প্রক্রমের পর “শেষে তোমাকে কামভাগী অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট করিব” এই বাক্যে প্রস্তাবিত পুত্রপৌত্রাদি পদার্থে কাম-শব্দের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। অপিচ, প্রকরণ ও প্রস্তাবের শেষ বাক্য, এই দুএর দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রাজ্ঞ আত্মাই ঐ সন্ধ্যস্থানীয় পদার্থের নির্ম্মাতা অর্থাৎ সৃষ্টি-কর্ত্তা। প্রকরণটী প্রাজ্ঞবিষয়ক। কেন-না, উহা “যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্যকারণের অতীত, তাহা বল—” ইত্যাদিবাক্যের পর উক্ত হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্ম্মাদ্যতীত প্রাজ্ঞ আত্মার কথন আছে। যথা—“সেই বস্তুই শুক্র অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ব্রহ্ম অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহৎ, অমৃত অর্থাৎ মুক্ত। এই সমুদায় লোক তাহাতেই আশ্রিত (স্থিত) এবং কেহই তদ্বস্তু অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।”

[প্রাজ্ঞ...প্রত্যাহ] যেহেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞের প্রস্তাবে কথিত, সেই হেতু স্বাপ্নিক সৃষ্টির স্রষ্টা প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ সৃষ্টি যখন সত্য; তখন তাঁহার স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—“পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই জাগ্রৎ স্থানও ইহাঁর। ইনি জাগ্রৎস্থানে যাহা দেখেন, তাহাই সুপ্ত অর্থাৎ স্বপ্ন-স্থানস্থিত হইয়া দেখেন।” এই শ্রুতি স্বপ্নের ও জাগ্রতের সাম্য দেখাইয়াছেন। অতএব, সন্ধ্য-সৃষ্টিও জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় তথ্যরূপা। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার প্রত্যুত্তর বলিতেছেন— ৩। ২। ২॥

মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩ । ২ । ৩ ॥*

তুশব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতদস্তি—যদুক্তং সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়াময়্যেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি। কুতঃ। কাৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ। ন হি কাৎস্ন্যেন পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণাভিব্যক্তস্বরূপঃ স্বপ্নঃ। কিং পুনরত্র কাৎস্ন্যমভিপ্রেতম্? দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিরবাধশ্চ। ন হি পরমার্থবস্তুবিষয়াণি দেশকালনিমিত্তান্যবাধশ্চ স্বপ্নে সম্ভাব্যন্তে। ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনামুচিতো দেশঃ সম্ভবতি। ন.. তাবৎ সংবৃতে দেহদেশে রথাদয়োঽবকাশং লভেরন্।

ইদমত্রাকূতম্। ন তাবৎ ক্ষীরস্যেব দধি, রজতস্য পরিণামঃ শুক্তিঃ সম্ভবতি। ন হি জাম্বীশ্বরগৃহে চিরস্থিতান্যপি রজতভাজনানি শুক্তিভাবমনুভবন্তি দৃশ্যন্তে। ন চেতনস্য রজতানুভবসময়েঽন্যোঽনাকুলেন্দ্রিয়ো ন তস্য শুক্তিভাবমনুভবতি প্রত্যেতি চ। ন চোভয়রূপং বস্তু। সামগ্রীভেদাত্ত্ব কদাচিদস্য তোযভাবোঽনুভূয়তে কদাচিন্মরীচিতেতি সাম্প্রতম্। পারমার্থিকে হ্যস্য তোয়ভাবে তৎসাধ্যামুদন্যোপশমলক্ষণার্থক্রিয়াং কুর্য্যান্মরীচিসাধ্যামপি রূপপ্রকাশলক্ষণাম্। ন মরীচিভিঃ কস্যচিত্তৃষ্ণায়া উদন্যোপশাম্যতি। ন চ তোযমেব দ্বিবিধমুদন্যোপশমনতদনুপশমনমিতি যুক্তম্। তদর্থক্রিয়াকারিত্বব্যাপ্তং তোয়ত্বং মাত্রয়াপি তামকুর্ব্বত্তোয়মেব ন স্যাৎ। অপি চ তোয়প্রত্যয়-সমীচীনত্বাযাঽস্য দ্বৈবিধ্যমভ্যুপেয়তে, তচ্চাভ্যুপগমেঽপি ন সেদ্ধুমর্হতি। তথা হ্যসমর্থমিয়া তোয়মেতদিতি মন্বানো ন

সূত্রস্থ তু-শব্দ উদ্ঘাটিত পূর্ব্বপক্ষের নিরাসক। বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎসৃষ্টির ন্যায় সত্য। তাহা নহে। স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়াময়ী। তাহাতে সত্যের নাম গন্ধও নাই। কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর যে যে ধর্ম্ম, সে সকল ধর্ম্ম স্বপ্নের স্বরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধরাহিত্য, এই গুলি সূত্রস্থ কাৎস্ন্য-শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিবে। সত্যবস্তু দর্শনবিষয়ক দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য, এ সকল স্বাপ্ন পদার্থে সম্ভাবিত নহে। [ন তাবৎ... লভেরন্] স্বপ্নস্থানে কি রথাদি থাকিবার যোগ্য দেশ আছে? না এই

* তু-শব্দেন পূর্ব্বপক্ষং নিষেধতি। সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন পারমার্থিকীতি যাবৎ। সা মায়ামাত্রং মায়াময্যেব। যতঃ সা কাৎস্ন্যেন দেশকালনিমিত্তাদিরূপেণ পরমার্থবস্তুধর্ম্মেণ অভিব্যক্তস্বরূপা ন ভবতি, ততঃ সা সৃষ্টির্ন পরমার্থরূপা, কিন্তু মায়াময়ী। জাগ্রদর্থস্য সত্যত্বব্যাপকো যো যো ধর্ম্মঃ, স্বপ্নে তদভাবো দৃশ্যত ইতি নিষ্কর্ষঃ।

স্বাপ্নিক সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির ন্যায় তথারূপা নহে। তৎপ্রতি কারণ এই যে, তাহা জাগ্রৎপদার্থের ধর্ম্ম সমূহের দ্বারা অভিব্যক্ত নহে অর্থাৎ প্রকাশিত নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

স্যাদেতৎ। বহির্দ্দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি, দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহণাৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতির্ব্বহির্দ্দেহাৎ স্বপ্নং—

"বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা
স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্"। ইতি।

স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদশ্চ নানিক্রান্তে জন্তৌ সামঞ্জস্যমশ্নুবীতেতি।

নেত্যুচ্যতে। ন হি সুপ্তস্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশতান্তরিতং দেশং পর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুঞ্চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে। ক্বচিচ্চ প্রত্যাগমনবর্জ্জিতং স্বপ্নং শ্রাবয়তি—কুরুম্বহং শয্যায়াং শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতি-

---

তৃষ্ণয়াপি মরীচিতোয়মভিধাবেৎ, যথা মরীচীনন্নভবন্। অথাশক্তং শক্তমভিমন্যমানোঽভিধাবতি। কিমপরাদ্ধং মরীচিষু তোয়বিপর্য্যাসেন সার্ব্বজনীনেন, যত্তমতিলঙ্ঘ্য বিপর্য্যাসান্তরং কল্প্যতে। ন চ ক্ষরদধিপ্রত্যয়নদাচার্য্যমাতুলব্রাহ্মণপ্রত্যয়বদ্বা তোয়মরীচিবিজ্ঞানে সমুচিতাবগাহিনী, স্বানুভবাৎ। পরস্পরবিরুদ্ধয়োর্ব্বাধ্যবাধকভাবাবভাসনাৎ। তত্রাপি রজতজ্ঞানং পূর্ব্বমুৎপন্নং বাধ্যমুত্তরন্তু বাধকং শুক্তিজ্ঞানং, প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য। রজতজ্ঞানাৎ প্রাক্ প্রাপকাভাবেন শুক্তেরপ্রাপ্তায়াঃ প্রতিষেধাসম্ভবাৎ পূর্ব্বজ্ঞানপ্রাপ্তন্তু রজতং শুক্তিজ্ঞানমপবাধিতুমর্হতি। তদপবাধাত্মকঞ্চ স্বানুভবাদবসীয়তে। যথাহুঃ—

"আগামিত্বাদবাধিত্বা পরং পূর্ব্বং হি জায়তে।
পূর্ব্বং পুনরবাধিত্বা পরং নোৎপদ্যতে ক্বচিৎ॥"

সঙ্কুচিত দেহস্থানে রথাদি পর্য্যাপ্ত হয়? [স্যাদেতৎ...বীতেতি] আচ্ছা, এমন হইতেও ত পারে যে, জীব দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে? জীব যখন দেশান্তরীর দ্রব্য দর্শন করে, তখন কেন না মনে করিব যে, জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বপ্ন সন্দর্শন করে? শ্রুতিও দেহের বাহিরে যাওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"সেই অমৃত পুরুষ (আত্মা) কুলায়ের অর্থাৎ দেহ-গৃহের বাহিরে যথা ইচ্ছা তথায় ইচ্ছানুরূপ বিহার করেন।" আরও দেখ, জীব যদি দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হয়, তাহা হইলে স্থিতি, গতি ও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণ (অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছি, যাইতেছি ও অমুক দেশের অমুক পদার্থ দেখা হইল, এ সকল বা ইত্যাদি প্রকার স্বপ্ন) সঙ্গত হয় না।

[নেত্যুচ্যতে...কলয়েৎ] প্রশ্নকারীর এই প্রশ্ন সাধু বা সঙ্গত নহে। কেন? তাহা বিবেচনা কর। সুপ্ত জীব কি ক্ষণকালমধ্যে শত যোজন দূরে গিয়া

বুদ্ধশ্চ' ইতি। দেহাচ্চেদপেয়াৎ, পঞ্চালেষেব প্রতিবুধ্যেত— তানসাবভিগত ইতি, কুরুষেব তু প্রতিবুধ্যতে। যেন চায়ং দেহেন দেশান্তরমশ্নুবানো মন্যতে, তমন্যে পার্শ্বস্থাঃ শয়নদেশ এব পশ্যন্তি। যথাভূতানি চায়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি, ন তানি তথাভূতান্যেব ভবন্তি। পরিধাবংশ্চেৎ পশ্যেজ্জাগ্রদ্বৎ, বস্তুভূতমর্থমাকলয়েৎ। দর্শয়তি চ শ্রুতিরন্তরের দেহে স্বপ্নং "স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়াচরতি" ইত্যুপক্রম্য "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে" ইতি। অতশ্চ শ্রুত্যুপপত্তিবিরোধাদ্বহিঃ কুলায়-শ্রুতিগৌ'ণী ব্যাখ্যাতব্যা—"বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা' ইতি। যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি, স বহিরিব শরীরাদ্ভবতীতি।

ন চ বর্ত্তমানরজতাবভাসি জ্ঞানং ভবিষ্যত্তামস্যা গোচরয়ন্ন ভবিষ্যতা স্বসময়বর্ত্তিনীং শুক্তিং গোচরয়তা প্রত্যয়েন বাধ্যতে, কালভেদেন বিরোধাভাবাদিতি যুক্তম্। মা নামাহস্যাজ্জ্ঞাসীৎ প্রত্যক্ষং ভবিষ্যত্তাং, তৎপৃষ্ঠভাবিতানুমানমুপকারহেতুভাবমিবাসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে স্থেমানমাকলয়তি। অসতি বিনাশপ্রত্যয়োপনিপাতে রজতমিদং স্থিরং রজতত্বাদনুভূতপ্রত্যভিজ্ঞাতরজতবৎ। তথা চ ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং রজতং ব্যাপ্নুয়াদিতি বিরোধাৎ শুক্তিজ্ঞানেন বাধ্যতে। যথাহু :—

"রজতং গৃহ্যমাণং হি চিরস্থায়ীতি গৃহ্যতে।
ভবিষ্যচ্ছুক্তিকাজ্ঞানকালং ব্যাপ্নোতি তেন তৎ ॥" ইতি

পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিতে পারে? না তাহার তাদৃশ সামর্থ্য সম্ভাবিত? (তাহা কি যুক্তির দ্বারা বুদ্ধিস্থ করা যায়?) আবার এমন স্বপ্নও আছে, যাহা প্রত্যাগমনবর্জ্জিত। শ্রুতিও ঐরূপ একটী স্বপ্ন শুনাইয়াছেন। যথা—"আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পাঞ্চাল-দেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে প্রতিবুদ্ধ হইলাম। (সে দেশ হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করা ঘটিল না,)" জীব যদি সত্য সত্যই পঞ্চালদেশে যাইত, তাহা হইলে পঞ্চালদেশেই থাকিত, পঞ্চালদেশেই জাগ্রৎ হইত, কিন্তু সে পঞ্চালদেশে থাকে নাই, জাগ্রৎও হয় নাই, সে সেই কুরুদেশেই আছে ও জাগ্রৎ হইয়াছে। সে স্বপ্নকালে যে-দেহে দেশান্তরে গিয়াছিল, পার্শ্বস্থ লোক তাহার সে দেহ শয্যাতেই অবস্থিত দেখিয়াছিল। অপিচ, স্বপ্নে যে-প্রকার দেশান্তর দেখে, সে দেশান্তর ঠিক্ প্রকার নহে। বাহিরে গিয়া দেখিলে, স্বপ্নে অবশ্যই জাগ্রদ্দর্শনের সমান দর্শন হইত; কিন্তু তাহা হয় না। স্বপ্নে অনেক বিপর্য্যয় ও অস্পষ্ট দর্শনও হয়। [দর্শয়তি...ভবতি ইতি] দেহের মধ্যেই স্বপ্ন দর্শন হয়, ইহা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"যাহাতে

স্থিতিগতিপ্রত্যয়ভেদোঽপ্যেবং সতি বিপ্রলম্ভ এবাভ্যুপগন্তব্যঃ। কালবিসম্বাদোঽপি চ স্বপ্নে ভবতি, রজন্যাং সুপ্তো বাসরং ভারতে বর্ষে মন্যতে, তথা মুহূর্ত্তমাত্রপ্রবর্ত্তিনি স্বপ্নে কদাচিৎ বহূন্ বর্ষপূগানতিবাহয়তি। নিমিত্তান্যপি চ স্বপ্নে ন বুদ্ধয়ে কর্ম্মণে বোচিতানি বিদ্যন্তে। করণোপসংহারাদ্ধি নাস্য রথাদিগ্রহণায় চক্ষুরাদীনি সন্তি। রথাদিনির্ব্বর্ত্তনেঽপি কুতোঽস্য নিমেষমাত্রেণ সামর্থ্যং, দারূণি বা। বাধ্যন্তে চৈতে রথাদয়ঃ স্বপ্নদৃষ্টাঃ প্রবোধে। স্বপ্ন এব চৈতে সুলভবাধা ভবন্তি, আদ্যন্তয়োর্ব্ব্যভিচারদর্শনাৎ। রথোঽয়মিতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্দ্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্প-

প্রত্যক্ষেণ চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত ইতি কেচিদ্ব্যাচক্ষতে, তদযুক্তম্। যদি চির-স্থায়িত্বং যোগ্যতা, ন সা প্রত্যক্ষগোচরঃ; শক্তেরতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। অথ কালান্তর-ব্যাপিত্বং, তদপ্যযুক্তং, কালান্তরেণ ভবিষ্যতেন্দ্রিয়স্য সংযোগাযোগাৎ, তদুপ-হিতসীম্নো ব্যাপিত্বস্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। ন চ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়বদত্রাপি সংস্কারঃ সহকারী, যেনাবর্ত্তমানমপ্যাকলয়েৎ। তস্মাদত্যন্তাভ্যাসবশেন প্রত্যক্ষানন্তরং শীঘ্রতরোৎপন্নবিনশ্যদবস্থানুমানসহিতপ্রত্যক্ষাভিপ্রায়মেব চিরস্থায়ীতি গৃহ্যত-ইতি মন্তব্যম্।

অত এবৈতৎ সূক্ষ্মতরং কালব্যবধানমবিবেচয়ন্তঃ সৌগতাঃ প্রাহুঃ—দ্বিবিধো হি

দর্শন হয়” এই উপক্রমে বলা হইয়াছে “তিনি স্বীয় শরীরেই কামানুরূপ পরিবর্ত্তিত হন।’ অতএব, জীব নিজ দেহের বাহিরে স্বপ্ন দর্শন করে, এই শ্রুতির গৌণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে আর শ্রুতি-যুক্তি-বিরোধ হইবে না। সে গৌণ ব্যাখ্যা এই—“অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে গিয়া—” ইত্যাদি। যে শরীরে থাকিয়াও শরীর দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে না, সে অবশ্যই শরীরবহির্বর্ত্তীর ন্যায় হয়।

[স্থিতি...বাহয়তি] স্বপ্নে অবস্থান ও যাওয়া প্রভৃতিও ঐরূপ অর্থাৎ গৌণ (যেন যাইতেছে, ইত্যাদিবিধ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। স্বপ্নেতে কালের বিরুদ্ধতাও দেখা যায়। রজনী সময়ে স্বপ্নগত হইবামাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার এই ভারত-বর্ষেই দিবস দর্শন হয়। আরও দেখ, স্বপ্ন মুহূর্ত্তমাত্র প্রবর্ত্তিত, কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা কখন কখন দেখে, শত শত বর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। [নিমিত্তান্যপি...বুদ্ধয়ে] স্বপ্নবিষয়িণী বুদ্ধির অথবা ক্রিয়ার উপযুক্ত নিমিত্তও থাকে না, (নিমিত্ত=কারণ)। তৎকালে ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত, সুতরাং তখন রথাদি দর্শনের উপযুক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই। জীবের কি নিমেষকালমধ্যে রথাদি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আছে? না, তথায় কাষ্ঠাদি উপকরণ দ্রব্য আছে? তাহা নাই। আরও দেখ, স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় রজ্জুসর্পের ন্যায় বাধিত হয় অর্থাৎ থাকে

দ্যতে। মনুষ্যোঽয়মিতি বা নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ। স্পষ্টশ্চাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রং "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি" ইত্যাদি। তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্ ॥ ৩।২।৩॥

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥*

মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পরমার্থগন্ধ ইতি। নেত্যুচ্যতে। সূচকশ্চ হি স্বপ্নো ভবতি ভবিষ্যতোঃ সাধ্বসাধুনোঃ। তথা হি শ্রূয়তে—

বিষয়ঃ প্রত্যক্ষস্য—গ্রাহ্যশ্চাধ্যবসেয়শ্চ। গ্রাহ্যঃ ক্ষণ একঃ স্বলক্ষণোঽধ্যবসেয়শ্চ সন্তান ইতি। এতেন স্বপ্নপ্রত্যয়ো মিথ্যাত্বেন ব্যাখ্যাতঃ। যত্তু সত্যং স্বপ্নদর্শনমুক্তং, তত্রাপ্যাখ্যাত্রা ব্রাহ্মণায়নেনাখ্যাতে সম্বাদাভাবাৎ। প্রিয়ব্রতস্যাখ্যাতসম্বাদস্তু কাকতালীয়ো ন স্বপ্নজ্ঞানং প্রমাণয়িতুমর্হতি। তাদৃশস্যৈব বহুলং বিসম্বাদদর্শনাৎ। দর্শিতশ্চ বিসম্বাদো ভাষ্যকৃতা কাৎস্নে্যনানভিব্যক্তিং বিবৃণ্বতা—রজন্যাং স্বপ্ন ইতি। রজনীসময়েঽপি হি ভারতাদ্বর্ষান্তরে কেতুমালাদৌ বাসরো ভবতীতি ভারতে বর্ষ ইত্যুক্তম্॥ ৩।২।৩॥

দর্শনং সূচকম্। তচ্চ স্বরূপেণ সৎ, অসত্তু দৃশ্যম্। অত এব স্ত্রীদর্শন-

না, অদর্শনপ্রাপ্ত হয়। অধিক কি, স্বপ্নকালেও তাহা বাধিত (লুপ্ত) হয়। স্বপ্নে নিশ্চয় হইল, এটা রথ, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তাহা আর রথ রহিল না। রথের পরিবর্ত্তে তাহা মনুষ্য হইল, দেখিতে দেখিতে তাহা আবার বৃক্ষ হইল। [স্পষ্টশ্চ...দর্শনম্] শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব স্পষ্টরূপে শুনাইয়াছেন। যথা—"সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই।" ইত্যাদি। এই সকল কারণে স্থির হয়, স্বাপ্নিক সৃষ্টি মায়িক অর্থাৎ মায়াময়।

স্বপ্ন মায়িক (সংস্কার-সহায় অজ্ঞানের পরিণামবিশেষ), তাই বলিয়া যে, তাহাতে সত্যের লেশ নাই, সত্যের সহিত তাহার আদৌ সম্পর্ক নাই, এমত নহে। স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচকও হয়। এ কথা শ্রুতিতেও শুনা যায় এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সে কথা বলেন। শ্রুতি যথা—"যদি

* মায়িকোঽপি স্বপ্নঃ সাধ্বসাধুনোর্ভবিষ্যতোঃ সূচকোঽনুমাপকঃ, অতস্তত্র পরমার্থগন্ধো নাস্তীতি ন বক্তব্যম্। শ্রূয়তে হি স্বপ্নস্য ভবিষ্যৎসাধ্বসাধুসূচকত্বম্। তদ্বিদঃ স্বপ্নবিদ আচক্ষতে চ।

সত্য বটে, স্বপ্ন মায়ামাত্র; কিন্তু তাহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক—অনুমাপক। কেন-না, শ্রুতি ও স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্বপ্নের তদ্রূপতা বলিয়াছেন।

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" ইতি।

তথা "পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি" ইত্যেবমাদিভিঃ স্বপ্নৈরচিরজীবিত্বমাবেদ্যত ইতি শ্রাবয়তি। আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ "কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি, খরযানাদীন্যধন্যানি" ইতি। মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেচিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনো ভবন্তীতি মন্যন্তে। তত্রাপি ভবতু নাম শূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শনাদের্ভবত্যেব বৈতথ্যং, বাধ্যমানত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ।

তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্। যদুক্তম্ "আহ হীতি, তদেবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যং, যথা লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতীতি। নিমিত্তমাত্রত্বাদেবমুচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষমেব লাঙ্গলং গবাদীনুদ্বহতি। এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ সুপ্তো রথাদীন্ সৃজতে, স হি

স্বরূপসাধ্যাশ্চরমধাতুবিসর্গাদয়ো জাগ্রদবস্থায়ামনুবর্ত্তন্তে। স্ত্রীসাধ্যাস্তু মাল্যবিলেপনদন্তক্ষতাদয়ো নানুবর্ত্তন্তে।

স্বপ্নে কাম্যকর্ম্মবিষয়ে স্ত্রী সন্দর্শন করে, তাহা হইলে জানিবে, সেই স্বপ্নদর্শনের দ্বারা সে কার্য্যের সমৃদ্ধি বা সুসিদ্ধি হইবে।" "স্বপ্নে যদি কৃষ্ণদন্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দৃষ্ট হয়, তবে, সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ তাহাকে বিনষ্ট করে।" ইত্যাদিবিধ স্বপ্ন স্বপ্নদ্রষ্টার মরণের নৈকট্য জানায়। [আচক্ষতে...প্রায়ঃ] স্বপ্নাধ্যায়-(শাস্ত্রবিশেষ) বেত্তৃগণও বলিয়াছেন, স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ, আর গর্দ্দভারোহণাদি অশুভ। মন্ত্রের দ্বারা, দেবতানুগ্রহের দ্বারা ও ঔষধবিশেষ সেবনের দ্বারা যে সকল স্বপ্নবিশেষ দৃষ্ট হয়, সে সকলের অনেকগুলি সত্য। (এতাবতা এই বলা হইল যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও তাহা ভবিষ্যৎ সত্য ঘটনার বোধক হয়)। ফলিতার্থ বা অভিপ্রায় এই যে, সূচ্যমান বস্তু সত্য হয় হউক, সূচক স্ত্রীসন্দর্শনাদি মিথ্যা।

[তস্মা...সৃজতি] প্রদর্শিত হেতু সমূহের দ্বারা স্বপ্নের মায়িকত্ব উৎপন্ন হয়। স্বপ্নের তথ্যরূপতা পক্ষে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহা গৌণ অর্থে যোজনা কর। যেমন নিমিত্তমাত্র লক্ষ্য করিয়া লোকে বলে, লাঙ্গল গো প্রভৃতিকে চালাইতেছে, বস্তুতঃ লাঙ্গল গবাদির চালক নহে; তেমনি, নিমিত্তসামান্য লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, সুপ্তব্যক্তি রথাদি সৃষ্টি করে এবং সুপ্ত রথাদির সৃজন-

কর্ত্তেতি চোচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষমেব স্বপ্নো রথাদীন্ সৃজতি। নিমিত্তত্বস্তস্য রথাদিপ্রতিভাননিমিত্ত-মোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কর্ত্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্। অপি চ, জাগরিতে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদাদিত্যাদিজ্যোতির্ব্ব্যতিকরাচ্চাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং দ্রষ্টুর্দ্দুর্ব্বিবেচনমিতি তদ্বিবেচনায় স্বপ্ন উপন্যস্তঃ। তত্র যদি রথাদিসৃষ্টিবচনং শ্রুত্যা নোচ্যেত, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং ন নির্ণীতং স্যাৎ। তস্মাদ্রথাদ্যভাববচনশ্রুত্যা রথাদিসৃষ্টিবচনং ভাক্তমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতেন নির্ম্মাণশ্রবণং ব্যাখ্যাতম্।

যদপ্যুক্তং "প্রাজ্ঞমেনং নির্ম্মাতারমামনন্তি" ইতি, তদপ্যসৎ। শ্রুত্যন্তরে "স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি" ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ। ইহাপি চ "য এষ

ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপার ইতি। প্রাজ্ঞব্যাপারত্বেন পারমার্থিকত্বানুমানং প্রত্যক্ষেণ বাধকপ্রত্যয়েনাবিরুধ্যমানং নাত্মাং লভত ইতি ভাবঃ। বন্ধমোক্ষয়োরান্তরালিকং তৃতীয়মৈশ্বর্য্যমিতি ॥ ৩। ২। ৪ ॥

কর্ত্তা। কিন্তু তিনি বাস্তব পক্ষে রথাদি সৃজন করেন না। [নিমিত্তত্ব ..ব্যাখ্যাতম্] স্বপ্নেও রথাদি দর্শনের পর হর্ষবিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের কারণীভূত সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) সেই সেই স্বপ্নসন্দর্শনের প্রযোজক নিমিত্ত কারণ। অন্য কথা এই যে, জাগ্রৎকালে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ থাকে এবং আদিত্যাদি প্রকাশক পদার্থের ব্যতিকর (মিশ্রণ, স্পষ্ট সম্পর্ক বা প্রকাশ) থাকে, সেই কারণে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা তৎকালে দুর্ব্বিবেচনীয় হয়। আত্মার সেই দুর্ব্বিবেচ্য স্বয়ম্প্রকাশতাকে সুবিবেচ্য বা সুখবোধ্য করিবার জন্য শ্রুতি কথিতপ্রকার স্বপ্ন বর্ণন করিয়াছেন। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ তদ্বোধক শব্দ আছে বলিয়া যদি রথাদিসৃষ্টিবাক্যের মুখ্যার্থ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আত্মার স্বয়ম্প্রকাশতা সুখনির্ণীত হইবে না। অতএব, রথাদির অভাববাদিনী শ্রুতির সাহায্যে রথাদিসৃষ্টিবাক্যের গৌণার্থ গ্রহণ করা উচিত। রথাদিসৃষ্টিশ্রুতির ন্যায় নির্ম্মাণশ্রুতিরও গৌণার্থ করা হইয়াছে।

[যদপ্যুক্তং...বিরুধ্যতে] বলিয়াছিলে যে, স্বাপ্ন পদার্থের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা প্রাজ্ঞ আত্মা, তাহা সাধু নহে। কেন-না, অন্য শ্রুতিতে শুনা যায়, তাহা জীবেরই ব্যাপারবিশেষ। যথা—"জীব বিহত করিয়া অর্থাৎ জাগ্রদ্দেহ নিশ্চেষ্ট করিয়া নিজ বাসনার দ্বারা বাসনাময় দেহ নির্ম্মাণ করতঃ স্বীয় বা স্বাশ্রিত বুদ্ধিবৃত্তির (বুদ্ধিবৃত্তি—বুদ্ধির এক প্রকার অবস্থা) ও স্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা স্বপ্নানুভব

সুপ্তেষু জাগর্ত্তি” ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবায়ং কামানাং নির্ম্মাতা সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তস্য তু বাক্যশেষেণ “তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম” ইতি জীবভাবং ব্যাবর্ত্ত্য ব্রহ্মভাব উপদিশ্যতে—“তত্ত্বমসি” ইত্যাদিবদিতি ন ব্রহ্মপ্রকরণত্বং বিরুধ্যতে। ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাস্বপ্যবস্থাস্বধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবদিত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপ্যাত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি “তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যত ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্॥ ৩। ২। ৪॥

“পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং, ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ।” “দেহযোগাদ্বা সোঽপি” ইতি সূত্রদ্বয়ং কৃতোপপাদনমস্মাভিঃ প্রথমসূত্রে। নিগদব্যাখ্যাতং চৈতয়োর্ভাষ্যমিতি॥ ৩। ২। ৫-৬॥

করেন।” কঠশ্রুতিতেও “ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে, এই যে ইনি জাগ্রৎ থাকেন” এতদভিধেয় প্রসিদ্ধ জীবাত্মার অনুবাদে জীবেরই কাম্য স্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থের নির্ম্মাতৃত্ব কথিত হইয়াছে। পরে “তিনিই শুদ্ধ ও ব্রহ্ম” এই শেষবাক্যে জীবের জীবত্ব নিষেধ পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের উপদেশ হইয়াছে। “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি স্থলে যেমন প্রসিদ্ধ জীবানুবাদের পর জীবভাব নিষেধ ও তাহার ব্রহ্মভাবের উপদেশ হইয়াছে, প্রদর্শিত স্থলেও সেইরূপ জানিবে এবং তাহাতেই ব্রহ্মপ্রকরণের বিরোধ বা বাধ হয় না। [ন চাস্মাভিঃ...মুদিতম্] স্বপ্নে প্রাজ্ঞ আত্মার যে, কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে; এই মাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য। আকাশাদি সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদায় প্রপঞ্চই মায়িক, মিথ্যা, এ সকল “তদনন্যত্বং” সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্যথা হয়), এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ॥ ৩। ২। ৪॥

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥৩।২।৫॥*

অথাপি স্যাৎ—পরস্যৈব তাবদাত্মনোঽংশো জীবোঽগ্নেরিব বিস্ফুলিঙ্গঃ। তত্রৈবং সতি যথাগ্নিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহন-প্রকাশনশক্তী ভবতঃ, এবং জীবেশ্বরয়োরপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী। ততশ্চ জীবস্যৈশ্বর্য্যবশাৎ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টির্ভবিষ্যতীতি।

অত্রোচ্যতে— সত্যপি জীবেশ্বরয়োরংশাংশীভাবে প্রত্যক্ষমেব জীবস্যেশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বং। কিং পুনর্জ্জীবস্যেশ্বরসমানধর্ম্মত্বং নাস্ত্যেব? ন নাস্তীতি। বিদ্যমানমপি তু তৎ তিরোহিতং অবিদ্যাব্যবধানাৎ। তৎ পুনস্তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরমভিধ্যায়তো

[পূর্ব্বং কৃপ্তসামগ্র্যভাবাৎ স্বপ্নো মায়েত্যুক্তং, তচ্চাযুক্তং, সংকল্পমাত্রেণাপি, সত্যসৃষ্টিসম্ভবাৎ—ইতি শঙ্কাং কৃত্বা পরিহরন্ সূত্রং ব্যাচষ্টে—তথাপি স্যাদিত্যাদিনা। সত্যসঙ্কল্পস্য হি সঙ্কল্পাৎ সৃষ্টিঃ সত্যা ভবতি, জীবস্য ত্বসত্যসঙ্কল্পত্বং প্রত্যক্ষমিতি পরিহারার্থঃ। তর্হি বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাজ্জীবস্যেশ্বরত্বং নাস্ত্যেবেতি শঙ্কতে—কিমিতি। নাস্তীতি ন, কিন্ত্বাবৃতমস্তি, তৎপুনরীশ্বরপ্রসাদাৎ কস্যচিৎ ব্যজ্যত ইত্যাহ—ন নাস্তীতি। বিধূতধ্বান্তস্য নিষ্পাপস্য সংসিদ্ধস্যাণিমাদি-বিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ। ব্রহ্মৈবাহমিতি দেবং জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্বপাশানামবিদ্যা-দিক্লেশানামপহানিবপক্ষয়স্তদ্ভুয়ো ভবতি। ক্ষীণৈশ্চ ক্লেশৈস্তৎকার্য্যজন্মমরণা-

বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব তেমনি পরমেশ্বরের অংশ। যেমন দাহ-প্রকাশশক্তি উভয়েরই সমান, তেমনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিও জীবেশ্বরের সমান। জীব যখন ঈশ্বরাংশ ও ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট, তখন এরূপ হইতেও পারে যে, ঐশ্বর্য্যবলে জীবের সৃষ্টি-সঙ্কল্প হয়, সেই সঙ্কল্পে সত্য স্বপ্ন-রথাদির সৃষ্টি হয়। (ফলিতার্থ—সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টির সম্ভব আছে)।

[অত্রোচ্যতে···জন্তুনাম্] এই আপত্তির প্রত্যাপত্তিতে বলা যায়, অংশাংশি-ভাব থাকিলেও জীবেশ্বরের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা প্রত্যক্ষ। জীব অসত্যসঙ্কল্প, কিন্তু ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি। তবে কি জীবের ঈশ্বরত্ব নাই? নাই বলা যায় না,

* ঈশ্বরাংশো জীবস্ততশ্চ তয়োজ্ঞানৈশ্বর্য্যে সমানে ইতি মত্বাহ পূর্ব্বপক্ষী পরেতি। তৎসমাধানমাহ—তিরোহিতমিতি। তুঃ পরাভিমতপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। পরাভিধ্যানাৎ পরমেশ্বরসঙ্কল্পাৎ সা সত্যেতিপক্ষো ন সাধীয়ানিত্যর্থঃ। যদ্যপি জীবস্যেশ্বরসমানধর্ম্মত্বমস্তি, তথাপি তৎ তিরোহিত-মাবৃতমেবাস্ত্যবিদ্যযা। ততস্তস্মাদেব নিমিত্তাদীশ্বররূপাদস্য জীবস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ।

• জীবই পরমাত্মা, পরমেশ্বর, তাঁহার সঙ্কল্পে সত্য সৃষ্টি না হইবে কেন? এ আশঙ্কা করিতে পার না। কেন-না, জীব ঈশ্বর হইলেও জীবের ঐশ্বর্য্য-শক্তি অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত আছে এবং বন্ধন ও মোক্ষ উভয়ই ঈশ্বরনিমিত্তক। ভাষ্য ব্যাখ্যায় বিশদার্থ বলা হইয়াছে।

যতমানস্য জন্তোর্ব্বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতেব দৃক্‌শক্তিরৌষধ-বীর্য্যাৎ, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদেবাবির্ভবতি, ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্। কুতঃ। ততো হি—ঈশ্বরাদ্ধেতোরস্য জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্য স্বরূপাপরিজ্ঞানাদ্বন্ধঃ, তৎ-স্বরূপপরিজ্ঞানাত্তু মোক্ষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ,
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ।
তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে,
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥"

ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৩। ২। ৫॥

স্মকবন্ধধ্বংস ইতি নির্গুণবিদ্যাফলমুক্তং, সগুণবিদ্যাফলমাহ তস্যেতি। পরস্যাভিমুখ্যেনাহংগ্রহেণ ধ্যানাদ্বন্ধমোক্ষাপেক্ষয়া মন্ত্রোক্তহানিদ্বয়াপেক্ষয়া বা তৃতীয়ং বিশ্বৈশ্বর্য্যমণিমাদিরূপং মর্ত্ত্যদেহপাতে সতি সিদ্ধদেহে ভবতি, তদ্ভোগা-নন্তরমাত্মজ্ঞানাৎ, কেবলো দ্বৈতশূন্য আপ্তকামঃ প্রাপ্তস্বয়ংজ্যোতিরানন্দো ভবতীতি ক্রমমুক্তিরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ৫ ॥]

আছে, কিন্তু তাহা অবিদ্যার দ্বারা তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত (প্রতিবদ্ধ বা অনভিব্যক্ত) আছে। আবরণ-বিধ্বস্ত হইলেই তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকাশ প্রাপ্ত (কার্য্যক্ষম) হয়। যে জীব পরমেশ্বরের অহংগ্রহ উপাসনায় রত থাকে, নিষ্পাপ, যতমান অর্থাৎ বৈরাগ্যবিশিষ্ট, ঈশ্বরপ্রসাদে সেই জীবেরই অবিদ্যাবরণ তিরোহিত হয়, তখন তাহার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি যথাবৎ আবির্ভূত হয়। যেমন তিমিরযোগে দৃক্‌শক্তি তিরোহিত থাকে, পরে ঔষধ সেবায় তিমির বিনষ্ট হয়, তখন পূর্ব্ববৎ দৃক্‌শক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ। অতএব, থাকিলেও স্বভাবতই যে, সর্ব্ব জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য প্রকট প্রাপ্ত থাকে, তাহা থাকে না। [কুত-স্ততো...মাদ্যা] সেই কারণেই ঈশ্বর-নিমিত্তক বদ্ধভাব ও মুক্তভাব। ঈশ্বর স্বরূপতঃ অজ্ঞাত থাকায় বন্ধ, পরিজ্ঞাত হইলে মোক্ষ। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"সেই দেবকে অহংজ্ঞানে জানিলে সমুদায় পাশের অর্থাৎ বন্ধন-রজ্জুর (অবিদ্যাদি ক্লেশ-পঙ্কের) বিনাশ হয়, ক্লেশ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তজ্জনিত জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনও প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়।" তাঁহার অভিধ্যানে মর্ত্ত্যদেহ পাত ও সিদ্ধদেহ লাভ হইলে (অহংগ্রহ উপাসনায়) বন্ধ-মোক্ষ অপেক্ষা তৃতীয় অণিমাদিরূপ অষ্টৈশ্বর্য্য (অণিমা ও লঘিমা প্রভৃতি ৮ প্রকার শক্তি) লাভ হয়, তৎপরে (ভোগান্তে) সে কেবল অর্থাৎ দ্বৈতরহিত ও আপ্তকাম (স্বাত্মানন্দ প্রাপ্ত) হয়। (এই শেষার্দ্ধে সগুণ-জ্ঞানের ক্রমমুক্তিফল বলা হইল এবং পূর্ব্বার্দ্ধে নির্গুণজ্ঞানের মোক্ষফল বলা হইয়াছে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক)॥ ৩। ২। ৫ ॥

দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৩ । ২ । ৬ ॥ *

কস্মাৎ পুনর্জ্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি ? যুক্তন্তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োরতিরস্কৃতত্বং—বিস্ফুলিঙ্গস্যেব দহন-প্রকাশয়োঃ। অত্রোচ্যতে—সত্যমেবৈতৎ, সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাদ্ভবতি। অস্তি চাত্রোপমা, যথাগ্নের্দ্দহনপ্রকাশনসম্পন্নস্যাপ্যরণিগতস্য দহন-প্রকাশনে তিরোভবতঃ, যথা বা ভস্মনাচ্ছন্নস্য, এবমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃতদেহাদ্যুপাধিযোগাৎ তদবিবেকভ্রমকৃতো জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ। বাশব্দো জীবেশ্বরয়োরন্যত্বাশঙ্কাব্যাবৃত্ত্যর্থঃ।

নন্বন্য এব জীব ঈশ্বরাদস্তু, তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ, কিং দেহযোগকল্পনয়া। নেত্যুচ্যতে। ন হ্যন্যত্বং জীবস্যেশ্বরাদু-

[রত্নপ্রভা। উক্তৈশ্বর্য্যতিরোভাবে দেহাভিমানো হেতুরিতি কথনার্থং সূত্রং। তন্নিবন্ধাশঙ্কামাহ কস্মাদিতি। সত্যাবরণং নাস্তীত্যঙ্গীকৃত্য কল্পিতাবরণং সাধয়তি—অত্রোচ্যত ইত্যাদিনা।

জীবস্যেশ্বরত্বমঙ্গীকৃত্যাবরণকল্পনাৎ বরমন্যত্বকল্পনেত্যাশঙ্কামুদ্ভাব্য শ্রুত্যা

জীব পরমাত্মাংশ, অথচ তাঁহার জ্ঞানৈশ্বর্য্য বিলুপ্ত, ইহার কারণ কি ? যেমন বিস্ফুলিঙ্গের দাহ-প্রকাশ-শক্তি অতিরস্কৃত থাকে, তেমনি, জীবেরও জ্ঞানৈশ্বর্য্য অতিরস্কৃত থাকা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে ; কিন্তু দেহসম্বন্ধ থাকায়—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বিষয়ানুভব,—এই সকল থাকায়—তাঁহার (জীবের) জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত হইয়া থাকে। [অস্তি...ভাবঃ] ইহার দৃষ্টান্তও আছে। যদ্রূপ দাহশক্তি ও প্রকাশশক্তি থাকিলেও কাষ্ঠান্তর্গত বহ্নির ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির তাহা তিরোভূত থাকে, তদ্রূপ-জীবেরও অবিদ্যাজনিত নামরূপকৃত দেহাদি সম্পর্কে জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোভূত (বিলুপ্ত) হয়। [বা...বৃত্ত্যর্থঃ] জীব ও ঈশ্বর অত্যন্ত ভিন্ন, এ আশঙ্কা নিবারণার্থ সূত্রে বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

[নন্বন্য...ঘটতে] যদি বল, জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, তাহাতেই জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অল্প ; দেহ-সম্পর্ক বশতঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যের তিরোভাব হয়, এ কল্পনার প্রয়োজন

* কিঞ্চ, সঃ জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহাদিসম্পর্কাৎ ভবতীতি শেষঃ।
জীব ঈশ্বর সত্য ; কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হওয়ায় তাঁহার জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অভিভূত হইয়া আছে।

পপদ্যতে, "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যুপক্রম্য "অনেন জীবেনাত্ম-নানুপ্রবিশ্য" ইত্যাত্মশব্দেন জীবস্য পরামর্শাৎ। "তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি চ জীবায়োপদিশতীশ্বরাত্মত্বম্। অতোঽনন্য এবেশ্বরাদ্ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি। অতশ্চ ন সাঙ্কল্পিকী জীবস্য স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিসিদ্ধির্ঘটতে। যদি চ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে সৃষ্টিসিদ্ধিঃ স্যাৎ, নৈবানিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ। ন হি কশ্চিদনিষ্টং সঙ্কল্পয়তে। যৎ পুনরুক্তং—জাগরিতদেশশ্রুতিঃ স্বপ্নস্য সত্যত্বং খ্যাপয়তীতি, ন তৎ সাম্যবচনং সত্যত্বাভিপ্রায়ং, স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্ববিরোধাৎ, শ্রুত্যৈব চ স্বপ্নে রথাদ্যভাবস্য দর্শিতত্বাৎ।

নিরস্যতি—নব্বিত্যাদিনা। 'স্বপ্নেঽপ্যালোকাদেঃ সত্যত্বে জাগ্রতীবাত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বমস্ফুটং স্যাৎ, প্রাতিভাসিকত্বে ত্বালোকেন্দ্রিয়াদ্যসত্ত্বেঽপ্যর্থাপাবোক্ষ্যমাত্ম-জ্যোতিষ এবেতি স্ফুটং সিধ্যতি। তস্মাদ্দেশাদিসাম্যবচনং স্বপ্নস্য জাগ্রত্তুল্য-ভানাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩।২।৬ ॥]

কি? প্রয়োজন আছে। জীবকে ঈশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিবার বাধা আছে। জীবের আত্যন্তিক ঈশ্বরভিন্নতা উপপন্ন হয না। কেন? তাহা বলিতেছি। "সেই এই দেবতা আলোচনা করিলেন।" এই উপক্রমের পর বলা হইয়াছে, "জীবরূপী আত্মা হইয়া অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—"। এই শ্রুতি আত্মশব্দের দ্বারা জীবের অনুসন্ধান (উল্লেখ) করিয়াছেন। (ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, পরমাত্মাই জীবরূপে দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন)। এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতিও আছে। যথা—"হে শ্বেতকেতো, তাঁহাই সত্য, তিনিই আত্মা, তুমিও তিনিই।" এ শ্রুতিও জীবের উদ্দেশ করিয়া তাহারই ঈশ্বরাত্মতা উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবেশ্বরের অভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই বলিতে হয়, মানিতে হয়, 'জীব ঈশ্বর হইতে অভিন্ন হইলেও, ভিন্ন না হইলেও, দেহযোগ হওয়ায় বিলুপ্তজ্ঞানৈশ্বর্য্য হইয়াছেন। যেহেতু জীব তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্য—সেই হেতু 'তিনি স্বপ্নে সংকল্পের দ্বারা সত্য রথাদি সৃজন করিতে পারেন না।' [যদি চ...মাত্রত্বম্] বিশেষতঃ স্বাপ্নিক সৃষ্টি সঙ্কল্পপূর্ব্বিকা হইলে কোনও ব্যক্তি অনিষ্ট স্বপ্ন সন্দর্শন করিত না। কে আপনার অনিষ্ট সঙ্কল্প করে? আরও বলিয়াছিলে যে, জাগরিত-দেশ-শ্রুতি অর্থাৎ স্বপ্ন জাগ্রতের সমান, এই শ্রৌত উক্তি স্বপ্নের সত্যতা স্থাপন করিবে। বস্তুতঃ তাহাও করিবে না। সত্যতা অভিপ্রায়ে ঐ সাম্য অভিহিত হয় নাই। স্বপ্ন জাগ্রৎবাসনা-(সংস্কার-)প্রভব; সেই কারণে স্বপ্নকে জাগ্রত্তুল্য বলা হইযাছে। অন্যথা আত্মার

জাগরিতপ্রভব-বাসনানিমিত্তত্বাত্তু স্বপ্নস্য তত্তুল্যনির্ভাসত্বাভি-প্রায়ং তৎ। তস্মাদুপপন্নং স্বপ্নস্য মায়ামাত্রত্বম্ ॥৩।২।৬॥

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৩ । ২ । ৭ ॥*

স্বপ্নাবস্থা পরীক্ষিতা, সুষুপ্তাবস্থেদানীং পরীক্ষ্যতে। তত্ৰৈতাঃ সুষুপ্তবিষয়াঃ শ্রুতয়ো ভবন্তি। কচিৎ শ্রূয়তে "তদ্ যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাতি, আসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি" ইতি। অন্যত্র তু নাড়ীরেবানুক্রম্য শ্রূয়তে "তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে" ইতি। তথান্যত্রাপি নাড়ীরেবানুক্রম্য "তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং

ইহ হি নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মানো জীবস্য সুষুপ্তাবস্থায়াং স্থানত্বেন শ্রূয়ন্তে। তত্র কিমেষাং স্থানানাং বিকল্পঃ? আহোস্বিৎ সমুচ্চয়ঃ? কিমতঃ যদ্যেবং? এতদতো ভবতি। যদা নাড়্যো বা পুরীতদ্বা সুষুপ্তস্থানং, তদা বিপরীতগ্রহণনিবৃত্তাবপি ন জীবস্য পরমাত্মভাব ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তাবপি জীবস্য পরমাত্মভাবায় কারণান্তরমপেক্ষিতব্যম্। তচ্চ কর্ম্মৈব ন তু তত্ত্বজ্ঞানং, বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তিমাত্রেণ তস্যোপযোগাৎ। বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেশ্চ বিনাপি তত্ত্বজ্ঞানং সুষুপ্তাবপি

স্বয়ম্প্রকাশতার ব্যাঘাত ও শ্রুতিকর্তৃক স্বাপ্ন রথাদির মিথ্যাত্ব কথন বাধিত হইবেক। উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে স্বপ্ন মায়াময়, সত্য নহে ॥ ৩ । ২ । ৬ ॥

স্বপ্নাবস্থা বিচারিত হইল, এক্ষণে সুষুপ্ত্যবস্থা বিচারিত হইবে। সুষুপ্তিবিষয়ে এই সকল শ্রুতি আছে। এক স্থানে শুনা যায়, "যে প্রকারে সুপ্ত হয়, সেই প্রকারে এই জীব যখন সুপ্ত হয়, সমস্ত অর্থাৎ বাহ্য করণবর্গ নির্ব্যাপার হয়, এবং সম্প্রসন্ন অর্থাৎ মনোলয় হেতু প্রসন্ন (শান্ত শিব ও অদ্বৈতপ্রায়) হয়, জীব তখন নাড়ীস্থানগত থাকে।" অন্য স্থানেও নাড়ী অনুক্রমের পর অভিহিত হইয়াছে, "সেই সকল নাড়ীর দ্বারা প্রত্যবসর্পণপূর্ব্বক পুরীতৎনাম্নী নাড়ীতে শয়ন করেন।" অন্য শ্রুতিতেও নাড়ী উল্লেখের পর কথিত হইয়াছে—"যখন সুপ্ত হন, কোনও প্রকার স্বপ্নসন্দর্শন করেন না, তখন, অভিহিত নাড়ীস্থানে থাকেন। অনন্তর প্রাণের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন।" আবার শ্রুত্যন্তরে এইরূপ

* তদভাবঃ স্বপ্নদর্শনাভাবঃ সুষুপ্তমিতি যাবৎ। স চ নাড়ীষাত্মনি চেতি ভবতীতি শেষঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। শ্রুতৌ সুষুপ্তস্য তথাবিধত্বমুচ্যত ইত্যর্থঃ। অনেন নাড়্যাদীনাং সমুচ্চয় উক্তঃ ॥

জীব নাড়ী সম্বন্ধ দ্বারা আত্মাতে (আপন স্বরূপে) সুপ্ত হয়, ইহা শ্রুতির দ্বারা জানা যাইতেছে।

ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি। তথান্যত্রাপি “য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে” ইতি। তথান্যত্র “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি” ইতি। তথা “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্” ইতি চ। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতানি নাড্যাদীনি পরস্পরনিরপেক্ষতয়া ভিন্নানি সুপ্তিস্থানানি? আহো স্বিৎ পরস্পরাপেক্ষতয়ৈকং সুপ্তিস্থানম্? ইতি।

কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? ভিন্নানীতি। কুতঃ? একার্থত্বাৎ। নহ্যেকার্থানাং কচিৎ পরস্পরাপেক্ষত্বং দৃশ্যতে ব্রীহিযবাদীনাম্। নাড্যাদীনাঞ্চৈকার্থতা সুষুপ্তৌ দৃশ্যতে “নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি, পুরী-

---

সম্ভবাৎ। ততশ্চ কর্ম্মণৈবাপবর্গো ন জ্ঞানেন। যথাহুঃ—“কর্ম্মণৈব তু সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ” ইতি। অথ তু পরমাত্মৈব নাড়ী-পুরীতৎসৃপ্তিদ্বারা সুষুপ্তিস্থানং, ততো বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তেরস্তি মাত্রয়া পরমাত্মভাবোপযোগঃ। তস্মা হি তাবদেষ জীবস্তদবস্থানো ভবতি কেবলম্, তত্ত্বজ্ঞানাভাবেন সমূলকাষমবিদ্যায়া অকাষাৎ জাগ্রৎস্বপ্নলক্ষণং জীবস্য ব্যুত্থানং ভবতি। তস্মাৎ প্রয়োজনবত্যেষা বিচারেণেতি।

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মসু স্থানেষু সুষুপ্তস্য জীবস্য নিলয়নং প্রতি বিকল্পঃ। যথা বহুষু প্রাসাদেষ্বেকো নরেন্দ্রঃ কদাচিৎ কচিন্নিলীয়তে, কদাচিৎ কচিদন্যত্র, এবমেকো জীবঃ কদাচিন্নাড়ীষু কদাচিৎ পুরীততি কদাচিদ্ব্রহ্মণীতি। যথা নিরপেক্ষা ব্রীহিযবা ক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশপ্রকৃতিতয়া শ্রুতা একার্থা বিকল্পান্তে,

---

শুনা যায়—“এই যে হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ (ব্রহ্ম), এই আকাশে শয়ন করেন।” আবার অন্য শ্রুতিতে অন্য প্রকারও শুনা যায়। যথা—“হে সোম্য শ্বেতকেতো, সেই সময়ে সৎসম্পন্ন (ব্রহ্মসম্পন্ন) হয়।” “সেই সময়ে প্রাজ্ঞ আত্মায় সম্যক্ পরিষ্বক্ত (একত্বপ্রাপ্ত) হওয়ায় বাহ্য ও আন্তর কিছুই জানিতে পারে না—বিভেদজ্ঞান থাকে না।” [তত্র...তুল্যত্বাৎ] এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থে সংশয় এই যে, শ্রুত্যুক্ত নাড়ী, পুরীতৎ ও ব্রহ্ম—এগুলি কি পরস্পর নিরপেক্ষরূপে পৃথক্ পৃথক্ সুপ্তিস্থান? অর্থাৎ কখন নাড়ীতে, কখন পুরীততে অথবা কখনও ব্রহ্মে শয়ন করেন? অথবা পরস্পরাপেক্ষরূপে একই সুপ্তিস্থান? (ভাবার্থ এই যে, জীব কি ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিকল্পে সুপ্ত হন? অথবা নাড়ীপথে পুরীততে গমন করতঃ ব্রহ্মে শয়ান হন?)

পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল সুপ্তিস্থান পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বাধীন বা ভিন্ন, অর্থাৎ বৈকল্পিক। ভিন্ন বা বৈকল্পিক হইলে ঐ সকলের একার্থতা স্থির থাকিতে পারে! যে সকল পদার্থ একার্থ—এক প্রয়োজনের নিমিত্ত কথিত,

তিতি শেতে" ইতি চ, তত্র তত্র সপ্তমীনির্দ্দেশস্য তুল্যত্বাৎ। ননু নৈবং 'সতি' সপ্তমীনির্দ্দেশো দৃশ্যতে—"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি। নৈষ দোষঃ। তত্রাপি সপ্তম্যর্থস্য গম্যমানত্বাৎ। বাক্যশেষে হি তত্রায়তনৈষী জীবঃ সদুপসর্পতি—ইত্যাহ। "অন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে" ইতি প্রাণশব্দেন তত্র প্রকৃতস্য সত উপাদানাৎ। আয়তনঞ্চ সপ্তম্যর্থঃ। সপ্তমীনির্দ্দেশোঽপি তত্র বাক্যশেষে দৃশ্যতে "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইতি। সর্ব্বত্র চ

এবং সপ্তমীশ্রুত্যা বায়তনশ্রুত্যা বৈকনিলয়নার্থাঃ পরস্পরানপেক্ষা নাড্যাদয়োঽপি বিকল্পমর্হন্তি। যত্রাপি নাড়ীভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেত ইতি নাড়ীপুরীততোঃ সমুচ্চয়শ্রবণং, তথা "তাসু তদা ভবতি যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি নাড়ীব্রহ্মণোরাধারয়োঃ সমুচ্চয়শ্রবণং প্রাণশব্দঞ্চ ব্রহ্ম, অথাস্মিন্ প্রাণে ব্রহ্মণি স জীব একধা ভবতীতি বচনাৎ, তথাপ্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতীতি চ, পুরীততি শেত ইতি চ নিরপেক্ষয়োর্নাড়ীপুরীততোরাধারত্বেন নির্দ্দেশান্নিরপেক্ষয়োরেবাধারত্বম্। ইয়াংস্তু বিশেষঃ—কদাচিন্নাড্য এবাধারঃ

সে সকল পদার্থের পরস্পর নিরপেক্ষতা অর্থাৎ বিকল্প দৃষ্ট হয়। যেমন ব্রীহি ও যব প্রভৃতি। (পুরোডাশ প্রস্তুত করণার্থ ব্রীহিযবের উপদেশ, সে নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরাপেক্ষতা নাই। উহারা কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, তাহাতেই তাহাদের বিকল্প হয়। বিকল্প হয় অর্থ—ব্রীহির দ্বারাও হয়, যবের দ্বারাও হয়, ইহা মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত।) সেইরূপ, শ্রুতিতেও নাড়ী প্রভৃতির একার্থতা দেখা যায়। নাড়ীতে গমন করেন, পুরীততে শয়ন করেন, এ সকল স্থলে তুল্যরূপে সপ্তমী বিভক্তির বিন্যাস আছে। (তাহাতে স্থির হয়, বুঝা যায়, সুপ্তিরূপ প্রয়োজনের নিমিত্ত ঐ সকল স্থান তুল্যরূপে অবস্থিত। অর্থাৎ নাড়ীগত হইলেও সুপ্তি হয়, পুরীততে শয়ন করিলেও সুপ্তি হয় এবং ব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হইলেও সুপ্তি হয়।) [ননু...বিশিষ্যতে] যদি বল "সতা সোম্য তদা—" এ শ্রুতিতে সপ্তমী বিভক্তি নাই, কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি আছে। তাহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সপ্তমী বিভক্তি না থাকিলেও দোষ হইতেছে না। কেননা, ঐ তৃতীয়া সপ্তমীরই অর্থে ব্যবস্থাপিত। ঐ বাক্যের শেষে আছে, "জীব আয়তনান্বেষী হইয়া সতে (ব্রহ্মে) উপগত হয়।" "অন্য কোথাও আশ্রয় লাভ না করিয়া প্রাণে উপগত হয়।" (প্রাণ=সৎ বা ব্রহ্ম)। আয়তন বা আশ্রয় সপ্তমী বিভক্তিরই অর্থ। বাক্যশেষে স্পষ্ট সপ্তমী বিভক্তিও আছে। যথা— "সতে সম্পন্ন (একীভূত) হইয়াও তাহারা জানে না যে, আমরা সতে অর্থাৎ ব্রহ্মে সম্পন্ন (একত্ব প্রাপ্ত) হইয়াছি।" বিশেষ বিজ্ঞানের অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানের

বিশেষবিজ্ঞানোপশমলক্ষণং সুষুপ্তং ন বিশিষ্যতে। তস্মাদে-কার্থত্বান্নাড্যাদীনাং বিকল্পেন কদাচিৎ কিঞ্চিৎ স্থানং স্বাপা-য়োপসর্পতীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপাদ্যতে—"তদভাবো নাড়ী-ম্বাত্মনি চ" ইতি।

তদভাব ইতি, তস্য প্রকৃতস্য স্বপ্নদর্শনস্যাভাবঃ সুষুপ্তমিত্যর্থঃ। নাড়ীম্বাত্মনি চেতি সমুচ্চয়েনৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি, ন বিকল্পেনেত্যর্থঃ। কুতঃ? তচ্ছ্রুতেঃ। তথা হি সর্ব্বেষামেষাং নাড্যাদীনাং তত্র তত্র সুপ্তিস্থানত্বং শ্রূয়তে, তচ্চ সমুচ্চয়ে সংগৃহীতং ভবতি। বিকল্পে হ্যেষাং পক্ষে বাধঃ স্যাৎ। নন্বেকার্থত্বাদ্বিকল্পো নাড্যাদীনাং ব্রীহিযবাদিবদিত্যুক্তম্।

কদাচিন্নাড়ীভিঃ সঞ্চরমাণস্য পুরীতদেব। এবং তাভিরেব সঞ্চরমাণস্য কদাচিদ্-ব্রহ্মৈবাধার ইতি সিদ্ধসাধারত্বে নাড়ীপুরীতৎপরমাত্মনামনপেক্ষত্বম্। তথাচ বিকল্পো ব্রীহিযববদ্বৃহদ্রথন্তরবদ্বেতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। জীবঃ সমুচ্চয়েনৈবৈতানি নাড্যাদীনি স্বাপায়োপৈতি, ন বিকল্পেন। অয়মভিসন্ধিঃ—নিত্যবদাম্নাতানাং যৎ পাক্ষিকত্বং নাম, তদগত্যন্তরা-ভাবে কল্প্যতে। যথাহুঃ—

"এবমেষোঽষ্টদোষোঽপি যদ্‌ব্রীহিযববাক্যয়োঃ।
বিকল্প আশ্রিতস্তত্র গতিরন্যা ন বিদ্যতে॥" ইতি।

প্রকৃতক্রতুসাধনীভূতপুরোডাশদ্রব্যপ্রকৃতিতয়া হি পরস্পরানপেক্ষৌ ব্রীহিযবৌ বিহিতৌ, শক্নুতশ্চৈতৌ প্রত্যেকং পুরোডাশমভিনির্ব্বর্ত্তয়িতুম্। তত্র যদি মিশ্রাভ্যাং পুরোডাশোঽভিনির্ব্বর্ত্ত্যেত, পরস্পরানপেক্ষব্রীহিযববিধাতৃণী উভে অপি শাস্ত্রে বাধ্যেয়াতাম্। ন চৈতৌ প্রয়োগবচনঃ সমুচ্চেতুমর্হতি। স হি যথাবিহিতান্যঙ্গান্যভি-সমীক্ষ্য প্রবর্ত্তমানো নৈতান্যন্যথয়িতুং শক্নোতি, মিশ্রণে চান্যথাত্বমেতেষাম্। ন

উপশম হওয়ার নাম সুপ্তি, তাহা সর্ব্বত্রই সমান। (নাড়ীস্থানে, পুরীততে ও ব্রহ্মে, সর্ব্বস্থানেই সমান, ইতর-বিশেষ নাই)। [তস্মা…স্যাৎ] ঐ সকল দেখিয়া বলা যায়, জীব সুষুপ্তির উদ্দেশে নাড়ী, পুরীতৎ ও পরমাত্মা এই তিনের বিকল্পিত বা অন্যতম স্থানে উপসর্পিত হন। এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা হইয়াছে, তদভাব নাড়ীতে ও আত্মায় ঘটিত হয়।

তদভাব শব্দের অর্থ স্বপ্নদর্শনের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি। তাহা নাড়ী ও আত্মা উভয়সমুচ্চিত স্থানে হয়, অর্থাৎ জীব সুষুপ্তির জন্য একযোগে নাড়ী প্রভৃতিতে উপগত হন। বিকল্পে অর্থাৎ কখন নাড়ীতে ও কখন পুরীতৎ প্রভৃতিতে, এরূপে উপগত হন না। কেন-না, শ্রুতি ঐরূপ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন। নাড়ী, পুরীতৎ ও সৎ (ব্রহ্ম), এই তিনই সুপ্তিস্থান বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত আছে। সে অভিধান বা সে সকল সমুচ্চয় পক্ষেই সঙ্গত, বিকল্প পক্ষে বাধিত। [নন্বে-

নেত্যুচ্যতে। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থত্বং বিকল্প-শ্চাপততি। নানার্থত্ব-সমুচ্চয়য়োরপ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ—প্রাসাদে শেতে, পর্য্যঙ্কে শেত ইত্যেবমাদিষু। তথেহাপি নাড়ীষু পুরীততি ব্রহ্মণি চ স্বপিতীত্যেতদুপপদ্যতে সমুচ্চয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "তাসু তদা ভবতি, যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি" ইতি সমুচ্চয়ং নাড়ীনাং প্রাণস্য চ

চাঙ্গানুরোধেন প্রধানাভ্যাসো গোসবে উভে কুর্য্যাদিতিবদ্যুক্তঃ। অশ্রুতো হ্যত্র প্রধানাভ্যাসোঽঙ্গানুরোধেন চ সোঽন্যায্যঃ। ন চাঙ্গভূতৈন্দ্রবায়বাদিগ্রহানুবোধেন যথা প্রধানস্য সোমযাগস্যাবৃত্তিরেবমত্রাপীতি যুক্তম্। সোমেন যজেতেতি হি তত্রাপূর্ব্বযাগবিধিঃ। তত্র চ দশমুষ্টিপরিমিতস্য সোমদ্রব্যস্য সোমমভিষুণোতি, সোমমভিপ্লাবয়তীতি চ বাক্যান্তরানুলোচনয়া রসদ্বারেণ যাগসাধনীভূতস্যেন্দ্রবায়্বা-দ্যুদ্দেশেন প্রাদেশমাত্রেষু ধ্রুপাত্রেষু গ্রহণানি পৃথক্‌প্রকল্পনানি সংস্কারা বিধীয়ন্তে, ন তু সোমযাগোদ্দেশেনেন্দ্রবায়্বাদয়ো দেবতাশ্চোদ্যন্তে, যেন তাসাং যাগনিষ্পত্তি-লক্ষণৈকার্থত্বেন বিকল্পঃ স্যাৎ। ন চ প্রাদেশমাত্রমেকৈকমূর্দ্ধপাত্রং দশমুষ্টিপরিমিত-সোমরসগ্রহণায় কল্পতে, যেন তুল্যার্থতয়া গ্রহণানি বিকল্প্যেরন্। ন চ যাবন্মাত্র-মূর্দ্ধপাত্রং ব্যাপ্নোতি, তাবন্মাত্রং গৃহীত্বা পরিশিষ্টং ত্যজ্যেতেতি যুজ্যতে। দশমুষ্টি-পরিমিতোপাদানস্যাদৃষ্টার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবং তদ্দৃষ্টার্থং ভবেদ্, যদি তৎ সর্ব্বং যাগ-উপযুজ্যেত। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যা। তস্মাৎ সকলস্য সোমরসস্য যাগশেষত্বেন সংস্কারার্হত্বাদেকেন চ গ্রহণেন সকলস্য সংস্কর্ত্তুমশক্যত্বাত্তদবয়বস্যৈ-কেন সংস্কারেঽবয়বান্তরস্য গ্রহণান্তরেণ সংস্কার ইতি কার্য্যভেদাদ্‌গ্রহণানি সমুচ্চীয়ে-রন্। অতএব সমুচ্চয়দর্শনং "দশৈতানধ্বর্য্যুঃ প্রাতঃসবনে গ্রহান্ গৃহ্ণাতি" ইতি। সমুচ্চয়ে চ সতি ক্রমোঽপ্যুপপদ্যতে। আশ্বিনো দশমো গৃহ্যতে তৃতীয়ো হূয়তে। তথৈবেন্দ্রবায়বাগ্রান্ গ্রহান্ গৃহ্ণাতীতি। তেষাঞ্চ সমুচ্চয়ে সতি যাবদ্যদুদ্দেশেন গৃহীতং, তাবৎ তস্যৈ দেবতায়ৈ ত্যক্তব্যমিতার্থাদ্‌যাগস্য বৃত্ত্যা ভবিতব্যম্। যদি পুনঃ পৃথক্কৃতান্যপ্যেকীকৃত্য কাঞ্চন দেবতামুদ্দিশ্য ত্যজেরন্, পৃথক্করণানি চ দেব-

---

কার্থত্বাৎ...ইত্যত্র] এক প্রয়োজনে কথিত ব্রীহিযবাদির ন্যায় সুপ্তিরূপ এক প্রয়োজনে কথিত নাড্যাদির বিকল্প গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। এক বিভক্তিন নির্দ্দেশ থাকিলেই যে, একার্থ (একপ্রয়োজন) ও বিকল্প হয়, তাহা হয় না। নানার্থতা (অনেক প্রয়োজন বা অনেক উদ্দেশ্য) ও সমুচ্চয় (যদ্দ্বারা একই কার্য্য দুএর বা ততোধিক পদার্থের যোগ) এই উভয়স্থলে এক বিভক্তির প্রযোগ দেখা যায়। প্রাসাদে শয়ন করে ও পর্য্যঙ্কে শয়ন করে, ইত্যাদির ন্যায় ('কখন প্রাসাদে, কখন পর্য্যঙ্কে, এরূপ বিকল্প নহে,) নাড়ীতে পুরীততে ও ব্রহ্মে সুপ্ত হয়, এইরূপ সমুচ্চয় হওয়াই যুক্তিযুক্ত বা সঙ্গত। শ্রুতিও সুষুপ্তিতে নাড়ীর ও প্রাণের (ব্রহ্মের) সমুচ্চয় শুনাইয়াছেন। যথা—"যখন সেই নাড়ীসমূহে থাকেন, তখন স্বপ্ন হন,

সুষুপ্তৌ শ্রাবয়তি, একবাক্যোপাদানাৎ। প্রাণস্য চ ব্রহ্মত্বং সমধিগতং "প্রাণস্তথানুগমাৎ" ইত্যত্র।

যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি "আসু তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি" ইতি, তত্রাপি প্রদেশান্তরপ্রসিদ্ধস্য ব্রহ্মণোঽপ্রতিষেধান্নাড়ীদ্বারেণ ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠত ইতি প্রতীয়তে। ন চৈবমপি নাড়ীষু সপ্তমী বিরুধ্যতে। নাড়ীভিরপি ব্রহ্মোপসর্পন্ সুপ্ত এব নাড়ীষু ভবতি। যো হি গঙ্গয়া সাগরং গচ্ছতি, গত এব স গঙ্গায়াং ভবতি। অপি চ, অত্র রশ্মিনাড়ীদ্বারাত্মকস্য

তোদ্দেশাশ্চাদৃষ্টার্থা ভবেয়ুঃ। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যেত্যুক্তম্। তস্মাৎ তত্র সমুচ্চয়স্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্গুণানুরোধেনাপি প্রধানাভ্যাস আস্থীয়তে। ইহ স্বভ্যাসকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ পুরোডাশদ্রব্যস্য চানিয়মেন প্রকৃতদ্রব্যে যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ প্রাপ্ত একৈকা পরস্পরানপেক্ষা ব্রীহিশ্রুতির্যবশ্রুতিশ্চ নিয়ামিকৈকার্থতয়া বিকল্পমর্হতঃ। ন তু নাড়ীপুরীতৎ-পরমাত্মনামন্যোন্যানপেক্ষাণামেকনিলয়নার্থত্বসম্ভবঃ, যেন বিকল্পো ভবেৎ। ন হ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশমাত্রেণৈকার্থতা ভবতি, সমুচ্চিতানামপ্যেকবিভক্তিনির্দ্দেশদর্শনাৎ, পর্য্যঙ্কে শেতে প্রসাদে শেত ইতি।

তস্মাদেকবিভক্তিনির্দ্দেশস্যানৈকান্তিকত্বাদন্যতো বিনিগমনা বক্তব্যা। সা চোক্তা ভাষ্যকৃতা "যত্রাপি নিরপেক্ষা ইব নাড়ীঃ সুপ্তিস্থানত্বেন শ্রাবয়তি" ইত্যাদিনা। সাপেক্ষশ্রুত্যনুরোধেন নিরপেক্ষশ্রুতির্নেতব্যেত্যর্থঃ। শেষমতিরোহিতার্থম্। ননু যদি ব্রহ্মৈব নিলয়নস্থানং তাবন্মাত্রমুচ্যতাং, কৃতং নাড্যুপন্যাসেনেত্যত' আহ— "অপি চাত্রেতি"। অপিচেতি সমুচ্চয়ে, ন বিকল্পে। এতদুপপত্তিসহিতা পূর্ব্বোপ-

---

কোনও প্রকার স্বপ্ন দেখেন না। অনন্তর এই প্রাণে (পরমাত্মায়) একীভূত হন।" এস্থলে একবাক্যে উভয়ের গ্রহণ হওয়ায় সমুচ্চয় অর্থই প্রতীত হইতেছে। শ্রুতিস্থ প্রাণ-শব্দ যে, ব্রহ্মের বোধক, তাহা "প্রাণস্তথানুগমাৎ" সূত্রে পাওয়া গিয়াছে।

[যত্রাপি...ভবতি] যে শ্রুতিতে নাড়ী নিরপেক্ষ (ভিন্ন বা স্বতন্ত্র) সুপ্তিস্থান বলিয়া প্রতীত হয়, যথা—"সেই সময়ে তিনি এই সকল নাড়ীতে সুপ্ত হন, অর্থাৎ সঞ্চরণ করেন" ইত্যাদি, সে সকল শ্রুতির অর্থগ্রহণকালে বুঝিতে হইবে, শ্রুত্যন্তর-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের নিষেধ না থাকায় জীব নাড়ীসঞ্চরণপূর্ব্বক ব্রহ্মে গিয়া সুপ্ত হন। এরূপ অর্থ সপ্তমী বিভক্তির বিরুদ্ধ নহে। ফলিতার্থ—নাড়ীপথে ব্রহ্মে উপসর্পিত (অবস্থিত) হইয়া যেন নাড়ীতেই আছেন। যে গঙ্গা দিয়া সাগরে যায়, অবশ্যই তাহাকে গঙ্গাগত বলা যায়। [অপি চাত্র...ইত্যর্থঃ] ঐ সকল শ্রুতির এরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে, ব্রহ্মলোকের পথ নাড্যাকার রশ্মি অথবা রশ্মিসম্বন্ধ

বুদ্ধান্তায়ৈব", "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্ম-লোকং ন বিন্দন্তি। ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্-যদ্ভবন্তি, তত্তদা ভবন্তি" ইত্যেবমাদয়ঃ শব্দাঃ স্বাপপ্রবোধাধিকারে পঠিতা নাত্মান্তরোত্থানে সামঞ্জস্যমীয়ুঃ। কর্ম্মবিদ্যাবিধিভ্যশ্চৈব-মেব গম্যতে। অন্যথা হি কর্ম্মবিদ্যাবিধয়োঽনর্থকাঃ স্যুঃ। অন্যোত্থানপক্ষে হি সুষুপ্তমাত্রো মুচ্যত ইত্যাপদ্যেত। এবং চেৎ স্যাৎ, বদ কিং কালান্তরফলেন কর্ম্মণা বিদ্যয়া বা কৃতং স্যাৎ।

অপি চ, অন্যোত্থানপক্ষে, যদি তাবচ্ছরীরান্তরে ব্যবহরমাণো জীব উত্তিষ্ঠেৎ, তত্রত্যব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠেত, কল্পনানর্থক্যং স্যাৎ। যো হি যস্মিন্ শরীরে সুপ্তঃ, স তস্মিন্নোত্তিষ্ঠতি, অন্যস্মিন্ শরীরে সুপ্তোঽন্যস্মিন্নুত্তিষ্ঠতি ইতি

—যোহি ব্যাঘ্রযোনিঃ সুষুপ্তো বুদ্ধান্তমাগচ্ছন্ স ব্যাঘ্র এব ভবতি, ন জাত্যন্তরম্। তদিদমুক্তম্। "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা" ইতি।

"অথ তত্র সুপ্ত উত্তিষ্ঠতি" ইতি। যো হি জীবঃ সুপ্তঃ স শরীরান্তর উত্তিষ্ঠতি। শরীরান্তরগতস্ত সুপ্তজীবসম্বন্ধিনি শরীর উত্তিষ্ঠতি। ততশ্চ ন শরীরান্তরে ব্যবহারলোপ ইত্যর্থঃ।

করেন।" "এই সকল প্রজা প্রত্যহই এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছে, অথচ জানে না যে, আমরা ব্রহ্মলাভ করিতেছি।" পূর্ব্বপ্রবোধে যে যেরূপ ছিল,—সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, বরাহ, কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক,—যে যেরূপ ছিল, পরপ্রবোধে সে তাহাই হয়।" সুষুপ্ত্যধিকারে পরপঠিত এই সকল শব্দ আত্মান্তরের উত্থানে সঙ্গত হয় না। [কর্ম্ম ..কৃতং স্যাৎ] কর্ম্মের ও উপাসনার বা জ্ঞানের বিধান থাকাতেও সুপ্তের উত্থান নিশ্চিত হয়। যদি সুপ্তের উত্থান না হইয়া আত্মান্তরের উত্থান নিশ্চিত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবিধি ও বিদ্যাবিধি ব্যর্থ হইবে। যাহাদের মতে অন্যের উত্থান, তাহাদের কর্ম্ম অথবা জ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কেননা, সুষুপ্তি হইলেই মুক্তি (পুনর্জ্জন্মনাশ) হয়। সুষুপ্তিই শেষ, এরূপ হইলে কালান্তর-ফলক কর্ম্মের ও উপাসনার প্রয়োজন কি? লোকে কেন সে সকল কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে।

[অপি চান্যো...নান্য ইতি] যে সুপ্ত হয়, তাহার উত্থান হয় না, নূতনের উত্থান হয়, এতৎপক্ষে—শরীরান্তর-ব্যবহারী জীবেরই উত্থান সম্ভব, সুতরাং সে পক্ষে ব্যবহার-লোপ প্রাপ্তি দোষ আছে। যদি বল, তাহা নহে, সুপ্ত জীবই উঠে,

কোঽস্যাং কল্পনায়াং লাভঃ স্যাৎ। অথ মুক্ত উত্তিষ্ঠেৎ, অন্তবান্মোক্ষ আপদ্যেত। নিবৃত্তাবিদ্যস্য চ পুনরুত্থানমনুপপন্নম্। এতেনেশ্বরোত্থানং প্রত্যুক্তম্, নিত্যনিবৃত্তাবিদ্যত্বাৎ। অকৃতাভ্যাগম-কৃতবিপ্রণাশৌ চ দুর্নিবারাবন্যোত্থানপক্ষে স্যাতাম্। তস্মাৎ স এবোত্তিষ্ঠতি নান্য ইতি। যৎ পুনরুক্তং, যথা জলরাশৌ প্রক্ষিপ্তো জলবিন্দুর্নোদ্ধর্ত্তুং শক্যতে, এবং সতি সম্পন্নো জীবো নোৎপতিতুমর্হতীতি, তৎ পরিহ্রিয়তে। যুক্তং তত্র বিবেককারণাভাবাজ্জলবিন্দোরনুদ্ধরণম্, ইহ তু বিদ্যতে বিবেককারণং

"অপি চ ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাৎ" ইতি। যথা ঘটাকাশো নাম ন পরমাকাশাদন্যঃ। অথ চান্য ইব যাবদ্ঘটমনুবর্ত্ততে। ন চাসৌ দুর্ব্বিবেচস্তদুপাধের্ঘটস্য বিবিক্তত্বাৎ। এবমনাদ্যনির্ব্বচনীয়াবিদ্যোপধানভেদোপাধিকল্পিতো জীবো ন বস্তুতঃ পরমাত্মনো ভিদ্যতে, তদুপাধ্যুদ্ভবাভিভবাভ্যাং চোদ্ভূত ইবাভিভূত ইব প্রতীয়তে।

প্রবুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ কল্পনা নিরর্থক হইবে। যে যে-শরীরে সুপ্ত হয়—সে যদি সেই শরীর লইয়াই উঠে, তাহা হইলে এক শরীরে সুপ্ত হইয়া অন্য শরীরে উঠে, এরূপ কল্পনা করার প্রয়োজন? তাহাতে লাভ কি? মুক্তাত্মার উত্থান হয় বলিলে মোক্ষের বিনাশিত্ব-আপত্তি হইবে। অপিচ, যাহার অবিদ্যাবিনাশ হইয়াছে, তাহার উত্থান উপপন্নই হয় না। মুক্তাত্মার উত্থান-নিষেধ দ্বারা ঈশ্বরাত্মার উত্থান পক্ষও নিষিদ্ধ জানিবে। তিনি নিত্যমুক্ত—কোনও কালে তিনি অবিদ্যাস্পৃষ্ট নহেন। অন্য আত্মার উত্থান (জাগ্রৎ) পক্ষে অকৃতাভ্যাগম ও কৃতপ্রণাশ এই দুই দোষ দুর্নিবার্য্য। (সুপ্ত আত্মা কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিল না, আর প্রবুদ্ধ বা উত্থিত আত্মা কিছু না করিয়াও ভোগ করিল, এ নিশ্চয় বা এ সিদ্ধান্ত যুক্তিবহির্ভূত)। এই সকল কারণে, যে আত্মা সুপ্ত হয়, সেই আত্মাই উঠে—প্রবুদ্ধ হয়। [যৎপুন...বিবেচনম্] বলিয়াছিলে যে, যেমন জলরাশিতে জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হইলে সে জলবিন্দুর উদ্ধার (উঠান) অশক্য, তেমনি, জীব সতে (ব্রহ্মে) একীভূত হইয়া যাওয়ায় সে জীবের উত্থান অসম্ভব। এই আপত্তির নিরাস এইরূপে হইতে পারে। জলরাশি-মধ্যগত জলবিন্দুর উদ্ধার অশক্য সত্য; কেন-না, সে স্থলে বিবেক-কারণের অভাব আছে, (পৃথক্ করিবার বা জানিবার উপায় নাই)। কিন্তু প্রকৃত স্থলে (দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ সুপ্ত জীবের উত্থান পক্ষে) তাহার অভাব নাই। প্রকৃতস্থলে, বিবেক-কারণ বিশেষরূপে বিদ্যমান আছে। (ইহা সেই জীবই, এরূপ চিনিবার/ও নির্দ্দেশ করিবার বিস্পষ্ট উপায় আছে)। জীবের কর্ম্ম ও বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই দুএর দ্বারা সেই কি-না, তাহা বিবেচিত হইতে পারে। অতএব, জলরাশিতে জলবিন্দুর প্রবেশ, আর পরমাত্মায় জীবের প্রবেশ সমান নহে, তাহা পরিমিশ্রিতরূপ নহে। ক্ষীর-নীর হইতে ক্ষীর উদ্ধৃত করিবার ক্ষমতা অস্মদাদির না থাকিলেও তাহা হংসজাতীয় জীবের আছে।

কর্ম্ম চ বিদ্যা চেতি বৈষম্যম্। দৃশ্যতে চ দুর্ব্বিবেচনয়োরপ্য-হস্মজ্জাতীয়ৈঃ ক্ষীরোদকয়োঃ সংসৃষ্টয়োর্হংসেন বিবেচনম্।

অপি চ, ন জীবো নাম কশ্চিৎ পরস্মাদাত্মনোঽন্যো বিদ্যতে, যো জলবিন্দুরিব জলরাশেঃ সতো বিবিচ্যেত। সদেব তূপাধি-সম্পর্কাজ্জীব ইত্যুপচর্য্যত ইত্যসকৃৎ প্রপঞ্চিতম্। এবং সতি যাবদেকোপাধিগতা বন্ধানুবৃত্তিস্তাবদেকজীবব্যহারঃ। উপাধ্য-ন্তরগতায়ান্তু বন্ধানুবৃত্তৌ জীবান্তরব্যবহারঃ। স এবায়মুপাধিঃ স্বাপপ্রবোধয়োর্ব্বীজাঙ্কুরন্যায়েনেত্যতঃ স এব জীবঃ প্রতিবুধ্যত-ইতি যুক্তম্ ॥ ৩। ২। ৯ ॥

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥৩।২।১০॥*

অস্তি মুগ্ধো নাম--যং মূর্চ্ছিত ইতি লৌকিকাঃ কথয়ন্তি।

ততশ্চ সুষুপ্ত্যাদাবপ্যভিভূত ইব জাগ্রদবস্থাদিষূদ্ভূত ইব, তস্য চাবিদ্যাতদ্বাসনোপা-ধেরনাদিতয়া কার্য্যকারণভাবেন প্রবহতঃ সুবিবেচতয়া তদুপহিতোজীবঃ সুবিবেচ ইতি ॥ ৩। ২। ৯ ॥

বিশেষবিজ্ঞানাভাবান্মূর্চ্ছা জাগরস্বপ্নাবস্থাভ্যাং ভিদ্যতে, পুনরুত্থানাচ্চ মরণা-বস্থায়াঃ। অতঃ সুষুপ্তিরেব মূর্চ্ছা, বিশেষজ্ঞানাভাবাবিশেষাৎ। চিরানুচ্ছ্বাস-

---

[অপিচ...প্রপঞ্চিতম্] অন্য কথা এই যে, পরমাত্মা হইতে পৃথক্, এমন কোন জীবনামক পদার্থ নাই যে, তাহাকে জলরাশি হইতে জলবিন্দুর ন্যায় পৃথক্ করিবার চেষ্টা করিবে। পরমাত্মাই উপাধিসম্পর্ক কল্পনায় জীব নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বার বার বলা হইয়াছে—দেখান হইয়াছে। [এবং...যুক্তম্] অতএব, যাবৎ এক উপাধিতে বন্ধের অনুবর্ত্তন, তাবৎ এক জীব বলিয়া ব্যবহার এবং উপাধ্যন্তরে অর্থাৎ অন্য উপাধিতে বন্ধানুবর্ত্তন হইলে তাহা অন্য জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। বীজাঙ্কুরসমান সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই দুএর মধ্যে একই উপাধি বিদ্যমান, সুতরাং সেই একই জীব উভয়াবস্থায় অবস্থিত অর্থাৎ যে সুপ্ত হয়, সেই জীবই প্রবুদ্ধ হয়, এ নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩। ২। ৯ ॥

মুগ্ধ-নামক একটী অবস্থা আছে, লোকে যাহাকে মূর্চ্ছা বলে। সম্প্রতি সেই অবস্থার পরীক্ষা হইবেক। শরীরস্থ জীবের প্রধানতঃ তিনটী অবস্থা প্রসিদ্ধ।

---

* পরিশেষাৎ জাগ্রদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ মুগ্ধে মূর্চ্ছিতেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ সর্ব্বসুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মৈরসম্পন্নতা জ্ঞাতব্যা। সর্ব্বৈঃ সুষুপ্তিধর্ম্মৈরসম্পন্নো মুগ্ধঃ সুষুপ্তো ন ভবতি, সর্ব্বৈর্ম্মরণাবস্থাধর্ম্মৈরসম্পত্তেঃ-মৃতোঽপি ন, কিন্ত্ববস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মরণ, এই চার অবস্থা হইতে মুগ্ধ অর্থাৎ মূর্চ্ছিত অবস্থাটী অতিরিক্ত। কেন-না, ইহাতে অর্দ্ধসম্পন্নতা দৃষ্ট হয়। (কোন কোন জাগ্রৎ-ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন সুষুপ্ত্যাদিধর্ম্মও দৃষ্ট হয়, সুতরাং মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য)।

স তু কিমবস্থ ইতি পরীক্ষায়ামুচ্যতে—তিস্রস্তাবদবস্থাঃ শরীরস্থস্য জীবস্য প্রসিদ্ধাঃ—জাগরিতং স্বপ্নঃ সুষুপ্তমিতি। চতুর্থী শরীরাদপসৃপ্তিঃ, ন তু পঞ্চমী কাচিদবস্থা জীবস্য শ্রুতৌ স্মৃতৌ বা প্রসিদ্ধাস্তি। তস্মাচ্চতসৃণামেবাবস্থানামন্যতমাবস্থা মূর্চ্ছেত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ।

ন তাবন্মুগ্ধো জাগরিতাবস্থো ভবিতুমর্হতি। ন হ্যয়মিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানীক্ষতে। স্যাদেতৎ। ইষুকারন্যায়েন মুগ্ধো ভবিষ্যতি। যথেষুকারো জাগ্রদপি ইষ্বাসক্তমনস্তয়া নান্যান্ বিষয়ানীক্ষতে, এবং মুগ্ধো মুশলসম্পাতাদিজনিত-দুঃখানুভবব্যগ্রমনস্তয়া জাগ্রদপি নান্যান্ বিষয়ানীক্ষত ইতি। ন, অচেতয়মানত্বাৎ। ইষুকারো হি ব্যাপৃতমনা ব্রবীতীষুমেবাহমেতাবন্তং কালমুপলভমানোঽভূবমিতি, মুগ্ধস্তু লব্ধসংজ্ঞো ব্রবীত্যন্ধে তমস্যহমেতাবন্তং কালং

বেপথুপ্রভৃতয়স্তু স্বপ্নেরবান্তরভেদাঃ। তদ্যথা কশ্চিৎ সুপ্তোত্থিতঃ প্রাহ সুখমহমস্বাপ্সং লঘূনি মে গাত্রাণি প্রসন্নং মে মন ইতি। কশ্চিৎ পুনর্দ্দুঃখমস্বাপ্সং গুরূণি মে গাত্রাণি ভ্রমত্যনবস্থিতং মে মন ইতি। ন চৈতাবতা সুষুপ্তির্ভিদ্যতে। তথা বিকারান্তরেঽপি মূর্চ্ছা ন সুষুপ্তের্ভিদ্যতে। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যভাবান্নেয়ং পঞ্চম্যবস্থেতি প্রাপ্তম্।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এতদ্ভিন্ন আর একটী অবস্থা আছে, তাহা শরীর হইতে অপসর্পণ (মরণ)। এ অবস্থাটী চতুর্থী বলিয়া গণ্য। জীবের এই চারি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে প্রখ্যাত নাই। সেই কারণে পাওয়া যায়, বলা যায়, মুগ্ধ বা মূর্চ্ছিতাবস্থাটী ঐ চারির মধ্যে একটী। এতৎ প্রাপ্তে বলা হইল "মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ"।

[ন তাবন্মুগ্ধো...নীক্ষতে] মুগ্ধাবস্থাটী জাগ্রদবস্থামধ্যে নিবিষ্ট নহে। কেন-না, মূর্চ্ছিত পুরুষ তৎকালে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ানুভব করে না। (যে অবস্থায় ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু জানা যায়, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। এ লক্ষণ মুগ্ধ অবস্থায় নাই)। [স্যাদেতৎ...জাগর্ত্তি] আচ্ছা, এমনও হইতে পারে যে, মুগ্ধ ইষুকারের ন্যায়? (ইষুকার=শরনির্ম্মাতা শিল্পী)। ইষুকার যেমন জাগ্রৎ থাকিয়াও শরাসক্তচিত্ত হওয়ায় বিষয়ান্তর দর্শন করে না, তেমনি, মূর্চ্ছিত ব্যক্তিও প্রহার-জনিত দুঃখানুভব-নিমগ্ন থাকায় 'বিষয়ান্তর দর্শন করিতে পারে না। এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেন-না, মুগ্ধের চৈতন্য থাকে না—চৈতন্য লুপ্ত থাকে। ইষুকার ইষুনির্ম্মাণ ব্যাপারে নিমগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সে বিরতব্যাপার

প্রক্ষিপ্তোঽভূবং, ন কিঞ্চিন্ময়া চেতিতমিতি। জাগ্রতশ্চৈক-বিষয়াসক্তচেতসোঽপি দেহো বিধ্রীয়তে, মুগ্ধস্য তু দেহো ধরণ্যাং পততি, তস্মাৎ ন জাগর্ত্তি। নাপি স্বপ্নান্ পশ্যতি, নিঃসঞ্জ্ঞত্বাৎ। নাপি মৃতঃ, প্রাণোষ্মণোর্ভাবাৎ। মুগ্ধে হি জন্তৌ মৃতোঽয়ং স্যাৎ ন বা মৃত ইতি সংশয়ানা উষ্মাস্তি নাস্তীতি হৃদয়দেশমালভন্তে নিশ্চয়ার্থং, প্রাণোঽস্তি নাস্তীতি চ নাশিকাদেশম্। যদি প্রাণো-ষ্মণোরস্তিত্বং নাবগচ্ছন্তি, ততো মৃতোঽয়মিত্যধ্যবসায় দহনায়ারণ্যং নয়ন্তি, অথ তু প্রাণমুষ্মাণং বা প্রতিপদ্যন্তে, ততো নায়ং মৃত ইত্যধ্যবসায় সঞ্জ্ঞালাভায়াভিষজ্যন্তি। পুনরুত্থানাচ্চ ন দিষ্টং গতঃ। ন হি যমং গতো যমরাষ্ট্রাৎ প্রত্যাগচ্ছতি। অস্তু তর্হি সুষুপ্তঃ, নিঃসঞ্জ্ঞত্বাদমৃতত্বাচ্চ। ন, বৈলক্ষণ্যাৎ। মুগ্ধঃ কদাচিচ্চিরমপি নোচ্ছ্বসিতি, সবেপথুরস্য দেহো ভবতি, ভয়ানকঞ্চ

এবম্প্রাপ্ত উচ্যতে। যদ্যপি বিশেষজ্ঞানোপশমেন মোহসুষুপ্তয়োঃ সাম্যং, তথাপি নৈক্যম্। ন হি বিশেষবিজ্ঞানসদ্ভাবসাম্যমাত্রেণ স্বপ্নজাগরয়োরভেদঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারভাবাভাবাভ্যান্তু ভেদে তয়োঃ সুষুপ্তমোহয়োরপি প্রয়োজনভেদাৎ কারণভেদাল্লক্ষণভেদাচ্চ ভেদঃ। শ্রমাপনুত্ত্যর্থা হি ব্রহ্মণা সম্পত্তিঃ সুষুপ্তম্। শরীরত্যাগার্থা তু ব্রহ্মণা সম্পত্তির্মোহঃ। যদ্যপি সত্যপি মোহে ন মরণং, তথাপ্য-

হইলে বলে, এত ক্ষণ আমি ইষুমাত্র দেখিতেছিলাম, অন্য কিছু দেখি নাই, কিন্তু মূর্চ্ছিত পুরুষ সংজ্ঞালাভের পর বলে, এ পর্য্যন্ত আমি ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত ছিলাম, অচেতন ছিলাম। (আমার কিছু মাত্র চৈতন্য ছিল না)। আরও দেখ, জাগ্রৎকালে চিত্ত একবিষয়াসক্ত থাকিলেও তাহার দেহ বিধৃত থাকে কিন্তু মূর্চ্ছিতের দেহ ধরণীতে নিপতিত হয়। প্রদর্শিত কারণে মুগ্ধ পুরুষ জাগ্রৎ নহে। [নাপি...প্রত্যাগচ্ছতি] মুগ্ধাবস্থা স্বপ্নাবস্থাও নহে। তৎপ্রতি হেতু সংজ্ঞা-ভাব। স্বপ্নাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে, জ্ঞান থাকে, মূর্চ্ছিতের তাহা থাকে না। মূর্চ্ছিত মৃতও নহে। তৎপ্রতি কারণ, মূর্চ্ছিতের দেহে প্রাণ ও উষ্মা থাকে। জন্তু মূর্চ্ছিত হইলে, জীবিত আছে কি মৃত হইয়াছে বলিয়া লোকে সংশয় করে, অনন্তর প্রাণ ও উষ্মা (তাপ) আছে কি-না জানিবার জন্য তাহার নাসিকায় ও হৃদয়দেশে হস্তার্পণ করে। যদি প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব অনুভূত না হয়, তবে তখন তাহারা নিশ্চয় করে, এ ব্যক্তি মৃত হইয়াছে। তখন তাহার দেহ দাহার্থ শ্মশানভূমিতে লইয়া যায়। যদি তাহার প্রাণের ও উষ্মার অস্তিত্ব জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয় করে যে, এ মরে নাই, জীবিত আছে। তখন তাহারা তাহার সংজ্ঞালাভার্থ যত্নবান্ হয়। অপিচ, মুগ্ধের পুনরুত্থান হয়, মরণ হইলে তাহা হয় না। যে যমলোকে গিয়াছে, সে কি আর তদ্দেহে যমলোক হইতে প্রত্যাগত হয়? [অস্তু...ধাতেনাপি] মূর্চ্ছাকালে সংজ্ঞা থাকে না, সুখদুঃখমুক্তিও হয়, সুতরাং মূর্চ্ছা সুষুপ্তিমধ্যে

বদনং, বিস্ফারিতে নেত্রে। সুষুপ্তস্তু প্রসন্নবদনস্তুল্যকালং পুনঃ পুনরুচ্ছ্বসিতি, নিমীলিতে অস্য নেত্রে ভবতঃ। ন চাস্য দেহো বেপতে। পাণিপেষণমাত্রেণ চ সুষুপ্তমুত্থাপয়ন্তি, ন তু মুগ্ধং মুদ্গরঘাতেনাপি। নিমিত্তভেদশ্চ ভবতি মোহস্বাপয়োঃ, মুশলঘাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য, শ্রমনিমিত্তত্বাচ্চ স্বাপস্য। ন চ লোকেঽস্তি প্রসিদ্ধির্মুগ্ধঃ সুপ্ত ইতি। পরিশেষাদর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধ-তেত্যবগচ্ছামঃ। নিঃসজ্ঞত্বাৎ সম্পন্নঃ, ইতরস্মাচ্চ বৈলক্ষণ্যাদ-সম্পন্ন ইতি। কথং পুনরর্দ্ধসম্পত্তির্মুগ্ধতেতি শক্যতে বক্তুম্। যাবতা সুপ্তং প্রতি তাবদুক্তং শ্রুত্যা "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো-ভবতি। অত্র স্তেনোঽস্তেনোভবতি। নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ। ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতম্" ইত্যাদি। জীবে হি সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ প্রাপ্তিঃ সুখিত্বদুঃখিত্ব-

সতি মোহে ন মরণমিতি মরণার্থো মোহঃ। মূশলসম্পাতাদিনিমিত্তত্বান্মোহস্য, শ্রমাদিনিমিত্তত্বাচ্চ সুষুপ্তস্য, মুখনেত্রাদিবিকারলক্ষণত্বান্মোহস্য, প্রসন্নবদনত্বাদি-লক্ষণভেদাচ্চ সুষুপ্তস্য। সুষুপ্তস্য ত্ববান্তরভেদেঽপি নিমিত্তপ্রয়োজনলক্ষণাভেদা-

নিবিষ্ট হউক ? ইহার প্রত্যুত্তর—তাহা নহে। কেন-না, তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। মূর্চ্ছিত জন্তু যখন দীর্ঘকাল রুদ্ধশ্বাস থাকে, তাহার দেহ অনেক সময়ে সকম্প থাকে, তাহার মুখ ভীষণদৃশ্য হয়, নেত্রও বিস্ফারিত হয; কিন্তু সুষুপ্তের বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত এবং দেহ নিষ্কম্প এবং তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস সমান নিয়মে নির্ব্বাহিত হয়। অপিচ, হস্তাবমর্ষণ দ্বারা সুষুপ্তকে উত্থাপিত করা যায়, কিন্তু মুদ্গরপ্রহারেও মূর্চ্ছিতের উত্থান হয় না। [নিমিত্ত...ইতি] মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির কারণও এক নহে, কিন্তু ভিন্ন। প্রহারাদিকারণে মূর্চ্ছা হয়, ঐন্দ্রিয়িক শ্রম কারণে সুষুপ্তি হয়। অপিচ, কোনও লোকে মূর্চ্ছিতকে সুপ্ত বলে না। এই সকল কারণে, পরিশেষপ্রযুক্ত, মুগ্ধতা অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য। (সম্পন্নও বটে, অসম্পন্নও বটে। এক অংশে সম্পন্ন, অন্য অংশে অসম্পন্ন, সুতরাং অর্দ্ধসম্পন্ন), সংজ্ঞাশূন্যতা বিধায় সম্পন্ন এবং সুষুপ্তি ও মরণ হইতে বৈলক্ষণ্য থাকায় অসম্পন্ন। [কথং...সম্পত্তিরিতি] যদি বল, মূর্চ্ছা অর্দ্ধসম্পত্তিরূপা, এ কথাও বলিতে পার কৈ ? শ্রুতি সুষুপ্তি বর্ণনায় বলিয়াছেন—"তখন সৎসম্পন্ন হয়" "ঐ সময়ে চোরও অচোর হয়।" "দিন ও রাত্রি ঐ মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে না" "জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত, দুষ্কৃত, এ সকল কিছুই থাকে না।" ইত্যাদি। জীব যে সুকৃত দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্যপাপ প্রাপ্ত হয, তাহা সুখিত্ব দুঃখিত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক। কিন্তু সুষুপ্তিতে

প্রত্যয়োৎপাদনেন ভবতি। ন চ সুখিত্বপ্রত্যয়ো দুঃখিত্বপ্রত্যয়ো বা সুষুপ্তে বিদ্যতে। মুগ্ধেঽপি তৌ প্রত্যয়ৌ নৈব বিদ্যেতে। তস্মাদুপাধ্যুপশমাৎ সুষুপ্তবন্মুগ্ধেঽপি কৃৎস্নসম্পত্তিরেব ভবিতুমর্হতি, নার্দ্ধসম্পত্তিরিতি। অত্রোচ্যতে—

ন ব্রূমো মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তির্জীবস্য ব্রহ্মণা ভবতীতি। কিং তর্হি? অর্দ্ধেন সুষুপ্তপক্ষস্য ভবতি মুগ্ধত্বম্, অর্দ্ধেনাবস্থান্তরপক্ষস্যেতিব্রূমঃ। দর্শিতে চ মোহস্য স্বাপেন সাম্যবৈষম্যে। দ্বারঞ্চৈতন্মরণস্য। যদাস্য সাবশেষং কর্ম্ম ভবতি, তদা বাঙ্মনসে প্রত্যাগচ্ছতঃ, যদা তু নিরবশেষং কর্ম্ম ভবতি, তদা প্রাণোষ্মাণাবপগচ্ছতঃ। তস্মাদর্দ্ধসম্পত্তিং ব্রহ্মবিদ ইচ্ছন্তি। যত্তূক্তং, ন পঞ্চমী কাচিদবস্থা প্রসিদ্ধাস্তীতি, নৈষ দোষঃ। কাদাচিৎকীয়মবস্থেতি ন প্রসিদ্ধা স্যাৎ। প্রসিদ্ধা চৈষা লোকায়ুর্ব্বেদয়োঃ। অর্দ্ধসম্পত্ত্যভ্যুপগমাচ্চ ন পঞ্চমী গণ্যত ইত্যনবদ্যম্ ॥৩।২।১০॥

দেকত্বম্। তস্মাৎ সুষুপ্তমোহাবস্থয়োর্ব্রহ্মণা সম্পত্তাবপি সুষুপ্তে যাদৃশী সম্পত্তির্ন তাদৃশী মোহ ইত্যর্দ্ধসম্পত্তিরুক্তা।

সাম্যবৈষম্যাভ্যামর্দ্ধত্বম্। যদা চৈতদবস্থান্তরং, তদা ভেদাৎ তৎপ্রবিলয়ায় যত্নান্তরমাস্থেয়ম্। অভেদে তু ন যত্নান্তরমিতি চিন্তাপ্রয়োজনম্ ॥ ৩। ২। ১০ ॥

সুখিত্ব জ্ঞান থাকে না, দুঃখিত্ব জ্ঞানও থাকে না। অতএব, উপাধি উপশান্ত (নিবৃত্ত) হওয়ায় মূর্চ্ছাও সুষুপ্তির ন্যায় পূর্ণসম্পত্তি, অর্দ্ধসম্পত্তি নহে।

[অত্রোচ্যতে...ইচ্ছন্তি] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, আমরা এমন কথা বলি না যে, মূর্চ্ছাকালে জীবের ব্রহ্মে অর্দ্ধসম্পত্তি হয়, কিন্তু আমরা বলি, মূর্চ্ছায় সুষুপ্তি পক্ষের অর্দ্ধলক্ষণ ও অবস্থান্তরের অর্দ্ধ লক্ষণ আছে। মূর্চ্ছার ও সুষুপ্তির বৈষম্য দেখান হইয়াছে। এই মুগ্ধত্ব মরণের দ্বার স্বরূপ। যদি তাহার (মূর্চ্ছিতের) কর্ম্মশেষ থাকে, তবে তাহার বাক্য ও মন প্রত্যাগমন করে, নচেৎ উহা হইতে প্রাণ ও উষ্মা পর্য্যন্ত অপগত হয়। সেই কারণে ব্রহ্মজ্ঞগণ অর্দ্ধসম্পত্তি বলিতে ইচ্ছা করেন। [যত্তূক্তং...ইত্যনবদ্যম্] বলিয়াছিলে যে, পঞ্চমী অবস্থার প্রসিদ্ধি নাই, তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রসিদ্ধি না থাকায় কি দোষ হইতেছে? মূর্চ্ছিতাবস্থা নিত্যবৎ নহে, কদাচিৎ হয়, তাহাতেই উহার তত প্রসিদ্ধি নাই। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে উহার প্রসিদ্ধি না থাকিলেও লোক ও আয়ুর্ব্বেদে উহার প্রসিদ্ধি আছে। অপিচ, অর্দ্ধসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়ায় উহা পঞ্চমস্থানে গণ্য হইতে পারে না ॥ ৩। ২। ১০ ॥

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ৩।২।১১ ॥*

যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু জীব উপাধ্যুপশমাৎ সম্পদ্যতে, তস্যেদানীং স্বরূপং শ্রুতিবশেন নির্ধার্য্যতে। সন্ত্যুভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ, অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্" ইত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ। কিমাসু শ্রুতিষূভয়লিঙ্গং ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্? উতান্যতরলিঙ্গম্? যদাপ্যন্যতরলিঙ্গং, তদাপি সবিশেষমুত নির্ব্বিশেষম্-ইতি মীমাংস্যতে। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রুত্যনুগ্রহাদুভয়লিঙ্গমেব ব্রহ্মেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ,—

অবান্তরসঙ্গতিমাহ—"যেন ব্রহ্মণা সুষুপ্তাদিষু" ইতি। যদ্যপি "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র নিষ্প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মোপপাদিতং, তথাপি প্রপঞ্চলিঙ্গানাং বহ্বীনাং শ্রুতীনাং দর্শনাদ্ভবতি পুনর্ব্বিচিকিৎসা, ততস্তন্নিবারণায়ারম্ভঃ। তস্য চ তত্ত্বজ্ঞানমপবর্গোপযোগীতি প্রয়োজনবান্ বিচারঃ। তত্রোভয়লিঙ্গশ্রবণাদুভয়রূপত্বং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্তম্। তত্রাপি সবিশেষত্ব-নির্ব্বিশেষত্বয়োর্ব্বিরোধাৎ স্বাভাবিকত্বানুপপত্তেরেকং স্বতঃ, অপরন্তু পরতঃ। ন চ যৎ পরং, তদপারমার্থিকম্। ন হি চক্ষুরাদীনাং স্বতঃপ্রমাণভূতানাং দোষতোঽপ্রামাণ্যমপারমার্থিকম্। বিপর্য্যয়জ্ঞানলক্ষণকার্য্যানুৎ-

---

সুষুপ্ত্যাদিতে উপাধি বিলয় হওয়ায় জীব যেব্রহ্মে সম্পন্ন (যে ব্রহ্মের সহিত একীভূত) হয়, ইদানীং শ্রুতিপ্রমাণ অবলম্বন করিয়া সেই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করা হইতেছে। শ্রুতিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিবিধ ব্রহ্মের বোধক বাক্য আছে। "তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস" ইত্যাদি বাক্য সবিশেষ ব্রহ্মের বোধক, এবং "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন" ইত্যাদি বাক্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বোধক। [কিমাসু...বিরোধাৎ] এই সকল শ্রুতি দেখিয়া কি বুঝিব? ব্রহ্ম উভয় লিঙ্গ? (সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ?) না অন্যতরলিঙ্গ? (হয় সবিশেষ, না হয় নির্ব্বিশেষ এই দুএর মধ্যে এক, এইরূপ বুঝিব কি?] যদি অন্যতররূপ বুঝিতে হয়, তবে ইহাও বিচার্য্য হইবে যে, তাহা কোন্ রূপ?—সবিশেষ রূপ? না নির্ব্বিশেষ রূপ? 'এক্ষণে এই সংশয়িত পক্ষত্রয়ের মীমাংসা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, পাওয়া যায়, উভয়চিহ্নান্বিত

---

* পরন্তু পরমাত্মনঃ স্থানতোঽপি উপাধিতোঽপি উভয়লিঙ্গং সবিশেষনির্ব্বিশেষোভয়রূপত্বং ন সম্ভবতি। হি যতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বাসু শ্রুতিষু নিরস্তসমস্তবিশেষং ব্রহ্মোপদিশ্যতে। অতস্তৎ সর্ব্বদৈবৈকরূপমিতি ইতি শ্রুতিপদানামর্থঃ।

সগুণ নিগুর্ণ এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম বুঝা যায়, এরূপ চিহ্নের অনেক কথা আছে সত্য; কিন্তু তিনি উপাধির দ্বারাও উভয়রূপী নহেন। সমুদায় শ্রুতিতে সর্ব্বদা একরস ব্রহ্মের উপদেশ দেখা যায়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ন তাবৎ স্বত এব পরস্য ব্রহ্মণ উভয়লিঙ্গত্বমুপপদ্যতে। ন হ্যেকং বস্তু স্বত এব রূপাদিবিশেষোপেতং তদ্বিপরীতঞ্চেত্যভ্যুপগন্তুং শক্যং, বিরোধাৎ। অস্তু তর্হি স্থানতঃ পৃথিব্যাদ্যুপাধিযোগাদিতি। তদপি নোপপদ্যতে। নহ্যুপাধিযোগাদপ্যন্যাদৃশস্য বস্তুনোঽন্যাদৃশস্বভাবঃ সম্ভবতি। ন হি স্বচ্ছঃ সন্ স্ফটিকোঽলক্তকাদ্যুপাধিযোগাদস্বচ্ছো ভবতি, ভ্রমমাত্রত্বাদস্বচ্ছতাভিনিবেশস্য। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। অত-

---

পাদপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদুভয়লিঙ্গকশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদুভয়রূপতা ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকীতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

ন স্থানতঃ উপাধিতোঽপি পরস্য ব্রহ্মণ উভযচিহ্নত্বসম্ভবঃ। একং হি পারমার্থিকমন্যদধ্যারোপিতম্। পারমার্থিকত্বে হ্যুপাধিজনিতস্য রূপস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামো ভবেৎ, স চ প্রাক্ প্রতিষিদ্ধঃ। তৎপারিশেষ্যাৎ স্ফটিকমণেরিব স্বভাবস্বচ্ছধবলস্য লাক্ষারসাবসেকোপাধিররুণিমা—সর্ব্বগন্ধত্বাদিরৌপাধিকো ব্রহ্মণ্যধ্যস্ত ইতি পশ্যামঃ। নির্ব্বিশেষতাপ্রতিপাদনার্থত্বাচ্ছ্রুতীনাম্। সবিশেষতায়ামপি "যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ" ইত্যাদীনাং শ্রুতীনাং ব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরত্বাদেকত্বনানাত্বয়োশ্চৈকস্মিন্নসম্ভবাদেকত্বাঙ্গত্বেনৈব নানাত্বপ্রতিপাদনপর্য্যবসানাৎ। নানাত্বস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধতয়ানুবাদ্যত্বাদেকত্বস্য চানধিগতের্ব্বিধেয়ত্বোপপত্তের্ভেদদর্শননিন্দয়া চ সাক্ষাদ্ভূয়সীভিঃ শ্রুতিভিরভেদপ্রতিপাদনাদাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণাঞ্চ কাসাঞ্চিচ্ছ্রুতীনামুপাসনাপরত্বমসতি বাধকেঽন্যপরাদ্বচনাৎ প্রতীয়মানমপি গৃহ্যতে। যথা দেবতানাং বিগ্রহবত্ত্বম্। সন্তি চাত্র সাক্ষাদ্দ্বৈতাপবাদেনাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাঃ শতশঃ শ্রুতয়ঃ। কাসাঞ্চিচ্চ দ্বৈতাভিধায়িনীনাং তৎপ্রবিলয়পরত্বম্। তস্মান্নির্ব্বিশেষমেকরূপং

শ্রুতিবাক্যের অনুরোধে ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গ অর্থাৎ সবিশেষ নির্ব্বিশেষ এই দ্বিরূপ হইলেও হইতে পারে। এই প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে সূত্রকার বলিতেছেন,—

পরব্রহ্মের স্বতঃ উভয়লিঙ্গতা অর্থাৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ এই দ্বৈরূপ্য উপপন্ন হয় না। বস্তু এক অথচ তাহা বিশেষ বিশেষ রূপাদিযুক্তও বটে, এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বা নির্ব্বিশেষও বটে; ইহা কোনও ব্যক্তির স্বীকার্য্য নহে। কেন-না, তাহা বিরুদ্ধ। [অস্তু...স্থাপিতত্বাৎ] এক বস্তু স্বতঃ দ্বিরূপ না হউক, কিন্তু স্থানাদি উপাধির দ্বারা দ্বিরূপ হইতে ত পারে? দেখিতে গেলে তাহাও অনুপপন্ন বা অনুপযুক্ত। উপাধিযোগেও একপ্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় না। হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। স্বচ্ছস্বভাব স্ফটিক কি কখনও অলক্তকাদি (অলক্তক = আল্‌তা) উপাধির যোগে (মেলনে) অস্বচ্ছস্বভাব হয়? তবে যে রক্ত-স্ফটিক বলিয়া প্রতীতি হয়, সে প্রতীতি ভ্রম (মিথ্যা)। পরমাত্মার উপাধি অবিদ্যা ও অবিদ্যাজনিত পদার্থ; সে জন্য সে সকল মিথ্যা। মিথ্যার দ্বারা কেবল আবরণ ব্যতীত সত্যের অন্য কোন বৈপরীত্য ঘটে না। [অপশ্চা...দিশ্যতে] অতএব,

শ্চান্যতরলিঙ্গপরিগ্রহেঽপি সমস্তবিশেষরহিতং নির্ব্বিকল্পকমেব ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরেষু বাক্যেষু "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যেবমাদিষ্বপাস্তসমস্তবিশেষমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে ॥৩।২।১১॥

ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ৩ । ২ । ১২ ॥*

অথাপি স্যাৎ, যদুক্তং নির্ব্বিকল্পকমেকলিঙ্গমেব ব্রহ্ম, নাস্য স্বতঃ স্থানতো বোভয়লিঙ্গত্বমস্তীতি, তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? ভেদাৎ। ভিন্না হি প্রতিবিদ্যং ব্রহ্মণ আকারা উপদিশ্যন্তে—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকলং ব্রহ্ম, বামনীত্বাদিলক্ষণং ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীরবৈশ্বানরশব্দোদিতং ব্রহ্ম—ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ। তস্মাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽভ্যুপগন্তব্যম্।

চৈতন্যৈকরসং সদ্ব্রহ্ম। পরমার্থতোঽবিশেষাশ্চ সর্ব্বগন্ধত্ব-বামনীত্বাদয় উপাধিবশাদধ্যস্তা ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্।

অত্র কেচিদ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তীতি—কিং সল্লক্ষণঞ্চ প্রকাশলক্ষণঞ্চ ব্রহ্ম? কিং সল্লক্ষণমেব ব্রহ্মোত প্রকাশলক্ষণমেবেতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্নাতি ॥৩।২।১১॥

[রত্নপ্রভা। ভিদ্যত ইতি ভেদো বিশেষঃ। নির্ব্বিশেষশ্রুতাবপি বিশেষস্যাপি শ্রুতেরুভয়রূপত্বং স্যাদিতি শঙ্কাং ব্যাচষ্টে—অথাপি স্যাদিতি।

অন্যতর রূপ স্বীকার করিতে হইলে নির্ব্বিশেষরূপই স্বীকার্য্য অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিশেষরহিত নির্ব্বিকল্পক ব্রহ্মই উপাসকের জ্ঞেয়, এই পক্ষই শ্রেয়ঃ। ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদক "তিনি অশব্দ, অরূপ, অস্পর্শ" ইত্যাদি সমুদায় বেদান্ত-বাক্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই উপদেশ হইয়াছে। সেই সকল উপদেশ ঐ সিদ্ধান্তের (পক্ষের) পোষক প্রমাণ ॥ ৩ । ২ । ১১ ॥

যদি এমন বল যে, ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পক একরূপ এবং তাঁহার কি স্বতঃ কি পরতঃ (উপাধিযোগে) কোনও রূপে ভেদ নাই বলা হইল, কিন্তু তাহা উপপন্ন হয় কৈ? প্রতি উপাসনাতেই যে, বিভিন্নাকারে ব্রহ্মের উপদেশ আছে, যথা—চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম, ষোড়শকল ব্রহ্ম, বামনীত্বাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম, ত্রৈলোক্যশরীর ব্রহ্ম, বৈশ্বানর ব্রহ্ম, ইত্যাদি প্রকারে অনেক প্রকার ভেদ কথন আছে; সুতরাং ঐ সকল অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষত্বও স্বীকার্য্য।

* ভেদাৎ শ্রুতৌ ভিন্নাকারতয়া ব্রহ্মণ উপদেশাৎ সবিশেষত্বমপি ব্রহ্মণোঽঙ্গীকর্ত্তব্যমিতি ন। হেতুমাহ—প্রতি। প্রত্যেকং প্রত্যুপাধিভেদং অতদ্বচনাৎ অভেদকথনাৎ। উপাধিভেদেনাভিহিতেঽপি ভেদেঽভেদ এব ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রীয় ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।

শ্রুতিতে বিভিন্নাকার ব্রহ্মের উপদেশ থাকিলেও ব্রহ্মের সবিশেষত্ব অঙ্গীকার্য্য নহে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ থাকিলেও সে সকল অতদ্বচ অর্থাৎ ভিন্নবাচক নহে। অভিপ্রায় এই যে, অভেদ (নির্ব্বিশেষ) উপদেশেই সে সকলের তাৎপর্য্য।

ননূক্তং নোভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণঃ সম্ভবতীতি। অয়মপ্যবিরোধঃ, উপাধিকৃতত্বাদাকারভেদস্য। অন্যথা হি নির্ব্বিষয়মেব ভেদশাস্ত্রং প্রসজ্যেতেতি চেৎ; নেতি ব্রূমঃ। কুতঃ? প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ। প্রত্যুপাধিভেদং হ্যভেদমেব ব্রহ্মণঃ শ্রাবয়তি শাস্ত্রং "যশ্চায়মস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং শারীরস্তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব সঃ, যোঽয়মাত্মা" ইত্যাদি। অতশ্চ ন ভিন্নাকারযোগো ব্রহ্মণঃ শক্যতে বক্তুম্। ভেদস্যোপাসনার্থত্বাদভেদে তাৎপর্য্যাৎ ॥ ৩। ২। ১২ ॥

অপি চৈবমেকে ॥ ৩। ২। ১৩ ॥*

অপি চ, এবং ভেদদর্শননিন্দাপূর্ব্বকমভেদদর্শনমেবৈকে শাখিনঃ সমামনন্তি—

পূর্ব্বোক্তং বিরোধং স্মারয়তি—ননূক্তমিতি। ভেদশ্রুতিপ্রামাণ্যার্থমৌপাধিকরূপভেদস্বীকারাদবিরোধ ইতি সমাধ্যর্থঃ। কিমুপাধিগত এব রূপভেদো ব্রহ্মণ্যুপচর্য্যতে ধ্যানার্থমুতোপাধিযোগাৎ সত্যবিরুদ্ধরূপবত্তয়া ব্রহ্মণো ভেদো ভবতীতি। আদ্যেঽস্মদিষ্টসিদ্ধিঃ, দ্বিতীয়ে ভেদশ্রুত্যা দূষয়তি নেতি ব্রূম ইতি॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ১২ ॥]

[রত্নপ্রভা। দ্বৈতনিন্দাপূর্ব্বকমদ্বৈতোক্তেশ্চ নির্ব্বিশেষং তত্ত্বমিতি সূত্রার্থমাহ—

[ননূক্তং...বচনাৎ] যদি বল, ব্রহ্মের যে, দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, সে কথা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে; তাহার প্রত্যুত্তর—সেরূপ দ্বৈরূপ্য বা সেরূপ ভেদ বিরুদ্ধ নহে। কেন না, তাহা উপাধিকৃত। (ভেদ ঔপাধিক, অভেদ বাস্তব)। ইহা অস্বীকার করিলে ভেদবাদী শাস্ত্রের স্থল থাকে না। এই মতের প্রতিবাদার্থ সূত্রকার বলেন, তাহাও নহে। কারণ, শাস্ত্র প্রত্যেক ঔপাধিকভেদে ভেদবিপরীত (অভেদ) বলিয়াছেন। [প্রত্যুপাধি...ইত্যাদি] ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক উপাধি অনুসারে ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকার উপদিষ্ট হইলেও অভেদপক্ষেই শ্রুতির তাৎপর্য্য এবং শ্রুতি সাক্ষাৎ অভেদবোধক-শব্দেও তাহা শুনাইয়াছেন। যথা— "যিনি এই পৃথিবীতে তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, যিনি এই শরীরে আধ্যাত্মিক তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি এই—যিনি এই আত্মা।" ইত্যাদি। [অতশ্চ...তাৎপর্য্যাৎ] এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের ভিন্নাকার সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় নহে, এ কথা বলা হইল না; বলা হইল, ভিন্নাকার যোগ পারমার্থিক নহে। ভেদের কথন উপাসনার্থ, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য অভেদে ॥ ৩। ২। ১২ ॥

এক শাখা (বেদভাগ) ভেদদর্শনের নিন্দা ও অভেদ-দর্শনের উপদেশ

---

* একে শাখিনঃ, এবং ভেদদর্শননিষেধপূর্ব্বকমভেদং আহুঃ।

কোন কোন শাখা ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া অভেদদর্শনের উপদেশ করিয়াছেন।

"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" ইতি।

তথান্যেঽপি—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা,
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্ম মে তৎ।"

ইতি সমস্তস্য ভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মৈক-স্বভাবতামধীয়তে॥ ৩। ২। ১৩॥

কথং পুনরাকারবদুপদেশিনীষ্বনাকারোপদেশিনীষু চ ব্রহ্ম-বিষয়াসু শ্রুতিষু সতীষ্বনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে, ন পুনর্ব্বি-পরীতমিত্যেতদুত্তরং পঠতি—

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ॥৩।২।১৪॥ *

রূপাদ্যাকাররহিতমেব হি ব্রহ্মাবধারয়িতব্যং, ন রূপাদিমৎ। কস্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ—

অপি চেতি। ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যং শব্দাদি, তয়োঃ প্রেরিতারমীশ্বরং চ মত্বা বিচার্য্য মে মম প্রোক্তং তৎ সর্ব্বং ত্রিবিধং ব্রহ্মৈবেতি জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ইতি রত্নপ্রভা॥৩।২।১৩॥]

[রত্নপ্রভা। দ্বিবিধশ্রুতীষু সতীষু নির্ব্বিশেষত্বে কিং নিয়ামকমিতি শঙ্কতে। কথং

করিয়াছেন। যথা—"এই ব্রহ্ম সুসংস্কৃত মনের প্রাপ্য। ইহাঁতে কোনও রূপ নানাত্ব (ভেদ) নাই। যে ইহাঁতে বৃথা নানাত্ব দেখে, সে মৃত্যুর পর মরণ প্রাপ্ত হয়।" "জীব, জীবদৃশ্য শব্দাদিবিষয় ও তদুভয়ের নিয়ন্তা ঈশ্বর, এই তিনকে মনন (বিচার) করিলে মদুক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্ম জানিতে পারিবেক।" এই শ্রুতি ভোগ্য ভোক্তা ও নিয়ন্তা,—এতল্লক্ষণ প্রপঞ্চের 'ব্রহ্মস্বভাবতা বলিয়াছেন॥ ৩। ২। ১৩॥

[কথং...পঠতি] যদি কেহ বলেন, সাকার নিরাকার উভয়বোধক শ্রুতি-বাক্যই আছে, অথচ নিরাকার ব্রহ্ম স্থির করা হয়, সাকার স্থির করা হয় না, এতৎ প্রতি কারণ? সূত্রকার তাহার উত্তর দিতেছেন—

ব্রহ্ম রূপাদি রহিত, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যনিচয় তৎ-

---

* ব্রহ্ম অরূপবদেব রূপাদিরহিতমেব। হি যতঃ, তৎপ্রধানত্বাৎ রূপাদিরহিতব্রহ্মতাৎপর্য্য-কত্বাৎ শ্রুতীনামিতি শেষঃ।

ব্রহ্ম রূপাদিবর্জ্জিত। হেতু এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ, সমস্তই অরূপব্রহ্মপ্রধান অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মেই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যের তাৎপর্য্য।

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্", "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং", "আকাশোবৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম", "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ", "তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ" ইত্যেবমাদীনি হি বাক্যানি নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রধানানি নার্থান্তরপ্রধানানীত্যেতৎ প্রতিষ্ঠাপিতং "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যত্র।

তস্মাদেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু যথাশ্রুতং নিরাকারমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্, ইতরাণি ত্বাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণি বাক্যানি ন তৎপ্রধানানি। উপাসনাবিধিপ্রধানানি হি তানি। তেষ্বসতি বিরোধে যথাশ্রুতমাশ্রয়িতব্যম্, সতি তু বিরোধে তৎপ্রধানান্যতৎপ্রধানেভ্যো বলীয়াংসি ভবন্তীতি—এষ বিনিগমনায়াং হেতুঃ—যেনোভয়াস্বপি শ্রুতিষু সতীষ্বনাকারমেব ব্রহ্মাবধার্য্যতে, ন পুনর্ব্বিপরীতমিতি ॥ ৩। ২। ১৪ ॥

কা তর্হ্যাকারবদ্বিষয়াণাং শ্রুতীনাং গতিরিত্যত আহ—

পুনরিতি। তৎপরাতৎপরবিরোধে তৎপরং বলবদিতি ন্যায়ো নিয়ামক ইত্যাহ অরূপবদেবেতি। উপাসনপরবাক্যেষু আকারে তাৎপর্য্যাভাবেঽপি দেবতাবিগ্রহবদাকারসিদ্ধিমাশঙ্ক্য নিষ্প্রপঞ্চপরশ্রুতিবিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ—তেষ্বসতীতি ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ১৪ ॥]

প্রধান অর্থাৎ নিরাকারব্রহ্মপ্রধান। সে সকল বাক্য নিরাকার ব্রহ্মই মুখ্যরূপে প্রতিপাদন করে। "তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণুতুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন", "অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়" "প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক। নাম ও রূপ যাঁহার অন্তরে, তিনি ব্রহ্ম", "তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত", "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য", "এই আত্মা ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতিস্বরূপ", এই সকল বাক্য যে, মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাব বোধ করায়, তাহা "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।

[তস্মা...আহ] সেই জন্যই বলি, ঐ সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মপ্রধান এবং সাকারব্রহ্মবোধক বাক্য-রাশিকে উপাসনা-বিধি-প্রধান বলিয়া অবধারণ কর। অপিচ, সে সকলের মধ্যে বিরোধ না থাকে ত যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ কর। বিরোধ থাকিলে তৎপ্রধান বাক্যের বলবত্তা আশ্রয় কর। এই বিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু—সাকার নিরাকার এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ ॥ ৩। ২। ১৪ ॥

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ৩ । ২ । ১৫ ॥*

যথা প্রকাশঃ সৌরশ্চান্দ্রমসো বা বিয়দ্ব্যাপ্যাবতিষ্ঠমানোঽঙ্গুল্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাত্তেষু ঋজুবক্রাদিভাবম্প্রতিপদ্যমানেষু তদ্ভাবমিব প্রতিপদ্যতে, এবং ব্রহ্মাপি পৃথিব্যাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ তদাকারমিব প্রতিপদ্যতে। তদালম্বনো ব্রহ্মণ আকারবিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্যমাকারবদ্ব্রহ্মবিষয়াণামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি। ন হি বেদবাক্যানাং কস্যচিদর্থবত্ত্বং কস্যচিদনর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং, প্রমাণত্বাবিশেষাৎ। নন্বেবমপি যৎ পুরস্তাৎ প্রতিজ্ঞাতং—নোপাধিযোগাদপ্যুভয়লিঙ্গত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি, তদ্বিরুধ্যতে। নেতি ব্রূমঃ। উপাধিনিমিত্তস্য বস্তুধর্ম্মতানুপপত্তেঃ। উপাধীনাঞ্চাবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বাৎ। সত্যমেব চ নৈসর্গিক্যামবিদ্যায়াং লোকবেদব্যবহারাবতার ইতি তত্র তত্রাবোচাম ॥ ৩ । ২ । ১৫ ॥

চকারাৎ সচ্চ। "অবৈয়র্থ্যাৎ" ব্রহ্মণি সচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩ । ২ । ১৫ ॥

বলিতে পার যে, তবে সাকার-বোধিকা শ্রুতির গতি কি? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

যেমন সূর্য্যসম্বন্ধীয় অথবা চন্দ্র-সম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও, তাহা ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে (সম্পর্কে) ঋজুবক্রাদিভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ, ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি-উপাধি-সংসর্গে পৃথিব্যাদির আকার-প্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব, উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে, আকার-বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। সাকারব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সকল ঐরূপে অব্যর্থ অর্থাৎ সার্থক জানিবে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, কতক নিরর্থক, এরূপ বিবেচনা করা অন্যায্য। সমস্ত বেদবাক্যই প্রমাণ। সে বিষয়ে কোনরূপ ইতর-বিশেষ নাই। [নন্বেবমপি...বোচাম] যদি এমন বল যে, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ

---

* একরূপোঽপ্যালোকো যথোপাধিসম্পর্কাত্তদ্ধর্ম্মবানিব ভবতি, তথা ব্রহ্মাপ্যুপাধিসম্পর্কাত্তদ্ধর্ম্মবদিব ভবতীতি প্রতিপত্তব্যং, অবৈয়র্থ্যাৎ সাকারবিষয়কবাক্যানামর্থবত্ত্বাদর্থবত্ত্বাদেতি যাবৎ।

সাকার ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য নিরর্থক নহে, তাহাও সার্থক। সেই সার্থক্যের দ্বারা পাওয়া যায়, জানা যায়, ব্রহ্ম উপাধিপক্ষপাতী আলোকের সমান। অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধি যখন যেরূপ হয় বা থাকে, আলোকও তখন তদাকারাকারিতরূপে দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধির অনুরূপে অনুভূত হন।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ৩ । ২ । ১৬ ॥*

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণরূপান্তররহিতং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব,এবং বা অরেঽয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—নাস্যাত্মনোঽন্তর্ব্বহির্ব্বা চৈতন্যাদন্যদ্রূপমস্তি, চৈতন্যমেব তু নিরন্তরমস্য স্বরূপম্। যথা সৈন্ধবঘন-

সিদ্ধান্তয়তি—

প্রকাশমাত্রম্। ন হি সত্ত্বং নাম প্রকাশরূপাদন্যৎ—যথা সর্ব্বগন্ধত্বাদয়ঃ, অপি তু প্রকাশরূপমেব। সদিতি নোভয়রূপত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ। তদেতদনেনোপন্যস্য দূষিতম্। সত্তাপ্রকাশয়োরেকত্বে নোভয়লক্ষণত্বম্। ভেদে ন স্থানতোঽপীতি নিরাকৃতমিতি নাধিকরণান্তরং প্রযোজয়তি.। পরমার্থতত্ত্বভেদ এব প্রকর্ষপ্রকাশবদিতি। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি".অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। এবং হি তস্যাবকাশঃ স্যাদ্, যদি কাশ্চিদুপাসনাপরতয়া রূপমাচক্ষীরন্, কাশ্চিন্নীরূপ-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ভবেযুঃ। সর্ব্বাসান্তু প্রবিলয়ার্থত্বেন নীরূপব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থত্বে উক্তো বিনিগমনহেতুর্ন স্যাদিত্যর্থঃ। একবিনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিত্যধিকাবাভিপ্রায়ম্। অনুবন্ধভেদাত্তু ভিন্নোঽনয়োরপি নিয়োগ ইতি ॥ ৩ । ২ ।১৫ ॥

ভামতী—॥৩।২।১৬॥

উপাধিযোগেও পরব্রহ্মের উভয়চিহ্নতা (সাকার ও নিরাকার এই, দ্বৈরূপ্য) অসম্ভব, সম্প্রতি আবার বলা হইল, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তের ন্যায় হন, সুতরাং পূর্ব্বাপর বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইল, এ বিষয়ে আমরা বলি, বিরুদ্ধ হয় নাই। কেননা, যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত (কারণ), তাহা বস্তুর ধর্ম্ম (স্বভাব) নহে ; তাহা অবিদ্যাকৃত। উপাধিমাত্রেই অবিদ্যাকর্ত্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিক ব্যবহার ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার অবতারিত হইয়াছে বা আছে, এ কথা তত্তৎপ্রসঙ্গে বলা হইবে ও হইয়াছে ॥ ৩ । ২ । ১৫ ॥

শ্রুতিও বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবল চৈতন্য। যথা— "যদ্রূপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা ও অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন (কেবল চৈতন্য)।" ইহাতে ইহাই বলা হইয়াছে যে, আত্মার অন্তর্ব্বাহ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই আত্মার সার্ব্বকালিক রূপ। যদ্রূপ লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে

* তন্মাত্রং চৈতন্যমাত্রং আহ শ্রুতিরিতি শেষঃ।

শ্রুতিও ব্রহ্মকে চিদেকরস বলিয়াছেন।

স্যান্তর্ব্বহিশ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি, ন রসান্তরন্তথৈবায়-মপীতি ॥ ৩ । ২ । ১৬ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩ । ২ । ১৭ ॥

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পররূপপ্রতিষেধেনৈব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং "অথাত আদেশো নেতি নেতি।" "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" ইতি। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"ইত্যেবমাত্মা। বাস্কলিনা চ বাহ্বঃ (ধ্বঃ) পৃষ্টঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি শ্রূয়তে "স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তূষ্ণীং বভূব, তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ—ব্রূমঃ খলু, ত্বন্তু ন বিজানাস্যুপশান্তোঽয়মাত্মা" ইতি। তথা স্মৃতিষ্বপি পরপ্রতিষেধেনৈবোপদিশ্যতে—

[রত্নপ্রভা। কিঞ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ পরনিষেধেন ব্রহ্মোপদেশাৎ নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মেত্যাহ—দর্শয়তি চেতি। অথ দ্বৈতোক্ত্যনন্তরং জ্ঞানহেতুত্বান্নেতি নেত্যুপদেশঃ ক্রিয়তইত্যর্থঃ। অধি অন্যৎ। পুনঃ পুনরধীহি ভো ইতি নির্ব্বন্ধকারিণং তং দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে চ প্রশ্নে তূষ্ণীম্ভাবং ত্যক্ত্বা উবাচ। উপশান্তো নিরস্তদ্বৈতঃ। অতস্তস্য তূষ্ণীম্ভাব এবোত্তরমিতি। সৌত্রশ্চ অথোশব্দস্তথার্থকঃ। আদিমৎকার্য্যং তন্ন

লবণরস, রসান্তর নাই, তদ্রূপ, আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী, তাঁহাতে চৈতন্যাতিরিক্ত রূপ নাই।

শ্রুতি পর-রূপ প্রতিষেধ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"দ্বৈত কথনের পর জ্ঞানকারণ বলিয়া না, না, অর্থাৎ ইহা নহে তাহাও ব্রহ্ম নহে, এইরূপে উপদেশ করা হয়।" "তিনি বিদিত হইতে ভিন্ন, অবিদিত হইতেও উপরে—পৃথক্।" "বাক্য ও মন যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে ও মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি। [বাস্ক-লিনা...ইতি] শ্রুতিতে আরও শুনা যায়, বাস্কলি-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বাহ্ব নিরুত্তরতার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন। বাস্কলি "হে ভগবন্, ব্রহ্ম অধ্যয়ন করান্।" এইরূপ প্রশ্ন করিলে বাহ্ব নিরুত্তর থাকিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার"ব্রহ্ম বলুন"বলিলে তিনি বলিলেন,"আমিত নিশ্চয় বলিতেছি, তুমিই জানিতে পারিতেছ না যে, এই আত্মা উপশান্ত অর্থাৎ অথণ্ডৈকরস অদ্বৈত।" (অভিপ্রায় এই যে, নির্ব্বিশেষতা হেতু তাহা বাক্যপথের অতীত, বলিবার অযোগ্য, সুতরাং নিরুত্তরতাই তোমার প্রশ্নের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।) [তথা...মান্যাসু] স্মৃতিতেও রূপপ্রতিষেধপূর্ব্বক ব্রহ্মোপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—"যাহা জ্ঞেয়,

* দর্শয়তি শ্রুতিঃ। অথো অপি স্মর্য্যতে স্মৃতাবুক্তমিত্যর্থঃ।
শ্রুতি তদ্রূপ ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং স্মৃতিও তাহা বলিয়াছেন।

"জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥"

ইত্যেবমাদ্যাসু। তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥" ইতি ॥৩।২।১৭॥

অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥৩।২।১৮॥*

যত এব চায়মাত্মা চৈতন্যস্বরূপো নির্ব্বিশেষো বাঙ্মনসাতীতঃ পরপ্রতিষেধেনোপদেশ্যঃ, অত এব চাস্যোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকীং বিশেষবত্তামভিপ্রেত্য জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমোপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেষু,—

ভবতীত্যনাদিমৎ। সৎ ইন্দ্রিয়বেদ্যম্‌। অসৎ পরোক্ষঞ্চ ন, স্বপ্রকাশত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বভূতগুণৈর্দিব্যগন্ধাদিভির্যুক্তং মাং মূর্ত্তিমন্তং পশ্যসীতি যৎ, সা মায়া। অত এবং সদ্বৈতো ভগবানিতি মাং দ্রষ্টুং নার্হসি, বস্তুতো দ্বৈতাতীতত্বাদিত্যর্থঃ॥ ইতি রত্নপ্রভা॥ ৩। ২। ১৭॥]

[রত্নপ্রভা। কিঞ্চ, যথা জলদ্ব্যুপাধিকল্পিতঃ সূর্য্যচন্দ্রাদের্ভেদচলনাদিধর্ম্মঃ, এবমাত্মন ইতি দৃষ্টান্তঃ। শ্রুতেশ্চ নির্ব্বিশেষং তত্ত্বমিত্যাহ—অত এব চোপমেতি।

তাহা বলিতেছি। যাহার জ্ঞানে জীব মুক্তিলাভ করে, তাহাই জ্ঞেয়। জ্ঞেয় পর ব্রহ্ম অনাদি। তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, এইরূপে অভিহিত হন।" (সৎ = প্রত্যক্ষ। অসৎ = পরোক্ষ)। [তথা···ইতি] স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন—"তুমি যে আমাকে দিব্যগন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট। এরূপ (মায়িকরূপধারী) না হইলে আমাকে জানিতে পারিতে না" ॥ ৩। ২। ১৭।

যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্য মনের অগোচর, এবং পররূপ (অনাত্মরূপ) প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য, সেই হেতু মোক্ষশাস্ত্রে তাঁহার উপাধিকৃত মিথ্যা বিশেষভাব প্রদর্শনার্থ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যথা—"যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত (প্রতিবিম্বিত) হওয়ায় বহুর ন্যায় হন, তদ্রূপ, এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও

* নির্ব্বিশেষমেব তত্ত্বমিত্যস্মাদেব কারণাৎ জলসূর্য্যকাদিবদিত্যুপমা দৃষ্টান্ত উপাদীয়তে মোক্ষশাস্ত্রেম্বিতি যোজনা।

যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব, সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। (জলসূর্য্য —জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব। সূর্য্য এক, কিন্তু বহু জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব ভ্রম হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অদ্বয় ব্রহ্মেরও বুদ্ধ্যাদি উপাধির দ্বারা বহুত্ব ভ্রম নিশ্চিত হয়)।

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বা-
নপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেম্বেবমজোঽয়মাত্মা"॥ ইতি।
"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"
ইতি চৈবমাদিষু ॥ ৩। ২। ১৮ ॥

অত্র প্রত্যবস্থীয়তে—

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ৩। ২। ১৯ ॥

ন জলসূর্য্যাদিতুল্যত্বমিহোপপদ্যতে, তদ্বদগ্রহণাৎ। সূর্য্যাদিভ্যো হি মূর্ত্তেভ্যঃ পৃথগ্‌ভূতং বিপ্রকৃষ্টদেশং মূর্ত্তং জলং গৃহ্যতে,

---

জলবিম্বত্বাকারেণ সূর্য্যস্য ভাসত্বদ্যোতনায় সূর্য্যকেতি ক-প্রত্যযঃ। যথায়ং জ্যোতির্ময়ো বিবস্বান্ স্বত একোঽপি ঘটভেদেন ভিন্না অপোঽনুগচ্ছন্ বহুধা ক্রিয়তে, এবমজোঽয়মাত্মা দেবঃ স্বপ্রকাশ একোঽপ্যুপাধিনা মায়য়া ক্ষেত্রেম্বনুগচ্ছন্ ভেদরূপঃ ক্রিয়ত ইতি যোজনা॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ২। ৩। ১৮ ॥]

[রত্নপ্রভা। ইহাত্মন্যুক্তদৃষ্টান্তবৈষম্যশঙ্কাসূত্রম্ অম্বুবদিতি। আত্মনোঽরূপত্বাৎ

মায়ারূপ উপাধির দ্বারা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইতেছেন।" 'একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় (জলে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই এ স্থলে জলচন্দ্র) এক ও বহু প্রকারে দৃশ্য হন।' ইত্যাদি ॥ ৩। ২। ১৮ ॥

পূর্ব্বপক্ষকারিগণ এই স্থানে মস্তকোত্তোলন করেন অর্থাৎ আপত্তি করেন—আত্মাতে জলসূর্য্যের সাদৃশ্য অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, সে প্রকারে তাঁহার গ্রহণ (জ্ঞান) হয় না। জল মূর্ত্ত, সূর্য্য ও মূর্ত্তপদার্থ, পরন্তু সূর্য্যাদি মূর্ত্তপদার্থ হইতে মূর্ত্ত জল পৃথক্ ও দূরদেশস্থ বলিয়া গৃহীত হয়। (জলকে

---

* জলং যথা গৃহ্যতে জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়তে, ন তথাত্মা। তস্মাৎ ন তথাত্বমৌপাধিকভেদবত্ত্বং প্রত্যেতব্যম্, অরূপত্বাৎ দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ। মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষাত্মনঃ প্রতিবিম্বভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তবৈষম্যপ্রদর্শনসূত্রমেতৎ।

আত্মা জলের ন্যায় মূর্ত্তপদার্থ নহেন, সে জন্য তাঁহাতে প্রোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না। দৃষ্টান্ত সঙ্গত না হওয়ায় তাঁহার ঔপাধিক ভেদ অগ্রাহ্য হয়। (এটী পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র)

তত্র যুক্তঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বোদয়ঃ ন ত্বাত্মাঽমূর্ত্তঃ, ন চাস্মাৎ পৃথগ্ভূতা বিপ্রকৃষ্টদেশাশ্চোপাধয়ঃ, সর্ব্বগতত্বাৎ সর্ব্বানন্যত্বাচ্চ। তস্মাদযুক্তোঽয়ং দৃষ্টান্ত ইতি ॥ ৩। ২। ১৯ ॥

অত্র প্রতিবিধীয়তে—

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যা-দেবম্ ॥ ৩। ২। ২০ ॥*

যুক্ত এব ত্বয়ং দৃষ্টান্তঃ; বিবক্ষিতাংশসম্ভবাৎ। ন হি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকয়োঃ ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্বিবক্ষিতমংশং মুক্ত্বা সর্ব্বসারূপ্যং কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যতে। সর্ব্বসারূপ্যে হি দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিক-ভাবোচ্ছেদ এব স্যাৎ। ন চেদং স্বমনীষিকয়া জলসূর্য্যকাদি-

---

দূরস্থোপাধ্যভাবাচ্চ মায়য়া বুদ্ধ্যাদিষু প্রতিবিম্বভেদো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ১৯ ॥]

[উপাধ্যন্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবত্ত্বমত্র বিবক্ষিতাংশঃ, তেন সাম্যেন সমাধান-সূত্রম্—বৃদ্ধিহ্রাসেতি। দৃষ্টান্তসাম্যেঽপি নীরূপাত্মনঃ প্রতিবিম্বং স্ববুদ্ধ্যা কথং

পৃথক্ ও দূরস্থ রূপে জানা যায়)। অতএব জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বের উদয় সঙ্গত অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু আত্মা অমূর্ত্ত এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ ও দূরস্থ কোনও উপাধি নাই। না-থাকার কারণ, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বাভিন্ন। সেই জন্যই বলা হইল, আত্মায় জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত অযুক্ত, অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত নহে। বিষম দৃষ্টান্তে অভ্রান্ত অনুমান হয় না ॥ ৩। ২। ১৯ ॥

এই আপত্তির সমাধান এই—

ঐ দৃষ্টান্ত ন্যায্য; হেতু এই যে, উক্ত দৃষ্টান্তের বিবক্ষিতাংশ সুসম্ভব। বিবক্ষিতাংশ ব্যতীত দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সর্ব্বসারূপ্য অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সমানতা কদাপি কেহ দেখাইতে পারিবেন না। সর্ব্বাংশে সমান হইলে এক হইয়া যায়, কে দৃষ্টান্ত, কে বা দার্ষ্টান্তিক, তাহা জানা যায় না; সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। [নচেদং...মিতি] অপিচ, ঐ যে জলসূর্য্যক-দৃষ্টান্ত, ঐ

---

* অন্তর্ভাবাৎ উপাধ্যন্তর্ভাবাৎ উপাধিধর্ম্মানুবিধায়িত্বাদিতি যাবৎ বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিত্যুপলক্ষণমুপাধিধর্ম্মভাগিত্বমিতি পরমার্থঃ। উপাধের্জলস্য বৃদ্ধৌ প্রতিবিম্বাত্মকঃ সূর্য্যো যথা বৃদ্ধিভজতে ন তু সূর্য্যাস্তদ্বদুপাধের্দ্দেহাদের্বৃদ্ধৌ প্রতিবিম্বাত্মকং ব্রহ্ম (জীবাত্মা) বৃদ্ধিভাক্ ভবতি ন তুং ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ। সমাধানসূত্রমেতৎ। উপাধ্যন্তর্ভাবেন তৎকল্পিতধর্ম্মবত্ত্বমত্র বিবক্ষিতাংশস্তেন সাম্যমস্ত্যেবেতি সমাধানসূত্রতাৎপর্য্যম্।

উপধেয় পদার্থ উপাধিধর্ম্মের অনুগামী, তদনুসারেই সূর্য্যের ও ব্রহ্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদিভাগিত্ব উপচরিত, সে অংশে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সাম্য আছে, সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত অবিরুদ্ধ অর্থাৎ অসম নহে।

দৃষ্টান্তপ্রণয়নম্, শাস্ত্রপ্রণীতস্য ত্বস্য প্রয়োজনমাত্রমুপন্যস্যতে। কিং পুনরত্র বিবক্ষিতং সারূপ্যমিতি। তদুচ্যতে—বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। জলগতং হি সূর্য্যপ্রতিবিম্বং জলবৃদ্ধৌ বর্দ্ধতে, জলহ্রাসে হ্রসতি, জলচলনে চলতি, জলভেদে ভিদ্যতে—ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ সূর্য্যস্য তথাত্বমস্তি, এবং পরমার্থতোঽবিকৃতমেকরূপমপি সৎ ব্রহ্ম দেহাদ্যুপাধ্যন্তর্ভাবাৎ ভজত ইবোপাধিধর্ম্মান্ বৃদ্ধিহ্রাসাদীন্। এবমুভয়োর্দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সামঞ্জস্যাদবিরোধঃ ॥ ৩। ২। ২০ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩। ২। ২১ ॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষন্তরনুপ্রবেশং—

কল্প্যত ইত্যত্রাহ—ন চেদমিতি। শ্রূয়তে ন কল্প্যত ইত্যর্থঃ। শ্রুতদৃষ্টান্তস্য সূর্য্যাকাদিবৎ ইত্যুপন্যাসেন কিং ফলমিত্যত আহ—শাস্ত্রেতি। আত্মনো নির্ব্বিশেষত্বং ফলমিত্যর্থঃ। অবিরোধ ইতি ন বৈষম্যমিত্যর্থঃ। আত্মা প্রতিবিম্বশূন্যঃ নীরূপদ্রব্যত্বাৎ বায়ুবৎ ইত্যনুমানে আকাশে ব্যভিচারঃ। অল্পজলে বিদূরাকাশপ্রতিবিম্বদর্শনাদুপাধিরূপস্থত্বমপি ক্বচিদনপেক্ষিতমিতি ভাবঃ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ২০ ॥]

দৃষ্টান্ত অস্মদাদির কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্রপ্রণীত। সূত্রে ঐ শাস্ত্রপ্রণীত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন মাত্র অভিহিত হইয়াছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ সারূপ্য বিবক্ষিত ? (শাস্ত্র কোন্ অংশ বলিতে ইচ্ছুক ?) সেই জন্য বলিতেছেন, বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমিতি। [জলগতং...অবিরোধঃ] জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জল হ্রস্ব বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রস্ব হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা (অনেক) দেখায়। এইরূপে সূর্য্য জলধর্ম্মানুযায়ী, কিন্তু পরমার্থপক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থপক্ষে ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধিধর্ম্মের হ্রাসবৃদ্ধ্যাদি ভজনা করেন, এতাবন্মাত্র বিবক্ষিত এবং ঐরূপেই দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য হওয়ায় অবিরোধ অর্থাৎ অবৈষম্য হয় ॥ ৩। ২। ২০ ॥

শ্রুতি দেহাদি উপাধির মধ্যে পরব্রহ্মের অনুপ্রবেশ দেখাইয়াছেন। যথা—"সেই ঈশ্বর পূর্ব্বে দ্বিপদের অর্থাৎ মনুষ্যাদির দেহ সৃজন করিলেন। চতুষ্পদের

---

* শ্রুতৌ পরস্যৈবাবিকৃতস্য ব্রহ্মণো দেহাদিষূপাধিষন্তরনুপ্রবেশদর্শনাদিতি যোজনা।

শ্রুতিতে অবিকৃত পরব্রহ্মেরই শরীরান্তঃপ্রবেশ কথিত থাকাতেও ব্রহ্ম কেবল চিন্ময় ও একরূপ, ইহা অবধারিত হয়।

"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশাৎ ॥" ইতি
"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইতি চ। তস্মাদ্ যুক্তমেতৎ—
অত এবচোপমা সূর্য্যকাদিবদিতি। তস্মাৎ নির্ব্বিকল্পকৈকলিঙ্গ-
মেব ব্রহ্ম, নোভয়লিঙ্গং, ন বিপরীতলিঙ্গঞ্চেতি সিদ্ধম্।

অত্র কেচিৎ দ্বে অধিকরণে কল্পয়ন্তি। প্রথমং তাবৎ—কিং প্রত্যস্তমিতাশেষপ্রপঞ্চমেকাকারং ব্রহ্ম? উত প্রপঞ্চবদনেকা-কারোপেতম্? ইতি। দ্বিতীয়স্তু—স্থিতে প্রত্যস্তমিতপ্রপঞ্চত্বে কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম? উত বোধলক্ষণম্? উতোভয়লক্ষণম্? ইতি। অত্র বয়ং বদামঃ—সর্ব্বথাপ্যানর্থক্যমধিকরণান্তরারম্ভস্যেতি। যদি তাবদনেকলিঙ্গত্বং পরস্য ব্রহ্মণো নিরাকর্ত্তব্যমিত্যয়ং প্রয়াসঃ, তৎ পূর্ব্বেণৈব—"ন স্থানতোঽপি" ইত্যনেনাধিকরণেন নিরাকৃতমিত্যু-ত্তরমধিকরণং "প্রকাশবচ্চ" ইতি ব্যর্থমেব ভবেৎ। ন চ সল্লক্ষণ-

পূর অর্থাৎ পশুদেহ সৃজন করিলেন। করিয়া চক্ষুরাদির অভিব্যক্তির পূর্ব্বে পক্ষী অর্থাৎ লিঙ্গশরীরী হইয়া ঐ সকল পূরে অর্থাৎ ঐ সকল দেহে আবিষ্ট হইলেন। দেহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ।" জীবরূপে আত্মারূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক—" ইত্যাদি। অতএব, "সূর্য্যের ন্যায়" এই উপমা ন্যায্য উপমা, সুতরাং ব্রহ্ম একরূপ নির্ব্বিশেষ, দ্বিরূপ ও বহুরূপ নহেন। ইহা প্রদর্শিত প্রক্রিয়ায় নির্ণীত হইতেছে।

[অত্র...মিতি] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এইস্থানে দুইটী বিচার পক্ষ কল্পনা করেন। প্রথম বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম কি নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ? অথবা সপ্রপঞ্চ অনেকরূপ? দ্বিতীয় বিচারের বিষয় এই যে, ব্রহ্ম নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, ইহা সিদ্ধ হইলেও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ অন্বেষণীয়। তাহাতে এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি কি সৎস্বরূপ? না বোধরূপ? অথবা সত্তা ও বোধ উভয়রূপ? [অত্র... দিস্যেত] এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য—বিচার দ্বয়ের আরম্ভ সর্ব্বপ্রকারে নিষ্ফল—নিষ্প্রয়োজনীয়। যদি ব্রহ্মের অনেকলিঙ্গতা (অনেকরূপিতা) নিরা-করণের জন্য ঐ প্রয়াস (বিচার) স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সুতরাং তাহাও ব্যর্থ। কেন-না, তাহা "ন স্থানতোঽপি" এই পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। পরে যে "প্রকাশবচ্চ" এই সূত্রে দ্বিতীয় বিচার আরব্ধ হইয়াছে, সে বিচার কার্য্যেও ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজনীয় হইতেছে। ব্রহ্ম কেবল সৎ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সত্তারূপ, বোধলক্ষণ বা বোধরূপ নহেন, এরূপ বলিতে পার না। না

মেব ব্রহ্ম, ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্, "বিজ্ঞানঘন এব" ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তচৈতন্যং ব্রহ্ম চেতনস্য জীবস্যাত্মত্বেনোপদিশ্যেত। নাপি বোধ-লক্ষণমেব ব্রহ্ম, ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্, "অস্তীত্যেবো-পলব্ধব্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্ত-সত্তাকো বোধোঽভ্যুপগম্যেত। নাপ্যুভয়লক্ষণমেব ব্রহ্মেতি শক্যং বক্তুম্, পূর্ব্বাভ্যুপগমবিরোধপ্রসঙ্গাৎ। সত্তাব্যাবৃত্তেন বোধেন বোধব্যাবৃত্তয়া চ সত্তয়োপেতং ব্রহ্ম প্রতিজানানস্য তদেব পূর্ব্বাধিকরণপ্রতিষিদ্ধং সপ্রপঞ্চত্বং প্রসজ্যেত। শ্রুত-ত্বাদদোষ ইতি চেৎ, ন, একস্যানেকস্বভাবত্বানুপপত্তেঃ। অথ সত্তৈব বোধঃ, বোধ এব চ সত্তা, নানয়োঃ পরস্পরব্যাবৃত্তির-স্তীতি যদ্যুচ্যেত, তথাপি কিং সল্লক্ষণং ব্রহ্ম? উত বোধলক্ষণং? উতোভয়লক্ষণম্? ইত্যয়ং বিকল্পো নিরালম্বন এব স্যাৎ। সূত্রাণি ত্বেকাধিকরণত্বেনৈবাস্মাভির্নীতানি।

পারিবার কারণ এই যে, তাহাতে "বিজ্ঞানঘন" ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্যভঙ্গ হয়। ঐরূপ হইলে শ্রুতিই বা কেন নিরস্তচৈতন্য অর্থাৎ বোধরূপতা বিহীন পরব্রহ্মকে চেতন জীবের আত্মা বলিয়া উপদেশ করিবেন? [নাপি...গম্যেত] বোধই ব্রহ্মের লক্ষণ, সত্তা নহে, ইহাও বলিতে পার না। বলিতে গেলে—"অস্তি"—আছেন, এতদ্রূপে উপলব্ধব্য" ইত্যাদি শ্রুতির সার্থক্য নষ্ট হইবেক। যাহার সত্তা নাই, যাহার সত্তা অস্বীকৃত, কি-প্রকারে তাদৃশ বোধ স্বীকার করিতে পার? [নাপ্যুভয়...প্রসজ্যেত] সত্তা ও বোধ এই দুইটাই ব্রহ্মের লক্ষণ, এমন কথাও বলিতে পার না। কেননা, তাহা পূর্ব্বস্বীকৃতের বিরোধী। যে ব্যক্তি সত্তা-বিহীন বোধকে অথবা বোধবিহীন সত্তাকে ব্রহ্মলক্ষণ বলিতে প্রস্তুত, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা পূর্ব্ববিচারে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রতিষিদ্ধ সপ্রপঞ্চতা দোষ আপতিত হয়। (অভিপ্রায় এই যে, নিষ্প্রপঞ্চ একরূপ, এতৎসিদ্ধান্ত বিঘটিত হয় এবং ইহারা ভিন্নোভয়রূপত্ব পক্ষের প্রতিবন্ধক বা বাধাদায়ক হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষই হয় না।) [শ্রুতত্বা...নীতানি] শ্রুতি বলিয়াছেন, সুতরাং নির্দ্দোষ, এ কথাও বক্তব্য নহে। কারণ এই যে, একের অনেকস্বভাবতা অসিদ্ধ। যদি এমন বল যে, সত্তাই বোধ, বোধই সত্তা, তদুভয়ের পরস্পর ব্যাবৃত্তি (ভেদ) নাই, তথাপি, অর্থাৎ তাহা বলিলেও ব্রহ্ম কি সদ্রূপী অথবা বোধরূপী? এই বিকল্প (সংশয়) নিরালম্বন (বিষয়শূন্য) হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে, আমরা ঐ কয়েকটী সূত্রকে এক বিচারের অন্তর্গত করিয়াছি।

অপি চ, ব্রহ্মবিষয়াসু শ্রুতিষ্বাকারবদনাকারপ্রতিপাদনেন বিপ্রতিপন্নাসু অনাকারে ব্রহ্মণি পরিগৃহীতেঽবশ্যং বক্তব্যেতরাসাং শ্রুতীনাং গতিঃ। তাদর্থ্যেন প্রকাশবচ্চেত্যাদীনি সূত্রাণ্যর্থবত্তরাণি সম্পদ্যন্তে। যদপ্যাহুরাকারবাদিন্যোঽপি শ্রুতয়ঃ প্রপঞ্চপ্রবিলয়মুখেনানাকারপ্রতিপত্ত্যর্থা এব, ন পৃথগর্থা ইতি, তদপি ন সমীচীনমিব লক্ষ্যতে। কথম্? যে হি পরবিদ্যাধিকারে কেচিৎ প্রপঞ্চা উচ্যন্তে "যথা যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশেত্যয়ং বৈ হরয়োঽয়ং বৈ দশ চ সহস্রাণি বহূনি চানন্তানি চ" ইত্যেবমাদয়ঃ, তে ভবন্তু প্রবিলয়ার্থাঃ, "তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং" ইত্যুপসংহারাৎ।

যে পুনরুপাসনাধিকারে প্রপঞ্চা উচ্যন্তে, যথা "মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" ইত্যেবমাদয়ঃ, ন তেষাং প্রবিলয়ার্থত্বং ন্যায্যং, "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইত্যেবঞ্জাতীয়কেন প্রকৃতেনৈবোপাসনবিধিনা তেষাং সম্বন্ধাৎ। শ্রুত্যা চৈবঞ্জাতীয়কানাং গুণানা-

[অপিচ...সম্পদ্যন্তে] অন্য কথা এই যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতিবাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য সন্দিগ্ধার্থ, অনাকার ব্রহ্ম স্থিরীকৃত হইলে সে সকলের কোন একটা গতি বলিতে হইবেক। সেই গতি বলিবার জন্যই "প্রকাশবচ্চ" ইত্যাদি সূত্রের উত্থান এবং তাহাতেই সে সকলের সার্থক্যসিদ্ধি। [যদপ্যাহুঃ...সম্বন্ধাৎ] অন্য এক টীকাকার বলেন, সাকার ব্রহ্মবাদিনী শ্রুতিগণও প্রপঞ্চ-বিলয় দ্বারা নিরাকার ব্রহ্মের বোধক হয়, সে জন্য সে সকল শ্রুতির পৃথক্ অর্থ নাই। এ ব্যাখ্যাও সমীচীন নহে। পরবিদ্যাধিকারে অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের প্রকরণে যে প্রপঞ্চ পরিপঠিত, প্রপঞ্চ-বিলয় অর্থে সে সকলের সমাধান হইতে পারে। যেমন, "এই জীবভাব প্রাপ্ত ঈশ্বরের দশটী হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়। এই ঈশ্বরই ঐ দশ, শত ও সহস্র হরি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় (প্রাণীর একত্ব বিবক্ষায় দশ, অনেকত্ব বিবক্ষায় শত, সহস্র ও অনন্ত)" ইত্যাদি, এ সকল ও সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য প্রবিলয়, ইহা হইতেও পারে। কেননা, ঐ প্রস্তাব "সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য—"এইরূপে অনাকারব্রহ্মতাৎপর্য্যে উপসংহৃত (সমাপ্ত) হইয়াছে।

কিন্তু যে সকল প্রপঞ্চ উপাসনাধিকারে পঠিত, অথবা তিনি মনোময়, প্রাণশরীর ও দীপ্তিরূপ ইত্যাদি,—এ সকল ও সে সকল প্রপঞ্চের বিলয়ার্থতা ন্যায্য নহে। কেননা, "সেই উপাসক ক্রতু (উপাসনা—ধ্যান) করিবেক" এইরূপ এইরূপ প্রকৃত (যাহার জন্য প্রস্তাবারম্ভ, তাহা প্রকৃত) উপাসনা বিধির সহিতই ঐ সকলের সম্বন্ধ বা অন্বয়। [শ্রুত্যা...বাক্যত্বম্] যদি শব্দার্থের দ্বারা ঐ সকল

মুপাসনার্থত্বেঽবকল্প্যমানে ন লক্ষণয়া প্রবিলয়ার্থত্বমবকল্পতে। সর্ব্বেষাঞ্চ সাধারণে প্রবিলয়ার্থত্বে সতি "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" ইতি বিনিগমনকারণবচনমনবকাশং স্যাৎ। ফলমপ্যেষাং যথোপদেশং ক্বচিৎ দুরিতক্ষয়ঃ, ক্বচিদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তিঃ, ক্বচিৎ ক্রমমুক্তিরিত্যবগম্যত এবেতি। অতঃ পার্থগর্থ্যমেবোপাসনাবাক্যানাং ব্রহ্মবাক্যানাঞ্চ ন্যায্যং, নৈকবাক্যত্বম্।

কথঞ্চৈষামেকবাক্যতোৎপ্রেক্ষ্যেতেতি বক্তব্যম্। একনিয়োগপ্রতীতেঃ প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যবদিতি চেৎ, ন, ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগাভাবাৎ। বস্তুমাত্রপর্য্যবসায়ীনি হি ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগোপদেশীনীতি। এতদ্বিস্তরেণ প্রতিপাদিতং "তত্তু সমন্বয়াৎ" [বেদা০ অ০ ১। পা০ ১। সূ০ ৪] ইত্যত্র।

গুণের (ব্রহ্মধর্ম্মের) উপাসনার্থতা সিদ্ধ, হয় তাহা হইলে আর লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সে সকলের লয়প্রয়োজনতা কল্পনা করিতে পার না। সমুদায় গুণেরই সাধারণরূপে বিলয়ার্থতা নিশ্চিত হইলে "অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ" এই সূত্র নির্ব্বিষয় হইয়া পড়িবে, অর্থাৎ ঐ সূত্র বলিবার আর প্রয়োজন হয় না, অথবা উহার উল্লেখ নিরর্থক হয়। ঐ সকল উপাসনার ফলও উপদেশানুসারে কোথাও পাপক্ষয়, কোথাও ঐশ্বর্য্য (অণিমাদিশক্তি) লাভ, কোথাও বা ক্রমমুক্তি। অতএব, উপাসনাবাক্যের ও ব্রহ্মবোধক বাক্যের পৃথক্ অর্থ হওয়াই ন্যায্য, একবাক্য বা একার্থ হওয়া ন্যায্য নহে।

[কথঞ্চৈষা...ইত্যত্র] কি-প্রকারেই বা একবাক্যতার উন্নয়ন করিবে? তাহা বলিতে হইবে। এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস * বাক্যের ন্যায় একবাক্য বা একার্থ (উপাসনাবাক্য ও ব্রহ্মবাক্য মিলিয়া এক ব্রহ্মার্থবোধক) হইবে বলিবে, তাহা বলিতে পারিবে না। কেননা, ব্রহ্মবোধকবাক্যে নিয়োগ † নাই—নিয়োগ অসম্ভব। ব্রহ্মবাক্য কেবল মাত্র ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মায়, সে কারণে সে সকল বাক্য নিয়োগের উপদেশক নহে। এ সকল সবিস্তরে "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে।

---

* শ্রুতির এক স্থানে পঠিত আছে, দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগ করিবেক। অন্য স্থানে আছে, প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি করিবেক। ইহাতে মীমাংসাপরিশোধিত মত এই যে, ঐ সকল বাক্য মিলিত হইয়া এক দর্শপৌর্ণমাস যাগের বোধক হইবে।

† প্রপঞ্চ বিলয়বাদীর অভিপ্রায় এই যে, তন্মাত্র আকার ব্যতীত অন্য আকারের বিলয় করাই সেই সেই আকারবাদিনী শ্রুতির তাৎপর্য্য। মনোময়, এ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, তিনি মনোঽতিরিক্ত উপাধিশূন্য। এইরূপ, প্রাণাতিরিক্ত উপাধিশূন্য। (উপাসকের চিত্তবৃত্তি যেন তন্মাত্রাকারে প্রতিষ্ঠিত হয়, অন্যাকার গ্রহণ না করে, ইহাই ঐ সকল নিয়োগের তাৎপর্য্য) এবং এবং ক্রমে যখন শরীর ও প্রাণ নিবারিত হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধে মনেরও নিষেধ হইয়াছে; সুতরাং ঐ সমুদায় বাক্য চরমে নিরাকার ব্রহ্মেরই বোধক হইবে।

কিংবিষয়কশ্চাত্র নিয়োগোঽভিপ্রেত ইতি বক্তব্যম্। পুরুষো হি নিযুজ্যমানঃ কুর্ব্বিতি স্বব্যাপারে কস্মিংশ্চিৎ নিযুজ্যতে। ননু দ্বৈতপ্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নিয়োগবিষয়ো ভবিষ্যতি, অপ্রবিলাপিতে হি দ্বৈতপ্রপঞ্চে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতীত্যতো ব্রহ্মতত্ত্বাববোধ-প্রত্যনীকভূতো দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ প্রবিলাপ্যঃ। যথা স্বর্গকামস্য যাগোঽনুষ্ঠাতব্য উপদিশ্যতে, এবমপবর্গকামস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ। যথা চ তমসি ব্যবস্থিতং ঘটাদিতত্ত্বং অববুভুৎসমানেন তৎপ্রত্য-নীকভূতং তমঃ প্রবিলাপ্যতে, এবং ব্রহ্মতত্ত্বমববুভুৎসমানেন তৎ-প্রত্যনীকভূতঃ প্রপঞ্চঃ প্রবিলাপয়িতব্যঃ। ব্রহ্মস্বভাবো হি প্রপঞ্চো ন প্রপঞ্চস্বভাবং ব্রহ্ম। তেন নামরূপপ্রপঞ্চপ্রবিলাপ-নেন ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ভবতীতি।

অত্র বয়ং পৃচ্ছামঃ—কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো নাম। কিমগ্নি-প্রতাপসম্পর্কাৎ ঘৃতকাঠিন্যপ্রবিলয় ইব প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ কর্ত্তব্যঃ,

"কোঽয়ং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঃ" ইতি। বাস্তবস্য বা প্রপঞ্চস্য প্রবিলয়ঃ সর্পিষ ইবাগ্নিসংযোগাৎ, সমারোপিতস্য বা রজ্জ্বাং সর্পভাবস্যেব রজ্জুতত্ত্বপবিজ্ঞানাৎ। ন

[কিং...নিযুজ্যতে] অপিচ, কোন্ বিষয়ে বা কিরূপে নিয়োগ অভিপ্রেত, তাহা নিয়োগবাদীকে বলিতে হইবে। কেননা, যে "কর" ইত্যাদি প্রকারে নিযুজ্যমান হয়, সে নিয়োগের সমর্থ-কোন এক নিজ ব্যাপারেই নিযুক্ত হয়; সুতরাং উদাহৃত স্থলে কথিতপ্রকার নিয়োগ অভিপ্রেত কি-না, তাহা বলা আবশ্যক, কিন্তু বলিবার বা দেখাইবার উপায় নাই। (ব্যাপারের অযোগ্য বা অসাধ্য পদার্থে নিয়োগ হইতে পারে না।) [ননু...ভবতীতি] যদি বল, দ্বৈতপ্রপঞ্চবিলয় উক্ত নিয়োগের বিষয়, কেননা, দ্বৈতপ্রপঞ্চ বিলাপিত (বিলীন) না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয় না, সেই কারণে ব্রহ্মতত্ত্বাববোধের শত্রুস্বরূপ দ্বৈতপ্রপঞ্চ প্রবিলাপিত করিতে হয়। যাগ যেমন স্বর্গকামী পুরুষের অনুষ্ঠাতব্য, প্রপঞ্চ-বিলাপনও তেমনি মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য। ঘট আছে, কিন্তু অন্ধকার নিবন্ধন তাহার জ্ঞান হইতেছে না। এই বিশ্বাসের অনুবলে ঘটতত্ত্ব জিজ্ঞাসু যেমন ঘটতত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অন্ধকার বিলাপিত করে (আলোকের উদয় করিয়া), তেমনি, ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসুও ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক মিথ্যাপ্রপঞ্চ বিলাপিত করিবেন। প্রপঞ্চই ব্রহ্মস্বভাব, কিন্তু ব্রহ্ম প্রপঞ্চস্বভাব নহেন। তাই নামরূপপ্রপঞ্চবিলীন হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের বোধগম্য হয়।

[অত্র...ভবিষ্যৎ] যাঁহারা এইরূপ বলেন, ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, প্রপঞ্চবিলয় কথার অর্থ কি? (অর্থাৎ কিরূপ বিলয়?) অগ্নিসম্পর্কে যে,

আহোস্বিদেকস্মিন্ চন্দ্রে তিমিরকৃতানেকচন্দ্রপ্রপঞ্চবদবিদ্যাকৃতো ব্রহ্মণি নামরূপপ্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবিলাপয়িতব্য ইতি। তত্র যদি তাবদ্বিদ্যমানোঽয়ং প্রপঞ্চো দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিকো বাহ্যশ্চ পৃথিব্যাদিলক্ষণঃ প্রবিলাপয়িতব্য ইত্যুচ্যেত, স পুরুষ-মাত্রেণাশক্যঃ প্রবিলাপয়িতুমিতি তৎপ্রলয়োপদেশোঽশক্যবিষয় এব স্যাৎ। একেন চাদিমুক্তেন পৃথিব্যাদিপ্রবিলয়ঃ কৃতঃ, ইদানীং পৃথিব্যাদিশূন্যং জগদভবিষ্যৎ।

অথাবিদ্যাধ্যস্তো ব্রহ্মণ্যেকস্মিন্নয়ং প্রপঞ্চো বিদ্যয়া প্রবি-লাপ্যত ইতি ব্রূয়াৎ, ততো ব্রহ্মৈবাবিদ্যাধ্যস্ত-প্রপঞ্চপ্রত্যাখ্যানে-নাবেদয়িতব্যং "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্ব-মসি" ইতি। এবমাবেদিতে তস্মিন্‌বিদ্যা স্বয়মেবোৎপদ্যতে, তয়া

তাবদ্বাস্তবঃ সর্ব্বসাধারণঃ পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চঃ পুরুষমাত্রেণ শক্যঃ সমুচ্ছেত্তুম্। অপি চ প্রহ্লাদশুকাদিভিঃ পুরুষধৌরেয়ৈঃ সমূলমুন্মূলিতঃ প্রপঞ্চ ইতি শূন্যং জগদ্ ভবেৎ। ন চ বাস্তব, তত্ত্বজ্ঞানেন শক্যং সমুচ্ছেত্তুম্। আরোপিতরূপ-বিরোধিত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানস্যেত্যুক্তম্। সমারোপিতরূপস্ত প্রপঞ্চো ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনপরৈরেব বাক্যৈর্ব্রহ্মতত্ত্বমববোধযদ্ভিঃ শক্যঃ সমুচ্ছেত্তুমিতি কৃতমত্র বিধিনা। ন হি বিধি-শতেনাপি বিনা তত্ত্বাববোধনং প্রবর্ত্তস্বাত্মজ্ঞান ইতি বা, কুরু প্রপঞ্চপ্রবিলয়মিতি বেতি প্রবর্ত্তিতঃ শক্নোতি প্রপঞ্চপ্রবিলয়ং কর্ত্তুম্। ন চাস্যাত্মজ্ঞানবিধিং বিনা বেদান্তার্থ-ব্রহ্মতত্ত্বাববোধো ন ভবতি। মৌলিকস্য স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধেরেব বিবক্ষিতার্থতয়া

ঘৃতকাঠিন্য বিলীন হয় (গলিয়া যায়), জগৎপ্রপঞ্চকে কি তাহার ন্যায় বিলাপিত করিতে হইবে? অথবা চন্দ্রে নেত্রদোষজনিত দ্বিচন্দ্রাদি দর্শন হইলে তাহার বিলাপন যদ্রূপ, ব্রহ্মে অবিদ্যাদোষজনিত নামরূপপ্রপঞ্চের বিলাপনও তদ্রূপ করিতে হইবে? এই দৃশ্যমান দেহাদিলক্ষণ আধ্যাত্মিক-প্রপঞ্চ ও পৃথিব্যাদিলক্ষণ বাহ্য-প্রপঞ্চ, এই দ্বিবিধপ্রপঞ্চকে যদি ঘৃতকাঠিন্য-বিলাপনের ন্যায় বিলাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা কোনও ব্যক্তির শক্য নহে; সুতরাং প্রপঞ্চবিলয়করণের উপদেশ (বিধান) নির্ব্বিষয় অর্থাৎ প্রলাপতুল্য নিরর্থক। অপিচ, প্রথম মুক্ত পুরুষের দ্বারা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চের বিলয় সাধিত হওয়ায় ইদানীং পৃথিব্যাদি-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব না থাকাই উচিত।

[অথাবিদ্যা...জায়েত] যদি এমন বলা হয় যে, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ অদ্বয় ব্রহ্মে অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত, (যদ্রূপ রজ্জুতে সর্প আরোপিত, তদ্রূপ আরোপিত), সুতরাং এই আরোপিত প্রপঞ্চ বিদ্যার (তত্ত্বজ্ঞানের) দ্বারা

চাবিদ্যা বাধ্যতে, ততশ্চাবিদ্যাধ্যস্তঃ সকলোঽয়ং নামরূপপ্রপঞ্চঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চবৎ প্রবিলীয়তে। অনাবেদিতে তু ব্রহ্মণি ব্রহ্মবিজ্ঞানং কুরু, প্রপঞ্চপ্রবিলয়ঞ্চেতি শতকৃত্বোঽপ্যুক্তে ন ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রপঞ্চপ্রবিলয়ো বা জায়েত। নন্বাবেদিতে ব্রহ্মণি, তদ্বিজ্ঞান-বিষয়ঃ প্রপঞ্চবিলয়বিষয়ো বা নিয়োগঃ স্যাৎ, ন, নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মাত্মতত্ত্বাবেদনেনৈবোভয়সিদ্ধেঃ; রজ্জুস্বরূপপ্রকাশনেনৈব হি তৎস্বরূপ-বিজ্ঞানমবিদ্যাধ্যস্ত-সর্পাদিপ্রপঞ্চপ্রবিলয়শ্চ ভবতি। নচ কৃতমেব পুনঃ ক্রিয়তে। নিযোজ্যোঽপি চ প্রপঞ্চাবস্থায়াং

সকলস্য বেদরাশেঃ ফলবদর্থাববোধনপরতামাপাদয়তো বিদ্যমানত্বাৎ, অন্যথা কর্ম্ম-বিধিবাক্যান্যপি বিধ্যন্তরমপেক্ষেরন্নিতি। ন চ চিন্তাসাক্ষাৎকারয়োর্বিধিরিতি তত্ত্ব-সমীক্ষায়ামস্মাভিরুপপাদিতম্। বিস্তরেণ চায়মর্থস্তত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ। তস্মাজ্জ-র্ত্তিলযবাগ্বা জুহুয়াদিতিবদ্ বিধিসরূপা এতে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদয়ো ন তু বিধয় ইতি। তদিদমুক্তং দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানা ইতি। অপি চ ব্রহ্মতত্ত্বং নিষ্প্রপঞ্চমুক্তং, ন তত্র নিযোজ্যঃ কশ্চিৎ সম্ভবতি। জীবো হি নিযোজ্যো ভবেৎ, স চেৎ প্রপঞ্চপক্ষে বর্ত্ততে, কো নিযোজ্যস্তস্যোচ্ছিন্নত্বাৎ। অথ ব্রহ্মপক্ষে, তথাপ্যনিযোজ্যঃ, ব্রহ্মণোঽনিযোজ্যত্বাৎ। অথ ব্রহ্মণোঽনন্যোঽপ্যবিদ্যয়াঽন্য ইবেতি নিযোজ্যস্তদ-যুক্তম্। ব্রহ্মভাবং পারমার্থিকমবগময়তাগমেনাবিদ্যায়া নিরস্তত্বাৎ। তস্মান্নি-

---

বিলাপিত করিতে হইবেক, এরূপ হইলে ব্রহ্ম এক ও দ্বিতীয়রহিত, তিনিই সত্য, তাহাই আত্মা এবং তিনিই তুমি, ইত্যাদিপ্রকারে অবিদ্যাধ্যস্ত প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মযাথার্থ্য উপদেশ করা অর্থাৎ অধিকারী উপাসককে জ্ঞাপিত করা শাস্ত্রের কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযাথার্থ্য জ্ঞানগোচর করাইতে পারিলে আপনা হইতেই বিদ্যোৎপত্তি হইবেক, সেই বিদ্যা অবিদ্যা বিদূরিত করিবেক, অবিদ্যার অভাব হইলেই তৎকৃত সমুদায় নামরূপপ্রপঞ্চ স্বাপ্ন পদার্থের ন্যায় বিলীন হইবেক। ব্রহ্ম যদি বিজ্ঞাত না হন, অথচ "ব্রহ্মজ্ঞান কর" "প্রপঞ্চবিলয় কর" এই দুই কথা শত বার বল, তাহা হইলে কস্মিন্‌কালেও ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মিবে না এবং প্রপঞ্চ বিলয়ও হইবে না। [নন্বাবেদিতে...ক্রিয়তে] যদি ব্রহ্ম বিজ্ঞাপিত হন, তাহা হইলে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান ও প্রপঞ্চের বিলয়, এই দুই বিষয়ের নিয়োগ (বিধান) নিষ্প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ তাহা "কর" বলিয়া করাইতে হয় না। কেননা, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যাথার্থ্য প্রতীতি হইলে উক্ত উভয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। যেমন রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশিত (জ্ঞানগোচর) হইলে রজ্জুযাথার্থ্যের জ্ঞান ও তন্নিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান-বিজৃম্ভিত সর্পাদিপ্রপঞ্চের বিলয় আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়, ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেও সেইরূপ। যাহা কৃত অর্থাৎ সিদ্ধ, তাহা কৃতির (যত্নের বা চেষ্টার) অবিষয়। (ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিয়োগসাপেক্ষ নহে, কিন্তু ভ্রমনিবারক উপদেশসাপেক্ষ)। [নিযোজ্যোঽপি...এব] অপিচ, ব্রহ্মজ্ঞানে

যোঽবগম্যতে জীবো নাম, স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈব বা স্যাৎ? ব্রহ্মপক্ষস্যৈব বা? প্রথমে বিকল্পে নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মতত্ত্বপ্রতিপাদনেন পৃথিব্যাদিবজ্জীবস্যাপি প্রবিলাপিতত্বাৎ কস্য প্রপঞ্চপ্রবিলয়ে নিয়োগ উচ্যেত, কস্য বা নিয়োগনিষ্ঠতয়া মোক্ষোঽবাপ্তব্য উচ্যেত। দ্বিতীয়েঽপি ব্রহ্মৈবানিযোজ্যস্বভাবং জীবস্য স্বরূপম্। জীবত্বং ত্ববিদ্যাকৃতমেবেতি প্রতিপাদিতে ব্রহ্মণি নিযোজ্যাভাবাৎ নিয়োগাভাব এব। দ্রষ্টব্যাদিশব্দা অপি পরবিদ্যাধিকারপঠিতাস্তত্ত্বাভিমুখীকরণপ্রধানা ন তত্ত্বাববোধবিধিপ্রধানা ভবন্তি। লোকেঽপি ইদং পশ্যেদমাকর্ণয়েতি চৈবঞ্জাতীয়কেষু নির্দ্দেশেষু প্রণিধানমাত্রং কুর্ব্বিত্যুচ্যতে, ন সাক্ষাৎ জ্ঞানমেব কুর্ব্বিতি। জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপি জ্ঞানং কদাচিজ্জায়তে, কদাচিৎ ন জায়তে,

যোজ্যাভাবাদপি ন নিয়োগঃ। তদিদমুক্তং "জীবোনাম স প্রপঞ্চপক্ষস্যৈব" ইতি। অপি চ জ্ঞানবিধিপরত্বে তন্মাত্রান্তু জ্ঞানস্যাঙ্গৎপত্তেস্তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমভ্যুপগমনীয়ম্। তত্র বরং তত্ত্বপ্রতিপাদনপরত্বমেবাস্তু, তস্যাবশ্যাভ্যুপগন্তব্যাত্বেনোভয়বাদিসিদ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ কৃতং তত্ত্বজ্ঞানবিধিনেত্যাহ—"জ্ঞেয়াভিমুখস্যাপি" ইতি। ন চ জ্ঞানাধানে

ক্রিয়াকাণ্ডীয় নিযোজ্যের ন্যায় নিযোজ্য থাকা অসম্ভব। কেন? তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের যে নিযোজ্যব্যক্তি প্রপঞ্চাবস্থায় ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিব, সেই নিযোজ্য কে? সেই নিযোজ্য জীব। ইহা স্বীকৃত হইলেই জিজ্ঞাস্য হইবে;—জীব কি প্রপঞ্চান্তর্গত? না ব্রহ্মস্বরূপ? প্রপঞ্চার্গত হইলে জীব নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের দ্বারা পৃথিব্যাদির ন্যায় নিজেওবিলাপিত হইবে। জীব বিলাপিত (লয়প্রাপ্ত) হইলে কে তখন প্রপঞ্চবিলয় করিবে? কেই বা নিয়োগনিষ্ঠ থাকিয়া অর্থাৎ বিধান প্রতিপালন করতঃ মুক্ত হইবে? জীব যদি প্রপঞ্চান্তর্গত না হয়—ব্রহ্মই হয়, তবে সে পক্ষেও ব্রহ্মের অনিযোজ্যতা আছে। অর্থাৎ নির্গুণ-নিষ্ক্রিয় নির্লেপস্বভাব ব্রহ্ম নিয়োগার্হ নহেন। তাঁহার যে জীবভাব—তাহা অবিদ্যাকৃত; সুতরাং ব্রহ্মবিজ্ঞাপনের নিযোজ্য না থাকায় নিয়োগেরও অভাব আছে। তাৎপর্য্য এই যে, নিয়োগের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মবিজ্ঞান কেন, ঘটাদিজ্ঞানও নিয়োগের অনধীন। [দ্রষ্টব্যাদি…মুৎপদ্যতে] ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে "দ্রষ্টব্য" প্রভৃতি বিধিপ্রত্যয়যুক্ত শব্দ পঠিত হইলেও সে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিধায়ক নহে। সে সকল তত্ত্ববিষয়ে প্রণিধায়ক মাত্র। "ইহা দেখ" "ইহা শুন" "তাহাই জান" এইরূপ এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও কেবল প্রণিধান করিতে বলা হয়, অন্য কিছু অর্থাৎ "জ্ঞান কর" এ রূপ বলা হয় না। জ্ঞেয় পদার্থ সম্মুখে থাকিলেও কখন কখন প্রতিবন্ধক বশতঃ জ্ঞান হয় না, কখন বা প্রতিবন্ধকাভাবে

তস্মাত্তং প্রতি জ্ঞানবিষয় এব দর্শয়িতব্যো জ্ঞাপয়িতুকামেন। তস্মিন্ দর্শিতে স্বয়মেব যথাবিষয়ং যথাপ্রমাণঞ্চ জ্ঞানমুৎপদ্যতে।

ন চ প্রমাণান্তরেণান্যথাপ্রসিদ্ধেঽর্থেঽন্যথাজ্ঞানং নিযুক্তস্যাপ্যুপপদ্যতে। যদি পুনর্নিযুক্তোঽহমিত্যন্যথা জ্ঞানং কুর্য্যাৎ, ন তু তজ্জ্ঞানম্, কিং তর্হি? মানসী সা ক্রিয়া। স্বয়মেব চেদন্যথোৎপদ্যেত, ভ্রান্তিরেব স্যাৎ। জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যং যথাভূতবিষয়ঞ্চ, ন তন্নিয়োগশতেনাপি কারয়িতুং শক্যতে, ন হি তৎ পুরুষতন্ত্রম্। বস্তুতন্ত্রমেব হি তৎ। অতোঽপি নিয়োগাভাবঃ। কিঞ্চান্যৎ—নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব পর্য্যবস্যত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগতমনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্য, তদপ্রমাণকমেব স্যাৎ।

প্রমাণানপেক্ষস্যাস্তি কশ্চিদুপযোগো বিধেঃ, এবং হি তদুপযোগো ভবেদ্‌যদন্যথাকারং জ্ঞাতমন্যথাদর্শীত।

ন চ তচ্ছক্যং বাপি যুক্তমিত্যাহ—"ন চ প্রমাণান্তরেণ" ইতি। কিঞ্চান্যন্নিয়োগনিষ্ঠতয়ৈব চ পর্য্যবস্যত্যাম্নায়ে যদভ্যুপগতং ভবদ্ভিঃ। শাস্ত্রপর্য্যালোচনয়াঽনিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং জীবস্যেতি, তদেতচ্ছাস্ত্রবিরোধাদপ্রমাণকম্।

জ্ঞান হয়। সেই কারণে, জ্ঞাপক পুরুষ জিজ্ঞাসু পুরুষকে জ্ঞানের বিষয় দেখাইয়া দেয়, বিষয় দেখান হইলেই তাহার আপনা আপনি জ্ঞান জন্মে।

[ন চ...নিয়োগাভাবঃ] বস্তু চাক্ষুষাদি প্রমাণে যে-আকারে প্রসিদ্ধ, নিযুক্ত (শাস্ত্রের নিকট আজ্ঞাপ্রাপ্ত) পুরুষ তদ্বস্তুকে অন্য আকারে জানিবে, ইহা অনুপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিবহির্ভূত। আমি শাস্ত্রকর্ত্তৃক নিযুক্ত—শাস্ত্র আমাকে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুজ্ঞান উৎপাদন করিতে বলিতেছেন, এই জ্ঞানের বশ্য হইয়া যদি কোন শাস্ত্রনিযুক্ত পুরুষ চেষ্টার দ্বারা শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপ্রকারক জ্ঞান জন্মান, উৎপাদন করেন, তবে, সে স্থলে তাহা জ্ঞানপদবাচ্য হইবেক না; তাহা এক প্রকার মানসী ক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইবেক। আর যদি স্বয়ং অর্থাৎ বিনা চেষ্টায়, আপনা আপনি, ঐরূপ অন্যথা জ্ঞান জন্মে, তবে, সে স্থলে তাহা ভ্রান্তি বলিয়া গণ্য হইবে। জ্ঞান, বিষয় ও প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদিজনিত বিষয়াকারা মনোবৃত্তির) দ্বারাই জন্মে, এবং তাহা যথাবস্থিত বস্তুর আকারেই উৎপন্ন হয়, অন্যথা হয় না; সুতরাং শত শত নিয়োগও তাদৃশ জ্ঞান জন্মাইতে পারে না এবং শত শত নিষেধও নিবারণ করিতে শক্ত হয় না। (ফলিতার্থ এই যে, প্রমাণ-পাত হইলেই প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান হইবেক)। জ্ঞান পুরুষের অধীন নহে, তাহা বস্তুর অধীন। বস্তু যেমন, তেমনি জ্ঞান হইবেই হইবে, পুরুষ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই জন্যই বলি, জ্ঞানে নিয়োগ নাই। নিয়োগ কেবল অনুষ্ঠেয় বা কর্ত্তব্য পদার্থেই সম্ভবে। [কিঞ্চান্যৎ...শক্যাঃ]

অথ শাস্ত্রমেবানিযোজ্যব্রহ্মাত্মত্বং ব্যাচক্ষীত, তদববোধে চ পুরুষং নিযুঞ্জীত, ততো ব্রহ্মশাস্ত্রস্যৈকস্য দ্ব্যর্থপরতা বিরুদ্ধার্থপরতা চ প্রসজ্যেয়াতাম্। নিয়োগপরতায়াঞ্চ শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা কর্ম্মফলবন্মোক্ষফলস্যাদৃষ্টফলত্বমনিত্যত্বঞ্চেত্যেবমাদয়ো দোষা ন কেনচিৎ পরিহর্ত্তুং শক্যাঃ। তস্মাদবগতিনিষ্ঠান্যেব ব্রহ্মবাক্যানি ন নিয়োগনিষ্ঠানি। অতশ্চৈকনিয়োগপ্রতীতেরেকবাক্যতেত্যযুক্তম্। অভ্যুপগম্যমানেঽপি চ ব্রহ্মবাক্যেষু নিয়োগসদ্ভাবে তদেকত্বং নিষ্প্রপঞ্চোপদেশেষু সপ্রপঞ্চোপদেশেষু বা অসিদ্ধম্। ন হি শব্দান্তরাদিভিঃ প্রমাণৈর্নিয়োগভেদেঽবগম্যমানে সর্ব্বত্রৈকো নিয়োগ ইতি শক্যমাশ্রয়িতুম্। প্রযাজদর্শপূর্ণমাসবাক্যেষু ত্বধিকারাংশেনাভেদাদ্ যুক্তমেকত্বম্। ন ত্বিহ সগুণ-নিগু'ণচোদনাসু

তথৈতচ্ছাস্ত্রমনিযোজ্যব্রহ্মাত্বঞ্চ জীবস্য প্রতিপাদয়তি, জীবঞ্চ নিযুঙ্ক্তে, ততো দ্ব্যর্থঞ্চ বিরুদ্ধার্থঞ্চ স্যাদিত্যাহ—"অথ" ইতি। দর্শপৌর্ণমাসাদিবাক্যেষু জীবস্যানিযোজ্যস্যাপি বস্তুতো ঽধ্যস্তনিযোজ্যভাবস্য নিযোজ্যতা যুক্তা: ন হি তদ্বাক্যং তস্য নিযোজ্যতামাহ, অপি তু লৌকিকপ্রমাণসিদ্ধাং নিযোজ্যতামাশ্রিত্য দর্শপূর্ণমাসৌ বিধত্তে। ইদন্তু নিযোজ্যতামপনয়তি চ নিযুঙ্‌ক্তে চেতি দুর্ঘটমিতি ভাবঃ। "নিয়োগপরতায়াঞ্চ" ইতি। পৌর্ব্বাপর্য্যালোচনয়া বেদান্তানাং তত্ত্বনিষ্ঠতা শ্রুতা, ন শ্রুতা নিয়োগনিষ্ঠতেত্যর্থঃ। অপি চ নিয়োগনিষ্ঠত্বে বাক্যস্য দর্শপৌর্ণমাসকর্ম্মণ ইবাপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাদাত্মজ্ঞানকর্ম্মণোঽপ্যপূর্ব্বাবান্তরব্যাপারাদেব স্বর্গাদিফলবন্মোক্ষস্যানন্দরূপফলস্য সিদ্ধিঃ। তথা চানিত্যত্বং সাতিশয়ত্বঞ্চ

অধিক কি বলিব, সমুদায় বেদকে যদি নিয়োগপ্রধান বল, তাহা হইলে, বেদে যে জীবের অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতা কথন আছে, তাহা নিরর্থক ও নিষ্প্রমাণ হইবে।

যদি এমন হয় যে, শাস্ত্র অনিযোজ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব বলেন ও তজ্জ্ঞাপনার্থ পুরুষকে (জ্ঞান কর, বলিয়া প্রেরণ) করেন, তাহা হইলে এক ব্রহ্মশাস্ত্রের (বেদান্ত-শাস্ত্রের) স্কন্ধে বিরুদ্ধ দুইটী অর্থ বলার, বা বিরুদ্ধ দুইটী প্রতিপাদ্য প্রতিপাদন করার দোষ অর্পণ করা হয়। ব্রহ্মশাস্ত্রকে নিয়োগপ্রধান বলিতে গেলে শ্রুত-হানি-দোস, অশ্রুতকল্পনা-দোষ, কর্ম্মফলের ন্যায় মোক্ষের অদৃষ্টোৎপাদ্যতা ও অনিত্যতা এই দুই দোষ, এবং ঐরূপ অন্যান্য অপরিহার্য্য অনেক প্রকার দোষ হইবে, কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। [তস্মা...মাশ্রয়িতুম্] অতএব, সমুদায় বেদান্তবাক্য অবগতি-অর্থেই পর্য্যবসিত, নিয়োগ অর্থে নহে। বেদান্তবাক্য নিয়োগবাদী নহে বলিয়াই বাদীর পূর্ব্বোক্ত "এক নিয়োগ প্রতীত হওয়ায় একবাক্য হইবে, একার্থ প্রতিপাদক হইবে" এই কথা অসঙ্গত বা যুক্তিবহির্ভূত হইতেছে। বেদান্তবাক্যে নিয়োগ (বিধি, কর্ত্তব্যতারূপে উপদেশ বা আজ্ঞা) স্বীকার করিলেও, তাহার

কশ্চিদেকত্বাকারাংশোঽস্তি। ন হি ভারূপত্বাদয়ো গুণাঃ প্রপঞ্চবিলয়োপকারিণো ভবন্তি। নাপি প্রপঞ্চবিলয়াদয়ো গুণা ভারূপত্বাদিগুণোপকারিণঃ, পরস্পরবিরোধিত্বাৎ। ন হি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রবিলাপং প্রপঞ্চৈকদেশাপেক্ষণঞ্চৈকস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুক্তং সমাবেশয়িতুম্। তস্মাদস্মদুক্ত এব বিভাগ আকারবদনাকারোপদেশানাং যুক্ততর ইতি ॥ ৩। ২। ২১ ॥

স্বর্গবত্তবেদিত্যাহ—"কর্ম্মফলবদ্" ইতি। "অপি চ ব্রহ্মবাক্যেষু" ইতি। সপ্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চোপদেশেষু হি সাধ্যানুবন্ধভেদাদেকনিয়োগত্বমসিদ্ধং, দর্শপৌর্ণমাসপ্রযাজবাক্যেষু তু যদ্যপ্যনুবন্ধভেদস্তথাপ্যধিকারাংশস্য সাধ্যস্য ভেদাভাবাদভেদ ইতি॥৩।২।২১॥

একত্ব স্বীকার দুর্ঘট। নির্গুণের অথবা সগুণের যে কোন প্রকারের উপদেশ হউক, বেদান্তবাক্যে নিয়োগের একত্ব (এক নিয়োগ) সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্যসমূহকে আকার বিলয়ন দ্বারা নিরাকারে স্থাপন করা ও নিরাকার বাক্যের সহিত একার্থ করা দুর্ঘট হয়। শব্দভেদ প্রভৃতির দ্বারা * বিভিন্ন নিয়োগ (বিধি) প্রতীত হয় সত্য; কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। সর্ব্বত্র একাকার নিয়োগ প্রথা অবলম্বিত হইতে পারে না। কেন-না, তাহা অযুক্ত—যুক্তিবহির্ভূত। [প্রযাজ... সমাবেশয়িতুম্] প্রযাজ ও দর্শপূর্ণমাস স্থলে † অধিকারাংশের ঐক্য থাকায় একবাক্যতা যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বেদান্তের সগুণ-নির্গুণ-উপদেশস্থলে কোনও রূপ ঐক্যাংশ নাই। (একের সহিত অপরের ঐক্য করিয়া একার্থ করিবার উপায় নাই)। বিবেচনা কর, দীপ্তিরূপত্ব গুণকে ‡ প্রপঞ্চবিলয়ের ও প্রপঞ্চবিলয়কে দীপ্তিরূপ গুণের উপকারী (অঙ্গ) বলা যায় কি? তাহা যায় না। কারণ এই যে, ঐ গুণদ্বয় পরস্পরবিরোধী। বিরুদ্ধতা বশতঃ এক বস্তুতে বা একাধারে নিখিল প্রপঞ্চের অভাব ও প্রপঞ্চমধ্যপাতী একাংশ বা অংশবিশেষ স্থাপন করিতে পার না। [তস্মা...ইতি] অতএব, সাকার নিরাকার উপদেশ সমূহের মধ্যে অন্যের কথিত বিভাগ অপেক্ষা অস্মদীয় বিভাগই যুক্ততর ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ২২ ॥

---

* ভিন্ন ক্রিয়াবাচী শব্দ—শব্দভেদ। নির্গুণ সগুণ ইত্যাদি রূপভেদ। প্রকরণভেদ ফলভেদ, অর্থাৎ কোন উপাসনার ফল মুক্তি, কোন উপাসনার ফল অভ্যুদয় (স্বর্গাদি)। এই সকল অবলম্বনে যে যুক্তি পঠিত হয়, তাহাও প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

† প্রযাজ—দর্শপূর্ণমাসনামক যাগের একটী অঙ্গ। দর্শ ও পূর্ণমাস, এতন্নামক দুইটী যাগে একটী প্রধান যাগ নিষ্পন্ন হয়। প্রযাজ ও অনুযাজ প্রভৃতি তাহার অবয়ব বা অঙ্গ। গণেশ পূজা যেমন সমুদায় প্রধান পূজার অঙ্গ, প্রযাজ অনুযাজও তেমনি দর্শপূর্ণমাস যাগের অঙ্গ। পূর্ব্বমীমাংসায় ঐ সকলের বোধক শ্রুতি একত্রিত করিয়া একমাত্র প্রধান যাগের বোধক করা হয়। বেদান্তোক্ত নির্গুণ সগুণ উপাসনাবোধক বাক্য সমূহকে সেরূপ করিবার উপায় নাই।

‡ পরমাত্মা দীপ্তিরূপী, ইত্যাদিক্রমে একটী উপাসনা কথিত হইয়াছে। ঐ উপাসনার

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ॥ ৩।২।২২॥*

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চেতচ্চ" ত্যচ্চ ইত্যুপক্রম্য পঞ্চ মহাভূতানি দ্বৈরা-

---

অধিকরণবিষয়মাহ—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে" ইতি। দ্বে এব ব্রহ্মণো রূপে। ব্রহ্মণঃ পরমার্থতোঽরূপস্যাধ্যারোপিতে দ্বে এব রূপে, তাভ্যাং হি তদ্রূপ্যতে। তে দর্শয়তি—"মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ"। সমুচ্চীয়মানাবধারণম্। অত্র পৃথিব্যপ্তেজাংসি ত্রীণি ভূতানি ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং মূর্চ্ছিতাবয়বমিতরেতরানুপ্রবিষ্টাবয়বং কঠিনমিতি যাবৎ। তস্যৈব বিশেষণান্তরাণি মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকং স্থিতমব্যাপি অবচ্ছিন্নমিতি যাবৎ। সৎ অন্যেভ্যো বিশিষ্যমাণমসাধারণধর্ম্মবদিতি যাবৎ। গন্ধস্নেহোষ্ণতাশ্চান্যোন্যব্যবচ্ছেদহেতবোঽসাধারণধর্ম্মাস্তস্যৈতস্য ব্রহ্মরূপস্য তেজোঽবন্নস্য চতুর্ব্বিশেষণস্যৈষ রসঃ সারঃ, য এষ সবিতা তপতি। অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষঞ্চ। তদ্ধি ন কঠিনমিত্যমূর্ত্তমেতদমৃতমমরণধর্ম্মকম্। মূর্ত্তং হি মূর্ত্ত্যন্তরেণাভিহন্যমানমবয়ববিশ্লেষাদ্ধ্বংসতে, ন তু তথাভাবঃ সম্ভবত্যমূর্ত্তস্য। এতদ্যৎএতি গচ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি এতত্ত্যং নিত্যপরোক্ষমিত্যর্থঃ। তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ সবিতৃমণ্ডলে পুরুষঃ। করণাত্মকো হিরণ্যগর্ভপ্রাণাহ্বয়স্তস্য হ্যেষ রসঃ সারো নিত্যপরোক্ষতা চ সাম্যামত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মমিদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণান্তরাকাশাভ্যাং ভূতত্রয়ং শরীরারম্ভকমেতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য

"ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। (পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ; পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিত রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত=মূর্ত্তিমৎ অর্থাৎ স্থূল। অমূর্ত্ত=তদ্রহিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম। পৃথিবী, জল ও তেজ, এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয় অমূর্ত্ত রূপ), মূর্ত্ত রূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল—নশ্বর। অমূর্ত্তরূপটী অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী। স্থিত অর্থাৎ অব্যাপী বা পরিচ্ছিন্ন। সৎ অর্থাৎ অন্যাপেক্ষা বিশেষ বা অসাধারণধর্ম্মবিশিষ্ট। ত্যৎ ও এতৎ অর্থাৎ নিত্যপরোক্ষ।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ ও পঞ্চ মহাভূতকে মূর্ত্তামূর্ত্ত রাশিদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "অমূর্ত্ত ভূতদ্বয়ের সার লিঙ্গাত্মা হিরণ্যগর্ভ—যিনি ঐ সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা ও পুরুষ। মূর্ত্ত ভূতত্রয়ের সার এই দক্ষিণ চক্ষুঃ—এতদধিষ্ঠিত পুরুষ অমূর্ত্তভূতের সার।

পরমাত্মা দীপ্তিরূপগুণে উপাস্য। এই দীপ্তিরূপত্ব গুণ প্রপঞ্চবিলয়ের বিরোধী; সুতরাং তাহার সহিত প্রপঞ্চবিলয়ের ঐক্য হইবে না। অন্যান্য গুণেও এইরূপ জানিবে।

* হি যস্মাৎ প্রকৃতং যৎ এতাবত্ত্বং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং রূপং, তৎ প্রতিষেধতি। যথা ভূয়ঃ পুনরপি পরমস্তীতি ব্রবীতি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ততস্তস্মাৎ ব্রহ্মণো ন কেবলং নির্ব্বিশেষচিন্মাত্রত্বমপি তু সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেন সদ্রূপত্বমিতি স্থিতিঃ।

যেহেতু শ্রুতি ব্রহ্মের প্রস্তাবিত দ্বৈরূপ্য (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত) নিষেধ করতঃ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম

শ্যেন প্রবিভজ্যামূর্ত্তরসস্য চ পুরুষশব্দোদিতস্য মাহারজনাদীনি রূপাণি দর্শয়িত্বা পুনঃ পঠ্যতে, "অথাত আদেশো নেতি নেতি। ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণো নেত্যন্যৎ পরমস্তি" ইতি। তত্র কোহস্য

মর্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ সতো হ্যেষ রস ইতি। অথামূর্ত্ত প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্যাকাশঃ। এতদমৃতমেতদ্‌যদেতত্ত্যং, তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈ-তস্যামৃতস্যৈতত্ত্যস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্ পুরুষস্তস্যৈবং রসঃ। লিঙ্গস্য হি করণাত্মকস্য হিরণ্যগর্ভস্য দক্ষিণমক্ষ্যধিষ্ঠানং শ্রুতেরধিগতম্। তদেবং ব্রহ্মণ ঔপাধিকয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োরাধ্যাত্মিকাধিদৈবিকযোঃ কার্য্যকারণ-ভাবেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ সত্যদশব্দবাচ্যয়োঃ। অথেদানীং তস্য করণাত্মনঃ পুরুষস্য লিঙ্গস্য রূপং বক্তব্যম্। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়ং বিচিত্রং মায়াম-হেন্দ্রজালোপমং তদ্বিচিত্রৈর্দৃষ্টান্তৈস্তবাদর্শয়তি তদ্‌যথা "মাহারজনম্" ইত্যাদিনা। এতদুক্তং ভবতি। মূর্ত্তামূর্ত্তবাসনাবিজ্ঞানময়স্য বিচিত্রং রূপং লিঙ্গস্যেতি। তদেবং নিরবশেষং সবাসনং সত্যরূপমুক্ত্বা যত্তৎ সত্যস্য সত্যমুক্তং ব্রহ্ম তৎ-স্বরূপাবধারণার্থমিদমারভ্যতে। যতঃ সত্যস্য রূপং নিঃশেষমুক্তমতোহবশিষ্টং সত্যস্য যৎ সত্যং তস্যানন্তরং তদুক্তিহেতুকং স্বরূপং বক্তব্যমিত্যাহ—"অথাত আদেশঃ"। কথম্। সত্যসত্যস্য পরমাত্মনস্তমাহ—"নেতি নেতি"। এত-দর্থকথনার্থমিদমধিকরণম্। নন্বু কিমেতাবদেবাদেশ্যমুতেতঃ পরমন্যদপ্যস্তীত্যত আহ—"ন হ্যেতস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ" ইতি। •নেত্যাদিষ্টাদন্যৎ পরমস্তি যদাদেশ্যং ভবেৎ।

তাহা প্রাণ বা লিঙ্গাত্মা।" এইরূপে শ্রুতি পরমাত্মার উপাধি আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক মূর্ত্তামূর্ত্তবিভাগ কথনপূর্ব্বক লিঙ্গাত্মার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মার উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন। রূপবর্ণনকালে মাহারজনাদি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন মাহারজন বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ আবিক বাস, যেমন ইন্দ্রগোপ, তিনিও তেমনি, ইত্যাদি। তাঁহার রূপ বাসনাময়; সুতরাং স্বাপ্নিক বা মায়িক;, সেই জন্য তাঁহার স্বরূপ বিচিত্র। (মহারজন=হরিদ্রা, পাণ্ডু=শ্বেত। আবিক=পশম)। ফলিতার্থ এই যে, মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থের সংস্কারীজাত বিজ্ঞান বিচিত্র, তাহাই আধিদৈবিক আধিভৌতিক ও লিঙ্গাত্মার, ইন্দ্রিময় আত্মার, অথবা হিরণ্যগর্ভ নামক সূত্রাত্মার স্বরূপ। সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন, "অতঃপর ঐ সকল কারণে আদেশ অর্থাৎ কথন বা বলা যায়, তাহা নহে—তাহা নহে। (ফলিতার্থ এই যে, যাহা বলা হইল, পরমার্থ পক্ষে তাহা ব্রহ্ম নহে; তাহা ব্রহ্মের উপাধিমাত্র।) যাহা প্রকৃত আদেশ্য, তাহা "তাহা নহে" "তাহা নহে" এই নিষেধের নিষেধ্য হইতে ভিন্ন, পর বা পরম ও অস্তিরূপ (সত্তাত্মক)। * [তত্র...দিষু] এখানে জিজ্ঞাসা এই যে, "না বা নহে" এই

এতদতিরিক্তও আছেন", সেই হেতু স্থির হয়, পরমার্থকল্পে অন্য কিছু নাই এবং তাঁহার রূপাদিও পরমার্থকল্পে নাই। তিনি কেবল সদ্রূপ। (বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুবাদে পাইবেন)।

* শ্রুতি ব্রহ্ম বুঝাইবার উদ্দেশে প্রথমে মূর্ত্তামূর্ত্ত-বাসনা-বিজ্ঞানময় লিঙ্গাত্মার স্বরূপ বলিয়াছেন। পরে বলিয়াছেন, এ সকল সত্য। তৎপরে বলিয়াছেন, যাহা এই সত্যের সত্য, তাহা ব্রহ্ম।

প্রতিষেধস্য বিষয় ইতি জিজ্ঞাসামহে। ন হ্যত্রেদং তদিতি বিশেষিতং কিঞ্চিৎ প্রতিষেধ্যমুপলভ্যতে। ইতি-শব্দেন ত্বত্র প্রতিষেধ্যং কিমপি সমর্প্যতে—নেতি নেতীতি, ইতি-শব্দপরত্বান্নঞ্-প্রয়োগস্য। ইতি-শব্দশ্চায়ং সন্নিহিতালম্বন এবং-শব্দ সমানবৃত্তিঃ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে 'ইতি হ স্মোপাধ্যায়ঃ কথয়তি' ইত্যেবমাদিষু। সন্নিহিতঞ্চাত্র প্রকরণসামর্থ্যাদ্ রূপদ্বয়ং সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণঃ। তচ্চ ব্রহ্ম, যস্য তে দ্বে রূপে। তত্র নঃ সংশয় উপজায়তে—কিময়ং প্রতিষেধো রূপে রূপবচ্চোভয়মপি প্রতিষেধতি ? আহোস্বিদেক-তরম্ ? যদাপ্যেকতরং, তদাপি কিং ব্রহ্ম প্রতিষেধতি, রূপে

তস্মাদেতাবদেবাদেশ্যং নাপরমস্তীত্যর্থঃ। অত্রৈবমর্থে নেতিনা যৎ সন্নিহিতং পরামৃষ্টং, তন্নিষিধ্যতে নঞা। সন্নিহিতঞ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তসবাসনং রূপদ্বয়ম্। তদ-বচ্ছেদকত্বেন চ ব্রহ্ম। তত্রেদং বিচার্য্যতে। কিং রূপদ্বয়ং সবাসনং ব্রহ্ম চ সর্ব্বমেব চ প্রতিষিধ্যত, উত ব্রহ্মৈবাথ সবাসনং রূপদ্বয়ম্, ব্রহ্ম তু পরিশিষ্যত-ইতি। যদ্যপি তেষু তেষু বেদান্তপ্রদেশেষু ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদিতং, তদসদ্ভাব-জ্ঞানঞ্চ নিন্দিতমস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চাত্র সত্ত্বমবধারিতং তথাপি সদ্বোধ-রূপং তদ্ব্রহ্ম সবাসনমূর্ত্তামূর্ত্তরূপসাধারণতয়া চ সামান্যং, তস্য চৈতে বিশেষা মূর্ত্তামূর্ত্তাদয়ঃ, ন চ তত্তদ্বিশেষনিষেধে সামান্যমবস্থাতুর্মহতি, নির্ব্বিশেষস্য

নিষেধের বিষয় বা নিষেধ্য কি ? শ্রুতি ঐ নিষেধবাক্যে কাহার নিষেধ করিয়া-ছেন ? সংশয় হইবার কারণ এই যে, ঐ স্থানে কোনরূপ নাম-নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্যের উল্লেখ নাই। ইহা, তাহা বা অমুক এরূপ কোন কথা নাই। না থাকায় ঐ নিষেধের কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য উপলব্ধ হয় না। কেবল ন+ইতি=নেতি—এইরূপে ঐ ন-কারের পর 'ইতি' শব্দ থাকায় সেই "ইতি" শব্দে সামান্যতঃ কোন এক অনির্দ্দিষ্ট নিষেধ্য সমর্পিত হয়, (প্রতীত) করায়। ইতি-শব্দ সন্নি-হিতবাচী। যেমন এবং-শব্দ, তেমনি ইতি-শব্দ। বেদেও এবং-শব্দের অর্থে ইতি-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"উপাধ্যায় ইতি অর্থাৎ এইরূপ বলিয়াছেন।" ইত্যাদি। [সন্নিহিতঞ্চাত্র...মতিঃ] অতএব, যাহা সন্নি-

---

এই বিচারটী সেই শ্রুত্যুক্ত সত্য-সত্য ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণার্থ অবতারিত। শ্রুতি যে নিখিল সত্যরূপ বলিয়া সত্য-সত্যের স্বরূপ বিজ্ঞাপনার্থ "নেতি" "নেতি" বলিয়াছেন, অর্থাৎ "না" "না" এই নিষেধবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা সত্য-সত্যের স্বরূপ প্রতীত হয় না, প্রত্যুত নানাপ্রকার সংশয় আগমন করে। কেননা, প্রোক্ত নিষেধের নিষেধ্য ঐ স্থলে অভিহিত নাই। নিষেধ্যের অভিধান না থাকায় ব্রহ্মপর্য্যন্ত নিষেধ্যান্তর্গত হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং প্রস্তাবের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বিচার পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা ঐ তত্ত্বের নির্ণয় করা আবশ্যক, সুতরাং বিচারারম্ভ নিরর্থক নহে।

পরিশিনষ্টি ? আহোস্বিদ্রূপে প্রতিষেধতি, ব্রহ্ম পরিশিনষ্টি ? ইতি। তত্র প্রকৃতত্বাবিশেষাদুভয়মপি প্রতিষেধতীত্যাশঙ্কামহে। দ্বৌ তৌ প্রতিষেধৌ, দ্বির্নেতি-শব্দপ্রয়োগাৎ। তয়োরেকেন সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং প্রতিষিধ্যতে, অপরেণ রূপবদ্ব্রহ্মেতি ভবতি মতিঃ। অথবা ব্রহ্মৈব রূপবৎ প্রতিষিধ্যতে। তদ্ধি বাঙ্মনসাতীতত্বাদ-সম্ভাব্যমানসদ্ভাবং প্রতিষেধার্হং, ন তু রূপপ্রপঞ্চঃ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাৎ প্রতিষেধার্হঃ। অভ্যাসস্ত্বাদরার্থঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

সামান্যস্যাযোগাৎ। যথাহুঃ—'নির্ব্বিশেষং ন সামান্যং ভবেচ্ছশবিষাণবৎ' ৮ ইতি। তস্মাত্তদ্বিশেষনিষেধেঽপি তৎসামান্যস্য ব্রহ্মণোঽনবস্থানাৎ সর্ব্বস্যৈবাঽয়ং নিষেধঃ। অতএব ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎপরমস্তীতি নিষেধাৎ পরং নাস্তীতি সর্ব্বনিষেধমেব তত্ত্বমাহ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি চোপাসনাবিধান-বন্নেয়ং, ন ত্বস্তিত্বমেবাস্য তত্ত্বম্। তৎপ্রশংসার্থঞ্চাসদ্ভাবজ্ঞাননিন্দা। যচ্চাস্যত্র ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনং তদপি মূর্ত্তামূর্ত্তরূপপ্রতিপাদনবন্নিষেধার্থমসন্নিহিতোঽপি চ তত্র নিষেধো যোগ্যত্বাৎ সম্বধ্যতে। যথাহুঃ—'যেন যস্যাভিসম্বন্ধো দূরস্থস্যাপি তেন সঃ' ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বস্যৈবাঽবিশেষেণ নিষেধ ইতি প্রথমঃ পক্ষঃ। অথবা পৃথিব্যাদিপ্রপঞ্চস্য সমস্তস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধত্বাদ্ ব্রহ্মণস্তু বাঙ্মনসাগোচরতয়া সকলপ্রমাণবিরহাৎ কতরস্যাস্তু নিষেধ ইতি বিশয়ে প্রপঞ্চ-প্রতিষেধে সমস্তপ্রত্যক্ষাদিব্যাকোপপ্রসঙ্গাদ্ব্রহ্মপ্রতিষেধে ত্বব্যাকোপাদ্-ব্রহ্মৈব প্রতিষেধেন সম্বধ্যতে যোগ্যত্বান্ন প্রপঞ্চস্তদ্বৈপরীত্যাৎ। বীপ্সা তু তদ-ত্যন্তাভাবসূচনায়েতি মধ্যমঃ পক্ষঃ। তত্র প্রথমং পক্ষং নিরাকরোতি—

হিত—পূর্ব্বকথিত, তাহাই ইতি-শব্দের বোধ্য। সন্নিধানে অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মের রূপদ্বয় বর্ণিত আছে। তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপদ্বয় যাঁহার, এইরূপে বর্ণিত আছে; সুতবাং সংশয় হয়। সংশযের আকার এই যে, ঐ নিষেধ কি রূপ-দ্বয় ও রূপদ্বয়যোগী ব্রহ্ম,—উভয়ের নিষেধক ? অথবা একতরের নিষেধক ? যদি একতরের নিষেধক হয়, তবে, তদ্দ্বারা কি ব্রহ্মেরই নিষেধ হইয়াছে ? (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে ?) না কেবল রূপদ্বয়ের নিষেধ হইয়াছে ? (ব্রহ্মের রূপ নাই বলা হইয়াছে ?) প্রকৃতে বিশেষোক্তি না থাকায় অর্থাৎ প্রকরণে উভয়ের প্রস্তাব থাকায় উভয়েরই নিষেধাশঙ্কা হয়। অপিচ, দুই বার "নেতি" শব্দের প্রয়োগ থাকাতে মনে হয়, ঐ স্থলে দুইটী নিষেধ। একটীর দ্বারা ব্রহ্মগত প্রপঞ্চরূপের ও অন্যটীর দ্বারা রূপবদ্ব্রহ্মের নিষেধ হইয়াছে। [অথবা...প্রসঙ্গাৎ] অথবা যাঁহার মূর্ত্তামূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে, তাঁহারই—সেই ব্রহ্মেরই—নিষেধ হইয়াছে (ব্রহ্ম নাই বলা হইয়াছে)। তিনি বাক্যও মনের অগোচর, সেই কারণে তাঁহার সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব অসম্ভাব্যমান। অতএব, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই নিষেধের যোগ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম নিষেধের যোগ্য নহে। রূপ-প্রপঞ্চ প্রত্যক্ষ, সুতরাং তাহা নিষেধের অযোগ্য। (যাহা চক্ষে দেখা যায়,

ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে, শূন্যবাদপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চিদ্ধি পরমার্থমালম্ব্যাপরমার্থঃ প্রতিষিধ্যতে, যথা রজ্জ্বাদিষু সর্পাদয়ঃ। তচ্চ পরিশিষ্যমাণে কস্মিংশ্চিদ্ভাবেঽবকল্পতে। কৃৎস্নপ্রতিষেধে হি কোঽন্যো ভাবঃ পরিশিষ্যেত। অপরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে, তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্যৈব পরমার্থতাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ। নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যতে, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইত্যুপক্রমবিরোধাৎ। "অসন্নেব

"ন তাবদুভয়প্রতিষেধ উপপদ্যতে শূন্যবাদপ্রসাঙ্গাৎ" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ— উপাধয়ো হ্যস্য পৃথিব্যাদয়োঽবিদ্যাকল্পিতাঃ ন তু শোণ-কর্কাদয় ইব বিশেষা অশ্বস্য। ন চোপাধিবিগমে উপহিতস্যাভাবোঽপ্রতীতির্ব্বা। ন হ্যপাধীনাং দর্পণমণিকৃপাণাদীনামপগমে মুখস্যাভাবোঽপ্রতীতির্ব্বা। তস্মাদুপাধিনিষেধেঽপি নোপহিতস্য শশবিষাণায়মানতা অপ্রত্যয়ো বা। ন চ ইতীতি সন্নিধানাবিশেষাৎ সর্ব্বস্য প্রতিষেধ্যত্বমিতি যুক্তম্। ন হি ভাবমনুপাশ্রিত্য প্রতিষেধ উপপদ্যতে, কিঞ্চিদ্ধি কচিন্নিষিধ্যতে। ন হ্যনাশ্রয়ঃ প্রতিষেধঃ শক্যঃ প্রতিপত্তুম্। তদিদমুক্তম-পরিশিষ্যমাণে চান্যস্মিন্ য ইতরঃ প্রতিষেদ্ধুমারভ্যতে, তস্য প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বাৎ তস্যৈব পরমার্থত্বাপত্তেঃ প্রতিষেধানুপপত্তিঃ।

মধ্যমং পক্ষং প্রতিক্ষিপতি। নাপি ব্রহ্মনিষেধ উপপদ্যতে। যুক্তং যন্নৈসর্গিকাবিদ্যাপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চঃ প্রতিষিধ্যতে, প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য। ব্রহ্ম তু নাবিদ্যাসিদ্ধং নাপি প্রমাণান্তরাৎ। তস্মাৎ শব্দেন প্রাপ্তং প্রতিষেধ-নীয়ম্। তথা চ যস্তস্য শব্দঃ প্রাপকঃ, স তৎপর ইতি স ব্রহ্মণি প্রমাণ-মিতি কথমস্য নিষেধোঽপি প্রমাণবান্। ন চ পর্য্যুদাসাধিকরণপূর্ব্ব-পক্ষন্যায়েন বিকল্পঃ, বস্তুনি সিদ্ধস্বভাবে তদনুপপত্তেঃ। ন চাবাঙ্মনসগোচরো বুদ্ধ্যাবালেখিতুং শক্যঃ। অশক্যশ্চ কথং নিষিধ্যতে। প্রপঞ্চস্ত্বনাদ্যবিদ্যাসিদ্ধো-ঽনূদ্য ব্রহ্মণি প্রতিষিধ্যত ইতি যুক্তম্। তদিমামনুপপত্তিমভিপ্রেত্যোক্তং "নাপি ব্রহ্মপ্রতিষেধ উপপদ্যতে" ইতি। হেত্বন্তরমাহ—"ব্রহ্ম তে ব্রবাণি" ইতি। "উপ-

---

তাহা নাই বলা যায় না; সুতরাং তাহা নিষেধের যোগ্য নহে)। দুই বার নিষেধ অর্থাৎ নেতি-শব্দের উল্লেখ আছে সত্য; তাহার এক উল্লেখের আদ-রার্থতা ব্যতীত অন্য অর্থ নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম যখন বাক্য ও মনের অগোচর, তখন তাঁহাকে নাই বলাই শ্রেয়ঃ ও আদরণীয়, এই অভিপ্রায়ে ঐ দ্বিরুক্তি ন্যস্ত হইয়াছে। এই আশঙ্কার বা এই পূর্ব্বপক্ষের উপর বলা যায়, উভয়নিষেধ যুক্তিসিদ্ধ নহে। উভয়নিষেধে শূন্যবাদ আইসে।

[কিঞ্চিদ্ধি...প্রসঙ্গাচ্চ] যদ্রূপ রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পাদির নিষেধ, সেইরূপ, কোন এক পরমার্থসৎ আধার অবলম্বন করিয়া তাহাতে অপরমার্থের (মিথ্যার) নিষেধ হইয়া থাকে। নিষেধ সঙ্গত বা সাধু হইতে পারে, যদি কিছু অব-শেষ থাকে। সর্ব্বনিষেধ হইলে কোনও বস্তু অবশিষ্ট থাকিবেক না। যদি

স ভবত্যসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" ইত্যাদিনিন্দাবিরোধাৎ, "অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ" ইত্যবধারণবিরোধাৎ, সর্ব্ববেদান্তব্যাকোপপ্রসঙ্গাচ্চ। বাঙ্মনসাতীতত্বমপি ব্রহ্মণো নাভাবাভিপ্রায়েণাভিধীয়তে। ন হি মহতা পরিকরবন্ধেন "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যেবমাদিনা বেদান্তেষু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য, তস্যৈব পুনরভাবোঽভিলপ্যেত, "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরম্" ইতি ন্যায়াৎ। অতঃ প্রতিপাদনপ্রক্রিয়া ত্বেষা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা

ক্রমবিরোধাৎ" ইতি। উপক্রমপরামর্শোপসংহারপর্য্যালোচনয়া হি বেদান্তানাং সর্ব্বেষামেব ব্রহ্মপরত্বমুপপাদিতং প্রথমেঽধ্যায়ে। ন চাসত্যামাকাঙ্ক্ষায়াং দূরতরস্থেন প্রতিষেধেনৈষাং সম্বন্ধঃ সম্ভবতি। যচ্চ বাঙ্মনসাতীততয়া ব্রহ্মণস্তৎপ্রতিষেধস্য ন প্রমাণান্তরবিরোধ ইতি। তত্রাহ—"বাঙ্মনসাতীতত্বমপি" ইতি। প্রতিপাদয়ন্তি বেদান্তা মহতা প্রযত্নেন ব্রহ্ম। ন চ নিষেধায় তৎপ্রতিপাদনমনুপপত্তেরিত্যুক্তমধস্তাৎ। ইদানীন্তু নিষ্প্রয়োজনমিত্যুক্তং, প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্যেতি ন্যায়াৎ। তস্মাদ্বেদান্তবাচা মনসি সন্নিধানাদ্ ব্রহ্মণো বাঙ্মনসাতীতত্বং নাঞ্জসম্, অপি তু প্রতি-

---

অবশেষ না থাকে, কিছুই না থাকে, তাহা হইলে যাহাতে অন্যের নিষেধ অর্থাৎ যাহাতে "নাই" বলিবে, তাহাও নিষেধের অবিষয় হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বনিষেধ সিদ্ধ হইবে না। কেননা, এক পরমার্থ সৎ থাকায় তাহার নিষেধ যুক্তিবহির্ভূত হয়। অপিচ, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে তাহা উপপন্ন হইবে না; কেননা, তাহা "তোমাকে ব্রহ্ম বলিব" এই উপক্রমের বা প্রতিজ্ঞার-বিরুদ্ধ এবং তাহা "সেও অসৎ হয়—যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে।" ইত্যাদি বাক্যে যে, অসদ্ব্রহ্মবাদীর নিন্দা অভিহিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধও বটে। "অস্তি—আছেন, এইরূপে তিনি উপলব্ধব্য।" এই যে, অবধারণ অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মনিষেধপক্ষ তাহারও বিরোধী। অধিক কি বলিব, ব্রহ্মের নিষেধ বলিতে গেলে সমুদায় বেদান্তের অবমাননা করা হইবে। (অতএব, লৌকিক প্রমাণপ্রাপ্ত দ্বৈতই উক্ত নিষেধের নিষেধ্য; বেদান্তপ্রথিত অদ্বয় ব্রহ্ম নিষেধ্য নহে)। [বাঙ্মনসা...ষেধতীতি। শ্রুতি তাঁহাকে বাক্যমনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে তাঁহার অভাব অর্থাৎ নাস্তিত্ব কথিত হয় নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম নাই, এ অভিপ্রায়ে বাক্যাদির অগোচর বলা হয় নাই। প্রমাণভূতা শ্রুতি মহা আড়ম্বরে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন" "ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্দ ও অনন্ত" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অবশেষে ব্রহ্ম নাই বলিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐরূপ বলিবার প্রয়োজনও নাই। শরীরে পাঁক মাখিয়া তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পাঁক না মাখাই

সহ” ইতি। এতদুক্তং ভবতি—বাঙ্মনসাতীতমবিষয়ান্তঃপাতি-প্রত্যগাত্মভূতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মেতি। তস্মাৎ ব্রহ্মণো রূপপ্রপঞ্চং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেত্যবগন্তব্যম্। তদেতদুচ্যতে—“প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি” ইতি।

প্রকৃতং যদেতাবত্ত্বং পরিচ্ছিন্নং মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণং ব্রহ্মণো রূপং, তদেষ শব্দঃ প্রতিষেধতি। তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থেঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ। তজ্জনিতমেব চ বাসনালক্ষণমপরং রূপমমূর্ত্তরসভূতং পুরুষশব্দোদিতং লিঙ্গাত্মব্যপাশ্রয়ং মাহারজনাদ্যুপমাভির্দ্দর্শিতম্, অমূর্ত্তরসস্য চ পুরুষস্য চক্ষুর্গ্রাহ্যরূপ-

---

পাদনপ্রক্রিয়োপক্রম এবঃ। যথা গবাদয়ো বিষয়াঃ সাক্ষাচ্ছব্দগ্রাহিকয়া প্রতিপাদ্যন্তে প্রতীয়ন্তে চ, নৈবং ব্রহ্ম। যথাহুঃ—ভেদপ্রপঞ্চবিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণমিতি।

নম্নু প্রকৃতপ্রতিষেধে ব্রহ্মণোঽপি কস্মান্ন প্রতিষেধ ইত্যত আহ—“তদ্ধি প্রকৃতং প্রপঞ্চিতঞ্চ” ইতি। প্রধানং প্রকৃতং, প্রপঞ্চশ্চ প্রধানং ন ব্রহ্ম। তস্য ষষ্ঠ্যন্ততয়া প্রপঞ্চাবচ্ছেদকত্বেনাপ্রধানত্বাদিত্যর্থঃ।

ভাল, ইহা সামান্য লৌকিক পুরুষেরাও বুঝে। “বাক্য ও মন যাঁহাকে না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বাক্য যাঁহাকে বলিতে, কিংবা মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না”, এ শ্রুতি তাঁহার অভাব বলেন নাই; কিন্তু ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রক্রিয়া বা প্রণালী মাত্র বলিয়াছেন। উহাতে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরূপটী বাক্যমনের অতীত অর্থাৎ অবিষয়। প্রত্যগাত্মা অবিষয় ও নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিষেধ—ঐ “নেতি নেতি” বাক্য—রূপপ্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকে পরিশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, অন্য কিছু নাই, ইহা বলিয়াছেন।” সূত্রকারও “প্রকৃতৈতাবত্ত্বং প্রতিষেধতি” এই অংশের দ্বারা ঐ কথাই বলিয়াছেন।

[প্রকৃতং...নুপপত্তেঃ] যে এতাবত্ত্ব প্রস্তাবিত অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রস্তাবে যে, ব্রহ্মের মূর্ত্তামূর্ত্তলক্ষণ পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ “নেতি” শব্দে তাহারই নিষেধ হইয়াছে। অর্থাৎ উহা পরমার্থকল্পে নাই, ইহাই ঐ শব্দে বলা হইয়াছে। যাহা প্রকৃত, তাহা পূর্ব্বে অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতভেদে দ্বিভাগে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তজ্জনিত বাসনাত্মক অপর একটী রূপ—যাহা অমূর্ত্তরূপের রস অর্থাৎ সার, তাহা পুরুষ ও লিঙ্গাত্মা-শব্দে শব্দিত হইয়াছে এবং সেরূপটী মাহারঞ্জন অর্থাৎ হরিদ্রাক্ত বস্ত্র প্রভৃতি উপমান দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে (শ্রুতিকর্ত্তৃক)। অমূর্ত্ত ভূতের সারস্বরূপ মূর্ত্ত-বাসনাময় হিরণ্যগর্ভের চক্ষুর্গ্রাহ্য রূপ নাই বলিয়াই উপমান দ্বারা বুঝাইতে

যোগিত্বানুপপত্তেঃ। তদেতৎ সপ্রপঞ্চং ব্রহ্মণো রূপং সন্নিহিতালম্বনেনেতি-করণেন প্রতিষেধক-নঞং প্রত্যুপনীয়ত ইতি গম্যতে। ব্রহ্ম তু রূপবিশেষণত্বেন ষষ্ঠ্যা নির্দ্দিষ্টং পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে, ন স্বপ্রধানত্বেন। প্রপঞ্চিতে চ তদীয়ে রূপদ্বয়ে, রূপবতঃ স্বরূপজিজ্ঞাসায়ামিদমুপক্রান্তং "অথাত আদেশো নেতি নেতি" ইতি। তত্র কল্পিতরূপপ্রত্যাখানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবেদনমিদমিতি নির্ণীয়তে। তদাস্পদং হীদং সমস্তং কার্য্যং নেতি নেতীতি প্রতিষিদ্ধম্। যুক্তঞ্চ কার্য্যস্য বাচারম্ভণশব্দাদিভ্যোঽসত্ত্বমিতি "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষেধনং, ন তু ব্রহ্মণঃ, সর্ব্বকল্পনামূলত্বাৎ।

ন চাত্রেয়মাশঙ্কা কর্ত্তব্যা—কথং হি শাস্ত্রং স্বয়মেব ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মেব পুনঃ প্রতিষেধতি "প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য

"ততোঽন্যদ্ব্রবীতি" ইতি নেতি নেতীতি প্রতিষেধাদন্যদ্ভূয়ো ব্রবীতীতি, তন্নির্ব্বচনম্, "ন হ্যেতস্মাদিত্যস্য যদা ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি নেত্যাদিষ্টাদ্ব্রহ্মণো-

---

হইয়াছে। [তদেতৎ...মূলত্বাৎ] এই সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মরূপ ইতি-শব্দে উপস্থাপিত হইয়া নিষেধার্থক ন-কারে উপনীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বগ্রন্থস্থ ব্রহ্ম-শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিশেষণভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে প্রদর্শিত হইয়াছেন। রূপদ্বয় (মূর্ত্তামূর্ত্ত) প্রপঞ্চিত হওয়ায়, রূপবানের অর্থাৎ যাঁহার সেই দুই রূপ—তাঁহার অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) স্বতই উৎপন্ন হয়, তৎপরিপূরণার্থ "অথাত আদেশো নেতি নেতি" এরূপে উপক্রম। ঐ উপক্রমবাক্যে ব্রহ্মের কল্পিত রূপ প্রত্যাখ্যান, ও স্বরূপের বিজ্ঞাপন, এই দুই তত্ত্ব নির্ণীত হয়। এই যে-কিছু কার্য্য—যে-কিছু জন্মবান্ বস্তু—সমস্তই ব্রহ্মাশ্রিত। সেই কারণে এ সকল ব্রহ্মে নিষিদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, অবিচারিত জ্ঞানে এ সকল ব্রহ্মাস্পদ, কিন্তু পরমার্থজ্ঞানে এ সকল মিথ্যা অর্থাৎ আদৌ অসত্য। কার্য্য (জন্যবস্তু) মাত্রেই বাক্যারব্ধ অর্থাৎ কথা মাত্র, বস্তুসৎ নহে, ইত্যাদি শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ব প্রসিদ্ধ আছে; সুতরাং তাহারই নিষেধ যুক্তিযুক্ত। ব্রহ্ম সমুদায় কল্পনার মূল; সুতরাং ব্রহ্ম নিষেধের অর্থাৎ ব্রহ্মকে নাই বলার উপায় নাই।

[ন চাত্রেয়...নিবর্ত্ততে] শাস্ত্র ব্রহ্মের রূপদ্বয় দেখাইয়া নিষেধ করিলেন কেন? কর্দ্দম মাখিয়া ধৌতকরণ অপেক্ষা কর্দ্দম না মাখাই-ত ভাল? এ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে। তৎপ্রতি হেতু এই যে, শাস্ত্র ব্রহ্মের ঐ রূপদ্বয় প্রতিপাদ্যভাবে

দূরাদস্পর্শনং বরম্” ইতি। যতো নেদং শাস্ত্রং প্রতিপাদ্যত্বেন ব্রহ্মণো রূপদ্বয়ং নির্দ্দিশতি, লোকপ্রসিদ্ধন্ত্বিদং রূপদ্বয়ং কল্পিতং পরামৃশতি প্রতিষেধ্যত্বায় শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায় চেতি নিরবদ্যম্। দ্বৌ চৈতৌ প্রতিষেধৌ যথাসঙ্খ্যন্যায়েন দ্বে অপি মূর্ত্তামূর্ত্তে প্রতিষেধতঃ। যদ্বা, পূর্ব্বঃ প্রতিষেধো ভূতরাশিং প্রতিষেধতি, উত্তরো বাসনারাশিম্। অথবা “নেতি নেতি” ইতি বীপ্সেয়মিতীতি যাবৎ কিঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যতে, তৎ সর্ব্বং ন ভবতীতি তদর্থঃ। পরিগণিতপ্রতিষেধে হি ক্রিয়মাণে, যদি নৈতদ্ ব্রহ্ম, কিমন্যদ্ ব্রহ্ম ভবেদিতি জিজ্ঞাসা স্যাৎ, বীপ্সায়ান্তু সত্যাং সমস্তস্য বিষয়জাতস্য প্রতিষেধাদবিষয়ঃ প্রত্যগাত্মা ব্রহ্মেতি জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। ‘তস্মাৎ প্রপঞ্চমেব ব্রহ্মণি কল্পিতং প্রতিষেধতি, পরিশিনষ্টি চ ব্রহ্মেতি নির্ণয়ঃ। ইতশ্চৈষ এব নির্ণয়ো যতঃ, ততঃ প্রতিষেধাদ্ভূয়ো ব্রবীতি—‘অন্যৎ পরমস্তি’ ইতি।

*অন্যৎ পরমস্তীতি ব্যাখ্যানং, তদা প্রপঞ্চপ্রতিষেধাদন্যদ্ব্রহ্মৈব ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্।

উল্লেখ করেন নাই, বলেন নাই, লৌকিক প্রমাণ প্রাপ্ত অর্থাৎ বিচারিত জ্ঞানাভাব-প্রযুক্ত কল্পিত তদ্দ্বয়ের অনুবাদ বা অনুসন্ধান মাত্র করিয়াছেন। ঐ মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপদ্বয়ের পরামর্শ (অনুসন্ধান) ও নিষেধ্যতা কথন শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন উদ্দেশেই কৃত হইয়াছে। ঐ প্রতিষেধদ্বয় যথাসঙ্খ্য ন্যায়ে অর্থাৎ যথাক্রমে মূর্ত্তামূর্ত্ত রূপের প্রতিষেধ করে। অথবা প্রথম নিষেধে ভূতরাশির এবং দ্বিতীয় নিষেধে বাসনারাশির নিষেধ হইয়াছে। কিম্বা “নেতি” “নেতি” এই দ্বিরুক্ত প্রয়োগ বীপ্সা। বীপ্সা প্রয়োগের ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মে যে কিছু উৎপ্রেক্ষিত হয় ও হইতে পারে, সে সমস্তই তাঁহাতে নাই। “ইহা নহে” এতাবৎমাত্র পরিগণিত নিষেধে জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, তবে কি অন্য কিছু ব্রহ্ম? এইরূপ জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়। আর বীপ্সা হইলে সমুদায় বিষয়ের ব্রহ্মত্ব নিষেধ হয়, তাহাতে অবিষয় প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মতা নিশ্চিত হয়। নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই জিজ্ঞাসা ও সংশয় থাকে না। [তস্মাৎ...ব্রূয়াৎ] প্রদর্শিত যুক্তিতে সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে, শ্রুতি ব্রহ্মের রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া কেবল ব্রহ্মকে অবশেষিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই পরমার্থ সৎ বস্তু আছেন, আর সকল নাই বা মিথ্যা। অন্য হেতুতেও ঐ নির্ণয় লব্ধ হয়। সে হেতু এই—শ্রুতি ঐ প্রতিষেধের পর অর্থাৎ “ইহা নহে ইহা নহে” এইরূপ নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন “যাবৎ নিষেধ্য ভিন্ন পরমাত্মা আছেন।” সমুদায় নিষেধযোগ্যের

অভাবাবসানে হি প্রতিষেধে ক্রিয়মাণে কিমন্যৎ পরমস্তীতি ব্রূয়াৎ।

তত্রৈষাক্ষরযোজনা—নেতি নেতীতি ব্রহ্মাদিশ্য তমেবাদেশং পুনর্নির্ব্বক্তি। নেতি নেতীত্যস্য কোঽর্থঃ? ন হ্যেতস্মাৎ ব্রহ্মণো ব্যতিরিক্তমস্তীতি, অতো নেতি নেতীত্যুচ্যতে, ন পুনঃ স্বয়মেব নাস্তীত্যর্থঃ। তচ্চ দর্শয়তি 'অন্যৎ পরমপ্রতিষিদ্ধং ব্রহ্মাস্তি' ইতি। যদা পুনরেবমক্ষরাণি যোজ্যন্তে—ন হ্যেতস্মাদিতি নেতি নেতি প্রপঞ্চপ্রতিষেধরূপাদেশনাদন্যৎ পরমাদেশনং ন ব্রহ্মণোঽস্তীতি, তদা "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ইত্যেতন্নামধেয়বিষয়ং যোজয়িতব্যম্। "অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্" ইতি হি ব্রবীতি ইতি। তচ্চ ব্রহ্মাবসানে প্রতিষেধে সমঞ্জ-

যদা তু ন হ্যেতস্মাদিতি সর্ব্বনাম্না প্রতিষেধো ব্রহ্মণ আদেশঃ পরামৃশ্যতে, তদাপি প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ন প্রতিপত্তব্যম্, অপি তু তেন প্রতিষেধেন ভাবরূপং ব্রহ্মোপলক্ষ্যতে। কস্মাদিত্যত আহ—"ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" ইতি। যস্মাৎ প্রতিষেধস্য পরস্তাদপি ব্রবীতি, অথ ব্রহ্মণো নামধেয়ং—নাম সত্যস্য সত্যমিতি, তদ্ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ "প্রাণা বৈ সত্যম্" ইতি। মাহারজনাদ্যুপমিতং লিঙ্গমুপলক্ষয়তি। তৎ খলু সত্যমিতরাপেক্ষয়া, তস্যাপি পরং সত্যং ব্রহ্ম। তদেবং যতঃ প্রতিষেধস্য

নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ যাহা নিষেধের অযোগ্য, অথচ যাহা নিষেধসীমা, তাহাই ব্রহ্ম। নিষেধ করিতে করিতে যদি কিছু না থাকে, যদি সর্ব্বাভাবই অভিপ্রেত হয়, তবে, শ্রুতি "পরমস্তি" শব্দে কাহাকে বলিলেন?

[তত্রৈষা...ইতি] এই ব্যাখ্যা অনুসারে সূত্রস্থ পদের অর্থ এইরূপ—শ্রুতি নেতি নেতি—ব্রহ্ম এরূপ সেরূপ নহে, এইরূপে ব্রহ্মোপদেশ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—নেতি নেতি—এরূপ নহে। এরূপ নহে, এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বা ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নাই; সুতরাং নেতি নেতি বলা হইল। ঐ কথার, নেতি নেতি কথার, এমন অর্থ হয় না যে, তিনি স্বয়ং নাস্তি। তাহা বা সেই তাৎপর্য্যই ঐ বাক্যে দর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ "অনিষিদ্ধ—নিষেধের অযোগ্য ব্রহ্ম আছেন।" [যদা... স্যামঃ] এরূপ যোজনাও (সূত্রার্থ) করিতে পার। যথা—নেতি নেতি এই প্রপঞ্চনিষেধাত্মক উপদেশ ব্যতীত পর অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপদেশ (ব্রহ্মবিষয়ক) আর নাই। এই ব্যাখ্যায় "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ" এই সূত্রশেষকে নাম-কথন অর্থে যোজনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সেই জন্যই শ্রুতি তাঁহার তদর্থবোধক

সম্ভবতি। অভাবাবসানে তু প্রতিষেধে কিং সত্যস্য সত্যমিত্যুচ্যেত। তস্মাদ্ ব্রহ্মাবসানোঽয়ং প্রতিষেধো নাভাবাবসান ইত্যধ্যবস্যামঃ ॥ ৩ । ২ । ২২ ॥

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ৩ । ২ । ২৩ ॥*

যৎ প্রতিষিদ্ধাৎ প্রপঞ্চজাতাদন্যৎ পরং ব্রহ্ম, তদস্তি চেৎ কস্মাৎ ন গৃহ্যত ইতি। উচ্যতে—তদব্যক্তমনিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং, সর্ব্বদৃশ্যসাক্ষিত্বাৎ। আহ হ্যেবং শ্রুতিঃ "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে, নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। স এষ নেতি নেত্যাত্মা, অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে।" "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্।"

পরস্তাদ্‌ব্রবীতি, তস্মান্ন প্রপঞ্চপ্রতিষেধমাত্রং ব্রহ্ম, অপি তু ভাবরূপমিতি। তদেবং পূর্ব্বস্মিন্ ব্যাখ্যানে নির্ব্বচনং ব্রবীতীতি ব্যাখ্যাতম্, অস্মিংস্তু সত্যস্য সত্যমিতি ব্রবীতীতি ব্যাখ্যেয়ম্। শেষমতিবোহিতার্থম্ ॥ ৩ । ২ । ২২ ॥

[রত্নপ্রভা। অগ্রাহ্যত্বাৎ ব্রহ্ম নাস্তীতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রং ব্যাচষ্টে—যৎ-

নামসমূহ বলিয়াছেন। তদ্‌যথা—"ব্রহ্ম সত্যের সত্য, প্রাণই সত্য (প্রাণ=ব্রহ্ম), তত্তাবতের মধ্যে ব্রহ্মই সত্য" ইত্যাদি। নিষেধপক্ষ যদি ব্রহ্মে অবসান প্রাপ্ত হয়, তবেই ঐ নামকথন সঙ্গত হয়। সর্ব্বনিষেধে বা অভাববাদে উহা সঙ্গত হয় না। যে নিষেধের চরমে অভাব, সে নিষেধ অভিপ্রেত হইলে "সত্যের সত্য" বলিবেন কেন? অতএব, বুঝিতে হইবে, ঐ নিষেধ ব্রহ্মাবসান, অভাবাবসান নহে ॥ ৩ । ২ । ২২ ॥

বলা হইল, নিষিধ্যমান প্রপঞ্চের অতিরিক্ত ব্রহ্ম আছেন। যদি থাকেন, ত গৃহীত হন না কেন? জ্ঞান-বিষয় না হন কেন? তাহা বলিতেছি। 'তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য, (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত প্রমাণ-গ্রাহ্য। সে প্রমাণ ধ্যান-ধারণা-সমাধি-সংস্কৃত-মানস জ্ঞানবিশেষ।) তৎপ্রতি হেতু এই যে, তিনি নিখিল দৃশ্যের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা (প্রকাশক)। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। যথা—"চক্ষুঃ তাঁহাকে গ্রহণ করে না, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও তাঁহাকে গ্রহণ করে না। তপস্যার ও কর্ম্মের দ্বারাও তিনি বিজ্ঞাত হন না।" "আত্মা

* তৎ ব্রহ্ম অব্যক্তং রূপাদ্যভাবাৎ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং, ন ত্বসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। হি আহ ব্রবীতি ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্যতাং শ্রুতিরিতি শেষঃ।

প্রতিষেধ-যোগ্যেরই প্রতিষেধ হয়, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সমুদায়ই প্রতিষেধ্য যদি এতদতিরিক্ত ব্রহ্ম থাকেন, তবে দৃষ্ট হন না কেন? তাহা বলিতেছি। তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অগম্য; সেই জন্যই তিনি ইন্দ্রিয়পথে ব্যক্ত হন না।

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে" ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইত্যেবমাদ্যা ॥ ৩ । ২ । ২৩ ॥

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩ । ২ । ২৪ ॥*

অপি চ, এনমাত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চমব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথাহি শ্রুতিঃ—

প্রতিষিদ্ধাদিতি। রূপাদ্যভাবাদব্যক্তমিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যং, ন ত্বসত্ত্বাদিত্যর্থঃ। অন্যৈর্দ্দেবৈরিন্দ্রিয়ান্তরৈর্ন গৃহ্যত ইত্যন্বয়ঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ২ । ২৩ ॥]

[রত্নপ্রভা। তর্হি কদা গ্রাহ্যমিতি শঙ্কোত্তরং সূত্রং ব্যাখ্যাতি—অপি চৈনমিতি। চস্ত্বর্থঃ, ইন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যতে, অপি তু সংবাধনেন শাস্ত্রসংস্কৃতমনসেত্যর্থঃ। ভক্তিধ্যানাভ্যাং প্রত্যগাত্মনশ্চিত্তে প্রকর্ষেণ নিধানং স্থাপনং প্রণিধানং। জপনমস্কারাদিরাদিশব্দার্থঃ। স্বয়ম্ভূরীশ্বরঃ। খানীন্দ্রিয়াণি। পরাঞ্চি অনাত্মগ্রাহকাণি কৃত্বা ব্যতৃণৎ নাশিতবান্। স হি তেষাং নাশো যদসমর্থগ্রাহিতয়া সর্জ্জনং, তস্মাৎ

এরূপ নহে, সেরূপ নহে।" "যেহেতু আত্মা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গৃহীত হন না, সেই হেতু তিনি অগৃহ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহেন", "তাহা অদৃশ্য ও অগ্রহণীয়।" "যখন এই সুপ্রসিদ্ধ, অদৃশ্য, অনাত্ম্য ও নির্ব্বচনের অযোগ্য আত্মা—ইত্যাদি। ইহাঁর অনুরূপা স্মৃতি ঐ কথাই বলিয়াছেন। যথা—"তত্ত্বজ্ঞকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, ইনি অব্যক্ত, চিন্তার অপ্রাপ্য এবং অবিকার্য্য।" ইত্যাদি ॥ ৩।২।২৩ ॥

যোগীরাই সংরাধনকালে (আরাধনার সময়) এই অব্যক্ত ও নিষ্প্রপঞ্চ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করেন। চিত্ত ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ হইলে তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম প্রণিধান। এই ভক্তি-ধ্যান-প্রণিধান ও নামজপ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম 'সংরাধন' বা আরাধনা। যদি বল, যোগীরা যে, আরাধনা কালে তাঁহাকে দেখিতে পান, তাহা তোমরা কিসে জানিলে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যায়, শ্রুতিপ্রমাণে ও স্মৃতিপ্রমাণে জানিয়াছি। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—

---

* সংরাধনমারাধনমিত্যনর্থান্তরম্। আরাধনকালে এনমাত্মানং পশ্যন্তি যোগিন ইতি পূরণীয়ম্। স আত্মা ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানসংস্কৃতমনসৈব গৃহ্যতে, ন ত্বিন্দ্রিয়ৈঃ। এতচ্চ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বিজ্ঞায়তে। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্।

এই নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ বিজ্ঞাত হন না। শ্রুতির ও স্মৃতির দ্বারা জানা যায় যে, ইনি আরাধনাকালে আরাধকের ভক্তিপবিত্র চিত্তে বিজ্ঞাত অর্থাৎ প্রকাশিত হন।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" ইতি।
"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ,
ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।"
ইতি চৈবমাদ্যা। স্মৃতিরপি—
"যং বিনিদ্রা জিতশ্বাসাঃ সন্তুষ্টাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।
জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুঞ্জানাস্তস্মৈ যোগাত্মনে নমঃ॥
যোগিনস্তং প্রপশ্যন্তি ভগবন্তং সনাতনম্॥"
ইতি চৈবমাদ্যা॥ ৩।২।২৪॥

নন্বু সংরাধ্যসংরাধকভাবাভ্যুপগমাৎ পরাপরাত্মনোরন্যত্বং স্যাদিতি। নেত্যুচ্যতে—

[তেষাং তথাসৃষ্টত্বাৎ সর্ব্বো লোকঃ পরাগর্থমেব পশ্যতি, নান্তরাত্মানম্। কশ্চিত্তু ধীরো ধীমানাবৃত্তচক্ষুর্নিরুদ্ধেন্দ্রিয়ঃ শুদ্ধে চেতসি প্রত্যগাত্মানং শাস্ত্রেণ পশ্যতি মোক্ষার্থীত্যর্থঃ। ততঃ কর্ম্মণা বিশুদ্ধচিত্তো জ্ঞানাখ্যসত্ত্বোৎকর্ষেণ ধ্যায়ংস্তং নিষ্কলং পশ্যতীত্যর্থঃ। বিনিদ্রা বিতমস্কাঃ। তত্র হেতুর্জ্জিতশ্বাসত্বং প্রাণায়ামনিষ্ঠত্বম্। যুঞ্জানা ধ্যায়িনঃ। যোগলভ্য আত্মা যোগাত্মা॥ ইতি রত্নপ্রভা॥ ৩।২।২৪॥]

"স্বয়ম্ভু অর্থাৎ পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে পরাগদর্শী অর্থাৎ অনাত্মদর্শী করিয়া নিগৃহীত করিয়াছেন। সেই কারণে তাহারা (ইন্দ্রিয়েরা) অনাত্ম (বাহ্য)বস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। সেই জন্য, কোন কোন ধীর (মোক্ষার্থী) তাঁহাকে ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কেবলমাত্র জ্ঞানধ্যানাদি-সংস্কৃত চিত্তে শাস্ত্রবাক্যা-বলম্বনে দেখিতে পান।" "কামনা বর্জ্জনপুরঃসর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, (বুদ্ধি নির্ম্মলা হয়), তাহার অন্য নাম জ্ঞানপ্রসাদ (জ্ঞান প্রসন্ন অর্থাৎ নির্ম্মল হওয়ার নাম জ্ঞানপ্রসাদ)। যোগী জ্ঞানপ্রসাদবিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞানাখ্য সত্ত্বোৎকর্ষ-বিশিষ্ট ও ধ্যানরত হইয়া সেই নিষ্কল (নিরাকার) পুরুষকে দর্শন করেন।" ইত্যাদি। স্মৃতিপ্রমাণ যথা—"শ্বাসজয়ী অর্থাৎ প্রাণায়াম-তৎপর তমোগুণবর্জ্জিত, সুতরাং সন্তুষ্ট ও সংযতেন্দ্রিয় যোগীরা ধ্যানযোগে যে জ্যোতিঃ দর্শন করেন, সেই যোগলভ্য জ্যোতির (আত্মার) উদ্দেশে আমার নমস্কার।" "যোগীরাই সেই সনাতন ভগবান্‌কে অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান।" ইত্যাদি॥ ৩।২।২৪॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আরাধ্য-আরাধকভাব (সেব্যসেবক-ভাব) স্বীকার করিতে গেলে জীবপরমাত্মার ভেদ স্বীকার করিতে হয় কি-না। সূত্রকার তদুত্তরার্থ বলিতেছেন যে, না, হয় না——

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ৩ । ২ । ২৫ ॥*

যথা প্রকাশাকাশসবিতৃপ্রভৃতয়োঽঙ্গুলিকরকোদকপ্রভৃতিষু কর্ম্মসূপাধিভূতেষু সবিশেষা ইবাবভাসন্তে, ন চ স্বাভাবিকীমবিশেষাত্মতাং জহতি, এবমুপাধিনিমিত্ত এবায়মাত্মভেদঃ, স্বতস্ত্বৈকাত্ম্যমেব। তথা হি বেদান্তেম্বভ্যাসেনাসকৃজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োরভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ॥ ৩ । ২ । ২৫ ॥

অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ৩ । ২ । ২৬ ॥*

অতশ্চ স্বাভাবিকত্বাদভেদস্যাবিদ্যাকৃতত্বাচ্চ ভেদস্য

[রত্নপ্রভা। যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্যন্তে, ন স্বতঃ, এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাপি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপাধৌ ভিদ্যতে, স্বতস্তস্যাবৈশেষ্যমেকরসত্বমেব তত্ত্বমসীত্যভ্যাসাদিতি সূত্রযোজনা ॥ ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ২ । ২৫ ॥]

যেমন প্রকাশস্বভাব সৌর কিরণ প্রভৃতি অঙ্গুলি, করকা (বর্ষোপল) ও সে সকলের প্রচলনাদিক্রিয়ারূপ উপাধিতে সবিশেষের ন্যায় (সবিশেষ = বিভিন্নাকার) দৃষ্ট হয়, তাহাতে সূর্য্যাদির স্বাভাবিক একরূপতা পরিত্যক্ত হয় না; সেইরূপ, এই আত্মাও উপাধি অনুসারে সেই সেইরূপে পরিদৃষ্ট হন। কিন্তু আত্মার একতাই স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার সেই স্বাভাবিক ঐকাত্ম্য প্রদর্শনার্থ বেদান্তে অভ্যাস-(অভ্যাস = পুনঃ পুনঃ কথন)-বাক্যে (তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যে) জীবাত্ম-পরমাত্মার অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৩।২।২৫॥

অভেদের স্বাভাবিকতা ও ভেদের আবিদ্যকতা আছে বলিয়াই জীব বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যার নিবারণ করিতে পারে এবং অবিদ্যা নিবারিত হইলেই

* যথা প্রকাশাদয় উপাধিষু ভিদ্যন্তে, ন স্বতঃ, এবং প্রকাশশ্চিদাত্মাঽপি ধ্যানাদিকর্ম্মণ্যুপাধৌ ভিদ্যতে ন স্বতঃ। অস্য চাবৈশেষ্যং একরসত্বমভ্যাসাৎ তত্ত্বমস্যাদিশাস্ত্রান্নিশ্চীয়ত ইতি যোজনা।

আরাধ্য-আরাধকভাব মান্য করিলেই যে, জীবপরমাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হয় না। প্রকাশ অর্থাৎ আলোক যেমন উপাধিভেদে ভিন্নপ্রায় হয়, প্রকাশস্বভাব চিদাত্মাও সেইরূপ চিত্তোপাধির দ্বারা ভিন্নপ্রায় অর্থাৎ উপাস্য-উপাসকভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন বস্তুতঃ তিনি অবিশেষ অর্থাৎ একরস। তাঁহার একরসত্ব "তত্ত্বমসি" শাস্ত্রের অভ্যাস অর্থাৎ বার বার কথন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে॥

* অত ইতি। ভেদস্যাবিদ্যকত্বাদভেদস্য স্বাভাবিকত্বাদিত্যর্থঃ। জীবোঽ-নন্তেন ব্যাপিনা পরমাত্মনৈক্যং গচ্ছতীতি পূরণীয়ম্। লিঙ্গং জ্ঞাপকং ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপম্।

যেহেতু ভেদ আবিদ্যক—অবিদ্যাকৃত এবং অভেদ স্বাভাবিক, সেই হেতু জীব অবিদ্যাবিনাশের পর অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মায় একত্ব প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে লিঙ্গ অর্থাৎ তত্ত্ববোধক শ্রুতিবাক্য আছে। (অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের ব্রহ্মাত্মভাবপ্রাপ্তি রূপ ফল শুনা যায়, তাহাতে তোমার ঔপাধিকত্ব ও অভেদের স্বাভাবিকত্ব অনুমিত হইতে পারে)।

বিদ্যয়াঽবিদ্যাং বিধূয় জীবঃ পরেণানন্তেন প্রাজ্ঞেনাত্মনৈকতাং গচ্ছতি। তথা হি লিঙ্গং "স যো হ বৈতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইত্যাদি ॥৩।২।২৬॥

উভয়ব্যপদেশাৎ ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ৩ । ২ । ২৭ ॥

তস্মিন্নেব সংরাধ্য-সংরাধকভাবে মতান্তরমুপন্যস্যতি স্বমত-বিশুদ্ধয়ে। কচিজ্জীবপ্রাজ্ঞয়োর্ভেদো ব্যপদিশ্যতে "ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি ধ্যাতৃধ্যাতব্যত্বেন দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্যত্বেন, "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং" ইতি গন্তৃ গন্তব্যত্বেন, "যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি" ইতি নিয়ন্তৃ-

[রত্নপ্রভা। জীবস্য ব্রহ্মাত্মত্বফলশ্রুতিরূপলিঙ্গাদপি ভেদ ঔপাধিক এবেত্যাহ সূত্রকারঃ। অতোঽনন্তেনেতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩ । ২ । ২৬ ॥]

অনেনাহিরূপেণাভেদঃ কুণ্ডলাদিরূপেণ তু ভেদ ইত্যুক্তং, তেন বিষয়ভেদা-দ্ভেদাভেদয়োরবিরোধ ইত্যেকবিষয়ত্বেন বা সর্ব্বদোপলব্ধেরবিরোধঃ। বিরুদ্ধ-

সে অপরিমিত পরমাত্মার সহিত এক হয়। ইহার নিদর্শন অর্থাৎ অনুমাপক শাস্ত্র এই—"যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে পরব্রহ্ম হয়।" "উপাসক জীব পূর্ব্বেও ব্রহ্ম ছিলেন, এখনও ব্রহ্ম জানিয়া ব্রহ্ম হইলেন।" ইত্যাদি। (ব্রহ্মভাব অজ্ঞাত ছিল, জ্ঞান হওয়ায় সে অজ্ঞতা নিবারিত হইল, সুতরাং সে এখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল) ॥ ৩ । ২ । ২৬ ॥

স্বমত-পরিশোধনার্থ উল্লিখিত আরাধ্য-আরাধকভাব-বিষয়ে অন্য এক মত উত্থাপিত হইতেছে। কোন শ্রুতিতে জীব-পরমাত্মার ভিন্নতা-কথন আছে। যথা—"ধ্যানকারী সেই নিষ্কল পরমাত্মাকে দেখিতে পায়।" এই শ্রুতিতে ধ্যানকর্ত্তার ও ধ্যাতব্য পরমাত্মার পৃথক্ ব্যপদেশ দেখা যায়, এবং ঐ শ্রুতি দ্রষ্টৃ-দ্রষ্টব্যভাবেও জীবপরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন। আবার অপর এক শ্রুতি প্রাপ্যপ্রাপকভাব এবং অন্য শ্রুতি নিয়ম্য-নিয়ামকভাব দেখাইয়া তদুভয়ের ভিন্নতা বলিয়াছেন। তদ্যথা—"উপাসক সেই দিব্য পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। "যিনি অন্তরে অবস্থান করতঃ সমুদায় ভূতকে অর্থাৎ প্রাণিসমূহকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতেছেন, অথবা নিয়মের অধীন

* উভয়ব্যপদেশাদ্ধেতোঃ অহিকুণ্ডলিন্যায়েন সিদ্ধান্তয়িতব্যঃ। যথা সর্পত্বেনাভেদঃ, কুণ্ডলাখ্যস্য সর্পাবস্থাবিশেষস্য কুণ্ডলিত্বেন ভেদঃ, এবং জীবাখ্যব্রহ্মত্বেনাভেদো জীবত্বেন চ ভেদ ইতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

যেহেতু ভিন্ন ও অভিন্ন এই দ্বিবিধ উপদেশ দৃষ্ট হয়, সেই হেতু অহিকুণ্ডলের অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সর্পভাব গ্রহণে অভেদ, কিন্তু তাহারই কুণ্ডলাকারাদি অবস্থা ভেদ অনুসারে ভিন্নত্ব। (কুণ্ডল—বলয়াকার অবস্থা। ভিন্ন—নানা। সর্প, কুণ্ডলী, ইত্যাদি)। এইরূপ জীবও ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম এবং জীবভাবে অব্রহ্ম ও নানা।

নিয়ন্তব্যত্বেন চ। ক্বচিত্তু তয়োরেবাভেদো ব্যপদিশ্যতে— "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" "এষ ত-আত্মাহন্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি। তত্রৈবমুভয়ব্যপদেশে সতি যদ্যভেদ এবৈকান্তঃ পরিগৃহ্যেত, ভেদব্যপদেশো নিরালম্বন এব স্যাৎ। অত উভয়ব্যপদেশদর্শনাদহিকুণ্ডলবদত্র তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। যথা অহিরিত্যভেদঃ, কুণ্ডলাভোগপ্রাংশুত্বাদীনি চ ভেদঃ, এবমিহাপীতি॥ ৩। ২। ২৭।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ॥ ৩। ২। ২৮॥*

অথবা প্রকাশাশ্রয়বদেতৎ প্রতিপত্তব্যম্। যথা প্রকাশঃ সাবিত্রস্তদাশ্রয়শ্চ সবিতা নাত্যন্তভিন্নৌ, উভায়োরপি

মিতি হি নঃ ক্ব সম্প্রত্যয়ো ন যৎ প্রমাণেনোপলভ্যতে। আগমতশ্চ প্রমাণাদেকগোচরাবপি ভেদাভেদৌ প্রতীয়মানৌ ন বিরোধমাবহতঃ—সবিতৃপ্রকাশয়োরিব প্রত্যক্ষাৎ প্রমাণাদ্ভেদাভেদাবিতি॥ ৩। ১। ২৭॥

রাখিয়াছেন" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন, শ্রুত্যন্তরে অভেদ কথনও আছে। যথা— "তিনিই তুমি" "আমি ব্রহ্মই" "ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই সকলের অন্তরে—" "এই আত্মাই অন্তর্যামী ও অমৃত (অবর বা মুক্ত)।" [তত্রৈব...হাপীতি] শাস্ত্রে ঐ দ্বিপ্রকার ব্যপদেশ (কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার ভেদ, আবার অন্যান্য শাস্ত্রে অভেদ, এই দ্বিপ্রকার উল্লেখ) দৃষ্ট হয়। যদি অভেদপক্ষকে ঐকান্তিক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ভেদবাদিনী শ্রুতি আলম্বনশূন্য অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত, উভয়বিধ উল্লেখ থাকায় তাহার তত্ত্ব (যাথার্থ্য অহিকুণ্ডলের অনুরূপ হইতে পাবে। যেমন সর্পত্বপ্রকারে সর্পের অভেদ—একত্ব, আর কুণ্ডলাকারত্ব, আভোগত্ব, প্রাংশুত্ব ও উদ্গতমুখত্বপ্রকারে ভেদ অর্থাৎ ভিন্নত্ব, তেমনি, জীবও ব্রহ্মত্বপ্রকারে অভিন্ন, কিন্তু জীবত্বপ্রকারে ভিন্ন। (কুণ্ডলাকার=বলয়াকার অবস্থা। আভোগ=ফণা। প্রাংশুত্ব=দীর্ঘ-দণ্ডাকার অবস্থা। ফলিতার্থ—অবস্থাভেদে ভিন্ন; অবস্থা নগণ্য করিলে অভিন্ন। একই সর্প অবস্থাভেদে কুণ্ডলী ও ফণী প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হয়)॥৩।২।২৭॥

জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ প্রকাশ ও প্রকাশাশ্রয়ের অনুরূপ জানিবে। যেমন সূর্য্যালোক ও সূর্য্য অত্যন্ত ভিন্ন নহে, উভয়ই তেজস্ত্বে (তেজোরূপে) সমান,

---

* যথা সূর্য্যপ্রকাশয়োরেকত্তেজস্ত্বৈকধর্ম্মাবচ্ছেদেন ভেদাভেদাৎ জীবপরমাত্মনোরপ্যেকেনৈবাত্মত্বধর্ম্মেণ ভেদাভেদৌ শ্রুতিবলাৎ স্বীক্রিয়েতে ইতি যোজনা।

• যেমন একবার তেজোরূপ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভেদ ও অভেদ, উভয়রূপতা (সূর্য্য ও আলোক) গ্রহণ করা হয়, সেইরূপ, আত্মত্ব ধর্ম্ম লইয়া ব্রহ্মেরও ভেদাভেদ (ব্রহ্ম ও জীব) শ্রুতিবলে স্বীকৃত হইতে পারে॥

তেজস্ত্বাবিশেষাৎ, অথ চ ভেদব্যপদেশভাজৌ ভবতঃ, এবমিহাপীতি ॥ ৩ । ২ । ২৮ ॥

পূর্ব্ববদ্বা ॥ ৩ । ২ । ২৯ ॥*

যথা বা পূর্ব্বমুপন্যস্তঃ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতি, তথৈবৈতদ্ভবিতুমর্হতি। তথা হ্যবিদ্যাকৃতত্বাদ্বন্ধস্য বিদ্যয়া মোক্ষ উপপদ্যতে। যদি পুনঃ পরমার্থত এব বদ্ধঃ কশ্চিদাত্মা অহিকুণ্ডলন্যায়েন বা পরস্যাত্মনঃ সংস্থানভূতঃ প্রকাশাশ্রয়ন্যায়েনৈবৈকদেশভূতোঽভ্যুপগম্যেত, ততঃ পারমার্থিকস্য বন্ধস্য

প্রকারান্তরেণ ভেদাভেদয়োরবিরোধমাহ—॥ ৩ । ২ । ২৮ ॥

তদেবং পরমতমুপন্যস্য স্বমতমাহ—

অয়মভিসন্ধিঃ।—যস্য মতং বস্তুনোঽহিত্বেনাভেদঃ কুণ্ডলত্বেন ভেদ ইতি, স এবং ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কিমহিত্বকুণ্ডলত্বে বস্তুনো ভিন্নে উতাভিন্নে ইতি। যদি ভিন্নে অহিত্বকুণ্ডলত্বে, ভিন্নে ইতি বক্তব্যং, ন তু বস্তুনস্তাভ্যাং ভেদাভেদৌ। ন হ্যন্যভেদাভেদাভ্যামন্যদ্ভিন্নমভিন্নং বা ভবিতুমর্হতি, অতি প্রসঙ্গাৎ। অথ বস্তুনো ন ভিদ্যেতে অহিত্বকুণ্ডলত্বে, তথা সতি কো ভেদাভেদয়োর্ব্বিষয়ভেদঃ, তয়োর্ব্বস্তুনোঽনন্যত্বেনাভেদাৎ। ন চৈকবিষয়ত্বেঽপি সদানুভূয়মানত্বাদ্ভেদাভেদয়োরবিরোধঃ। স্বরূপবিরুদ্ধয়োরপ্যবিরোধে কিং নাম বিরোধো ব্যবতিষ্ঠেত। ন চ সদানুভূয়মানং বিচারাসহং ভাবিকং ভবিতুমর্হতি। দেহাত্মভাবস্যাপি সর্ব্বদানু-

---

অথচ উক্ত উভয় ভিন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ, জীব পরমাত্মা অত্যন্ত ভিন্ন না হইলেও কাল্পনিক ভেদব্যবহারের আস্পদ হয় ॥ ৩ । ২ । ২৮ ॥

অথবা, ইতিপূর্ব্বে যে "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং" সূত্র বলা হইয়াছে, তদনুসারে উক্ত ভেদাভেদ ব্যবহারকে সঙ্গত বলিতে পার। তাহার বিবরণ বা ফলিতার্থ এই যে, বন্ধন অবিদ্যাকৃত, সেই জন্যই বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ হয়। জীব যদি সত্য সত্যই ব্রহ্মস্বভাব হয়, তাহা হইলে বন্ধন অহিকুণ্ডলের দৃষ্টান্তে পরমাত্মার অবস্থাবিশেষ হইতে পারে, প্রকাশাশ্রয়ের দৃষ্টান্তে একদেশরূপীও হইতে পারে। কিন্তু তদুভয় পক্ষে বন্ধনের তিরস্কার হইতে পারে না। বন্ধনের তিরস্কার (মোচন) ব্যতীত মোক্ষশাস্ত্রের সার্থক্য থাকে না। (মোক্ষ শাস্ত্রের সার্থক্য বা প্রামাণ্য রক্ষার্থ বন্ধনের অসত্যতাই স্বীকার্য্য)। শ্রুতি ভেদও অভেদ উভয় প্রকার বলিয়াছেন

---

† সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ। পূর্ব্ববৎ প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যমিতিবৎ। যথা প্রকাশাকাশাদয়ঃ স্বরূপেণৈকরূপাঃ উপাধিভিস্তু বিভিন্নরূপাঃ এবমাত্মা স্বরূপেণৈকরূপ উপাধিভিস্তু জীবাত্মনেকরূপ ইতি নির্গলিতার্থঃ।

কোন কোন শাস্ত্রে জীবপরমাত্মার অভেদ কথন ও শাস্ত্রান্তরে ভেদ কথন থাকায় সেই বিসম্বাদ ভঞ্জনার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেও পার, অর্থাৎ প্রকাশাদির দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্ত করিতেও পার। যেমন আলোক স্বরূপতঃ এক বা অভিন্ন, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন, তেমনি, আত্মাও স্বরূপতঃ অভিন্ন (জীব ও পরম এক), পরন্তু বুদ্ধ্যাদিযোগে ভিন্ন। (জীব অন্য ও পরমাত্মা অন্য)।

তিরস্কর্ত্তুমশক্যত্বান্মোক্ষশাস্ত্রবৈয়র্থ্যং প্রসজ্যেত। ন চাত্রো-ভাবপি ভেদাভেদৌ শ্রুতিস্তুল্যবদ্ব্যপদিশতি। অভেদমেহ হি প্রতিপাদ্যত্বেন নির্দ্দিশতি, ভেদস্তু পূর্ব্বপ্রসিদ্ধমেবানুবদত্য-র্থান্তরবিবক্ষয়া। তস্মাৎ প্রকাশবচ্চাবৈশেষ্যমিত্যেষ এব সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩। ২। ২৯ ॥

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩। ২। ৩০ ॥*

ইতশ্চৈষ এব সিদ্ধান্তঃ, যৎকারণং পরস্মাদাত্মনোঽন্যৎ চেতনং প্রতিষেধতি শাস্ত্রং "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যেব-মাদি। "অথাত আদেশো নেতি নেতি।" "তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্ব-মনপরমনন্তরমবাহ্যং" ইতি চ। ব্রহ্মব্যতিরিক্তপ্রপঞ্চনিরাকর-ণাৎ ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চৈষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে ॥ ৩।২।৩০॥

ভূয়মানস্য ভাবিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। প্রপঞ্চিতঞ্চৈতদস্মাভিঃ প্রথমসূত্র ইতি নেহ প্রপঞ্চি-তম্। তস্মাদনাদ্যবিদ্যাবিক্রীড়িতমেবৈকস্যাত্মনো জীবভাবভেদো ন ভাবিকঃ। তথা চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিদ্যানিবৃত্তাবপবর্গসিদ্ধিঃ। তাত্ত্বিকত্বে তস্য ন জ্ঞানান্নিবৃত্তি-সম্ভবঃ। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদন্যদপবর্গসাধনমস্তি। যথাহ শ্রুতিঃ—"তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।২।২৯॥

(ব্রহ্মমাত্রপরিশেষে হেত্বন্তরমাহ প্রতীতি। প্রতিষেধাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-প্রপঞ্চনিরাকরণাৎ শ্রুত্যেতি শেষঃ ॥ ৩। ২। ৩০ ॥)

সত্য; পরন্তু তাহা তুল্যরূপে বলেন নাই (তুল্যরূপে বলিলেও উভয়সত্যতা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। যেহেতু তাহা বিরুদ্ধ। একের তাদৃশ দ্বৈরূপ্য অবশ্যই যুক্তিবিরুদ্ধ।) শ্রুতি অভেদকেই প্রতিপাদ্যরূপে বলিয়াছেন। ভেদ ত লোকসিদ্ধ, সুতরাং অন্য উদ্দেশ্যে তাহার অনুবাদমাত্র করিয়াছেন। অতএব, প্রকাশের ন্যায় অভেদ, এই সিদ্ধান্তই সংসিদ্ধান্ত। (প্রকাশ স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক-রূপ, কিন্তু উপাধিযোগে ভিন্ন অর্থাৎ নানারূপ। জীব ও পরমাত্মার ভেদাভেদ ইহারই অনুরূপ)।

এ হেতুতেও ঐ সিদ্ধান্ত সাধু—যেহেতু "ইহা হইতে ভিন্ন, এমন দ্রষ্টা নাই" এই শাস্ত্র পরমাত্মা ব্যতীত অন্য চেতন নাই বলিয়াছেন। "অনন্তর উপদেশ এই যে, ইহা নহে, ইহা নহে। সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (অনাদি), অনপর (অনন্ত), অনন্তর (ভেদশূন্য) ও অবাহ্য অর্থাৎ একরস।" এ শাস্ত্রও ব্রহ্মাতিরিক্ত চেতনের অস্তিত্ব নিষেধ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অনস্তিত্ব, ব্রহ্মই নিষেধের সীমা, ব্রহ্মই নিষেধ ভূমিকায় অবশেষিত হন, এইরূপ এইরূপ শাস্ত্র থাকায় প্রদর্শিত সিদ্ধান্তই সাধু বলিয়া গণ্য হয় ॥৩।২।৩০॥

---

* নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদিশাস্ত্রাদপ্যঽভেদবাদঃ সাধীয়ানিতি সূত্রার্থঃ।

পরমতঃ সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩ । ২ । ৩১ ॥*

যদেতন্নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম নির্দ্ধারিতম্, অত্রাস্মাৎ পরমন্যৎ তত্ত্বমস্তি নাস্তীতি শ্রুতিবিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ। কানিচিদ্বাক্যান্যাপাতেনৈব প্রতিভাসমানানি ব্রহ্মণোঽপি পরমন্যৎ তত্ত্বং প্রতিপাদয়ন্তীব। তেষাং পরিহারমভিধাতুময়মুপক্রমঃ ক্রিয়তে। পরম্ অতো ব্রহ্মণোঽন্যৎ তত্ত্বং ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? সেতুব্যপদেশাৎ, উন্মানব্যপদেশাৎ, সম্বন্ধব্যপদেশাৎ, ভেদব্যপদেশাচ্চ।

সেতুব্যপদেশস্তাবৎ "অথ য আত্মা স সেতুর্ব্বিধৃতিঃ" ইত্যাত্মশব্দাভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ সেতুত্বং সঙ্কীর্ত্তয়তি। সেতুশব্দশ্চ হি লোকে জলসন্তানবিচ্ছেদকারকে মৃদ্দার্ব্বাদিপ্রচয়ে প্রসিদ্ধঃ।

যদ্যপি শ্রুতিপ্রাচুর্য্যাদ্‌ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং নাস্তীত্যবধারিতং, তথাপি সেত্বাদিশ্রুতীনামাপাততস্তদ্বিরোধদর্শনাৎ তৎপ্রতিসমাধানার্থময়মারম্ভঃ।

পরমাত্মা হইতে পর অর্থাৎ ভিন্ন এমন তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরোধ থাকায় সংশয়িত, অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে হয় না। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ)। কোন কোন শ্রুতির শ্রবণমাত্রে প্রতীতি হয়, সে সকল শ্রুতি যেন ব্রহ্মভিন্ন তত্ত্ব (জীব) আছে বলিতেছে। তৎপরিশোধনার্থ বা সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য নিরূপণার্থ এতৎ সূত্রের অবতারণা। উল্লিখিত সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষে এইরূপ পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এরূপ তত্ত্বান্তর আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন জীবনামক অপর একটী পদার্থ আছে। [কুতঃ...দেশাচ্চ] কেন-না, শ্রুতিতে সেতুর ব্যপদেশ, উন্মানের ব্যপদেশ, সম্বন্ধের ব্যপদেশ ও ভেদের ব্যপদেশ (উল্লেখ) দেখা যায়।

[সেতু...গম্যতে] সেতুর ব্যপদেশ যথা—"যিনি আত্মা, তিনিই লোকমর্য্যাদাবিধারক সেতু।" এই শ্রুতি আত্মশব্দে ব্রহ্মকে বলিয়াছেন, এবং তাঁহাকে সেতু

"ইহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা নাই" ইত্যাদি শাস্ত্রে জীবভাবের পারমার্থিকতার নিষেধ থাকাতে অভেদ পক্ষই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রামাণিক হয়।

* পুনঃ পূর্ব্বপক্ষসূত্রম্। অতঃ অস্মাৎ পরমাত্মনঃ পরং অন্যৎ তত্ত্বং জীবাখ্যমস্তীতি সেতুব্যপদেশাৎ উন্মানব্যপদেশাৎ সম্বন্ধব্যপদেশাৎ ভেদব্যপদেশাচ্চাবগন্তব্যমিতি।

পরমাত্মাতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, এ সিদ্ধান্ত প্রতিবন্ধশূন্য নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি সেতু প্রভৃতির দৃষ্টান্তে তত্ত্বনিশ্চয় করাতে পরমাত্মাতিরিক্ত তত্ত্বের (জীবের) পৃথক অস্তিত্ব প্রতীত করাইয়াছেন।

ইহ চ সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি লৌকিক-সেতোরিবাত্ম-সেতোরন্যস্য বস্তুনোঽস্তিত্বং গময়তি। "সেতুং তীর্ত্বা" ইতি চ 'তরতি'শব্দপ্রয়োগাৎ। যথা লৌকিকং সেতুং তীর্ত্বা জাঙ্গল-মসেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে, এবমাত্মানং সেতুং তীর্ত্বাঽনাত্মানম-সেতুং প্রাপ্নোতীতি গম্যতে।

উন্মানব্যপদেশশ্চ ভবতি "তদেতৎ ব্রহ্ম চতুষ্পাদষ্টশফং ষোড়শকলং" ইতি। যচ্চ লোকে উন্মিতমেতাবদিদমিতি পরিচ্ছিন্নং কার্ষাপণাদি, ততোঽন্যদ্বস্ত্বস্তীতি প্রসিদ্ধং, তথা ব্রহ্ম-

"জাঙ্গলং" স্থলম্। প্রকাশবদনন্তবজ্জ্যোতিষ্মদায়তনবদিতি 'পাদা ব্রহ্মণশ্চত্বার-স্তেষাং পাদানামর্দ্ধান্যষ্টৌ শফাঃ।' তেঽষ্টাবস্য ব্রহ্মণ ইত্যষ্টশফং ব্রহ্ম। ষোড়শাস্য কলা অস্যেতি ষোড়শকলম্। তদ্‌যথা প্রাচীপ্রতীচীদক্ষিণোদীচীতি চতস্রঃ কলা অবয়বা ইব কলাঃ, স প্রকাশবান্নাম পাদঃ। এতদুপাসনায়াং প্রকাশবান্ মুখ্যো ভবতীতি প্রকাশবান্ নাম পাদঃ। অথাপরা পৃথিব্যন্তরিক্ষং দ্যৌঃ সমুদ্র ইতি

বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। লোক•সকল জলপ্রবাহবিচ্ছেদকারক মৃত্তিকারচিত অথবা কাষ্ঠাদিরচিত স্বনামপ্রসিদ্ধ পদার্থকে সেতু বলে। প্রদর্শিত স্থলে শ্রুতি আত্মাকে সেতু বলায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লৌকিক সেতুর সদৃশ আত্মসেতু এবং তদতিরিক্ত পদার্থান্তর বিদ্যমান আছে। শ্রুতিতে "সেতুং তীর্ত্বা"—সেতু উত্তীর্ণ হইয়া, এরূপ প্রয়োগও আছে। লোকসকল যদ্রূপ লৌকিক সেতু অতিক্রম করিয়া (পার হইয়া) জাঙ্গল (স্থল ভূমি) প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, সাধকও আত্মসেতু উত্তরণ করিয়া অনাত্মপদার্থ প্রাপ্ত হয়।

[উন্মান...গম্যতে] ব্রহ্মবিজ্ঞানোপদেশে উন্মানের ব্যপদেশও দেখা যায়। (উন্মান=পরিমিত প্রমাণ)। যথা—"সেই ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষোড়শ কলাত্মক।" * লোক মধ্যে যে-কিছু বস্তু উন্মিত অর্থাৎ এত বড় বা ঈষৎ-সংখ্যক, ইত্যাদি প্রকারে পরিগণিত বা পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সে সকল ছাড়া যে, অন্য বস্তু আছে, তাহা সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ

* চারিটী দিক্ চারিটী কলা (অংশ)। ইহা ব্রহ্মের প্রকাশবান্ পাদ। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দিব্ (স্বর্গলোক) ও সমুদ্র, এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার অনন্তবান্ নামক পাদ। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, এই চারিটী কলা এবং ইহা তাঁহার জ্যোতিষ্মান্ নামক পাদ। চক্ষুঃ শ্রোত্র, বাক্ ও ঘ্রাণ, ইহা অপর কলাচতুষ্টয়—এই কলাচতুষ্টয় তাঁহার আয়তনবান্ নামক পাদ। ব্রহ্ম এইরূপে চতুষ্পাদ। চারি পাদের অর্দ্ধেকে অর্দ্ধেকে ৮ আটটী শফ অর্থাৎ ক্ষুর। কোন্ পদার্থকে শফ বলা হইয়াছে, তাহা উপনিষদ্ দেখিলে প্রতীত হইবে। ভামতী দেখুন, উপনিষদ্বাক্যের একাংশ পাইবেন। প্রাচ্যাদি ও পৃথিব্যাদি দুই দুই পাদার্থে এক একটী শফ। এরূপ শফ-কল্পনা উপাসনার প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক পাদে ৪টী কলা, তদনুসারে চতুষ্পাদে ১৬ কলা।

গোঽপ্যুম্মানাৎ ততোঽন্যেন বস্তুনা ভবিতব্যমিতি গম্যতে। যথা সম্বন্ধব্যপদেশো ভবতি "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি," "শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ" ইতি চ। মিতানাঞ্চ মিতেন সম্বন্ধো দৃষ্টঃ, যথা নরাণাং নগরেণ। জীবানাঞ্চ ব্রহ্মণা সম্বন্ধং ব্যপদিশতি সুষুপ্তৌ, অতস্ততঃ পরমন্যদমিতমস্তীতি গম্যতে। ভেদব্যপদেশশ্চৈনমর্থং গময়তি। তথাহি "অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যাদিত্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশ্য, ততো ভেদেনাক্ষ্যাধারমীশ্বরং ব্যপদিশতি "অথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি।

অতিদেশঞ্চাস্যামুনা রূপাদিষু করোতি "তস্যৈতস্য তদেব

চতস্রঃ কলাঃ এষ দ্বিতীয়ঃ পাদোঽনন্তবান্নাম, সোঽয়মনন্তবত্ত্বেন গুণেনোপাস্যমানোঽনন্তত্বমুপাসকস্যাবহতীত্যনন্তবান্ পাদঃ। অথাগ্নিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিতি চতস্রঃ কলাঃ, স জ্যোতিষ্মান্নাম পাদস্তৃতীয়ঃ, তদুপাসনাজ্জ্যোতিষ্মান্ ভবতীতি জ্যোতিষ্মান পাদঃ। অথ ঘ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং বাগিতি চতস্রঃ কলাশ্চতুর্থঃ পাদ আয়তনবান্নাম। এতে ঘ্রাণাদয়ো হি গন্ধাদিবিষয়া মন আয়তনমাশ্রিত্য ভোগসাধনং ভবন্তীত্যায়তনবান্নাম পাদঃ। তদেবং চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্মাষ্টশফং ষোড়শকলমুন্মিষিতং শ্রুত্যা। অত-

---

কথনের দ্বারাই প্রতীত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে ব্রহ্মেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব লব্ধ হইতে পারে। [তথা...গম্যতে] এতদ্ভিন্ন, সম্বন্ধের উল্লেখও আছে। যথা—"হে সোম্য, শ্বেতকেতো, সেই সময়ে জীব সৎসম্পন্ন হয়।" (সৎ = ব্রহ্ম, সম্পত্তি = তদ্ভাবপ্রাপ্তি) "তখন এই শারীর আত্মা অর্থাৎ জীব প্রাজ্ঞে অর্থাৎ ব্রহ্মে পরিষ্বক্ত হয়। সেই কারণে সে বাহ্যিক ও আন্তরিক কোনও জ্ঞেয় বস্তু জানে না।" যেমন নরের সহিত নগরের সম্বন্ধ, তেমনি, এই সকল শ্রুতিতে পরিমিতের সহিত পরিমিতের (ব্রহ্ম পরিমিত, জীবও পরিমিত) সম্বন্ধ-বিশেষ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতি যখন সুষুপ্তিকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হওয়া বর্ণন করিয়াছেন, তখন কেননা বুঝিব যে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন আরও এক পদার্থ (জীব) আছে। [ভেদ...প্রতিপদ্যতে] শ্রুতিতে যে, ভেদব্যপদেশ আছে, তাহাও ঐ অর্থেরই বোধক। ভেদব্যপদেশ যথা—"আদিত্যের অন্তরে ঐ যে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়—" এইরূপে শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া নেত্রাধার ঈশ্বরকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"এই যে চক্ষুর অন্তরে পুরুষ—" ইত্যাদি।

তাহার পরে শ্রুতি আদিত্যাধার পুরুষের রূপাদি নেত্রাধার পুরুষে অতিদেশ

রূপং যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম" ইতি। সাবধিকঞ্চেশ্বরত্বমুভয়োর্ব্যপদিশতি "যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে দেবকামানাঞ্চ" ইত্যেকস্য। "যে চৈতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাঞ্চেষ্টে মনুষ্যকামানাঞ্চ" ইত্যেকস্য। যথেদং মাগধস্য রাজ্যমিদং বৈদেহস্যেতি ॥ ৩ । ২ । ৩১ ॥

এবমেতেভ্যঃ সেত্বাদিব্যপদেশেভ্যো ব্রহ্মণঃ পরমস্তীত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—

সামান্যাত্তু ॥ ৩ । ২ । ৩২ ॥*

তু-শব্দেন প্রদর্শিতাং প্রাপ্তিং নিরুণদ্ধি। ন ব্রহ্মণোঽন্যৎ

স্ততো ব্রহ্মণঃ পরমন্যদস্তি। স্যাদেতৎ। অস্তি চেৎ পরিসংখ্যায়োচ্যতামেতাবদিতি, অত আহ—"অমিতমস্তীতি" প্রমাণসিদ্ধং. ন ত্বেতাবদিত্যর্থঃ। ভেদব্যপদেশশ্চ ত্রিঃপ্রকারঃ। আধারতশ্চাতিদেশতশ্চাবধিতশ্চ ॥ ৩ । ২ । ৩১ ॥

জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বঞ্চ সেতুসামান্যম্। যথা হি তন্তবঃ পটং বিধার-

---

করিয়াছেন। যথা—"এই চাক্ষুষপুরুষের সেইরূপ রূপ, যাহা আদিত্য-পুরুষের রূপ, অক্ষিপুরুষেরও সেই রূপ। আদিত্য-পুরুষের যে গেষ্ণ, অক্ষি-পুরুষেরও সেই গেষ্ণ। আদিত্য পুরুষের যে নাম, অক্ষিপুরুষেরও সেই নাম।" ইত্যাদি। শ্রুতি আদিত্যাধার ঈশ্বরের এবং নেত্রাধার ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বলিয়াছেন, অসীম ঐশ্বর্য্যের কথা বলেন নাই। যথা—"সেই লোকের উপর যে দেবভোগ্য লোক, এই আদিত্যপুরুষ সেই দেবভোগ্য লোকের নিয়ন্তা।" "যাহা তাহা হইতে মনুষ্যভোগ্য নিম্ন লোক, এই অক্ষিপুরুষ তাহার নিয়ন্তা।" লোকে যেমন লৌকিক ঈশ্বরের (রাজার) সীমাবদ্ধ ঈশ্বরত্ব বর্ণন করে, যেমন বলে, এই রাজ্য মগধরাজের এবং এই রাজ্য বিদেহরাজের ইত্যাদি; তেমনি শ্রুতিও একের অসীমতা ও অপরের সসীমতা উপদেশ করিয়াছেন। অতএব, শ্রুতি যখন সেতু প্রভৃতি নিদর্শনের দ্বারা তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মভিন্ন অন্য তত্ত্বও আছে ॥৩।২।৩১॥

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তিতে পঠিত হয়—(ঐ সেত্বাদি ব্যপদেশ সামান্যতঃ অর্থাৎ গৌণ; মুখ্য নহে।)

প্রাপ্ত পূর্ব্বপক্ষ—যাহা দেখান বা বলা হইল, তাহা তু-শব্দের দ্বারা

---

* সেতুসামান্যাৎ সেতুব্যপদেশ ইতি যোজনা। জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতুসামান্যম্।

* শ্রুতিতে সেতুব্যপদেশ অর্থাৎ আত্মায় যে সেতুশব্দের প্রয়োগ, তাহা কোন এক সেতুভাবমাত্র অবলম্বনে, ইহা বুঝিতে হইবে। সারার্থ এই যে, তিনি সেতু নহেন, কিন্তু সেতুর মত মর্য্যাদাবিধারক (সীমাসংস্থাপক)।

কিঞ্চিন্তবিতুমর্হতি, প্রমাণাভাবাৎ। ন হ্যন্যস্যাস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণমুপলভামহে। সর্ব্বস্য হি জনিমতো বস্তুজাতস্য জন্মাদি ব্রহ্মণো ভবতীতি নির্ধারিতম্, অনন্যত্বঞ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি, "সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যবধারণাৎ। একবিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাৎ। ন চ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বস্তিত্বমব-কল্পতে।

নমু সেত্বাদিব্যপদেশাঃ ব্রহ্মব্যতিরিক্তং তত্ত্বং সূচয়ন্তীত্যুক্তম্। নেত্যুচ্যতে। সেতুব্যপদেশস্তাবৎ ন ব্রহ্মণো বাহ্যস্য সদ্ভাবং প্রতিপাদয়িতুং ক্ষমতে 'সেতুরাত্মেতি হ্যাহ, ন পুনস্ততঃ পরমস্তি' ইতি। তত্র পরস্মিন্নসতি সেতুত্বং নাবকল্পত ইতি পরং কিমপি কল্প্যেত, ন চৈতন্নায্যম্। হঠো হ্যপ্রসিদ্ধকল্পনা।

য়ন্তি, তদুপাদানত্বাৎ এবং ব্রহ্মাপি জগদ্বিধারয়তি, তদুপপাদকত্বাৎ। তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকং ব্রহ্ম। ইতরথাঽতিচপলস্থূল বলবৎকল্লোলমালাকলিলো জলনিধিরিলা-

---

বিদূরিত করা যাইতেছে। বিশদার্থ এই যে, প্রমাণ না থাকায় কিছুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। আমরা ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ থাকা দেখিতে পাই না। ব্রহ্ম হইতেই সমুদায় জন্মবান্ পদার্থের জন্মাদি হয়, এবং যাহা যাহা জন্মে, তাহা তাহাই কারণের অনতিরিক্ত (ঘট যেমন মৃত্তিকার অনতিরিক্ত), ইহা অবধারিত। [ন চ...কল্পতে] ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ অর্থাৎ নিত্যবস্তু অসম্ভব। "সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ-ই ছিল" এই অবধারণ ও এক‌বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বিদূরিত হয়।

[নমু...কল্পনা] বলিতে পার, সেতুব্যপদেশ প্রভৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত তত্ত্বের সূচক। সেরূপে সূচক—অনুমাপক হয়, তাহা বলা হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছি তাহা নহে। অর্থাৎ ঐ সকল ব্যপদেশ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর পারমার্থিক অস্তিত্বের অনুমাপক নহে। সেতুব্যপদেশ (সেতুরূপে ব্রহ্ম কথন) ব্রহ্মবহির্ভূত বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিতে পাবে না। "ঋষি বলিয়াছেন, আত্মা সেতুস্বরূপ, তাহার পর অর্থাৎ তদতিরিক্ত বস্তু নাই।" এই শ্রুত্যন্তর তাহার পোষক প্রমাণ। পর অর্থাৎ বস্ত্বন্তর না থাকিলে সেতুত্ব কল্পনা হয় না, তদ-নুরোধে যে, অন্য কিছুর বাস্তবত্ব কল্পনা করিবে, তাহা অন্যায্য। অপ্রসিদ্ধ কল্পনা হঠ অর্থাৎ বলপ্রকাশ মাত্র।

অপি চ, সেতুব্যপদেশাদাত্মনো লৌকিকসেতুনিদর্শনেন সেতুবাহ্যবস্তুতাং প্রসঞ্জয়তা মৃদ্দারুময়তাপি প্রাসজ্যেত। ন চ তন্ন্যায্যম্, অজত্বাদিশ্রুতিবিরোধাৎ। সেতুসামান্যাত্তু সেতুশব্দ আত্মনি প্রযুক্ত ইতি শ্লিষ্যতে, জগতস্তন্মর্য্যাদানাঞ্চ বিধারকত্বং সেতুসামান্যমাত্মনঃ। অতঃ সেতুরিব সেতুরিতি প্রকৃত আত্মা স্তূয়তে। "সেতুং তীর্ত্বা" ইত্যপি তরতেরতিক্রমাসম্ভবাৎ প্রাপ্নোত্যর্থ এব বর্ত্ততে। যথা ব্যাকরণং তীর্ণ ইতি—প্রাপ্ত-ইত্যুচ্যতে, নাতিক্রান্তস্তদ্বৎ॥ ৩। ২। ৩২॥

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ॥ ৩ ২ ৩৩॥*

যদপ্যুক্তম্, উন্মানব্যপদেশাদস্তি পরমিতি, তত্রাভিধীয়তে।

পরিমণ্ডলমবগিলেৎ। বড়বানলো বা বিস্ফূর্জ্জিতজ্বালাজটিলো জগদ্ভস্মসাদ্ভাবয়েৎ। পবনঃ প্রচণ্ডো বাহ্যকাণ্ডমেব ব্রহ্মাণ্ডং বিঘটয়েদিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—'ভীষাস্মা-দ্বাতঃ পবতে' ইত্যাদিকা॥ ৩। ২। ৩২॥

মনসো ব্রহ্মপ্রতীকস্য সমারোপিতব্রহ্মভাবস্য বাগ্‌ঘ্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি চত্বারঃ

[অপিচ...স্তূয়তে] সেতুব্যপদেশ আছে, তাহা দেখিয়া যদি আত্মাকে বাহ্যবস্তুবিশিষ্ট বল, (সেতু বলিলেই, লোকে বুঝে, সেতুভিন্ন স্থলান্তর আছে; সুতরাং সেতু-শব্দ সেতুর বহিঃস্থ পদার্থের জ্ঞাপক। যদি এরূপ বল,) তবে, তৎ-সঙ্গে ইহাও বল বা কল্পনা কর যে, আত্মাও মৃন্ময় অথবা কাষ্ঠময়। (সর্ব্বাংশে সমান বলিতে গেলে কাযেই ঐরূপ বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে)। পরন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। তাহাতে "আত্মা অনাদি অজর অমর" এই শ্রুতির বিরোধ আছে। অতএব, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, আত্মায় যে সেতু-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা সেতুসামান্য অর্থাৎ কোন এক অংশে সেতুভাব লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। জগৎ ও তদন্তর্গত মর্য্যাদা আত্মার দ্বারা বিধৃত ও সংরক্ষিত হইতেছে, সেই কারণে তিনি সেতু। অর্থাৎ তিনি জগৎ-বিধারণে সেতুর মত। আত্মা সেতুর ন্যায় বিধারক ও মর্য্যাদারক্ষক, শ্রুতি এই কথার দ্বারা প্রস্তাবিত পরমাত্মার স্তব করিয়াছেন মাত্র, বস্তুন্তরের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করেন নাই। [সেতুং...তদ্বৎ] "সেতুং তীর্ত্বা"—সেই আত্ম সেতু উত্তরণ করিয়া এই বাক্যে যে উত্তরণ শব্দ আছে, এ স্থলে তাহার অতিক্রমার্থ অসম্ভাবিত। কাযেই প্রাপ্তি অর্থ স্বীকার্য্য। ব্যাকরণ উত্তীর্ণ, এ প্রয়োগে যেমন তৃ-ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ, তেমনি, "আত্মসেতুং তীর্ত্বা," এ প্রয়োগেও তৃধাতুর প্রাপ্ত্যর্থ স্বীকার কর॥ ৩। ২॥ ৩২॥

বলিয়াছিলে, শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন থাকায় পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ

---

* বুদ্ধ্যর্থঃ জ্ঞানার্থঃ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। যথা লৌকিকে কার্ষাপণাদৌ পাদবিভাগো দৃশ্যতে, এবমিহাপি।

উন্মানব্যপদেশোঽপি ন ব্রহ্মব্যতিরিক্তত্বপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। কিমর্থস্তর্হি? বুদ্ধ্যর্থ উপাসনার্থ ইতি যাবৎ। চতুষ্পাদষ্টাশফং ষোড়শকলমিত্যেবংরূপা বুদ্ধিঃ কথং নু নাম ব্রহ্মণি স্থিরা স্যাদিতি বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উন্মানকল্পনৈব ক্রিয়তে। ন হ্যবিকারেঽনন্তে ব্রহ্মণি সর্ব্বৈঃ পুম্ভিঃ শক্যা বুদ্ধিঃ স্থাপয়িতুম্, মন্দ-মধ্যোত্তমবুদ্ধিত্বাৎ পুংসামিতি। পাদবৎ। যথা মনআকাশয়োরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ ব্রহ্মপ্রতীকয়োরাম্নাতয়োশ্চত্বারো বাগাদয়ো মনঃসম্বন্ধিনঃ পাদাঃ কল্প্যন্তে, চত্বারশ্চাগ্ন্যাদয় আকাশসম্বন্ধিন আধ্যানায়, তদ্বৎ। অথবা পাদবদিতি—যথা কার্ষাপণে পাদবিভাগো ব্যবহারপ্রাচুর্য্যায় কল্প্যতে। নহি সকলেনৈব

পাদাঃ। মনোহি বক্তব্যঘ্রাতব্যদ্রষ্টব্যশ্রোতব্যান্ গোচরান্ বাগাদিভিঃ সঞ্চরতীতি সঞ্চরণসাধারণতয়া মনসঃ পাদাস্তদিদমধ্যাত্মম্। আকাশস্য ব্রহ্মপ্রতীকস্যাগ্নির্বায়ুরাদিত্যো দিশ ইতি চত্বারঃ পাদাঃ। তে হি ব্যাপিনো নভস উদর ইব গোঃ পাদা বিলগ্না উপলক্ষ্যন্ত ইতি পাদাঃ। তদিদমধিদৈবতম্। তদনেন 'পাদবদিতি'

থাকা প্রতীত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কথন ব্রহ্মভিন্নের অস্তিত্ব প্রতিপাদক নহে। তাহার কথন কেবল জ্ঞানের অর্থাৎ উপাসনার জন্য; সুতরাং তাহা উপাসনারই প্রতিপাদক। [চতু...মিতি] যদি বল, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ, অষ্টশফ ও ষোড়শকল, + ব্রহ্মে এতদ্রূপ জ্ঞান কিরূপে স্থির থাকিবে? সত্য হইবে? ব্রহ্ম অনন্ত; তাঁহাতে ঐরূপ পরিমাণ কি বাস্তব হয়? ইহার প্রত্যুত্তর—ব্রহ্মে পরিমাণ কল্পনা বিকারঘটিত অর্থাৎ ব্রহ্মজাত পদার্থ ঘটিত। নচেৎ কোনও পুরুষ নির্ব্বিকার অসীম ব্রহ্মে ঐ রূপ বিশেষ জ্ঞান স্থাপন করিতে সমর্থ নহেন। [পাদবৎ...দিত্যর্থঃ] ব্রহ্মধ্যানের প্রতীক মন ও আকাশ (আধ্যাত্মিক প্রতীক মন, অধিদৈব, প্রতীক আকাশ। প্রতীক=আলম্বন)। যেমন ধ্যানের নিমিত্ত তদুভয়ের পাদ কল্পনা করা হয়, (বাক্য, ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, এই চারিটী মনের এবং অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিক্, এই চারিটী আকাশের পাদ), সেইরূপ, ধ্যানার্থ ব্রহ্মেরও পাদ, শফ ও কলা প্রভৃতি কল্পিত হইয়া থাকে। অথবা যেমন লৌকিক ব্যবহারে কার্ষাপণ প্রভৃতির পাদ কল্পনা দৃষ্ট হয়, তেমনি, (উত্তমাধমমধ্যম উপাসকের) ধ্যানসৌকর্য্যার্থ অপরিমিত ব্রহ্মে ঐরূপ পরিমাণবিশেষ কল্পিত হইয়া থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ নিশ্চিত না থাকায় সকল ব্যক্তি সকল সময়ে কার্ষাপণ লইয়া ক্রয়বিক্রয় সমাধা করিতে পারে না, সেই

পরিমাণব্যপদেশ বস্তুপ্রতিপাদক নহে। তাহা কেবল উপাসনার্থ, অথবা সুখবোধার্থ জানিবে।

+ ইহা এক প্রকার উপাসনার বিবরণ। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরেও বলা হইবেক। আবশ্যক শ্রুতিতে ইহার বিশদ উপদেশ আছে।

কার্ষাপণেন সর্ব্বদা সর্ব্বে জনা ব্যবহর্ত্তুমীশতে ক্রয়বিক্রয়পরিমাণানিয়মাৎ, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩ । ২ । ৩৪ ॥*

ইহ সূত্রে দ্বয়োরপি ব্যপদেশয়োঃ পরিহারোঽভিধীয়তে। যদপ্যুক্তং সম্বন্ধব্যপদেশাদ্ভেদব্যপদেশাচ্চ পরমতঃ স্যাদিতি। তদপ্যসৎ। যত একস্যাপি স্থানবিশেষাপেক্ষয়া এতৌ ব্যপদেশাবুপপদ্যেতে। সম্বন্ধব্যপদেশে তাবদয়মর্থঃ—বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য বিশেষবিজ্ঞানস্যোপাধ্যুপশমে য উপশমঃ, স পরমাত্মনা সম্বন্ধ ইত্যুপাধ্যপেক্ষয়োপচর্য্যতে, ন

বৈদিকং নিদর্শনং ব্যাখ্যায় লৌকিকঞ্চেদং নিদর্শনমিত্যাহ—"অথবা পাদবদিতি"। "তদ্বং" ইতি। ইহাপি মন্দবুদ্ধীনামাধ্যানব্যবহারায়েত্যর্থঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিস্থানবিশেষযোগাদুদ্ভূতস্য জাগ্রৎস্বপ্নয়োর্ব্বিশেষবিজ্ঞানস্যোপাধ্যুপ-

---

কারণে, কার্ষাপণেব পাদ কল্পনা (পাদ = ৪ চারি ভাগের এক ভাগ) হইয়াছে; সেইরূপ, সকল উপাসক ব্রহ্মের পূর্ণতা ধারণা ও মনন করিতে পারে না বলিয়াই তাহাদের জন্য ঐ সকল কল্পনা উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ । ২ । ৩৩ ॥

এই সূত্রে অন্য দুইটা ব্যপদেশের পরিহাব দেখান হইয়াছে। (সম্বন্ধব্যপদেশের ও ভেদব্যপদেশেব)। বলিয়াছিলে যে, শাস্ত্রে সম্বন্ধেব ও ভেদের উল্লেখ আছে, সুতরাং জীবভিন্ন পরমাত্মা আছে, সে কথা অসৎ। কেননা, এক বস্তুরও স্থান-বিশেষ অনুসারে ঐরূপ ব্যপদেশ (ভেদ ও সম্বন্ধ ব্যবহার) হইতে দেখা যায়। [সম্বন্ধ...পেক্ষয়া] সম্বন্ধ প্রদর্শক বাক্যের অর্থ এই যে, বুদ্ধ্যাদি উপাধির যোগেই বিশেষ বিজ্ঞান (ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান) জন্মে, সুতবাং সেই সকল উপাধিব অভাবে একাদ্বৈতভাবই অবশিষ্ট হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধ্যাদি-স্থানসম্পর্কে জীবাদি নানাভাব প্রাপ্তের ন্যায় হন, তাঁহার সহিত বুদ্ধ্যাদির যে সম্বন্ধ, তাহা ঔপচারিক। অর্থাৎ উপচারক্রমেই তদ্রূপ সম্বন্ধের ব্যপদেশ হয়। অপিচ, সে ব্যপদেশ বুদ্ধ্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের অধীন। কথাগুলির অভিপ্রায় এই যে, বুদ্ধি ও মন প্রভৃতি পদার্থ পরিমিত ও নানা, তৎসম্পর্কে ব্রহ্মও তদ্রূপ-

---

* স্থানং উপাধির্বুদ্ধ্যাদিঃ। বিশেষো ভেদঃ। তস্মাৎ শ্রুত্যুক্তসম্বন্ধভেদাবুপচারেণ সঙ্গচ্ছেতে ইতি শেষঃ। প্রকাশাদিবদিতি, যথা সৌরালোকাদেরঙ্গুল্যাদ্যুপাধিনা ভিন্নস্যোপাধিযোগেন সম্বন্ধোপচারস্তথাঽচক্ষুষোঃ স্থানয়োর্ভেদাৎ হিরণ্ময়পুরুষাদিভেদকল্পনেত্যর্থঃ।

স্থানবিশেষ অর্থাৎ উপাধিভেদ-অনুসারে সৌরালোকাদির ভেদ ও সম্বন্ধকল্পনার ন্যায় একের সম্বন্ধ ও ভেদকল্পনা উপচারক্রমে সঙ্গত হইতে পারে।

পরিমিতত্বাপেক্ষয়া। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ব্রহ্মণ উপাধি-ভেদাপেক্ষয়ৈবোপচর্য্যতে, ন স্বরূপভেদাপেক্ষয়া।

প্রকাশাদিবদিত্যুপমোপাদানম্। যথৈকস্য প্রকাশস্য সৌর্য্যস্য চান্দ্রমসস্য বোপাধিযোগাদুপজাতবিশেষস্যোপাধ্যুপশমাৎ সম্বন্ধব্য-পদেশো ভবতি, উপাধিভেদাচ্চ ভেদব্যপদেশঃ। যথা বা সূচ্যাকাশাদিষূপাধ্যপেক্ষয়ৈবৈতৌ ভেদব্যপদেশৌ ভবতঃ, তদ্বৎ ॥ ৩। ২। ৩৪ ॥

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥ *

উপপদ্যতে চাত্রেদৃশ এব সম্বন্ধো নান্যাদৃশঃ। যথা "স্বমপীতো ভবতি" ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধমেনমামনন্তি। স্বরূপস্য

শমেঽভিভবে সুষুপ্তাবস্থানমিতি। তথা ভেদব্যপদেশোঽপি ত্রিবিধো ব্রহ্মণ উপাধিভেদাপেক্ষয়েতি।

যথা সৌধজালমার্গনিবেশিন্যঃ সবিতৃভাসো জালমার্গোপাধিভেদাদ্ভিন্না ভাসন্তে, তদ্বিগমে তু গভস্তিমণ্ডলেনৈকীভবন্ত্যতস্তেন সম্বদ্ধ্যন্ত ইব, এবমিহাপীতি ॥৩।২।৩৪॥

স্যাদেতৎ। একীভাবঃ কস্মাদিহ সম্বন্ধঃ কথঞ্চিদ্ব্যাখ্যায়তে, ন মুখ্য এব ইত্যেতৎ সূত্রেণ পরিহবতি।

প্রাপ্ত হন। [তথা ..তদ্বৎ] ভেদব্যপদেশও উপাধিভেদ অনুযায়ী, সুতরাং ঔপ-চারিক। ফলতঃ তিনি উপাধিভেদে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন অর্থাৎ এক।

যেমন একই সৌরালোক অথবা চন্দ্রালোক অঙ্গুল্যাদি উপাধির দ্বারা বিশেষ-ভাব (ভিন্ন ভিন্ন আকার) প্রাপ্ত হয়, আবার উপাধি-বিগমে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ একরূপ হয়। সেস্থলে যেমন সে সকলের সম্বন্ধ ও ভিন্নতা কেবল সেই সেই উপাধির যোগে পরিকল্পিত, তেমনি, আত্মবিষয়ক সম্বন্ধ এবং ভেদও উপাধিযোগেই পরিকল্পিত ॥ ৩। ২ ৩৪ ॥

ব্রহ্মবিষয়ে ঐরূপ (ভেদনিবৃত্তিরূপ) সম্বন্ধই উপপন্ন হয়, অন্য কোনরূপ মুখ্য (সংযোগাদি) সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। "সুষুপ্তিকালে আপনাতেই লয়প্রাপ্ত হন" এই শ্রুতি স্বরূপ সম্বন্ধের কথাই বলিয়াছেন। স্বরূপ অনশ্বর; অতএব, নরের সহিত নগরের যেরূপ সম্বন্ধ, সেরূপ সম্বন্ধ জীব-পরমাত্মায় ঘটনা হয় না। উপাধির

---

* উপপত্তেরপি ভেদনিবৃত্তিরূপঃ সম্বন্ধো জ্ঞেয়ো ন তু মুখ্যঃ সংযোগাদিঃ, বস্তুদ্বয়াসত্ত্বাৎ। ভেদোঽপি ন স্বত একত্বশ্রুতেরিতি নিষ্কর্ষঃ।

সম্বন্ধকথন ও ভেদবর্ণন মুখ্য নহে, কিন্তু গৌণ। কেন-না, গৌণ পক্ষই উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিলভ্য। বস্তুদ্বয় না থাকায় মুখ্য সংযোগাদিসম্বন্ধ ও মুখ্যভেদ উপপন্ন হয় না।

চানপায়িত্বাৎ ন নর-নগরন্যায়েন সম্বন্ধো ঘটতে। উপাধিকৃত-স্বরূপতিরোভাবাত্তু "স্বমপীতো ভবতি" ইত্যুপপদ্যতে। তথা ভেদোঽপি নান্যাদৃশঃ সম্ভবতি, বহুতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধৈকেশ্বরত্ব-বিরোধাৎ। তথা চ শ্রুতিরেকস্যাপ্যাকাশস্য স্থানকৃতং ভেদ-ব্যপদেশমুপপাদয়তি "যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশো যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশঃ" "যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশঃ" ইতি চ॥৩।২।৩৫॥

তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥ *

এবং সেত্বাদিব্যপদেশাৎ পরপক্ষহেতূনুন্মথ্য সম্প্রতি স্বপক্ষং হেত্বন্তরেণোপসংহরতি—'তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ' অপি ন ব্রহ্মণঃ পরং বস্ত্বন্তরমস্তীতি গম্যতে। তথা হি "স এবাধস্তাদহমেবাধস্তা-

"স্বমপীতঃ" ইতি হি স্বরূপসম্বন্ধং ব্রূতে। স্বভাবশ্চেদনেন সম্বন্ধত্বেন স্পৃষ্টস্ততঃ স্বাভাবিকস্তাদাত্ম্যান্নাতিরিচ্যত ইতি তর্কপাদ উপপাদিতমিত্যর্থঃ। তথা ভেদোঽপি ত্রিবিধো নান্যাদৃশঃ স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ॥ ৩। ২। ৩৫॥

সুগমেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্॥ ৩। ২। ৩৬॥

[রত্নপ্রভা। স্বরূপেণ ব্রহ্মণা জীবস্য সম্বন্ধো ভেদনিবৃত্তিরূপো যুজ্যতে ন মুখ্যঃ

দ্বারা প্ররূপ প্রচ্ছন্ন থাকায় "আপনাতে অপ্যয় অর্থাৎ লয়প্রাপ্ত হন" এ কথা সহজেই উপপন্ন হইতে পারে। [তথা...ইতি চ] ভেদও উপাধিকৃত, স্বরূপতঃ নহে। কেননা, তাহা একেশ্বরবাদিনী বহু শ্রুতির বিরুদ্ধ। শ্রুতি একই আকাশের স্থানকৃত ভেদ উপপাদন করিয়াছেন। যথা—"এই যে পুরুষের বহির্ব্বর্ত্তী আকাশ, এই যে পুরুষের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ, এবং এই যে হৃদয়ান্তর্গত আকাশ" ইত্যাদি। ঐ দৃষ্টান্তেই এক পরমাত্মার উপাধিকৃত ভেদ (নানাভাব) উপপন্ন হয়॥ ৩। ২। ৩৫॥

পরকীয় মত উত্থানের কারণীভূত শ্রুতিস্থ সেত্বাদি-ব্যপদেশের যুক্তিযুক্ত সমাধান সমাধা করিয়া সূত্রকার হেত্বন্তর আহরণপূর্ব্বক স্বমতের উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভেদবিশিষ্ট কোন বস্তু নাই বলিয়া প্রতীত হয়। যথা—"তিনিই নিম্নে, আমিও নিম্নে, আত্মাই নিম্নে, সমস্তই নিম্নে। ব্রহ্ম তাহার দূরে যান—যে এ সমুদায়কে আত্মাতিরিক্ত বলিয়া জানে"। "এ সমস্তই ব্রহ্ম।" "এ সমস্তই আত্মা।" "এই ব্রহ্মে নানাভাব নাই"। "এমন

* অন্যপ্রতিষেধাৎ ব্রহ্মভিন্নস্য বস্ত্বন্তরস্য প্রতিষেধাৎ পরমার্থসম্বন্ধনিবারণাৎ।

পরপক্ষীয় মতের উত্থাপক সেত্বাদিপ্রয়োগের পরপক্ষীয় ব্যাখ্যায় দোষ দেখান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, শ্রুতিতে বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব-নিষেধও আছে। বস্ত্বন্তরের প্রতিষেধ থাকাতেও ব্রহ্মভিন্ন পদার্থের অনস্তিত্ব জানা যায়।

দাত্মৈবাধস্তাৎ", "সর্ব্বং তং পরাদাদ্‌যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ।" "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বম্।" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" "তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্" ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্রকরণস্থান্যন্যার্থত্বেন পরিণেতুমশক্যানি ব্রহ্মব্যতিরিক্তং বস্ত্বন্তরং বারয়ন্তি। সর্ব্বান্তরশ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোঽন্তরোঽন্য আত্মাঽস্তীত্যবগমতে ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩।২।৩৭॥*

অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন অন্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অন্যথা হি তন্ন সিধ্যেৎ। সেত্বাদিব্যপদেশেষু হি মুখ্যেষ্বঙ্গীক্রিয়মাণেষু পরিচ্ছেদ আত্মনঃ

সংযোগাদিঃ, বস্তুদ্বয়াসত্ত্বাৎ। তথা ভেদোঽপি ন স্বতঃ, একত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ২। ৩৬ ॥]

ব্রহ্মাদ্বৈতসিদ্ধাবপি ন সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বব্যাপিতা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণা স্বরূপেণ রূপবত্ত্বং সিধ্যতীত্যত আহ—"অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন" পরহেতুনিরাকরণে-

---

কিছুই নাই—যাহা তাঁহা হইতে পর।" "সেই এই ব্রহ্ম অনাদি (অকারণ), অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য অর্থাৎ তাঁহার পর নাই, বিচ্ছেদ নাই এবং বাহিরেও কিছু নাই।" ইত্যাদি। এই সকল বাক্য ব্রহ্মপ্রকরণে পঠিত; সুতরাং অন্য কোনরূপ অর্থে যোজনা করিবার অযোগ্য। যদি ঐ সকল বাক্যের অন্যপ্রকার অর্থ না থাকে, তাহা হইলে গ্রহণ কর যে, ঐ সকল বাক্য ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব নিষেধ করিতেছে। এতদ্ভিন্ন, "তিনিই সকলের অন্তরে—" এই সর্ব্বান্তরশ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, প্রাণিদেহে পরমাত্মা ব্যতীত আত্মান্তর নাই। অর্থাৎ বাস্তবপক্ষে পরমাত্মা ব্যতীত জীব বা অন্য কিছুই নাই ॥৩।২।৩৬॥

সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে পরমত উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিরাস ও বস্ত্বন্তরের অস্তিত্ব প্রতিষেধ, এই দুএর দ্বারা আত্মার সর্ব্বব্যাপিতাও সিদ্ধ হইয়াছে। কেননা, ঐ সকলের নিষেধ ব্যতীত আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয় না। সেত্বাদিব্যপদেশের মুখ্যার্থ স্বীকার করিতে গেলে আত্মার পরিচ্ছেদ প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিতা ভঙ্গ হয়। কেননা, সেতুপ্রভৃতি তদাত্মক অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন

---

* অনেন সেত্বাদিব্যপদেশনিরাকরণেন বস্ত্বন্তরপ্রতিষেধেন চাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বসিদ্ধির্ভবতীতি শেষঃ। আয়ামশব্দাদিভ্যোঽপি। আযাম শব্দঃ ব্যাপ্তিবাচী শব্দঃ। আদিশব্দাৎ নিত্যাদিগ্রাহ্যঃ। কথিত বিচারের দ্বারা ও ব্যাপ্তিবাচীআয়ামশব্দের দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্বও সিদ্ধ হয়।

প্রসজ্যেত, সেত্বাদীনামেবমাত্মকত্বাৎ। তথান্যপ্রতিষেধেঽপ্যসতি বস্তু বস্ত্বন্তরাদ্ব্যাবর্ত্তত ইতি পরিচ্ছেদ এবাত্মনঃ প্রসজ্যেত। সর্ব্বগতত্বঞ্চাস্যায়ামশব্দাদিভ্যোঽবগম্যতে। আয়ামশব্দো ব্যাপ্তি-বচনঃ শব্দঃ। "যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ", "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ", "জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানা-কাশাৎ" "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্" ইত্যেবমাদয়ো হি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়াঃ সর্ব্বগতত্বমাত্মনোঽববোধয়ন্তি ॥ ৩। ২। ৩৭ ॥

ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৩। ২। ৩৮ ॥ *

তস্যৈব হি ব্রহ্মণো ব্যাবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়া-ময়মন্যঃ স্বভাবো বর্ণ্যতে। যদেতদিষ্টানিষ্টব্যামিশ্রলক্ষণং

নান্যপ্রতিষেধসমাশ্রয়ণেন চ স্বসাধনোপন্যাসেন চ সর্ব্বগতত্বমপ্যাত্মনঃ সিদ্ধং ভবতি। অদ্বৈতে সিদ্ধে সর্ব্বোঽয়মনির্ব্বচনীয়ঃ প্রপঞ্চাবভাসো ব্রহ্মাধিষ্ঠান ইতি সর্ব্বস্য ব্রহ্মসম্বন্ধাদ্ব্রহ্ম সর্ব্বগতমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ২। ৩৭ ॥

সিদ্ধান্তোপক্রমমিদমধিকরণম্। • স্যাদেতৎ। নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য ব্রহ্মণঃ কুত ঈশ্বরত্বং কুতশ্চ ফলহেতুত্বমপীত্যত আহ—"তস্যৈব ব্রহ্মণো ব্যাবহারিক্যাম্"

পদার্থ। [তথা...গম্যতে] বস্ত্বন্তরের নিষেধ না থাকিলেও, অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষ ব্যতীত দ্বৈতপক্ষেও এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ব্যাবর্ত্তিত (ভিন্নতাপ্রাপ্ত) হয়; সুতরাং পরমাত্মারও পরিচ্ছিন্নতা ঘটনা হয়। এ দিকে, আয়ামাদি শব্দ থাকাতে পরমাত্মার সর্ব্বব্যাপিতা অবগত হওয়া যায়। [আয়াম...বোধয়ন্তি] আয়ামশব্দ অর্থাৎ ব্যাপ্তিবাচী শব্দ (সর্ব্বগতত্ববোধক বাক্য)। যথা—"এই আকাশ যদ্রূপ, হৃদয়ান্তরস্থ আকাশও তদ্রূপ" (হৃদয়ান্তরস্থ আকাশ = আত্মা)। "ইনি আকা-শের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিত্য।" "দিব্ (আকাশপর্য্যায়ক অন্তরিক্ষ) অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড়।" "নিত্য সর্ব্বগত, স্থিতিশীল ও অচল অর্থাৎ কূট-বৎ নির্ব্বিকার।" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায় (যুক্তি) আত্মার সর্ব্ব-ব্যাপিতা বোধ করায় ॥ ৩। ২। ৩৭ ॥

ব্রহ্মের আর একটি ব্যবহারিক বিভাগ আছে, তাহা ঈশ্বর ও ঈশিতব্য নামে প্রসিদ্ধ। এই জগৎ ও জগৎস্থ জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ নিয়ম্য, এবং ঈশ্বর ইহার নিয়ন্তা। এই যে ব্যবহারিক বিভাগ, সম্প্রতি এ বিভাগেব্রহ্মের অন্য একটী স্বভাব বর্ণিত হইবে। সংসারে জীবমাত্রেই ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও

---

* অতঃ অস্মাৎ ঈশ্বরাৎ ফলং জীবানাং কর্ম্মানুরূপো ভোগো ভবতি। স্বর্গাদিকং বিশিষ্ট-দেশকালকর্ম্মাভিজ্ঞদাতৃকং কর্ম্মফলত্বাৎ সেবাফলবদিত্যুপপত্তিঃ।

ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা, জীব সকল ঈশ্বর হইতেই কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, ইহা উপপত্তিবলে অর্থাৎ যুক্তিবলে পাওয়া যায়।

কর্ম্মফলং সংসারগোচরং ত্রিবিধং প্রসিদ্ধং জন্তুনাম্, কিমেতৎ কর্ম্মণো ভবতি ? আহোস্বিদীশ্বরাৎ ? ইতি ভবতি বিচারণা। তত্র তাবৎ প্রতিপদ্যতে—ফলমতঃ—ঈশ্বরাদ্ভবিতুমর্হতি। কুতঃ ? উপপত্তেঃ। স হি সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ বিচিত্রান্ বিদধদ্দেশকালবিশেষাভিজ্ঞত্বাৎ কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুরূপং ফলং সম্পাদয়তীত্যুপপদ্যতে। কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষবিনাশিনঃ কালান্তরভাবি ফলং ভবতীত্যনুপপন্নম্, অভাবাৎ ভাবানুৎপত্তেঃ।

স্যাদেতৎ। কর্ম্ম বিনশ্যৎ স্বকাল এব স্বানুরূপং ফলং জনয়িত্বা বিনশ্যতি, তৎ ফলং কালান্তরিতং কর্ত্রা ভোক্ষ্যত ইতি, তদপি ন পরিশুধ্যতি। প্রাক্ ভোক্তৃসম্বন্ধাৎ ফলত্বানুপপত্তেঃ।

ইতি। নাস্য পারমার্থিকং রূপমাশ্রিত্যৈতচ্চিন্ত্যতে, কিন্তু সাম্ব্যবহারিকম্। এতচ্চ "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" ইতি ব্যাচক্ষাণৈরস্মাভিরুপপাদিতম্। ইষ্টং ফলং স্বর্গঃ। যথাহুঃ—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ সুখং স্বর্গপদাস্পদম্॥" ইতি।

অনিষ্টমবীচ্যাদিস্থানভোগ্যম্। ব্যামিশ্রঞ্চ মনুষ্যভোগ্যম্। তত্র তাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ফলমত ঈশ্বরাৎ কর্ম্মভিরারাধিতাদ্ভবিতুমর্হতি। অথ কর্ম্মণ এব ফলং কস্মান্ন ভবতীত্যত আহ—"কর্ম্মণস্ত্বনুক্ষবিনাশিনঃ" প্রত্যক্ষবিনাশিন ইতি।

চোদয়তি—"স্যাদেতৎ কর্ম্ম বিনশ্যৎ" ইতি। উপাত্তমপি ফলং ভোক্তুমযোগ্যত্বাদ্বা কর্ম্মান্তরপ্রতিবন্ধাদ্বা ন ভুজ্যত ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তদপি ন পরি-

---

ব্যামিশ্র কর্ম্মফল ভোগ করে, ইহা সর্ব্ববিদিত। এই সর্ব্ববিদিত সুখাদি ফল কি কেবল কর্ম্মপ্রভাবেই উপস্থিত হয় ? না তাহা ঈশ্বর হইতে সম্ভূত হয় ? কর্ম্মই কর্ম্মফলদাতা ? কি ঈশ্বর কর্ম্মফলদাতা ? এরূপ বিচারণা উপস্থিত হইয়া থাকে। বিচারে পাওয়া যায়, জীব সুখদুঃখাদি ফল ঈশ্বরের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের দ্বারা ফলপ্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। [স হি...নুৎপত্তেঃ] ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-যুক্ত বিচিত্র বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, তিনিই সকলের দেশ-কাল-কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন, সুতরাং কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুরূপ ফল তাঁহা হইতেই সম্পন্ন হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। কর্ম্ম যে ক্ষণবিনাশী, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষসিদ্ধ); সুতরাং অভাবগ্রস্ত কর্ম্ম হইতে কালান্তরভাবী ফল হওয়া যুক্তিবহির্ভূত। কোনও কালে অভাব ভাবপদার্থের জনক নহে।

[স্যাদেতৎ...স্তৌকিকাঃ] যদি বল, এমনও হইতে পারে যে, কর্ম্ম আপন আপন অবস্থানকালের মধ্যে অনুরূপ ফল জন্মাইয়া বিনষ্ট হয়, অনন্তর কর্ম্মকর্ত্তা তাহা যথাকালে ভোগ করে, এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ ব্যবস্থা পরিশুদ্ধ নহে।

যৎকালং হি যৎ সুখং দুঃখং বা আত্মনা ভুজ্যতে, তস্যৈব লোকে ফলত্বং প্রসিদ্ধম্। ন হ্যসম্বদ্ধস্যাত্মনা সুখস্য দুঃখস্য বা ফলত্বং প্রতিযন্তি লৌকিকাঃ। অথোচ্যেত—মাভূৎ কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ, কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাত্তবেদিতি, তদপি নোপপদ্যতে। অপূর্ব্বস্যাচেতনস্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমস্য চেতনেনাপ্রবর্ত্তিতস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ, তদস্তিত্বে চ প্রমাণাভাবাৎ। অর্থাপত্তিঃ প্রমাণমিতি চেৎ, ন, ঈশ্বরসিদ্ধেরর্থাপত্তিক্ষয়াৎ ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥

শুধ্যতি" ইতি। ন হি স্বর্গ আত্মানং সভত্তামিত্যধিকারিণঃ কামযন্তে, কিন্তু ভোগ্যোঽস্মাকং ভবত্বিতি। তেন যাদৃশমেভিঃ কাম্যতে, তাদৃশস্য ফলত্বমিতি ভোগ্যত্বমেব মৎ ফলমিতি। ন চ তাদৃশং কর্ম্মানন্তরমিতি কথং ফলং—সদপি স্বরূপেণ। অপি চ স্বর্গনরকৌ তীব্রতমে সুখদুঃখে ইতি তদ্বিষয়েণানুভবেন ভোগাপরনাম্নাঽবশ্যং ভবিতব্যম্। তস্মাদনুভবযোগ্যে অননুভূয়মানে শশশৃঙ্গবন্ন স্ত ইতি নিশ্চীয়তে। চোদয়তি—"অথোচ্যেত, মাভূৎ কর্ম্মানন্তরং ফলোৎপাদঃ, কর্ম্মকার্য্যাদপূর্ব্বাত্তবেৎ" ইতি। পরিহরতি। "তদপি ন" ইতি। যদ্যদচেতনং তত্তৎ সর্ব্বং চেতনাধিষ্ঠিতং প্রবর্ত্তত ইতি প্রত্যক্ষাগমাভ্যামবধারিতম্। তস্মাদপূর্ব্বেণাপ্যচেতনেন চেতনাধিষ্ঠিতেনৈব প্রবর্ত্তিতব্যং, নান্যথেত্যর্থঃ। ন চাপূর্ব্বং প্রামাণিকমপীত্যাহ—"তদস্তিত্বে চ" ইতি ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥

অর্থাৎ ঐ কথা নির্দ্দোষ নহে। কেন-না, যাবৎ না আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাবৎ তাহা ফল বলিয়া গণ্য হয় না। যে সুখ ও যে দুঃখ যে কালে আত্মা ভোগ করেন, সেই কালের সেই সুখ ও সেই দুঃখই ফল, ইহা সর্ব্ববিদিত। আত্মার সহিত অসম্বদ্ধ এমন সুখকে অথবা দুঃখকে কেহই ফল বলিয়া স্বীকার করে না, করিতে পারেও না। [অর্থো...ক্ষয়াৎ] কেহ কেহ বলেন বটে যে, কর্ম্মজন্য অপূর্ব্ব হইতেই ফলের জন্ম হয়, (কর্ম্ম আত্মায় অপূর্ব্ব নামক শক্তি জন্মায়, পরে সেই শক্তি ফল জন্মায়), কিন্তু তাহাতেও ফলভোগ উপপন্ন হয় না। অপূর্ব্ব অচেতন, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের সমান, চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলে তাহার প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব (প্রবৃত্তি = ফলদানে উন্মুখ হওয়া। তাহা ঈশ্বরের বিনা অধিষ্ঠানে অসম্ভব)। (অপিচ, তাদৃশ অপূর্ব্বের অস্তিত্বে প্রমাণও নাই। ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব সিদ্ধ না হইলে অর্থাপত্তি প্রমাণও ক্ষীণ অর্থাৎ কার্য্যকর হয় না। (যাগ ক্ষণস্থায়ী, তাহা থাকে না, অথচ শ্রুতি বলেন, যাগ স্বর্গ জন্মায়। শ্রুতি মিথ্যা বলেন না, সেই বিশ্বাসে উভয়ের মধ্যে শক্তিবিশেষ উৎপন্ন হওয়া স্বীকৃত হয়। এই কল্পনামূলক স্বীকার অর্থাপত্তিপ্রমাণ নামে খ্যাত)। কর্ম্মের দ্বারা আরাধিত ঈশ্বর সদাকাল আছেন। জীব তাঁহার দ্বারা কর্ম্মফল লাভ করে, এই কল্পনাই প্রবল, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কল্পনা অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমাণ দুর্ব্বল, (দুর্ব্বল বলিয়া তাহা প্রবলের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩ । ২ । ৩৮ ॥

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩ । ২ । ৩৯ ॥*

ন কেবলমুপপত্তেরেবেশ্বরং ফলহেতুং কল্পয়ামঃ। কিং তর্হি? শ্রুতত্বাদপীশ্বরমেব ফলহেতুং মন্যামহে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি "স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ॥ ৩ । ২ । ৩৯ ॥

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥†

জৈমিনিস্ত্বাচার্য্যো ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। অতএব

"অন্নাদঃ" অন্নপ্রদঃ ॥ ৩ । ২ । ৩৯ ॥

সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্নাতি—

শ্রুতিমাহ—"শ্রূয়তে তাবৎ" ইতি। নন্বু স্বর্গকামো যজেতেত্যাদয়ঃ শ্রুতয়ঃ ফলং প্রতি ন সাধনতয়া যাগং বিদধতি। তথাহি—যদি যাগাদয় এব ক্রিয়া, ন তদতিরিক্তা ভাবনা, তথাপি ত এব স্বপদেভ্যঃ পূর্ব্বাপরীভূতাঃ সাধ্যস্বভাবা অবগম্যন্ত ইতি ন সাধ্যান্তরমপেক্ষন্ত ইতি ন স্বর্গেণ সাধ্যান্তরেণ সম্বন্ধুমর্হন্তি। অথাপি তদতিরেকিণী ভাবনাঽস্তি, তথাপ্যসৌ ভাব্যাপেক্ষাপি স্বপদোপাত্তং পূর্ব্বাবগতঞ্চ ভাব্যং ধাত্বর্থমপহায় ন ভিন্নপদোপাত্তং পুরুষবিশেষঞ্চ স্বর্গাদি ভাব্যতয়া স্বীকর্ত্তুমর্হতি, ন চৈকস্মিন্ বাক্যে সাধ্যদ্বয়সম্বন্ধসম্ভবঃ, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। ন কেবলং শব্দতো বস্তুতশ্চ পুরুসপ্রযত্নস্য ভাবনায়াঃ সাক্ষাদ্ধাত্বর্থ এব সাধ্যো ন তু স্বর্গাদিস্তস্য তদব্যাপ্যত্বাৎ। স্বর্গাদেস্তু নামপদাভিধেয়তয়া সিদ্ধরূপস্যাখ্যাতবাচ্যং ধাত্বর্থং প্রতি 'ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ সাধনতয়া গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—'দ্রব্যাণাং কর্ম্মসংযোগে গুণত্বেনাভিসম্বন্ধঃ' ইতি। তথা চ কর্ম্মণো যাগাদের্দ্দুঃখত্বেন পুরুষেণাসমীহিতত্বাৎ, সমীহিতস্য চ স্বর্গাদেরসাধ্যত্বান্ন

ঈশ্বর ফলদাতা, এ তথ্য কেবল যুক্তিকল্প্য নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঐ তথ্য লব্ধ। শ্রুতি—"সেই এই জন্মরহিত মহান্ আত্মা সমুদায় প্রাণীকে অন্নদান করেন, ধনদানও করেন।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন ॥ ৩ । ২ । ৩৯ ॥

পূর্ব্বপক্ষকারী হয় ত বলিবেন, জৈমিনি মুনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। তিনিও ধর্ম্মের ফলদাতৃত্বে ঐ দুই কারণ (শ্রুতি ও যুক্তি) উপন্যস্ত করেন। ধর্ম্ম

---

* ন কেবলমুপপত্তেরীশ্বরস্য ফলহেতুত্বম্, অপি তু শ্রুতত্বাৎ তস্য ফলহেতুত্বম্। কর্ম্মণোঽপূর্ব্বস্য বা জড়ত্বেনোপকরণমাত্রত্বাৎ স্বতন্ত্রশ্চেতন ঈশ্বর এব ফলদাতেতি তাৎপর্য্যম্।

কেবল যুক্তির দ্বারা নহে, শ্রুতির দ্বারাও ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব নিশ্চয় হয়।

† জৈমিনির্নাম মুনিরতএব শ্রুতেরুপপত্তেশ্চৈব হেতোর্ধর্ম্মং ফলস্য দাতারং মন্যতে। পূর্ব্বপক্ষসূত্রমেতৎ।

এ স্থলে জৈমিনির মত পূর্ব্বপক্ষ কোটীতে গৃহীত হইতে পারে। জৈমিনি মনে করেন, ধর্ম্মই ফলদাতা। কেন-না, শ্রুতি যুক্তি উভয় প্রমাণই ঐ নির্ণয়ের সাধক।

হেতোঃ—শ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। শ্রূয়তে তাবদয়মর্থঃ "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবমাদিষু বাক্যেষু। তত্র চ বিধিশ্রুতের্বিষয়ভাবোপগমাদযাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে। অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত। তত্রাস্যোপদেশবৈয়র্থ্যং স্যাৎ।

যাগাদয়ঃ পুরুষস্যোপকুর্ব্বন্তি, অনুপকারিণাঞ্চৈষাং ন পুরুষ ঈষ্টে 'অনীশানশ্চ ন তেষু সম্ভবত্যধিকারী' ইত্যধিকারাভাবপ্রতিপাদিতানর্থক্যপরিহারায় কৃৎস্নস্যৈবাম্নায়স্য নির্মৃষ্টনিখিলদুঃখানুষঙ্গনিত্যসুখময়ব্রহ্মজ্ঞানপরত্বং ভেদপ্রপঞ্চবিলয়নদ্বারেণ। তথা হি—সর্ব্বত্রৈবাম্নায়ে ক্বচিৎ কস্যচিদ্ভেদস্য প্রবিলযো গম্যতে, যথা স্বর্গকামো যজেতেতি শরীরাত্মভাবপ্রবিলয়ঃ। ইহ খল্বাপাততো দেহাতিরিক্ত আমুষ্মিকফলোপভোগসমর্থোঽধিকারী গম্যতে। তত্রাধিকারস্যোক্তেন ক্রমেণ নিরাকরণাসদতোঽপি প্রতীয়মানস্য বিচাবাসহস্যোপায়তামাত্রেণাবস্থানাদনেন বাক্যেন দেহাত্মভাবপ্রবিলয়স্তৎপরেণ ক্রিয়তে। গোদোহনেন পশুকামস্য প্রণয়েদিত্যত্রাপ্যাপাততোঽধিকৃতাধিকাবাবগমাদধিকারিভেদপ্রবিলযঃ। নিষেধবাক্যানি চ সাক্ষাদেব প্রবৃত্তিনিষেধেন, বিধিবাক্যানি চান্যানি সংগ্রহণ্যা যজেত গ্রামকাম ইত্যাদীনি ন সংগ্রহণাদিপ্রবৃত্তিপরাণি, অপি তূপায়ান্তরোপদেশেন সেবাদিদৃষ্টোপায়প্রতিষেধার্থানি। যথা বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব—মাঽস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ইতি। তথা চ রাগাদ্যাক্ষিপ্তপ্রবৃত্তিপ্রতিষেধেন শাস্ত্রস্য শাস্ত্রত্বমপ্যুপপদ্যতে, রাগনিবন্ধনাং তূপায়োপদেশদ্বারেণ প্রবৃত্তিমনুজানতো রাগসম্বর্দ্ধনাদশাস্ত্রত্বপ্রসঙ্গঃ। তন্নিষেধেন তু ব্রহ্মণি প্রণিধানমাদধৎ শাস্ত্রং শাস্ত্রং ভবেৎ। তস্মাৎ কর্ম্মফলসম্বন্ধস্যাপ্রামাণিকত্বাদনাদিবিচিত্রাবিদ্যাসহকারিণ ঈশ্বরাদেব কর্ম্মানপেক্ষাদ্বিচিত্রফলোৎপত্তিরিতি। কথং তর্হি বিধিঃ, কিমত্র কথং প্রবর্ত্তনামাত্রত্বাদ্বিধেস্তস্য চাধিকারমন্তরেণাপ্যুপপত্তেঃ। ন হি যোযঃ প্রবর্ত্তয়তি, স সর্ব্বোঽধিকৃতমপেক্ষতে। পবনাদেঃ প্রবর্ত্তকস্য তদনপেক্ষত্বাদিতি শঙ্কামপাচিকীর্ষুরাহ—"তত্র চ বিধিশ্রুতের্ব্বিষয়ভাবোপগমাদযাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদক ইতি গম্যতে" ইতি। "অন্যথা হ্যননুষ্ঠাতৃকো যাগ আপদ্যেত" ইতি চ। অয়মভিসন্ধিঃ—উপদেশো হি বিধিঃ। যথোক্তং, তস্য জ্ঞানমুপদেশ ইতি। উপদেশশ্চ নিযোজ্যপ্রয়োজনে কর্ম্মণি লোকশাস্ত্রয়োঃ প্রসিদ্ধঃ। তদ্‌যথারোগ্যকামো জীর্ণে ভুঞ্জীত। এষ সুপন্থাঃ গচ্ছতু ভবাননেনেতি। ন চাজ্ঞাদিরিব নিয়োক্তৃপ্রয়োজনস্তত্রাভিপ্রায়স্য প্রবর্ত্তকত্বাৎ, তস্য চাপৌরুষেয়েঽসম্ভবাৎ। অস্য চোপদেশস্য

ফলদাতা, এ অর্থ "স্বর্গকামী যাগ করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত আছে। [তত্র ...স্যাৎ] ঐ বাক্যে যে বিধি শ্রবণ আছে, (করিবেক এইরূপ নিয়োগ আছে), তাহার বিষয় যাগ এবং তাহাতেই বুঝা যায়, যাগই স্বর্গের উৎপাদক। ঐবাক্যে ঐ অর্থ প্রতীত না হইলে কেহ যাগপ্রবৃত্ত হইত না এবং যাগ অনুষ্ঠানগোচরে উপস্থিত না হওয়ায় যাগোপদেশ ব্যর্থ হইত, (কিন্তু শ্রুতির উপদেশ অব্যর্থ)।

নম্বম্বক্ষবিনাশিনঃ কর্ম্মণঃ ফলং নোপপদ্যত ইতি পরিত্যক্তোঽয়ং পক্ষঃ। নৈষ দোষঃ, শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ। শ্রুতিশ্চেৎ প্রমাণং, যথয়াং কর্ম্মফলসম্বন্ধঃ শ্রুত উপপদ্যতে, তথা কল্পয়িতব্যঃ। ন চানুৎপাদ্য কিমপ্যপূর্ব্বং কর্ম্ম বিনশ্যৎ কালান্তরিতং ফলং দাতুং শক্নোতি। অতঃ কর্ম্মণো বা

নিযোজ্যপ্রয়োজনব্যাপারবিষয়মনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতানুকূলব্যাপারগোচরত্বমস্মাভিরুপপাদিতং ন্যায়কণিকায়াম্। তথা চ স্বর্গকামো যজেতেত্যাদিষু স্বর্গকামাদেঃ সমীহিতোপায়া গম্যন্তে যাগাদয়ঃ। ইতরথা তু ন সাধয়িতারমনুগচ্ছেয়ুঃ। তদুক্তমৃষিণা 'অসাধকন্তু তাদর্থ্যাৎ' ইতি। অনুষ্ঠাত্রপেক্ষিতোপায়তারহিতপ্রবর্ত্তনামাত্রার্থত্বে যজেতেত্যাদীনামসাধকং কর্ম্ম যাগাদি স্যাৎ, সাধয়িতারং নাধিগচ্ছেদিত্যর্থঃ। ন চৈতে সাক্ষাদ্ভাবনাভাব্যা অপি কর্ত্রপেক্ষিতসাধনতাবিধ্যুপহিতমর্য্যাদা ভাবনোদ্দেশ্যা ভবিতুমর্হন্তি। যেন পুংসামনুপকারকাঃ সন্তোনাধিকারভাজোভবেয়ুঃ। দুঃখত্বেন কর্ম্মণাং চেতনসমীহানাস্পদত্বাৎ। স্বর্গাদীনান্ত ভাবনাপূর্ব্বরূপকামনোপধানাচ্চ। প্রীত্যাত্মকত্বাচ্চ। নামপদাভিধেয়ানামপি পুরুষবিশেষণানামপি ভাবনোদ্দেশ্যতালক্ষণভাব্যত্বপ্রতীতেঃ' ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বলক্ষণেন চ যাগাদিসাধ্যত্বেন 'ফলার্থপ্রবৃত্তভাবনাভাব্যত্বরূপস্য ফলসাধ্যত্বস্য সমপ্রধানত্বাভাবেনৈকবাক্যসমবায়সম্ভবাৎ ভাবনাভাব্যত্বমাত্রস্য চ যাগাদিসাধ্যত্বস্য করণেঽপ্যবিরোধাৎ। অন্যথা সর্ব্বত্র তদুচ্ছেদাৎ পরশ্বাদেরপি ছিদাদিষু তথাভাবাৎ ফলস্য সাক্ষাদ্ভাবনাব্যাপ্যত্ববিরহিণোঽপি তদুদ্দেশ্যতয়া সর্ব্বত্র ব্যাপিতয়া ব্যবস্থানাৎ স্বর্গসাধনে যাগাদৌ স্বর্গকামাদেরধিকার ইতি সিদ্ধম্। ন চাপ্রাপ্তার্থবিষয়াঃ সাংগ্রহণ্যাদিযাগবিধয়ঃ পরিসঙ্খ্যায়কা নিয়ামকা বা ভবিতুমর্হন্তি। ন চাধিকারাভাবে দেহাত্মপ্রবিলয়ো বাধিকারিভেদপ্রবিলয়ো বা শক্য উপপাদয়িতুম্। আপাততঃ প্রতিভানে চাস্য তৎপরত্বমেব নার্থায়াতপরত্বং, স্বরসতঃ প্রতীয়মানেঽর্থে বাক্যস্য তাদর্থ্যে সম্ভবতি ন সম্পাতায়াতপরত্বমুচিতম্। ন চৈতাবতা শাস্ত্রত্বব্যাঘাতঃ। তস্য স্বর্গাদ্যুপায়শাসনেঽপি শাস্ত্রত্বোপপত্তেঃ। পুরুষশ্রেয়োঽভিধায়কত্বং হি শাস্ত্রত্বং। সরাগ-বীতরাগপুরুষশ্রেয়োঽভিধায়কত্বেন সর্ব্বপারিষদতয়া ন তত্ত্বব্যাঘাতঃ। তস্মাদ্বিধিবিষয়ভাবোপগমাদ্ যাগঃ স্বর্গস্যোৎপাদুক ইতি সিদ্ধম্।

[নম্বম্বক্ষ...প্রকারেণ] বলিতে পার, কর্ম্মমাত্রেই প্রত্যক্ষবিনাশী, প্রত্যক্ষে দেখা যায়, তাহা থাকে না, যাহা থাকে না, কিপ্রকারে তাহা ফল জন্মাইবে? কারণ বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্য জন্মায় না, সুতরাং যাগও অবিদ্যমানাবস্থায় স্বর্গফল জন্মায় না।) অভাব ভাবের জনক হইতে পারে না বলিয়া কর্ম্মের ফলদাতৃত্ব পক্ষ ইতিপূর্ব্বে ত্যাগ করা হইয়াছিল সত্য; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিলে ঐ দোষ স্থানপ্রাপ্ত হইবে না।

কাচিদবস্থা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থাঽপূর্ব্বং নামাস্তীতি তর্ক্যতে। উপপদ্যতে চায়মর্থ উক্তেন প্রকারেণ। ঈশ্বরস্তু ফলং দদাতীত্যনুপপন্নম্। অবিচিত্রস্য কারণস্য বিচিত্রকার্য্যানুপপত্তে-র্বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ তদনুষ্ঠানবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ। তস্মা-দ্ধর্ম্মাদেব ফলমিতি ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥

পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥৩।২।৪১॥*

বাদরায়ণস্ত্বাচার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তমেবেশ্বরং ফলহেতুং মন্যতে।

"কর্ম্মণো বা কাচিদবস্থা" ইতি। কর্ম্মণোঽবান্তরব্যাপারঃ। এতদুক্তং ভবতি—কর্ম্মণোহি ফলং প্রতি তৎসাধনত্বং শ্রুতং. তন্নির্ব্বাহয়িতুং তস্যৈবাবান্তর-ব্যাপারো ভবতি। ন চ ব্যাপারবতি সত্যেব ব্যাপারো নাসতীতি যুক্তম্। অসৎ-স্বপ্যাগ্নেয়াদিষ্ তদুৎপত্ত্যপূর্ব্বাণাং পরমাপূর্ব্বে জনয়িতব্যে তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। অসত্যপি চ তৈলপানকর্ম্মণি তেন দেহপুষ্টৌ কর্ত্তব্যায়ামন্তরা তৈলপরিণামভেদানাং তদবান্তরব্যাপারত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মকার্য্যমপূর্ব্বং কর্ম্মণা ফলে কর্ত্তব্যে তদ-বান্তরব্যাপার ইতি যুক্তম্। যদা পুনঃ ফলোপজননান্যথানুপপত্ত্যা কিঞ্চিৎ কল্প্যতে, তদা ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থা কল্প্যতাং নাম। "অবিচিত্রস্য কারণস্য ইতি"। যদীশ্বরাদেব কেবলাদিতি শেষঃ। 'কর্ম্মভির্ব্বা শুভাশুভৈঃ কার্য্যবৈধোৎপাদে রাগাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাশয়ঃ ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥

দৃষ্টানুসারিণী হি কল্পনা যুক্তা, নান্যথা। ন হি জাতু মৃৎপিণ্ডদণ্ডাদয়ঃ

শ্রুতি যখন নির্দ্দোষ প্রমাণ, তখন যেরূপে কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ থাকিতে পারে, এবং যাহাতে উহা উপপন্ন হয়, তাহা বা সেইরূপ অনুমান করাই কর্ত্তব্য। যখন দেখা যাইতেছে, নশ্বরস্বভাব কর্ম্ম কোন এক অপূর্ব্ব (নূতন ব্যাপার) না জন্মাইয়া কালান্তরে ফলপ্রসব করিতে পারে না, তখন অবশ্যই তর্কণা (অনুমান) করা উচিত যে, অপূর্ব্বনামধেয় কোন এক শক্তিপদার্থ আছে—যাহা কর্ম্মের চরমাবস্থায় কর্ম্মকর্ত্তার সম্বন্ধে জন্মে, জন্মিয়া ফলকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। সেই অপূর্ব্ব পদার্থই ফলের জনক। সেই অপূর্ব্বকে হয় কৃত কর্ম্মের অবান্তর ব্যাপার বা সূক্ষ্ম চরমাবস্থা, না হয় ফলের পূর্ব্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থাও বলিতে পার। এ তথ্যও ভবদুক্ত প্রণালীতে উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে। [ঈশ্বরস্তু...ফলমিতি] ঈশ্বর ফল দেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অবিচিত্র অর্থাৎ একরূপ কারণ হইতে বিচিত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কার্য্য হওয়া অযুক্ত। বিশেষতঃ ঈশ্বর ফলদাতা হইলে তাঁহাতে বিষমকারিত্ব ও নির্দ্দয়তা এই দুইটী দোষ হয়, এবং কর্ম্মানুষ্ঠানেরও নিষ্প্রয়োজনতা আপতিত হয়। অতএব, ধর্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে ॥ ৩ । ২ । ৪০ ॥

পূর্ব্বপক্ষীয় ঐ পক্ষ সদোষ। বাদরায়ণ মুনি মনে করেন, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই

---

* তুঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। ন জৈমিনের্ম্মতং সাধ্বিতি প্রতিবাদিন আশয়ঃ। পূর্ব্বং পূর্ব্বোক্ত-

কেবলাৎ কর্ম্মণোঽপূর্ব্বাদ্বা কেবলাৎ ফলমিত্যয়ং পক্ষঃ তু-শব্দেন ব্যাবর্ত্ত্যতে। কর্ম্মাপেক্ষাদপূর্ব্বাপেক্ষাদ্বা যথা তাথাস্তু, ঈশ্বরাৎ ফলমিতি সিদ্ধান্তঃ। কুতঃ? হেতুব্যপদেশাৎ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরপি হি কারয়িতৃত্বেনেশ্বরো হেতুর্ব্ব্যপদিশ্যতে ফলস্য চ দাতৃত্বেন। "এষ উ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতে" ইতি। স্মর্য্যতে চায়মর্থো ভগবদ্গীতাসু—

কুম্ভকারাদ্যনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভাদ্যারম্ভায় প্রভবন্তো দৃষ্টাঃ। ন চ বিদ্যুৎপবনাদিভিরপ্রযত্নপূর্ব্বৈর্ব্যভিচারঃ, তেষামপি কল্পনাস্পদতয়া ব্যভিচারনিদর্শনত্বানুপপত্তেঃ। তস্মাদচেতনং কর্ম্ম বাঽপূর্ব্বং বা ন চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিতুমুৎসহতে। ন চ চৈতন্যমাত্রং কর্ম্মস্বরূপসামান্যবিনিয়োগাদিবিশেষবিজ্ঞানশূন্যমুপযুজ্যতে, যেন তদ্রহিতক্ষেত্রজ্ঞমাত্রাধিষ্ঠানেন সিদ্ধসাধ্যত্বমুদ্ভাব্যেত। তস্মাৎ তত্তৎপ্রাসাদাট্টালগোপুরতোরণাদ্যুপজননিদর্শনসহস্রৈঃ সুপরিনিশ্চিতং যথা চেতনাধিষ্ঠানাদচেতনানাং কর্য্যারম্ভকত্বমিতি, তথা চৈতন্যং দেবতায়া অসতি বাধকে শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণপ্রসিদ্ধং ন শক্যং প্রতিষেদ্ধুমিত্যপি স্পষ্টং নিরটঙ্কি দেবতাধিকরণে। লৌকিকশ্চেশ্বরো দানপরিচরণপ্রণামাঞ্জলিকরণস্তুতিভিরতিশ্রদ্ধাগর্ভাভির্ভক্তিভিরারাধিতঃ প্রসন্নঃ স্বানুরূপমারাধকায় ফলং প্রযচ্ছতি, বিরোধতশ্চাপক্রিয়াভির্ব্বিরোধকায়াহিতমিত্যপি সুপ্রসিদ্ধম্। তদিহ কেবলং কর্ম্ম বাঽপূর্ব্বং বা চেতনানধিষ্ঠিতমচেতনং ফলং প্রসূত ইতি

ফলের হেতু। সেই কারণে তৎপক্ষে সূত্রাবয়বে তু-শব্দ দিয়া কেবল কর্ম্মের ও অপূর্ব্বের ফলদাতৃত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। [কর্ম্মাপেক্ষা...নিনীষতে ইতি] হয় কর্ম্মানুসারে, না হয় কর্ম্মজন্য অপূর্ব্বানুসারে (অপূর্ব্ব = ধর্ম্মাধর্ম্ম) ঈশ্বরই কর্ম্মিগণকে ফল বিতরণ করেন, ইহাই সৎসিদ্ধান্ত। কেননা, শ্রুতি ঈশ্বরকেই জীবকৃত কর্ম্মের, কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মের ও তৎফলের কারয়িতা ও দাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—"ইনি যাহাকে এ লোক হইতে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকর্ম্ম করান এবং ইনি যাহাকে অধোগামী করাইতে ইচ্ছুক হন, তাহাকে অসৎ কর্ম্ম (গর্হিত কর্ম্ম) করান।" [স্মর্য্যতে...হিতান্ ইতি] এ অর্থ গীতা-স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে। যথা—"যে

মীশ্বরং ফলহেতুমিতি বাদরায়ণোমন্যতে। যতঃ শ্রুতৌ তস্যেশ্বরস্য কর্ম্মাদীনাং কারয়িতৃত্বেন হেতুত্বমুচ্যতে। অচেতনস্য কর্ম্মণঃ স্বতঃ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ সর্ব্ববেদান্তেষীশ্বরস্য জগদ্ধেতুত্বশ্রুতেশ্চ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতাৎ কর্ম্মণো জগদন্তঃপাতিফলসিদ্ধিরিতি নির্গলিতার্থঃ।

বাদরায়ণ মুনি মানেন, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরই ফলদাতা। কর্ম্ম উপকরণ বা উপলক্ষ্য, তদনুসারে তিনি ফলপ্রদান করেন। কেবল কর্ম্ম যথোক্ত ফল দিতে অসমর্থ, কেননা তাহা জড়।

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াঽর্চ্চিতুমিচ্ছতি॥
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্॥" ইতি

সর্ব্ববেদান্তেষু চেশ্বরহেতুকা এব সৃষ্টয়ো ব্যপদিশ্যন্তে। তদেব চেশ্বরস্য ফলহেতুত্বং, যৎ স্বকর্ম্মানুরূপাঃ প্রজাঃ

দৃষ্টবিরুদ্ধম্। যথা বিনষ্টং কর্ম্ম ন ফলং প্রসূত ইতি কল্প্যতে দৃষ্টবিরোধাৎ, এবমিহাপীতি। তথা দেবপূজাত্মকো যাগো দেবতাং ন প্রসাদয়ন্ ফলং প্রসূত ইত্যপি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। ন হি রাজপূজাত্মকমারাধনং রাজানমপ্রসাদ্য ফলায় কল্পতে। তস্মাদ্দৃষ্টানুগুণ্যায় যাগাদিভিরপি দেবতাপ্রসত্তিরুৎপাদ্যতে। তথা চ দেবতাপ্রসাদাদেব স্থায়িনঃ ফলোৎপত্তেরুপপত্তেঃ কৃতমপূর্ব্বেণ। এবমশুভেনাপি কর্ম্মণা দেবতাবিরোধনং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ততঃ স্থায়িনোঽনিষ্টফলপ্রসবঃ। ন চ শুভাশুভকারিণাং তদনুরূপং ফলং প্রসুবানা দেবতা দ্বেষপক্ষপাতবতীতি যুজ্যতে। ন হি রাজা সাধুকারিণমনুগৃহ্ণন্নিগৃহ্ণন্ বা পাপকারিণং ভবতি দ্বিষ্টো রক্তো বা, তদ্বদলৌকিকোঽপীশ্বরঃ। যথা চ পরমাপূর্ব্বে কর্ত্তব্যে উৎপত্ত্যপূর্ব্বাণামঙ্গাপূর্ব্বাণাঞ্চোপযোগঃ, এবং প্রধানারাধনেঽঙ্গারাধনানামুৎপত্ত্যারাধনানাঞ্চোপযোগঃ স্বাম্যারাধন ইব তদমাত্যতৎপ্রণয়িজনারাধনানামিতি সর্ব্বং সমানমন্যত্রাভিনিবেশাৎ। তস্মাদদৃষ্টাবিরোধেন দেবতারাধনাৎ ফলং, ন ত্বপূর্ব্বাৎ কর্ম্মণো বা কেবলাদ্বিরোধতঃ। হেতুব্যপদেশশ্চ শ্রৌতঃ স্মার্ত্তশ্চ ব্যাখ্যাতঃ। যে পুনরন্তর্যামিব্যাপারায় ফলোৎপাদনায় নিত্যত্বং সর্ব্বসাধারণ-

---

ভক্তিমান্ উপাসক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে মূর্ত্তি ভজনা করিতে ইচ্ছুক হয়, অর্থাৎ তদনুরূপ অনুষ্ঠান করে, আমি সেই সেই মূর্ত্তিতেই তাহার অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি (স্থাপন করাই)। সেইব্যক্তি সেই-শ্রদ্ধায় অন্বিত (যুক্ত) হইয়া সেই মূর্ত্তির আরাধনায় নিযুক্ত হয়। অনন্তর সে আমার বিহিত (সৃষ্ট) হিত ও কাম্য ফল (প্রার্থিত বস্তু) লাভ করে।" [সর্ব্ব...প্রসজ্যন্তে] সমুদায় বেদান্তে ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টি হওয়ার ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে, এবং তাহাতেই ঈশ্বরের ফলহেতুতা সিদ্ধ হইয়াছে। যেহেতু তিনি প্রজাদিগকে স্বকর্ম্মানুযায়ী করিয়া সৃজন করেন, সেই হেতুতেই তাঁহার ফলহেতুতা সিদ্ধ হয়। বলিয়াছিলে যে, ঈশ্বর ফলদাতা হইলে এরূপ বিচিত্র কার্য্য হইতে পারে না, সে দোষ উক্ত প্রকারে উন্মার্জ্জিত হইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ন (কর্ম্ম) অনুসারে ফলবিধান করেন, এরূপ হইলে আর ঐ সকল দোষ হয় না। প্রযত্ন বা কর্ম্ম

সৃজতি। বিচিত্রকার্য্যানুপপত্ত্যাদয়োঽপি দোষাঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বাদীশ্বরস্য ন প্রসজ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীশঙ্করভগবৎপাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩। ২ ॥

ত্বমিতি মন্যমানা ভাষ্যকারীয়মধিকরণং দূষয়াম্বভূবুস্তেভ্যো ব্যাবহারিক্যামীশিত্রীশিতব্যবিভাগাবস্থায়ামিতি ভাষ্যং ব্যাচক্ষীত ॥ ৩। ২। ৪১ ॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩। ২ ॥

পুরুষভেদ বিচিত্র, সুতরাং তাহার ফলও বিচিত্রই হইবে। (এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে) ॥ ৩। ১। ৪১ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥৩।৩।১॥*

ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণস্তত্ত্বম্, ইদানীন্তু প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানানি ভিদ্যন্তে ন বেতি বিচার্য্যতে। নন্থ বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম পূর্ব্বাপরাদিভেদরহিতমেকমেকরসং সৈন্ধবঘনবদবধারিতম্, তত্র কুতো বিজ্ঞানভেদাভেদচিন্তাবতারঃ। ন হি কর্ম্মবহুত্ব-বৎ ব্রহ্মণো বহুত্বমপি বেদান্তেষু প্রতিপিপাদয়িষিতমিতি শক্যং বক্তুম্, ব্রহ্মণ একত্বাৎ একরূপত্বাচ্চ। ন চৈকরূপে

পূর্ব্বেণ সঙ্গতিমাহ—"ব্যাখ্যাতং বিজ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণঃ" ইতি। নিরুপাধিব্রহ্ম-তত্ত্বগোচরং বিজ্ঞানং মন্বান আক্ষিপতি—"নন্থ বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম" ইতি। সাবয়বস্য হ্যবয়বানাং ভেদাৎ তদবয়ববিশিষ্টব্রহ্মগোচরাণি বিজ্ঞানানি গোচরভেদাদ্ভিদ্যে-রন্ ইত্যবয়বা ব্রহ্মণো নিরাকৃতাঃ পূর্ব্বাপরাদীত্যনেন। ন চ নানাস্বভাবং ব্রহ্ম, যতঃ স্বভাবভেদাদ্ভিন্নানি জ্ঞানানীত্যুক্তমেকরসমিতি। "ঘনং" কঠিনম্। নন্বেক-মপ্যনেকরূপং লোকে দৃষ্টং, যথা সোমশর্ম্মৈকোঽপ্যাচার্য্যো মাতুলঃ পিতা পুত্রো ভ্রাতা ভর্ত্তা যামাতা দ্বিজোত্তম ইত্যনেকরূপঃ, ইত্যত উক্তম্ "একরূপত্বাচ্চ"।

ইতঃপূর্ব্বে জ্ঞাতব্য পরব্রহ্মের তত্ত্ব (স্বরূপ) ব্যাখ্যাত অর্থাৎ বিচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদ্বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান ফলতঃ, কি বিভিন্ন-রূপ, তাহা বিচারিত হইতেছে। সমুদায় উপাসনা কি একেরই অভিন্ন উপাসনা? কি বিভিন্নের বিভিন্ন উপাসনা? তাহা স্থিরীকৃত হইবে। [নন্থ...রূপত্বাচ্চ] যদি বল, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারভেদবিরহিত, অদ্বয়, একরূপ অর্থাৎ সৈন্ধব-ঘনবৎ চিদেকরস, ইহা যখন অবধারিত হইয়াছে, তখন কিরূপে তদ্বিষয়ক জ্ঞানগত ভেদাভেদের বিচার অবসর প্রাপ্ত হইবে? স্বীকার করিতে পারিবে না যে, বেদের পূর্ব্বকাণ্ড যেমন কর্ম্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে, উত্তরকাণ্ড বেদান্তও সেইরূপ ব্রহ্মবহুত্ব প্রতিপাদন করে। কেননা, ব্রহ্ম এক ও একরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [ন চৈক...বেদান্তেষু] এক ও একরূপ ব্রহ্মে অনেকপ্রকার বিজ্ঞান সম্ভবে না।

---

* সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তৈঃ প্রতীয়ন্ত ইতি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি। তৈস্তৈর্বিহিতান্যুপাসনানীত্যর্থঃ। অভিন্নান্তেবেতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ চোদনেতি। বিধায়কঃ শব্দশ্চোদিতপ্রযত্নো বা চোদনা। তদাদীনামবিশেষাৎ ঐক্যাদিত্যর্থঃ। আদিপদাৎ ফলসংযোগ-রূপ-প্রযত্নাদ্যা গ্রাহ্যাঃ। যথা জ্যেষ্ঠত্বাদিগুণকপ্রাণবিদ্যা সর্ব্বশাখাস্বেকা, তথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপি ফলসংযোগাদ্যবিশেষাদেকৈব। এবং সর্ব্বত্র।

ব্রহ্মণ্যনেকরূপাণি বিজ্ঞানানি সম্ভবন্তি। ন হ্যন্যথার্থোঽন্যথা-জ্ঞানমিত্যভ্রান্তং ভবতি। যদি পুনরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বহূনি বিজ্ঞানানি বেদান্তান্তরেষু প্রতিপিপাদয়িষিতানি, তেষামেক-মভ্রান্তং, ভ্রান্তানীতরাণীত্যনাশ্বাসপ্রসঙ্গো বেদান্তেষু। তস্মাৎ ন তাবৎ প্রতিবেদান্তং ব্রহ্মবিজ্ঞানভেদ আশঙ্কিতুং শক্যতে। নাপ্যস্য চোদনাদ্যবিশেষাদভেদ উচ্যতে, ব্রহ্মবিজ্ঞানস্যাচোদ-নালক্ষণত্বাৎ। অবিধিপ্রধানৈর্হি বস্তুপর্য্যবসায়িভির্ব্রহ্মবাক্যৈ-র্ব্রহ্মবিজ্ঞানং জন্যত ইত্যবোচদাচার্য্যঃ "তত্তু সমন্বয়াৎ" [বে০ অ০১। পা০ ১। সূ০৪] ইত্যত্র। তৎ কথমিমাং ভেদা-ভেদচিন্তামারভত ইতি।

তদুচ্যতে,—সগুণব্রহ্মবিষয়া প্রাণাদিবিষয়া চেয়ং বিজ্ঞান-

একস্মিন্ গোচরে সম্ভবন্তি বহূনি বিজ্ঞানানি ন ত্বনেকাকারাণীত্যুক্তম্ "অনেক-রূপাণি"। রূপমাকারঃ।

সমাধত্তে—"উচ্যতে। সগুণেতি"। তত্তদ্‌গুণোপাধানব্রহ্মবিষয়া উপাসনাঃ

বস্তু এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্যপ্রকার, এরূপ হইলে সে জ্ঞান অভ্রান্ত হয় না। যদি অদ্বয় ব্রহ্মে বহু বিজ্ঞান উৎপাদন করা বেদান্তের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই তন্মধ্যে একটা জ্ঞান অভ্রান্ত, অবশিষ্ট সমস্তই ভ্রান্ত হইবে। তাদৃশ দ্বৈরূপ্য স্বীকার করিতে গেলে বেদান্তের প্রতি লোকের অবিশ্বাস উপস্থিত হইবে। [তস্মাৎ...ইত্যত্র] সেই জন্য, প্রতি বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞান, এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না এবং নিয়োগাদির অভেদ কল্পনা করিয়া অভেদ বা একরূপতাও বলিতে পার না। হেতু এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান নিয়োগের অধীন নহে। তাহা 'কর' বলিলে করা যায় না। যাহাতে বিধির প্রাধান্য নাই, যাহা বস্তুমাত্র-পর্য্যবসায়ী (বস্তুমাত্রের অধীন), তাদৃশ ব্রহ্মবাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়। এ কথা আচার্য্য ব্যাস "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রে বলিয়াছেন (দেখাইয়াছেন)। [তৎকথ...ত্যদোষঃ] যদি তাহাই হয়, তবে, কি-জন্য এই ভেদাভেদ চিন্তা (বিচার) আরম্ভ করিলে?

এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, এই বিজ্ঞানভেদাভেদের বিচার সগুণব্রহ্মবিষয়ক

ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তের নামভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও ধর্ম্মভেদ দেখা যায়। সেই কারণে সংশয় হয়, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে? কি প্রত্যেক বেদান্তে এক একটী পৃথক্ উপাসনা কথিত হইয়াছে। সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত এই যে, একই উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে। কারণ এই যে, বিধায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কখন নাই। সে সকল সর্ব্বত্র একপ্রকার। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ভেদাভেদচিন্তেত্যদোষঃ। অত্র হি কর্ম্মবদুপাসনানাং ভেদাভেদৌ সম্ভবতঃ, কর্ম্মবদেব চোপাসনানি দৃষ্টফলান্যদৃষ্টফলানি চোচ্যন্তে, ক্রমমুক্তিফলানি চ কানিচিৎ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ। তেম্বেষা চিন্তা সম্ভবতি—কিং প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদঃ? আহোস্বিৎ নেতি।

তত্র পূর্ব্বপক্ষহেতবস্তাবদুপন্যস্যন্তে—নামস্তাবদ্ভেদপ্রতিপত্তিহেতুত্বং প্রসিদ্ধং জ্যোতিরাদিষু। অস্তি চাত্র বেদান্তান্তর-

---

প্রাণাদিবিষয়াশ্চ দৃষ্টাদৃষ্টক্রমমুক্তিফলা বিষয়ভেদাদ্ভিদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তত উপপন্নো বিমর্শ ইত্যাহ—"তেম্বেষা চিন্তা"।

পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি—"তত্র" ইতি। "নামস্তাবৎ" ইতি। অস্তি "অথৈষ জ্যোতিরেতেন সহস্রদক্ষিণেন যজেত" ইতি। তত্র সংশয়ঃ। কিং যজেতেতি সন্নিহিত-জ্যোতিষ্টোমানুবাদেন সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানম্? উতৈতদ্‌গুণবিশিষ্ট-কর্ম্মান্তরবিধানম্? ইতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? জ্যোতিষ্টোমস্য প্রক্রান্তত্বাদ্‌যজেতেতি তদনুবাদাজ্জ্যোতিরিতি প্রাতিপাদিকমাত্রং পঠিত্বা, এতেনেত্যনুকৃষ্য কর্ম্মসামানাধিকরণ্যেন কর্ম্মনাম-ব্যবস্থাপনাৎ কর্ম্মণশ্চানুবাদ্যত্বেন, তত্তন্ত্রস্য নাম্নোঽপি তত্রৈব ব্যবস্থাপনাৎ জ্যোতিঃশব্দস্য "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা" ইতি চ জ্যোতিষ্টোমে যোগদর্শনাৎ নাম্নৈকদেশেন চ নামোপলক্ষণস্য লোকসিদ্ধত্বাৎ ভীমসেনোপলক্ষণ-ভীমপদবৎ অথশব্দস্য চানন্তর্য্যার্থস্যাসম্বদ্ধিত্বেঽনুপপত্তেগুর্ণবিশিষ্ট-কর্ম্মান্তরবিধেশ্চ গুণমাত্রবিধানস্য লাঘবাদ্দ্বাদশশতদক্ষিণায়াশ্চোৎপত্ত্যশিষ্টতয়া সমশিষ্টতয়া সহস্রদক্ষিণয়া সহ বিকল্পোপপত্তেঃ প্রকৃতস্যৈব জ্যোতিষ্টোমস্য

অর্থাৎ প্রাণাদি-উপাসনাবিষয়ক। এরূপ বলিলে আর ঐ অসামঞ্জস্য দোষ হইবে না। [অত্র হি…নেতি] বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে যদ্রূপ কর্ম্মের ভেদাভেদ (অমুক অমুক একত্রে মিলিতভাবে একটা প্রধান কর্ম্ম এবং অমুক অমুক পৃথক্ কর্ম্ম, ইত্যাদি) বিচারিত হয়, তদ্রূপ, এই বেদান্তেও উপাসনার ভেদাভেদ বিচারিত হওয়া সুসম্ভব। কেননা, কর্ম্মের ন্যায় বেদান্তোক্ত উপাসনারও দৃষ্টাদৃষ্ট ফল কথিত হইয়াছে। কোন উপাসনার ফল দৃষ্ট অর্থাৎ ঐহিক এবং কোনও উপাসনার ফল অদৃষ্ট অর্থাৎ পারলৌকিক। আবার অন্য উপাসনার ফল তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির দ্বারা ক্রমমুক্তি। (ব্রহ্মলোকে গমন, সেখানে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি, তৎপরে মুক্তি। ইহারই নাম ক্রমমুক্তি।) সেই জন্য, বেদান্তোক্ত সেই সেই উপাসনা বা জ্ঞান লইয়া এই চিন্তা (বিচারারম্ভ) উপস্থিত হয় যে, সেই সেই বিজ্ঞান বা উপাসনা সমুদায়তঃ এক কি অনেক, অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন।

[তত্র…মাদি] যে যে হেতুতে বিচারের পূর্ব্বপক্ষ দাঁড়ায়, সে সকল হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। নাম একটী কর্ম্ম-প্রভেদের কারণ। জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, সোম, ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দ্বারা তত্তন্নামক বিভিন্ন কর্ম্মের বোধ জন্মায়। এইরূপ

বিহিতেষু বিজ্ঞানেম্বন্যদন্যন্নাম—তৈত্তিরীয়কং, বাজসনেয়কং, কৌথুমকং, কৌশীতকং, শাট্যায়নমিত্যেবমাদি।

তথা রূপভেদোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদকঃ প্রসিদ্ধঃ—"বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্" ইত্যেবমাদিষু। অস্তি

সহস্রদক্ষিণালক্ষণগুণবিধানার্থময়মনুবাদঃ, ন তু কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেৎ পূর্ব্বস্মিন্ গুণবিধির্যদি তদেব প্রকরণং স্যাৎ, বিচ্ছিন্নন্ত তৎ। তথাহি—সন্নিধাবপি পূর্ব্বসম্বন্ধার্থং সংজ্ঞান্তরং প্রতীযমানমন্যায়শ্চানেকার্থত্বমিতি ন্যায়াদুৎসর্গতোঽর্থান্তরার্থত্বাৎ পূর্ব্ববুদ্ধিং ব্যবচ্ছিনত্ত্যপূর্ব্ববুদ্ধিঞ্চ প্রসূত ইতি লোকসিদ্ধম্। ন জাতু দেহি দেবদত্তায় গাম্, অথ দেবায় বাজিনমিতি দেবশব্দাদ্দেবদত্তং বাজিভাজমধ্যবস্যন্তি লৌকিকাঃ। তথা চোপরিষ্টাৎ যজেতেতি শ্রূয়মাণমসম্বদ্ধার্থপদব্যবায়াৎ তৎকর্ম্মবুদ্ধিমনাদধৎ তত্র গুণবিধানমাত্রাসমর্থং কর্ম্মান্তরমেব বিধত্তে। ন চৈকত্রানুপপত্ত্যা লক্ষণয়া জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমে প্রবৃত্ত ইত্যসত্যামনুপপত্তৌ লাক্ষণিকো যুক্তঃ। ন হি গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদং লাক্ষণিকমিতি মীনো গঙ্গায়ামিত্যত্রাপি লাক্ষণিকং ভবতি। ভেদেঽপি চ প্রথমং সংজ্ঞান্তরেণোল্লিখিতে যজিশব্দসামানাধিকরণ্যং কর্ম্মনামধেয়তামাত্রতামাবহতি, ন তু সংজ্ঞান্তরোপজনিতাং ভেদধিযমপনেতুমুৎসহতে। তথা চাথশব্দোঽধিকারার্থঃ প্রকরণান্তরতামবদ্যোতয়তি। এষ-শব্দশ্চাধিক্রিয়মাণপরামর্শক ইতি সোঽয়ং সংজ্ঞান্তরাদ্ভেদ ইতি।

ভবতু সংজ্ঞান্তরাৎ কর্ম্মভেদঃ, প্রস্তুতে তু কিমায়াতমিত্যত আহ—"অস্তি চাত্র বেদান্তান্তরবিহিতেষু" ইতি। যথৈব কাঠকাদিসমাখ্যা গ্রন্থে প্রযুজ্যতে, এবং জ্ঞানেঽপি লৌকিকাঃ। ন চাস্তি বিশেষঃ, যতো গ্রন্থে মুখ্যা বিজ্ঞানে গৌণী ভবেৎ। প্রণয়নঞ্চ গ্রন্থজ্ঞানযোরভিন্নং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্। তস্মাজ্‌জ্ঞানস্যাপি বাচিকী সমাখ্যা। তথা চ যদা জ্যোতিষ্টোমসন্নিধৌ শ্রূয়মাণং সমাখ্যান্তরং তৎপ্রতীকমপি কর্ম্মণো ভেদকং, তদা কৈব কথা শাখান্তীয়ে বিপ্রকৃষ্টতমেঽতৎপ্রতীকভূতসমাখ্যান্তরাভিধেয়ে জ্ঞান ইতি।

তথা রূপভেদোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক প্রসিদ্ধঃ, যথা "বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো বাজিনম্" ইত্যেবমাদিষু। ইদমাম্নায়তে—"তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা" ইতি। অত্র হি দ্রব্যদেবতাসম্বন্ধানুমিতো যাগো বিধীয়তে, তদনন্তরঞ্চেদমাম্নায়তে—বাজিভ্যোবাজিনমিতি। অত্রেদং সন্দিহ্যতে। কিং পূর্ব্বস্মিন্নেব কর্ম্মণি বাজিনং গুণো বিধীয়তে, উত কর্ম্মান্তরং দ্রব্যদেবতান্তরবিশিষ্টমপূর্ব্বং

বেদান্তের ও বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানেরও (উপাসনারও) ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। তদনুসারে সে সকলও ভিন্ন হইতে পারে। বেদান্তের নামভেদ যথা—তৈত্তিরীয়ক, বাজসনেয়ক, কৌথুমক, কৌশীতক, শাট্যায়নক, ইত্যাদি।

[তথা...যোজয়িতব্যাঃ] পূর্ব্বতন্ত্রে "বৈশ্বদেবী আমিক্ষা" "সূর্য্যদেবতার

চাত্র রূপভেদঃ। তদযথা কেচিচ্ছাখিনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি, অপরে পুনঃ পঞ্চৈব পঠন্তি। তথা

বিধীয়ত ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। দ্রব্যদেবতান্তরবিশিষ্টকর্ম্মান্তরবিধৌ বিধিগৌরবপ্রসঙ্গাৎ কর্ম্মান্তরাপূর্ব্বান্তরকল্পনা-গৌরবপ্রসঙ্গাচ্চ ন কর্ম্মান্তরবিধাম্,অপি তু পূর্ব্বস্মিন্নেব কর্ম্মণি বাজিনদ্রব্যবিধিঃ। ন চোৎপত্তিশিষ্টামিক্ষাগুণাবরোধাত্তত্র বাজিনমলব্ধাবকাশং কর্ম্মান্তরং গোচরয়তীতি যুক্তম্। উভয়োরপি বাক্যয়োঃ সমসময়প্রবৃত্তেবামিক্ষাবাজিনয়োরুৎপত্তৌ সমং শিষ্যমাণত্বেন নামিক্ষায়াঃ শিষ্টত্বং, তৎ কথমনয়াবরুদ্ধং কর্ম্ম ন বাজিনং নিবিশেৎ। ন চ বৈশ্বদেবীত্যত্র শ্রৌত আমিক্ষাসম্বন্ধো বিশ্বেষাং দেবানাং, যেন বাজিনসম্বন্ধাৎ বাক্যগম্যাদ্বলবান্ ভবেদু-ভয়োরপি পদান্তরাপেক্ষপ্রতীতিতয়া বাক্যগম্যত্বাবিশেষাৎ। নো খলু বৈশ্বদেবী-ত্যুক্তে আমিক্ষাপদানপেক্ষামামিক্ষামধ্যবস্যামঃ। অস্তু বা শ্রৌতত্বং, তথাপি বাজিভ্য ইতি পদং বাজমন্নমামিক্ষা তদেষামস্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনো বিশ্বান্ দেবানুপলক্ষয়তি। যদ্যপি বিশ্বেদেবশব্দাদ্বাজিপদং ভিন্নং যেন চ শব্দেন চোদনা তেনৈবোদ্দেশে দেবতাত্বং ন শব্দান্তরেণ। অন্যথাহর্থৈকত্বেন সূর্য্যাদিত্য-পদয়োঃ সূর্য্যাদিত্যচর্ব্বোরেকদৈবত্যপ্রসঙ্গাৎ। তথাপি বাজিন্নিতীনেঃ সর্ব্ব-নামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্য চ সর্ব্বনামার্থত্বাদ্বিশ্বেষাং দেবানাঞ্চ বিশ্বদেবপদেন সন্নিধাপনাৎ তৎপদপুরঃসরা এবৈতে বাজিপদেনোপস্থাপ্যাঃ, ন তু সূর্য্যাদিত্য-পদবৎ স্বতন্ত্রাঃ,তথা চ তদুপলক্ষণার্থং বাজিপদং বিশ্বদেবোপহিতামেব দেবতামুপলক্ষয়তীতি ন শব্দান্তরাদ্দেবতাভেদঃ। ততশ্চামিক্ষাসম্বন্ধোপ-জীবনেন বিশ্বেভ্যো বাজিনং বিধীয়মানং নামিক্ষয়া বাধ্যতে, কিন্তু তয়া সহ সমুচ্চীয়ত-ইতি ন কর্ম্মান্তরমপি তু বাক্যাভ্যাং দ্রব্যযুক্তমেকং কর্ম্ম বিধীয়ত-ইতি প্রাপ্ত-উচ্যতে। স্যাদেতদেবম্, যদি বৈশ্বদেবীতি তদ্ধিতশ্রুত্যামিক্ষা নোচ্যেত। তদ্ধিতস্য ত্বস্যেতি সর্ব্বনামার্থে স্মরণাৎ সন্নিহিতস্য চ বিশেষস্য সর্ব্বনামার্থত্বাৎ তত্রৈব তদ্ধিতস্যাপি বৃত্তিঃ। ন তু বিশ্বেষু দেবেষু, ন তৎসম্বন্ধেনাপি তৎসম্বন্ধিমাত্রে। নন্বেবং সতি কস্মাদ্বৈশ্বদেবীশব্দমাত্রাদেব নামিক্ষাং প্রতীমঃ কিমিতি চামিক্ষাপদমপেক্ষামহে। তদ্ধিতান্তস্য পদস্যাভিধানাপর্য্যবসানান্ন প্রতীমস্তৎপর্য্যবসানায় চাপেক্ষামহে। অবসিতাভিধানং, হি পদং সমর্থমর্থ-ধিয়মাধাতুম্, ইদন্তু সন্নিহিতবিশেষাভিধায়ি তৎসন্নিধিমপেক্ষাপদমপেক্ষত ইতি কুত আমিক্ষাপদানপেক্ষ আমিক্ষাপ্রত্যয়প্রসঙ্গঃ, কুতো বা তত্রানপেক্ষা। অতশ্চ সত্যামপি পদান্তরাপেক্ষায়াং যৎ পদং পদান্তরাপেক্ষমভিধত্তে, তৎ প্রমাণভূত-প্রথমভাবিপদাবগম্যত্বাৎ শ্রৌতং বলীয়শ্চ। যত্তু পর্য্যবসিতাভিধানপদাভি-হিতপদার্থাবগমগম্যং, তত্তুচ্চরমপ্রতীতিবাক্যগম্যং দুর্ব্বলঞ্চেতি তদ্ধিতশ্রুত্যব-গতামিক্ষালক্ষণগুণাবরোধাৎ পূর্ব্বকর্ম্মাসংযোগিবাজিনদ্রব্যং সসম্বন্ধি পূর্ব্বস্মা-দ্ভিনত্তি। এবঞ্চ সতি নিত্যবদবগতানপেক্ষসাধনভাবামিক্ষা ন বাজিনদ্রব্যেণ

উদ্দেশে বাজী (ছানার জল)" ইত্যাদিবিধ রূপভেদ দৃষ্টে কর্ম্মভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তেও তেমনি উপাসনায় রূপভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন কোন শাখী

প্রাণসম্বাদাদিষু কেচিদূনান্ বাগাদীনামনন্তি, কেচিদধিকান্। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্মভেদস্য প্রতিপাদক আশঙ্কিতঃ কারীর্য্যাদিষু। অস্তি চাত্র ধর্ম্মবিশেষো যথাথর্ব্বণিকানাং শিরোব্রতমিতি। এবং পুনরুক্ত্যাদয়োঽপি ভেদহেতবো যথাসম্ভবং বেদান্তান্তরেষু যোজয়িতব্যাঃ। তস্মাৎ প্রতিবেদান্তং বিজ্ঞানভেদ ইতি।

সহ বিকল্পসমুচ্চয়ৌ প্রাপ্স্যতি। ন চাশ্বত্বে নিরূঢ়ত্বাদনপেক্ষবৃত্তি বাজিপদং কথঞ্চিদ্যৌগিকং সাপেক্ষবৃত্তি বিশ্বেদেবশব্দাং দেবতাং বৈশ্বদেবীপদাদামিক্ষা-দ্রব্যং প্রত্যুপসর্জ্জনীভূতামবগতামুপলক্ষয়িষ্যতি। প্রকৃতং হি সর্ব্বনামপদ-গোচরঃ প্রধানঞ্চ প্রকৃতমুচ্যতে নোপসর্জ্জনম্। প্রামাণিকে চ বিধিকল্পনা-গৌরবেঽভ্যুপেতব্য এব প্রমাণস্য তত্ত্ববিষয়ত্বাৎ। তস্মাদযথেহ পূর্ব্বকর্ম্মাসম্ভ-বিনো গুণাৎ কর্ম্মভেদ এবমিহাপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঃ ষড়গ্নিবিদ্যা ভিন্না, এবং প্রাণসম্বাদেষু নাধিকভাবেন বিদ্যাভেদ ইতি। তথা ধর্ম্মবিশেষোঽপি কর্ম্ম-ভেদস্য প্রতিপাদক ইতি। তথাহি—কারীরীবাক্যান্যধীয়ানাস্তৈত্তিরীয়া ভূমৌ ভোজনমাচরন্তি, নাচরন্ত্যন্যে। তথাগ্নিমধীয়ানাঃ কেচিদুপাধ্যায়স্যোদকুম্ভমাহ-রন্তি নাহরন্ত্যন্যে। তথাশ্বমেধমধীয়ানাঃ কেচিদশ্বস্য ঘাসমানয়ন্তি, নানয়ন্ত্যন্যে। কেচিত্ত্বাচরন্ত্যন্যমেব ধর্ম্মম্। ন চ তান্যেব কর্ম্মাণি ভূমিভোজনাদিজনিতমুপ-কারমাকাঙ্ক্ষন্তি নাকাঙ্ক্ষন্তি চেতি যুজ্যতে। অতোঽবগম্যতে ভিন্নানি তাসু তাসু শাখাসু কর্ম্মাণীতি। অস্তু, প্রস্তুতে কিমায়াতমিত্যত আহ—“অস্তি চাত্র” ইতি। অন্যেষাং শাখিনাং নাস্তীতি শেষঃ। “এবং পুনরুক্ত্যাদয়োঽপি” ইতি। সমিধো যজতীত্যাদিষু পঞ্চকৃত্বোঽভ্যস্তো যজতিশব্দঃ। তত্র কিমেকা কর্ম্মভাবনা কিং বা পঞ্চৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। ধাত্বর্থানুবন্ধভেদেন শব্দান্তরাধিকরণে ভাবনাভেদাভিধানাদ্ধাত্বর্থস্য চ ধাতুভেদমন্তরেণ ভেদানুপপত্তেঃ সমিধো যজতীতি প্রথমভাবিনা বাক্যেন বিহিতা কর্ম্মভাবনা বিপবিবর্ত্তমানোপরিত-

---

পঞ্চাগ্নি-উপাসনায় অন্য এক ষষ্ঠ অগ্নি পাঠ করেন, আবার অন্য শাখা-ধ্যায়ীরা তাহা পাঠ করেন না। ইঁহারা মাত্র পাঁচটী অগ্নির উল্লেখ করেন। প্রাণোপাসনাবিষয়েও কেহ কেহ প্রাণের (প্রাণ = ইন্দ্রিয়) ন্যূন সংখ্যা, কেহ বা অধিক সংখ্যা কীর্ত্তন করেন। কারীরী যাগ প্রভৃতির বিধানস্থলে পূর্ব্ব-মীমাংসা-শাস্ত্র ধর্ম্মভেদকে কর্ম্মভেদের কারণ বলিয়াছেন। বেদান্ত-বিহিত উপাসনাতেও ধর্ম্মভেদ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে উপাসনারও ভিন্নতা হইতে পারে। অধিক কি বলিব, পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে কর্ম্মভেদের (ঐ সকল ও পুনরুক্তি প্রভৃতি) যত গুলি কারণ কথিত আছে, সে সকল গুলিই বেদান্ত-শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকলকে যথাসম্ভব যোজনা করিতেও পারা যায়। [তস্মাৎ...বিশেষাৎ] অতএব, বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা সকল এক নহে, বেদান্তে বেদান্তে বিভিন্ন। (যে সম্বর্গবিদ্যা ছান্দোগ্যে, বাজসনে-য়কে সে সম্বর্গ বিদ্যা নহে, তাহা এক পৃথক্ সম্বর্গবিদ্যা, ইত্যাদি)।

এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি বিজ্ঞানানি তস্মিন্ তস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ? চোদনাদ্যবিশেষাৎ। আদিগ্রহণেন শাখান্তরাধিকরণসিদ্ধান্ত-সূত্রোদিতা অভেদহেতব ইহাকৃষ্যন্তে। সংযোগরূপচোদনাখ্যা-বিশেষাদিত্যর্থঃ। যথৈকস্মিন্নগ্নিহোত্রে শাখাভেদেঽপি পুরুষ-প্রযত্নস্তাদৃশ এব চোদ্যতে—জুহুয়াদিতি, এবং "যো হ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ

নৈর্ব্বাক্যেরনুষ্ঠিতে। ন চ প্রয়োজনভাবাদনমুবাদঃ, প্রমাণসিদ্ধস্যাপ্রয়োজনস্যা-ঽনমুযোজ্যত্বাৎ কর্ম্মভাবনাভেদে চানেকাপূর্ব্বকল্পনাপ্রসঙ্গাদেকাপূর্ব্বাবান্তরব্যা-পারমেকং কর্ম্মেতি প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। পরস্পরানপেক্ষাণি হি সমিধাদিবাক্যানীতি সর্ব্বাণ্যেব প্রাথম্যার্হাণ্যপি যুগপদধ্যয়নানুপপত্তেঃ ক্রমেণাধীতানীতি। ন ত্বয়মেষাং প্রয়োজকঃ ক্রমঃ। পরস্পরাপেক্ষাণামেকবাক্যত্বে হি প্রয়োজকঃ স্যাৎ, তেন প্রাথম্যাভাবাৎ প্রাপ্তমিত্যেব নাস্তীতি কস্য কোঽনুবাদঃ। কথঞ্চিদ্বিপরিবৃত্তি-মাত্রস্যৌৎসর্গিকাপ্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনালক্ষণবিধিত্বাপবাদসামর্থ্যাভাবাৎ। গুণশ্রবণে হি গুণবিবিশিষ্টকর্ম্মবিধানে বিধিগৌরবভিয়া গুণমাত্রবিধানলাঘবায় কস্যানুবাদাপে-ক্ষায়াং বিপরিবৃত্তেরুপকারঃ, যথা দধ্না জুহোতীতি দধিবিধিপরে বাক্যে বিপরিবৃত্ত্যা-পেক্ষায়ামগ্নিহোত্রং জুহোতীতি বিহিতস্য হোমস্য বিপরিবর্ত্তমানস্যানুবাদঃ। ন

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে যে, বেদান্তবিহিত বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনাসকল সেই সে-ই অর্থাৎ একই জানিবে। হেতু এই যে, চোদনা (অভিধায়কশব্দ) প্রভৃতির অবিশেষ বা অভেদ (ঐক্য) দৃষ্ট হয়। [আদি ..চোদনা] সূত্রস্থ আদি-শব্দে শাখান্তরাধিকরণোক্ত * অভেদবোধের কারণ গুলি সংগৃহীত হইয়াছে। মিলিতার্থ এই যে, সংযোগ, রূপ, চোদনা ও সমাখ্যার অবিশেষ (অভেদ বা ঐক্য) হেতু ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান একই বিজ্ঞান। অগ্নিহোত্র যেমন ভিন্ন ভিন্ন শাখায় (দেবভাগে) কথিত হইলেও তদুক্ত হোতৃ পুরুষের হোমপ্রযত্ন তুল্য বা একরূপ, একরূপেই অভিহিত, একরূপে অভিহিত বলিয়া এক, (অগ্নিহোত্র হোম সর্ব্বত্রই জুহুয়াৎ. শব্দে কথিত হইয়াছে, অন্য কোনরূপে কথিত হয় নাই, সুতরাং হোমপ্রযত্ন সর্ব্বত্র এক বা একরূপ)

* শাখাধিকরণসিদ্ধান্ত—পূর্ব্বমীমাংসার একটী বিচার। সে বিষয়ে জৈমিনীকৃত সূত্র এই—"একং বা সংযোগ-রূপচোদনা-সমাখ্যাঽবিশেষাৎ।" অর্থ এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিভিন্ন শাখায় অভিহিত হইলেও সে সকল একই কর্ম্ম। কেননা, ফলসম্বন্ধ, রূপ, চোদনা (বিধায়ক শব্দ) ও সমাখ্যা (নাম), এ সকলের অবিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ নাই। এই সিদ্ধান্ত বেদান্তেও গৃহীত হয় এবং তদনুসারে প্রতি বেদান্তে কথিত হইলেও উপাসনা সকলের একত্ব স্থিরীকৃত হয়।

শ্রেষ্ঠং চ বেদ” ইতি বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ তাদৃশ্যেব চোদনা। প্রয়োজনসংযোগোঽপ্যবিশিষ্ট এব “জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ স্বানাং ভবতি” ইতি। রূপমপ্যুভয়ত্র তদেব বিজ্ঞানস্য, যদুত জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠাদিগুণবিশেষণান্বিতং প্রাণতত্ত্বম্। যথা চ দ্রব্য-দেবতে যাগস্য রূপং, এবং বিজ্ঞেয়ং রূপং বিজ্ঞানস্য, তেন হি তদ্রূপ্যতে। সমাখ্যাপি সৈব প্রাণবিদ্যেতি। তস্মাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং

চাত্র গুণাদ্ভেদঃ সমিদাদিপদানাং কর্ম্মনামধেয়ানাং গুণবচনত্বাভাবাৎ। অগৃহ্যমাণ-বিশেষতয়া চ কিং বচনবিহিতং কিং কর্ম্মানুবাদেন কস্য গুণবিধিত্বমিতি ন বিনিগম্যতে। ন চাপূর্ব্বং নাম জ্যোতিরাদিবদ্বিধানাসম্বন্ধং প্রথমমবগতং, যতঃ পূর্ব্ববুদ্ধিবিচ্ছেদেন বিধীয়মানং কর্ম্ম পূর্ব্বস্মাৎ সংজ্ঞাতো ব্যবচ্ছিন্দ্যাৎ, কিন্তু প্রথমত এব কর্ম্মসামানাধিকরণ্যেনাবগতাঃ সমিদাদয়স্তদ্বশাৎ কর্ম্মনামধেয়তাং প্রতি-পদ্যমানা আখ্যাতস্যানুবাদত্বেঽনুবাদাঃ, বিধিত্বে বিধয়ঃ, ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কস্যচিদী-শতে। তস্মাৎ স্বরসসিদ্ধাপ্রাপ্তকর্ম্মবিধিপরত্বাৎ কর্ম্মণ্যয়মভ্যাসো ভাবনানুবন্ধ-ভূতানি ভিন্দানো ভাবনাং ভিনত্তি যথা, তথা শাখান্তরবিহিতা অপি বিদ্যাঃ শাখা-ন্তরবিহিতাভ্যো বিদ্যাভ্যোঽভ্যাসো ভেৎস্যন্তীতি। অশক্তেশ্চ। ন হ্যেকঃ পুরুষঃ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াত্মিকামুপাসনামুপসংহর্ত্তুং শক্নোতি, সর্ব্ববেদান্তাধ্যয়নাসামর্থ্যাৎ, অনধীতার্থোপসংহারেঽধ্যয়নবিধানবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। প্রতিশাখং ভেদে তূপাসনানাং নায়ং দোষঃ। সমাপ্তিভেদাচ্চ। কেষাঞ্চিৎ শাখিনামোঙ্কারসার্ব্বাত্ম্যকথনে সমাপ্তিঃ, কেষাঞ্চিদন্যত্র। তস্মাদপ্যুপাসনাভেদঃ। অন্যার্থদর্শনাদপি। তথাহি—“নৈতদ-চীর্ণব্রতোঽধীতে” ইত্যচীর্ণব্রতস্যাধ্যয়নাভাবদর্শনাদুপাসনাভাবঃ। ক্বচিদচীর্ণব্রত-স্যাধ্যয়নদর্শনাদুপাসনাবগম্যতে। তস্মাদুপাসনাভেদ ইতি। অত্র সিদ্ধান্তমাহ— “সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ”। তদ্ব্যাচষ্টে সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি সর্ব্ব-বেদান্তপ্রমাণানি বিজ্ঞানানি তস্মিংস্তস্মিন্ বেদান্তে তানি তান্যেব ভবিতুমর্হন্তি। যান্যেকস্মিন্ বেদান্তে, তান্যেব বেদান্তান্তরেম্বপীত্যর্থঃ। চোদনাদ্যবিশেষাদিত্যাদি-শব্দেন সংযোগরূপাখ্যাঃ সংগৃহ্যন্তে। অত্র চ চোদ্যত ইতি চোদনা পুরুষপ্রযত্নঃ। স হি পুরুষস্য ব্যাপারঃ। তত্র খল্বয়ং হোমাদিধাত্বর্থাবচ্ছিন্নে প্রবর্ত্ততে। তস্য

তেমনি, একবিষয়ক এক বেদান্তোক্ত চোদনাও অন্য বেদান্তোক্ত চোদনার সহিত সমান, সুতরাং তাহা একেরই বিধায়ক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বাজসনেয়ি-বেদান্তোক্ত “যে উপাসক প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে” এই চোদনাই (বিধায়ক বাক্যই) ছান্দোগ্যে কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোক্ত চোদনার সহিত ঐ চোদনার অবিশেষ অর্থাৎ ঐক্য থাকায় উক্ত উভয় চোদনাই এক, অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া গণ্য। [প্রয়োজন...বিজ্ঞানানাম্] ফলেরও বিশেষ নাই অর্থাৎ তাহারও ঐক্য আছে। যথা—“সে জ্ঞাতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ হয়।” এ ফল উভয় বেদান্তেই সমানরূপে কথিত। উপাসনার রূপও উভয় বেদান্তে এক অর্থাৎ

বিজ্ঞানানাম্। এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বৈশ্বানরবিদ্যা-শাণ্ডিল্যবিদ্যেত্যেবমাদিষু যোজয়িতব্যম্ ॥ ৩। ৩। ১॥

যে তু নামরূপাদয়ো ভেদহেত্বাভাসাঃ, তে প্রথম এব কাণ্ডে "ন নাম্না স্যাদচোদনাভিধানত্বাৎ" ইত্যারভ্য পরিহৃতাঃ, ইহাপি কঞ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পরিহরতি—

দেবতোদ্দেশেন ত্যাগস্তাসেচনাদিকস্তাবচ্ছেত্বঃ পুরুষপ্রযত্নঃ, স এব শাখান্তরে যথৈবমিহাপি প্রাণজ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্ববেদনবিষয়ঃ পুরুষপ্রযত্নঃ স এব শাখান্তরেষ্বপীতি। এবং ফলসংযোগোঽপি জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠভবনলক্ষণঃ স এব। রূপমপি তদেব। যথা যাগস্য যদেকস্যাং শাখায়াং দ্রব্যদেবতা রূপং, তদেব শাখান্তরেষ্বপীতি, এবং বেদনস্যাপি যদেকত্র প্রাণজ্যেষ্ঠত্বশ্রেষ্ঠত্বরূপং বিষয়স্তচ্ছাখান্তরেষ্বপীতি ॥ ৩। ৩। ১॥

"কঞ্চিদ্বিশেষম্" ইতি। যুক্তং যদগ্নীষোমীয়স্যোৎপন্নস্য পশ্চাদেকাদশকপালত্বাদিসম্বন্ধেঽপ্যভেদ ইতি। যথোৎপন্নস্য তস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ, ইহ ত্বগ্নিষু উৎপত্তিগত এব গুণভেদ ইতি কথং বৈশ্বদেবীবন্ন ভেদক ইতি বিশেষঃ, তমিমং বিশেষমভিপ্রেত্যাশঙ্কতে সূত্রকারঃ—

অভিন্ন। উভয়স্থানেই প্রাণতত্ত্ব জ্যেষ্ঠত্ব-শ্রেষ্ঠত্বাদি-বিশেষণে কথিত হইয়াছে। যেমন যাগের রূপ দ্রব্য ও দেবতা, তেমনি, বিজ্ঞানের (উপাসনার) রূপও বিজ্ঞেয় (উপাস্য)। কেননা, বিজ্ঞানের দ্বারাই বিজ্ঞেয়ের নিরূপণ হয়। সমাখ্যাও (সমাখ্যা = নাম) উভয়ত্র সমান অর্থাৎ এক। বাজসনেয়ীরাও ঐ উপাসনাকে প্রাণোপাসনা বলে, ছন্দোগেরাও উহাকে প্রাণোপাসনাই বলে। এই সকল কারণে, বলিতে হয় বা মানিতে হয় যে, উপাসনা সকলের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা আছে। অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদান্তে সেই সেই বাক্যে বিহিত বা বোধিত হইয়াছে। [এবং...হরতি] পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, বৈশ্বানরবিদ্যা ও শাণ্ডিল্যবিদ্যা, সর্ব্বত্রই এতদনুসারে ব্যাখ্যা করিবে ॥ ৩। ৩। ১॥

নাম ও রূপ প্রভৃতি আপাততঃ ভেদহেতু বলিয়া প্রতীত হয় সত্য; কিন্তু সে সকল যথার্থ ভেদ হেতু নহে; হেতুর ন্যায় দেখায় মাত্র। সে সকল প্রকৃত হেতু নহে বলিয়াই সে সকল পূর্ব্বকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনীয় মীমাংসায় পরিহৃত হইয়াছে। সে সকল যেমন সেখানে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এখানেও অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও কোন এক বিশেষের আশঙ্কা করিয়া সে সকলের পরিহার প্রদর্শিত হইবে। প্রথমতঃ আশঙ্কা, তৎপরে তাহার পরিহার; আশঙ্কা ও পরিহার এইরূপ—

ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ৩। ৩। ২ ॥*

স্যাদেতৎ, সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বং বিজ্ঞানানাং গুণভেদান্নোপপদ্যতে। তথা হি বাজসনেয়িনঃ পঞ্চাগ্নিবিদ্যাং প্রস্তুত্য ষষ্ঠমপরমগ্নিমামনন্তি "তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি" ইত্যাদিনা। ছন্দোগাস্তু তং নামনন্তি, পঞ্চসঙ্খ্যয়ৈব চোপসংহরন্তি "অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ" ইতি। যেষাঞ্চ স গুণোঽস্তি, যেষাং চ নাস্তি, তেষাং কথমুভয়েষামেকা বিদ্যোপপদ্যেত। ন চাত্র গুণোপসংহারঃ শক্যতে প্রত্যেতুং, পঞ্চসঙ্খ্যাবিরোধাৎ। তথা প্রাণসম্বাদে শ্রেষ্ঠাদন্যাংশ্চতুরঃ প্রাণান্ বাক্চক্ষুঃশ্রোত্রমনাংসি ছন্দোগা আমনন্তি। বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চমমপ্যাম-

"ভেদান্নেতি চেৎ" ইতি। পরিহারঃ সূত্রাবয়বঃ। "ন একস্যামপি" ইতি। পঞ্চৈব সাম্পাদিকা অগ্নয়ো বাজসনেয়িনামপি ছান্দোগ্যানামিব বিধীয়ন্তে। ষষ্ঠস্ত্বগ্নিঃ সম্পদ্ব্যতিরেকায়ানূদ্যতে ন তু বিধীয়তে। বৈশ্বদেব্যাং তুৎপত্তৌ গুণো বিধীয়তে ইতি ভবতু ভেদঃ। অথবা ছান্দোগ্যানামপি ষষ্ঠোঽগ্নিঃ পঠ্যত এব। অথবা ভবতু

একই বিজ্ঞান (উপাসনা) সেই সেই বেদান্তে বিহিত হইয়াছে, এ কথা উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কারণ এই যে, গুণের বা উপাসনার প্রকার সকল বেদান্তে সমান (একরূপ) নহে। নিদর্শন দেখ—বাজসনেয়ী শাখাধ্যায়ীরা (বাজসনেয়ী = যজুর্ব্বেদের অন্যতম শাখা) পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রস্তাবে "সেই উপাসকের অগ্নি ও অগ্নি" এবংক্রমে ষষ্ঠ অগ্নির কল্পনা করেন। কিন্তু ছন্দোগগণ তাহা করেন না। ছন্দোগগণ পঞ্চ সংখ্যার উল্লেখ করিয়াই প্রস্তাব শেষ করেন। (ছান্দোগ্য = সামবেদের বিভাগ) যথা—"অনন্তর, যে উপাসক এইরূপে এই পঞ্চাগ্নি জানে, উপাসনা করে—" ইত্যাদি। যখন এক শাখায় এক গুণের উল্লেখ ও অন্য শাখায় সে গুণের (অঙ্গের) উল্লেখ নাই; তখন কিপ্রকারে উভয় শাখার উপাসনা এক হইতে পারে? যাঁহাদের গুণোল্লেখ নাই, তাঁহারা অন্য শাখোক্ত গুণকে (অঙ্গ অর্থাৎ ষষ্ঠ অগ্নিকে) গ্রহণ করিতে পারিবেন না। করিলে পঞ্চসংখ্যার বিরোধ হইবে। [তথা...ইতি] এইরূপ, ছান্দোগ্য-উপনিষৎপাঠীরা প্রাণোপসনায় মুখ্য প্রাণ

* ভেদাৎ গুণভেদাৎ গুণভেদং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। বিজ্ঞানানাং (উপাসনানাং) সর্ব্ববেদান্তবিহিতত্বং একত্বমিতি যাবৎ, নেতীতি ন বক্তব্যং, যত একস্যামপি বিদ্যায়াং তজ্জাতীয়কো গুণভেদো যুজ্যত ইতি সূত্রপদানাং ব্যাখ্যা।

গুণের অর্থাৎ উপাসনাপ্রকারের ভিন্নতা আছে বলিয়াই সে সকল'ক বিভিন্নোপাসনা বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপাসনা এক হইলেও সে সকল গুণ অর্থাৎ প্রকারভেদ সকল উপপন্ন হইতে পারে।

ন্তি "রেতো বৈ প্রজাপতিঃ। প্রজায়তে হ প্রজয়া পশুভির্য এবং বেদ" ইতি।

আবাপোদ্বাপভেদাচ্চ বৈদ্যভেদো ভবতি, বেদ্যভেদাচ্চ বিদ্যাভেদো দ্রব্যদেবতাভেদাদিব যাগস্যেতি চেৎ; নৈষ দোষঃ। যত একস্যামপি বিদ্যায়ামেবঞ্জাতীয়কো গুণভেদ উপপদ্যতে। যদ্যপি ষষ্ঠস্যাগ্নেরুপসংহারো ন সম্ভবতি, তথাপি দ্যুপ্রভৃতীনাং পঞ্চানামগ্নীনামুভয়ত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিদ্যাভেদো ভবিতুমর্হতি। ন হি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরতিরাত্রো ভিদ্যতে। পঠ্যতেঽপি চ ষষ্ঠোঽগ্নিশ্ছন্দোগৈঃ "তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয়-

---

বাজসনেয়িনাং ষষ্ঠাগ্নিবিধানং, মা চ ভূচ্ছন্দোগানাং, তথাপি পঞ্চত্বসঙ্খ্যায়া অবিধানান্নোৎপত্তিশিষ্টত্বং সঙ্খ্যায়াঃ, কিন্তু পন্নেষগ্নিষু প্রচয়শিষ্টা সঙ্খ্যাঽনূদ্যতে সাম্পাদিকানগ্নীনবচ্ছেত্তুং, তেন যেষামুৎপত্তিস্তেষাং প্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়-

---

ছাড়া আরও চারিটী প্রাণ স্বীকার করেন। যথা—বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন। কিন্তু বৃহদারণ্যকপাঠীরা ঐস্থলে পাঁচটীমাত্র প্রাণ অধ্যয়ন করেন। যথা—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ (রেতঃ শব্দে চরম ধাতু ও প্রজাপতি)। যে উপাসক ঐরূপ জানে অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনা করে, সে প্রজাবান্ ও পশুমান্ হয়।

[আবাপো...পদ্যতে] যদি বল, যেমন দ্রব্যের ও দেবতার ভিন্নতায় যাগের ভিন্নতা স্বীকৃত হয়, সেইরূপ, বিভিন্ন আবাপ উদ্বাপে * বেদ্যের অর্থাৎ উপাস্যের ভিন্নতা ঘটে, বেদ্যের ভেদে বিদ্যারও অর্থাৎ উপাসনারও পার্থক্য হয়। এস্থলে আমাদের বক্তব্য—তাহা হয় না। অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ রূপভেদ উপাসনৈক্যের বিরোধী নহে। হেতু এই যে, অভিন্ন উপাসনায়ও ঐরূপ অল্প গুণভেদ উপপন্ন বা স্বীকৃত হইয়া থাকে। [যদ্যপি...বাদঃ] যদিও ষষ্ঠ অগ্নির উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহপূর্ব্বক একবাক্য করার সম্ভব নাই, কেননা, ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই, তথাপি, ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে উভয়ত্রই দিব্ প্রভৃতি অগ্নি-পঞ্চকের পাঠ থাকায় প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কথিত হইয়াছে; সে জন্য উপাসনাভেদ অযুক্ত। অতিরাত্র যাগে ষোড়শী (পাত্র) গ্রহণ ও অগ্রহণ দুই প্রকার বাক্য আছে, তাই বলিয়া যে, দুইটী অতিরাত্র যাগ হইবে, তাহা হইবে না। অতিরাত্র যাগ একটী, ইহা পূর্ব্বমীমাংসায় স্থিরীকৃত

---

* আবাপ=নিক্ষেপ। অর্থাৎ অন্য বিধান হইতে কোন একটী গুণের গ্রহণ। উদ্বাপ=প্রক্ষেপ। অর্থাৎ কোন একটী গুণের ত্যাগ। যাগের পার্থক্য=এ একটী যাগ, সে একটী যাগ, এতদ্রূপ ভিন্নতা। যাগের দ্রব্য ভিন্ন হইলে, একরূপ দ্রব্য না হইলে, বিভিন্ন যাগ বলিয়া গ্রাহ্য। দেবতা ভিন্ন হইলেও যাগের ভিন্নতা হয়।

এব হরন্তি” ইতি। বাজসনেয়িনস্তু সাম্পাদিকেষু পঞ্চস্বগ্নিষ্বনুবৃত্তায়াঃ সমিদ্ধূমাদিকল্পনায়া নিবৃত্তয়ে “তস্যাগ্নিরেবাগ্নির্ভবতি সমিৎ সমিৎ” ইত্যাদি সমামনন্তি, স নিত্যানুবাদঃ।

অথাপ্যুপাসনার্থ এষ বাদঃ, তথাপি স গুণঃ শক্যতে ছন্দোগৈরপ্যুপসংহর্ত্তুম্। ন চাত্র পঞ্চসঙ্খ্যাবিরোধ আশঙ্ক্যঃ। সাম্পাদিকাগ্ন্যভিপ্রায়া হ্যেষা পঞ্চসঙ্খ্যা নিত্যানুবাদভূতা ন বিধিসমবায়িনীত্যদোষঃ। এবং প্রাণসম্বাদাদিষ্বপ্যধিকস্য গুণস্যেতর-

---

মানায়াশ্চ সঙ্খ্যায়া অনুবাদ্যত্বেনানুৎপত্তের্বিধীয়মানস্য চাধিকস্য ষোড়শিগ্রহণবদ্বিকল্পসম্ভবাৎ ন শাখান্তরে জ্ঞানভেদঃ।

হইয়াছে। সেইরূপ, এই উত্তরকাণ্ডেও অর্থাৎ বেদান্তেও এক স্থানে ষষ্ঠাগ্নির উল্লেখ ও অন্যস্থানে তাহার অনুল্লেখ দৃষ্টে পঞ্চাগ্নিবিদ্যার দ্বিত্ব হইবে না, প্রত্যুত ঐক্যই হইবেক। ছন্দোগেরা (সামবেদাধ্যায়ীরা) যে, আদৌ ষষ্ঠাগ্নির পাঠ বা উল্লেখ করেন না, এমন নহে। তাঁহারাও স্থানান্তরে ষষ্ঠাগ্নির পাঠ করিয়াছেন। যথা—“জ্ঞাতিগণ এ লোক হইতে পরলোকগত সেই উপাসককে অগ্নিসাৎ করিবার জন্য লইয়া যায়।” যদিও সামবেদাধ্যায়ীরা অগ্নিমাত্রের উল্লেখ করেন, আর যজুর্ব্বেদাধ্যায়ীরা তদতিরিক্তেরও অর্থাৎ সমিধ্ বিশেষের উল্লেখ করেন; তথাপি, সে সকল নিত্যপ্রাপ্তের অনুবাদ মাত্র। যজুর্ব্বেদীয়েরা সাম্পাদিক (যাহা ধ্যান বা কল্পনা বলে সম্পন্ন করিতে হয়, তাদৃশ) অগ্নিপঞ্চকের অনুবর্ত্তনে যে সমিধ্ ধূমাদির কল্পনা করিয়াছেন, সেই কল্পনার সমাপ্তি সাধনের জন্য তাহারাও “তাহার অগ্নিই অগ্নি, সমিধ্ই সমিধ্” ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। (এই লৌকিকাগ্নিই অগ্নি, এই প্রসিদ্ধ সমিধ্ই সমিধ্ অর্থাৎ কাষ্ঠ। অভিপ্রেতার্থ এই যে, এখানে ষষ্ঠাগ্নির অনুবাদমাত্র, তাহা উপাসনাঙ্গ নহে। দিব্ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিপঞ্চকই উপাস্য। তাহা উভয়বেদে সমান, সুতরাং উভয় বেদেই পঞ্চাগ্নি-উপাসনা এক)।

[অথা...দোষঃ] ঐ সকল কথা উপাসনার্থ—উপাসনার প্রয়োজনে কথিত, সুতরাং তদনুসারে রূপভেদ স্বীকার্য্য, এ কথা বলিতে পার না। বলিলেও সামবেদাধ্যায়ীরা ঐ গুণটীকে (ষষ্ঠাগ্নিরূপ অঙ্গকে) গ্রহণ করিতে পারে। তাহা তাহাদের পঞ্চসংখ্যা-বিরুদ্ধ কি-না, সে আশঙ্কা হয় না। কারণ এই যে, ঐ পঞ্চসংখ্যা সাম্পাদিকাগ্নি অভিপ্রায়ে অভিহিত। (দিব্ প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে অগ্নিজ্ঞান উৎপাদনপূর্ব্বক তাহা অবিচাল্য করিতে হয়, সে জন্য সে জ্ঞান সাম্পাদিক), সুতরাং তাহা প্রায় অনুবাদ অর্থাৎ অনুবাদতুল্য; বিধির সহিত তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ নাই। কাযেই কথিত প্রকারে অর্পিত দোষের পরিহার হয়। [এবং... মেব] পঞ্চাগ্নিবিদ্যাসম্বন্ধে এই যেমন এক স্থানস্থ অধিক গুণ অন্যস্থানে উপসংহৃত হইবার প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইল, এইরূপ, প্রাণবিদ্যাতেও এক বেদান্তোক্ত

ত্রোপসংহারো ন বিরুধ্যতে। ন চাবাপোদ্বাপভেদাদ্বেদ্যভেদো বিদ্যাভেদশ্চাশঙ্ক্যঃ, কস্যাচদ্বেদ্যাংশস্যাবাপোদ্বাপয়োরপি ভূয়সো-র্বেদ্যবেদিত্রোরভেদাবগমাৎ। তস্মাদেকবিদ্যমেব ॥ ৩। ৩। ২ ॥

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সরবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩। ৩। ৩ ॥*

যদপ্যুক্তমাথর্ব্বণিকানাং বিদ্যাং প্রতি শিরোব্রতাদ্যপেক্ষ-ণাদন্যেষাঞ্চ তদনপেক্ষণাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। এতৎ প্রত্যুচ্যতে।

উৎপত্তিশিষ্টত্বেঽসিদ্ধে প্রাণসম্বাদাদয়োঽপি ভবন্তি প্রত্যভিজ্ঞানাদভিন্নাস্তাসু তাসু শাখাস্বিতি ॥ ৩। ৩। ২ ॥

যৈরাথর্ব্বণিকগ্রন্থোপায়া বিদ্যা বেদিতব্যা, তেষামেব শিরোব্রতপূর্ব্বধ্যায়ন-প্রাপ্তগ্রন্থবোধিতা ফলং প্রযচ্ছতি নান্যথা। অন্যেষান্তু ছান্দোগ্যাদীনাং সৈব

অধিক গুণ (অঙ্গ) অন্য বেদান্তে উপসংহার করিলে অর্থাৎ লইয়া গেলে তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। প্রক্ষেপ-নিক্ষেপ ঘটিত ভেদ দৃষ্টে বিদ্যা ভেদের আশঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই যে, কোন এক স্বল্প অংশের আবাপ উদ্বাপ করিলেও বহু অংশে অভেদ দৃষ্ট হয়, সুতরাং সে অনুসারেও একা বিদ্যা অর্থাৎ একই উপাসনা, ইহা স্থিরীকৃত হয় ॥ ৩। ৩। ২ ॥

বলিয়াছিলে যে, ঐ উপাসনায় আথর্ব্বণিক দিগের শিরোব্রত অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে, কিন্তু অন্যের তাহা নাই। সেই কারণে বলিতে হয়, শাখাভেদে উপাসনা বিভিন্ন। এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি অর্থাৎ খণ্ডন এই যে, ঐ শিরোব্রত তাঁহাদের অধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে।

---

* শিরোব্রতমিতি স্বাধ্যায়স্য বেদাধ্যযনস্য ধর্ম্মো ন বিদ্যায়াঃ। আথর্ব্বণিকানাং বিহিতং শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং, কিন্ত্বধ্যয়নাঙ্গমতস্তন্ন বিদ্যাভেদে কারণম্। হি যতস্তথাত্বেন স্বাধ্যায়-ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকা শিরোব্রতমপি বেদব্রতত্বেন সমা-খ্যাতমিতি কথয়ন্তি। অধিকারাচ্চ। অচীর্ণব্রতো মুণ্ডকং নাধীত ইতি চীর্ণশিরোব্রতস্যৈব মুণ্ডকা-ধ্যযনাধিকার ইতি বিজ্ঞায়তে। তস্মাদপি শিরোব্রতং ন বিদ্যাঙ্গং, কিন্তু মুণ্ডকাধ্যয়নাঙ্গম্। সরব-দিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা সরা হোমা, আথর্ব্বণিকৈঃ স্বসূত্রে উদিত একোঽগ্নিরেকর্ষিসংজ্ঞয়া প্রসিদ্ধঃ, তস্মিন্নগ্নৌ কার্য্যা ইতি নিয়ম্যন্তে তথেত্যর্থঃ।

বলিয়াছিলে যে, আথর্ব্বণিকদিগের শিরোব্রত আছে, অন্যের তাহা নাই, সেই জন্য শিরোব্রত ধর্ম্মটী উপাসনার ভেদক, বস্তুতঃ তাহা নহে। কারণ, ঐ ব্রতটী মুণ্ডকাধ্যযনের অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উহা যে স্বাধ্যায়ের অঙ্গ, তাহা বেদব্রত উপদেশপ্রসঙ্গে কথিত আছে। সেখানে ঐ ব্রতকে অধ্যয়নাঙ্গ বলা হইয়াছে। শিরোব্রত না করিলে মুণ্ডকাধ্যয়নে অধিকার হয় না, করিলে হয়, এ কথাতেও ঐ ব্রতের বিদ্যাঙ্গতা নিবারিত হয়। শিরোব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নের নিয়মিত অঙ্গ, অন্যের নহে। তাহার দৃষ্টান্ত সর অর্থাৎ হোম। অর্থাৎ যেমন সৌর্য্যাদি হোম আথর্ব্বণিকদিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ ব্রতটীও তাহাদের মুণ্ডকাধ্যয়নেই নিয়মিত (মুণ্ডক=অথর্ব্বদের উপনিষদ্)। ফলিতার্থ এই যে, শিরোব্রত ধর্ম্মটী উপাসনাঙ্গ নহে বলিয়া তাহা ভেদকারণও নহে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

স্বাধ্যায়স্যৈষ ধর্ম্মো ন বিদ্যায়াঃ। কথমিদমবগম্যতে? যত-স্তথাত্বেন স্বাধ্যায়ধর্ম্মত্বেন সমাচারে বেদব্রতোপদেশপরে গ্রন্থে আথর্ব্বণিকা ইদমপি বেদব্রতত্বেন সমাখ্যাতমিতি সমামনন্তি। "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে" ইতি চাধিকৃতবিষয়াদেতচ্ছব্দাদধ্যয়ন-শব্দাচ্চ স্বোপনিষদধ্যয়নধর্ম্ম এবৈষ ইতি নির্দ্ধার্য্যতে।

ননু চ "তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেচ্ছিরোব্রতং বিধি-বদ্‌যৈস্তু চীর্ণম্" ইতি ব্রহ্মবিদ্যাসংযোগশ্রবণাদেকৈব সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিদ্যেতি সঙ্কীর্য্যেতৈষ ধর্ম্মঃ, ন, তত্রাপ্যেতামিতি প্রকৃত-পরামর্শাৎ। প্রকৃতত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যায়া গ্রন্থবিশেষাপেক্ষমিতি গ্রন্থবিশেষসংযোগ্যেবৈষ ধর্ম্মঃ। সরবচ্চ তন্নিয়ম ইতি নিদর্শন-

---

বিদ্যা নাচীর্ণশিরোব্রতানাং ফলদেত্যাথর্ব্বণগ্রন্থাধ্যয়নসম্বন্ধাদবগম্যতে। তৎসম্বন্ধশ্চ বেদব্রতত্বেনেতি "নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে" ইতি সমাম্নানাদবগম্যতে।

তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেদিতি বিদ্যাসংযোগেঽপ্যেতামিতি প্রকৃতপরা-মর্শিনা সর্ব্বনাম্নাঽধ্যয়নসম্বন্ধাবিরোধায়াথর্ব্ববিহিতৈব বিদ্যোচ্যত ইতি। সরা

কিসে জানিলাম, তাহা বলিতেছি। যে স্থলে বেদব্রতের উপদেশ আছে, (যেরূপ যেরূপ ব্রতাচরণ করতঃ বেদ গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক উপদেশ আছে), সেই স্থলে ঐ শিরোব্রতকে তাঁহারা অধ্যয়নাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা শিরোব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মুণ্ডকশ্রুত্য-ধ্যয়ন করিতে বলিয়াছেন। তাহাতেই বুঝা যায়, অবধারিত হয়, শিরোব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের মুণ্ডকাধ্যয়নেরই অঙ্গ, উপাসনার অঙ্গ নহে। উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা উপাসনার ভেদক নহে। যে ঐ ব্রত অনুষ্ঠান না করে, সে মুণ্ডক অধ্যয়ন করে না, এতদ্বাক্যস্থ অধিকৃতস্থ বিষয়, এতৎ-শব্দ ও অধ্যয়ন শব্দ,—এই তিনের দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, ঐ ব্রতটী আথর্ব্বণিকদিগের অথর্ব্বোপনিষদ্ অধ্যয়নের ধর্ম্ম, উপাসনার ধর্ম্ম নহে।

[ননু চ...বিদ্যৈকত্বম্] যদি বল, "যাহারা এই শিরোব্রত বিধি অনুসারে অনুষ্ঠান করে, তাহাদেরই এই ব্রহ্মবিদ্যা—" এই শ্রুতিতে শিরোব্রতের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার সংযোগ (সম্বন্ধ) শুনা যায়; সুতরাং সর্ব্ব শাখায় এই ব্রহ্মবিদ্যা, ইহা স্থিরীকৃত হয়, হইলে ঐ শিরোব্রত ধর্ম্মটী সঙ্কীর্ণ (সঙ্কর বা মিশ্রিত, অনিশ্চিত) হইয়া পড়ে; সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা হয় না। কেননা, ঐ শ্রুতির 'এতাং—এই কথা প্রস্তাবিত বিষয়েরই আকর্ষক। প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যা গ্রন্থবিশেষ-সাপেক্ষ, সুতরাং ঐ ধর্ম্মটী (শিরোব্রতাচরণ)

নির্দ্দেশঃ। যথা চ সরাঃ হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনপর্য্যন্তা বেদান্তরোদিত-ত্রেতাগ্ন্যনভিসম্বন্ধাদাথর্ব্বণোদিতৈকাগ্ন্যভিসম্বন্ধাচ্চ আথর্ব্বণিকানামেব নিয়ম্যন্তে, তথায়মপি ধর্ম্মঃ স্বাধ্যায়বিশেষ-সম্বন্ধাৎ তত্রৈব নিয়ম্যেত। তস্মাদপ্যনবদ্যং বিদ্যৈকত্বম্ ॥৩।৩।৩॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩। ৩। ৪ ॥*

দর্শয়তি চ বেদোঽপি বিদ্যৈকত্বং সর্ব্ববেদান্তেষু বেদ্যৈ-কত্বোপদেশাৎ "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইতি। "তথৈত-মেব বহ্বৃচা মহত্যুক্থে মীমাংসন্ত এতমগ্নাবাধ্বর্য্যব এতং মহা-ব্রতে চ্ছন্দোগাঃ" ইতি। তথা "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" ইতি কাঠকে চ। উক্তস্যেশ্বরগুণস্য ভয়হেতুত্বস্য তৈত্তিরীয়কে

হোমাঃ সপ্ত সৌর্য্যাদয়ঃ শতৌদনান্তা আথর্ব্বণিকানাং ত একস্মিন্নেবাথর্ব্বণিকেঽগ্নৌ ক্রিয়ন্তে, ন ত্রেতায়ামতো বিদ্যৈকত্বম্॥ ৩। ৩। ৩॥

ভূযোভূয়ো বিদ্যৈকত্বস্য বেদদর্শনাৎ। যত্রাপি সগুণব্রহ্মবিদ্যানাং ন সাক্ষাদ্বেদ একত্বমাহ, তাসামপি তৎপ্রায়পঠিতানাং তদ্বিধানাং প্রায়দর্শনাদেকত্বমেব। তথাহগ্র্যপ্রায়ে লিখিতং দৃষ্ট্বা ভবেদয়মগ্র্য ইতি বুদ্ধিরিতি। যচ্চ কাঠকাদি-

---

গ্রন্থবিশেষ-সম্পর্কীয়। 'সরবচ্চ তন্নিয়মঃ'—সরের ন্যায় তাহা নিয়মিত, এই সূত্রাংশ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ কথিত হইয়াছে। যেমন সৌর্য্যাদি (সৌর্য্য=সূর্য্য-সম্বন্ধীয়) শতৌদন পর্য্যন্ত সাত প্রকার সর অর্থাৎ হোম অন্য বেদোক্ত অগ্নিত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় এবং আথর্ব্বণিক দিগের একাগ্নির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় উহা আথর্ব্বণিক দিগেরই নিয়মিত, তেমনি, ঐ বেদাধ্যয়নবিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঐ ধর্ম্মটী তদধিকারেই নিয়মিত। অতএব, বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব পক্ষই অনবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত ॥ ৩। ৩। ৩॥

বেদও বিদ্যার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—"সমুদায় বেদ যে প্রাপ্যকে বলেন।" এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্ব বেদান্তবেদ্য অর্থাৎ অদ্বিতীয় উপাস্য। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, সুতরাং উপাসনাও এক। উপাসনা ও বিদ্যা সমান কথা। একত্ব বোধক বেদান্তরও আছে, তাহা এই—"ঋগ্বেদীরা মহৎ উক্থে (উক্থ=এক প্রকার উপাসনা,) ইহাঁকেই চিন্তা করেন, যজুর্ব্বেদীরা যাহা করেন, তাহাও ইনি এবং সামবেদীরাও মহাব্রতে ইহাঁকেই পূজা করেন।" "ইনি ভেদ-

---

* দর্শয়তি বিদ্যৈকত্বং বেদোঽপীতি পূরণীয়ম্।

বেদও বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

ভেদদর্শননিন্দায়ৈ পরামর্শো দৃশ্যতে "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নু-দরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেবাভয়ং বিদুষো-মন্বানস্য" ইতি। তথা বাজসনেয়কে প্রাদেশমাত্রসম্পাদিতস্য বৈশ্বানরস্য ছান্দোগ্যে সিদ্ধবদুপাদানং "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশ-মাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" ইতি। তথাচ সর্ব্ব-বেদান্তপ্রত্যয়ত্বেনান্যত্র বিহিতানামুক্থাদীনামন্যত্রোপাসনবিধানা-

---

সমাখ্যয়োপাসনাভেদ ইতি। তদযুক্তম্। এতে হি পৌরুষেয়াঃ সমাখ্যাঃ কাঠকাদিপ্রবচনযোগাৎ .তাসাং শাখানাং ন তূপাসনানাম্। ন হ্যেতাঃ কঠা-দিভিঃ প্রোক্তাঃ। ন চ কঠাদ্যনুষ্ঠানমাসামিতবানুষ্ঠানেভ্যো বিশেষ্যতে। ন চ কঠপ্রোক্তত্বানিমিত্তমাত্রেণ গ্রন্থে প্রবৃত্তৌ তদ্যোগাচ্চ কথঞ্চিল্লক্ষণয়োপাসনাসু প্রবৃত্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপাসনাভিধানমপ্যাসাং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ তদ্ভেদাভেদৌ জ্ঞানভেদাভেদপ্রযোজকৌ। মা ভূদ্‌যথাস্বমাসামভেদাজ্‌জ্ঞানানামেকশাখাগতা-নামৈক্যম। কঠাদিপুরুষপ্রবচননিমিত্তাশ্চৈতাঃ সমাখ্যাঃ কঠাদিভ্যঃ প্রাক্ না-সন্নিতি তন্নিবন্ধনো জ্ঞানভেদো নাসীদিদানীং চাস্তীতি দুর্ঘটমাপদ্যেত। তস্মান্ন সমাখ্যাতো ভেদঃ। অভ্যাসোঽপি নাত্র ভেদকঃ। যুক্তং যদেকশাখাগতো যজত্যভ্যাসঃ সমিদাদীনাং ভেদক ইতি। তত্র হি বিধিত্বমৌৎসর্গিকমজ্ঞাতজ্ঞাপনম-প্রবৃত্তপ্রবর্ত্তনঞ্চ কুপ্যেয়াতাম। শাখান্তরে ত্বধ্যেতৃপুরুষভেদাদেকত্বেঽপি নৌৎসর্গিক-বিধিত্বব্যাকোপ ইতি। অশক্তিরপি ন ভেদহেতুঃ। স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্য ইতি স্ব-শাখায়ামধ্যয়ননিয়মঃ। ততশ্চ শাখান্তরীযানর্থানন্যেভ্যস্তদ্বিধেভ্যোঽধিগম্যোপসংহ-রিষ্যতি। সমাপ্তেশ্চৈকস্মিন্নপি তৎসম্বন্ধিনি সমাপ্তে তস্য ব্যপদিশ্যতে। যথা-ধ্বর্য্যবে কর্ম্মণি জ্যোতিষ্টোমস্য সমাপ্তিং ব্যপদিশন্তি জ্যোতিষ্টোমঃ সমাপ্ত ইতি।

দর্শী উদ্যত বজ্র মহদ্ভয়। ঈশ্বরের এই লোকভয়হেতুত্ব গুণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভেদজ্ঞানের নিন্দার্থ পরামৃষ্ট (অনুসন্ধিত) হইতে দেখা যায়। যথা—"এই নর যদি এই অদ্বয় ব্রহ্মে অল্পমাত্র ভেদজ্ঞান স্থাপন করে অর্থাৎ ইহাঁকে আত্মভিন্ন বলিয়া জানে, তাহা হইলে তাহার তন্নিবন্ধন সংসার ভয় হয়। কিন্তু যিনি বিদ্বান্, অভেদজ্ঞানী, তাঁহার সম্বন্ধে ইনি অভয়।" [তথা বাজ...সিদ্ধিঃ] যে বৈশ্বানর-বিদ্যা যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকে উপনিষদে) "ইনি প্রাদেশপ্রমিত" ইত্যাদি, প্রকারে অভিহিত হইয়াছে, সেই বৈশ্বানরবিদ্যাই ছান্দোগ্যে অনুবাদভাবে কথিত হইতে দেখা যায়। যথা— "যে উপাসক এই প্রাদেশ-পরিমাণ বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করে" ইত্যাদি। ইহাতেও স্থির হইতেছে যে, আরণ্যকোক্ত ও ছান্দোগ্যোক্ত বৈশ্বানর উপাসনা একই উপাসনা। সেই সেই বেদান্তে উক্থাদি উপাসনার বিধান প্রতীত হইলেও তদ্ভিন্ন বেদান্তে যে, পুনর্ব্বার সেই সেই উপাসনার গ্রহণ দেখা যায়, তাহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে. এক বেদান্তের অভিহিত উপাসনাই অন্য বেদান্তে গৃহীত বা কথিত হইয়াছে। যেহেতু অধিকাংশ উপাসনাই ঐরূপ অর্থাৎ উপা-

য়োপাদানাৎ প্রায়োদর্শনন্যায়েনোপাসনানামপি সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়ত্বসিদ্ধিঃ ॥ ৩ । ৩ । ৪ ॥

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৩ । ৩ । ৫ ॥*

ইদং প্রয়োজন সূত্রম্।

স্থিতে চৈবং সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ত্বে বিজ্ঞানানামন্যত্রোদিতানাং বিজ্ঞানগুণানামন্যত্রাপি সমানে বিজ্ঞানে উপসংহারো ভবতি। অর্থাভেদাৎ। য এব হি তেষাং গুণানামেকত্রার্থো

তস্মাৎ সমাপ্তিভেদোঽপি ন সাধনমুপাসনাভেদস্য। তদেবমসতি বাধকে চোদনাদ্যবিশেষাৎ সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি কর্ম্মাণি তানি তান্যেবেতি সিদ্ধম্ ॥ ৩ । ৩ । ৪ ॥

কশ্চিদ্বিশেষমাশঙ্ক্য পূর্ব্বতন্ত্রপ্রসাধিতম্।
বক্ষ্যমাণার্থসিদ্ধ্যর্থমর্থমাহ স্ম সূত্রকৃৎ ॥

চিন্তাপ্রয়োজনসিদ্ধ্যর্থং সূত্রম্।

অত্রেদমাশঙ্কতে। ভবতু সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়মেকং বিজ্ঞানং, তথাপি শাখান্তরোক্তানাং তদঙ্গান্তরাণাং ন শাখান্তরোক্তে তস্মিন্নুপসংহারো ভবিতুমর্হতি। তস্যৈকস্য কর্ম্মণো যাবন্মাত্রমঙ্গজাতমেকস্যাং শাখায়াং বিহিতং, তাবন্মাত্রেণৈবোপকারসিদ্ধেরধিকানপেক্ষণাৎ। অপেক্ষণে চাধিকমপি তত্র বিধীয়েত, ন চ বিহিতম্। তস্মাৎ

সনার একত্ব দেখাইবার অভিপ্রায়ে একই উপাসনা দুই তিন বেদান্তে কথিত। সেই হেতু প্রায়োদর্শন-ন্যায়ে (প্রায়োদর্শনন্যায়=আধিক্য দৃষ্ট হইলে যাহার আধিক্য, তাহার বিধান, এরূপ যুক্তি) সমুদায় উপাসনারই সর্ব্ববেদান্ত-প্রত্যয়তা নির্ণীত হয়।

বিজ্ঞানগুণের অর্থাৎ উপাসনা-সমূহের সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়তা কথিত প্রকারে সিদ্ধ হইলে কাযেই বিভিন্ন স্থানোক্ত বিজ্ঞানগুণের (উপাসনার অবয়বের, অঙ্গের বা ধর্ম্মের) সেই সেই বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়। কেননা, সেইরূপেই অর্থের (অর্থ=উপাসনারূপ বস্তু) অভেদসিদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ উপাসনার একত্ব সুসিদ্ধ হয়। [য এব...

---

* উপসংহারঃ একাঙ্গীকরণং, তচ্চ বিদ্যৈক্যবিচারস্য ফলম্। অর্থাভেদাৎ বিদ্যায়া অভেদাৎ ঐক্যাদ্ধেতোরিতি যাবৎ। সমানে বিজ্ঞানে সমানায়াং বিদ্যায়াং বিধিশেষবদুপসংহারঃ—তত্তদ্বেদান্তোক্তবিজ্ঞানধর্ম্মাণামেকস্যোপাসনস্যাঙ্গত্বেনোপসংগ্রহণং ভবতীতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

বেদে যতগুলি উপাসনা কথিত আছে, সে সকলের প্রত্যেকটীই প্রত্যেক বেদান্তের অভিমত। অর্থাৎ এক বেদান্তে যে উপাসনা, অন্য বেদান্তেও সেই উপাসনা। এই সিদ্ধান্তের অন্য এক ফল এই যে, সেই সেই উপাসনার অঙ্গ বা ধর্ম্মগুলি উপাসনার একত্ব বিধায় উপসংহার্য্য অর্থাৎ সেই সেই উপাসনায় যোজনীয়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিবোধিত কর্ম্মের ঐক্য থাকিলে অনৈক্য অঙ্গেরও ঐক্য সাধন করা হয়, বেদান্তোক্ত উপাসনা সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে।

বিশিষ্টবিজ্ঞানোপকারঃ, স এবান্যত্রাপি। উভয়ত্রাপি হি তদেবৈকং বিজ্ঞানম্। তস্মাদুপসংহারঃ। বিধিশেষবৎ—যথা বিধিশেষাণামগ্নিহোত্রাদিধর্ম্মাণাং তদেবৈকমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বত্রেত্যর্থাভেদাদুপসংহার এবমিহাপি। যদি হি বিজ্ঞান-ভেদোভবেৎ ততো বিজ্ঞানান্তরনিবদ্ধত্বাৎ গুণানাং প্রকৃতি-বিকৃতিভাবাভাবাচ্চ ন স্যাদুপসংহারঃ। বিজ্ঞানৈকত্বে তু

যথা নৈমিত্তিকং কর্ম্ম সকলাঙ্গবদ্বিহিতমপ্যশক্তৌ যাবচ্ছক্যমঙ্গমনুষ্ঠাতুং, তাবন্মাত্রাঙ্গ-জন্যেনোপকারেণোপকৃতং ভবত্যেবমিহাপ্যঙ্গান্তরাবিধানাদেব ভবিষ্যতীত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে। সর্ব্বত্রৈকত্বে কর্ম্মণঃ স্থিতে গৃহমেধীয়ন্যায়েন নোপকারাবচ্ছেদো যুজ্যতে। ন হি তদেব কর্ম্ম সৎ তদঙ্গমপেক্ষতে নাপেক্ষতে চেতি যুজ্যতে। নৈমিত্তিকে তু নিমিত্তানুরোধাদবশ্যকর্ত্তব্যে সর্ব্বাঙ্গোপসংহারস্য সদাতনত্বাসম্ভবাদুপকারাবচ্ছেদঃ কল্প্যতে। প্রকৃতোপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবিধানাৎ। গৃহমেধীয়ে-ঽপ্যুপকাবাবচ্ছেদঃ স্যাদিহ তু শাখান্তরে কতিপয়াঙ্গবিধানং তানি বিধত্তে নেত-রাণি পরিসঞ্চষ্টে। ন চ তদুপকারপিণ্ডে চোদকপ্রাপ্তে আজ্যভাগবত্তন্মাত্রবিধা-

---

মিহাপি] সেই সকল অঙ্গের মধ্যে যে অঙ্গটী এক বেদান্তে উপাসনার উপকারক, অন্য বেদান্তোক্ত তন্নামক উপাসনাতেও সেই অঙ্গটী তদনুরূপ উপকারক, সুতরাং তাহা তাহাতেও যোজনীয়। অতএব, উভয় বেদান্তোক্ত বিজ্ঞান (উপাসনা) একই বিজ্ঞান এবং সেই কারণেই এক বেদান্তোক্ত উপাসনাঙ্গের অন্যত্রোক্ত উপা-সনায় উপসংহার বা সংগ্রহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন বিধিশেষের (বিধেয় পদার্থের গুণের বা অঙ্গের) একত্র সংগ্রহ হয়, বেদান্তেও সেইরূপ জানিবে। অগ্নিহোত্রাদি যাগ বিধিবোধিত, তাহার ধর্ম্ম বা অঙ্গ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকারে কথিত, তথাপি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এক বলিয়া সে সকল অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মের অঙ্গরূপে যোজিত হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টান্তে বেদান্তেও এক উপাসনায় একস্থানের ধর্ম্ম অন্যস্থানে নীত হইয়া একত্রিত করা হয়। [যদি... ভবিষ্যতি] বিজ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা এক না হইয়া বিভিন্ন হইলে সেই সেই উপা-সনা সম্বন্ধীয় গুণ-সমূহের প্রকৃতি-বিকৃতিভাব অভাবে* উপসংহার হইতে পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানের (উপাসনার) ঐক্য থাকাতেই বিজ্ঞানগুণের উপসংহার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে একনামক উপাসনা কথিত আছে, সেই একনামক উপাসনা বেদান্তভেদ থাকাতে ভিন্ন কি অভিন্ন অর্থাৎ উভয় বেদান্তে একই উপাসনা কি তন্নামক বিভিন্ন উপাসনা (বৃহদারণ্যকেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা কথিত আছে, আবার ছান্দোগ্যেও পঞ্চাগ্নি উপাসনা অভিহিত আছে। অতএব তন্নামক একই উপাসনা উক্ত উভয় বেদান্তে কথিত ? কি

---

* প্রকৃতি=প্রথম উপদিষ্ট। বিকৃতি=প্রকৃতিমূলক উপদেশ। অগ্নিহোত্র যাগ প্রথম উপদিষ্ট, সেজন্য তাহা প্রকৃতি। অন্যান্য যাগ তাহার বিকৃতি। যে স্থলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব থাকে, সেই স্থলে প্রকৃতির গুণ বা অঙ্গ বিকৃতি যাগে নীত হইতে পারে।

নৈবমিতি। অস্যৈব চ প্রয়োজনসূত্রস্য প্রপঞ্চঃ সর্ব্বাভেদাদিত্যারভ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩। ৩। ৫ ॥

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥৩।৩।৬॥*

বাজসনেয়কে "তে হ দেবা ঊচুর্হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়ামেতি। তে হ বাচমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি। "তথা"—ইতি প্রক্রম্য বাগাদীন্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে "অথ হেমমাসন্যং প্রাণমূচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি,

---

নম্। তস্মাত্তত্ত্বেন কর্ম্মণাং সর্ব্বাঙ্গসঙ্গম ঔৎসর্গিকোঽসতি বলবতি বাধকে নাপবদিতুং যুক্ত ইতি ॥ ৩। ৩। ৫।

দ্বয়া দ্বিপ্রকারাঃ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুবাশ্চ। ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাঃ। শাস্ত্রজন্যয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা সম্পন্না দেবাঃ, তে হি দীব্যন্ত ইতি দেবাঃ। শাস্ত্রযুক্ত্যপরিকল্পিতমতয়ঃ তামসবৃত্তিপ্রধানা অসুবাঃ। অসুভিঃ প্রাণৈরনিন্দ্রিয়ৈরগৃহীতৈস্তেষু তেষু বিষয়েষু রমন্ত ইত্যসুরাঃ। অত এব তে জ্যায়াংসঃ, যতোঽমী তত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ কানীয়সাস্তু দেবাঃ, অজ্ঞানপূর্ব্বকত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানস্য। প্রাণস্য প্রজাপতেঃ সাত্ত্বিকবৃত্ত্যুদ্ভবস্তামসবৃত্ত্যভিভবঃ কদাচিৎ। কদাচিত্তামসবৃত্ত্যুদ্ভবোঽভিভবশ্চ সাত্ত্বিক্যা বৃত্তেঃ।* সেয়ং স্পর্দ্ধা। তে হ দেবা উচুঃ। হন্তাসুরান্ যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়াম অসুরান্ জয়ামাস্মিন্নাভিচারিকে যজ্ঞে উদ্গীথলক্ষণসামভক্ত্যুপলক্ষিতেনৌদ্গাত্রেণ কর্ম্মণেতি। তে হ বাচমূচুরিত্যাদিনা সন্দর্ভেণ বাক্প্রাণচক্ষুঃশ্রোত্রমনসামাসুরপাপ্মবিদ্ধতয়া নিন্দিত্বা, অথ হেমমাসন্যমাস্যে ভবমাসন্যং মুখান্তর্ব্বিলস্থং মুখ্যং প্রাণং প্রাণাভিমানবতীং দেবতামূচুস্ত্বন্ন উদ্গায়েতি। তথেত্যভ্যুপগম্য তেভ্য এব প্রাণ উদগায়ৎ, তেঽসুরা বিদুরনেন প্রাণেনোদ্গাত্রা

পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত?) এই বিচারের পর যে একই উপাসনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহার ফল বলিবার জন্য এই "উপসংহার" সূত্র বলা হইল। পরে যে সর্ব্বাভেদাৎ ইত্যাদি সূত্র বলা হইবে সে গুলি এই সূত্রেরই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার (বিবরণ), সুতরাং সে সকল সূত্র পুনরুক্তি-দোষাক্রান্ত নহে ॥৩।৩।৫॥

বাজসনেয়কে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণে আছে "সেই দেবতারা পরস্পর বলাবলি করিল, আমরা যজ্ঞে ঔদ্গাত্র কর্ম্মের দ্বারা অসুরদিগকে অতিক্রম করিব। অনন্তর তাহারা বাক্যকে বলিল, তুমি আমাদের ঔদ্গাত্র কর্ম্ম কর।"* যজুর্ব্রাহ্মণ এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া পরে বাক্প্রভৃতি প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) আসুর-দোষ-দুষ্টতা দেখিয়া সে সকলকে নিন্দা করি-

---

* শব্দাদিতি। বাজসনেয়কে উদ্গীথেনেতি কর্তৃশব্দপ্রয়োগাৎ অন্যথাত্বং বিদ্যান্যত্বমিতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? অবিশেষাৎ। তাবতৈব বিশেষেণ বিদ্যাভেদো ন ভবত্যবিশেষস্যাপি বহুতরস্য সত্বাৎ। অল্পরূপভেদো ন বিদ্যৈক্যবিরোধীতি ভাবঃ।—যজুর্ব্বেদের আরণ্যক ব্রাহ্মণে যে প্রণালীতে প্রাণোপসনা কথিত, ছান্দোগ্যে সে প্রক্রমে কথিত হয় নাই। সেই কারণে উভয় বেদান্তে বিভি:

তথেতি তেভ্য এষ প্রাণ উদগায়ৎ” ইতি। তথা ছান্দোগ্যেঽপি “তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভিভবিষ্যামঃ” ইতি প্রক্রম্যেতরান্ প্রাণানাসুরপাপ্মবিদ্ধত্বেন নিন্দিত্বা তথৈব মুখ্যপ্রাণপরিগ্রহঃ পঠ্যতে “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে” ইতি। উভয়ত্রাপি চ প্রাণপ্রশংসয়া প্রাণবিদ্যাবিধিরধ্যবসীয়তে।

তত্র সংশয়ঃ—কিমত্র বিদ্যাভেদঃ স্যাদাহোস্বিৎ বিদ্যৈকত্বমিতি। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? পূর্ব্বেণ ন্যায়েন বিদ্যৈকত্বমিতি।

নোঽস্মান্ দেবা অত্যেষ্যন্তীতি। তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্নসুরাঃ। যথাশ্মানমৃত্বা প্রাপ্য মৃদ্বা লোষ্টো বা বিধ্বংসত এবং বিধ্বংসমানা বিষ্বঞ্চোঽসুরা বিনেশুঃ। তদেতৎ সঙ্ক্ষিপ্যাহ—“বাজসনেয়কে” ইতি। “তথা ছান্দোগ্যেঽপ্যেতদুক্তমিত্যাহ—“তথা ছান্দোগ্যেঽপি” ইতি।

বিষয়ং দর্শয়িত্বা বিমৃশতি “তত্র সংশয়ঃ” ইতি। পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্লাতি “বিদ্যৈক-

---

লেন। পরে তৎকার্য্যে যোগ্য বিবেচনার পর মুখমধ্যস্থ মুখ্যপ্রাণকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন “অনন্তর তাঁহারা এই মুখভব প্রাণকে (মুখ্য প্রাণকে) বলিলেন. তুমি আমাদের ঔদ্গাত্র কার্য্য কর। অনন্তর সে ‘তথাস্তু’ বলিল এবং সে দেবতা-উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল।” [তথা ছান্দোগ্যে...সীয়তে] ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ঠিক্ ঐরূপ কথা আছে। যথা—“দেবতারা উদ্গীথ অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, আমরা এই উদ্গীথের দ্বারা এই অসুরদিগকে অভিভব (জয) করিব।” ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণও এইরূপ প্রক্রমের পর ইতর প্রাণ সমূহকে (ইন্দ্রিয়দিগকে) অসুরপাপস্পৃষ্ট দেখিয়া নিন্দা করিলেন, তৎপরে যজুর্ব্রাহ্মণের ন্যায় মুখ্য প্রাণকেই তৎকার্য্য-করণ-ক্ষম বিবেচনায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন—“এই যে মুখ্য প্রাণ, ইনিই আমাদের উদ্গীথ ও উপাস্য।” প্রণিধান কর, দেখিবে, উভয় বেদান্তেই প্রাণের প্রশংসা করা হইয়াছে; সুতরাং নিশ্চয় হইতেছে, উভয় বেদান্তেই প্রাণবিদ্যার (প্রাণোপাসনার) কথন।

[তত্র ..মানত্বাৎ] এই স্থানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় বেদান্তোক্ত প্রাণোপাসনা কি ভিন্ন না অভিন্ন? পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে পাওয়া যায়, অভিন্ন অর্থাৎ একই উপাসনা উক্ত উভয় স্থলে কথিত হইয়াছে। বলিতে পার, যখন প্রক্রিয়া (প্রকরণ ভিন্ন, তখন এক উপাসনা বলা অযুক্ত। বাজসনেয়ীরা এক প্রকারে প্রস্তাবারম্ভ

উপাসনা, এ আশঙ্কা করিও না। কারণ, বহু অংশে সমানতা আছে, এবং বহু অংশে সমানতা থাকিলে অল্প বিশেষ (প্রভেদ) অনৈক্যের কারণ হয় না।

* মনের সাত্ত্বিক বৃত্তিসকল দেবতা। রাজসী ও তামসী বৃত্তিনিচয় অসুর। ঔদ্গাত্র কর্ম্ম অর্থাৎ ওঙ্কারাদি প্রতীক অবলম্বনে সাম গান। যজুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ উদ্গীথকর্ম্মকর্ত্তা প্রাণই উপাস্যরূপে কথিত, কিন্তু ছান্দোগ্যে উদ্গীথের অবয়ব ওঙ্কার প্রাণজ্ঞানে উপাস্য। এইরূপ কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-ভেদ দৃষ্টে আশঙ্কা হয়, একই উপাসনা কি-না, পরন্তু সিদ্ধান্ত একই উপাসনা।

নন্বু ন যুক্তং বিদ্যৈকত্বং, প্রক্রমভেদাৎ। অন্যথা হি প্রক্রমন্তে বাজসনেয়িনোঽন্যথা চ্ছন্দোগাঃ। "ত্বং ন উদ্গায়" ইতি বাজসনেয়িন উদ্গীথস্য কর্ত্তৃত্বেন প্রাণমামনন্তি, ছন্দোগাস্তু উদ্গীথত্বেন "তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" ইতি, তৎ কথং বিদ্যৈকত্বং স্যাদিতি চেৎ। নৈষ দোষঃ। ন হ্যেতাবতা বিশেষেণ বিদ্যৈকত্বমপগচ্ছতি, অবিশেষস্যাপি বহুতরস্য প্রতীয়মানত্বাৎ। তথা হি দেবাসুরসংগ্রামোপক্রমত্বং, অসুরাত্যয়াভিপ্রায়ঃ, উদ্গীথোপন্যাসঃ, বাগাদিসঙ্কীর্ত্তনং, তন্নিন্দয়া মুখ্যপ্রাণব্যপাশ্রয়স্তদ্বীর্য্যাচ্চাসুরবিধ্বংসনমশ্মমৃল্লোষ্ট্রনিদর্শনেনেত্যেবং বহবোঽর্থা উভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টাঃ প্রতীয়ন্তে। বাজসনেয়কেঽপি চোদ্গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য শ্রুতং "এষ

ত্বম্" ইতি। পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপতি "নন্বু ন যুক্তম্" ইতি। একত্রোদ্গাতৃত্বেনোচ্যতে প্রাণঃ, একত্র চোদ্গানত্বেন। ক্রিয়াকর্ত্রোশ্চ স্ফুটো ভেদ ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে "নৈষ দোষঃ" ইতি। বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানাদপ্রত্যভিজ্ঞায়মানং কিঞ্চিল্লক্ষণয়া নেতব্যং। ন কেবলং শাখান্তরে, একস্যামপি শাখায়াং দৃষ্টমেতৎ। ন চ তত্র বিদ্যাভেদ ইত্যাহ—"বাজসনেয়কেঽপি চ" ইতি। বহুতররূপপ্রত্যভিজ্ঞানানুগ্রহায় চোমিত্যনেনাপি উদ্গীথাবয়বেন উদ্গীথ এব লক্ষণীয় ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ ॥৩।৩।৬॥

করিয়াছেন, ছান্দোগ্যেরা তাহা অন্য প্রকার বলিয়াছেন। প্রকারভেদ থাকায় উহা অভিন্ন হইবার নিতান্ত অনুপপত্তি। বাজসনেয়ীরা "তুমি আমাদের উদ্গীথ কার্য্য কর" এইরূপে প্রাণকে উদ্গীথ-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াছেন, পরন্তু ছান্দোগ্যেরা বলিয়াছেন "প্রাণই উদ্গীথ ও উপাস্য"। যখন উহা এক প্রণালীতে উক্ত হয় নাই, তখন এক উপাসনা বলা কদাপি সঙ্গত নহে—যদি কেহ এরূপ বলেন, তবে, তাঁহার প্রতি প্রত্যুত্তর এই যে, ঐরূপ কীর্ত্তন দোষাবহ নহে। ঐ যৎকিঞ্চিৎ বিন্যাসভেদ দ্বারা বা বিশেষোক্তির দ্বারা উপাসনার ঐক্য নষ্ট হয় না, কেননা, উহার বহু অংশে অবিশেষ অর্থাৎ একরূপতা আছে। [তথাহি...বিদ্যৈকত্বমিতি] দেবাসুর যুদ্ধের বর্ণনা, অসুরাভিভব, উদ্গীথের উল্লেখ, বাগিন্দ্রিয়াদির গুণদোষ কথন, মুখ্যপ্রাণের প্রশংসা, তাহারই সামর্থ্যে অসুরবিজয়, প্রস্তর-মৃত্তিকা-লোষ্ট্রের দৃষ্টান্ত, এ সমস্তই উভয় বেদান্তে অবিশেষ অর্থাৎ সমান বা সাধারণরূপে কথিত হইয়াছে। অপিচ, উদাহৃত যজুর্ব্বেদ-বাক্য অনুসারে উদ্গীথকর্ম্মকর্ত্তা প্রাণই উপাস্য হয় সত্য; পরন্তু ঐ বেদের অন্য বাক্যে প্রাণের ও উদ্গীথের (ওঁশব্দে ব্রহ্মোপাসনার) অভেদ শ্রবণও আছে। যথা—"এই প্রাণই উদ্গীথ" ইত্যাদি। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মভাবে উদ্গীথের প্রয়োগ করিয়াছেন; সুতরাং লক্ষণার দ্বারা তাহার কর্তৃত্বে পর্য্যবসান করা আবশ্যক। ফলিতার্থ এই যে,

ঊ বা উদ্গীথঃ” ইতি। তস্মাচ্ছান্দোগ্যেঽপি কর্ত্তৃত্বং লক্ষয়িতব্যম্। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বমিতি ॥ ৩। ৩। ৬॥

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৩। ৩। ৭ ॥*

ন বা বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং, বিদ্যাভেদ এবাত্র ন্যায্যঃ। কস্মাৎ? প্রকরণভেদাৎ। প্রক্রমভেদাদিত্যর্থঃ। তথা হি—ইহ প্রক্রমভেদো দৃশ্যতে। ছান্দোগ্যে তাবৎ “ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত” ইতি। এবমুদ্গীথাবয়বস্যোঙ্কারস্য উপাস্যত্বং প্রস্তুত্য রসতমাদিগুণোপব্যাখ্যানঞ্চ তত্র কৃত্বা “অথ খল্বেতস্যে-

বহুতরপ্রত্যভিজ্ঞানেঽপি উপক্রমভেদাত্তদনুরোধেন চোপসংহারবর্ণনাদেকস্মিন্ বাক্যে তস্যৈব চোদ্গীথস্য পুনঃপুনঃ সঙ্কীর্ত্তনাৎ লক্ষণায়াঞ্চ ছান্দোগ্যে বাজসনে-

---

প্রাণই উভয় বেদান্তে উদ্গীথরূপে উপাস্য, সেই কারণে উক্ত বেদান্তদ্বয়োক্ত প্রাণোপাসনা অভিন্ন ॥ ৩। ৩। ৬॥

পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ বা আপত্তি উত্থাপিত হইতেছে। যেহেতু প্রক্রমের বা আরম্ভের প্রকার ভিন্ন, সেই হেতু প্রাণোপাসনার একত্ব বলা ন্যায্য নহে। ভিন্নতা বলাই ন্যায্য। এই প্রাণোপাসনা বিভিন্ন ক্রমে কথিত হইয়াছে। (কিরূপ বিভিন্ন? তাহা বলিতেছি।) ছান্দোগ্যে যে-প্রক্রমে কথিত, আরণ্যকে সে প্রক্রমে কথিত নহে, সুতরাং প্রক্রমের বা আরম্ভ প্রকারের বিভেদ থাকায় প্রোক্ত উপাসনা অবশ্যই বিভিন্ন। [ছান্দোগ্যে...ইত্যাহ] ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রথমে “ওঁ’ এই অক্ষরকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবেক।” এইরূপে উদ্গীথের অবয়ব (এক অংশ) ওকারকে উপাস্য বলিয়া প্রস্তাবনা করিয়া রসতমত্বাদিগুণে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (ওঁকার পৃথিব্যাদির সারের সার এবং ওঁকারই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিগুণের আকর, ইত্যাদি প্রকারে প্রণবগুণ বলিয়াছেন)। অনন্তর বলিয়া-

---

* বহুবিরুদ্ধরূপ-ভেদান্ন বিদ্যৈক্যমিতি মনসিকৃত্যাহ পূর্ব্বপক্ষী—ন বেতি। বা বিকল্পে। প্রকরণভেদাৎ উপক্রমভেদাৎ ন বিদ্যৈক্যমিতি যোজ্যম্। পরোবরীয়স্ত্বাদিবদিতি দৃষ্টান্তোপন্যাসঃ। পর ইতি সকারান্তম্। পরশ্চাসৌ বরীয়ান্ চ। বরোঽত্র বরতরঃ। ইত্থং পরোবরীয়ানিত্যেকং পদং শ্রুতৌ প্রযুক্তমস্তি। তথাচ যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্টমুদ্গীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনাদ্ভিন্নং, তথেতি দৃষ্টান্তপদাক্ষরার্থঃ।

উপক্রমের অর্থাৎ আরম্ভপ্রণালীর ভিন্নতা থাকায় উপাসনাও ভিন্ন, এক নহে। তদ্রূপ পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা আদিত্যাদিগত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদি গুণবিশিষ্ট উদ্গীথ উপাসনা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ।

বাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি" ইতি পুনরপি তমেবোদ্‌গীথাবয়ব-মোঙ্কারমনুবর্ত্ত্যদেবাসুরাখ্যায়িকাদ্বারেণ "তং প্রাণমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে" ইত্যাহ। তত্র যদ্যুদ্‌গীথশব্দেন সকলা সামভক্তি-রভিপ্রেয়েত, তস্যাশ্চ কর্ত্তোদ্‌গাতর্ত্বিক্, তত উপক্রমশ্চোপরুধ্যেত, লক্ষণা চ প্রসজ্যেত। উপক্রমতন্ত্রেণ চৈকস্মিন্ বাক্যে উপ-সংহারেণভবিতব্যম্। তস্মাদত্র তাবদুদ্‌গীথাবয়বে ওঁঙ্কারে প্রাণ-দৃষ্টিরুপদিশ্যতে। বাজসনেয়কে তু উদ্‌গীথ-শব্দেনাবয়বগ্রহণ-কারণাভাবাৎ সকলৈব ভক্তিরাবেদ্যতে। "ত্বং ন উদ্‌গায়" ইত্যপি তস্যাঃ কর্ত্তোদ্‌গাতর্ত্বিক্ প্রাণত্বেন নিরূপ্যতইতি প্রস্থা-নান্তরম্।

যদপি তত্রোদ্‌গীথসামানাধিকরণ্যং প্রাণস্য, তদপ্যুদ্‌গাতৃত্বে-নৈব দিদর্শয়িষিতস্য প্রাণস্য সর্ব্বাত্মত্বপ্রতিপাদনার্থমিতি ন বিদ্যৈক-

য়কে প্রমাণাভাবাৎ বিদ্যাভেদ ইতি রাদ্ধান্তঃ। ওঁকারস্যোপাস্যত্বং প্রস্তুত্য রস-তমাদিগুণোপব্যাখ্যানমোঙ্কারস্য। তথাহি—ভূতপৃথিব্যোষধিপুরুষবাগৃক্‌সাম্নাৎ

ছেন "এই অক্ষরের এইরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।" ব্যাখ্যানের পর পুনর্ব্বার সেই উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকারের অনুবর্ত্তন (উত্থাপন বা আকর্ষণ) করিয়া দেবাসুরের গল্প বলিয়াছেন এবং তাহাতেই বলিয়াছেন "যাহা প্রাণ, তাহাই উদ্‌গীথ, দেবতারা তাহার অর্থাৎ প্রাণাভিন্ন উদ্‌গীথের উপাসনা করিল।" [তত্র···প্রস্থানান্তরম্] এখানে যদি উদ্‌গীথ-শব্দে সমুদায় ভক্তি (উদ্‌গীথের সকল অংশ বা সম্পূর্ণ উদ্‌গীথ) বলা হইয়া থাকে, আর তাহার কর্ত্তা উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ হয়, তাহা হইলে প্রদর্শিত উপক্রমের বাধা ও লক্ষণা এই দুই দোষ হয়।* উপসংহার অর্থাৎ প্রস্তাব-সমাপ্তি উপক্রমেরই অনুরূপ হয়, তদ্বিরুদ্ধরূপ হয় না। সে অনুসারে, বুঝিতে হইবে, ছান্দোগ্যোক্ত উদ্‌গীথাবয়ব ওম্‌কার প্রাণ-দৃষ্টিতে উপাস্য, কিন্তু বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদ্‌গীথ শব্দে উদ্‌গীথাবয়ব ওঁকার গ্রহণ করিবার কারণ না থাকায় সম্পূর্ণ উদ্‌গী-থেরই গ্রহণ এবং প্রাণ তাঁহার গানকর্ত্তা, ইহা নিরূপিত হয়; সুতরাং বাজসনেয় ব্রাহ্মণোক্ত পথ ও ছান্দোগ্যোক্ত পথ (প্রণালী) ভিন্ন প্রকার।

[যদপি ..গায়ৎ ইতি] বাজসনেয় ব্রাহ্মণে উদ্‌গীথের সহিত প্রাণের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সাম্যকথন আছে সত্য; কিন্তু তাহাতে প্রাণের সর্ব্বাত্মতা

* সাম পাঞ্চভক্তিক ও সাপ্তভক্তিক প্রভৃতি বহু প্রকারে গীত হয়। এখানে ভক্তিশব্দের অর্থ অংশ অর্থাৎ গানের এক একটী পদ বা কলি। উদ্‌গীথও একপ্রকার গান, সুতরাং তাহারও ভক্তি বা পদ আছে। এই গানের প্রথম পদ ওঁ। প্রথমেই ওঁ অবলম্বনে উদ্‌গীথ-গান আরব্ধ হইয়া থাকে। যজ্ঞে যে ঋত্বিক্ অর্থাৎ যে পুরোহিত ঐ সকল গান করে, সে উদ্‌গাতা নামে প্রসিদ্ধ।

ত্বমাবহতি, সকলভক্তিবিষয় এব চ তত্রাপ্যুদ্গীথশব্দ ইতি বৈষম্যম্। ন চ প্রাণস্যোদ্গাতৃত্বমসম্ভবেন হেতুনা পরিত্যজ্যেত, উদ্গীথভাববদুদ্গাতৃভাবস্যোপাসনার্থত্বেনোপদিশ্যমানত্বাৎ। প্রাণবীর্য্যেণৈব চোদ্গাতৌদ্গাত্রং কর্ম্ম করোতীতি নাস্ত্যসম্ভবঃ। তথা চ তত্রৈব শ্রাবিতং "বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়ৎ" ইতি। ন চ বিবক্ষিতার্থভেদেঽবগম্যমানে বাক্যচ্ছায়ানুসারমাত্রেণ সমানার্থত্বমধ্যবসাতুং যুক্তম্।

তথা হ্যভ্যুদয়বাক্যে পশুকামবাক্যে চ "ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ", পশুকামবাক্যে চ—"যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে

পূর্ব্বস্যোত্তরমুত্তরং বসতয়া সারতয়োক্তম্। তেষাং সর্ব্বেষাং রসতম ওঁকার উক্তশ্ছান্দোগ্যে।

"ন চ বিবক্ষিতার্থভেদে" ইতি। একত্রোদ্গীথোদ্গাতারাবুপাস্যত্বেন বিবক্ষিতাবেকত্র তদবয়ব ওঙ্কার ইতি। "তথা হ্যভ্যুদয়বাক্যে" ইতি। এবং হি —শ্রূয়তে— "অপি বা এতং প্রজয়া পশুভির্ব্বর্দ্ধয়তি বর্দ্ধয়তি অস্য ভ্রাতৃব্যং যস্য হবির্নিরুপ্তং পুরস্তাচ্চন্দ্রমা অভ্যুদেতি। স ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেৎ, যে মধ্যমাঃ স্যুস্তানগ্নয়ে দাত্রে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ, যে স্থবিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায় প্রদাত্রে দধংশ্চরুং, যে ক্ষোদিষ্ঠাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্ ইতি। তত্র সন্দেহঃ—কি কালাপরাধে যাগান্তরমিদং চোদ্যতে, উত তেষ্বেব কর্ম্মসু প্রকৃতেষু কালাপবাধে নিমিত্তে

ও গানকর্তৃত্বমাত্র প্রতিপাদিত হয়, অন্য কিছু প্রতিপাদিত হয় না; সুতরাং সে সামানাধিকরণ্যে উপাসনার অভেদ (ছান্দোগ্যোক্ত উপসনাই যে, বাজসনেয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, এরূপ) গৃহীত হইতে পারে না। অত্র উপনিষদে সম্পূর্ণ উদ্গীথ-অর্থেই উদ্গীথশব্দের প্রয়োগ, ওঁকাররূপ ভক্তিবিশেষ অর্থাৎ অংশবিশেষ অর্থে নহে; সুতরাং ইহাতে ছান্দোগ্য অপেক্ষা বৈষম্য দেখা যাইতেছে। যদি বল, প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অসম্ভব, (প্রাণ কি গান করিতে পারে ?) অসম্ভব বলিয়া প্রাণের উদ্গাতৃত্ব অর্থ পরিত্যাজ্য। উপাসনার জন্য যেমন উদ্গীথভাবের বর্ণন, তেমনি, উপাসনার জন্যই ঐ ঔদ্গাতৃত্বেরও কথন। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে পারি, ঔদ্গাত্র কর্ম্ম প্রাণের সামর্থ্যেই নির্ব্বাহিত হয়, তদনুসারে প্রাণকে অবশ্য উদ্গীথকর্ত্তা (উদ্গাতা) বলা অন্যায্য বা অসম্ভব নহে। শ্রুতিও ঐ কথা ঐস্থানেই বলিয়াছেন। যথা—"যেহেতু বাক্যের ও প্রাণের (প্রাণকার্য্যান্বিত বাক্যের) দ্বারা উদ্গান করিতেছে—" ইত্যাদি। [ন চ...বং] যখন বুঝা যাইতেছে, উভয় বেদান্তে অভিপ্রেতার্থ বা উদ্দেশ্য ভিন্ন, তখন আর বাক্যাভাস অবলম্বনে তদুভয়ের সমানার্থতা নিশ্চয় করা যুক্ত নহে।

পুরোডাশমষ্টাকপালং কুর্য্যাৎ" ইত্যাদিনির্দ্দেশসাম্যেঽপ্যুপক্রম-ভেদাদভ্যুদয়বাক্যে দেবতাপনয়োঽধ্যবসিতঃ, পশুকামবাক্যে তু

দেবতাপনয় ইতি—এষ তাবদত্র বিষয়ঃ। অমাবস্যায়ামেব দর্শকর্ম্মার্থং বেদিক্রিয়াগ্নি-প্রণয়নক্রিয়া ব্রতাদিশ্চ যজমানসংস্কারঃ। দধ্যর্থশ্চ দোহঃ। প্রতিপদি চ দর্শকর্ম্ম-প্রবৃত্তিরিত্যনুষ্ঠানক্রমস্তাত্ত্বিকঃ। যস্য তু যজমানস্য কুতশ্চিদ্ভ্রমনিবন্ধনাচ্চতুর্দ্দশ্যা-মেবামাবাস্যাবুদ্ধৌ প্রবৃত্তপ্রয়োগস্য চন্দ্রমা অভ্যুদীয়তে, তত্রেদং শ্রূয়তে—যস্য হবি-র্নিরুপ্তমিতি। তেন যজমানেনাভ্যুদিতেনামাবাস্যায়ামেব নিমিত্তাধিকারং পরি-সমাপ্য পুনস্তদহরেব বেদ্যাদ্ধবণাদিকর্ম্ম কৃত্বা প্রতিপদি দর্শঃ প্রবর্ত্তয়িতব্যঃ। তত্রা-ভ্যুদয়ে কিং নৈমিত্তিকমিদং কর্ম্মান্তরং দর্শাচ্চোদ্যতে? উত তস্মিন্নেব দর্শকর্ম্মণি পূর্ব্ব-দেবতাপনয়নেন দেবতান্তরং বিধীয়ত ইতি। তত্র হবির্ভাগমাত্রশ্রবণাচ্চরুবিধান-সামর্থ্যাচ্চ কর্ম্মান্তরম্। যদি হি পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবীংষি নিভজেদিতি শ্রূয়েত, ততস্তান্যেব হবীংষি দেবতান্তরেণ যুজ্যমানানি ন কর্ম্মান্তরং গময়িতুমর্হন্তি। কিন্তু প্রকৃতমেব কর্ম্ম তদ্ধবিষ্কমপনীতপূর্ব্বদেবতাকং দেবান্তরযুক্তং স্যাৎ।

অত্র পুনস্ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি হবিষ এব মধ্যমাদিক্রমেণ বিভাগশ্রবণাৎ, অনপনীতা হবিষি পূর্ব্বদেবতা ইতি পূর্ব্বদেবতাবরুদ্ধে হবিষি দেবতান্তরলব্ধাবকাশং শ্রূয়মাণং কর্ম্মান্তরমেব গোচরয়েৎ। অপি চ, প্রাপ্তে পূর্ব্বস্মিন কর্ম্মণি দধ্নস্তণ্ডুলানাং পবস্তণ্ডুলানাঞ্চেন্দ্রাদিদেবতাসম্বন্ধশ্চ বিধাতব্যঃ। চরুত্বঞ্চাত্র বিহিতং নাস্তীতি তদপি বিধাতব্যম্। তথা প্রাপ্তে কর্ম্মণ্যনেকগুণবিধানাৎ বাক্যং ভিদ্যেত। কর্ম্মান্তরং ত্বপূর্ব্বং শক্যমেকেনৈব প্রযত্নেনানেকগুণবিশিষ্টং বিধাতুমিতি নিমিত্তে কর্ম্মান্তর-মেব বিধীয়তে, দর্শস্তু লুপ্যতে কালাপবাধাদিতি প্রাপ্ত উচ্যতে—ন কর্ম্মান্তরম্। পূর্ব্বদেবতাভ্যো হবিংষী বিভাগপূর্ব্বং নিমিত্তে দেবতান্তরবিধানাৎ। চরুরর্থস্য চার্থ-প্রাপ্তেঃ। ভবেদেতদেবং, যদা ত্রেধা তণ্ডুলান্ বিভজেদিতি তণ্ডুলানাং ত্রেধা বিভাগ বিধানপরমেতদ্বাক্যং স্যাৎ, অপি তু বাক্যান্তরপ্রাপ্তস্তণ্ডুলানাং ত্রেধাত্বমনস্য বিভজে-দিত্যেতাবদ্বিধত্তে। তত্র বাক্যান্তরালোচনযা পূর্ব্বদেবতাভ্য ইতি গম্যতে। তণ্ডুলা-নিতি ত্ববিবক্ষিতং হবিরুভয়ত্বরং। তথা চ যে মধ্যমা ইত্যাদীনি বাক্যান্যপনীতে পূর্ব্বরদ্দেবতাসম্বন্ধে হবিষস্তস্মিন্নেব কর্ম্মণি অপ্রত্যূহং দেবতান্তরসম্বন্ধং বিধাতুং শক্নুবন্তি। তথা চ দ্রব্যমুখেন প্রকৃতমুপপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্দেবতান্তরসম্বন্ধেঽপি ন কর্ম্মান্তরকল্পনা ভবিতুমর্হতি। ততশ্চ সমাপ্তেঽপি নৈমিত্তিকাধিকারে নিত্যাধিকার-সিদ্ধ্যর্থং তান্যেব পুনঃ কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি। ন চ দধনি চরুমিতি চরুসপ্তম্যর্থযো-র্ব্বিধানং, তযোরপ্যর্থপ্রাপ্তত্বাৎ। প্রকৃতে হি কর্ম্মণি তণ্ডুলপেষণপ্রথনং পুরোডাশ-

---

ইহার নিদর্শন পূর্ব্বমীমাংসার অভ্যুদয় বাক্য ও পশুকাম বাক্য। (সেখানে উপক্রমাদি অনুসারে ঐ দুই বাক্যের বিবক্ষিতার্থ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় বিভিন্ন-কর্ম্মবোধক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে)। যথা—"তণ্ডুল সকল তিন্ প্রকারে বিভাগ করিবেক।" এটী অভ্যুদয় বাক্যের অংশ। আর একটী বাক্য আছে, তাহার নাম পশুকামবাক্য। তাহাতে এইরূপ আছে। "মধ্যম ভাগ লইয়া দাতৃত্বগুণযুক্ত অগ্নির উদ্দেশে অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করিবেক।"

যাগবিধিঃ, তথেহাপ্যুপক্রমভেদাদ্ বিদ্যাভেদঃ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ। যথা পরমাত্মদৃষ্ট্যধ্যাসসাম্যেঽপি—"আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানা-

পাকাদি দধিপয়সী চ প্রাপ্তানি, তত্রাভ্যুদয়নিমিত্তে দধিযুক্তানাম্পয়োযুক্তানাঞ্চ তণ্ডুলানাং বিভজেদিতি বাক্যেন পূর্ব্বদেবতাপনয়ং কৃত্বা যে মধ্যমা ইত্যাদিভির্ব্বাক্যৈর্দ্দেবতান্তরসম্বন্ধঃ কৃতঃ। ন চ প্রভূতদধিপয়ঃসংসক্তৈরন্নৈস্তণ্ডুলৈঃ পুরোডাশক্রিয়া সম্ভবতীতি পুরোডাশনিবৃত্তৌ তদর্থস্য প্রথনস্যাপি নিবৃত্তিঃ, অনিবৃত্তস্তু পাকোঽপবাদভাবাৎ, তথা চার্থপ্রাপ্তশ্চোদ্যতে। ভবতু বাঽনেকবাক্যকল্পনম্। প্রকৃতাধিকারাবগমবলাদস্যাপি ন্যায্যত্বাদিতি। তস্মাৎ তদেবেদং কর্ম্ম ন তু কর্ম্মান্তরমিতি সিদ্ধম্। পশুকামবাক্যে ত্বপূর্ব্বকর্ম্মবিধিরভ্যুদয়বাক্যসারূপ্যেঽপি, যঃ পশুকামঃ স্যাৎ সোঽমাবাস্যায়ামিষ্ট্বা বৎসানপাকুর্য্যাৎ। যে স্থবিষ্ঠাস্তানগ্নয়ে সনিমতেঽষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ। যে মধ্যমাস্তান্ বিষ্ণবে শিপিবিষ্টায় শৃতে চরুম্। যে ক্ষোদিষ্ঠাস্তানিন্দ্রায়

এ বাক্য পূর্ব্ববাক্যসমান হইলেও উপক্রমভেদ থাকায় পূর্ব্ববাক্যে দেবতাপরিবর্ত্তন স্বীকৃত (পৃথক্ কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত) হইয়াছে এবং পরবাক্যে যাগবিধি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। * ঐরূপ, এখানেও উপক্রমভেদ দৃষ্টে উপাসনাভেদ হওয়া উচিত। অপিচ, বেদান্তেও উহার অনুরূপ নিদর্শন আছে। সে নিদর্শন পরোবরীয়স্ত্ব ও আনন্ত্য প্রভৃতি গুণ। [যথা...ম্বিতি] "এ সকল অপেক্ষা আকাশ (ব্রহ্ম) জ্যেষ্ঠ, আকাশই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, সেই এই পরোবরীয়ান্ (পর

* বেদে অমাবস্যায় দর্শযাগ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যাগ করিবার বিধান আছে। তৎপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে, দৈবাৎ যদি অমাবাস্যা ভ্রমে চতুর্দ্দশীতে দর্শযাগের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সে অনুষ্ঠান বৃথা হয় এবং তাহাতে দর্শযাগ অঙ্গহীন ও কালব্যতিক্রম দোষে দূষিত হওয়ায় যাগকর্ত্তার শত্রুবৃদ্ধি করে। এই দোষের পরিহারার্থ সেই স্থানে একটী প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বাক্যটী এইরূপঃ—"দর্শদেবতা অগ্ন্যাদির উদ্দেশে হবিঃ (ঘৃত, তণ্ডুল, দধি ও দুগ্ধ প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য) প্রস্তুত করিবার পর যদি চন্দ্র দর্শন হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দশীতে অমাবাস্যা ভ্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই আয়োজন তাহাকে পুত্র ও পশু হইতে বিযুক্ত করে এবং শত্রুবৃদ্ধি করায়। অতএব, (দোষশান্তির জন্য) প্রস্তুত তণ্ডুলগুলিকে ছোট বড় মধ্যম তিন্ প্রকারে বিভক্ত করিয়া পশ্চাদুক্ত প্রকারে সেই সেই দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেক বা দর্শদেবতাদিগকে দিবেক। মধ্যম ভাগ অষ্টপাত্র সংস্কৃত পুরোডাশ প্রস্তুত করতঃ দাতৃত্বগুণবিশিষ্ট অগ্নির উদ্দেশে, স্থূলভাগ দধিমিশ্রিত করিয়া ইন্দ্রের উদ্দেশে এবং সূক্ষ্মভাগ দুগ্ধে চরু প্রস্তুত করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেক।" এই প্রায়শ্চিত্ত বাক্যকে অভ্যুদয়বাক্য বলে এবং ইহার পূর্ব্বমীমাংসাসিদ্ধ সিদ্ধান্ত—এতদ্বাক্যোক্ত যাগ পৃথক্ যাগ নহে। ঐ বাক্য দর্শযাগে দেবতান্তর সম্বন্ধের বিধায়ক মাত্র। ঐ সঙ্গে আর একটী বাক্য আছে, তাহা "যে পশুকামনা করিবে, সে অমাবাস্যায় যজ্ঞ করিয়া গোদোহনার্থ বৎস মোচন করিবেক" এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে, অবশেষে তাহা ঠিক্ ঐ অভ্যুদয় বাক্যের অনুরূপ বাক্যে সমাপ্ত হইয়াছে। তাই মীমাংসাশাস্ত্রকার জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পশুকামনা উপক্রমে পঠিত হওয়ায় অভ্যুদয় বাক্যের সহিত পশুকামবাক্যের একবাক্যতা হইবেক না, প্রত্যুত, উপক্রান্ত বাক্যে অন্য এক পৃথক্ যাগের বিধান হইবেক। উল্লেখ সমান হইলেই যে, এক জিনিশ হয়, তাহা হয় না, ইহা দেখাইবার জন্য সূত্রকার ব্যাস জৈমিনির সিদ্ধান্ত নিদর্শনার্থ গ্রহণ বা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাশঃ পরায়ণং, স এষোঽনন্তঃ” ইতি পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট-মুদ্গীথোপাসনমক্ষ্যাদিত্যগত-হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথো-পাসনাদ্ভিন্নং, ন চেতরেতরগুণোপসংহার একস্যামপি শাখায়াং, তদ্বচ্ছাখান্তরস্থেষ্বপ্যেবঞ্জাতীয়কেষ পাসনেষ্বিতি ॥ ৩।৩।৭॥

সংজ্ঞাতশ্চেৎ তদুক্তমস্তি তদপি ॥৩।৩।৮॥*

অথোচ্যেত, সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বমত্র ন্যায্যং, উদ্গীথবিদ্যেত্যু-ভয়ত্রাপ্যেকা সংজ্ঞেতি, তদপি নোপপদ্যতে। উক্তং হ্যেতৎ “ন

প্রদাত্রে দধৎশ্চরুমিতি। অত্র হি অমাবস্যাযাংমিষ্টেতি সমাপ্তে যাগে পশুকামেষ্টি-বিধানং, নাত্র পূর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽনন্বুবৃত্তের্যাগান্তরবিধিরিতি যুক্তম্। পরোবরীয়স্ত্বাদি-বৎ। যথোদ্গীথোপাসনাসাম্যেঽপ্যাদিত্যগতহিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্টোদ্গীথো পাসনাতঃ পরোবরীয়স্ত্বগুণবিশিষ্টোদ্গীথোপাসনা ভিন্না, তদ্বদিদমপীতি। পরস্মাৎ পরশ্চ, বরাচ্চ বরীয়ানিতি পরোবরীয়ানুদ্গীথঃ পরমাত্মরূপঃ সম্পন্নঃ। অত এবা-নন্তঃ পরমাত্মদৃষ্টিমুদ্গীথে ভাবয়িতুমাকাশো হ্যেবৈভ্যো ভূতেভ্যো জ্যায়ানিত্যা-কাশশব্দেন পরমাত্মানং নির্দ্দিশতি ॥ ৩।৩।৭॥

স্ফুটতরে ভেদাবগমে সংজ্ঞৈকত্বং নাভেদসাধনমতিপ্রসঙ্গাপাতাৎ। অপিচ শ্রুত্যক্ষরালোচনয়াভেদপ্রত্যয়োঽস্তরঙ্গশ্চানপেক্ষশ্চ। সংজ্ঞৈকত্বন্তু

হইতেও পর এবং বর হইতেও বর। পর=জ্যেষ্ঠ, বর=শ্রেষ্ঠ) উদ্গীথ এবং সেই সেই উদ্গীথ অনন্ত।” এই বাক্যের দ্বারা পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণে এবং অন্য বাক্যে নেত্রাধিষ্ঠিত হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণে উদ্গীথ উপাসনার বিধান দৃষ্ট হয়। পরন্তু উভয়ত্রই পরমাত্মদর্শনাধ্যাস সমান। সমান হইলেও দুই উপাসনা পৃথক্, এক নহে। ইহা প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এখানে যেমন উক্ত বাক্যদ্বয় এক শাখা (বেদের এক বিভাগ) স্থিত হইলেও ঐ দুই বিভিন্ন গুণের উপসংহার (একত্র সঙ্কলন) হয় নাই, অন্য শাখাগত উপাসনান্তর সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা জানিবে। তাৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন গুণ দৃষ্ট হইলে গুণীও বিভিন্ন হয় ॥৩।৩।৭॥

সংজ্ঞার অর্থাৎ নামের ঐক্য আছে, সে জন্যও উদাহৃত স্থলে বিদ্যার (উপাসনার) একত্ব। “উদ্গীথ-বিদ্যা” নামটী উভয় বেদান্তে সমান অর্থাৎ একই, সুতরাং তদ্বোধ্য নামীও এক অর্থাৎ অভিন্ন, এ কথা

* চেৎ যদ্যুচ্যেত—সংজ্ঞাতঃ সংজ্ঞৈক্যাৎ বিদ্যৈক্যমিতি, তদপি নোপপদ্যত ইতি যোজ-নীয়ম্। যতস্তদুক্তং তদপি প্রত্যুক্তং ন বা প্রকরণভেদাদিত্যত্র। তদপি সংজ্ঞৈক্যহেতুক-বিদ্যৈক্যমপ্যস্তি কচিৎ, ন সর্ব্বত্রেতি সূত্রতাৎপর্য্যম।

সংজ্ঞা বা নাম এক, তাই বলিয়া উপাসনাও এক, একথা বলিতে পার না। কেন? তাহা 'ন বা' ইত্যাদি সূত্রে বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে। সংজ্ঞার ঐক্যে সংজ্ঞীর ঐক্য দেখা যায় বটে; কিন্তু তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ কারণে স্বীকৃত হয় মাত্র।

বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ” ইতি। তদেব চাত্র ন্যায্যতরং, শ্রুত্যক্ষরানুগতং হি তৎ। সংজ্ঞৈকত্বন্তু শ্রুত্যক্ষরবাহ্যমুদ্গীথ-শব্দমাত্রপ্রয়োগাৎ লৌকিকৈর্ব্ব্যবহর্ত্তৃভিরুপচর্য্যতে। অস্তি চৈতৎ সংজ্ঞৈকত্বং প্রসিদ্ধভেদেম্বপি পরোবরীয়স্ত্বাদ্যুপাসনেষূদ্গীথ-বিদ্যেতি। তথা প্রসিদ্ধভেদানামপ্যগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসাদীনাং কাঠকৈকগ্রন্থপরিপঠিতানাং কাঠকসংজ্ঞৈকত্বং দৃশ্যতে, তথেহাপি ভবিষ্যতি। যত্র তু নাস্তি কশ্চিদেবঞ্জাতীয়কো ভেদহেতুস্তত্র ভবতু সংজ্ঞৈকত্বাদ্বিদ্যৈকত্বং, যথা সম্বর্গবিদ্যাদিষু॥ ৩। ৩। ৮॥

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্॥ ৩। ৩। ৯॥*

“ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত” ইত্যত্রাক্ষরোদ্গীথশব্দয়োঃ

শ্রুতিবাহ্যতয়া বহিরঙ্গঞ্চ পৌরুষেয়তয়া সাপেক্ষঞ্চ। তস্মাদ্দুর্ব্বলং নাভেদ-সাধনায়ালমিতি॥ ৩। ৩। ৮॥

“অধ্যাসো নাম” ইতি। গৌণী বুদ্ধিরধ্যাসঃ। যথা মানবকেঽগ্নিবুদ্ধ্যায়া-

---

উপপন্ন হইবে না। অর্থাৎ কেহই ঐ কথা সমর্থন করিতে পারেন না। কেন? তাহা “ন বা প্রকরণভেদাৎ—” সূত্রে বলা হইয়াছে। সেখানে যাহা বলা হইয়াছে, দেখান হইয়াছে, তাহাই অধিকতর ন্যায্য। কেন-না, তাহাই শ্রুতশব্দের অনুরূপ। সংজ্ঞার একতা শ্রুতশব্দের বহির্ব্বর্ত্তী, অর্থাৎ তাহা আক্ষরিক অর্থে লব্ধ হয় না। উভয় স্থলে “উদ্গীথ” শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা দেখিয়াই লোকে উপচারক্রমে তুল্য সংজ্ঞার ব্যবহার করে; কিন্তু তুল্যসংজ্ঞার ব্যবহার অযথার্থ অর্থাৎ উপচারমাত্র, সুতরাং তাহার দ্বারা উপাসনার একতা নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। পরোবরীয়স্ত্বাদিগুণের উপাসনা অক্ষিপুরুষ উপাসনা হইতে ভিন্ন, তথাপি লোকে তদুভয়কে উদ্গীথবিদ্যা বলে। অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, এই তিন্ যাগ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কঠশাখায় পঠিত হইয়াছে বলিয়া ঐ তিনের কাঠক নাম প্রচারিত দেখা যায়। (অতএব, সংজ্ঞা বা নাম একরূপ হইলেই যে, তদ্বলে সর্ব্বত্রই সংজ্ঞীর বা নামীর একত্ব নির্ণীত হয়, তাহা হয় না।) [যত্র, তু...দিষু] যেস্থলে বিশিষ্ট কারণ থাকে, সেই স্থলেই নামভেদ দ্বারা বিদ্যাভেদ হয়। যেমন সম্বর্গবিদ্যা (তন্নামক উপাসনা) স্থলে হইয়াছে॥ ৩। ৩। ৮॥

“ওঁ ইহা অক্ষর ও উদ্গীথ, ইহার উপাসনা করিবেক।” এই শ্রুতিতে

---

* চস্ত্বর্থে। “ওঁ ইত্যক্ষরং উদ্গীথং—” ইত্যত্রাক্ষরোদ্গীথয়োঃ সামানাধিকরণ্যশ্রবণাৎ অধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানে, তত্র কতমঃ পক্ষঃ সাধীয়ানিতি বিচারণায়াং তু-শব্দস্থাননিবেশনীয-চ-শব্দেন অধ্যাসাদিত্রয়ং সাবদ্যত্বেন ব্যাবর্ত্ত্য বিশেষণপক্ষ এবোপাদীয়ত-

সামানাধিকরণ্যে শ্রূয়মাণেঽধ্যাসাপবাদৈকত্ববিশেষণপক্ষাণাং প্রতিভানাৎ কতমোঽত্র পক্ষো ন্যায্যঃ স্যাদিতি বিচারঃ। তত্রাধ্যাসো নাম দ্বয়োর্ব্বস্তুনোরনিবর্ত্তিতায়ামেবান্যতরবুদ্ধাবন্যতরবুদ্ধিরধ্যস্যতে। যস্মিন্নিতরবুদ্ধিরধ্যস্যতে, অনুবর্ত্ততএব তস্মিংস্তদ্বুদ্ধিরধ্যস্তেতরবুদ্ধাবপি। যথা নাম্নি ব্রহ্মবুদ্ধাবধ্যস্তায়ামপ্যনুবর্ত্তত এব নামবুদ্ধিঃ, ন ব্রহ্মবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে। যথা বা প্রতিমাদিষু বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধ্যধ্যাসে, এবমিহাপ্যক্ষরে উদ্গীথবুদ্ধিরধ্যস্তা ? উত উদ্গীথে বাক্ষরবুদ্ধি-

---

মেব মাণবকবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তৌ সিংহবুদ্ধিব্যপদেশবৃত্তিঃ সিংহো মাণবক ইতি। এবং প্রতিমায়াং বাসুদেববুদ্ধির্নাম্নি চ ব্রহ্মবুদ্ধিস্তথোঙ্কার উদ্গীথবুদ্ধিব্যপদেশাবিতি অপবাদৈকত্বম্। বিশেষণানি চোক্তানি। একার্থেঽপি চ শব্দদ্বয়-

---

ওঁ অক্ষরের ও উদ্গীথের সামানাধিকরণ্য (তুল্যার্থতা) শ্রুত হইতেছে। সামানাধিকরণ্যের দ্বারা অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব ও বিশেষণ, এই পক্ষচতুষ্টয়ের অন্যতম গৃহীত হইতে পারে বটে; কিন্তু কোন্ পক্ষের গ্রহণ অধিক ন্যায্য, তাহার মীমাংসা করা আবশ্যক। [তত্রাধ্যাসো...বুদ্ধিরিতি] অনেক স্থলে দুই বিভিন্ন পদার্থে সেই সেই পদার্থাকার জ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ একে অন্যের জ্ঞান অধ্যারোপিত হইয়া থাকে। যাহাতে অন্যপ্রকারের জ্ঞান আরূঢ় করান হয় এবং সেই আরূঢ় জ্ঞানের সঙ্গে যদি সে বস্তুর জ্ঞান অনুবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে সেই বস্তুতে তাদৃশ আরোপিত জ্ঞান অধ্যাস সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। এই অধ্যাস-লক্ষণটী অল্প কথায় বলিতে হইলে “বুদ্ধিপূর্ব্বক বা জ্ঞানপূর্ব্বক এক পদার্থে অপর পদার্থের অভেদ চিন্তা করার নাম অধ্যাস” এইরূপ বলাই সঙ্গত। যেমন “নাম ব্রহ্ম” ইত্যাদি স্থলে নামে ব্রহ্মবুদ্ধি অধ্যারোপিত (স্থাপন) করিলেও ব্রহ্মবুদ্ধি কখনই নাম-বুদ্ধির অনুবর্ত্তন নিষেধ করে না। অর্থাৎ নামজ্ঞান লুপ্ত হয় না, অথচ তাহাতে ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির থাকে। ইহার নিদর্শন নামকে ব্রহ্ম বলিয়া জানা অর্থাৎ নামোপাসনা করা। নামোপাসনাই অধ্যাসের অন্যতম নিদর্শন। প্রতিমায় ও শালগ্রাম-শিলায় যে বিষ্ণ্বাদিজ্ঞান, তাহাও অধ্যাস। এতন্নিদর্শনানুসারে, ওঁ অক্ষরে উদ্গীথের অধ্যাস ? কি উদ্গীথে ওঁ অক্ষরের অধ্যাস ? (বুদ্ধিপূর্ব্বক অভেদ জ্ঞান জন্মান ?) তাহা বিচার্য্য।

ইতি ভাবঃ। ব্যাপ্তের্হেতোরোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমিত্যেতদ্বিশেষণমেব সমঞ্জসং নিরবদ্যং কল্পনালাঘবাদিত্যক্ষরযোজনা।

“ওঁ এই অক্ষর উদ্গীথ” এই বাক্যে অধ্যাস, অপবাদ, একত্ব অর্থাৎ অভেদ ও বিশেষণ, এই চারি প্রকার অর্থ প্রতীত হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিন্ প্রকার অসমঞ্জস অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ বিশেষণ পক্ষই সঙ্গত হয়। ফলিতার্থ—ওঙ্কারে প্রাণদৃষ্টি বিধানার্থ ঐ উদ্গীথ শব্দ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, এই অর্থই প্রতীত ও সঙ্গত হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

রিতি। অপবাদো নাম যত্র কস্মিংশ্চিদ্বস্তুনি পূর্ব্বনিবিষ্টায়াং মিথ্যাবুদ্ধৌ নিশ্চিতায়াং পশ্চাদুপজায়মানা যথার্থা বুদ্ধিঃ পূর্ব্বনিবিষ্টায়া মিথ্যাবুদ্ধের্নিবর্ত্তিকা ভবতি। যথা দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতে আত্মবুদ্ধিরাত্মন্যেবাত্মবুদ্ধ্যা পশ্চাদ্ভাবিন্যা "তত্ত্বমসি" ইত্যনয়া যথার্থবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ত্যতে। যথা বা দিগ্‌ভ্রান্তিবুদ্ধির্দ্দিগ্‌যাথার্থ্যবুদ্ধ্যা নিবর্ত্ততে। এবমিহাপ্যক্ষরবুদ্ধ্যোদ্‌গীথবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যেত, উদ্‌গীথবুদ্ধ্যা বাঽক্ষরবুদ্ধিঃ। একত্বন্ত্বক্ষরোদ্‌গীথশব্দয়োরনতিরিক্তার্থবৃত্তিত্বম্। যথা দ্বিজোত্তমো ব্রাহ্মণো ভূমিদেব ইতি। বিশেষণং পুনঃ সর্ব্ববেদব্যাপিনঃ ওঁমিত্যেতস্যাক্ষরস্য গ্রহণপ্রসঙ্গে ঔদ্‌

প্রয়োগো দৃশ্যতে। যথা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা। বিজ্ঞানমানন্দম্। ব্যাখ্যায়াঞ্চ পর্য্যায়াণামপি সহপ্রয়োগো যথা সিন্ধুরঃ করী পিকঃ কোকিল ইতি।

[অপবাদো...বুদ্ধিঃ] অপবাদ কি, তাহাও বলিতেছি। 'কোন এক পদার্থে পূর্ব্বস্থাপিত মিথ্যাজ্ঞান দৃঢ়ীভূত আছে, এমত অবস্থায় যদি যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়া পূর্ব্বনিবিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানকে বিদূরিত করে, তাহা হইলে তাহা অপবাদ বলিয়া গণ্য। এই অপবাদের অন্য নাম "বাধ"। এখন এই দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতে আত্মবুদ্ধি (অহং জ্ঞান) স্থির আছে, তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যের শ্রবণ, তদর্থের মনন ও নিদিধ্যাসনের পর ইহাতে আর আত্মবুদ্ধি থাকিবে না, আত্মাতেই আত্মবুদ্ধি জন্মিবে, জন্মিয়া, পূর্ব্বাবিষ্ট মিথ্যাবুদ্ধিকে তিরোহিত বা বিনষ্ট করিবেক, কারণে ইহার বাধ বা অপবাদ সুসম্পন্ন হইবেক। এ সম্বন্ধে লৌকিক উদাহরণও আছে। যেমন দিক্‌তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে দিগ্‌ভ্রান্তির বাধ বা অপবাদ, হয়, তেমনি। এতন্নিদর্শনানুসারে প্রস্তাবিত ওঁ অক্ষরে অক্ষরবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত উদ্‌গীথ-বুদ্ধি নিবারণীয়? কি উদ্‌গীথ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পূর্ব্বপ্রথিত অক্ষরবুদ্ধি নিষেধনীয়? এরূপ বিচারও হইতে পারে। [একত্বন্ত...গীতেতি] একত্বশব্দের অর্থ বাস্তবাভেদ। অর্থাৎ অক্ষর ও উদ্‌গীথ এই দুএর অর্থগত প্রভেদ না থাকা। দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণ, ভূদেব, এ সকল শব্দ যদ্রূপ, ওঁ অক্ষর ও উদ্‌গীথ কি তদ্রূপ? উহার মধ্যে কি কোনরূপ প্রভেদ নাই? এরূপও সংশয় বা প্রশ্ন হইতে পারে। বিশেষণ কি, তাহাও বলিতেছি। ব্যাবর্ত্তক ও বিশেষণ তুল্যার্থ। ওঁ অক্ষরটী সর্ব্ববেদব্যাপী, সেই জন্য ওঁ বলিলে সর্ব্ববেদব্যাপী প্রণবের গ্রহণ হইতে পারে। উদাহৃত স্থলে তাহার ব্যাবর্ত্তন অর্থাৎ ওঁকারের অন্যান্য স্থান নিষেধ করিয়া ওঁ অক্ষরকে কেবলমাত্র ঔদ্‌গাত্র (উদ্‌গাতা—সামগায়ক ঋত্বিক্ বা পুরোহিত। ঔদ্‌গাত্র—উদ্‌গাতা যে কার্য্য করে, তাহা অর্থাৎ সামগান করা) বিষয়ে সমর্পণ করাইতেছে বলিয়া উদ্‌গীথশব্দ ওঁ অক্ষরের বিশেষণ। যেমন

গাত্রবিষয়স্য সমর্পণম্। যথা নীলং যদুৎপলং, তদানয়েতি। এবমিহাপ্যুদ্গীথো য ওঁকারস্তমুপাসীতেতি। এবমেতস্মিন্ সামানাধিকরণ্যবাক্যে বিমৃশ্যমানে এতে পক্ষাঃ প্রতিভান্তি।

তত্রান্যতমনির্দ্ধারণে কারণাভাবাদনির্ধারণপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে— ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসমিতি। চশব্দোঽয়ং তুশব্দস্থাননিবেশী পরপক্ষত্রয়ব্যাবর্ত্তনপ্রয়োজনঃ। তদিহ ত্রয়ঃ পক্ষা সাবদ্যা ইতি পর্য্যুদস্যন্তে, বিশেষণপক্ষ এবৈকো নিরবদ্য ইত্যুপাদীয়তে। তত্রাধ্যাসে তাবৎ যা বুদ্ধিরিতরত্রাধ্যস্যতে, তচ্ছব্দস্য লক্ষণাবৃত্তিত্বং প্রসজ্যেত, ফলঞ্চ কল্প্যেত।

বিমৃশ্যানধ্যবসায়লক্ষণং পক্ষং গৃহ্লাতি—"তত্রান্যতমঃ" ইতি। সিদ্ধান্তমাহ—"ইদমুচ্যতে ব্যাপ্তেশ্চ"। প্রত্যনুবাকম্প্রত্যৃচমুপক্রমে চ সমাপ্তৌ চোঙ্কারঃ সর্ব্ববেদব্যাপীতি কিংগতোঽয়মোঙ্কারস্তত্তদাপ্ত্যাদিগুণবিশিষ্টস্তস্মৈ তস্মৈ কামাবাপ্ত্যাদিফলায়োপাস্যত্বেনাধিক্রিয়তে—ইত্যপেক্ষায়ামুদ্গীথপদেনেতি বিশিষ্যতে। উদ্গীথপদেনোঙ্কারাস্যবয়বঘটিতসামভক্তিভেদাভিধায়িনা সমুদায়স্যাবয়বভাবানুপপত্তেস্তৎসম্বন্ধ্যবয়ব ওঙ্কারো লক্ষ্যতে, ন পুনরোঙ্কারেণাবয়বিন উদ্গীথস্য লক্ষণা। ওঙ্কারস্যৈবোপরিষ্টাত্তত্তদ্গুণবিশিষ্টস্য তত্তৎফলবিশিষ্টস্য চোপব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ। দৃষ্টশ্চ সমুদায়শব্দোঽবয়বে লক্ষণয়া, যথা গ্রামো দগ্ধঃ, পটো দগ্ধ ইতি তদেকদেশদাহে। অধ্যাসে তু লক্ষণা ফলকল্পনা চ। তথা হ্যাপ্ত্যাদিগুণক-প্রণবোপাসনাদিদমুদ্গীথোপাসনম্প্রণবস্যান্যৎ। ন চাত্রাপ্ত্যাদি

লোকে বলে, যে উৎপলটী নীল, সেইটী আন; তেমনি শাস্ত্রও বলিয়াছেন, যে উদ্গীথ ওঁকার—তাহার উপাসনা কর।

[এব...মিতি] "ওঁ অক্ষর উদ্গীথ" এ বাক্যের বিচারণা আরম্ভ করিলে প্রদর্শিত প্রকারে পক্ষচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিস্পষ্ট কারণের অভাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকার বা পক্ষ স্থির হয় না। তাই সূত্রকার পক্ষ স্থিরীকরণার্থ সূত্র বলিলেন, "ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্।" [চ-শব্দো...ফলম্] পরাভিমত পক্ষত্রয় ব্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে তু-শব্দ নিবেশের পরিবর্ত্তে চ-শব্দের নিবেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপ্তেশ্চ বলিতে ব্যাপ্তেস্তু বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সদোষ বলিয়া অধ্যাসাদি পক্ষের পরিত্যাগ এবং নির্দ্দোষ বলিয়া কেবলমাত্র বিশেষণ পক্ষের গ্রহণই ন্যায্য। অধ্যাসপক্ষে দোষ এই যে, উদ্গীথের জ্ঞান ওঙ্কারে অধ্যস্ত (আরোপ) করিলে, ওঙ্কারে তদ্বাচক উদ্গীথ-শব্দের লক্ষণাস্বীকার করিতে হইবে, এবং পৃথক্ ফলকল্পনাও করিতে হইবে। লক্ষণা করিতে গেলে যে সম্বন্ধের প্রয়োজন হয়, অসিদ্ধতা বিধায় সে সম্বন্ধও কল্পনীয় হয়। সম্বন্ধের ও ফলের

শ্রূয়ত এব ফলং "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি" ইত্যাদীতি চেৎ, ন, তস্যান্যফলত্বাৎ। আপ্ত্যাদিদৃষ্টিফলং হি তৎ, নোদ্গীথাধ্যাসফলম্। অপবাদেঽপি সমানঃ ফলাভাবঃ। মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ফলমিতি চেৎ, ন, পুরুষার্থোপযোগানবগমাৎ। ন চ কদাচিদপ্যোঙ্কারাদোঙ্কারবুদ্ধির্নিবর্ত্ততে, উদ্গীথাদ্বোদ্গাথবুদ্ধিঃ। ন চেদং বাক্যং বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরম্, উপাসনবিধিপরত্বাৎ। নাপ্যেকত্বপক্ষঃ সঙ্গচ্ছতে। নিষ্প্রয়োজনং হি তদা শব্দদ্বয়োচ্চারণং স্যাৎ, একেনৈব বিবক্ষিতার্থসমর্পণাৎ। ন চ হৌত্রবিষয়ে বাধ্বর্য্যববিষয়ে বাঽক্ষরে ওঁঙ্কারশব্দবাচ্যে উদ্গীথপ্রসিদ্ধিরস্তি, নাপি সকলায়াম্ সাম্নো দ্বিতীয়ায়াং ভক্তাবুদ্গীথশব্দবাচ্যায়া-

---

উপাসনেষ্বিব ফলং শ্রূয়তে, তস্মাৎ কল্পনীয়ম্। উদ্গীথসম্বন্ধিপ্রণবোপাসনাধিকারপরে বাক্যে পদার্থে নায়ং দোষঃ। অপি চ, গৌণ্যা বৃত্তের্লক্ষণাবৃত্তির্বলীয়সী, লাঘবাৎ। লক্ষণয়া হি লক্ষণীয়পরত্বং পদস্য, তস্যৈব বাক্যার্থান্তরভাবাৎ। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি লক্ষ্যমাণস্য তীরস্য বাক্যার্থেঽন্তর্ভাবোঽধিকরণতয়া। গৌর্বাহীক ইত্যত্র তু গোসম্বন্ধিতিষ্ঠন্মূত্রপুরীষাদিলক্ষণয়া ন তৎপরত্বং গোশব্দস্য। অপি তু, তৎকক্ষাধ্যবসিততদ্গুণযুক্ত-বাহীকপরত্বমিতি গৌণ্যা বৃত্তে-

---

কল্পনা অবশ্যই গৌরব দোষাবহ। যদি বল, ফলশ্রুতি আছে, তু-শব্দার্থক চ-শব্দের প্রয়োগে ইহাই জানান হইয়াছে যে, "এই উপাসনা উপাসকের কামনাসমূহের প্রাপক, যে উপাসনা করে, সে কাম প্রাপ্ত হয়" এই শ্রুত ফলই হইবে, কল্পনা করিতে হইবে কেন? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুত ফল অধ্যাসের নহে, উহা আপ্ত্যাদিজ্ঞানের ফল। [অপবাদেঽপি...পরত্বাৎ] অপবাদ পক্ষেও ফলাভাব অর্থাৎ কোনরূপ ফল নাই। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিই ফল, এ কথাও বক্তব্য নহে। কেননা, তদ্গত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য নহে; তাহাতে কি পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে? অপিচ, কোনও কালে ওঙ্কারে ওঙ্কার-বুদ্ধির ও উদ্গীথে উদ্গীথ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আরও কথা এই যে, ঐ বাক্য উপাসনার বিধায়ক, বস্তুতত্ত্ব-প্রতিপাদক নহে। বস্তুতত্ত্ব প্রতিপাদক হইলেও কথঞ্চিৎ সাফল্য থাকিত। [নাপ্যেকত্ব...স্যাৎ] একত্বপক্ষও সঙ্গত নহে। একত্ব (অনতিরিক্তার্থ) পক্ষে ওঁম্ ও উদ্গীথ এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজনীয়। ওঁ অথবা উদ্গীথ, দুএর একটীতেই বিবক্ষিতার্থ (অভিপ্রেত বিষয়) লাভ হইতে পারে। হোতৃ কার্য্যে ও আধ্বর্য্যব-কার্য্যে যে ওঁ প্রযুক্ত হয়—সে ওঁ উদ্গীথ নহে। অর্থাৎ সে ওঁ-কারের উদ্গীথত্ব প্রসিদ্ধি নাই। সকল সামও উদ্গীথ নহে। সামের যে দ্বিতীয়া ভক্তি—অংশবিশেষ, তাহাই উদ্গীথশব্দের বাচ্য এবং তাহাতেই ওঁ-শব্দের

মোঙ্কারশব্দপ্রসিদ্ধির্যেনানতিরিক্তার্থতা স্যাৎ। পরিশেষাদ্বিশেষণ-পক্ষঃ পরিগৃহ্যতে। ব্যাপ্তেঃ সর্ব্ববেদসাধারণ্যাৎ। সর্ব্বব্যাপ্য-ক্ষরমিহ মা প্রসঞ্জীতেত্যত উদ্‌গীথশব্দেনাক্ষরং বিশিষ্যতে। কথং নামোদ্‌গীথাবয়বভূত ওঁঙ্কারো গৃহ্যত ইতি।

নন্বস্মিন্নপি পক্ষে সমানা লক্ষণা উদ্‌গীথশব্দস্যাবয়বলক্ষণার্থত্বাৎ। সত্যমেবমেতৎ, লক্ষণায়ামপি তু সন্নিকর্ষ-বিপ্রকর্ষৌ ভবত এব। অধ্যাসপক্ষে হ্যর্থান্তরবুদ্ধিরর্থান্তরে নিক্ষিপ্যত ইতি বিপ্রকৃষ্টা লক্ষণা, বিশেষণপক্ষে ত্ববয়বিবচনেন শব্দেনাবয়বঃ সমর্প্যত ইতি সন্নিকৃষ্টা লক্ষণা। সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষ্বপি বর্ত্তমানা দৃষ্টাঃ পট-গ্রামাদিষু। অতশ্চ ব্যাপ্তে-

---

র্দুর্ব্বলত্বম্। তদিদমুক্তং "লক্ষণায়ামপি তু" ইতি গৌণ্যপি বৃত্তির্লক্ষণাবয়বত্বাল্লক্ষণোক্তা। যদ্যপি বৈশ্বদেবীপদমামিক্ষায়াম্প্রবর্ত্ততে, তথাপ্যর্থভেদঃ স্ফুটতরঃ। আমিক্ষাপদং হি রূপেণামিক্ষায়াম্প্রবর্ত্ততে। বৈশ্বদেবীপদন্তু তস্যামেব বিশ্বদেব-বিশিষ্টায়াম্।

এবং হি বিজ্ঞানানন্দয়োরপি স্ফুটতরঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তভেদঃ সত্যপি ব্রহ্মণ্যৈ-

---

প্রসিদ্ধি। এরূপ স্থলে একার্থতা সিদ্ধ হয় কৈ? [পরি…গৃহ্যতেতি] এক্ষণে বিশেষণপক্ষ অবশিষ্ট; নির্দ্দোষ বলিয়া সেই অবশিষ্ট পক্ষই গ্রাহ্য। ওঁকারের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্ব্ববেদসাধারণ্য আছে, সুতরাং "ওঁ ইত্যক্ষরং উপাসীত" এতৎস্থলে মনে করিতে পারেন যে, সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁকারই প্রস্তাবিত উপাসনায় গ্রহণীয়, শ্রুতি তন্নিষেধার্থ উদ্‌গীথশব্দ বিশেষণ দিয়াছেন। উদ্‌গীথ বিশেষণ দেওয়ায় বিশেষ ওঁকারের গ্রহণ হয়। ফলিতার্থ—যে ওঁকার উদ্‌গীথের অবয়ব, সেই ওঁকারই উপাসনার্থ গ্রহণীয়। সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁকার গ্রহণীয় নহে।

[নন্বস্মিন্নপি…লক্ষণা] বলিতে পার যে, উদ্‌গীথ শব্দের অর্থ উদ্‌গীথের অবয়ব, ইহা লক্ষণা ব্যতীত সম্পন্ন হয় না; সুতরাং অন্যান্যপক্ষের ন্যায় বিশেষণ-পক্ষেও লক্ষণা দোষ রহিল। যদি তাহাই রহিল, তবে আর বিশেষণ-পক্ষ গ্রহণের ফল কি? কথাটী সত্য বটে; কিন্তু লক্ষণার, সন্নিকর্ষ বিপ্রকর্ষ আছে। অর্থাৎ নিকটসম্বন্ধ ও দূরসম্বন্ধ আছে। অধ্যাসপক্ষে এক বস্তুর জ্ঞান অন্য বস্তুতে অর্পিত হয়, সুতরাং সে পক্ষে লক্ষণা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরসম্বন্ধান্বিত। কিন্তু বিশেষণ পক্ষের লক্ষণায় অবয়বীর সন্নিকৃষ্ট অবয়বকে পাওয়া যায়; সে জন্য বিশেষণপক্ষের লক্ষণা নিকটসম্বন্ধান্বিত। (দূরসম্বন্ধ অপেক্ষা নিকটসম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ ও বলবৎ)। [সমু… মিত্যর্থঃ] সমূদায়প্রবৃত্ত ওঁম্ শব্দকে অবয়বার্থেও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। যেমন বস্ত্র পট গ্রাম প্রভৃতি। (বস্ত্র অবয়বী; সূত্র অবয়ব। অবয়ব দগ্ধ হইলেও লোকে

র্হেতোরোমিত্যেতস্যোদ্‌গীথমিত্যেতদ্বিশেষণমিতি সমঞ্জসমেতস্মিন্নির-বদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ৩।৩। ১০ ॥*

বাজসনেয়িনাং ছন্দোগানাঞ্চ প্রাণসম্বাদে শ্রৈষ্ঠ্যগুণান্বিতস্য প্রাণস্যোপাস্যত্বমুক্তং, বাগাদয়োঽপি তত্র বসিষ্ঠত্বাদিগুণান্বিতা উক্তাঃ। তে চ গুণাঃ প্রাণে পুনঃ প্রত্যর্পিতাঃ "যদ্বা অহং বসিষ্ঠোঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসি" ইত্যাদিনা। অন্যেষামপি তু

কার্য্যে। ন চ ব্যাখ্যানমুভয়োরপি প্রসিদ্ধার্থত্বাদ্ভিন্নার্থত্বাচ্চ। শেষমতি-রোহিতার্থম্ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥

এবং-শব্দস্য সন্নিহিতপ্রকারভেদপবামর্শার্থত্বাৎ সাক্ষাচ্ছব্দোপস্থাপিতস্য চ সন্নি-ধানাৎ শাখান্তরগতস্য চানুক্রমতয়া সন্নিধানাভাবান্ন কৌষীতকিপ্রাণসম্বাদবাক্যে প্রাণস্য বসিষ্ঠত্বাদিভির্গুণৈরুপাস্যত্বম্, অপি তু জ্যেষ্ঠশ্রেষ্ঠত্বমাত্রেণেতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। সিদ্ধান্তস্তু, সত্যং সন্নিহিতং পরামৃশত্যেবোক্তাবঃ, ন তু শব্দোপাত্তমাত্রং সন্নিহিতং,

বলে, বস্ত্র দগ্ধ হইয়াছে। গ্রাম অবয়বী, পল্লী অবয়ব। পল্লী বিধ্বস্ত হইলেও লোকে বলে, গ্রামটী ধ্বস্ত হইয়াছে)। প্রদর্শিত কারণে, সর্ব্ববেদব্যাপী ওঁ অক্ষরের উদ্‌গীথ বিশেষণটী, ব্যাবর্ত্তনার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই সমঞ্জস অর্থাৎ নির্দ্দোষ ॥ ৩। ৩। ৯ ॥

বৃহদারণ্যকে ও ছান্দোগ্যে প্রথমতঃ শ্রেষ্ঠত্ব গুণান্বিত প্রাণের উপাস্যতা কথিত হইয়াছে, তৎপরে বাক্ প্রভৃতির বসিষ্ঠত্বাদিগুণ বর্ণিত হইয়া, সে সকল গুণ প্রাণে সমর্পিত হইয়াছে। যথা—"আমি বসিষ্ঠ, তুমিও বসিষ্ঠ হইলে" ইত্যাদি।† কৌষীতকিপ্রভৃতি অন্যান্য বেদশাখায় প্রাণের শ্রেষ্ঠতা মাত্র কথিত হইয়াছে,

* ইমে বশিষ্ঠত্বাদয়ঃ কচিদুক্তা গুণা অন্যত্রাপ্যুপাদীয়ন্ত ইতি শেষঃ। কুতঃ? সর্ব্বাভেদাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্ববিজ্ঞানৈক্যকাদিত্যর্থঃ।

বাজসনেয়ীরা ও ছান্দোগ্য অধ্যায়ীরা শ্রেষ্ঠত্ব-গুণান্বিত প্রাণের উপাসনা বলিয়া বাক্যাদির বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলিয়াছেন। কৌষীতকিশাখাধ্যায়ীরা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বসিষ্ঠত্বাদি গুণ বলেন নাই। অন্যান্য উপাসনাতেও এইরূপ অনেকানেক গুণের গ্রহণ অগ্রহণ আছে। সে সকলের সিদ্ধান্ত এই যে, যখন বিজ্ঞান বা উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক, তখন অবশ্যই এক স্থানে কথিত গুণ অন্য স্থানে নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সংযোজিত হইবেক।

† বসিষ্ঠত্ব—সুখবাসিত্ব। বাগ্মী সুখে বাস করে, সুতরাং বাক্যের বসিষ্ঠত্ব গুণ আছে। চক্ষুষ্মানেরই পাদপ্রতিষ্ঠা (প্রকৃষ্ট স্থিতি) দেখা যায়, সে জন্য চক্ষুর প্রতিষ্ঠা গুণ আছে। শ্রবণ দ্বারা সর্ব্ববস্তুজ্ঞান সম্পন্ন হয়, সে কারণ শ্রোত্রের সম্পদ্গুণ। মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব্ব-প্রকার ভোগ্য জীবের আশ্রয়ে অবস্থান করে, এ জন্য মনের আয়তনত্ব গুণ আছে। বাক্য প্রভৃতি যখন জানিল যে, প্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তখন তাহারা ঐ সকল স্ব স্ব গুণ প্রাণে সমর্পণ করিল। আরণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয়ত্রই এই ভাবের কথা আছে।

কৌষীতকিপ্রভৃতীনাং প্রাণসম্বাদেষু "অথাতো নিঃশ্রেয়সাদানম্, এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কেষু প্রাণস্য শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং, ন ত্বিমে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণা উক্তাঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিমেতে বসিষ্ঠত্বাদয়ো গুণাঃ কচিদুক্তা অন্যত্রাপ্যস্যেরন্? উত নাস্যেরন্নিতি। তত্র প্রাপ্তং তাবন্নাস্যেরন্নিতি। কুতঃ? এবং-শব্দসংযোগাৎ, "অথো য এবৈবং বিদ্বান্ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" ইতি হি তত্র তত্রৈবংশব্দেন বেদ্যং বস্তু নিবেদ্যতে। এবং-শব্দশ্চ সন্নিহিতাবলম্বনো ন শাখান্তরপরিপঠিতমেবঞ্জাতীয়কং গুণজাতং শক্নোতি নিবেদয়িতুম্। তস্মাৎ স্বপ্রকরণস্থৈরেব গুণৈর্নিরাকাঙ্ক্ষত্বমিত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—

অস্যেরন্নিমে গুণাঃ কচিদুক্তা বসিষ্ঠত্বাদয়োঽন্যত্রাপি। কুতঃ? সর্ব্বাভেদাৎ। সর্ব্বত্রৈব হি তদেবৈকং প্রাণবিজ্ঞানমভিন্নং

কিন্তু যচ্ছব্দাভিহিতার্থনান্তরীকতয়া প্রাপ্তম্। তদপি হি বুদ্ধৌ সন্নিহিতং সন্নিহিতমেব। যথা "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি," ইত্যব্যভিচারিতক্রতুসমন্বয় জুহ্বোপস্থাপিতঃ ক্রতুঃ। তস্মাদুপাস্যফলপ্রত্যভিজ্ঞানাত্তদব্যভিচারিণঃ প্রকারভেদস্যেহানুক্তস্যাপি বুদ্ধৌ সন্নিধানাৎ প্রকৃতপরামর্শিনৈবঙ্কারেণ পরামর্শো যুক্ত ইতি সিদ্ধম্।

পরন্তু বসিষ্ঠত্বাদি গুণ কথিত হয় নাই। (অনন্তর শ্রেষ্ঠতার নির্দ্ধারণ। এই সকল দেবতা (ইন্দ্রিয়গণ) আপন আপন শ্রেষ্ঠতা লইয়া বিবাদ করিল, ইত্যাদি প্রস্তাব দেখ)। এখানে সংশয় এই যে, কোন কোন শাখায় যে, বশিষ্ঠত্বাদি গুণ উক্ত হইয়াছে সে সকল অন্য শাখায় (যাহাতে তাহার উল্লেখ নাই) নিক্ষেপ বা সংগ্রহ করিতে হইবে কি না। সংশয়ের পর প্রথমতঃ পাওয়া যায়—নিক্ষেপ করিতে হইবে না। কারণ এই যে, শাখান্তরে এবং-শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা—"এবং অর্থাৎ এইরূপ জানিল। প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা জানিয়া—" ইত্যাদি। এই স্থানে এবং-শব্দ বেদ্যবস্তু অর্থাৎ বিজ্ঞেয় (উপাস্য) বস্তু সমর্পণ করিতেছে। এবং-শব্দ সন্নিহিতবাচী। যাহা নিকটে থাকে, সেই বস্তুই এবং-শব্দের বোধ্য হয়; সুতরাং এবং-শব্দ শাখান্তরপঠিত ঐ সকল গুণ বুঝাইতে সমর্থ নহে। উহা কেবল স্বপ্রকরণোক্ত গুণ বুঝাইয়া দিয়াই নিরাকাঙ্ক্ষ হয়, সে জন্য অন্য প্রকরণোক্ত গুণ আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল 'সর্ব্বাভেদাৎ' কোন কোন স্থানে কথিত বসিষ্ঠত্বাদি গুণ অন্যস্থানেও নিক্ষিপ্ত হইবেক। কারণ এই যে, সর্ব্বশাখাস্থ সমুদায় বিদ্যা অভিন্ন অর্থাৎ এক। [সর্ব্বত্রৈব...নাস্যেরন্] যে কোন শাখা হউক, সর্ব্বত্র একই প্রাণ-বিজ্ঞান (একই প্রাণোপাসনা সেই সেই শাখায়

প্রত্যভিজ্ঞায়তে, প্রাণসম্বাদাদিসারূপ্যাৎ। অভেদে চ বিজ্ঞানস্য কথমিমে গুণাঃ ক্বচিদুক্তা অন্যত্র নাস্যেরন্। ননু এবং-শব্দস্তত্র তত্র ভেদেনৈবপ্রাতীয়কং গুণজাতং বেদ্যত্বায় সমর্পয়তীত্যুক্তম্। অত্রোচ্যতে। যদ্যপি কৌষীতকিব্রাহ্মণগতেনৈবং-শব্দেন বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতং গুণজাতমসংশব্দিতমসন্নিহিতত্বাৎ, তথাপি তস্মিন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়িব্রাহ্মণগতেনৈবং-শব্দেন তৎসংশব্দিতমিতি ন পরশাখাগতমপ্যভিন্নবিজ্ঞানাবদ্ধং গুণজাতং স্বশাখাগতাদ্বিশিষ্যতে। ন চৈবং সতি শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনা বা ভবতি। একস্যামপি হি শাখায়াং শ্রুতা গুণাঃ শ্রুতা এব সর্ব্বত্র ভবন্তি, গুণবতো ভেদাভাবাৎ। ন হি দেবদত্তঃ শৌর্য্যাদিগুণত্বেন স্বদেশে প্রসিদ্ধো দেশান্তরগতস্তদ্দেশস্থৈরবিভাবিতশৌর্য্যাদিগুণোঽপ্যতদ্গুণো ভবতি, যথা চ তত্র পরিচয়বিশেষাদ্দেশান্তরেঽপি দেবদত্তগুণা বিভাব্যন্তে, এবমভিযোগবিশেষাচ্ছাখান্তরেঽপ্যুপাস্যা গুণাঃ

কৌষীতকিব্রাহ্মণগতেন তাবদেবঙ্কারেণ শক্যতে পবামৃষ্টুম্। তথাপ্যভ্যুপেত্যাপি ক্রম ইত্যাশয়বতা ভাষ্যকৃতোক্তং "তথাপি তস্মিন্নেব বিজ্ঞানে বাজসনেয়ি-

কথিত হইয়াছে), ইহা প্রাণ-সংবাদের সারূপ্য দৃষ্টে প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হয়। যদি প্রাণ-বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রাণোপাসনা এক হয়, বিভিন্ন না হয়, তবে, এক শাখার বসিষ্ঠত্বাদি গুণ অন্য শাখায় নিক্ষিপ্ত না হইবে কেন ? [নন্বেবংশব্দ .. শিষ্যতে] বলিয়াছিলে যে, কৌষীতকিব্রাহ্মণে কথিত এবং-শব্দ তৎপ্রকরণোক্ত গুণনিচয়কেই বুঝায় ও বাজিব্রাহ্মণোক্ত গুণ অসন্নিহিত বলিয়া পৃথক্ থাকে। সে কথার প্রত্যুত্তর এই।—যদিও কৌষীতকিব্রাহ্মণের এবং-শব্দ বাজিব্রাহ্মণোক্ত গুণের সূচক হয় না সত্য, তথাপি, প্রোক্ত উপাসনায় সে সকল গুণ বাজিব্রাহ্মণোক্ত এবং-শব্দে অভিহিত হইতে পারে। কেননা, উপাসনা অভিন্ন অর্থাৎ এক। যেহেতু উপাসনা এক, সেই হেতু শাখান্তরকথিত তৎসম্বন্ধীয় গুণনিচয় স্বশাখায় অভিহিত না হইলেও পৃথক্ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। [ন চৈবং... প্যাস্যেরন্] তাহাতে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা দোষ হয় না। যে সকল গুণ এক শাখায় (বেদের এক বিভাগে) শ্রুত হইয়াছে, গুণীর ভেদ না থাকায় অর্থাৎ একত্ব থাকায় সে সকল গুণ সে শাখাতেও শ্রুত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। স্বদেশে শৌর্য্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে, তদ্দেশীয়েরা তাহার সে সকল গুণ শুনে নাই, তাই বলিয়া কি দেবদত্তের সে সকল গুণ বিলুপ্ত হইবে ? সে দেশেও যেমন পরিচয়-বিশেষের দ্বারা দেবদত্তের সে সকল গুণ পরিগৃহীত হয়, তেমনি, বিশেষ বিশেষ (পরিচায়ক) হেতুর দ্বারা শাখান্তরোক্ত

শাখান্তরেঽপ্যস্যেরন্। তস্মাদেকপ্রধানসম্বন্ধা ধর্ম্মা একত্রাপ্যুচ্যমানাঃ সর্ব্বত্রৈবোপসংহর্ত্তব্যা ইতি ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ৩। ৩। ১১ ॥*

ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনপরাসু শ্রুতিষ্বানন্দরূপত্বং বিজ্ঞানঘনত্বং সর্ব্বগতত্বং সর্ব্বাত্মকত্বমিত্যেবঞ্জাতীয়কা ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ ক্বচিৎ কেচিৎ শ্রূয়ন্তে। তেষু সংশয়ঃ—কিমানন্দাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মা যাবন্তো যত্র শ্রূয়ন্তে, তাবন্ত এব তত্র প্রতিপত্তব্যাঃ? কিং বা সর্ব্বে সর্ব্বত্র? ইতি। তত্র যথাশ্রুতিবিভাগং ধর্ম্মপ্রতিপত্তৌ প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—

ব্রাহ্মণগতেন" ইতি। "শ্রুতহানিঃ" ইতি। কেবলস্য শ্রুতস্য হানিরিতরসহিতস্য চাশ্রুতস্য কল্পনা চেত্যর্থঃ। অতিরোহিতমন্যৎ ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

গুণবদুপাসনাবিধানস্য বাস্তবগুণব্যাখ্যানাদ্বিবেকার্থমিদমধিকরণম্। যথৈকস্য ব্রহ্মণঃ সম্পদ্বামত্বাদয়ঃ সত্যকামত্বাদয়শ্চ গুণা ন সঙ্কীর্য্যেরন্, এবমানন্দবিজ্ঞানত্বাদয়ো বিভুত্বনিত্যত্বাদিভির্গুণৈঃ প্রদেশান্তরোক্তৈর্ন সঙ্কীর্য্যেরন্। তৎসঙ্করৈর্ব্বা সম্পদ্বামত্বাদয়োঽপি সত্যকামত্বাদিভিঃ সঙ্কীর্য্যেরন্। ন হি ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণঃ সত্ত্বে কশ্চিদ্বিশেষ ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অন্যান্য শাখাতেও নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। [তস্মা...ইতি] অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে, এক অথচ প্রধান, এরূপ উপাস্যসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল কোন এক স্থানে শ্রুত না হইলেও সে সকল প্রদর্শিতপ্রকারে ও কারণে সংগৃহীত হইবেক ॥ ৩। ৩। ১০ ॥

যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করিতে (বুঝাইতে) প্রবৃত্ত, সে সকল শ্রুতিতে ও অন্যান্য শ্রুতিতে ব্যস্ত সমস্ত ক্রমে আনন্দরূপত্ব, জ্ঞানঘনত্ব, সর্ব্বগতত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি কোন কোন ব্রহ্মধর্ম্ম শুনা যায়। অর্থাৎ এক শ্রুতিতে আনন্দরূপত্ব ধর্ম্ম শ্রুত আছে, অথচ বিজ্ঞানঘনত্ব ধর্ম্ম শ্রুত নাই। আবার কোন কোন শ্রুতিতে সমুদায় ব্রহ্মধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, পরন্তু অন্য এক শ্রুতিতে দেখা যায়, সে সকল ধর্ম্মের দুই তিনটী ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ কথিত হয় নাই। ইহাতে সংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকলের মধ্যে যেখানে যেটী শ্রুত হইয়াছে, সেখানে সেইটীই গৃহীত হইবে? কিংবা একবাক্যতা রীত্যনুসারে সর্ব্বত্রই সকল গুলি গ্রহণ করিতে হইবে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল ব্রহ্মধর্ম্ম শ্রৌত বিভাগ অনুসারেই প্রতিপত্তব্য (গ্রহীতব্য)।

এই পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত আপাত-জ্ঞানের ব্যুদাসার্থ সূত্র বলা হইল, "আনন্দাদয়ঃ

---

* আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্ব-সর্ব্বগতত্ব-সর্ব্বাত্মকত্ব-সত্যত্বাদয়স্তত্র তত্রোক্তাঃ সর্ব্ব এব ধর্ম্মাঃ প্রধানস্য বিশেষ্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। সর্ব্বাভেদাদিত্যাকৃষ্য হেতুর্যোজনীয়ঃ।

আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত, সে সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতিপত্তব্যাঃ। কস্মাৎ? সর্ব্বাভেদাদেব। সর্ব্বত্র হি তদেবৈকং প্রধানং বিশেষ্যং ব্রহ্ম ন ভিদ্যতে। তস্মাৎ সার্ব্বত্রিকত্বং ব্রহ্মধর্ম্মাণাং তেনৈব পূর্ব্বাধিকরণোদিতেন দেবদত্তশৌর্য্যাদিনিদর্শনেন। নন্বেবং সতি প্রিয়শিরস্ত্বাদয়োঽপি ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র সঙ্কীর্য্যেরন্। তথাহি তৈত্তিরীয়কে আনন্দময়মাত্মানং প্রক্রম্যাম্নায়তে "তস্য প্রিয়মেব শিরো মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষ আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি। অত উত্তরং পঠতি—
॥ ৩। ৩। ১১ ॥

রাদ্ধান্তস্তু বাস্তববিধেযয়োর্ব্বস্তুধর্ম্মতযা চানুষ্ঠেয়তয়া চাব্যবস্থাব্যবস্থে ব্যবতিষ্ঠেতে। বস্তুধর্ম্মো হি যাবদ্বস্তু ব্যবতিষ্ঠতে। নাসাবেকত্রোক্তোঽন্যত্রানুক্তো নাস্তীতি শক্যং বক্তুম্। বিধেয়স্তু পুরুষপ্রযত্নতন্ত্রঃ, পুরুষপ্রযত্নশ্চ যত্র যাবদ্গুণবিশিষ্টে ব্রহ্মণি চোদিতঃ, স তাবত্যেবাবতিষ্ঠতে, নাবিহিতমপি গুণং গোচরীকর্ত্তুমর্হতি। তস্য বিধিতন্ত্রত্বাদ্বিধেশ্চ ব্যবস্থানাৎ। তস্মাদানন্দবিজ্ঞানাদয়ো ব্রহ্মতত্ত্বাত্মতয়োক্তা যত্র যত্র ব্রহ্ম শ্রূয়তে, তত্র তত্রানুক্তা অপি লভ্যন্তে। সম্পদ্বামাদয়শ্চোপাসনাপ্রবর্ত্তাবধিবিষয়া যথাবিধ্যবতিষ্ঠন্তে, ন তু যথাবস্থিতি সিদ্ধম্। প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং তুপাস্যত্বমারোপ্য ন্যায়ো দর্শিতঃ। তস্য তু বিষয়ঃ সম্পদ্বামাদিরুক্তঃ। মোদনমাত্রং মোদঃ। প্রমোদঃ প্রকৃষ্টো মোদঃ। তাবিমৌ পরস্পরাপেক্ষাবুপচয়াপচয়ৌ। ॥ ৩। ৩। ১১—১৩ ॥

প্রধানস্য"। অর্থ এই যে, আনন্দাদি সমদায় ধর্ম্মনিচয় প্রধানের (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমুদায় ধর্ম্ম সমাবেশিত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবেক। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ এক। [সর্ব্বত্র... নিদর্শনেন] সর্ব্বত্র অর্থাৎ সমুদায় বেদান্তে একাদ্বয় ব্রহ্ম প্রধান অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে কথিত। সে কারণ, কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষণ অনভিহিত হইলেও ব্রহ্ম অভেদ অর্থাৎ এক। (একই ব্রহ্ম সমুদায় শাখায় উপদিষ্ট, সে জন্য শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয়, বিভিন্ন ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হয় না)। ইতিপূর্ব্বে যে, শৌর্য্যাদিগুণের উদাহরণ দেখান হইয়াছে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মগুণের সার্ব্বত্রিকতা অনুমান কর। [নন্বেবং...পঠতি] এই সিদ্ধান্তের উপর কেহ কেহ বলিতে পারেন, আপত্তি করিতে পারেন, তবে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মও সার্ব্বত্রিক

না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত না হইলেও তাৎপর্য্যবশে বুঝিতে হইবে যে, সমুদায় গুলিই সর্ব্বত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা বিশেষণ। অর্থাৎ যে-কিছু ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ সমস্তই সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র অভেদ ও প্রধান (বিশেষ্য)। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একই বিশেষ্য সর্ব্বত্র কথিত, তখন, কোন এক স্থানে কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও তাহা কথিতের ন্যায় গণ্য হইবে।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ৩ । ৩ । ১২ ॥*

প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তৈত্তিরীয়কে আম্নাতানাং নাস্ত্যন্যত্র প্রাপ্তিঃ। যৎকারণং প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ আনন্দ ইত্যেতে পরস্পরাপেক্ষয়া ভোক্ত্রন্তরাপেক্ষয়া বোপচিতাপচিতরূপা উপলভ্যন্তে। উপচয়াপচয়ৌ চ সতি ভেদে সম্ভবতঃ। নির্ভেদন্তু ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ন চৈতে প্রিয়শিরস্ত্বাদয়ো ব্রহ্মধর্ম্মাঃ। কোশধর্ম্মাস্ত্বেতে ইত্যুপদিষ্টম-

[রত্নপ্রভা। ব্রহ্মৈক্যাচ্চেদানন্দত্বাদিধর্ম্মাণাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিস্তর্হি সগুণব্রহ্মবিদ্যাগতধর্ম্মপ্রাপ্তিরপি স্যাদিতি শঙ্কানিরাসার্থং সূত্রম্। ব্যাচষ্টে—প্রিয়েতি। পুত্রদর্শনজসুখং প্রিয়ং, তদ্বার্ত্তাদিনা মোদঃ, তস্য বিদ্যাদ্যতিশয়ে প্রমোদঃ, ইত্যেবং তারতম্যবন্তো ধর্ম্মাস্ত্বদ্বয়ে জ্ঞেয়ে ন প্রাপ্নুবন্তি। তেষামব্রহ্মস্বরূপাণাং ব্রহ্মজ্ঞানানুপযোগাদিতি ভাবঃ। তেষাং ব্রহ্মধর্ম্মত্বং চাসিদ্ধমিত্যাহ—ন চৈত ইতি। ব্রহ্মণি

অর্থাৎ তৈত্তিরীয়োক্ত "প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদি † গুণও অন্য শাখায় নীত হইবে? এই আপত্তির প্রত্যাপত্তি করণার্থ ১২ সূত্র বলা হইল ॥ ৩ । ৩ । ১১ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পরিপঠিত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম অন্য শাখায় নীত হইবে না। কারণ এই যে, মোদ প্রমোদ ও আনন্দ, এ সকল আপেক্ষিক ও বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত। (আপেক্ষিক অর্থাৎ নিমিত্তাধীন ; সুতরাং তারতম্যযুক্ত ও হ্রাসবৃদ্ধিমান্। সুখের তারতম্য অথবা ভোক্তার ইতর-বিশেষভাব ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যথা—পুত্র দর্শনজ সুখ প্রিয়, পুত্রের কুশলাদি জানিলে মোদ, এবং তাহাতে বিদ্যাদি অতিশয় অর্থাৎ গুণাধিক্য দেখিলে প্রমোদ। অতএব, প্রিয় মোদ ও প্রমোদ এ সকল সুখের তারতম্য বা অবস্থাপ্রভেদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।) ভেদ থাকিলে তাহাতে উপচয় অপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধিহ্রাস ও তারতম্য ধর্ম্ম থাকে, তাহা অভেদে থাকিবার সম্ভাবনা কি? ব্রহ্ম নির্ভেদ—ভেদবর্জ্জিত অর্থাৎ অদ্বয় বা এক। তাঁহাতে বৃদ্ধিহ্রাস অথবা তারতম্য কিছুই নাই। (কাযেই মানিতে হইতেছে, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম-ধর্ম্ম না হওয়ায় তাহা অন্য স্থানোক্ত ব্রহ্মবাক্যে নীত হয় না)। [ন চৈতে...স্ত্বাদীনাম] অপিচ, ঐ প্রিয়-

† তৈত্তিরীয়শ্রুতি "আনন্দময় আত্মা" এই উপক্রমে বলিয়াছেন--"তাঁহার শির (মস্তক) প্রিয়, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা ও ব্রহ্ম পুচ্ছ।" তিত্তিরীশ্রুতি ইত্যাদি প্রকারে প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম বলিয়াছেন সত্য ; পরন্তু তাহা উপাসনার্থ, কিন্তু স্বরূপবোধনার্থ নহে।

* ব্রহ্মৈক্যাচ্চেদানন্দাদিধর্ম্মাণাং প্রাপ্তিঃ সর্ব্বত্র, তর্হি সগুণব্রহ্মবিদ্যাগতধর্ম্মপ্রাপ্তিরপি স্যাদিত্যশঙ্ক্যাহ শিরেতি। নিগুণাদ্বয়ে প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাং সগুণধর্ম্মাণামপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তির্নাস্তীত্যর্থঃ। হি যতঃ, ভেদে সতি উপচয়াপচয়ৌ সম্ভবতঃ। প্রিয়াদীনামুপচিতাপচিতরূপত্বাদদ্বয়ে তৎপ্রাপ্তির্নাস্তীতি ন তৎ শঙ্কাস্থানমিতি ভাবঃ।

"প্রিয়ই সেই আনন্দময় আত্মার মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা এবং ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা মূল পুচ্ছ" এই যে, তৈত্তিরীয় শাখোক্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম বা গুণ, এ সকল বৃদ্ধি-

স্মাভিঃ "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যত্র [বে° সূ° ১।১।১২]। অপি চ, পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায়মাত্রত্বেনৈতে পরিকল্প্যন্তে, ন দ্রষ্টব্যত্বেন। এবমপি, সুতরামন্যত্রাপ্রাপ্তিঃ প্রিয়শিরস্ত্বাদীনাম্।

ব্রহ্মধর্ম্মাংস্ত্বেতান্ কৃত্বা ন্যায়মাত্রমিদমাচার্য্যেণাদর্শিতং প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরিতি। স চ ন্যায়োঽন্যেষু নিশ্চিতেষু ব্রহ্মধর্ম্মেষূপাসনায়োপদিশ্যমানেষু নেতব্যঃ সম্পদ্বামত্বাদিষু সত্যকামত্বাদিষু চ। তেষু হি সত্যপ্যুপাস্যব্রহ্মণ একত্বে প্রক্রমভেদাদুপাসনভেদে সতি নান্যোন্যধর্ম্মাণামন্যোন্যত্র প্রাপ্তিঃ। যথা চ দ্বে ভার্য্যে একং নৃপতিমুপাসাতে—চামরেণান্যা ছত্রেণান্যা। তত্র চোপাস্যৈকত্বে-

চিত্তাবতারোপায়ত্বেঽপি তেষাং প্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমপীতি। অজ্ঞেয়ত্বাদেষাং ন জ্ঞেয়ে ব্রহ্মণি প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। কিমর্থং তর্হি সূত্রমিত্যত আহ—

ব্রহ্মধর্ম্মাংস্ত্বিতি। ব্রহ্মধর্ম্মানিতি কৃত্বা। চিন্তাফলমাহ—স চেতি। জ্ঞেয়ে বাহ্যধর্ম্মাণামনুপযোগাদপ্রাপ্তিরিতি ন্যায়াৎ সম্পদ্বামত্বাদীনামপ্রাপ্তিরিতি সূত্রং

শিরস্ত্বাদি (প্রিয়=সুখ; শিরঃ=মস্তক। ফলিতার্থ—সুখকে আনন্দময় আত্মার মস্তক বলিয়া জান, ইত্যাদি) ব্রহ্মের ধর্ম্ম নহে; ওসকল আনন্দময় কোশের ধর্ম্ম। এ কথা "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" সূত্রে বলা হইয়াছে এবং প্রতিপাদন করাও হইয়াছে। অন্য কথা এই যে, পরব্রহ্মে চিত্তনিবেশ করাইবার জন্যই ঐ সকল (মস্তক, পক্ষ ও পুচ্ছ প্রভৃতি) কল্পিত হইয়াছে মাত্র; উহা ব্রহ্মজ্ঞানার্থ নহে। অর্থাৎ মহাবাক্য-সমুত্থ ব্রহ্মজ্ঞানে ঐ সকলের অল্পমাত্রও উপযোগ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে আর কি জন্য ঐ সকল অন্য ব্রহ্মবাক্যে নীত হইবে।

[ব্রহ্ম...মিহাপীতি] বলিতে পার, তবে এ সূত্রের অবতারণা কেন? কেন, তাহা বলিতেছি। আচার্য্য বেদব্যাস ঐ সকলকে ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া এই প্রিয়শিরস্ত্বাদি সূত্রে যুক্তিমাত্র দেখাইয়াছেন। যুক্তি-রচনার ফল বা উদ্দেশ্য এই যে, যে সকল ধর্ম্ম বা গুণ উপাসনার্থ উপদিষ্ট, এবং যে সকল ব্রহ্মধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত (অসংশয়িত), সে সকলের বিনিয়োগে উক্ত ন্যায় অর্থাৎ ঐ যুক্তি উপনায়িত করিবে (দেখাইবে)। যেমন সম্পদ্বামত্ব ধর্ম্ম ও সত্যকামত্ব ধর্ম্ম। সর্ব্বত্রই উপাস্য ব্রহ্ম এক সত্য; তথাপি, প্রক্রমের ভিন্নতায় উপাসনারও ভেদ স্বীকৃত হয় এবং সেই সেই স্থানেই অন্যান্য ধর্ম্ম অন্যান্য উপাসনায় নীত হয় বা পাওয়া যায়। যেমন দুই স্ত্রী একই রাজার উপাসনা করে, এক স্ত্রী চামর দ্বারা, এবং অন্য স্ত্রী ছত্রের দ্বারা। সেখানে যেমন উপাস্য এক হইলেও উপাসনার প্রকার ভিন্ন হওয়ায় উপাসনা-ধর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

হ্রাসধর্ম্মবিশিষ্ট। অর্থাৎ ঐ সকল ধর্ম্ম স্থির ধর্ম্ম নহে। এ কারণ, ঐ সকল ধর্ম্ম অদ্বয় ব্রহ্মের বাস্তব ধর্ম্ম নহে। অদ্বয় ব্রহ্মে ঐ সকল ধর্ম্ম অপ্রসিদ্ধ।

হুপ্যুপাসনভেদে ধর্ম্মব্যবস্থা চ ভবতি, এবমিহাপীতি। উপচিতাপচিতগুণত্বং হি সতি ভেদব্যবহারে সগুণে ব্রহ্মণ্যুপপদ্যতে, ন নির্গুণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি। অতো ন সত্যকামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং ক্বচিচ্ছ্রুতানাং সর্ব্বত্র প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ১২ ॥

ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ৩। ৩। ১৩ ॥*

ইতরে ত্বানন্দাদয়ো ধর্ম্মাঃ ব্রহ্মস্বরূপপ্রতিপাদনায়ৈবোচ্যমানা অর্থসামান্যাৎ প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি বৈষম্যম্। প্রতিপত্তিমাত্রপ্রয়োজনা হি ত ইতি ॥ ৩। ৩। ১৩ ॥

ব্যাখ্যেয়মিত্যর্থঃ। জ্ঞানানুপযোগেঽপি ধ্যানে তেষাং ধর্ম্মাণামুপযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তেষু হীতি। ধ্যানবিধিপরতন্ত্রাণাং ধর্ম্মাণাং যথাবিধি ব্যবস্থেত্যর্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ৩। ১২ ॥]

[রত্নপ্রভা। সম্পদ্বামত্বাদিধর্ম্মেভ্য আনন্দাদীনাং বৈষম্যং জ্ঞানোপযোগিত্বাদিত্যাহ ইতরে ত্বিতি। ইতি রত্নপ্রভা ॥ ৩। ৩। ১৩ ॥]

(অভিপ্রায় এই যে, যে সকল ধর্ম্ম বা গুণ ধ্যানবিধির অধীন, সে সকলের ব্যবস্থা সেই সেই বিধিরই অনুরূপ। কিন্তু অনুপযোগী বলিয়া জ্ঞেয় ব্রহ্মে সে সকলের প্রাপ্তি নাই)। [উপচিত...রিত্যর্থঃ] সগুণ ব্রহ্মে ভেদ ব্যবহার হয়, সেই জন্য সগুণ ব্রহ্মেই ঐ সকল বৃদ্ধিহ্রাসঘটিত গুণ উপপন্ন হয়। নির্গুণ পরব্রহ্মে ভেদব্যবহার হয় না, সুতরাং তাঁহাতে ঐ সকল বৃদ্ধিহ্রাসযুক্ত গুণের সমাবেশও হয় না। অতএব, ক্বচিৎ শ্রুত সত্যকামত্বাদিধর্ম্ম অসার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সে সকল মাত্র সেই সেই স্থানেই সেই সেই উপাসনার্থ ব্যবস্থাপিত জানিবে ॥ ৩। ৩। ১২ ॥

প্রিয়শিরস্ত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ব্রহ্মধর্ম্ম সকল অর্থাৎ আনন্দরূপত্ব ও বিজ্ঞানঘনত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদনার্থ উপদিষ্ট, সে সকল প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীর একত্ব বিধায় সর্ব্বত্রই প্রতীত হয়, সঙ্কুচিত হয় না। অতএব, প্রিয়শিরস্ত্বাদি ধর্ম্ম ও স্বরূপবোধক আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্ম সমান নহে। সমান নহে বলিয়াই তাহা উক্ত ন্যায়ের (উক্তির) অবিষয় ॥৩।৩।১৩॥

* আনন্দাদীনাং সম্পদ্বামত্বাদিসাম্যং নাশঙ্কনীয়মিতি তুশব্দার্থোঽনুসন্ধেয়ঃ। অর্থস্য প্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণো ধর্ম্মিণ একত্বাৎ ইতরে আনন্দরূপত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রতীয়েরন্নিতি তেষাং সম্পদ্বামত্বাদিবৈষম্যাৎ সর্ব্বত্রোপসংহর্ত্তব্যতা-ব্যাঘাত ইতি সূত্রার্থঃ।

প্রিয়শিরস্ত্বাদি ও সত্যকামত্বাদি বিধানানুসারে ব্যবস্থাপিত হয়। ঐ সকল ধর্ম্ম সার্ব্বত্রিক নহে, এ কথার দ্বারা আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্মের অসার্ব্বত্রিকতা আইসে না। কারণ এই যে, প্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম অদ্বয় বা এক, সেই জন্য তৎস্বরূপবোধক যে কিছু, সে সমস্তই সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রতীতির বিষয় হয়। ফলিতার্থ—জ্ঞের ব্রহ্মে বাহ্যধর্ম্মের প্রাপ্তি হয় না।

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥৩।৩।১৪॥*

কাঠকে পঠ্যতে—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যারভ্য—

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিমে সর্ব্ব এবার্থাদয়স্ততস্ততঃ পরত্বেন প্রতিপাদ্যন্তে? উত পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রদিপাদ্যতে? ইতি। তত্র তাবৎ সর্ব্বেষামেবৈষাং পরত্বেন প্রতিপাদনমিতি ভবতি মতিঃ। তথা হি শ্রূয়তে—ইদমস্মাৎ পরমিদমস্মাৎ পরমিতি। ননু বহুষ্বর্থেষু পরত্বেন প্রতিপিপা-

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ" ইতি। কিমত্র সর্ব্বেষামেবার্থাদীনাং পরত্বং প্রতি-পিপাদয়িষিতম্, আহো পুরুষস্যৈব। তৎপ্রতিপাদনার্থঞ্চেতরেষাং পরত্বপ্রতি-পাদনম্। তত্র প্রত্যেকমর্থাদিপরত্বপ্রতিপাদনশ্রুতেঃ শ্রূয়মাণকত্বৎপরত্বে চ সম্ভবতি, ন তত্তদতিক্রমে সর্ব্বেষামেকপরত্বাধ্যবসানং ন্যায্যম্। ন চ প্রয়োজনাভাবাদসম্ভবঃ।

কঠ উপনিষদে পঠিত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ (বিষয়) পর, অর্থাপেক্ষা মন পর (শ্রেষ্ঠ বা বড়)।" ইত্যাদি। ঐ বাক্যের শেষে আছে, "পুরুষ অপেক্ষা পর এমন কিছুই নাই। পুরুষই পরা কাষ্ঠা এবং পরমা গতি।" এখানে এই সংশয় হয় যে, ঐ সকল অর্থাদি কি উক্ত বাক্যে পর পর শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে? কিংবা ঐ বাক্য একমাত্র পুরুষেরই সর্ব্বপরত্ব প্রতিপাদন (বোধন) করিতেছে? [তত্র...ক্রমঃ] এই বিষয়ে বলা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই উত্তরোত্তর পরত্ব (প্রধানত্ব) প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ শব্দের দ্বারাই অভিহিত হইয়াছে। যথা—"ইহা ইহা অপেক্ষা প্রধান, ইহা অমুক অপেক্ষা প্রধান।" ইত্যাদি। যদি বল, বহু বস্তুর প্রাধান্য প্রতিপাদন করিতে গেলে বাক্যভেদ হইবে, অর্থাৎ এক-বাক্যতা ভঙ্গ হইয়া বহু বাক্য হইবে; আমরা বলিব, বাক্যভেদ দোষ হইবে না। বহু বাক্যই হইবে। ঐ স্থলে বহু

* "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা" ইত্যাদৌ কাঠকবাক্যে প্রয়োজনাভাবাৎ নৈষ্ফল্যাৎ নার্থাদীনাং পরত্বপ্রতিপাদনং, সফলত্বাৎ পুরুষস্যৈব তু প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যত্বম্। আধ্যানায় আধ্যানপূর্ব্বকায়-সম্যগ্দর্শনায় সম্যগ্দর্শনার্থমিতি যাবৎ। তত্রাফলানামর্থাদীনাং পরত্বকথনং পুরুষশেষতয়েতি দ্রষ্টব্যম্।

কঠ উপনিষদে যে "ইন্দ্রিয়াপেক্ষা অর্থ পর" ইত্যাদি কথা আছে এবং উহার শেষ বাক্যে যে, পুরুষের পরত্ব কথন আছে, সে সকল কথায় তত্ত্বজ্ঞানের উপকারার্থ পুরুষেরই পরাৎপরত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে। কেননা, অর্থাদির পরত্ব বর্ণনে ফলাভাব; পরন্তু পুরুষের সর্ব্বপরত্ব জ্ঞানে মুক্তিরূপ ফল আছে।

দয়িষিতেষু বাক্যভেদঃ স্যাৎ। নৈষ দোষঃ। বাক্যবহুত্বোপপত্তেঃ। বহূন্যেব হ্যেতানি বাক্যানি প্রভবন্তি বহূনর্থান্ পরত্বোপেতান্ প্রতিপাদয়িতুম্। তস্মাৎ প্রত্যেকমেষাং পরত্বপ্রতিপাদনমিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

পুরুষ এবৈভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পরঃ প্রতিপাদ্যত ইতি যুক্তং, ন প্রত্যেকমেষাং পরত্বপ্রতিপাদনম্। কস্মাৎ ? প্রয়োজনাভাবাৎ। ন হীতরেষু পরত্বেন প্রতিপন্নেষু কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা। পুরুষে ত্বিন্দ্রিয়াদিভ্যঃ পরস্মিন্ সর্ব্বানর্থব্রাতাতীতে প্রতিপন্নে দৃশ্যতে প্রয়োজনং মোক্ষসিদ্ধিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ

সর্ব্বেষামেব প্রত্যেকং পরত্বাভিধানস্যাধ্যানপ্রয়োজনত্বাৎ। তত্তদাধ্যানানাঞ্চ প্রয়োজনবত্ত্বস্মৃতেঃ। তথা হি স্মৃতিঃ—

"দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ॥
পুরুষং নির্গুণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে॥" ইতি

প্রামাণিকস্য বাক্যভেদস্যাভ্যুপেয়ত্বাৎ প্রত্যেকং তেষামর্থাদীনাং পরত্বপরাণ্যেতানি বাক্যানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যেষ তাবৎসন্দর্ভো বস্তুতত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ প্রতীয়তে, নাধ্যানবিধিপরঃ, তদশ্রুতেঃ। তদত্র যৎপ্রত্যয়স্য সাক্ষাৎ প্রয়োজনবত্ত্বং দৃশ্যতে, তৎপ্রত্যয়পরত্বং সর্ব্বেষাম্। দৃষ্টঞ্চ বিষ্ণোঃ পরমপদজ্ঞানস্য নিখিলানর্থসংসারকারণাবিদ্যোপশমঃ। তত্ত্বজ্ঞানোদয়স্য বিপর্য্যাসোপশমলক্ষণত্বেন তত্র তত্র দর্শনাৎ।

বাক্যই উপপন্ন হয়। বাক্য বহু হইলে অবশ্যই সে সকল বহুপরত্বযুক্ত অর্থ বোধন করিতে সমর্থ হইবে। অতএব, ঐ বাক্যে ঐ সকলের প্রত্যেকেব পরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে ১৪ সূত্র বলা হইল।

[পুরুষ...সিদ্ধিঃ] একমাত্র পুরুষই ঐ সকলের পর, ইহাই ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য। ঐ বাক্যে উল্লিখিত পদার্থ-রাশির প্রত্যেকের প্রাধান্য প্রতিপাদিত হয় নাই, পুরুষেরই সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। কারণ এই যে, পুরুষাতিরিক্ত পদার্থের প্রাধান্য প্রতিপাদন করার প্রয়োজন বা কোনরূপ ফল নাই। অর্থাদি পদার্থকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার কোনরূপ ফল দেখা যায় না এবং তাহা শাস্ত্রেও শুনা যায় না। কিন্তু সর্ব্বপর ও সর্ব্বানর্থাতীত পরমপুরুষ জ্ঞানে মোক্ষরূপ ফল দেখা যায়। [তথাচ...প্রধানম্] এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—"অধি-

"নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে" ইতি। অপি চ, পরপ্রতিষেধেন কাষ্ঠাদিশব্দেন চ পুরুষবিষয়মাদরং দর্শয়ন্ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈব পূর্ব্বাপরপ্রবাহোক্তিরিতি দর্শয়তি—আধ্যানায়েতি। আধ্যানপূর্ব্বকায় সম্যগ্দর্শনায়েত্যর্থঃ। সম্যগ্দর্শনার্থমেব হীহাধ্যানমুপদিশ্যতে, ন ত্বাধ্যানমেব স্বপ্রধানম্ ॥ ৩। ৩। ১৪ ॥

আত্মশব্দাচ্চ ॥ ৩। ৩। ১৫ ॥*

ইতশ্চ পুরুষপ্রতিপত্ত্যর্থৈবেয়মিন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তিঃ, যৎকারণং—

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥" ইতি—

অর্থাদিপরত্বপ্রত্যয়স্য তু ন দৃষ্টমস্তি প্রয়োজনম্। ন চ দৃষ্টে সম্ভবত্যদৃষ্টকল্পনা ন্যায্যা। ন চ পরমপুরুষার্থহেতুপরত্বে সম্ভবত্যবান্তরপুরুষার্থতোচিতা। তস্মাদ্দৃষ্টপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ পুরুষপরত্বপ্রতিপাদনার্থোঽয়ং সন্দর্ভ ইতি গম্যতে। কিঞ্চাদরাদপ্যয়মেবাস্যার্থ ইত্যাহ—"অপি চ পরপ্রতিষেধেন" ইতি। নন্বত্রাধ্যানবিধির্নাস্তি, তৎ কথমুচ্যত আধ্যানায়েত্যত আহ—"আধ্যানায়" ইতি ॥ ৩। ৩। ১৪ ॥

অনধিগতার্থপ্রতিপাদনস্বভাবত্বাৎ প্রমাণানাং বিশেষতশ্চাগমস্য, পুরুষ-

---

কারী পরাৎপর পুরুষ সাক্ষাৎকারের অনন্তর মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত (সংসারমুক্ত) হয়।" আরও দেখ, শ্রুতি পর-প্রতিষেধ ও কাষ্ঠাদি (কাষ্ঠা=সীমা) শব্দের প্রয়োগ করিয়া পুরুষের পরত্বেই আদর দেখাইয়াছেন। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, কেবল পুরুষ-জ্ঞানের জন্যই ঐ পরোক্তিপ্রবাহের কথন। আচার্য্য বেদব্যাস এই শ্রৌত তাৎপর্য্য প্রদর্শনার্থ এই ১৪শ সূত্র বলিয়াছেন। ১৪শ সূত্রের অর্থ এই যে, ঐ উক্তি ধ্যানমূলক তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভাবনার্থ, ইতর পদার্থের প্রাধান্য খ্যাপনার্থ নহে। অমুক অপেক্ষা অমুক পর, এ আধ্যান (ভাবনা) তত্ত্বজ্ঞান দর্শনার্থ উপদিষ্ট; ধ্যানপ্রাধান্যার্থ অথবা অর্থাদিপ্রাধান্যার্থ উপদিষ্ট নহে ॥ ৩। ৩। ১৪ ॥

ঐ ইন্দ্রিয়াদিপ্রবাহোক্তি যে পুরুষজ্ঞানার্থ, তাহা তৎপ্রকরণস্থ আত্মশব্দের দ্বারাও স্থিরীকৃত হয়। কাঠকশ্রুতি পুরুষের প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন, "সমুদায় ভূতে গূঢ় এই আত্মা (আপাত জ্ঞানে) প্রকাশিত হন না; কিন্তু তিনি

---

* আত্মশব্দাদপি তত্র পুরুষপ্রতিপাদ্যতেতি যোজনীয়ম্।
ঐ বাক্যে আত্মশব্দের প্রযোগ হইয়াছে, তদ্দ্বারাও ঐ বাক্যের পুরুষপ্রতিপাদ্যতা প্রতীত হয়।

প্রকৃতং পুরুষমাত্মেত্যাহ। অতশ্চানাত্মত্বমিতরেষাং বিবক্ষিতমিতি গম্যতে। তস্যৈব চ দুর্ব্বিজ্ঞানতাং সুসংস্কৃতমতিগম্যতাঞ্চ দর্শয়তি। তদ্বিজ্ঞানায়ৈব চ "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ" ইত্যাধ্যানং বিদধাতি। তদ্ব্যাখ্যাতম্ "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" ইত্যত্র [বে° সূ° ১।৪।১]।

এবমনেকপ্রকার আশয়াতিশয়ঃ শ্রুতেঃ পুরুষে লক্ষ্যতে, নেতরেষু। অপি চ "সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইত্যুক্তে কিংতদধ্বনঃ পারং বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়ামিন্দ্রিয়াদ্যনুক্রমণাৎ পরমপদপ্রতিপত্ত্যর্থ এবায়মায়াস ইত্যবসীয়তে ॥ ৩। ৩। ১৫ ॥

শব্দবাচ্যস্য চাত্মনঃ স্বয়ং শ্রুত্যৈব দুরধিগমত্বাবধারণাৎ, বস্তুতশ্চ দুরধিগমত্বাৎ, অর্থাদীনাঞ্চ সুগমত্বাৎ, তৎপরত্বমেবার্থাদিপরত্বাভিধানস্যেত্যর্থঃ।

শ্রুতেরাশয়াতিশয় ইবাশয়াতিশয়ঃ, তত্তাৎপর্য্যতেতি যাবৎ। কিঞ্চ শ্রুত্যন্তরাপেক্ষিতাভিধানাদপ্যেবমেব, অর্থাদিপরত্বে তু স্বরূপেণ বিবক্ষিতেনাপেক্ষিতং শ্রুতিরাচষ্ট ইত্যাহ—"অপি চ সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি" ইতি ॥৩।৩।১৫॥

সূক্ষ্মদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হইয়া থাকেন।" [অতশ্চানাত্মত্ব ...নেতরেষু] ঐ শ্রুতির দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে যে, পুরুষ অত্যন্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়, তাহা ধ্যানাদিসংস্কৃত বুদ্ধির গম্য, তদতিরিক্ত যে-কিছু—সমস্তই অনাত্মা এবং একমাত্র পুরুষই মুখ্য আত্মা। এই পুরুষ-নামক মুখ্য আত্মার সাক্ষাৎকারার্থ "বুদ্ধিমান্ উপাসক বাগিন্দ্রিয়কে মনে বিলীন বা স্থাপন করিবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি আধ্যানের (চিন্তারূপ উপাসনার) বিধান হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ১ম সূত্রে এ সকলের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে পুরুষবিষয়েই এইরূপ ও অন্যরূপ আশয়াতিশয় (পুরুষসাক্ষাৎকারার্থ ধ্যানের প্রকারবাহুল্যরূপ শ্রুতি-তাৎপর্য্য) দেখা যায়, অন্যপদার্থবিষয়ে নহে। [অপিচ...সীয়তে] আরও দেখ, শ্রুতি "সে পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বলাতে যে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল, "পথের পার বিষ্ণুর পরম পদ—তাহা কি? কিংস্বরূপ?" ইত্যাকার জিজ্ঞাসা হইতেছিল, সেই জিজ্ঞাসা পরিপূরণার্থ শ্রুতি ঐরূপে ইন্দ্রিয়াদির উল্লেখ করিয়াছেন। (ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন।) ইহাতেও নিশ্চয় হইতেছে যে, শ্রুতি উপাসককে পরম পদ বুঝাইবার জন্যই ঐ আয়াস (অধিক বর্ণনা করার ক্লেশ) স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৩। ৩। ১৫ ॥

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ৩ । ৩ । ১৬ ॥*

ঐতরেয়কে শ্রূয়তে "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি, স ইমাল্লোঁকানসৃজতাম্ভো মরীচীর্ম্মর আপঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ— কিং পর এবাত্মা ইহাত্মশব্দেনাভিলপ্যতে ? উতান্যঃ কশ্চিৎ ? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? ন পরমাত্মেহাত্মশব্দাভিলপ্যো ভবিতুমর্হতীতি। কস্মাৎ ? বাক্যান্বয়দর্শাৎ। নন্বু বাক্যান্বয়ঃ

শ্রুতিস্মৃত্যোর্হি লোকসৃষ্টিঃ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতা—পরমেশ্বরহিরণ্যগর্ভকর্তৃকোপলব্ধা। সেয়মিহ মহাভূতসর্গমনভিধায প্রাথমিকী লোকসৃষ্টিরুপলভ্যমানাবান্তরেশ্বরকার্য্যা প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণঞ্চাবান্তরেশ্বরসম্বন্ধিতয়া গময়তি,

---

ঐতরেয় উপনিষদে আছে, "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল এক আত্মারূপেই ছিল, স্পন্দমান্ অন্য কিছু ছিল না। আত্মা আলোচনা করিলেন, আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব। পরে তিনি অম্ভঃ, মরীচী, মর ও আপ্, এ সকল লোক সৃজন করিলেন। (অম্ভঃ=স্বর্গ, মরীচী=অন্তরিক্ষ, মর=মর্ত্ত্য-লোক, আপ্=পাতাল-লোক)।" এখানে সংশয়—ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার কথন হইয়াছে ? কি অন্য কিছু অভিহিত হইয়াছে ? কি পাওয়া যায় ? পাওয়া যায়—পরমাত্মা ঐ আত্মশব্দের অভিলাপ্য নহে। কারণ, ঐ স্থলে বাক্যান্বয় থাকা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ ঐ বাক্য সূত্রাত্ম-উপাসনার প্রতিপাদক; সুতরাং তত্রস্থ আত্মশব্দ সূত্রাত্মারই গ্রাহক (বোধক), পরমাত্মার গ্রাহক নহে। [নন্বু...ইতি] কেহ হয় ত বলিবেন, ঐ বাক্যে যখন উৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মৈক্যের অবধারণ ও আলোচনাপূর্ব্বক সৃজন করা কথিত হইয়াছে, তখন উহা (ঐ বাক্য) প্রকারান্তরে পরমাত্মপর বা পরমাত্মবোধক হইতেছে। এ বিষয়ে আমরা বলি, ঐ বাক্য পরমাত্ম-বোধক হইতে পারে না। কারণ এই যে, ঐ বাক্য লোকসৃষ্টি বলিতেছে। ঐ বাক্যে যদি সর্ব্বস্রষ্টা পরমাত্মার কথন হইত, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে, মহাভূত সৃষ্টি বলা হইত। তাহা বলা হয় নাই, অগ্রে লোকসৃষ্টিই বলা হইয়াছে। লোক

---

* আত্মা বা ইদমিত্যাদাবাত্মগৃহীতিঃ পরমাত্মগ্রহণং স্যাৎ। কুতঃ ? উত্তরাৎ বাক্যশেষাৎ স ঐক্ষতেত্যাদিকাৎ। ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেতরেষু তস্মাদ্বেত্যাদিকেষু সৃষ্টিবাক্যেষু পরস্যৈবাত্মনো গ্রহণং। যথাবেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দপ্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্যো গৃহ্যতে, তথেহাপীত্যর্থঃ। অত্র মহাভূতসৃষ্টিপূর্ব্বকং লোকানসৃজতেতি শ্রুতির্ব্যাখ্যেয়া।

"যখন এ সকল সৃষ্টি হয় নাই, তখন একমাত্র আত্মা ছিলেন" এই ঐতরেয় শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে। অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যের দৃষ্টান্তে এ আত্মশব্দে পরমাত্মারই গ্রহণ করিতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—উত্তর বাক্য অর্থাৎ ঐ প্রস্তাবের শেষ বাক্য। পরমাত্মগ্রহণযোগ্য বিশেষণান্তরও আছে।

সুতরাং পরমাত্মবিষয়ো দৃশ্যতে, প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণাৎ, ঈক্ষণপূর্ব্বকস্রষ্টৃত্ববচনাচ্চ। নেত্যুচ্যতে। লোকসৃষ্টিবচনাৎ। পরমাত্মনি হি স্রষ্টরি পরিগৃহ্যমাণে মহাভূতসৃষ্টিরাদৌ বক্তব্যা। লোকসৃষ্টিস্ত্বিহাদাবুচ্যতে। লোকাশ্চ মহাভূতসন্নিবেশবিশেষাঃ। তথা চাম্ভঃপ্রভৃতীন্ লোকত্বেনৈব নির্ব্বক্তি "অদোঽম্ভঃ পরেণ দিবম্" ইত্যাদিনা। লোকসৃষ্টিশ্চ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেনাপরেণ কেনচিদীশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরুপলভ্যতে। তথা হি শ্রুতির্ভবতি "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইত্যাদ্যা। স্মৃতিরপি—

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত॥" ইতি।

ঐতরেয়িণোঽপি "অথাতো রেতসঃ সৃষ্টিঃ। প্রজাপতে রেতো দেবাঃ" ইত্যত্র পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃকাং

পারমেশ্বরসর্গস্য মহাভূতাকাশাদিত্বাৎ, অস্য চ তদ্বৈপরীত্যাৎ। অস্তি হি তস্যৈবৈকস্য বিকারান্তরাপেক্ষয়াগ্রত্বমস্তি চেক্ষণম্।

অপি চৈতস্মিন্নৈতরেয়কে পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে প্রজাপতিকর্ত্তৃকৈব লোকসৃষ্টিরুক্তা। তদনুসারাদপ্যেতদেব বিজ্ঞায়তে। অপি চ, তাভ্যো গামানয়দিত্যাদয়শ্চ ব্যবহারাঃ শ্রুত্যোক্তা বিশেষবত্ত্বপরমাত্মসু প্রসিদ্ধাঃ। ততোঽপ্যবান্তরেশ্বর এব

কি? তাহা বিবেচনা কর। লোক সকল মহাভূতেরই বিন্যাস-বিশেষ, অন্য কিছু নহে। সেই জন্যই শ্রুতি "অন্তরিক্ষের পর অম্ভঃ অর্থাৎ স্বর্গ" ইত্যাদি ক্রমে অম্ভঃপ্রভৃতি শব্দের নির্ব্বচন (ব্যুৎপত্তি) বলিয়াছেন। অপিচ, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে দেখা যায়, লোকসৃষ্টি (যাহা মহাভূতেরই রচনা বা বিন্যাস-বিশেষ, তাহা) ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কোন কিছুকর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। শ্রুতি যথা—"লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল পুরুষাকার আত্মা ছিল।" (নরাকার আত্মা ব্রহ্মা) ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। ইনিই প্রথম শরীরী এবং ইহাঁকেই লোক ও শাস্ত্র পুরুষ বলে। ইনিই প্রাণি-নিবহের আদি-কর্ত্তা।"

[ঐতরে...ইত্যত্র] ঐতরেয়শাখাধ্যায়ীরাও প্রথম প্রস্তাবে প্রজাপতির বিচিত্র সৃষ্টি বর্ণন করিয়া থাকেন। যথা—"ইহারই পরে রৈতসী সৃষ্টি হয়। দেবতা সকল প্রজাপতির রেতঃ অর্থাৎ কার্য্য।" (প্রজাপতি কারণ, দেবতা ও লোক সকল তাঁহার কার্য্য। "পূর্ব্বে এ সকল পুরুষবিধ অর্থাৎ নরাকার আত্মা ছিল।"

বিচিত্রাং সৃষ্টিমামনন্তি। আত্মশব্দোঽপি তস্মিন্ প্রযুজ্যমানো দৃশ্যতে—"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" ইত্যত্র। একত্বাবধারণমপি প্রাগুৎপত্তেঃ স্ববিকারাপেক্ষমুপপদ্যতে। ঈক্ষণমপি তস্য চেতনত্বাভ্যুপগমাদুপপন্নম্। অপি চ, "তাভো গামানয়ৎ, তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ, তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ, তাশ্চাব্রুবন্" ইত্যেবজ্ঞাতীয়কো ভূয়ান্ ব্যাপারবিশেষো লৌকিকেষু বিশেষবৎস্বাত্মসু প্রসিদ্ধ ইহানুগম্যতে। তস্মাৎ বিশেষবানেব কশ্চিদিহাত্মা স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—

পর এবাত্মেহাত্মশব্দেন গৃহ্যতে, ইতরবৎ। যথেতরেষু সৃষ্টিশ্রবণেষু "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যেব-

---

বিজ্ঞায়তে। আত্মশব্দপ্রয়োগশ্চাত্রাপি দৃষ্টঃ, তস্মাদপরাত্মাভিলাপোঽয়মিতি প্রাপ্তে উচ্যতে।

পরমাত্মনো গৃহীতিরিহ। যথেতরেষু সৃষ্টিশ্রবণেষু "এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদিষু। তস্মাদুত্তরাৎ স ঐক্ষতেতীক্ষণপূর্ব্বক-স্রষ্টৃত্বশ্রবণাদাত্মেত্যবধা-

---

এই শ্রুতিতে প্রজাপতির প্রতি আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। [একত্বাব... পন্নম্] লোকসৃষ্টির পূর্ব্বে যে, একত্বাবধারণ শ্রুত হইয়াছে, তাহা স্ববিকারাপেক্ষায়ও উপপন্ন হয়। (প্রজাপতিই প্রাজাপত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এ সকল ছিল না, এইরূপে ঐ একত্ববাদ সঙ্গত হইতে পারে) এবং তাঁহার চেতনত্ব স্বীকৃত থাকায় ঈক্ষণও অর্থাৎ আলোচনাও সঙ্গত হয়। [অপিচ...ব্রূমঃ] আরও দেখ, "তিনি প্রজাদিগের প্রীতির জন্য গো আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের জন্য অশ্ব আনয়ন করিলেন, তাহাদিগের জন্য পুরুষ আনয়ন করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আমরা তৃপ্ত হইলাম।" এইরূপ বিশেষ বিশেষ বহুব্যাপার লৌকিক সবিশেষ (ভেদ) আত্মসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ; সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত শ্রুতিতেও সবিশেষ আত্মার গ্রহণ ন্যায্য, ইহা বেশ্ বুঝা যায়। "প্রদর্শিত প্রকারে অগ্রে একমাত্র আত্মা ছিলেন, তিনি আলোচনা করিলেন, করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন" এখানে প্রজাস্রষ্টা বিশেষবান্ আত্মা, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় (বুঝা যায়), নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্তার্থ এই ১৬ সূত্র বলা হইল।

[পর...ন্যায্যম্] যেমন অন্যান্য সৃষ্টিবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হয়, তেমনি, এতদ্বাক্যস্থ আত্মশব্দেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে। "সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যে যেমন আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ এবং লৌকিক প্রয়োগেও আত্মশব্দে মুখ্য প্রত্যগাত্মার গ্রহণ,

মাদিষু পরস্যাত্মনো গ্রহণং, যথা বেতরস্মিন্ লৌকিকাত্মশব্দ-প্রয়োগে প্রত্যগাত্মৈব মুখ্য আত্মশব্দেন গৃহ্যতে, তথেহাপি ভবিতু-মর্হতি। যত্র তু "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যেবমাদৌ পুরুষ-বিধ ইত্যেবমাদি বিশেষণান্তরং শ্রূয়তে, ভবেৎ তত্র বিশেষবত আত্মনো গ্রহণম্। অত্র পুনঃ পরমাত্মগ্রহণানুগুণমেব বিশেষণ-মপ্যুত্তরমুপলভ্যতে "স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজৈ" ইতি, "স ইমাল্লোঁকানসৃজত" ইত্যেবমাদি। তস্মাৎ তস্যৈব গ্রহণমিতি ন্যায্যম্ ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥৩।৩।১৭॥*

বাক্যান্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণমিতি পুনর্যদুক্তং, তৎ পরি-হর্ত্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে—স্যাদবধারণাদিতি। ভবেদুপপন্নং পর-

রণাচ্চ। এতদভিসংহিতম্—মুখ্যং তাবৎ সর্গাৎ প্রাক্কেবলত্বমাত্মপদত্বং স্রষ্টৃত্বঞ্চ পরমেশ্বরস্যাত্র ভবতঃ। তদসত্যামনুপপত্তৌ নান্যত্র ব্যাখ্যাতুমুচিতম্ ॥৩।৩।১৬॥

ন চ মহাভূতসৃষ্ট্যনভিধানেন লোকসৃষ্ট্যভিধানমনুপপত্তিবীজম্। আকাশ-পূর্ব্বিকায়াং বস্তুতো ব্রহ্মণঃ সৃষ্টৌ যথা ক্বচিত্তেজঃপূর্ব্বকসৃষ্ট্যভিধানং ন বিরুধ্যতে,

তেমনি, এখানেও অর্থাৎ উদাহৃত শ্রুতিতেও পরমাত্মার গ্রহণ হইবে। যে স্থানে দেখিবে, "পূর্ব্বে এ সকল আত্মামাত্র ছিল" ইত্যাদি প্রয়োগের পর "পুরুষবিধ" বিশেষণ আছে, সে স্থলে বিশেষণের অনুরোধে সবিশেষ আত্মার (সগুণ ব্রহ্মের) গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু এখানে (উদাহৃত শ্রুতিতে) সেরূপ বিশেষণ না থাকায় প্রত্যুত তদুত্তরে পরমাত্মার অনুগুণ বিশেষণ থাকায় পরমাত্মার গ্রহণই ন্যায্য। উত্তরে অর্থাৎ পরে যে পরমাত্মার অনুগুণ বিশেষণ (পরমাত্মায় সঙ্গত হয়, এরূপ বিশেষণ) আছে, সেই বিশেষণ এই—"তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি লোকসৃজন করিব।" "তিনি এই সকল (পশ্চাদুক্ত) লোক সৃজন করিয়াছেন।" ইত্যাদি। অতএব, উদাহৃত সৃষ্টিবাক্যস্থ আত্মার পরমাত্মত্বই ন্যায্য ॥ ৩। ৩। ১৬ ॥

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন, বাক্যান্বয় (পূর্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ) দেখা যায়, সেই কারণে ঐ আত্মশব্দ পরমাত্মার বোধক নহে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই পক্ষ নিরাস করা কর্ত্তব্য বলিয়া ১৭ সূত্র অবতারিত হইল। বাদী

* অন্বয়াৎ বাক্যান্বয়দর্শনাৎ ন পরমাত্মগ্রহণং স্যাদিতি যদুক্তং—তৎ প্রত্যুচ্যতে স্যাদিতি। অবধারণাৎ ব্রহ্মাত্মত্বাবধারণদর্শনাৎ পরমাত্মগ্রহণমেব স্যাদিতি যোজনা।

বাদী বলিয়াছিলেন, পূর্ব্ববাক্যের অন্বয় (অনুবর্ত্তন) থাকা দেখা যায়, সুতরাং উদাহৃত শ্রুতিস্থ আত্মা পরমাত্মা নহে। বাদীর এই কথার প্রতিবাদার্থ বলা যাইতেছে, যেহেতু সাধারণ বাক্যের প্রয়োগ আছে, (এক এব আত্মা, এইরূপ উক্তি আছে), সেই হেতু ঐ আত্মা পরমাত্মা। (ভাষ্য ও ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

মাত্মন ইহ গ্রহণম্। কস্মাৎ? অবধারণাৎ। পরমাত্মগ্রহণে হি প্রাগুৎপত্তেরাত্মৈকত্বাবধারণমাঞ্জসমবকল্পতে। অন্যথা হ্যনাঞ্জসং তৎ পরিকল্প্যেত। লোকসৃষ্টিবচনন্তু শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধমহাভূত-সৃষ্ট্যনন্তরমিতি যোজয়িষ্যামি। যথা "তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যে-চ্ছ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ-বিয়দ্বায়ুসৃষ্ট্যনন্তরমিত্যযূযুজম্, এবমিহাপি। শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধো হি সমানবিষয়ো বিশেষঃ শ্রুত্যন্তরেষূপ-সংহর্ত্তব্যো ভবতি।

যোঽপ্যয়ং ব্যাপারবিশেষানুগমঃ "তাভ্যো গামানয়ৎ" ইত্যাদিঃ, সোঽপি বিবক্ষিতার্থাবধারণানুগুণ্যেনৈব গ্রহীতব্যঃ। ন হ্যয়ং

"এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি দর্শনাৎ। আকাশং বায়ুং স্রষ্ট্বেতি হি তত্র পূবয়িতব্যম্, এবমিহাপি মহাভূতানি সৃষ্ট্বেতি কল্পনীয়ম্। সর্ব্বশাখাপ্রত্যয়ত্বেন জ্ঞানস্য শ্রুতিসিদ্ধার্থমশ্রুতোপলব্ধৌ যত্নবতা ভবিতব্যং, ন পুনঃ শ্রুতে মহাভূতা-দিত্বে সর্গস্য শৈথিল্যমাদরণীয়ম্। অপি চ স্বাধ্যায়বিধ্যধীনগ্রহণো বেদরাশির-ধ্যয়নবিধ্যাপাদিতপ্রয়োজনবদর্থাভিধানো যথা যথা প্রয়োজনাধিক্যমাপ্নোতি, তথা তথানুমন্তব্যতেতরাম্। যথা চাস্য ব্রহ্মগোচরত্বে পরমপুরুষার্থৌপয়িকত্বং, নৈবমন্যগোচরত্বে।

তদিদমুক্তম্—"যোঽপ্যয়ং ব্যাপাববিশেষানুগমঃ" ইতি। ন লোকসর্গোঽপি

যে, বাক্যান্বয় হেতু দেখাইয়া বলেন, ঐ আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ হয় না, তদুত্তরে আমরা বলি, অবধারণ শ্রবণ থাকায় পরমাত্মার গ্রহণই নিশ্চিত হয়। ঐ স্থলে পরমাত্মার গ্রহণই উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত। কেন-না, ঐ স্থলে একত্বাবধারণ শ্রুত আছে। উৎপত্তির পূর্ব্বে যে, আত্মৈকতার অবধারণ শুনা যায়, তাহা পরমাত্মার গ্রহণপক্ষেই সমঞ্জস (স্বভাবিক বা বিনা বাধায় সঙ্গতার্থ); অন্য পক্ষে অসমঞ্জস। "তিনি এই সকল লোক (স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও অন্তরিক্ষ) সৃজন করিলেন", এই শ্রুতিতে যে, লোক সৃষ্টির কথন আছে, তাহা শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূত সৃষ্টির অনন্তরার্থে যোজনা করিব। অর্থাৎ তিনি মহাভূত সৃজন করিয়া পরে এই সকল লোক সৃজন করিয়াছেন, এইরূপ ব্যাখ্যা করিব। [যথা…ভবতি] "তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন" ইত্যাদি শ্রুতিতে যেমন অন্য শ্রুত্যুক্ত বায়ু সৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক যোজনা করা হয়, অর্থাৎ "বায়ু সৃষ্টিব অনন্তব তেজের সৃষ্টি" এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, সেইরূপ, এখানেও শ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধ মহাভূতের সৃষ্টি যোজনা করা ন্যায্য হইবে। সমান বিষয় হইলে অর্থাৎ বিষয়ভেদ না থাকিলে এক শ্রুতির বিশেষোক্তি অন্য শ্রুতিতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

[যোঽপ্যয়ং...বক্ষিতম্] ঐ স্থানে "তাহাদের জন্য গো আনয়ন করিলেন, অশ্ব আনয়ন (সৃষ্টি) কবিলেন" ইত্যাদি বহু ব্যাপার উল্লিখিত হইয়াছে সত্য;

সকলঃ কথাপ্রবন্ধো বিবক্ষিত ইতি শক্যতে বক্তুম্, তৎপ্রতিপত্তৌ পুরুষার্থাভাবাৎ। ব্রহ্মাত্মত্বং ত্বিহ বিবক্ষিতম্। তথা হ্যম্ভঃ-প্রভৃতীনাং লোকানাং লোকপালানাং চাগ্ন্যাদীনাং সৃষ্টিং শিষ্ট্বা করণানি করণায়তনঞ্চ শরীরং উপদিশ্য স এব স্রষ্টা "কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাৎ" ইতি বীক্ষ্য ইদং শরীরং প্রবিবেশেতি দর্শয়তি "স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" ইতি। পুনশ্চ "যদি বাচাভিব্যাহৃতং, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতম্" ইত্যেবমাদিনা করণব্যাপারবিবেচনপূর্ব্বং "অথ কোঽহম্" ইতি বীক্ষ্য "স এতমেব পুরুষং ব্রহ্ম ততমমপশ্যৎ" ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমবধারয়তি। তথোপরিষ্টাদপি "এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্রঃ" ইত্যাদিনা সমস্তং

হিরণ্যগর্ভব্যাপারোঽপি তু তদনুপ্রবিষ্টস্য পরমাত্মন ইত্যত্রৈবোক্তম্। তস্মাদাত্মৈবাগ্র ইত্যুপক্রমাৎ তদ্ব্যাপারেণ চেক্ষণেন মধ্যে পরামর্শাদনুপবিষ্টাচ্চ ভেদজাতং মহাভূতৈঃ সহানুক্রম্য ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠত্বেন ব্রহ্মণ উপসংহারাদ্‌ব্রহ্মাভিলাপত্বমেবাস্যেতি

পরন্তু ঐ সকল উল্লেখকে বিবক্ষিতার্থের অনুরূপে যোজনা (ব্যাখ্যা) করিব। ঐ স্থলে সমুদায় বাক্যসন্দর্ভ বিবক্ষিত হওয়া অসম্ভব ; সেই জন্য মূল কারণ ব্রহ্মকে বিবক্ষিত জ্ঞান করিয়া তাঁহারই অনুকূলে আর আর বাক্য নিচয় সংযোজিত করিব। এ কথা এই জন্য বলি, গো আনয়ন ও অশ্ব আনয়ন প্রভৃতির জ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) নাই। [তথা হি...ধারয়তি] ঐ সকল শ্রৌত কথার এক বাক্যতাজনিত-এই তাৎপর্য্যার্থ পাওয়া যাইতেছে যে, শ্রুতি স্বর্গ প্রভৃতি লোকের ও অগ্ন্যাদি লোকপালের সৃষ্টি উপদেশ করিয়া তৎপরে ইন্দ্রিয়ের ও ইন্দ্রিয়াশ্রয় দেহের উপদেশান্তে দেখাইয়াছেন যে, স্রষ্টা আলোচনাপূর্ব্বক স্বসৃষ্ট শরীর সমূহে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। আলোচনার আকার এই—"কথং ন্বিদং মদৃতে স্যাৎ?"—আমা ব্যতীরেকে ইহা কি হইবে? কোন্ কার্য্যে লাগিবে? আমার অধিষ্ঠান ব্যতীত ইহা বৃথা—অকর্ম্মণ্য। সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ আলোচনা করিয়া এই সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।" শ্রুতি এইরূপে লোক, লোকপাল, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ায়তন শরীর সৃষ্টি বর্ণনার পরেই স্রষ্টার ঐরূপে শরীর-প্রবেশের কথা বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর সেই পরমেশ্বর ইহাকে ছিদ্রিত করিয়া, ব্রহ্মরন্ধ্র নামক দ্বার দিয়া, এতন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন"। তিনি দেহ প্রবেশের পর বিবেচনা করিলেন, বাগিন্দ্রিয় বাক্য বলিতেছে, প্রাণ জীবন ব্যাপার করিতেছে, তবে আমি কে? এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-পর্য্যালোচনা করিয়া আমি কে? তাহা বিচার করিতে লাগিলেন। বিচারের পর জানিলেন, আমি সেই ব্যাপ্ততম ব্রহ্ম। এইরূপ প্রক্রমে শ্রুতি ব্রহ্মাত্মতা অবধারণ করায় স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মাত্মভাবই ঐ সকল কথাপ্রবন্ধের বিবক্ষিত অর্থ (উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য)। [তথোপরি...বাদম্] শ্রুতি ঐ কথার পরে আরও বলিয়াছেন। বলিয়াছেন,

ভেদজাতং সহ মহাভূতৈরনুক্রম্য "সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং, প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনমেবাবধারয়তি। তস্মাদিহাত্মগৃহীতিরিত্যনপবাদম্।

অপরা যোজনা—আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ। বাজসনেয়কে "কতম আত্মেতি। যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃপুরুষঃ" ইত্যাত্মশব্দেনোপক্রম্য তস্যৈব সর্ব্বসঙ্গবিমুক্তত্বপ্রতিপাদনেন ব্রহ্মাত্মতামবধারয়তি। তথা হ্যুপসংহরতি "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" ইতি। ছান্দোগ্যে তু "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যন্তরেণৈবা-

---

নিশ্চীয়তে। যত্র তু পুরুষবিদ্যাদিশ্রবণং, তস্য ভবেত্বন্যপরত্বং গত্যন্তরাভাবাদিতি সর্ব্বমবদাতম্।

অপরঃ কল্পঃ। সদুপক্রমস্য সন্দর্ভস্যাত্মোপক্রমস্য চ কিমৈকার্থ্যমাহোস্বিদর্থভেদঃ। তত্র সচ্ছব্দস্যাবিশেষেণাত্মনি চাত্মনি চ প্রবৃত্তের্নাত্মার্থত্বং, কিন্তু সমস্তবস্ত্বনুগতসত্তাসামান্যার্থত্বম। তথা চোপক্রমভেদাদ্ভিন্নার্থত্বম্। স আত্মা তত্ত্বমসীতি

'ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ইন্দ্র" ইত্যাদি। যে কিছু ভিন্ন ভিন্ন (দেবতা ও ভূত-ভৌতিক), শ্রুতি সমস্তই ঐরূপে উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "সমস্তই প্রজ্ঞানের অর্থাৎ চিদাত্মার নিযম্য এবং সমস্তই চিদাত্মায় অবস্থিত। লোক সকল প্রজ্ঞানিযম্য, প্রজ্ঞা প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ চিদাত্মা ব্রহ্ম। এখন দেখ, শ্রুতি এই শেষ বাক্যেও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের অবধারণ দেখাইয়াছেন। অতএব, উদাহৃত শ্রুতিস্থ আত্মশব্দে পরমাত্মার গ্রহণ পক্ষে কোনও রূপ সংশয় অথবা বাধা দেখা যায় না।

[অপবা...দিশতি] এই ১৭ সূত্রের অন্যপ্রকাব ব্যাখ্যাও আছে। যথা—বৃহদাবণ্যকে "আত্মা কি ? কে আত্মা ?" এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অভিহিত হইয়াছে—"হৃদযে প্রাণগণেব মধ্যে যে, এই বিজ্ঞানময় অন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষ। আরণ্যক শ্রুতি এইরূপে আত্মশব্দোল্লেখে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া প্রস্তাবিত প্রত্যগাত্মার অসঙ্গভাব ও মুক্তস্বভাবতা প্রতিপাদন করায় ব্রহ্মাত্মতাই অবধারণ করিয়াছেন। সেই কারণে প্রস্তাবের উপসংহার—"সেই এই আত্মা মহান্, জন্মবর্জ্জিত অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম।" এইরূপে হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্রহ্মপ্রকরণ প্রারম্ভে আত্মশব্দের উল্লেখ করেন নাই। ছান্দোগ্য আত্মশব্দ ত্যাগ করিয়া "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ-ই ছিল, তাহা এক ও প্রভেদশূন্য।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়াছেন। কেবল উপসংহার কালে বলিয়াছেন "শ্বেতকেতু ! সেই আত্মা তুমি।" ছান্দোগ্য এবম্প্রকারে ব্রহ্মতাদাত্ম্য উপদেশ করিয়া-

ত্মশব্দমুপক্রম্য উদর্কে "স আত্মা তত্ত্বমসি" ইতি তাদাত্ম্যমুপদিশতি। তত্র সংশয়ঃ। তুল্যার্থত্বং কিমনয়োরাম্নানয়োঃ স্যাদতুল্যার্থত্বং বেতি। অতুল্যার্থত্বমিতি তাবৎ প্রাপ্তম্; অতুল্যত্বাদাম্নানয়োঃ। ন হ্যাম্নানবৈষম্যে সত্যর্থসাম্যং যুক্তং প্রতিপত্তুম্, আম্নানতন্ত্রত্বাদর্থপরিগ্রহস্য। বাজসনেয়কে চাত্মশব্দোপক্রমাদাত্মতত্ত্বোপদেশ ইতি গম্যতে। ছান্দোগ্যে তূপক্রমবিপর্য্যয়াদুপদেশবিপর্য্যয়ঃ। ননু চ ছন্দোগানামপ্যস্তি উদর্কে তাদাত্ম্যোপদেশ ইত্যুক্তম্। সত্যমুক্তম্, উপক্রমতন্ত্রত্বাদুপসংহারস্য ন তাদাত্ম্যসম্পত্তিঃ সেতি মন্যতে। তথা প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

আত্মগৃহীতিঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যত্র ছন্দোগানামপি ভবিতুমর্হতি। ইতরবৎ। যথা "কতম আত্মা"

চোপসংহার উপক্রমানুরোধেন সম্পত্ত্যর্থতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ। তদ্ধি সংসামান্যং পরমাত্মতয়া সম্পাদনীয়ম্। তদ্বিজ্ঞানেন চ সর্ব্ববিজ্ঞানং মহাসামান্যস্য সত্তায়াঃ সমস্তবস্তুবিস্তারব্যাপিত্বাদিত্যেবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

আত্মগৃহীতির্ব্বাজসনেয়িনামিব ছান্দোগ্যানামপ্যুত্তরাৎ—স আত্মা তত্ত্বমসীতি

ছেন। [তত্র...পরিগ্রহস্য] এখানে সংশয়—ঐ বাক্য তুল্যার্থ কি-না। প্রথমতঃ ইহাও পাওয়া যায়, বুঝা যায় যে, যখন বাক্যোচ্চরণ অতুল্য, অসমান, তখন তদুভয়ের প্রতিপাদ্যও অসমান। পাঠের বৈষম্য থাকিলে অর্থের বৈষম্য হয়, সুতরাং উদাহৃত বাক্যদ্বয়ের অর্থের বৈষম্য ব্যতীত সামার্থ্য গ্রহণ অযুক্ত। কারণ এই যে, অর্থজ্ঞান পাঠক্রমেরই অধীন। [বাজসনে...বিপর্য্যয়ঃ] বাজিব্রাহ্মণে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে আত্মশব্দোল্লেখী উপক্রম দৃষ্টে প্রতীত হয়, বুঝা যায়, ঐ স্থলে আত্মতত্ত্বোপদেশ হইয়াছে এবং ছান্দোগ্যের উপক্রম তদ্বিপরীতক্রমে অবতারিত হওয়ায় প্রতীত হয়, ছান্দোগ্যে উপদেশের বিপর্য্যয় আছে। [ননু...দেশাৎ] ছান্দোগ্যে উপসংহারকালে ব্রহ্মতাদাত্ম্যের উপদেশ থাকিলেও তাহা প্রকৃত তাদাত্ম্যের বোধক হইবেক না। কেননা, উপসংহার মাত্রেই উপক্রমের অধীন। (উপক্রম দৃষ্টে উপসংহারের ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; কিন্তু উপক্রমে আত্মার উল্লেখ নাই)। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—

"অগ্রে এ সকল সন্মাত্র ছিল" এই ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আরণ্যক শ্রুতির ন্যায় আত্মার গ্রহণ হইবেক। হেতু এই যে, উদাহৃত ছান্দোগ্য-প্রস্তাবের উপসংহারে সৎ-তাদাত্ম্যোপদেশ আছে। সৎ-তাদাত্ম্যোপদেশ থাকাতেই সৎ-শব্দের

ইত্যত্র বাজসনেয়িনামাত্মগৃহীতিস্তথৈব। কস্মাৎ ? উত্তরাৎ তাদাত্ম্যোপদেশাৎ। অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাদবধারণাৎ। যদুক্তং উপক্রমান্বয়াৎ উপক্রমে চাত্মশব্দশ্রবণাভাবাৎ নাত্মগৃহীতিরিতি, তস্য কঃ পরিহার ইতি চেৎ, সোঽভিধীয়তে—স্যাদবধারণাদিতি। ভবেদুপপন্নেহাত্মগৃহীতিরবধারণাৎ। তথা হি "যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানমবধার্য্য তৎসম্পিপাদয়িষয়া সদেবেত্যাহ। তচ্চাত্মগৃহীত্যাং সত্যাং সম্পদ্যতে, অন্যথা হি যোঽয়ং মুখ্য আত্মা, স ন বিজ্ঞায়ত-ইতি নৈব সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যেত। তথা প্রাগুৎপত্তেরেকত্বাবধারণং জীবস্য চাত্মশব্দেন পরামর্শঃ স্বাপাবস্থায়াঞ্চ তৎস্বভাবসম্পত্তিকথনং পরিচোদনাপূর্ব্বকঞ্চ পুনঃ পুনঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যবধারণমিতি চ সর্ব্বমেতৎ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনায়ামেবাবকল্পতে, ন তাদাত্ম্যসম্পা-

---

তাদাত্ম্যোপদেশাৎ। অস্তু তাবদাত্মব্যতিরিক্তস্য প্রপঞ্চস্য সদসত্ত্বাভ্যামনির্ব্বাচ্যতয়া ন সত্ত্বং, সত্ত্বং ত্বাত্মধাতোরেব তত্ত্বেন নির্ব্বাচ্যত্বাৎ, তস্মাদাত্মৈব সন্নিতি। অভ্যুপেত্যাহ সচ্ছব্দস্য সত্তাসামান্যাভিধায়িত্বাৎ, প্রতিব্যক্তি চ তস্য প্রবৃত্তেবাত্মনি চান্যত্র চ সচ্ছব্দপ্রবৃত্তেঃ, সংশয়ে সত্যুপসংহারানুরোধেন সদেবেত্যাত্মন্যেবাবস্থাপ্যতে। নির্ণী-

---

আত্মার্থতা গৃহীত হয়। [অন্বয়াদিতি...সম্পদ্যেত] আচ্ছা, উপসংহার উপক্রমের অধীন ; তদনুসারে উপসংহারে উপক্রমের অন্বয় (অনুবৃত্তি, সম্বন্ধ) আছে, সুতরাং উপক্রমে আত্মশব্দ না থাকায় আত্মার্থ প্রতীতি হয় না, এ কথার পরিহার কি ? প্রত্যুত্তর কি ? প্রত্যুত্তর—অবধারণ। অবধারণ বাক্য থাকাতেই ঐস্থলে (সৎ-শব্দে) আত্মার প্রতীতি হয়। বিবেচনা কর, শ্রুতি "যাহার শ্রবণে অশ্রুতও শ্রুত হয়, মনন না করিলেও মনোগোচর হয়, অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়," এইরূপে একের জ্ঞানে নিখিলের জ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার অবধারণ (নিশ্চয়) করিয়া, তৎপরে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণকে সিদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত করিবার ইচ্ছায় (উপপাদন করিবার জন্য) "সৎ এব" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন। সৎ-শব্দের অর্থে আত্মাকে গ্রহণ না করিলে ঐ প্রতিজ্ঞাত অবধারণ উপপন্ন বা সিদ্ধ হইবে না। তাহা না হইলেও যাহা মুখ্য আত্মা—যাহার জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে—তাহাকে জানা হইবেক না ; সুতরাং সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইবেক না। [তথা... সম্পাদনায়াম্] আরও দেখ, সৃষ্টিরপূর্ব্বাবস্থায় একত্ব কথন, আত্মশব্দের দ্বারা জীবের উল্লেখ, সুষুপ্ত্যবস্থায় তাঁহার স্বীয়রূপে অবস্থিতি, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়া "সে-ই তুমি বা তুমিই সেই" এতদ্রূপ ঐক্যাবধারণ কথন, এ সকল তাদাত্ম্য প্রতিপাদন পক্ষেই সঙ্গত হয় ; তাদাত্ম্যসম্পাদন পক্ষে নহে। [প্রতিপাদন=বুঝা-

দনায়াম্। ন চাত্রোপক্রমতন্ত্রতোপন্যাসো ন্যায্যঃ। ন হ্যুপক্রমে আত্মত্বসঙ্কীর্ত্তনমনাত্মত্বসঙ্কীর্ত্তনং বাস্তি। সামান্যোপক্রমশ্চ ন বাক্যশেষগতেন বিশেষেণ বিরুধ্যতে, বিশেষাকাঙ্ক্ষিত্বাৎ সামান্যস্য। সচ্ছব্দার্থোঽপি চ পর্য্যালোচ্যমানো ন মুখ্যাদাত্মনোঽন্যঃ সম্ভবতি। অতোঽন্যস্য বস্তুজাতস্যারম্ভণশব্দাদিভ্যোঽনৃতত্বোপপত্তেরাম্নানবৈষম্যমপি নাবশ্যমর্থবৈষম্যমাবহতি। আহর পাত্রং, পাত্রমাহরেত্যাদিষ্বর্থসাম্যেঽপি তদ্দর্শনাৎ। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কেষু বাক্যেষু প্রতিপাদনপ্রকারভেদেঽপি প্রতিপাদ্যার্থাভেদ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ১৭ ॥

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ৩। ৩। ১৮ ॥*

ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ প্রাণসম্বাদে শ্বাদিমর্য্যাদং প্রাণ-

তার্থোপক্রমানুরোধেন হ্যুপসংহারবর্ণনা, ন পুনঃ সন্দিগ্ধার্থেনোপক্রমেণোপসংহারো বর্ণনীয়ঃ। অপি চ সম্পত্তৌ ফলং কল্পনীয়ম্। ন চ সামান্যমাত্রে জ্ঞাতে বিশেষজ্ঞানসম্ভবঃ। ন খল্বাবাদ্ বৃক্ষে জ্ঞাতে শিংশপাদয়স্তদ্বিশেষা জ্ঞাতা ভবন্তি। তদেবমবধারণাদি সর্ব্বমনাত্মার্থত্বে স্যাদনুপপন্নমিতি ছান্দোগ্যস্যাত্মার্থত্বমেবেতি সিদ্ধম্। অত্র চ পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বপক্ষে হিরণ্যগর্ভোপাসনা, সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মভাবনেতি ॥৩।৩।১৭॥

বিষয়মাহ "ছন্দোগা বাজসনেয়িনশ্চ" ইতি। অননং প্রাণনং, অনঃ প্রাণঃ।

ইয়া দেওয়া। সম্পাদন=কৃতির অর্থাৎ যত্নের দ্বারা উৎপাদন)। [ন চাত্রোপক্রমঃ...তদ্দর্শনাই] এ স্থলে উপক্রমের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া বাক্য-বিন্যাস করা ন্যায্য নহে। কেননা, উপক্রমে অর্থাৎ প্রস্তাবপ্রারম্ভে কি আত্মা, কি অনাত্মা কাহারও উল্লেখ নাই ; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ঐ উপক্রম সামান্য অর্থাৎ সাধারণরূপে অভিহিত হইয়াছে। বাক্যশেষে যে, কোনও প্রকার বিশেষ কথন, তাহা সামান্যতঃ উক্ত উপক্রমের বাধাদায়ক বা বিরোধী হয় না। কেননা, সামান্যতঃ উল্লেখ বিশেষের আকাঙ্ক্ষী এবং তাহা বিশেষেই পর্য্যবসিত হয়। উপক্রমে যে "সৎ" শব্দ আছে, পর্য্যালোচনা করিলে তাহারও মুখ্যাত্মা ব্যতীত অন্য অর্থ সম্ভবগোচরে আনা যায় না। আত্মা ব্যতীত আর যে-কিছু, সমস্তই আরম্ভণাদি যুক্তিতে মিথ্যা বলিয়া প্রসাধিত বা অবধারিত হইয়াছে। তাহাতেও স্থির হয় বা জানা যায়, বাক্য-উচ্চারণের বৈপরীত্য বস্তুতত্ত্বের বৈপরীত্য জন্মায় না। "আন পাত্র" "পাত্র আন" এই দুই উচ্চারণের বৈষম্য থাকিলেও অর্থের বৈষম্য নাই ; প্রত্যুত সাম্যই আছে। [তস্মাদেবং...সিদ্ধম্] বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সেই বাক্যের প্রতিপাদন-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও প্রতিপাদ্যের ভেদ নাই, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩। ৩। ১৭ ॥

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণোপাসনা বিধায়ক প্রাণসংবাদনামক

---

* কার্য্যাখ্যানাৎ কার্য্যত্বেন রূপেণোপদেশাৎ বিধিবিভক্ত্যা কথনাদিতি যাবৎ। অপূর্ব্বং

স্যান্নমাম্নায় তস্যৈবাপো বাস ইত্যামনন্তি। অনন্তরঞ্চ ছন্দোগা আমনন্তি "তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চোপরিষ্টাদদ্ভিঃ পরিদধতি" ইতি। বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি "তদ্বিদ্বাংসঃ শ্রোত্রিয়া অশিষ্যন্ত আচামন্ত্যশিত্বা চাচামন্ত্যেতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে। তস্মাদেবম্বিদশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেদেতমেব তদনমনগ্নং কুরুতে" ইতি। অত্রাচমনমনগ্ন-

তং প্রাণমনগ্নং কুর্ব্বন্তঃ অনগ্নতাচিন্তনমিতি মন্যন্ত ইতি। মননং জ্ঞানং তদ্ধ্যানপর্য্যন্তমিতি চিন্তনমুক্তম। সংশয়মাহ "তমিমম্" ইতি।

একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে লিখিত আছে, † কৃমি হইতে কুক্কুর পর্য্যন্ত জীবসকল প্রাণের অন্ন এবং জল তাহার (প্রাণের) বস্ত্র। এই কথাটী উভয় শাখাতেই সমানরূপে আছে, কিন্তু ইহার পরে উভয় শাখার কিছু কিছু বিশেষ দেখা যায়। ছান্দোগ্যে বিশেষ এই—"সেই হেতু অর্থাৎ যেহেতু জল প্রাণেরই অবস্থাভেদ অথবা জলে প্রাণের অবস্থা বিশেষ আছে, সেই হেতু ভোজনকারী শ্রোত্রিয়েরা এইরূপ করে—ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন (কিঞ্চিৎ জল পান) করে। আচমন করে অর্থ কি ? না, জলের দ্বারা প্রাণকে আচ্ছাদিত করে।" এই স্থলে আরণ্যকাধ্যায়ীরা এইরূপ পাঠ করেন।—"সেই জন্য প্রাচীন শ্রোত্রিয় (বেদপারগ) ব্রাহ্মণ ভোজন করিবার আদিতে ও ভোজনান্তে আচমন করিতেন। তাঁহারা এই আচমনের দ্বারা প্রাণ অনগ্ন অর্থাৎ বস্ত্রাবৃত হইল, এইরূপ চিন্তা করিতেন। ইদানীন্তন উপাসকেরা তাহা জ্ঞাত হইয়া ভোজনের পূর্ব্বে আচমন করিবেন এবং ভোজনের পরেও আচমন (শাস্ত্রীয় নিয়মে জল ভক্ষণ) করিবেন এবং চিন্তা করিবেন, এতদ্দ্বারা এই প্রাণ অনগ্ন হইল।" * [অত্রা...বিচার্য্যতে] উক্ত

পূর্ব্বাপ্রাপ্তং অনগ্নতাধ্যানমিতি শেষঃ। স্মৃত্যা শুদ্ধ্যর্থং কার্য্যত্বেন বিহিতে সকলকর্ম্মাঙ্গতয়া প্রাপ্তাচমনানুবাদেনাঽপূর্ব্বং অনগ্নতাধ্যানং বিধীয়ত ইতি নিষ্কর্ষঃ।

শ্রুতিতে যে. প্রাণের আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন প্রতীত হয়, সেই আচমন ও অনগ্নতা চিন্তন দুইটাই যে বিধেয় ; তাহা নহে। ঐ কথায় একটীর বিধান ও অপরটীর অনুবাদ। অনগ্নতার বিধান আর আচমনের অনুবাদ হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

† এই কথাটী প্রাণসংবাদনামক আখ্যায়িকায় আছে এবং সে আখ্যায়িকা এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছে—প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার অন্ন কি ? বস্ত্রই বা কি ? বাগাদি ইন্দ্রিয় বলিল, কৃমি হইতে কুক্কুর পর্য্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন এবং জল তোমার বস্ত্র। শ্রুতি এইরূপ কথাপ্রবন্ধে প্রাণোপাসকের কর্ত্তব্য বিধান করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রাণিগণ যে-কিছু ভক্ষণ করে, সে সমস্তই প্রাণের ভক্ষ্য এবং জল তাহার বস্ত্র বা আচ্ছাদক দ্রব্য। প্রাণোপাসক এবম্প্রকার চিন্তা করিবেন।

* পুরাতন প্রাণোপাসকগণ ভোজনের প্রারম্ভে ও ভোজনান্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিতেন, এবং ধ্যান করিতেন, প্রথম গণ্ডূষ প্রাণের আস্তরণ এবং দ্বিতীয় গণ্ডূষ তাহার পিধান অর্থাৎ আচ্ছাদন। এই গণ্ডূষদ্বয় প্রাণের বস্ত্রস্বরূপ। বস্ত্র যেমন দেহ আচ্ছাদিত রাখে, সেইরূপ এই গণ্ডূষও প্রাণকে আচ্ছাদিত রাখিবে। শ্রুতি এতৎপ্রবন্ধের দ্বারা ইহাই বিধান করিতেছেন বা বলিতেছেন যে, উপাসক মাত্রেই ঐরূপ করিবেন এবং ঐরূপ চিন্তা করিবেন।

তাচিন্তনঞ্চ প্রাণস্য প্রতীয়তে। তৎ কিমুভয়মপি বিধীয়তে? উতাচমনমেব? উতানগ্নতাচিন্তনমেব ইতি বিচার্য্যতে।

কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। উভয়মপি বিধীয়ত ইতি। কুতঃ? উভয়স্যাপ্যবগম্যমানত্বাৎ। উভয়মপি চৈতদপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যর্হম্। অথবাচমনমেব বিধীয়তে, বিস্পষ্টা হি তস্মিন্ বিধিবিভক্তিঃ—"তস্মাদেবম্বিদশিষ্যন্নাচামেদশিত্বা চাচামেৎ" ইতি। তস্যৈব তু স্তুত্যর্থমনগ্নতাসঙ্কীর্ত্তনমিত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ। নাচমনস্য বিধেয়ত্বমুপপদ্যতে, কার্য্যাখ্যানাৎ। প্রাপ্তমেব হীদং কার্য্যত্বেনাচমনং প্রায়ত্যার্থং স্মৃতিপ্রসিদ্ধমন্বাখ্যায়তে।

খুররবমাত্রেণাপাতত উভয়বিধানপক্ষং গৃহীত্বা মধ্যমং পক্ষমালম্বতে পূর্ব্বপক্ষী। "অথবাচমনমেব" ইতি। যদ্যেবমনগ্নতাসঙ্কীর্ত্তনস্য কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ—"তস্যৈব তু স্তুত্যর্থম্" ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ—যদ্যপি স্মার্ত্তং প্রায়ত্যার্থমাচমনবিধানমস্তি, তথাপি প্রাণোপাসনপ্রকরণে বিধানাত্তদঙ্গত্বেনাপ্রাপ্তমিতি বিধানমর্থবত্ত্বত্যনৃতবদনপ্রতিষেধ ইব স্মার্ত্তে জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে সমাম্নাতো নানৃতং বদেদিতি প্রতিষেধো জ্যোতিষ্টোমাঙ্গত্বয়ার্থবানিতি।

শ্রুতিদ্বয়ে ঐরূপ আচমন ও অনগ্নতা ধ্যান এই দুই অর্থ প্রতীত হওয়ায় এইরূপ বিচার উপস্থিত হয় যে, উক্ত উভয় শাখায় কি উভয়েরই বিধান? কি কেবল আচমনের অথবা কেবল অনগ্নতা ধ্যানের বিধান?

[কিং...বিধ্যর্হম্] প্রথমতঃ পাওয়া যায়, উভয়েরই বিধান। আচমন ও অনগ্নতা ধ্যান, এই দুইটাই অপূর্ব্ব (এই শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও শ্রুত হয় নাই, সে কারণ উভয়ই অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত), সুতরাং উভয়ই বিধির যোগ্য। [অথবা...সঙ্কীর্ত্তনমিতি] অথবা আচমনেরই বিধান হইয়াছে, অনগ্নতা-ধ্যান তাহার প্রশংসাসূচক অনুবাদমাত্র। কারণ এই যে, আচমনের উপরেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়। (আচামেৎ=আচমন করিবেক)। যাহাতে বিধিবিভক্তি, তাহারই বিধান, ইহা সিদ্ধান্ত। [এবং...খ্যায়তে] এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যে, ঐ স্থলে আচমনের বিধেয়তা সঙ্গত হয় না। কেননা, তাহা শাস্ত্রান্তরে কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে অর্থাৎ বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তর স্মৃতি, তাহাতে আচমনের বিধান দেখা যায়। স্মৃতি বলিয়াছেন, শুদ্ধির নিমিত্ত আচমন করিবেক। শ্রুতি সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত কর্ম্মাঙ্গ আচমন অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র, তাহাতে তাহার বিধান-নিষ্পত্তি হয় নাই। (কেননা, বিধি অপ্রাপ্তপ্রাপক)।

নন্বিয়ং শ্রুতিস্তস্যাঃ স্মৃতের্মূলং স্যাৎ। নেত্যুচ্যতে, বিষয়নানাত্বাৎ। সামান্যবিষয়া হি স্মৃতিঃ পুরুষমাত্রসম্বন্ধং প্রায়ত্যার্থমাচমনং প্রাপয়তি, শ্রুতিস্তু প্রাণবিদ্যাপ্রকরণপঠিতা তদ্বিষয়মেবাচমনং বিদধতী বিদধ্যাৎ। ন চ ভিন্নবিষয়য়োঃ শ্রুতিস্মৃত্যোর্মূলমূলিভাবোঽবকল্পতে। ন চেয়ং শ্রুতিঃ প্রাণবিদ্যাসংযোগ্যপূর্ব্বমাচমনং বিধাস্যতীতি শক্যমাশ্রয়িতুং, পূর্ব্বস্যৈব পুরুষমাত্রসংযোগিন আচমনস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। অত এব নোভয়বিধানম্। উভয়বিধানে চ বাক্যং ভিদ্যেত। তস্মাৎ প্রাপ্তমেবাশিশিষতামশিতবতাঞ্চোভয়ত আচমনমনূদ্য "এতমেব

রাদ্ধান্তমাহ "এবং প্রাপ্তে" ইতি। চোদয়তি—"নন্বিয়ং শ্রুতিঃ" ইতি। পরিহরতি—"ন" ইতি। তুল্যার্থয়োর্মূলমূলিভাবো নাতুল্যার্থয়োরিত্যর্থঃ। অভিপ্রায়স্থং পূর্ব্বপক্ষবীজং নিরাকরোতি "ন চেয়ং শ্রুতিঃ" ইতি। ক্রত্বর্থপুরুষার্থয়োরনূতবদনপ্রতিষেধয়োর্যুক্তমপৌনরুক্ত্যম্। ইহ তু স্মার্ত্তমাচমনং সকলকর্ম্মাঙ্গতয়া বিহিতং প্রাণোপাসনাঙ্গমপীতি ব্যাপকেন স্মার্ত্তেনাচমনবিধিনা পুনরুক্তত্বাদনর্থকম্। ন চ স্মার্ত্তস্যাঽনেন পৌনরুক্ত্যং, তস্য চ ব্যাপকত্বাদেতস্য চ প্রতি নিয়তবিষয়ত্বাদিতি। মধ্যমং পক্ষমপাকৃত্য প্রথমপক্ষমপাকরোতি—"অত এব নোভয়বিধানম্"। যুক্ত্যন্তরমাহ—"উভয়বিধানে চ" ইতি। উপসংহরতি। "তস্মাৎ প্রাপ্তমেব" ইতি।

[নন্বিয়ং...ভিদ্যেত] যদি বল, এই শ্রুতি সেই স্মৃতির মূল, * আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা, তদুভয়ের বিষয় বিভিন্ন। স্মার্ত্ত আচমনের বিষয় সামান্য অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণ। স্মৃতি শুদ্ধির উদ্দেশে কর্ম্ম-সাধারণ্যে আচমনের কর্ত্তব্যতা উপদেশ করিয়াছেন; সুতরাং তাহা পুরুষের শুদ্ধিজনক বা শুদ্ধত্বজনক আচমন, ইহাই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রদর্শিত শ্রুতি প্রাণবিদ্যা প্রকরণে পরিপঠিত, সে জন্য তদুক্ত আচমন কেবলমাত্র প্রাণবিদ্যার বিষয়েই বিহিত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। অতএব; বিভিন্নবিষয়ক শ্রুতিস্মৃতির মূলমূলিভাব থাকিতে পারে না। প্রদর্শিত শ্রুতি প্রাণোপাসনার সম্বন্ধে অভিনব আচমনের বিধান করিতেছে, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বপরিজ্ঞাত আচমন সর্ব্বপুরুষসম্বন্ধীয়। প্রাণোপাসকও সর্ব্বমধ্যপাতী। সে জন্য প্রাণোপাসকের আচমনও সেই আচমন, ইহা অবাধে প্রতীত হয়। প্রদর্শিত কারণে উভয়বিধান-পক্ষ খণ্ডিত হইতেছে। বিশেষতঃ উভয়বিধান পক্ষে গুরুতর বাক্যভেদ দোষের আশঙ্কা আছে। [তস্মাৎ... উপদিশ্যতে] অতএব, স্মৃতিতে যে ভোজন প্রারম্ভে ও ভোজনাবসানে আচমনের বিধান আছে, শ্রুতি তাহার অনুবাদ অর্থাৎ উল্লেখ মাত্র করিয়া "আচমনের দ্বারা

* অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতি স্মৃতির কথা বলিবেন কেন। শ্রুতি যাহা বিধান করেন, স্মৃতি তাহার অনুবাদ করেন, ইহাই স্বারসিক। ফলিতার্থ—মূলমূলি ভাব আছে। শ্রুতি মূল, স্মৃতি মূলী। শ্রুতি অনাদি, স্মৃতি সাদি। সুতরাং শ্রুতির দ্বারা স্মৃতির অনুবাদ হওয়া অসম্ভব।

তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে" ইতি প্রাণস্যানগ্নতাকরণসঙ্কল্পোঽননেন বাক্যেনাচমনীয়াস্বপ্সু প্রাণবিদ্যাসম্বন্ধিত্বেনাপূর্ব্ব উপদিশ্যতে।

ন চায়মনগ্নতাবাদ আচমনস্তুত্যর্থ ইতি ন্যায্যম্। আচমনস্যাবিধেয়ত্বাৎ। স্বয়ঞ্চানগ্নতাসঙ্কল্পস্য বিধেয়ত্বপ্রতীতেঃ। ন চৈবং সত্যেকস্যাচমনস্যোভয়ার্থতাভ্যুপগতা ভবতি, প্রায়ত্যার্থতা পরিধানার্থতা চেতি ক্রিয়ান্তরত্বাভ্যুপগমাৎ। ক্রিয়ান্তরমেব হ্যাচমনং নাম প্রায়ত্যার্থং পুরুষস্যাভ্যুপগম্যতে, তদীয়াসু ত্বপ্সু বাসঃ-সঙ্কল্পনং নাম ক্রিয়ান্তরমেব পরিধানার্থং প্রাণস্যাভ্যুপগম্যত ইত্যনবদ্যম্।

অপি চ "যদিদং কিং চা শ্বভ্য আ শকুনিভ্য আ কৃমিভ্য

"ন চায়মনগ্নতাবাদঃ" ইতি। স্তোতব্যাভাবে স্তুতির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ। অপি চ, মানান্তরপ্রাপ্তেনাপ্রাপ্তং বিধেয়ং শ্রূয়তে। ন চানগ্নতাসঙ্কল্পোঽন্যতঃ প্রাপ্তঃ, যতঃ স্তাবকো ভবেৎ। ন চাচমনমন্যতোঽপ্রাপ্তং, যেন বিধেয়ং সৎ স্তূয়েতেত্যাহ—"স্বয়ঞ্চানগ্নতাসঙ্কল্পস্য" ইতি। অপি চ, একস্য কর্ম্মণ একার্থতৈবেত্যুচিতং, তস্য বলবৎপ্রমাণবশাদনন্যগতিত্বে সত্যনেকার্থতা কল্প্যতে। সঙ্কল্পে তু কর্ম্মান্তরে বিধীয়মানে নায়ং দোষ ইত্যাহ—"ন চৈবং সত্যেকস্যাচমনস্য" ইতি।

অপি চ, দৃষ্টিচোদনাসাহচর্য্যাদ্দৃষ্টিচোদনৈব ন্যায্যা, ন চাচমনচোদনেত্যাহ—

এই প্রাণ অনগ্ন হইল, এইরূপ মনে করে, ভাবনা করে," ইত্যাদিবিধ শ্রুতি বাক্যে প্রাণের অনগ্নতাকরণ সংকল্পের (সংকল্প=মানব-ব্যাপার বা চিন্তাপ্রবাহ উত্থাপনরূপ ধ্যান) বিধান করিয়াছেন। বুঝিতে হইবে যে, প্রাণোপাসকদিগের আচমনীয় জলে প্রাণের বস্ত্রসংকল্পের পৃথক্ বিধান হইয়াছে। অনগ্নতা-সংকল্প করা এতৎ শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রে পাওয়া যায় নাই, জানা যায় নাই, সুতরাং তাহা অপূর্ব্ব, পূর্ব্বাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বাপ্রাপ্ত বলিয়াই অনগ্নতা চিন্তন, ঐ বাক্যে বিধেয়।

[ন চায়...ইত্যনবদ্যম্] ঐ অনগ্নতাবাদ (কথন), আচমন প্রশংসার্থ এরূপ বলাও ন্যায্য নহে। হেতু এই যে, আচমন ঐ বাক্যের বিধেয় নহে। ঐ স্থলে অনগ্নতা ধ্যানই অপূর্ব্ব, সুতরাং তাহাই বিধেয়। যদি বল, একই আচমনে শুদ্ধি ও পরিধান (প্রাণের বস্ত্রভাব) এই দ্বিবিধ প্রয়োজন (অর্থ) কিরূপে সিদ্ধ হইবে? ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলা যায়, স্বীকার করা যায়, আচমন একটী পৃথক্ ক্রিয়া; তাহা কর্ত্তার শুদ্ধ্যর্থে বিহিত। তৎসম্বন্ধীয় জলে যে প্রাণের বস্ত্রভাব চিন্তা, তাহা অন্য একটী স্বতন্ত্র ক্রিয়া। এই ক্রিয়াটী প্রাণবিদ্যার অঙ্গ। অঙ্গ বলিয়াই প্রাণোপাসকের সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্ত অনিন্দিত।

[অপিচ...সম্ভবতি] অপিচ, পক্ষান্তরে দেখা যায়, "কুক্কুর পর্য্যন্ত, শকুনি

আ কীটপতঙ্গেভ্যস্তত্তেঽন্নম্” ইতি। অত্র তাবন্ন সর্ব্বান্নাভ্যবহারশ্চোদ্যত ইতি শক্যতে বক্তুম্, অশব্দত্বাদশক্যত্বাচ্চ। সর্ব্বস্তু প্রাণস্যান্নমিতীয়মন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে। তৎসাহচর্য্যাচ্চাপো বাস ইত্যত্রাপি নাপামাচমনং চোদ্যতে, প্রসিদ্ধাস্বেবাচমনীয়াস্বপ্সু পরিধানদৃষ্টিশ্চোদ্যত ইতি যুক্তম্। ন হ্যর্দ্ধবৈশসং সম্ভবতি।

অপি চ, আচামন্তীতি বর্ত্তমানাপদেশিত্বান্নায়ং শব্দো বিধিক্ষমঃ। ননু মন্যন্ত ইত্যত্রাপি সমানং বর্ত্তমানাপদেশিত্বম্। সত্যমেবমেতৎ। অবশ্যন্ত্বিধেয়ে ত্বন্যতরস্মিন্, বাসঃ কার্য্যাখ্যানাৎ অপাং বাসঃসঙ্কল্পনমেবাপূর্ব্বং বিধীয়তে, নাচমনং, পূর্ব্ববদ্ধি

“অপি চ যদিদং কিঞ্চ” ইতি। যথা হি শ্বাদিমর্য্যাদস্যান্নস্যাত্তুমশক্যত্বাদন্নদৃষ্টিশ্চোদ্যতে, এবমিহাপ্যপাং পরিধানাসম্ভবাদ্দৃষ্টিরেব চোদ্যত ইত্যন্নদৃষ্টিবিধিসাহচর্য্যাদ্গম্যতে। অশব্দত্বঞ্চ যদ্যপি দৃষ্ট্যভ্যবহারয়োস্তুল্যং, তথাপি দৃষ্টিঃ শাব্দদৃশ্যনান্তরীয়কতয়া সাক্ষাচ্ছব্দেন ক্রিয়মাণোপলভ্যতে। অভ্যবহারস্ত্বধ্যাহরণীয়ঃ কথঞ্চিদ্যোগ্যতামাত্রেণেতি বিশেষঃ। কিঞ্চ ছান্দোগ্যানাং বাজসনেয়িনাংচ আচমনে প্রায়েণাচামন্তীতি বর্ত্তমানাপদেশঃ। এবং যত্রাপি বিধিবিভক্তিস্তত্রাপি জর্ত্তিলযবাগ্বা বা জুহুয়াদিতিবদ্বিধিত্বমবিবক্ষিতম্।

মন্যন্ত ইতি ত্বপ্রাপ্তার্থত্বাৎ সমিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিরেবেত্যাহ—“অপি চাচামন্তি” ইতি। শেষমতিরোহিতার্থম্॥ ৩। ৩। ১৮॥

পর্য্যন্ত ও কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত যে-কিছু—সমস্তই তোমার অন্ন।” এই বাক্যে যে অন্নত্ব কথন আছে, এ কথন “ঐ সকল ভক্ষণ করিবেক” এ অভিপ্রায়মূলক নহে। ভক্ষয়েৎ=ভক্ষণ করিবেক—এরূপ শব্দ না থাকায় এবং মনুষ্য উপাসকের ঐ সকল অন্ন ভক্ষণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় স্পষ্টই বুঝা যায়, ঐ বাক্যে ভক্ষণ ক্রিয়ার বিধান হয় নাই, মাত্র অন্নদৃষ্টিরই বিধান হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, প্রাণোপাসক ভাবিবেন, ধ্যান করিবেন, সমস্তই প্রাণের অন্ন (ভক্ষ্য)। ঐ বাক্যের মধ্যে যে “জল তাঁহার বস্ত্র” এইরূপ অভিধান আছে, তাহাতেও পরিধান ক্রিয়ার অর্থ আচমন ক্রিয়ায় বিহিত হয় নাই, কিন্তু প্রসিদ্ধ আচমনীয় জলে প্রাণসম্বন্ধীয় বস্ত্র জ্ঞানের বিধান হইয়াছে। এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসহ; অর্দ্ধবৈশস ব্যাখ্যা অসম্ভব। [অপিচ...পাদিতম্] আরও দেখ, “আচামন্তি”—আচমন করে—এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ থাকায় ঐ শব্দ আচমন বিধানে অসমর্থ। “মন্যন্তে” মনে করে—এখানেও ঐরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে সত্য; থাকিলেও বস্ত্রকার্য্যের (আচ্ছাদনের) আখ্যান (কথন) থাকায় তদ্বাক্যে পূর্ব্বাপ্রাপ্ত বস্ত্রচিন্তার বিধান ব্যতীত আচমনের বিধান হইতে পারে না। আচমন অপূর্ব্ব নহে; কিন্তু পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত। যেরূপে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেখান

তদিত্যুপপাদিতম্। যদপ্যুক্তং বিস্পষ্টা চাচমনে বিধিবিভক্তি-রিতি, তদপি পূর্ব্ববত্ত্বেনৈবাচমনস্য প্রত্যুক্তম্। অতএবাচমনস্যা-বিধিৎসিতত্বাৎ "এতমেব তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে" ইত্যত্রৈব কাণ্বাঃ পর্য্যবস্যন্তি, নামনন্তি "তস্মাদেবম্বিৎ" ইত্যাদি। তস্মাৎ মাধ্যন্দিনানামপি পাঠে আচমনানুবাদেনৈবম্বিদামেব প্রকৃতপ্রাণ-বাসোবিধিত্বং বিধীয়ত ইতি প্রতিপত্তব্যম্।

যোঽপ্যয়মভ্যুপগমঃ ক্বচিদাচমনং বিধীয়তে, ক্বচিদ্বাসো-বিজ্ঞানমিতি, সোঽপি ন সাধুঃ। আপো বাস ইত্যাদিকায়া বাক্যপ্রবৃত্তেঃ সর্ব্বত্রৈবৈকরূপ্যাৎ। তস্মাদ্বাসোবিজ্ঞানমেবেহ বিধীয়তে, নাচমনমিতি ন্যায্যম্ ॥ ৩। ৩। ১৮ ॥

সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥*

বাজসনেয়িশাখায়ামগ্নিরহস্যে শাণ্ডিল্যনামাঙ্কিতা বিদ্যা

ইহাভ্যাসাধিকরণন্যায়েন পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। দ্বয়োর্ব্বিদ্যাবিধ্যোরেকশাখাগতয়োর-

---

হইয়াছে। [যদপ্যুক্তং…পত্তব্যম্] বলিযাছিলে যে, আচমনবিষয়ে বিস্পষ্ট বিধি-বিভক্তি আছে (আচামেৎ=আচমন করিবেক), পূর্ব্ববত্ত্ব (শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ততা) থাকায় তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য। অর্থাৎ অপূর্ব্বতা না থাকায় তাহার (আচ-মনের) বিধেয়তা সিদ্ধ হয় না। সেই জন্যই কাণ্বশাখাধ্যায়ীরা "তদনমনগ্নং কুর্ব্বন্তো মন্যন্তে"* এই পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন, পাঠ করেন, "আচামেৎ" পাঠ করেন না। তাঁহারা "মন্যন্তে" পাঠের পরেই "তস্মাদেবম্বিৎ" ইত্যাদি পাঠ অধ্য-য়ন করেন। ঐ কারণে অর্থাৎ আচমন অবিধিৎসিত বলিয়া মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ী-রাও আচমনের অনুবাদে (উল্লেখে) প্রাণবিৎ দিগের প্রাণ-বস্ত্রবিধির উপদেশ করেন, ইহাই বুঝিতে হইবে।

[যোঽপ্যয়…ন্যায্যম্] একবাক্যে এক স্থানে আচমনের বিধান, স্থানান্তরে বস্ত্রভাবচিন্তার বিধান, এ পক্ষ বা এ অর্থ সঙ্গত নহে। কারণ, "জলই বস্ত্র" ইত্যাদি বাক্যের প্রবৃত্তি সর্ব্বত্রই একরূপ অর্থাৎ সমান। (প্রবৃত্তি একরূপ হইলে অর্থতত্ত্বও একরূপ হয়; দ্বিরূপ হয় না)। এই সকল কারণে নিশ্চয় হয় যে, উদাহৃত বাক্যে আচমনের বিধান হয় নাই; প্রাপ্ত আচমনের অনুবাদে তৎসম্বন্ধীয় জলে প্রাণের বস্ত্রভাব ধ্যান মাত্র বিহিত হইয়াছে। এই অর্থই ন্যায্য ॥৩।৩।১৮॥

বাজসনেয়ী-শাখায় অগ্নিরহস্যকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যা (উপাসনাবিশেষ) কথিত

---

* চোঽপ্যর্থে। অভেদাৎ উপাস্যরূপস্যৈক্যাৎ, ভিন্নশাখাস্বিব সমানে সমানায়াং শাখায়া-মপি, বিদ্যৈক্যমিতি শেষো বোধ্যঃ। ভাবার্থস্তু—যত্র বহবো গুণাঃ শ্রুতাস্তত্র প্রধানবিধিঃ। অন্যত্র তদনুবাদেন গুণবিধিঃ। ইতি নিশ্চয়াৎ অগ্নিরহস্যে প্রধানবিধিবদুত্তরত্র গুণবিধিরিতি ;

বিজ্ঞাতা। তত্র গুণাঃ শ্রূয়ন্তে "স আত্মানমুপাসীত মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপম্" ইত্যেবমাদয়ঃ। তস্যামেব শাখায়াং বৃহদারণ্যকে পুনঃ পঠ্যতে—"মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃ সত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্ব্বা যবো বা, স এষ সর্ব্বস্যে-শানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি, যদিদং কিঞ্চ" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিয়মেকা বিদ্যাঽগ্নিরহস্য-বৃহদারণ্যকয়োর্গু-ণোপসংহারশ্চ ? উত দ্বে ইমে বিদ্যে গুণানুপসংহারশ্চ ? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? বিদ্যাঽভেদো গুণব্যবস্থা চেতি। কুতঃ ? পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ। ভিন্নাসু হি শাখাস্বধ্যেতৃবেদিতৃভেদাৎ

গৃহ্যমাণবিশেষতয়া কস্য কো মুখ্যোঽনুবাদ ইতি বিনিশ্চয়াভাবাদজ্ঞাতজ্ঞাপনাপ্রবৃত্ত-প্রবর্ত্তনারূপস্য চ বিধিত্বস্য স্বয়মসিদ্ধেরুভয়ত্রোপাসনাভেদঃ। ন চ গুণান্তরবিধা-নায়ৈকত্রানুবাদঃ, উভয়ত্রাপি গুণান্তরবিধানোপলব্ধের্ব্বিনিগমনাহেত্বভাবাৎ সমান-গুণানভিধানপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ সমিধো যজতীত্যাদিবদভ্যাসাদুপাসনাভেদ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নৈককর্ম্ম্যমেকত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন চাগৃহ্যমাণবিশেষতা,

---

হইয়াছে। তাহাতে "আত্মার উপাসনা করিবেক; আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ" ইত্যাদি ইত্যাদি কথা শুনা যায। আবার ঐ শাথার বৃহদারণ্যকে পঠিত হইয়াছে, "এই উপাস্য পুরুষ মনোময়, দীপ্তিরূপ ও সত্য। ইনি হৃদয়ান্তরে ব্রীহির ন্যায় যবের ন্যায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম আকারে অবস্থিত। ইনিই সকলের ঈশান (নিয়ন্তা), সকলের অধিপতি, এবং ইনিই এ সমুদয় শাসন করিতেছেন।" এথানে সংশয় এই যে, উক্ত উভয় শ্রুতিতে কি একই উপাসনা কথিত হইয়াছে ?" উভয় শ্রুত্যুক্ত অল্পাধিক গুণ (ধর্ম্ম বা অঙ্গ) কি একই উপা-সনার অঙ্গ বলিযা একত্র সঙ্কলন করিতে হইবে ? অথবা দুই বিভিন্ন উপাসনা ও অল্পাধিক গুণের যথোক্ত ক্রম স্থির রাখিতে হইবে ? [কিং...মর্হতি] কি পাওয়া যায় ? সংশযের পর পাওয়া যায়, দুই স্থানে দুই উপাসনা কথিত হইয়াছে, সুতরাং অল্পাধিক গুণেরও কথনপরিপাটী ক্রমে ব্যবস্থা করিতে হইবে। শাখা

বাজসনেয়িশাথার অগ্নিরহস্যকাণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে। তাহাতে আত্মা মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিরূপী, ইত্যাদি প্রকার উক্তি আছে। ঐ শাথার আরণ্যকে মনোময়ত্বাদি বিশেষণ ছাড়া কএকটী অধিক বিশেষণ আছে। তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, উক্ত উভয় স্থলে একই বিদ্যা (উপাসনা) কথিত হইয়াছে ? কি বিভিন্ন বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে ? অল্পাধিক গুণ একত্রিত করিয়া এক উপাসনা স্থির করিতে হইবে ? কি সে সকলের ব্যবস্থা করিয়া বিভিন্ন উপাসনা নিশ্চয় করিতে হইবে ? ইহার সিদ্ধান্ত সূত্র এই। সূত্রের অর্থ এই যে, যথন উপাস্যরূপ এক, এবং সেই একত্ব দৃষ্টে বিভিন্ন শাথোক্ত বিদ্যার একত্ব নিশ্চয়'ও অল্পাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ করার নিয়ম দৃষ্ট হয়, তথন এথানেও তদ্দৃষ্টান্তে সমান অর্থাৎ এক শাথোক্ত উক্ত উভয়ের ঐক্য ও অল্পাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ অবশ্যই ন্যায্য হইবে।

পৌনরুক্ত্যপরিহারমালোচ্য বিদ্যৈকত্বমধ্যবসায়ৈকত্রাতিরিক্তা গুণা ইতরত্রোপসংহ্রিয়ন্তে প্রাণসম্বাদাদিম্বিত্যুক্তম্। একস্যাং পুনঃ শাখায়ামধ্যেতৃ-বেদিতৃভেদাভাবাদশক্যপরিহারে পৌনরুক্ত্যেন বিপ্রকৃষ্টদেশস্থৈকা বিদ্যা ভবিতুমর্হতি। ন চাত্রৈকমাম্নানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি বিভাগঃ সম্ভবতি। তদা হ্যতিরিক্তা এব গুণা ইতরত্রেতরত্র চাম্নায়েরন্ অসমানাঃ, সমানা অপি তু উভয়ত্রাম্নায়ন্তে মনোময়ত্বাদয়ঃ। তস্মান্নান্যোন্যগুণোপসংহার ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমহে—

যথা ভিন্নাসু শাখাসু বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চ ভবতি,

যত্র ভূয়াংসো গুণা যস্য কর্ম্মণো বিধীয়ন্তে, তত্র তস্য প্রধানস্য বিধিরিতরত্র তু তদনুবাদেন কতিপয়গুণবিধিঃ। যথা যত্র ছত্রচামরপতাকাহাস্তিকাশ্বীয়শাক্তীকযাষ্টীকধানুষ্ককার্পাণিকপ্রাসিকপদাতিপ্রচয়স্তত্রাস্তি রাজেতি গম্যতে, ন তু কতিপয়গজবাজিপদাতিভাজি তদমাত্যে, তথেহাপি।

ন চৈকত্র বিহিতানাং গুণানামিতরত্রোক্তিরনর্থিকা, প্রত্যভিজ্ঞান-

---

বিভিন্ন হইলে তাহার অধ্যেতা ও উপাসক উভয়ই বিভিন্ন হয়, সুতরাং পুনরুক্তির পরিহার সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে উপাসনার একত্ব অবধারণপূর্ব্বক অতিরিক্ত গুণ (ধর্ম্ম বা অঙ্গ) গুলিকে অন্যতব উপাসনার অঙ্গে যোজনা বা সঙ্কলন করা হইয়া থাকে। এ কথা প্রাণোপাসনা প্রভৃতিব বিচাবে বলা হইয়াছে সত্য; কিন্তু যে স্থলে শাখাভেদ নাই, একই শাখা, সে স্থলে অধ্যেতার ও উপাসকের ভেদ থাকে না। একই ব্যক্তি অধ্যেতা ও উপাসক, সুতরাং তাদৃশ স্থলে পুনরুক্তিপরিহার অশক্য। যেহেতু পুনরুক্তিপরিহার হয় না, সেই হেতু, সুদূরস্থ সেই দুইটী এক বলিয়া গণ্য হয় না। [ন চাত্রৈক...ক্রমহে] এক স্থানের শ্রুতি বিদ্যা-বিধান করিবে, অন্য শ্রুতি গুণ (তাহার অঙ্গ) বিধান করিবে, এরূপ বিভাগও অসম্ভব। ঐরূপ ব্যবস্থা বা বিভাগ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে অতিরিক্ত অসমান গুণগুলিই অভিহিত হইত, সমান গুণের উল্লেখ আবশ্যক হইত না। কিন্তু উভয় প্রবন্ধেই অধিকতর সমান গুণের উপদেশ বা উচ্চারণ দেখা যায়। মনোময়ত্বাদি গুণ উভয় প্রবন্ধেই সমান। এই কারণে, বলা যায়, গুণগুলি পরস্পর একত্র সংকলিত হয় না এবং উপাসনাও এক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে এইরূপ বলা যাইতেছে অর্থাৎ সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—

[যথা=ব্যবস্থানম্] যেমন ভিন্ন শাখায় একত্ব ও অল্লাধিক গুণের একত্র

এবমেকস্যামপি শাখায়াং ভবিতুমর্হতি, উপাস্যাভেদাৎ। তদেব হি ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুভয়ত্রাপ্যুপাস্যমভিন্নং প্রত্যভিজানীমহে। উপাস্যঞ্চ রূপং বিদ্যায়াঃ। ন চ বিদ্যমানে রূপাভেদে বিদ্যাভেদমধ্যবসাতুং শক্নুমঃ, নাপি বিদ্যাঽভেদে গুণব্যবস্থানম্‌। ননু পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ বিদ্যাভেদোঽধ্যবসিতঃ, নেত্যুচ্যতে, অর্থবিভাগোপপত্তেঃ। একং হ্যাম্নানং বিদ্যাবিধানার্থমপরং গুণবিধানার্থমিতি ন কিঞ্চিন্নোপপদ্যতে। নন্বেবং সতি যদপঠিতমগ্নিরহস্যে, তদেব বৃহদারণ্যকে পঠিতব্যং "স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ" ইত্যাদি। যত্তু পঠিতমেব মনোময়ত্বাদি, তন্ন পঠিতব্যম্‌। নৈষ দোষঃ। তদ্বলেনৈব প্রদেশান্তরপঠিত-বিদ্যাপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। সমানগুণাম্নানেন হি বিপ্রকৃষ্টদেশাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাং প্রত্যভিজ্ঞাপ্য তস্যামীশানত্বাদ্যুপদিশ্যতে। অন্যথা হি কথং তস্যাময়ং গুণবিধিরভিধীয়তে।

দার্ঢ্যার্থত্বাৎ। অস্ত বাস্মিন্নিত্যানুবাদঃ। ন হ্যনুবাদানামবশ্যং সর্ব্বত্র প্রয়োজন-

---

সঙ্কলন করা হয়, তেমনি, এক শাখাতেও হইতে পারে—যদি উপাস্য রূপের ঐক্য থাকে। উল্লিখিত স্থলে উপাস্যের ঐক্য আছে, সে কারণে উপাসনাও এক। মনোময়ত্বাদি গুণে উপাস্য ব্রহ্ম উভয়ত্র অভিন্ন অর্থাৎ এক, ইহা প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানের গোচর) হইতেছে। উপাস্যই উপাসনার রূপ, উপাসনা এক হইলে তাহাতেই অল্পাধিক গুণের উপসংহার (সমাবেশ) হয়। [ননু...পদ্যতে] পুনরুক্তি দোষ সম্ভাবনায় উপাসনার ভেদ অঙ্গীকার করিতেছিলে, বস্তুতঃ তাহা ন্যায্য নহে। বাক্যদ্বয়ের অবিভাগই উপপন্ন, বিভাগ উপপন্ন (যুক্তিযুক্ত) নহে। এক স্থানের পাঠ উপাসনা বিধানার্থ, অপর স্থানের পাঠ তাহার গুণ-(অঙ্গ) বিধানার্থ, ইহা প্রদর্শিত বা উদাহৃত স্থলে সঙ্গত হয় না। [নন্বেবং...ধীয়তে] বলিতে পার যে, ঐরূপ হইলে অগ্নিরহস্যে যাহা পঠিত হয় নাই, তাহা বৃহদারণ্যকে পঠিতব্য হয়, এবং যাহা পঠিত হইয়াছে, তাহা পুনরুক্ত বা অপঠিতব্য হয়। অগ্নিরহস্যোক্ত "ইনিই সকলের নিয়ন্তা" এই পাঠ বৃহদারণ্যকে সঙ্কলন করিতে হয় এবং "মনোময়" এ অংশ পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ঐ দোষ হয় না। কারণ, তাহারই সামর্থ্যে স্থানান্তরে পরিপঠিত উপাসনার প্রত্যভিজ্ঞান হয় অর্থাৎ ইহাই সেই উপাসনা, এরূপ অনুভব উপস্থিত হয়। সমান গুণের উল্লেখ থাকাতেই অগ্রে সুদূরস্থিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রত্যভিজ্ঞানের গোচর হয় অর্থাৎ এই সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যা, এরূপ অনুভূত হয়, তৎপরে তাহাতে ঈশানত্বাদি গুণের উপদেশ বা বিধান স্বীকৃত হয়। ইহা স্বীকার না করিলে কিরূপে "এটী গুণ বিধি" এরূপ বলিতে পারিবে।

অপি চ, অপ্রাপ্তাংশোপদেশেনার্থবতি বাক্যে সঞ্জাতে প্রাপ্তাংশপরামর্শস্য নিত্যানুবাদতয়াপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ ন তদ্বলেন প্রত্যভিজ্ঞোপেক্ষিতুং শক্যতে। তস্মাদত্র সমানায়ামপি শাখায়াং বিদ্যৈকত্বং গুণোপসংহারশ্চেত্যুপপন্নম্ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ৩। ৩। ২০ ॥*

বৃহদারণ্যকে "সত্যং ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রম্য "তদ্‌যত্তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যো য এষৈতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইতি তস্যৈব সত্যস্য ব্রহ্মণোঽধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চায়তনবিশেষমুপদিশ্য ব্যাহৃতিশরীরত্বঞ্চ সম্পাদ্য দ্বে উপ-

---

বত্ত্বম্। অনুবাদমাত্রস্যাপি তত্র তত্রোপলব্ধেঃ। তস্মাত্তদেব বৃহদারণ্যকেঽপ্যুপাসনং তদ্‌গুণেনোপসংহারাদিবদিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

যস্যৈকস্যামপি শাখায়াং তত্ত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদুপাসনস্য তত্র বিহিতানাং

[অপিচ...পন্নম্] আরও দেখ, অজ্ঞাতাংশ উপদেশ দ্বারা বাক্যের অর্থবত্তা সিদ্ধ হইলে, জ্ঞাতাংশের উল্লেখ গুলি নিত্যানুবাদ বলিয়াই স্থিরীকৃত ও উপপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং সেই নিত্যানুবাদরূপী বাক্যের বলে প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণকে অপহ্নব করিতে পার না। (সেই উপাসনাই অত্র স্থলে, এইরূপ প্রতীতি প্রত্যভিজ্ঞা, ইহা বাক্যজন্য প্রত্যয়-বিশেষ, সুতরাং শাব্দ প্রমাণ), প্রদর্শিত হেতুবাদে ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, এক শাখায় অভিহিত বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার একত্ব এবং সেই একত্ব নিবন্ধন গুণসমূহের উপসংহার (একত্র সমাবেশ) অবশ্যই হইবেক ॥ ৩। ৩। ১৯ ॥

বৃহদারণ্যকে "সত্য ব্রহ্ম" এই উপক্রমের পর উপক্রান্ত সত্য ব্রহ্মের অধিদৈব ও অধ্যাত্ম আয়তন (স্থান) বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা—"যাহা সেই সত্য, এই সেই পুরুষ আদিত্যে আদিত্য পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে চাক্ষুষ পুরুষ।" ইহারই পরে সত্য ব্রহ্মের ব্যাহৃতিময় শরীর (ব্যাহৃতি = ভূ, ভুব, স্বর্। ভূ = পৃথিবী, ভুব = অন্তরীক্ষ, স্বর = স্বর্গ) উক্ত হইয়াছে এবং তৎপরে তাহার দুইটী

---

* যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনাপ্যধীতায়াং গুণোপসংহার উক্তঃ, এবমেকবিদ্যাভিসম্বন্ধাদন্যত্রাপি তজ্জাতীয়কেঽপি বিষয়ে ভবিতুমর্হতি।

শাণ্ডিল্যবিদ্যা বিভাগক্রমে (ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে) কথিত হইলেও উপাসনার ঐক্য দৃষ্টে তাহাতে যেমন বিভিন্ন স্থানোক্ত অল্লাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন (একের অঙ্গ করা) হয়, তজ্জাতীয় অন্য স্থলেও সেইরূপ হইতে পারে অর্থাৎ বিদ্যার ঐক্য দৃষ্টে উদাহৃত সত্য বিদ্যাতেও বিভিন্ন স্থানোক্ত গুণের সঙ্কলন হইতে পারে। অর্থাৎ উপনিষদ্‌দ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে। এটী পূর্ব্বপক্ষ বা আশঙ্কা সূত্র।

নিষদাবুপদিশ্যেতে "তস্যোপনিষদহরিত্যধিদৈবতং, তস্যোপনিষদহমিত্যধ্যাত্মম্।" তত্র সংশয়ঃ—কিমবিভাগেনৈবোভে অপ্যুপনিষদাবুভয়ত্রানুসন্ধাতব্যে ? উত বিভাগেনৈকাধিদৈবতম্ ? একাধ্যাত্মম্ ইতি।

তত্র সূত্রেণৈবোপক্রমতে—যথা শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং বিভাগেনাপ্যধীতায়াং গুণোপসংহার উক্তঃ, এবমন্যত্রাপ্যেবঞ্জাতীয়কে বিষয়ে ভবিতুমর্হতি, একবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। একা হীয়ং সত্যবিদ্যা অধিদৈবমধ্যাত্মঞ্চাধীতা, উপক্রমাভেদাৎ ব্যতিষক্তপাঠাচ্চ। কথং তস্যামুদিতো ধর্ম্মস্তস্যামেব ন স্যাৎ। যো হ্যাচার্য্যে কশ্চিদনুগমাদিরাচারশ্চোদিতঃ, স গ্রামগতে অরণ্যগতে চ তুল্যবদেব ভবতি। তস্মাদুভয়োরপ্যুপনিষদোরুভয়ত্র প্রাপ্তিরিতি। এবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে॥ ৩। ৩। ২০॥

ধর্ম্মাণাং সঙ্করস্তথা সতি সত্যস্যৈকস্যাভেদাম্মণ্ডলদ্বয়বর্ত্তিন উপনিষদোরপি সঙ্করপ্রসঙ্গাত্তস্যেতি চ প্রকৃতপরামর্শত্বাচ্ছেদঃ, সত্যস্য চ প্রধানস্য প্রকৃতত্বাৎ অধিদৈবমিত্যস্য বিশেষণতয়োপসর্জ্জনত্বেনাপ্রস্তুতত্বাৎ, প্রস্তুতস্য চ সত্যস্যাভেদাৎ পূর্ব্ববদ্‌গুণসঙ্কর ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে॥ ৩। ৩। ২০॥

উপনিষদ্ অর্থাৎ দুইটী রহস্য দেবতা কথিত হইয়াছে। যথা—"উহার অধিদৈব উপনিষদ্ অহঃ, তাহার অধ্যাত্ম উপনিষদ্ অহম্।"

[তত্র...সম্বন্ধাৎ] এখানে সংশয় হয়, ঐ উপনিষদ্‌দ্বয় কি উভয়ত্র অবিভাগে পরিজ্ঞেয় ? অথবা বিভাগে পরিজ্ঞেয় ? (একটী অধিদৈব উপনিষদ্, অপরটী অধ্যাত্ম উপনিষদ্, এইরূপ পৃথক্ বা ভিন্নভাবে পরিজ্ঞেয় কি ?) সূত্রকার সূত্রের দ্বারা এই সংশয়ের উত্থাপন করিয়াছেন ও বিভাগক্রমে অধ্যয়ন বা পাঠ থাকিলেও শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যে প্রণালীতে ও যে কারণে অল্পাধিক গুণের একত্র সঙ্কলন হইয়া থাকে, তৎসমানজাতীয় অন্যান্য স্থলেও সেই কারণে ও সেই প্রণালীতে অল্পাধিক গুণের একত্র সংগ্রহ হওয়াই ন্যায্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। তৎপ্রতি হেতু এই যে, সেই সেই স্থলে একই উপাসনার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। [এক... বিধত্তে] উপক্রম অভেদ ও ব্যতিষক্ত পাঠ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, একই সত্যবিদ্যা অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই দ্বিবিধ নিদর্শনে অধীত হইয়াছে (ব্যতিষক্ত পাঠ = সংশ্লিষ্ট পাঠ অর্থাৎ অক্ষি-পুরুষ ও আদিত্য-পুরুষ পরস্পর পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ উক্তি। আদিত্য-রশ্মি চক্ষুতে ও চক্ষু আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপ পাঠ)। যে ধর্ম্ম তাদৃশ আধারে কথিত, সে ধর্ম্ম কেননা তাহাতে থাকিবে ? আচার্য্য বিষয়ে উপদিষ্ট আচার যুদ্ধ স্থলে ও অরণ্য স্থলে উভয়ত্রই সমান প্রাপ্ত জানিবে। তদ্দৃষ্টান্তে উভয় স্থলেই উভয় উপনিষদের প্রাপ্তি, ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার বা এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবিধান এই॥ ৩। ৩। ২০॥

ন বা বিশেষাৎ ॥ ৩। ৩। ২১ ॥*

নৈবোভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। কস্মাৎ? বিশেষাৎ। উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাদিত্যর্থঃ। কথং স্থানবিশেষোপনিবন্ধ ইতি? উচ্যতে। "য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষঃ" ইতি হ্যাধিদৈবিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্যোপনিষদহরিতি শ্রাবয়তি। "যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইতি চাধ্যাত্মিকং পুরুষং প্রকৃত্য তস্যোপনিষদহমিতি। তস্যেতি চৈতৎ সন্নিহিতালম্বনং সর্ব্বনাম। তস্মাদায়তনবিশেষব্যপাশ্রয়েণৈবৈতে উপনিষদাবুপদিশ্যেতে, কুত উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ।

নন্বেক এবায়মধিদৈবতমধ্যাত্মঞ্চ পুরুষঃ, একস্যৈব সত্যস্য

সত্যং, যত্র স্বরূপমাত্রসম্বন্ধো ধর্ম্মাণাং শ্রূয়তে, তত্রৈবং স্বরূপস্য সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাত্তন্মাত্রসম্বন্ধিত্বাচ্চ ধর্ম্মাণাম্। যত্র তু সবিশেষণং প্রধানমবগম্যতে, তত্র সবিশেষণস্যৈব তস্য ধর্ম্মাভিসম্বন্ধো ন নির্ব্বিশেষণস্য, নাপ্যন্যবিশেষণসহিতস্য। ন হি দণ্ডিনং পুরুষমানয়েত্যুক্তে দণ্ডরহিতঃ কমণ্ডলুমানানীয়তে।

উভয় স্থলেই উক্ত উভয়ের প্রাপণ সম্ভবে না। তৎপ্রতি হেতু, উপাসনার জন্য বিভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিরূপ? তাহা বলিতেছি। শ্রুতি "আদিত্যমণ্ডলে ঐ যে পুরুষ" এইরূপে আধিদৈবিক পুরুষের (আত্মার) প্রস্তাব করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—"তাহার উপনিষদ্ অর্থাৎ রহস্যদেবতা অহঃ।" আর "দক্ষিণ চক্ষুতে এই যে পুরুষ" এইরূপে আধ্যাত্মিক পুরুষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন বা শুনাইয়াছেন—"ইহাঁর উপনিষদ্ অহম্।" তৎ-শব্দ ও এতৎ-শব্দ অর্থাৎ সেই ও এই, এই দুই শব্দ একত্রিত হইলে সন্নিহিতবাচী হইয়া থাকে। (যাহা নিকটে—তাহাকেই বুঝায়)। যখন আয়তন-বিশেষ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট স্থান উল্লেখে ঐ দুই উপনিষদ্ উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন আর কিরূপে ঐ ধর্ম্মকে ঐ দুই প্রদেশে পাইতে বা লইতে পার?

[নন্বেক...নিষদোঃ] যদি বল, ঐ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক পুরুষ একই

---

* ন বা নৈব উভয়োরুভয়ত্র প্রাপ্তিঃ। কস্মাৎ? বিশেষাৎ। উপাসনস্থানবিশেষোপনিবন্ধাদিত্যর্থঃ। তস্যোপনিষদহরহমিতি চ বাক্যদ্বয়েন তচ্ছব্দপরামৃষ্টয়োঃ সন্নিহিতস্থানবিশিষ্টয়োঃ পুরুষয়োর্নামসম্বন্ধপরেণবাক্যেনোপসংহারানুমানং বাধ্যমিতি নিষ্কর্ষঃ।

উত্তর এই যে, তাহা পারে না। অর্থাৎ উপনিষদ্দ্বয়ের উভয়ত্র প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ এই যে, সত্য ব্রহ্ম উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান কথিত হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

ব্রহ্মণ আয়তনদ্বয়প্রতিপাদনাৎ। সত্যমেবমেতৎ। একস্যাপি ত্ববস্থাবিশেষোপাদানেনৈবোপনিষদ্বিশেষোপদেশাৎ তদবস্থস্যৈব সা ভবিতুমর্হতি। অস্তি চায়ং দৃষ্টান্তঃ—সত্যপ্যাচার্য্যস্বরূপানপায়ে যদাচার্য্যস্যাসীনস্যানুবর্ত্তনমুক্তং, ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি। যচ্চ তিষ্ঠত উক্তং, ন তদাসীনস্যেতি। গ্রামারণ্যয়োস্ত্বাচার্য্যস্বরূপানপায়াৎ তৎস্বরূপানুবদ্ধস্য ধর্ম্মস্য গ্রামারণ্যকৃত-বিশেষাভাবাদুভয়ত্র তুল্যবদ্ভাব ইত্যদৃষ্টান্তঃ সঃ। তস্মাদ্ব্যবস্থাঽনয়োরুপনিষদোঃ ॥ ৩। ৩। ২১ ॥

দর্শয়তি চ ॥ ৩। ৩। ২২ ॥ *

অপি চ, এবঞ্জাতীয়কানাং ধর্ম্মাণাং ব্যবস্থিতিলিঙ্গদর্শনং

তস্মাদধিদৈবং সত্ত্যস্যোপনিষদুক্তা, ন তস্যৈবাধ্যাত্মং ভবিতুমর্হতি। যথা চাচার্য্যস্য গচ্ছতোঽনুগমনং বিহিতং ন তত্তিষ্ঠতো ভবতি। তস্মান্নোপনিষদোঃ সঙ্করঃ, কিন্তু ব্যবস্থিতিঃ। তদিদমুক্তং "স্বরূপানপায়াৎ" ইতি ॥ ৩। ৩। ২১ ॥

অতিদেশাদপ্যেবমেব, তত্ত্বে হি নাতিদেশঃ স্যাদিতি ॥ ৩। ৩। ২২ ॥

বস্তু, কেননা, একই সত্ত্য ব্রহ্মের ঐ দুইটী স্থান (উপাসনার প্রতীক) উপদিষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, তাহা সত্য; তথাপি উক্ত উভয় উভয়স্থলে প্রাপিত হয় না। একের নির্দ্দিষ্ট বহু অবস্থার গ্রহণ দ্বারা তদনুবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য। প্রস্তাবিত স্থলেও দুই বিভিন্ন উপনিষদের উপদেশ হওয়ায় তাহা (তদ্দ্বয়) তদবস্থাপন্নেরই হওয়া উচিত। এরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধ গ্রহণের দৃষ্টান্তও আছে। যথা—আচার্য্যের স্বরূপ পরিবর্ত্তন না হইলেও, একরূপ থাকিলেও, উপবেশনাবস্থায় যদ্রূপ অনুবর্ত্তন উক্ত ও কর্ত্তব্য হয়, সেরূপ অনুবর্ত্তন উত্থানাবস্থায় (উত্থান=দাঁড়ান অবস্থায়), হয় না. আবার উত্থানাবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা উপবেশনাবস্থায় হয় না। গ্রাম ও অরণ্য প্রকৃতানুগুণ দৃষ্টান্ত নহে। যদিও—গ্রামে ও অরণ্যে আচার্য্য-স্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না, তাহা উভয়ত্রই একরূপ, তথাপি গ্রাম ও অরণ্য এ দুটী আচার্য্যত্বানুগত ধর্ম্মের কোনরূপ বিশেষ (ভেদ) ভাব উৎপাদন করে না, সুতরাং গ্রাম ও অরণ্য উভয়ত্রই তুল্যরূপে তদনুবর্ত্তিত্ব ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়। প্রদর্শিত হেতুবাদের দ্বারা উভয় উপনিষদের ব্যবস্থাভাবই প্রতীত হয়, তুল্যরূপে উভয়ত্র গ্রহণ প্রতীত হয় না ॥ ৩। ৩। ২১ ॥

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের (নামাদির) ব্যবস্থার, নিয়মিতরূপে প্রাপ্তির বা সেই

---

* শ্রুতিরিতি শেষঃ। উক্তনাম-ব্যবস্থায়ামতিদেশরূপশ্রৌতলিঙ্গমস্তীতি নিস্পষ্টার্থঃ।

ঐরূপ ঐরূপ ধর্ম্মের বা গুণের ব্যবস্থা পক্ষে শ্রৌত লিঙ্গও আছে। (লিঙ্গ=অনুমাপক—অতিদেশ বাক্য। ব্যবস্থা অনিয়মেব নিযমন)।

ভবতি "তস্যৈতস্য তদেব রূপং যদমুষ্য রূপং, যাবমুষ্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ, যন্নাম তন্নাম" ইতি। কথমস্য লিঙ্গত্বম্? তদুচ্যতে। অক্ষ্যাদিত্যস্থানভেদভিন্নান্ ধর্ম্মানন্যোন্যস্মিন্ননুপসংহার্য্যান্ পশ্যন্ ইহাতিদেশেনাদিত্যপুরুষগতান্ রূপাদীনক্ষিপুরুষ উপসংহরতি "তস্যৈতস্য তদেব রূপম্" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ব্যবস্থিতে এবৈতে উপনিষদাবিতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩ । ৩ । ২২ ॥

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ৩ । ৩ । ২৩ ॥ †

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি, ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান" ইত্যেবং রাণায়নীয়ানাং খিলেষু বীর্য্যসম্ভৃতি-দ্যুনিবেশ-প্রভৃতয়ো ব্রহ্মণো বিভূতয়ঃ পঠ্যন্তে। তেষামেব চোপনিষদি

"ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমস্ত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥"

সেই আধারে স্থির রাখার শ্রৌত নিদর্শনও আছে। যথা—"সেই এই পুরুষের তাহাই রূপ—যাহা ঐ আদিত্যপুরুষের রূপ। অর্থাৎ ইহাঁরও সেই রূপ, সেই গেষ্ণ, সেই নাম।" এখানে চক্ষু ও আদিত্য এই দুই বিভিন্ন স্থান উক্ত হইয়াছে, অথচ সেই সেই স্থানে রূপাদির তুল্যতা কথিত হইয়াছে; সুতরাং ঐ সকলের একত্র উপসংগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক। কিন্তু শ্রুতি সে বিষয়ে অন্য কিছু না বলিয়া কেবল অতিদেশবাক্যে আদিত্য পুরুষের রূপাদি ধর্ম্মনিচয় চাক্ষুষ পুরুষে সমাবেশ (উপসংগ্রহ) করিয়া দিয়াছেন। এতদনুসারে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তের বলে উক্ত উপনিষদ্দ্বয়ের ব্যবস্থা-পক্ষই সিদ্ধ হয় ও অব্যবস্থাপক্ষ নিবারিত হয় ॥৩।৩।২২॥

রাণায়নীয়শাখার খিল-শ্রুতিতে (খিল = বিধিও নহে, নিষেধও নহে, এরূপ বাক্য।) ব্রহ্মের বীর্য্যবত্তা ও স্বর্গাবস্থান প্রভৃতি ধর্ম্ম পঠিত হইয়াছে। যথা—"ব্রহ্মের বীর্য্য অর্থাৎ পরাক্রম (আকাশাদি উৎপাদনের সামর্থ্য) সম্ভৃত অর্থাৎ

† অতএব আয়তনবিশেষযোগাদপি হেতোঃ সম্ভৃতিত্যাদয়োঽপি ব্রহ্মবিভূতয়ো নোপসংহর্ত্তব্যাঃ, শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষ্বিত্যন্বয়ঃ। সম্ভৃতীবীর্য্যমাকাশোৎপাদনাদিসামর্থ্যম্। দ্যুব্যাপ্তিঃ সদাসর্ব্বব্যাপিত্বম্।

রাণায়নীয় শাখার বিধিনিষেধশূন্য কতিপয় বাক্যে সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্ম-বিভূতি কথিত হইয়াছে। আবার ঐ শাখায় শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতি কতিপয় উপাসনা অভিহিত আছে। তন্মূলে সংশয় হয়, সম্ভৃতিপ্রভৃতি ব্রহ্মগুণ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে সংকলিত হইবে কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, হইবে, কিন্তু বিচারনিষ্কর্ষে পাওয়া যায়, হইবে না। তৎপ্রতি কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে আশ্রয়বিশেষের উপদেশ আছে। শাণ্ডিল্যবিদ্যায় হৃদয়ায়তনে ব্রহ্মোপাসনার বিধান। এ জন্য তাহা আধ্যাত্মিক; কিন্তু সম্ভৃতি প্রভৃতি আধিদৈবিক। আধিদৈবিক গুণ আধ্যাত্মিক উপদেশে সঙ্কলিত হইবার অযোগ্য।

শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতয়ো ব্রহ্মবিদ্যাঃ পঠ্যন্তে। তাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু তা ব্রহ্মবিভূতয় উপসংহ্রিয়েরন্ ন বেতি বিচারণায়াং ব্রহ্মসম্বন্ধাদুপসংহারপ্রাপ্তৌ পঠতি—

সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ো বিভূতয়ঃ শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতিষু নোপসংহর্ত্তব্যাঃ। অত এব চ—আয়তনবিশেষযোগাৎ। তথা হি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং হৃদয়ায়তনত্বং ব্রহ্মণ উক্তং "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে" ইতি। তদ্বদেব দহরবিদ্যায়ামপি "দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্নন্তর আকাশঃ" ইতি। উপকোশলবিদ্যায়ান্তু অক্ষ্যায়তনত্বং "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি। এবং তত্র তত্র তত্তদাধ্যাত্মিকমায়তনমেতাসু বিদ্যাসু প্রতীয়তে। আধিদৈবিক্যস্ত্বেতা বিভূতয়ঃ সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্তিপ্রভৃতয়ঃ। তাসাং কুত এতাসু প্রাপ্তিঃ। নন্বেতাস্বপ্যাধিদৈবিক্যো বিভূতয়ঃ শ্রূয়ন্তে

ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠং যেষাং তানি ব্রহ্মজ্যেষ্ঠা, জজ্ঞে আস। যদ্যপি তাসু তাসু শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্বায়তনভেদপরিগ্রহেণাধ্যাত্মিকায়তনত্বং সম্ভৃত্যাদীনাং গুণা-

অব্যাহত। সেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম দেবাদি উৎপাদনের পূর্ব্বে স্বর্গ ব্যাপিয়াছিলেন" ইত্যাদি। ঐ শাখার উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, তাহাতে ঐ সকল ব্রহ্ম-বিভূতি (বীর্য্যবত্তা ও সদাসর্ব্বব্যাপিত্ব) উপসংহৃত (সঙ্কলিত) হইবে কি-না, এই বিচারণা উপস্থিত হয়। ব্রহ্ম-সম্বন্ধ থাকায় প্রথমতই পাওয়া যায়, উপসংহৃত হইবে। এই ২৩শ সূত্র সেই প্রাপ্ত-উপসংহার পক্ষের নিরাসক।

অর্থ এই যে, সম্ভৃতি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি ও স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতি শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপসংহৃত হইবে না। কারণ এই যে, শাণ্ডিল্যবিদ্যার সহিত নির্দ্দিষ্ট আয়তনের (উপাস্য স্থানের) সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। [তথাহি...প্রাপ্তিঃ] শাণ্ডিল্যবিদ্যায় কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের আয়তন হৃদয়। যথা—"এই আত্মা হৃদয়াভ্যন্তরে—" ইত্যাদি। দহরবিদ্যাতেও ঐরূপ। যথা—"হৃদয়ে দহর অর্থাৎ অল্পপরিমাণ পদ্মরূপ গৃহ, তন্মধ্যে দহরপরিমাণ আকাশ (আত্মা বা ব্রহ্ম।" উপকোশল-বিদ্যায় হৃদয়স্থান কথিত হয় নাই, কিন্তু অক্ষিস্থান কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাতে চক্ষুঃ-আধারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা— "অক্ষিপটে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়—" ইত্যাদি। এইরূপে সেই সেই শ্রুতিতে অভিহিত সেই সেই বিদ্যায় (উপাসনায়) আধ্যাত্মিক আয়তন (হৃদয় ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই দেহস্থ, সুতরাং আধ্যাত্মিক) কথিত হইয়াছে ; পরন্তু ঐ সকল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য বা সামর্থ্য) আধিদৈবিক। যেহেতু আধিদৈবিক, সেই হেতু শাণ্ডিল্যবিদ্যা ও দহরবিদ্যা প্রভৃতিতে ঐ সকলের (সম্ভৃতি ও স্বর্গব্যাপ্তি প্রভৃতির) প্রাপ্তি সম্ভাবনা নাই। [নন্বেতা...ক্ষমাঃ] যদি বল, অন্যান্য অনেক

"জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ, এষ উ এব ভামনী-রেষ হি সর্ব্বেষু ভূতেষু ভাতি, যাবান্ বায়মাকাশস্তাবানেষো-হন্তর্হৃদয় আকাশঃ, উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমা-হিতে" ইত্যেবমাদ্যাঃ। সন্তি চান্যা আয়তনবিশেষহীনা অপি ব্রহ্মবিদ্যাঃ ষোড়শকলাদ্যাঃ। সত্যমেবৈতৎ। তথাপ্যত্র বি-দ্যতে বিশেষঃ সম্ভৃত্যাদ্যনুপসংহারহেতুঃ। সমানগুণাম্নানেন হি প্রত্যুপস্থাপিতাসু বিপ্রকৃষ্টদেশাস্বপি বিদ্যাসু বিপ্রকৃষ্ট-দেশগুণা উপসংহ্রিয়েরন্নিতি যুক্তম্।

নামাধিদৈবিকত্বমিত্যায়তনভেদঃ প্রতিভাতি, তথাপি "জ্যায়ান্ দিবঃ" ইত্যাদিনা সন্দর্ভেণাধিদৈবিকবিভূতিপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ষোড়শকলাদ্যাসু চ বিদ্যাস্বায়তনাশ্রবণা-দন্ততো ব্রহ্মাশ্রয়তয়া সাম্যেন প্রত্যভিজ্ঞাসম্ভবাৎ সম্ভৃত্যাদীনাং গুণানাং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাসু ষোড়শকলাদিবিদ্যাসু চোপসংহার ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

বাঢ়ান্তস্ত—মিথঃ সমানগুণশ্রবণং প্রত্যভিজ্ঞায় যদ্বিদ্যা অপূর্ব্বানপি তত্রাশ্রুতান্ গুণানুপসংহারয়তি ন ত্বিহ সম্ভৃত্যাদিগুণকব্রহ্মবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাগতগুণ-শ্রবণমস্তি। যা তু কাচিদাধিদৈবিকী বিভূতিঃ শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যায়াং শ্রূয়তে, তস্যাস্তৎপ্রকরণাধীনত্বাত্তাবন্মাত্রং গ্রহীষ্যতে, নৈতাবন্মাত্রেণ সম্ভৃত্যাদীনন্যুক্রষ্টু-মর্হতি। তত্রৈতৎপ্রত্যভিজ্ঞানাভাবাদিত্যুক্তম্। ব্রহ্মাশ্রয়ত্বেন তু প্রত্যভিজ্ঞান-সমর্থনমতিপ্রসক্তম্, ভূয়সীনামৈক্যপ্রসঙ্গাৎ।

বিদ্যায় (উপসনায়) আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে শ্রুত আছে, আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্য যথা—"দিব্ (আকাশ) হইতেও বড়, এ সমুদায় লোক হইতে বড়, ইনিই ভামনী (দীপ্তিরূপ), ইনিই সমুদায় ভূতে প্রকাশমান, এই আকাশ যদ্রূপ বা যৎপরিমাণ, হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশও তদ্রূপ বা তৎপরিমাণ, ঐ দিব্ (অন্তরিক্ষ) ও এই পৃথিবী উভয়ই ইহাঁর অভ্যন্তরে অবস্থিত" ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন এমন অনেক ব্রহ্মবিদ্যা আছে, যাহাতে আয়তন-বিশেষের উল্লেখ নাই। (আয়তন=উপাসনার প্রতীক বা অবলম্বন স্থান) যথা—ব্রহ্ম ষোড়শকল, ইত্যাদি। সে সকল বিদ্যায় সম্ভৃতি প্রভৃতি গুণের উপসংহার (যোজনা) না হয় কেন? তাহার প্রত্যুত্তর এই যে, সত্য বটে—অন্যান্য উপাসনায় আধিদৈবিক ঐশ্বর্য্যের শ্রবণ ও ষোড়শকল প্রভৃতি ব্রহ্মোপাসনায় অনির্দ্দিষ্টায়তনের বিধান আছে; পরন্তু সে সকল উপাসনায় সম্ভৃত্যাদি গুণের (ব্রহ্মধর্ম্মের) উপসংহার (সংগ্রহ) না হইবার বিশেষ হেতুও আছে। সমান গুণের (ধর্ম্মের) উল্লেখ থাকিলে তদ্দ্বারা সমাকৃষ্ট সুদূর দেশস্থ উপাসনায় সুদূরদেশস্থ গুণের উপসংহার হওয়া অযুক্ত নহে।

সম্ভৃত্যাদয়স্তু শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ গুণাঃ পরস্পর-ব্যাবৃত্তস্বরূপত্বাৎ ন প্রদেশান্তরবর্ত্তি-বিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনক্ষমাঃ। ন চ ব্রহ্মসম্বন্ধমাত্রেণ প্রদেশান্তরবর্ত্তি-বিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপনমুচ্যতে। বিদ্যাভেদেঽপি তদুপপত্তেঃ। একমপি ব্রহ্ম বিভূতিভেদৈর-নেকৈরনেকধোপাস্যত ইতি স্থিতিঃ, পরোবরীয়স্ত্বাদিবদ্ভেদদর্শনাৎ। তস্মাৎ বীর্য্যসম্ভৃত্যাদীনাং শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিষ্বনুপসংহার ইতি ॥ ৩। ৩। ২৩ ॥

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥৩।৩।২৪॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা,

তদিদমুক্তং "সম্ভৃত্যাদয়স্তু শাণ্ডিল্যাদিবাক্যগোচরাশ্চ" ইতি। তস্মাৎ সম্ভৃতিশ্চ দ্যুব্যাপ্তিশ্চ তদিদং সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ প্রত্যভিজ্ঞানাভাবান্ন শাণ্ডিল্যাদিবিদ্যাস্বুপসংহ্রিয়ত ইতি সিদ্ধম্॥ ৩। ৩। ২৩॥

পুরুষযজ্ঞত্বমুভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টম্। ন চ বিদুষো যজ্ঞস্যেতি ন সামানাধিকরণ্য-

---

কিন্তু শাণ্ডিল্যাদি বিদ্যোক্ত সম্ভৃত্যাদি গুণ পরস্পর ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ অসমান। সেই কারণে তাহারা স্থানান্তরোক্ত উপাসনার আকর্ষক নহে। [ন চ...ইতি] ব্রহ্মসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া যদি তাহা স্থানান্তরোক্ত ব্রহ্মোপাসনার আকর্ষক হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন উপাসনাতেও হইতে পারে। (বস্তুতঃ তাহা হয় না)। যদিও ব্রহ্ম এক, তথাপি, বিভূতিভেদ দৃষ্টে তাঁহাকে অনেক প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকে। ফলিতার্থ—গুণভেদ অনুসারেই উপাসনাভেদ স্বীকৃত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—এক উপাসনা পরোবরীয়স্ত্বাদি গুণ লইয়া, অন্য উপাসনা অন্য গুণ লইয়া। অতএব, বীর্য্যসম্ভৃতি (সৃষ্টিশক্তিধারণ) প্রভৃতি গুণ শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতেই উপসংহৃত হয়, অন্যত্র নহে ॥৩।৩।২৩॥

তাণ্ডিদিগের ও পৈঙ্গিদিগের রহস্যব্রাহ্মণে পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে। †

---

* তৈত্তিরীয়াণাং পুরুষবিদ্যায়াং ইতরেষাং তাণ্ড্যাদ্যুক্তপুরুষবিদ্যাগুণানাং অনাম্নানাৎ হেতোস্তস্যাং তেষামনুপসংহার এব স্যাদিতি যোজনা।

তাণ্ডিশাখায় ও পৈঙ্গিশাখায় পুরুষবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে এবং তৈত্তিরীয়শাখাতেও পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শাখায় যে সকল গুণ বা ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সে সকল তৈত্তিরীয়োক্ত পুরুষবিদ্যায় সংগৃহীত হইবেক না। কারণ এই যে, প্রথমোক্ত শাখাদ্বয়কথিত ধর্ম্ম শেষোক্ত শাখায় পঠিত হয় নাই। (ভাষ্য দেখ)।

† পুরুষ—উপাসক ব্যক্তি, বিদ্যা—উপাসনা। উপাসক স্বপ্রতীকে বা আত্মপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা করিলে তাহা পুরুষবিদ্যা আখ্যায় অভিহিত হয়। এই উপাসনা ছান্দোগ্যে ও অন্যান্য উপনিষদে আছে। ছান্দোগ্যে এইরূপ আছে—পুরুষই যজ্ঞ। সংপূর্ণ-বয়সের ২৪ বৎসর প্রাতঃ

তত্র পুরুষো যজ্ঞঃ কল্পিতঃ, তদীয়মায়ুস্ত্রেধা বিভজ্য সবনত্রয়ং কল্পিতং, অশিশিষাদীনি চ দীক্ষাদিভাবেন কল্পিতানি, অন্যে চ ধর্ম্মাস্তত্র সমধিগতাশ্চাশীর্ম্মন্ত্রপ্রয়োগাদয়ঃ। তৈত্তিরীয়কা অপি কঞ্চিৎ পুরুষযজ্ঞং কল্পয়ন্তি "তস্যৈব বিদুষো যজ্ঞস্যাত্মা যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্নী" ইত্যেতেনানুবাকেন। তত্র সংশয়ঃ—কিং ইতরত্রোক্তাঃ † পুরুষ-যজ্ঞস্য ধর্ম্মাঃ, তে তৈত্তিরীয়কেষূপসংহর্ত্তব্যাঃ ? কিং বা নোপসংহর্ত্তব্যা ইতি। পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষাদুপসংহারপ্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে নোপসংহর্ত্তব্যা ইতি। কস্মাৎ ? তদ্রূপ-প্রত্যভিজ্ঞানাভাবাৎ। তদাহাচার্য্যঃ পুরুষবিদ্যায়ামিবেতি।

সম্ভবঃ, যজ্ঞস্যাত্মেত্যাত্মশব্দস্য স্বরূপবচনত্বাৎ। যজ্ঞস্য স্বরূপং যজমানস্তস্য চ চেতনত্বাদ্বিদুষ ইতি সামানাধিকরণ্যসম্ভবঃ। তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞত্বাবিশেষান্মরণাবভৃথত্বাদিসামান্যাচ্চৈকবিদ্যাধ্যবসানে উভয়ত্র উভয়ধর্ম্মোপসংহার ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

তাহাতে পুরুষকে যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরুষের যে আয়ুঃ, তাহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া যজ্ঞীয় সবন-ত্রয়েব কল্পনা করা হইয়াছে। পুরুষ যে পান-ভোজন করে, সেই পান-ভোজনই যজ্ঞীয় দীক্ষা। এতদ্ভিন্ন তাহাতে আশীঃ (প্রার্থনা) ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি আরও কএকটী ধর্ম্মের সংযোগ কবিতে দেখা যায়। [তৈত্তিরীয়কা...মিবেতি] তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও অন্য এক পুরুষ যজ্ঞের কথা আছে। যথা—"সেই তাদৃশ জ্ঞানবান্ উপাসকের আত্মাই সেই যজ্ঞের যজমান এবং শ্রদ্ধাই পত্নী।" ইত্যাদি। এতদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, তাণ্ডি ও পৈঙ্গিদিগের পুরুষ-যজ্ঞের ধর্ম্ম তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞে সংগৃহীত (সংযোজিত) হইবে কি না। সেটীও পুরুষ-যজ্ঞ, এটীও পুরুষ-যজ্ঞ, এ ভাবে দেখিতে গেলে উপসংহারের (ধর্ম্মসংগ্রহের) প্রাপ্তি হইতে পারে বটে ; কিন্তু তাণ্ড্যুক্ত পুরুষ-যজ্ঞই যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, এরূপ প্রত্যভিজ্ঞান না থাকায় তদুক্ত ধর্ম্ম তৈত্তিরীয়োক্ত উপাসনায় সংযোজিত হইবে না। ইহা আচার্য্য বেদব্যাস এই ২৪ সূত্রে বলিয়াছেন।

সবন, ৪৪ বৎসর মাধ্যন্দিন সবন, ৪৮ বৎসরেব পর তৃতীয় সবন। পানেচ্ছা, ভোজনেচ্ছা ও রমণেচ্ছা তাহার দীক্ষা। পান ভোজন রমণ উপসদ্ যাগ। হাস্যাদ শস্ত্র অর্থাৎ সামগান। তপস্যা ও দানাদি দক্ষিণ এবং মরণ অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান। ইহাতে ৩টী প্রার্থনা মন্ত্র আছে। এই উপাসনার ফল ১১৬ বৎসর বয়োলাভ। তৈত্তিরীয়শাখায় এইরূপ আছে—"যে এতদ্রূপ জ্ঞানী, অর্থাৎ যে এবম্প্রকারে উপাসনা কবে, সেই জ্ঞানীর যজ্ঞ অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষই যজ্ঞ। তাহার আত্মাই যজমান, শ্রদ্ধাই পত্নী, শরীর যজ্ঞকাষ্ঠ, বক্ষঃস্থল বেদী, লোম সমূহ কুশা, বেদ শিখা, হৃদয় যূপ, কাম (অভিলাষ) ঘৃত, মন্যু পশু, তপস্যা অগ্নি, দম পশুবধ-কর্ত্তা, বাগিন্দ্রিয় দক্ষিণা, প্রাণ উদ্গাতা, চক্ষুঃ অধ্বর্য্যু, মন ব্রহ্মা ইত্যাদি। উভয় শাখাতেই পুরুষবিদ্যা কথিত হইয়াছে, পরন্তু সমান প্রণালীতে নহে। কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

† কিং ইতরত্রোক্তা ইতি কচিৎ পাঠঃ।

যথৈকেষাং শাখিনাং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষবিদ্যায়ামাম্নানং, নৈবমিতরেষাং তৈত্তিরীয়াণামাম্নানমস্তি। তেষাং হীতরবিলক্ষণমেব যজ্ঞসম্পাদনং দৃশ্যতে, পত্নী-যজমান-বেদ-বেদি-বর্হির্যূপাজ্য-পশ্বৃত্বিগাদ্যনুক্রমণাৎ। যদপি সবনসম্পাদনং, তদপীতরবিলক্ষণমেব। "যৎ সায়ং প্রাতর্ম্মধ্যন্দিনঞ্চ, তানি সবনানি" ইতি। যদপি কিঞ্চিন্মরণাবভৃথত্বাদিসামান্যং, তদপ্যল্পীয়স্ত্বাদ্ভূয়সা বৈলক্ষণ্যেনাভিভূয়মানং ন প্রত্যভিজ্ঞাপনক্ষমম্। ন চ তৈত্তিরীয়কে পুরুষস্য যজ্ঞত্বং শ্রূয়তে। বিদুষো যজ্ঞস্যেতি হি ন চৈতে সমানাধিকরণে ষষ্ঠ্যৌ—বিদ্বা-

যাদৃশং তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞসম্পাদনং, তদায়ুষশ্চ ত্রেধা ব্যবস্থিতস্য সবনত্রয়সম্পাদনম্, অশিশিষাদীনাঞ্চ দীক্ষাদিভাবসম্পাদনং, নৈবং তৈত্তিরীযাণাম্। তেষাং ন তাবৎ পুরুষে যজ্ঞসম্পত্তিঃ। ন হ্যাত্মা যজমান ইত্যত্রায়মাত্মশব্দঃ স্বরূপবচনঃ, ন হি যজ্ঞস্বরূপং যজমানো ভবতি, কর্ত্তৃকর্ম্মণোরভেদাভাবাৎ, চেতনাচেতনয়োশ্চৈক্যানুপপত্তেঃ যজ্ঞকর্ম্মণোশ্চাচেতনত্বাৎ, যজমানস্য চেতনত্বাৎ। আত্মনস্তু চেতনস্য যজমানত্বঞ্চ বিদ্বত্ত্বঞ্চোপপদ্যতে। তথা চায়মর্থঃ—এবংবিদুষঃ পুরুষস্য যঃ সম্বন্ধী যজ্ঞঃ, তস্য সম্বন্ধিতয়া যজমান আত্মা। তথা চাত্মনো যজমানত্বঞ্চ বিদ্বৎসম্বন্ধিতা চ যজ্ঞস্য মুখ্যে স্যাতাম্, ইতরথাত্মশব্দস্য স্বরূপবাচিত্বে বিদুষো যজ্ঞস্যেতি চ যজমানো যজ্ঞস্বরূপমিতি চ গৌণে স্যাতাম্। ন চ সত্যাং গতৌ তদ্যুক্তম্। তস্মাৎ পুরুষযজ্ঞতা তৈত্তিরীয়ে নাস্তীতি তয়া তাবন্ন সাম্যম্। ন চ পত্নীযজমানবেদবেদ্যাদিসম্পাদনং তৈত্তিরীয়াণামিব তাণ্ডিনাং পৈঙ্গিনাং বা বিদ্যতে,

[যথৈ...ক্ষমম্] * তাণ্ডীও পৈঙ্গী এই দুই শাখায় যদ্রূপ পুরুষ-যজ্ঞ কথিত হইয়াছে, তৈত্তিরীয়দিগের পুরুষ-যজ্ঞ ঠিক্ সেরূপে কথিত হয় নাই। তৈত্তিরীয়দিগের যজ্ঞকল্পনা এক প্রকার, কিন্তু তাণ্ডী ও পৈঙ্গী দিগের যজ্ঞকল্পনা অন্য প্রকার। উভয় কল্পনাই পরস্পর বিলক্ষণ (অসমান)। তৈত্তিরীয়েরা পত্নী, যজমান, বেদ, বেদী, কুশা, যূপ, ঘৃত, পশু ও ঋত্বিক্ প্রভৃতির কল্পনা করে, অন্যে তাহা করে না। উভয় যজ্ঞেই সবনের কল্পনা আছে সত্য; কিন্তু কল্পনার আকার বিভিন্ন। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই কালত্রয় তদীয় সবন কল্পনার আধার। (তাণ্ডীদিগের সবন কল্পনার আধার আয়ুষ্কাল)। মরণই অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞসমাপ্তিসূচক স্নান" এ কথা উক্ত উভয় শাখায় আছে বটে; কিন্তু সে অল্প সাম্য বহু বৈষম্যের নিকট দুর্ব্বল। বহু বৈলক্ষণ্যে অল্প সালক্ষণ্য অভিভূত হয়, সুতরাং তাহা প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান জন্মাইতে অক্ষম। (প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান—'সে-ই এই', এরূপ জ্ঞান)। [ন চ...স্যস্যেতি] তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে বিদ্বানের যজ্ঞ, এইরূপ উক্তি,

† তাণ্ডী ও পৈঙ্গী=বেদশাখাবিশেষ। রহস্যব্রাহ্মণ=সন্দর্ভবিশেষ অর্থাৎ উপনিষদ্। পুরুষবিদ্যা=পুরুষ-প্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা। (স্বীয় দেহে ব্রহ্মগুণ আরোপিত করিয়া ভাবনা প্রবাহ উত্থাপন করা)।

নেব যো যজ্ঞস্তস্যেতি। ন হি পুরুষস্য মুখ্যং যজ্ঞত্বমস্তি। ব্যধিকরণে ত্বেতে ষষ্ঠ্যৌ—বিদুষো যো যজ্ঞস্তস্যেতি। ভবতি হি পুরুষস্য মুখ্যো যজ্ঞসম্বন্ধঃ। সত্যাঞ্চ গতৌ মুখ্য এবার্থ আশ্রয়িতব্যো ন ভাক্তঃ। "আত্মা যজমানঃ" ইতি চ যজমানত্বং পুরুষস্য নিব্রুবন্ বৈয়ধিকরণ্যেনৈবাস্য যজ্ঞসম্বন্ধং দর্শয়তি। অপি চ, তস্যৈব বিদুষ ইতি সিদ্ধবদনুবাদশ্রুতৌ সত্যাং পুরুষস্য যজ্ঞভাবমাত্মাদীনাঞ্চ যজমানাদিভাবং প্রতিপিৎসমানস্য বাক্যভেদঃ স্যাৎ।

অপি চ, সসন্ন্যাসামাত্মবিদ্যাং পুরস্তাদুপদিশ্যানন্তরং "তস্যৈবম্বিদুষঃ" ইত্যাদ্যনুক্রমণং পশ্যন্তঃ পূর্ব্বশেষ এবৈষ আম্নায়ো ন স্বতন্ত্র ইতি প্রতীমঃ। তথা চৈকমেব ফলং উভয়োরপ্যনুবাকয়োরুপলভামহে "ব্রহ্মণো মহিমানমাপ্নোতি" ইতি। ইতরেষাস্ত্বনন্যশেষঃ পুরুষবিদ্যাম্নায়ঃ। আয়ুরভিবৃদ্ধিফলো

সবনসম্পত্তিরপ্যেষাং বিলক্ষণৈব। তস্মাদ্ভূয়োবৈলক্ষণ্যে সতি ন কিঞ্চিন্মাত্রসালক্ষণ্যাদ্বিদ্যৈকত্বমুচিতমতিপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ তস্যৈবং বিদুষ ইত্যনুবাদশ্রুতৌ সত্যামনেকার্থবিধানে বাক্যভেদদোষপ্রসক্তিরিত্যর্থঃ। অপি চেয়ং পৈঙ্গিনাং তাণ্ডিনাঞ্চ পুরুষযজ্ঞবিদ্যা ফলান্তরযুক্তা স্বতন্ত্রা প্রতীয়তে। তৈত্তিরীয়াণাস্তু এবংবিদুষ ইতি শ্রবণাৎ পূর্ব্বোক্তপরামর্শাৎ তৎফলত্বশ্রুতেশ্চ পারতন্ত্র্যম্।

ন চ স্বতন্ত্রপরতন্ত্রযোরৈক্যমুচিতমিত্যাহ—"অপি চ সসন্ন্যাসামাত্মবিদ্যাম্" ইতি। উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি।

আছে, কিন্তু পুরুষই যজ্ঞ, এরূপ উক্তি নাই। ঐ দুই ষষ্ঠী বিভক্তি বিদ্বান্ই যজ্ঞ, এরূপ অভেদার্থের বোধক নহে। [ন হি.. স্যাৎ] পুরুষে মুখ্য যজ্ঞভাব নাই, সুতরাং ঐ দুই ষষ্ঠী ব্যধিকরণার্থের বোধক অর্থাৎ জ্ঞানীর যে যজ্ঞ, তাহার, এইরূপ অর্থেরই বোধক। পুরুষে যে যজ্ঞসম্বন্ধ—তাহা মুখ্য হইতে পারে। যে স্থলে উপায় থাকে, মুখ্যার্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে মুখ্যার্থই গ্রাহ্য। আত্মাই যজমান, এই বাক্যে পুরুষের যজমানভাব বর্ণিত হওয়ায় পুরুষের সহিত যজ্ঞের সম্বন্ধভাব দেখান হইয়াছে। আরও দেখ, ঐ স্থলে "যে এইরূপ জানে তাহার" এইরূপ অনুবাদিনী শ্রুতি আছে। উহা থাকিতে পুরুষের যজ্ঞভাব ও আত্মাদির যজমানাদিভাব প্রতিপাদন করিলে অবশ্যই বাক্যভেদ দোষ হইবে।

[অপিচ...রীয়কে] প্রথমে সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা আত্মবিদ্যার উপদেশ, তৎপরে "এইরূপ জ্ঞানীর" ইত্যাদি সন্দর্ভের উল্লেখ, ইহা দেখিলে অবশ্যই বুঝা যায়, ঐ উল্লেখ পূর্ব্ব উপদেশেরই পোষক বা অঙ্গ। উহা স্বতন্ত্র নহে। আরও কথা এই যে, উক্ত উভয় অনুবাকের ফল একই। "সে ব্রহ্মের মহিমা পায়" ইত্যাদি।

হ্যসৌ "এষ হ ষোড়শবর্ষশতং জীবতীতি য এবং বেদ" ইতি সমভিব্যাহারাৎ। তস্মাচ্ছাখান্তরাধীতানাং পুরুষবিদ্যাধর্ম্মাণামাশীর্ম্মন্ত্রাদীনামপ্রাপ্তিস্তৈত্তিরীয়কে ॥ ৩। ৩। ২৪ ॥

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥ *

অস্ত্যাথর্ব্বণিকানামুপনিষদারম্ভে মন্ত্রসমাম্নায়ঃ "সর্ব্বং প্রবিধ্য হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য শিরোঽভিপ্রবৃজ্য ত্রিধা বিপৃক্তঃ" ইত্যাদিঃ। স তাণ্ডিনাং "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞম্" ইত্যাদিঃ। শাঠ্যায়নিনাং "শ্বেতাশ্বো হরিতনীলোঽসি" ইত্যাদিঃ। কঠানাং তৈত্তিরীয়কাণাঞ্চ "শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ" ইত্যাদিঃ। বাজসনেয়িনান্তূপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্যব্রাহ্মণং পঠ্যতে "দেবা

বিচারবিষয়ং দর্শয়তি। "আথর্ব্বণিকানাম্" ইতি। আথর্ব্বণিকাদ্যুপনিষদারম্ভে তে তে মন্ত্রাস্তানি তানি চ প্রবর্গ্যাদীনি কর্ম্মাণি সমাম্নাতানি। সংশয়মাহ—"কিমিমে" ইতি। পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—"উপসংহার এবাং বিদ্যাসু" ইতি।

কিন্তু ঐ পুরুষবিদ্যার উল্লেখ অন্যায় নহে। কারণ এই যে, সে পুরুষবিদ্যার ফল আয়ুর্ব্বৃদ্ধি। যথা—"যে ঐরূপ জানে, ঐরূপে উপাসনা করে, সে ষোড়শবর্ষশত জীবিত থাকে।" অতএব, শাখান্তরে পরিপঠিত পুরুষবিদ্যার আশীর্ম্মন্ত্রাদি ধর্ম্মনিচয় তৈত্তিরীয়দিগের লাভ সম্ভাবনা নাই।

অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে কএকটী মন্ত্র আছে। যথা—"হে দেবতে, তুমি আমার শত্রুর সর্ব্বাঙ্গ বিদীর্ণ কর। তাহার হৃদয় বিশেষ প্রকারে ভগ্ন কর, শরীরস্থ শিরাজাল ছিঁড়িয়া ফেল, মস্তক দ্বিধা কর।" সামবেদীয় তাণ্ডিশাখার প্রারম্ভেও মন্ত্র আছে। যথা—"হে সবিতৃ দেব, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি প্রসব কর অর্থাৎ তাহা সুসম্পন্ন কর।" শাট্যায়নীয় শাখাতেও মন্ত্রান্তর আছে। যথা—"যাহার শ্বেতাশ্ব অর্থাৎ উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক, সেই ইন্দ্র তুমি হরিততৃণের ন্যায় নীলবর্ণ।" ইত্যাদি। কঠ ও তৈত্তিরীয় এই দুই শাখাতেও উপনিষদারম্ভে "মিত্র ও বরুণ-দেবতা আমাদের সুখকর হউন" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। বাজসনেয়িশাখার উপনিষদারম্ভে প্রবর্গ্য ব্রাহ্মণ (সন্দর্ভবিশেষ) পঠিত হয়। যথা—"দেবতারা সত্রের (বহু পুরোহিত-নিষ্পাদ্য যজ্ঞের) অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। কৌষীতকিশাখাধ্যায়ীরাও অগ্নিষ্টোমব্রাহ্মণ (প্রস্তাববিশেষ) পাঠ করিয়া থাকেন। যথা—

---

* বেধাদয়োঽর্থাস্তেষাং ভেদঃ, তস্মাৎ তে বিদ্যাসু নোপসংহার্য্যাঃ। বিদ্যাসু হৃদয়াদিসম্বন্ধেঽপি বেধাদ্যর্থানামসম্বন্ধাৎ মন্ত্রার্থানামভিচারাদিসম্বন্ধলিঙ্গেন সন্নিধের্ব্বলীয়সাঽভিচারাদাবেব মন্ত্রাণাং বিনিয়োগ ইত্যভিপ্রায়ঃ।

আথর্ব্বণিক দিগের উপনিষদের প্রথমে কএকটী মন্ত্র আছে। অন্যান্য উপনিষদের প্রারম্ভেও কতকগুলি মন্ত্র ও কর্ম্ম কথিত আছে। এ সমস্ত সে সকল উপাসনায় নীত হইবে কি-না, তাহা

হ বৈ সত্রং নিষেদুঃ" ইত্যাদিঃ। কৌষীতকিনামপ্যগ্নিষ্টোম-ব্রাহ্মণং "ব্রহ্ম বা অগ্নিষ্টোমো ব্রহ্মৈব তদহর্ব্রহ্মণৈব তে ব্রহ্মোপযন্তি, তেঽমৃতত্বমাপ্নুবন্তি, য এতদহরুপসংযন্তি" ইতি। কিমিমে "সর্ব্বং প্রবিধ্য" ইত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ প্রবর্গ্যাদীনি চ কর্ম্মাণি বিদ্যাসূপসংহ্রিয়েরন্? কিং বা নোপসংহ্রিয়েরন্? ইতি মীমাংসামহে। কিং তাবৎ নঃ প্রতিভাতি। উপসংহার এষাং বিদ্যাস্বিতি। কুতঃ? বিদ্যাপ্রধানানামুপনিষদ্গ্রন্থানাং সমীপে পাঠাৎ।

নন্বেষাং বিদ্যার্থতয়া বিধানং নোপলভামহে। বাঢ়ম্।

সফলা হি সর্ব্বা বিদ্যা আম্নাতাস্তৎসন্নিধৌ মন্ত্রাঃ কর্ম্মাণি চ সমাম্নাতানি, ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ন্যায়াদ্বিদ্যাঙ্গভাবেন বিজ্ঞায়ন্তে।

চোদয়তি—"নন্বেষাম্" ইতি। ন হ্যত্র শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানানি সন্তি বিনিযোজকানি প্রমাণানি। ন হি যথা দর্শপূর্ণমাসাবারভ্য সমিদাদয়ঃ সমাম্নাতাস্তথা কাঞ্চিদ্বিদ্যামারভ্য মন্ত্রা বা কর্ম্মাণি বা সমাম্নাতানি। ন চাসতি সামান্যসম্বন্ধে সম্বন্ধিসন্নিধানমাত্রাত্তাদর্থ্যসম্ভবঃ। ন চ শ্রুতস্বাঙ্গপরিপূর্ণা বিদ্যা এতানাকাঙ্ক্ষিতুমর্হতি, যেন প্রকরণাপাদিতসামান্যসম্বন্ধানাং সন্নিধির্ব্বিশেষসম্বন্ধায় ভবেদিত্যর্থঃ। সমাধত্তে—"বাঢ়মনুপলভমানা অপি" ইতি। মা নাম ভূৎ ফলবতীনাং বিদ্যানাং পরিপূর্ণাঙ্গানামাকাঙ্ক্ষা, মন্ত্রাণান্তু স্বাধ্যাযবিদ্যাপাদিতপুরুষার্থভাবানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনাং স্ববিধ্যাপাদিতপুরুষার্থতাবানাং পুরুষাঽভিলষিতমাকাঙ্ক্ষতাং সন্নিধানাদন্যতরাকাঙ্ক্ষানিবন্ধনো রক্তপটন্যায়েন সম্বন্ধঃ।

"যাহা অগ্নিষ্টোম, তাহাই ব্রহ্ম। তাদৃশ অগ্নিষ্টোম যে দিবসে অনুষ্ঠিত হয়, সে দিবসও ব্রহ্ম। সেই জন্য, যে তদ্দিনসাধ্য কর্ম্ম (যাগ) করে—সে সেই ব্রহ্মসাধনের দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে মোক্ষ লাভ করে।" এখানে সংশয় বা বিচার্য্য এই যে, ঐ সকল মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম উপাসনায় গৃহীত হইবে কি-না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, গৃহীত হইবে। কারণ এই যে, ঐ সকল উপাসনাপ্রধান উপনিষদের অতিসন্নিকটে পরিপঠিত হইয়াছে।

[নন্বেষাং...যুক্তঃ] যদি বল, উপাসনার্থ ঐ সকলের বিধান হওয়া দৃষ্ট হয় না; তাহাতে আমরা বলিব, দৃষ্ট না হইলেও তাহা সন্নিধান সামর্থ্যে অনুমিত হয়। অর্থাৎ যখন উপাসনার নিকটে পঠিত—তখন অবশ্যই ঐ

বিচার্য্য। বিচারের সিদ্ধান্ত এই যে, সে সকল উপাসনায় নীত হইবে না। কারণ এই যে, সে সকলের অর্থের সহিত উপাসনার সম্পর্ক নাই। মন্ত্রে আছে, হৃদয়ং প্রবিধ্য। হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক থাকিলেও তদ্বেধের সহিত নাই। ইত্যাদি।

অনুপলভমানা অপি ত্বনুমাস্যামহে, সন্নিধিসামর্থ্যাৎ। ন হি সন্নিধেরর্থবত্ত্বে সম্ভবত্যকস্মাদসাবনাশ্রয়িতুং যুক্তঃ। নন্বু নৈষাং মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়ং কিঞ্চিৎ সামর্থ্যং পশ্যামঃ। কথঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনি কর্ম্মাণি অন্যার্থত্বেনৈ বিনিযুক্তানিব সন্তি বিদ্যার্থত্বেনাপি প্রতিপদ্যেমহীতি। নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যং তাব-

---

তত্রাপি চ বিদ্যানাং ফলবত্ত্বাৎতাদর্থ্যমফলানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাঞ্চ। ন চ প্রবর্গ্যাদীনাং পিণ্ডপিতৃযজ্ঞবৎ স্বর্গঃ কল্পনাস্পদং, ফলবৎসন্নিধানেন তদবরোহাৎ। "অনুমাস্যামহে সন্নিধিসামর্থ্যাৎ" ইতি। ইদং খলু নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষায়া বিদ্যায়াঃ সন্নিধানে শ্রুতমনাকাঙ্ক্ষয়া সাকাঙ্ক্ষস্যাপি সম্বন্ধুমসামর্থ্যাৎ। তস্যা অপ্যাকাঙ্ক্ষামুত্থাপয়ত্যুত্থাপ্য চৈকবাক্যতামুপৈতি। অসমর্থস্য চোপকারকত্বানুপপত্তেঃ। প্রকরণিনং প্রতি উপকারসামর্থ্যমাত্মনঃ কল্পয়তি। ন চ সত্যপি সামর্থ্যে তত্র শ্রুত্যাঽবিনিযুক্তং সদঙ্গতামুপগন্তুমর্হতীত্যনয়া পরম্পরয়া সন্নিধিঃ শ্রুতিমর্থাপত্ত্যা কল্পয়তি। আক্ষিপতি—"নন্বু নৈষাং মন্ত্রাণাম্" ইতি। প্রয়োগসমবেতার্থপ্রকাশনেন হি মন্ত্রাণামুপযোগো বর্ণিতোঽবিশিষ্টস্য বাক্যার্থ ইত্যত্র। ন চ বিদ্যাসম্বন্ধং কঞ্চনার্থং মন্ত্রেষু প্রতীমঃ। যদ্যপি চ প্রবর্গ্যো ন কিঞ্চিদারভ্য শ্রূয়তে তথাপি বাক্যসংযোগেন ক্রতুসম্বন্ধং প্রতিপদ্যতে। "পুরস্তাদুপসদাং প্রবর্গ্যেণ প্রচরন্তীত্যুপসদাং জুহূবদব্যভিচরিতক্রতুসম্বন্ধত্বাৎ। যদ্যপি জ্যোতিষ্টোমবিকৃতাবপি সন্ত্যুপসদস্তথাপি তত্রানুমানিক্যাঃ জ্যোতিষ্টোমে তু প্রত্যক্ষবিহিতাস্তেন শীঘ্রপ্রবৃত্তিতয়া জ্যোতিষ্টোমাঙ্গতৈব বাক্যেনাবগম্যতে। অপি চ প্রকৃতৌ বিহিতস্য চোদকেনোপসদ্বত্তদ্বিকৃতাবপি প্রাপ্তিঃ। প্রকৃতৌ বা অদ্বিরুক্তত্বাদিতি ন্যায়াজ্জ্যোতিষ্টোমে এব বিধানমুপসদা সহ যুক্তম্। তদেতদাহ—"কথঞ্চ প্রবর্গ্যাদীনি" ইতি। সন্নিধানাদর্থবিপ্রকর্ষেণ বাক্যং বলীয় ইতি ভাবঃ। সমাধত্তে—"নৈষ দোষঃ। সামর্থ্যং তাবৎ" ইতি। যথা "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ব্বপামি" ইতি মন্ত্রে অগ্নয়ে নির্ব্বপামি-পদে পরম্পরয়া কর্ম্মসমবেতার্থপ্রকাশকে শিষ্টানাস্তু পদানাং তদেকবাক্যতয়া যথাকথঞ্চিদ্ব্যাখ্যানম্, এবমিহাপি হৃদয়পদস্যোপাসনায়াং সমবেতার্থত্বাত্তদনুসারেণ

সকল মন্ত্র উপাসনার বিষয়, এইরূপ অনুমান করিব। সন্নিধিপাঠের সার্থক্য সম্ভব থাকিলে বাক্যের আকস্মিকত্ব (নৈরর্থক্য) অবলম্বন অযুক্ত। [অনু... ভেদাৎ] যদি বলেন, ঐ সকল মন্ত্রের বিদ্যা-বোধক (অর্থ) সামর্থ্য আছে কৈ ? (অভিপ্রায় এই যে, উপাসনা-সম্বন্ধীয় কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করে, এরূপ সামর্থ্য ঐ সকল মন্ত্রে নাই, সুতরাং ঐ সকলকে উপাসনাঙ্গ বলিতে পার না) এবং প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মও অন্যান্য কর্ম্মের (যাগের) অঙ্গ বলিয়া বিহিত, সে জন্য সে গুলিও উপাসনাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। প্রত্যুত্তর এই যে, হৃদয়াদি স্থানের উল্লেখ থাকায় ঐ সকল মন্ত্র উপাসনাসম্বন্ধীয় বস্তু প্রকাশ করিতে সমর্থ, ইহা কল্পনা বা অনুমান করা যাইতে পারে। উপাসনায় প্রায়ই উপাস্যের আয়তন বা আশ্রয় বলিয়া হৃদয়াদি স্থানের

ন্মন্ত্রাণাং বিদ্যাবিষয়মপি কিঞ্চিৎ শক্যং কল্পয়িতুং, হৃদয়াদি-সঙ্কীর্ত্তনাৎ। হৃদয়াদীনি হি প্রায়েণোপাসনেম্বায়তনাদি-ভাবেনোপদিষ্টানি, তদ্দ্বারেণ চ "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যেবঞ্জাতীয়-কানাং মন্ত্রাণামুপপন্নমুপাসনাঙ্গত্বম্। দৃষ্টশ্চোপাসনেম্বপি মন্ত্রবিনিয়োগঃ ভূঃ প্রপদ্যেঽমুনামুনামুনা" ইত্যেবমাদিঃ। তথা প্রবর্গ্যাদীনাং কর্ম্মণামন্যত্রাপি বিনিযুক্তানাং সতামবি-রুদ্ধো বিদ্যাসু বিনিয়োগো বাজপেয় ইব বৃহস্পতিসবস্যেতি।

তদেকবাক্যতাপন্নানি পদান্তরাণি গৌণ্যা লক্ষণয়া চ বৃত্ত্যা কথঞ্চিন্নেয়ানীতি নাসম-বেতার্থতা মন্ত্রাণাম্। ন চ মন্ত্রবিনিয়োগো নোপাসনেষু দৃষ্টঃ, যেনাত্যন্তাদৃষ্টং কল্প্যেত ইত্যাহ—"দৃষ্টশ্চোপাসনেষু" ইতি। যদ্যপি বাক্যেন বলীয়সা সন্নিধির্দ্দ-র্ব্বলো বাধ্যতে, তথাপি বিরোধে সতি। ন চেহাঽস্তি বিরোধঃ। বাক্যেন বিনি-যুক্তস্যাপি জ্যোতিষ্টোমে প্রবর্গ্যস্য সন্নিধিনা বিদ্যায়ামপি বিনিয়োগসম্ভবাৎ। যথা ব্রহ্মবর্চ্চসকামো বৃহস্পতিসবেন যজেতেতি ব্রহ্মবর্চ্চসফলোঽপি বৃহস্পতিসবো বাজপেয়াঙ্গত্বেন চোদ্যতে বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেতেতি। অত্র হি ক্ত্বঃ সমানকর্ত্তৃকত্বমবগম্যতে, ধাতুসম্বন্ধে প্রত্যয়বিধানাৎ। ধাত্বর্থান্তরসম্বন্ধশ্চ কথঞ্চ সমানঃ কর্ত্তা স্যাৎ, যদ্যেকঃ প্রয়োগো ভবেৎ। প্রয়োগাবিষ্টং হি কর্ত্তৃত্বং, তচ্চ প্রয়োগভেদে কথমেকম্। তস্মাৎ সমানকর্ত্তৃকত্বাদেকপ্রয়োগত্বং বাজপেয়-বৃহস্পতিসবয়োর্ধাত্বর্থান্তরসম্বন্ধাচ্চ। ন চ গুণপ্রধানভাবমন্তরেণৈকপ্রয়োগতা সম্বন্ধশ্চ। তত্রাঽপি বাজপেয়স্য প্রকরণে সমাম্নানাদ্বাজপেয়ঃ প্রধানম্। অঙ্গং বৃহস্পতিসবঃ। ন চ দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বা সোমেন যজেতেত্যত্রাঙ্গপ্রধানভাব-প্রসঙ্গঃ। ন হ্যেতদ্বচনং কস্যচিদ্দর্শপূর্ণমাসস্য সোমস্য বা প্রকরণে সমাম্নাতম্। তথা চ দ্বয়োঃ সাধিকারতয়াঽগৃহ্যমানবিশেষতয়া গুণপ্রধানভাবং প্রতি বিনিগমনা-ভাবেনাধিষ্ঠানমাত্রবিবক্ষয়া লাক্ষণিকং সমানকর্ত্তৃকত্বমিত্যদোষঃ। যদি তু কস্যাঞ্চিচ্ছাখায়ামারভ্যাঽধীতং দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিষ্ট্বেতি, তথাপ্যনারভ্যাধীতস্যৈবার-ভ্যাধীতে প্রত্যভিজ্ঞানমিতি যুক্তম্। তথা সতি দ্বয়োরপি পৃথগধিকারতয়া প্রতীতং সমপ্রধানত্বমিত্যুক্তং ভবেদিতরথা তু গুণপ্রধানভাবেন তত্ত্যাগো ভবেৎ। তস্মাৎ কালার্থোঽয়ং সংযোগ ইতি সিদ্ধম্।

উপদেশ হইতে দেখা যায়, সুতরাং তদ্দ্বারা "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের উপাসনাঙ্গতা সঙ্গত হয়। উপাসনাতেও মন্ত্রের বিনিয়োগ (উচ্চারণাত্মক অনু-ষ্ঠান) আছে। যথা—"আমি এই পুত্রের সহিত পৃথিবীকে প্রাপ্ত হই। অর্থাৎ আমার যেন পুত্রবিয়োগ না হয়।" ইত্যাদি। কর্ম্মান্তরে প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মের বিনিয়োগ (অনুষ্ঠানের উপদেশ) থাকিলেও উপাসনায় বিনিয়োগ হইবার বাধা হয় না। যেমন বাজপেয় যজ্ঞে বৃহস্পতি সব যাগের অনুষ্ঠান হয়, তেমনি, উপাসনায় প্রবর্গ্যাদির অনুষ্ঠান হইবে।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নৈষামুপসংহারো বিদ্যাস্বিতি। কস্মাৎ? বেধাদ্যর্থভেদাৎ। হৃদয়ং প্রবিধ্যেত্যেবঞ্জাতীয়কানাং হি মন্ত্রাণাং যেঽর্থা হৃদয়বেধাদয়ো ভিন্নাঃ, অনভিসম্বন্ধাস্ত উপনিষদুদিতাভির্ব্বিদ্যাভিঃ, ন তেষাং তাভিঃ সঙ্গন্তুং সামর্থ্যমস্তি। ননু হৃদয়স্যোপাসনেষ্বপ্যুপযোগাৎ তদ্দ্বারক উপাসনসম্বন্ধ উপন্যস্তঃ। নেত্যুচ্যতে। হৃদয়মাত্রসঙ্কীর্ত্তনস্যৈবমুপযোগঃ কথঞ্চিদুৎপ্রেক্ষ্যেতে। ন চ হৃদয়মাত্রমত্র মন্ত্রার্থঃ, "হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য" ইত্যেবঞ্জাতীয়কো হি ন সকলো মন্ত্রার্থো বিদ্যভিরভিসম্বধ্যতে। আভিচারিকবিষয়ো হ্যেষো-

সিদ্ধান্তমুপক্রমতে "এবং প্রাপ্তে" ইতি। হৃদয়ং প্রবিধ্যেত্যয়ং মন্ত্রঃ স্বরসতস্তাবদাভিচারিককর্ম্মসমবেতং সকলৈরেব পদৈরর্থমভিদধদুপলভ্যতে। তদস্যাভিধানসামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং বাক্যপ্রকরণাভ্যাং ক্রমাদ্বলীয়োভ্যামপি বলবৎ, কিমঙ্গ পুনঃ ক্রমাৎ। তস্মাল্লিঙ্গেন সন্নিধিমপোহ্যাভিচারিককর্ম্মশেষত্বমেবাপাদ্যতে। যদ্যপি চোপাসনাসু হৃদয়পদমাত্রস্য সমবেতার্থত্বং, তথাপি তদিতরেষাং সর্ব্বেষামেব পদানামসমবেতার্থত্বম্। আভিচারিকে তু কর্ম্মণি সর্ব্বেষামর্থসমবায় ইতি কিমেকপদসমবেতার্থতা করিষ্যতি। ন চ সন্নিধ্যুপগৃহীতাস্বুপাসনাসু মন্ত্রমবস্থাপয়তীতি যুক্তম্। হৃদয়পদস্যাভিচারেঽপি সমবেতার্থস্যেতরপদৈকবাক্যতাপন্নস্য বাক্যপ্রমাণসহিতস্যাভিচারিকাৎ কর্ম্মণঃ সন্নিধিনা চালয়িতুমশক্যত্বাৎ। এবং দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞমিত্যাদেরপি যজ্ঞপ্রসবলিঙ্গস্য যজ্ঞাঙ্গত্বে সিদ্ধে জঘন্যো বিদ্যাসন্নিধিঃ কিং করিষ্যতি। এবমন্যেষামপি শ্বেতাশ্ব ইত্যেবমাদীনাং কেষাঞ্চিল্লিঙ্গেন কেষাঞ্চিচ্ছ্রুত্যা কেষাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণ প্রকরণেনেতি।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল—বেধাদ্যর্থভেদাৎ। "হৃদয়ং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্র ও প্রবর্গ্যাদি কর্ম্ম উপাসনায় গৃহীত হইবে না। কারণ এই যে, বেধাদিরূপ অর্থের প্রভেদ আছে অর্থাৎ ঐক্য নাই। [হৃদয়ং...মাস্ত] "হৃদয়ং প্রবিধ্য—" ইত্যাদি জাতীয় মন্ত্রের যে হৃদয়বেধাদি অর্থ, তাহা ভিন্ন। উপনিষদুক্ত উপাসনার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। যেহেতু সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু সে সকলের উপাসনায় সঙ্গত (মিলিত বা যুক্ত) হইবার সামর্থ্য নাই। [ননু... সম্বন্ধঃ] উপাসনায় হৃদয়ের উপযোগ আছে, সেই উপযুক্ততা লইয়া সম্বন্ধ কল্পনা করিবার কথা হইয়াছিল, বিচার করিতে গেলে তাহা হয় না। কারণ এই যে, উপাসনায় মাত্র হৃদয়ের উপভোগ—কিন্তু মন্ত্রে "হৃদয় বিদ্ধ কর" এতদ্রূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। অতএব উপাসনার সহিত আদ্যোপান্ত "হৃদয়ং প্রবিধ্য ধমনীঃ প্রবৃজ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি হয় না বলিয়া ঐ সকল মন্ত্র উপাসনার অঙ্গ

ত্বর্থঃ। তস্মাদাভিচারিকেণ কর্ম্মণা সর্ব্বং প্রবিধ্যেত্যস্য মন্ত্রস্যাভিসম্বন্ধঃ। তথা "দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং" ইত্যস্য যজ্ঞপ্রসবলিঙ্গত্বাৎ যজ্ঞেন কর্ম্মণাভিসম্বন্ধঃ। তদ্বিশেষসম্বন্ধস্তু প্রমাণান্তরাদনুসর্ত্তব্যঃ। এবমন্যেষামপি মন্ত্রাণাং কেষাঞ্চিল্লিঙ্গেন কেষাঞ্চিদ্বচনেন কেষাঞ্চিৎ প্রমাণান্তরেণেত্যেবমর্থান্তরেষু বিনিযুক্তানাং রহস্যপঠিতানামপি সতাং ন সন্নিধিমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ।

দুর্ব্বলো হি সন্নিধিঃ শ্রুত্যাদিভ্য ইত্যুক্তং "শ্রুতি-

কস্মাৎ পুনঃ সন্নিধির্লিঙ্গাদিভির্ব্বাধ্যত ইত্যত আহ—"দুর্ব্বলো হি সন্নিধিঃ" ইতি। প্রথমতন্ত্রগতোঽর্থঃ স্মার্য্যতে। তত্র তু শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ সমবায়ে সমানবিষয়ত্বলক্ষণে বিরোধে কিং বলীয় ইতি চিন্তা। অত্রোদাহরণম্—অস্ত্যৈন্দ্রী ঋক্—কদাচ নস্তরীরসি নেন্দ্র ইত্যাদিকা। শ্রুতির্ব্বিনিয়োক্ত্রী—ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠত ইতি। অত্র হি সামর্থ্যলক্ষণাল্লিঙ্গাদিন্দ্রে বিনিয়োগঃ প্রতিভাতি, শ্রুতেশ্চ গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াতো গার্হপত্যস্য শেষিত্বং, ঐন্দ্র্যেতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্র্যা ঋচঃ শেষত্বমবগম্যতে। যদ্যপি গার্হপত্যমিতি দ্বিতীয়াশ্রুতেরাগ্নেয়ীমৃচং প্রতি গার্হপত্যস্য শেষিত্বেনোপপত্তেঃ, যদ্যপি চৈন্দ্র্যেতি চ তৃতীয়াশ্রুতেরৈন্দ্র্যা ইন্দ্রং প্রতি শেষত্বেনোপপত্তেরবিরোধঃ, পদান্তরসম্বন্ধে তু বাক্যস্যৈব লিঙ্গেন বিরোধো ন তু শ্রুতেঃ। তত্র চ বিপরীতং বলাবলম্। তথাপি শ্রুতিবাক্যয়ো রূপতো ব্যাপারভেদাদদোষঃ। দ্বিতীয়াতৃতীয়াশ্রুতী হি কারকবিভক্তিতয়া ক্রিয়াং প্রতি প্রকৃত্যর্থস্য কর্ম্মকরণভাবমবগময়ত ইতি বিনিযোজিকে। ক্রিয়াং প্রতি হি কর্ম্মণঃ শেষিত্বং করণস্য চ শেষত্বমিতি হি বিনিয়োগঃ। পদান্তরানপেক্ষে চ ক্রিয়াং প্রতি শেষশেষিত্বে শ্রুতিমাত্রাত্তু প্রতীয়েত ইতি শ্রৌতে। সোঽয়ং শ্রুতিতঃ সামান্যাবগতো বিনিয়োগঃ

নহে; পরন্তু উহা অভিচার কর্ম্মের অঙ্গ। "সর্ব্বং প্রবিধ্য" ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত আভিচারিক কর্ম্মেরই সম্বন্ধ আছে; উপাসনার সহিত সম্বন্ধ নাই। [তথা… ইত্যত্র] "দেব সবিতাঃ প্রসুব যজ্ঞং" এ মন্ত্রও যজ্ঞপ্রসব অর্থ ব্যক্ত করায় সামান্যতঃ যজ্ঞকর্ম্মের সহিতই সম্বন্ধ হয়। উহার বিশেষ সম্বন্ধ অন্য প্রমাণে পরিজ্ঞেয়। একটী মন্ত্রের কথা বলা হইল বা বলিলাম সত্য; পরন্তু তজ্জাতীয় অন্য মন্ত্রও ঐরূপ জানিবে। কোন কোন মন্ত্র জ্ঞাপকার্থরূপ চিহ্নের দ্বারা, কোন কোন মন্ত্র বচনের দ্বারা ও কোন কোন মন্ত্র প্রমাণান্তর দ্বারা সেই সেই কর্ম্মে বিনিযুক্ত হয়। রহস্যপঠিত (রহস্য=উপনিষদ্ভাগ) হইলেও তত্তদর্থে সে সকলকে মাত্র সন্নিধান প্রমাণে উপাসনায় নিযুক্ত করিতে পার না। অর্থাৎ উপাসনাঙ্গ বলিতে পার না।

প্রথম তন্ত্রে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায় সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—সন্নিধিপ্রমাণ শ্রুত্যাদি প্রমাণ অপেক্ষা দুর্ব্বল। শ্রুতি অপেক্ষা লিঙ্গ দুর্ব্বল, লিঙ্গ অপেক্ষা বাক্য দুর্ব্বল,

লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্য-মর্থবিপ্রকর্ষাৎ” ইত্যত্র। তথা কর্ম্মণামপি প্রবর্গ্যাদীনা-

---

পদান্তরবশাদ্বিশেষেঽবস্থাপ্যতে। সোঽয়ং বিশেষণবিশেষ্যভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধো বাক্য-গোচরঃ, শেষশেষিভাবস্তু শ্রৌতঃ। তস্মাদ্বাক্যলভ্যং বিশেষমপেক্ষ্য শ্রৌতঃ শেষ-শেষিভাবো লিঙ্গেন বিরুধ্যত ইতি শ্রুতিলিঙ্গবিরোধে, কিং লিঙ্গানুগুণ্যেন, গার্হপত্য-মিতি দ্বিতীয়াশ্রুতিঃ সপ্তম্যর্থে ব্যাখ্যায়তাং—গার্হপত্যসমীপে ঐন্দ্র্যেন্দ্র উপস্থেয় ইতি, আহো শ্রুত্যনুগুণতয়া লিঙ্গং ব্যাখ্যায়তাম্। প্রভবতি হি স্বোচিতায়াং ক্রিয়ায়াং গার্হপত্য ইতীন্দ্র ইন্দতেরৈশ্বর্য্যবচনত্বাদিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। শ্রুতের্লিঙ্গং বলীয় ইতি। নো খলু যত্রাসমর্থং তচ্ছ্রুতিসহস্রেণাপি তত্র বিনিযোক্তুং শক্যতে। যথা অগ্নিনা সিঞ্চেৎ, পাথসা দহেদিতি। তস্মাৎ সামর্থ্যং পুরোধায় শ্রুত্যা বিনি-যোক্তব্যম্। তচ্চাস্যা ঋচঃ প্রমাণান্তরতঃ শব্দতশ্চ ইন্দ্রে প্রতীয়তে। তথাহি—বিদিতপদতদর্থঃ কদাচনেত্যৃচঃ স্পষ্টমিন্দ্রমবগময়তি। শব্দাচ্চৈন্দ্র্যেত্যতঃ। তস্মাদ্দারুদহনস্যেব দহনস্য সলিলদহনে বিনিয়োগঃ গার্হপত্যে বিনিয়োগ ঐন্দ্র্যাঃ। ন চ শ্রুত্যনুরোধাজ্জঘন্যামাস্থায় বৃত্তিং সামর্থ্যকল্পনেতি সাম্প্রতম্। সামর্থ্যস্য পূর্ব্ব-ভাবিতয়া তদনুরোধেনৈব শ্রুতিব্যবস্থাপনাৎ। তস্মাদেন্দ্র্যেন্দ্র এব গার্হপত্যসমীপ উপস্থাতব্য ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

“লিঙ্গজ্ঞানং পুরোধায় ন শ্রুতের্ব্বিনিযোক্তৃতা।
শ্রুতিজ্ঞানং পুরোধায় লিঙ্গন্তু বিনিযোজকম্॥”

যদি হি সামর্থ্যমবগম্য শ্রুতের্ব্বিনিয়োগমবধারয়েৎ প্রমাতা, ততঃ শ্রুতের্ব্বি নিয়োগং প্রতি লিঙ্গজ্ঞানাপেক্ষত্বাদ্দুর্ব্বলত্বং ভবেৎ। ন ত্বেতদস্তি। শ্রুতির্হি বিনিয়োগায় সামর্থ্যমপেক্ষতে, নাপেক্ষতে সামর্থ্যবিজ্ঞানম্। অবগতে তু ততো বিনিযোগে নাসমর্থস্য স ইতি তন্নির্ব্বাহায় সামর্থ্যং কল্প্যতে। তচ্ছ্রুতি বিনিয়োগাৎ পূর্ব্বমস্তি সামর্থ্যম্। ন তু পূর্ব্বমবগম্যতে। বিনিয়োগে তু সিদ্ধে তদন্যথানুপ-পত্ত্যা পশ্চাৎ প্রতীয়ত ইতি শ্রুতিবিনিয়োগাৎ পরাচীনা সামর্থ্যপ্রতীতিস্তদনুরোধে-নাবস্থাপনীয়া, লিঙ্গস্তু ন স্বতো বিনিযোজকম্, অপি তু বিনিযোক্ত্রীং কল্পয়িত্বা শ্রুতিম্। তথাহি—ন স্ববসতো লিঙ্গাদনেনেন্দ্র উপস্থাতব্য ইতি প্রতীয়তে। কিন্ত্বীদৃগিন্দ্র ইতি তস্য তু প্রকরণাম্নানসামর্থ্যাৎ সামান্যতঃ প্রকরণাপাদিতৈদমর্থ্যস্য তদন্যথানুপ-পত্ত্যা বিনিয়োগকল্পনায়ামপি শ্রৌতাদ্বিনিয়োগাৎ কল্পনীয়স্য বিনিয়োগস্যার্থবিপ্রকর্ষা-চ্ছ্রুতিরেব কল্পয়িতুমুচিতা, ন তু তদর্থো বিনিয়োগঃ। ন হি শ্রুতমনুপপন্নং শক্য-মর্থেনোপপাদয়িতুম্। ন হি অয়োঽত্র ব্রাহ্মণাঃ কঠকৌণ্ডিন্যাবিতি বাক্যং প্রমা-ণান্তরোপস্থাপিতেন মাঠরেণোপপাদয়ন্তি। উপপাদয়তো বা ন নোপহসন্তি শাব্দাঃ। মাঠরশ্চেতি তু শ্রাবয়ন্তমনুমন্যন্তে। তস্মাচ্ছ্রুতার্থসমুত্থানানুপপত্তিঃ শ্রুতেনৈবা-র্থান্তরেণোপপাদনীয়া, নার্থান্তরমাত্রেণ প্রমাণান্তরোপনীতেনেতি লোকসিদ্ধম্। ন চ লোকসিদ্ধস্য নিয়োগানুযোগো যুজ্যতে, শব্দার্থজ্ঞানোপায়ভূতলোকবিরোধাৎ।

বাক্য অপেক্ষা প্রকরণ দুর্ব্বল, প্রকরণ অপেক্ষা স্থান দুর্ব্বল এবং স্থান অপেক্ষা সমাখ্যা (শব্দের যৌগিক অর্থ) দুর্ব্বল। [তথা...বিশেষাদেব] প্রবর্গ্যাদি কর্ম্মও

মন্যত্র বিনিযুক্তানাং ন বিদ্যাশেষত্বোপপত্তিঃ। ন হ্যেষাং বিদ্যাদিভিঃ সহৈকার্থ্যং কিঞ্চিদস্তি।

তস্মাদ্বিনিযোজিকা শ্রুতিঃ কল্পনীয়া। তথা চ যাবল্লিঙ্গাদ্বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়িতুং প্রক্রান্তব্যাপারঃ, তাবৎ প্রত্যক্ষয়া শ্রুত্যা গার্হপত্যে বিনিয়োগঃ সিদ্ধ ইতি নিবৃত্তাকাঙ্ক্ষং প্রকরণমিতি কল্প্যানুপপত্ত্যা লিঙ্গং বিনিযোক্ত্রীং শ্রুতিমুপকল্পয়েৎ, মন্ত্রসমাম্নানস্য প্রত্যক্ষয়ৈব বিনিয়োগশ্রুত্যোপপাদিতত্বাৎ। যথাহুঃ—

"যাবদজ্ঞাতসন্দিগ্ধং জ্ঞেয়ং তাবৎ প্রমিৎস্যতে।
প্রমিতে তু প্রমাতৃণাং প্রমোৎসুক্যং বিহন্যতে॥" ইতি।

তস্মাৎ প্রতীতশ্রৌতবিনিয়োগোপপত্ত্যৈ মন্ত্রস্য সামর্থ্যং তদনুগুণত্বেন নীয়মানং প্রথমাং বৃত্তিমজহজ্জঘন্যয়াঽপি নেয়মিতি সিদ্ধম্। লিঙ্গবাক্যয়োরিহ বিরোধো যথা "স্যোনং তে সদনং কৃণোমি ঘৃতস্য ধারয়া সু সেবং কল্পয়ামি। তস্মিন্ সীদামৃতে প্রতিতিষ্ঠ ব্রীহীণাং মেধ সুমনস্যমানঃ" ইতি। কিময়ং কৃৎস্ন এব মন্ত্রঃ সদনকরণে পুরোডাশাসাদনে চ প্রয়োক্তব্যঃ? উত কল্পয়াম্যন্ত উপস্তরণে তস্মিন্ সীদেত্যেবমাদিস্তু পুরোডাশাসাদন ইতি। যদি বাক্যং বলীয়ঃ, কৃৎস্নো মন্ত্র উভয়ত্র সু সেবং কল্পয়ামীত্যেতদপেক্ষো হি তস্মিন্ সীদেত্যাদিঃ পূর্ব্বেণৈকবাক্যতামুপৈতি যৎ, তৎ কল্পয়ামি তস্মিন্ সীদেতি। অথ লিঙ্গং বলীয়স্ততঃ কল্পয়াম্যন্তঃ সদনকরণে। তৎ প্রকাশনে হি তৎ সমর্থং, তস্মিন্ সীদেতি পুরোডাশাসাদনে। তত্র হি তৎ সমর্থমিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। লিঙ্গাদ্বাক্যং বলীয় ইতি। উভয়ত্র কৃৎস্নস্য বিনিযোগ ইতি। ইহ হি যত্তৎপদসমভিব্যাহারেণ বিভজ্যমানসাকাঙ্ক্ষত্বাদেকবাক্যতায়াং সিদ্ধায়াং তদনুরোধেন পশ্চাত্তদভিধানসামর্থ্যং কল্পনীয়ম্। যথা দেবস্য ত্বেতি মন্ত্রে অগ্নয়ে নির্ব্বপামীতি পদয়োঃ সমবেতার্থত্বেন তদেকবাক্যতয়া পদান্তরাণাং তৎপরত্বেন তত্র সামর্থ্যকল্পনা। তদেবং প্রতীতৈকবাক্যতা-নির্ব্বাহায় তদনুক্লৃপ্তং সন্ন তদ্ব্যাপাদয়িতুমর্হত অপি তু বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়ত্তদনুগুণমেব কল্পয়েৎ। তথা চ বাক্যস্য লিঙ্গতো বলীয়স্ত্বাৎ সদনকরণে চ পুরোডাশাসাদনে চ কৃৎস্ন এব মন্ত্রঃ প্রয়োক্তব্য ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেদেতদেবং, যদ্যেকবাক্যতাবগমপূর্ব্বং সামর্থ্যাবধারণম্, অপি ত্ববধৃতসামর্থ্যানাং পদানাং সামর্থ্যবশেন প্রয়োজনৈকত্বেনৈকবাক্যত্বাবধারণম্। যাবন্তি পদানি প্রধানমেকমর্থমবগময়িতুং সামর্থানি, বিভাগে সাকাঙ্ক্ষাণি, তান্যেকং বাক্যম্। অনুষ্ঠেয়শ্চার্থো মন্ত্রেষু প্রকাশ্যমানঃ প্রধানং, সদনকরণপুরোডাশাসাদনে চানুষ্ঠেয়তয়া প্রধানে, তয়োশ্চ সদনকরণং কল্পয়াম্যন্তো মন্ত্রঃ সমর্থঃ প্রকাশয়িতুং পুরোডাশাসাদনঞ্চ তস্মিন্ সীদেত্যাদিঃ। ততশ্চ যাবদেকবাক্যতাবশেন সামর্থ্যমনুমীয়তে, তাবৎ প্রতীতং সামর্থ্যমেকৈকস্য ভাগস্যৈকৈকস্মিন্নর্থে বিনিযোজিকাং শ্রুতিং কল্পয়তি। তথাচ শ্রুত্যৈবৈকৈকস্য ভাগস্যৈকত্র বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ ন বাক্য-

---

কর্ম্মান্তরে বিনিযুক্ত হয়, ইহা প্রমাণবিশেষে অবধারিত আছে। সে জন্য সে সকলের উপাসনাঙ্গতা উপপন্ন হয় না। সে সকলের সহিত উপাসনাদির ঐকার্থ্য (একপ্রয়োজতা) নাই।

কল্পিতং লিঙ্গং বিনিযোজিকাং শ্রুতিমপরাং কল্পয়িতুমর্হতীত্যেকবাক্যতাবুদ্ধিরুৎপন্নাপ্যাভাসীভবতি, লিঙ্গেন বাধনাৎ। যত্র তু বিরোধকং লিঙ্গং নাস্তি, তত্র সমবেতার্থৈকদ্বিত্রিপদৈকবাক্যতা পদান্তরাণামপি সামর্থ্যং কল্পয়তীতি ভবতি বাক্যস্য বিনিযোজকত্বম্। যথাঽত্রৈব স্যোনস্ত ইত্যাদীনাম্। "তস্মাৎ বাক্যাল্লিঙ্গং বলীয়" ইতি সিদ্ধং বাক্যপ্রকরণয়োর্ব্বিরোধোদাহরণম্। অত্র চ পদানাং পরস্পরাপেক্ষাবশাৎ কস্মিংশ্চিদ্বিশিষ্টে একস্মিন্নর্থে পর্য্যবসিতানাং বাক্যত্বম্। লব্ধবাক্যভাবানাঞ্চ পুনঃ কার্য্যান্তরাপেক্ষাবশেন বাক্যান্তরেণ সম্বন্ধঃ প্রকরণম্। কর্ত্তব্যায়াঃ খলু ফলভাবনায়া লব্ধধাত্বর্থকরণায়া ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষায়া বচনং প্রকরণমাচক্ষতে বৃদ্ধাঃ। যথা দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেতি। এতদ্ধি বচনং প্রকরণম। তদেতস্মিন্ স্বপদগণেন কিয়ত্যপ্যর্থে পর্য্যবসিতে করণোপকারলক্ষণকার্য্যান্তরাপেক্ষায়াং সমিধো যজতীত্যাদিবাক্যান্তরসম্বন্ধঃ। সমিদাদিভাবনা হি স্ববিধ্যুপহিতাঃ পুরুষেহিতং ভাব্যমপেক্ষমাণা বিশ্বজিন্ন্যায়েন বানুষঙ্গতোবাঽর্থবাদতো বা ফলান্তরাপ্রতিলম্ভেন দর্শপূর্ণমাসভাবনাং নির্ব্বারয়িতুমীশতে। তস্মাৎ তদাকাঙ্ক্ষায়ামুপনিপতিতান্যেতানি বাক্যানি স্বকার্য্যাপেক্ষাণি তদপেক্ষিতকরণোপকারলক্ষণং কার্য্যমাসাদ্য নির্বৃণন্তি চ নির্ব্বারয়ন্তি চ প্রধানম্। সোঽয়মনয়োর্নষ্টাশ্বদগ্ধরথবৎ সংযোগঃ। তদেবংলক্ষণয়োর্ব্বাক্যপ্রকরণযোর্ব্বিরোধোদাহরণং সূক্তবাকনিগদঃ। তত্র হি পৌর্ণমাসীদেবতা অমাবাস্যাদেবতাঃ সমাম্নাতাঃ। তাশ্চ ন মিথ একবাক্যতাং গন্তুমর্হন্তীতি লিঙ্গেন পৌর্ণমাসীযাগাদিন্দ্রাগ্নীশব্দ উৎক্রষ্টব্যোঽমাবাস্যায়াঞ্চ সমবেতার্থত্বাৎ প্রয়োক্তব্যঃ। অথেদানীং সন্দিহ্যতে—কিং যদিন্দ্রাগ্নিপদৈকবাক্যতয়া প্রতীয়তে অবীবৃধেথাং মহোজ্যায়োক্রাতামিতি, তন্নোৎক্রষ্টব্যমুতেন্দ্রাগ্নিশব্দাভ্যাং সহোৎক্রষ্টব্যমিতি। তত্র যদি প্রকরণং বলীয়স্ততোঽপনীতদেবতাকোঽপি শেষঃ প্রয়োক্তব্যোঽথ বাক্যং, ততো যত্র দেবতাশব্দস্তত্রৈব প্রয়োক্তব্যঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। অপনীতদেবতাকোঽপি শেষঃ প্রযোক্তব্যঃ, প্রকরণস্যৈবাঙ্গসম্বন্ধপ্রতিপাদকত্বাৎ। ফলবতী হি ভাবনা প্রধানেতিকর্ত্তব্যতাত্বমাপাদয়তি, তদুপজীবনেন শ্রুত্যাদীনাং বিশেষসম্বন্ধাপাদকত্বাৎ। অতঃ প্রধানভাবনাবচনলক্ষণপ্রকরণবিরোধে তদুপজীবিবাক্যং বাধ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। ভবেদেতদেবং, যদি বিনিযোজ্যস্বরূপসামর্থ্যমনপেক্ষ্য প্রকরণং বিনিযোজয়েৎ,অপি তু বিনিযোগায় তদপেক্ষতে। অন্যথা পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য দ্বাদশোপসত্ত্বয়াশ্চ নোৎকর্ষঃ স্যাৎ। তদ্রূপালোচনায়াঞ্চ যদযদেব শীঘ্রং প্রতীয়তে, তত্তদ্বলবৎ, বিপ্রকৃষ্টন্তু দুর্ব্বলম্। তত্র যদি তদ্রূপশ্রুত্যা লিঙ্গেন বাক্যেন বাঽন্যত্র বিনিযুক্তং, ততঃ প্রকরণং ভঙ্ক্ত্বোৎকৃষ্যতে, পরিশিষ্টৈস্তু প্রকরণস্যেতিকর্ত্তব্যতাপেক্ষা পূর্য্যতে। অথ স্বস্য শীঘ্রংপ্রবৃত্তং শ্রুত্যাদি নাস্তি, ততঃ প্রকরণং বিনিযোজকম্। যথা সমিদাদেঃ। তদিহ প্রকরণাদ্বাক্যস্য শীঘ্রপ্রবৃত্তত্বমুচ্যতে। প্রকরণে হি স্বার্থপূর্ণানাং বাক্যানামুপকার্য্যোপকারকাকাঙ্ক্ষামাত্রং দৃশ্যতে। বাক্যে তু পদানাং প্রত্যক্ষসম্বন্ধঃ। ততশ্চ সহ প্রস্থিতয়োর্ব্বাক্যপ্রকরণয়োর্যাবৎ প্রকরণেনৈকবাক্যতা কল্প্যতে, তাবৎ বাক্যেনাভিধানসামর্থ্যম্। যাবদিতরত্র বাক্যেন সামর্থ্যং তাবদিতরত্র সামর্থ্যেন শ্রুতিঃ। যাবদিতরত্র সামর্থ্যেন শ্রুতিস্তাবদিহ শ্রুত্যা বিনিয়োগস্তাবতা চ বিচ্ছিন্নায়ামাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুত্যনু-

মানে বিহৃতে প্রকরণেনান্তরা কল্পিতে বিলীয়ন্ত ইতি বাক্যবলীয়স্ত্বাত্তদ্দেবতাশেষাণামপকর্ষ এবেতি সিদ্ধম্।

ক্রমপ্রকরণবিরোধোদাহরণম্। রাজসূয়প্রকরণে প্রধানস্যৈবাভিষেচনীয়স্য সন্নিধৌ শৌনঃশেকোপাখ্যানাদ্যাম্নাতম্। তৎ কিং সমস্তস্য রাজসূয়স্যাঙ্গমুতাভিষেচনীয়স্য। যদি প্রকরণং বলীয়স্ততঃ সমস্তস্য রাজসূয়স্য। অথ ক্রমস্ততোঽভিষেচনীয়স্যৈবেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? নাকাঙ্ক্ষামাত্রং হি সম্বন্ধহেতুঃ। গামানয়, প্রাসাদং পশ্যেতি গামিত্যস্য ক্রিয়ামাত্রাপেক্ষিণঃ পশ্যেত্যনেনাপি সম্বন্ধসম্ভবাদ্বিনিগমনাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ সন্নিধানং সম্বন্ধকারণম্। তথা চানয়েত্যনেনৈব গামিত্যস্য সম্বন্ধো বিনিগম্যতে। ন চ সন্নিধানমপি সম্বন্ধকারণম্। অয়মেতি পুত্রো রাজ্ঞঃ পুরুষোঽপসার্য্যতামিত্যত্র রাজ্ঞ ইত্যস্য পুত্রপুরুষপদসন্নিধানাবিশেষান্মা ভূদ্বিনিগমনা। তস্মাদাকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়হেতুর্ব্বক্তব্যা। অত্র পুত্রশব্দস্য সম্বন্ধিবচনতয়া সমুত্থিতাকাঙ্ক্ষস্যান্তিকে যদুপনিপতিতং সম্বন্ধ্যন্তরাকাঙ্ক্ষং পদং, তস্য তেনৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ পুরুষপদেন পুরুষরূপমাত্রাভিধায়িনা স্বতন্ত্রেণৈব ন সম্বন্ধঃ কিন্তু পরেণাপসার্য্যতামিত্যনেনাপসরণীয়াপেক্ষেণেতি; সত্যপি সন্নিধান আকাঙ্ক্ষাভাবাদসম্বন্ধঃ। তথা চাভাণকঃ—'তপ্তং তপ্তেন সম্বধ্যতে'ইতি। তথা চাকাঙ্ক্ষিতমপি ন যাবৎ সন্নিধাপ্যতে, তাবন্ন সম্বধ্যতে। তথা সন্নিহিতমপি যাবন্নাকাঙ্ক্ষ্যতে, ন তাবৎ সম্বধ্যত ইতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধং প্রতি সমানবলত্বাৎ ক্রমপ্রকরণযোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাচ্চ বিকল্পেন রাজসূয়াভিষেচনীয়য়োর্ব্বিনিয়োগঃ শৌনঃশেকোপাখ্যানাদীনামিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে। রাজসূয়কে কথন্তাবাপেক্ষা হি পবিত্রাদারভ্য ক্ষত্রস্য ধৃতিং যাবদনুবর্ত্ততে। তথা চাবিচ্ছিন্নে কথন্তাবে যৎ প্রধানস্য পঠ্যতেঽনির্জ্ঞাতফলং কর্ম্ম, তস্য প্রকরণাঙ্গত্বেতি ন্যায়াৎ রাজসূয়াঙ্গতা শৌনঃশেপোপাখ্যানাদীনাম্। অভিষেচনীয়স্য তু স্ববাক্যোপাত্তপদার্থনিরাকাঙ্ক্ষস্য সন্নিধিপাঠেনাকাঙ্ক্ষোত্থাপনীয়া যাবৎ, তাবৎ সিদ্ধাকাঙ্ক্ষেণ রাজসূয়েনৈকবাক্যতা কল্প্যতে। যাবচ্চাভিষেচনীয়াকাঙ্ক্ষয়া তদেকবাক্যতা কল্প্যতে, তাবৎ কৢপ্তয়া রাজসূয়ৈকবাক্যতয়া তদুপকারকতয়া। সামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং যাবচ্চাভিষেচনীয়ৈকবাক্যতয়া লিঙ্গং কল্প্যতে, তাবৎ কৢপ্তলিঙ্গে বিনিযোক্ত্রীং শ্রুতিং কল্পয়তি, যাবদ্বাক্যকল্পিতেন লিঙ্গেন শ্রুতিরিতরত্র কল্প্যতে, তাবৎ কৢপ্তয়া শ্রুত্যা বিনিয়োগে সতি প্রকরণপাঠোপপত্তৌ সন্নিধানপরিকল্পিতমন্তরা বিলীয়তে। প্রমাণাভাবেঽপ্রতিভত্বাৎ। প্রকরণিনশ্চ রাজসূয়স্য সর্ব্বদা বুদ্ধিসান্নিধ্যেন তৎসন্নিধেরকল্পনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ প্রকরণবিরোধে ক্রমস্য বাধ এব ন চ বিকল্পো দুর্ব্বলত্বাদিতি সিদ্ধম্ ক্রমসামর্থ্যয়োর্ব্বিরোধোদাহরণম্। পৌবোডাশিক ইতি সমাখ্যাতে কাণ্ডে সান্নায্যক্রমে চ শুন্ধধ্বং দৈব্যায় কর্ম্মণ ইতি শুন্ধনার্থো মন্ত্রঃ সমাম্নাতঃ। তত্র সন্দিহ্যতে—কিং সমাখ্যানস্য বলীয়স্ত্বাৎ পুরোডাশপাত্রাণাং শুন্ধনে বিনিযোক্তব্যতা আহো সান্নায্যপাত্রাণাং শুন্ধনে ক্রমো বলীয়ানিতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? সমাখ্যানং বলীয় ইতি। পৌরোডাশিকশব্দেন হি পুরোডাশসম্বন্ধীনীত্যুচ্যন্তে, তান্যধিকৃত্য প্রবৃত্তং কাণ্ডং পৌরোডাশিকম্। ততশ্চ যাবৎ ক্রমেণ প্রকরণাদ্যনুমানপরম্পরয়া সম্বন্ধঃ প্রতিপাদনীয়স্তাবৎ সমাখ্যয়া শ্রুত্যৈব

সাক্ষাদেব স প্রতিপাদিত ইত্যর্থবিপ্রকর্ষেণ ক্রমাৎ সমাখ্যৈব বলীয়সীতি পুরোডাশ-পাত্রগুন্ধনে মন্ত্রঃ প্রয়োক্তব্যো ন সান্নায্যপাত্রগুন্ধন ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽ-ভিধীয়তে। সমাখ্যানাৎ ক্রমো বলবানর্থবিপ্রকর্ষাৎ ইতি। তথাহি—সমাখ্যা ন তাবৎ সম্বন্ধস্য বাচিকা কিন্তু পৌরোডাশবিশিষ্টং কাণ্ডমাহ। তদ্বিশিষ্টত্বান্যথানুপপত্ত্যা তু সম্বন্ধঃ কাণ্ডস্যানুমীয়তে, ন তু সাক্ষান্মন্ত্রভেদস্য। তদ্দ্বারেণ চ তন্মধ্যপাতিনো মন্ত্রভেদস্যাপি তদনুমানম্। ন চাসৌ সম্বন্ধোঽপি শ্রুত্যৈব শেষশেষিভাবঃ প্রতীয়তেঽপি তু সম্বন্ধমাত্রম্। তস্মাচ্ছ্রুতিসাদৃশ্যমস্য দূরাপেতমিতি ক্রমেণ নাস্য স্পর্দ্ধোচিতা। তত্রাপি চ সামান্যতো দর্শপূর্ণমাসপ্রকরণাপাদিতৈদমর্থ্যস্য শৌনঃ-শেকোপাখ্যানাদিবচ্চারাদুপকারকতয়া প্রকৃতমাত্রসম্বন্ধানুপপত্তিঃ। মন্ত্রস্য প্রয়োগ-সমবেতার্থস্মারণেন সামবায়িকাঙ্গত্বাৎ। তথা চ যং কঞ্চিৎ প্রকৃতপ্রয়োগগতমর্থং প্রকাশয়তোঽস্য প্রকরণাঙ্গত্বমবিরুদ্ধমিতি বিশেষাপেক্ষায়াং সান্নায্যং প্রতি প্রকবণাদ্যনুমানদ্বারেণ বিনিয়োগং কল্পয়িতুমুৎসহতে, ন তু সমাখ্যানং, তস্য দুর্ব্বলত্বাৎ। তথাহি—সমাখ্যাসম্বন্ধনিবন্ধনা সতী তৎসিদ্ধ্যর্থং সন্নিধিমুপকল্প-য়তি যাবৎ, তাবদ্বৈদিকেন প্রত্যক্ষদৃষ্টেন সন্নিধানেনাকাঙ্ক্ষা কল্প্যতে। যাবচ্চ কৢপ্তেন সন্নিধানেনাকাঙ্ক্ষা কল্প্যতে তাবদিতবত্র কৢপ্তয়াকাঙ্ক্ষয়ৈকবাক্যতা যাবচ্চ, কৢপ্তযাকাঙ্ক্ষয়ৈকবাক্যতা তাবদিতবত্রৈকবাক্যতয়া কৢপ্তয়োপকারসামর্থ্যম্। যাবচ্চাত্রৈকবাক্যতয়োপকারসামর্থ্যাৎ তাবদিতরত্র লিঙ্গেন বিনিযোজিকা শ্রুতিঃ। যাবদত্র লিঙ্গেন বিনিযোজিকা শ্রুতিস্তাবদিতবত্র কৢপ্তয়া শ্রুত্যা বিনিয়োগ ইতি তাবত্তৈব প্রকরণপাঠোপপত্তেঃ স চ সমাখ্যানকল্পিতং বিচ্ছিন্নমূলত্বাল্ল্যমানসস্যমিব নির্ব্বীজং ভবতি, পুরোডাশাভিধায়কমন্ত্রবাহুল্যাৎ কাণ্ডস্য পৌরোডাশিকসমাখ্যেতি মন্তব্যম্।

> "একদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চবস্তবন্তরসকারিতম্।
> শ্রুত্যর্থং প্রতি বৈষম্যং লিঙ্গাদীনাং প্রতীয়তে॥"

ইত্যর্থবিপ্রকর্ষ উক্তঃ। তত্রাপি চ—

> "বাধিকৈব শ্রুতির্নিত্যং সমাখ্যা বাধ্যতে সদা।
> মধ্যমানান্তু বাধ্যত্বং বাধকত্বমপেক্ষয়া॥"

ইতি বিশেষ উক্তো বৃদ্ধৈঃ। তদয়ং বিস্তরাদ্বিভ্যতোঽপি প্রথমতন্ত্রান-ভিজ্ঞানুকম্পয়া নিম্নাবিস্তরে পতিতাঃ স্ম ইত্যুপরম্যতে। তস্মাদ্যথানুজ্ঞাপ-নানুজ্ঞয়োঃ প্রজ্ঞাতক্রময়োরুপহূত উপহূয়স্বেত্যেবং মন্ত্রাবাম্নাতৌ দেশসামা-ন্যাত্তথৈবাঙ্গতয়া প্রাপ্নুতঃ। উপহূত ইতি লিঙ্গতোঽনুজ্ঞামন্ত্রো নানুজ্ঞাপনে উপহূয়স্বেতি চ লিঙ্গতোঽনুজ্ঞাপনে চ মন্ত্রো নানুজ্ঞায়াম্। তদিহ লিঙ্গেন ক্রমং বাধিত্বা বিপরীতং শেষত্বমাপাদ্যতে। যাবদ্ধি স্থানেন প্রকরণমুৎপাদ্যৈকবাক্যত্বং কল্প্যতে, তাবল্লিঙ্গেন শ্রুতিং কল্পয়িত্বা সাধিতো বিনিয়োগ ইত্যকল্পিতলিঙ্গশ্রুতেঃ ক্রমস্য বাধস্তদ্বদিহাপি বিনিয়োগে প্রত্যেকান্তরিতেন লিঙ্গেন চতুরন্তরিতস্য বিদ্যাক্রমস্য বাধ ইতি। যদ্যপি প্রথমতন্ত্র এবায়মর্থ উপপাদিতঃ, তথাপি বিরোধে তদুপপাদনমিহত্ববিরোধঃ। ন হি লিঙ্গেনাভিচারিককর্ম্মসম্বন্ধো বিদ্যাসম্বন্ধেন ক্রমকৃতেন বিরুধ্যতে। ন চ বিনিযুক্তবিনিয়োগলক্ষণোঽত্রবিরোধো বৃহস্পতি-

বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্য স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরং "বাজপেয়েনেষ্ট্বা বৃহস্পতিসবেন যজেত" ইতি। অপি চ, একোঽয়ং প্রবর্গ্যঃ সকৃদুৎপন্নো বলীয়সা প্রমাণেনান্যত্র বিনিযুক্তো ন দুর্ব্বলপ্রমাণেনান্যত্রাপি বিনিয়োগমর্হতি। অগৃহ্যমাণবিশেষত্বে হি প্রমাণয়োরেতদেবং স্যাৎ। ন তু বলবদবলবতোঃ প্রমাণয়োরগৃহ্যমাণবিশেষতা সম্ভবতি, বলবদবলবত্ত্বাবিশেষাদেব। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কানাং মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং বা ন সন্নিধিপাঠমাত্রেণ বিদ্যাশেষত্ব-

---

সবেঽপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। অথৈষ প্রতীতিবিরোধো ন চ বস্তুবিরোধঃ, স বিদ্যায়াং বিনিয়োগেঽপি তুল্যঃ। তস্মাদবিরোধাদ্বেধাদিমন্ত্রস্যোপাসনাঙ্গত্বমিত্যাভ্যধিকা শঙ্কা তত্রোচ্যতে। নেহ লিঙ্গবিরোধেন ক্রমবাধোঽভিধীয়তে, কিন্তু লিঙ্গপরিচ্ছিন্নেন ক্রমঃ কল্পনাক্ষমঃ। প্রকরণপাঠোপপত্ত্যা হি শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণৈরবিনিযুক্তঃ ক্রমেণ প্রকরণবাক্যলিঙ্গশ্রুতিকল্পনাপ্রণালিকয়া বিনিযুজ্যতে। তদবিনিযুক্তস্য প্রকরণপাঠানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ।

উপপাদিতে তু শ্রুত্যাদিভিঃ প্রকরণপাঠে ক্ষীণত্বাদর্থাপত্তেঃ ক্রমো ন স্বোচিতাং প্রমামুৎপাদয়িতুমর্হতি, প্রমিৎসাভাবাদিতি। বৃহস্পতিসবস্য তু ক্ত্বাশ্রুতিবেব ধাতুসম্বন্ধাধিকারাৎ সমানকর্তৃকতায়াং বিহিতা সংযোগপৃথক্ত্বেন বিনিযুক্তমপি বিনিযোজয়ন্তী ন শক্যা শ্রুত্যন্তরেণ নিরোদ্ধুং স্বপ্রমামিতি বৈষম্যম্। তদিদমুক্তম্— "বাজপেয়ে তু বৃহস্পতিসবস্য স্পষ্টং বিনিয়োগান্তরম্" ইতি। "অপি চৈকোঽয়ং প্রবর্গ্যঃ" ইতি। তুল্যবলতয়া বৃহস্পতিসবস্য তুল্যতাশঙ্কাপাকরণদ্বারেণ সমুচ্চয়ো ন

বাজপেয় যাগে বৃহস্পতিসবের (তন্নামক যাগের) বিনিয়োগ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাহার বিনিয়োগ (বিনিযুক্ত-বিনিয়োগ) স্পষ্টতই অন্য প্রমাণলব্ধ। যথা—"বাজপেয় যাগ করিয়া বৃহস্পতিসবের অনুষ্ঠান করিবেক।" এক প্রবর্গ্য একবার উৎপন্ন হয়, তাহা বলবৎ প্রমাণে এক কর্ম্মে বিনিযুক্ত হইলে দুর্ব্বল প্রমাণ আর তাহাকে অন্যত্র নিযুক্ত করিতে (লইয়া যাইতে) পারে না। যে স্থলে বিশেষ গ্রহ (নির্দ্দিষ্ট পক্ষের জ্ঞান) না হয়, সেই স্থলে প্রমাণদ্বয় পাতে ঐরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে; পরন্তু প্রবল ও দুর্ব্বল প্রমাণের মধ্যে তাদৃশ অগৃহ্যমাণ-বিশেষভাব সম্ভব নহে। [তস্মা...সন্তোষ্টব্যম্] অতএব, সন্নিধি প্রমাণের বলে উদাহৃত প্রকারের মন্ত্রের ও কর্ম্মের উপাসনাঙ্গতা আশঙ্কা করা ন্যায্য নহে। যদি বল, তবে উপাসনা বিধানের সন্নিধানে ঐ সকলের পাঠ কেন? তাহার প্রত্যুত্তর —অরণ্য-পাঠ্যত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মের অনুরোধ। উপনিষদ্ বানপ্রস্থাশ্রমিদিগেরও

মাশঙ্কিতব্যম্, অরণ্যানুবচনত্বাদিধর্ম্মসামান্যাত্তু সন্নিধিপাঠ ইতি সন্তোষ্টব্যম্ ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥

হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃ-স্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥*

অস্তি তাণ্ডিনাং শ্রুতিঃ "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং, চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ তু প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি। তথা আথর্ব্বণিকানাং "তদা বিদ্বান্

তু পৃথগ্‌যুক্তিতয়া পরস্পরাপেক্ষত্বাদতি। সন্নিধিপাঠমুপপাদয়তি। "অরণ্যানুবচনত্বাৎ" ইতি ॥ ৩। ৩। ২৫ ॥

যত্র হানোপায়নে শ্রূয়েতে, তত্রাবিবাদঃ সন্নিপাতে, যত্রাপ্যুপায়নমাত্রশ্রবণং তত্রাহপি নান্তরীয়কতয়া হানমাক্ষিপ্তমিত্যস্তিসন্নিপাতঃ। যত্র তু হানমাত্রং সুকৃতদুষ্কৃতযোঃ শ্রুতং, ন শ্রূয়ত উপায়নং, তত্র কিমুপায়নমুপাদানং সন্নিপতেন্ন বেতি

পাঠ্য এবং ঐ সকল মন্ত্রও তাঁহাদিগের উচ্চার্য্য। এই সামান্য বা সাধারণ ধর্ম্মের অনুরোধে উপনিষদ্ প্রারম্ভে ঐ সকল পঠিত হইয়াছে।

তাণ্ডি-শাখায় শ্রুতি আছে—"যেমন অশ্ব ধূলিধূসরিত জীর্ণ রোম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, রাহুগ্রস্ত চন্দ্র যেমন রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্পষ্ট হন, তেমনি, আমিও পাপ বিদূরিত করতঃ নির্ম্মলীকৃতচিত্ত ও শরীরাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া অকৃত অর্থাৎ নির্ব্বিকার বা কূটস্থ ব্রহ্মাত্মক লোক প্রাপ্ত হইয়াছি।" আথর্ব্বণিক উপনিষদে আছে—"জ্ঞানী তখন পুণ্যপাপ বিধূনন (দূরীকৃত) করিয়া নিরঞ্জন (শুদ্ধ) ও পরম সাম্য (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্ত হন।" শাট্যায়নশাখাধ্যায়ীরা পাঠ করেন—"পুত্রেরা তাঁহার দায় (ধনাদি), সুহৃদেরা পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার

---

* হানিস্ত্যাগঃ। উপায়নং পরকর্ত্তৃকগ্রহণম্। নির্গুণোপাসকস্য কচিৎ পুণ্যাপাপয়োর্হানিঃ, ক্বচিচ্চ বিভাগেন প্রিয়ৈরপ্রিয়ৈশ্চ তয়োরুপায়নং, কচিচ্চোভয়মপি হানমুপায়নঞ্চ শ্রূয়তে। তত্রৈষা চিন্তা—যত্র হানমেব শ্রূয়তে, তত্রোপায়নস্যোপসংহর্ত্তব্যতাহস্তি ন বা। তত্রাহশ্রবণাদনুপসংহর্ত্তব্যতেতি পক্ষং তু-শব্দেন ব্যুদস্যতি সূত্রকারঃ। উপায়নশব্দস্য শেষত্বাৎ হানশব্দেনাপেক্ষিতত্বাৎ হানাবুপায়নস্যোপসংহার এব স্যাৎ। অশ্বরোমদৃষ্টান্তেন বিধূতয়োঃ পুণ্যাপাপয়োঃ পরত্রাবস্থানসাপেক্ষত্বাৎ পরৈরুপাদানমবশ্যং বাচ্যমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ কুশেতি। কুশাঃ, আচ্ছন্দঃ, স্তুতিঃ, উপগানং, ইতি চ্ছেদঃ। শাখান্তরস্থো বিশেষঃ শাখান্তরেহপি গ্রাহ্য ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনস্য তাৎপর্য্যম্। তদুক্তং পূর্ব্বমীমাংসায়ামিতি পূরণীয়ম্। সত্যাং গতৌ শ্রুত্যন্তরকৃতবিশেষং শ্রুত্যন্তরেহনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রৈব বিকল্পঃ স্যাৎ, ন চাস্যাবা ইতি পূর্ব্বকাণ্ডীয় সিদ্ধান্তোহস্মিন্নপি গ্রাহ্য ইত্যভিপ্রায়ঃ।

নির্গুণ ব্রহ্মোপাসকের দেহপাতকালে পাপপুণ্যের বিনাশ হয়, সুহৃদগণ তাহার পুণ্য গ্রহণ করে, শত্রুরা তাহার পাপ গ্রহণ করে, এইরূপ এইরূপ কথা শ্রুতিতে আছে। তাহাতে বিচার্য্য এই যে, শ্রুত্যুক্ত পুণ্যাপাপ বিনাশ ও উপায়ন (পরকর্ত্তৃক গ্রহণ) যুক্ত অর্থাৎ সার্ব্বত্রিক হইবে কি-না। তু-শব্দের দ্বারা না-পক্ষের নিরাস করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত এই যে, উভয়েরই যুক্ততা আছে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ, বিচার প্রণালী ও কারণ পাওয়া যাইবেক)।

পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি। তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ "তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে বিধুনুতে, তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্" ইতি। তদিহ ক্বচিৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানং শ্রূয়তে, ক্বচিত্তূভয়ং হানমুপায়নঞ্চেতি। তদ্যত্রোভয়ং শ্রূয়তে, তত্র তাবৎ ন কিঞ্চিদ্বক্তব্যমস্তি। যত্রাপ্যুপায়নমেব শ্রূয়তে, ন হানং, তত্রাপ্যর্থাদেব হানং সন্নিপততি, অন্যৈরাত্মীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়ো-রুপেয়মানয়োরাবশ্যকত্বাৎ তদ্ধানস্য। যত্র তু হানমেব শ্রূয়তে, ন তূপায়নং, তত্রোপায়নং সন্নিপতেদ্বা ন বেতি বিচিকিৎসায়াম্—অশ্রবণাদসন্নিপাতঃ, বিদ্যান্তরগোচরত্বাচ্চ শাখান্তরীয়স্য শ্রবণস্য।

অপি চ, আত্মকর্তৃকং সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানং, পরকর্তৃকং

সংশয়ঃ। অত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—"অসন্নিপাতঃ" ইতি। স্যাদেতৎ। যথা শ্রূয়মাণমেকত্র শাখায়ামুপাসনাঙ্গং তস্মিন্নেব চোপাসনে শাখান্তরেঽশ্রূয়মাণমঙ্গমুপ-সংহ্রিয়তে, এবং শাখান্তরশ্রুতমুপায়নমুপসংহরিষ্যত ইত্যত আহ—"বিদ্যান্তর-গোচরত্বাচ্চ" ইতি। একত্বে হ্যুপাসনকর্ম্মণামন্যত্র শ্রুতানামপ্যন্যত্র সমবায়ো ঘটতে। ন ত্বিহোপাসনানামেকত্বং সগুণনির্গুণত্বেন ভেদাদিত্যর্থঃ। নন্বু যথোপায়নং শ্রুতং হানমুপস্থাপয়ত্যেবং হানমপি উপায়নমিত্যত আহ—"অপি চাত্মকর্তৃকম"

পাপ উপলাভ করে।" কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে আছে—"সেই জ্ঞান জ্ঞানীর সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই বিধূনন করে। প্রিয়জ্ঞাতিরা তাঁহার সুকৃত আর অপ্রিয় (বিদ্বেষ্টা) লোকেরা তাঁহার দুষ্কৃত উপলাভ (গ্রহণ) করে।" [তদিহ...তদ্ধানস্য] এই-রূপে কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানীর সুকৃত দুষ্কৃতের হানি, কোন কোন শ্রুতিতে তদুভয়ের বিভাগক্রমে অন্যকর্তৃক গ্রহণ (প্রিয়কর্তৃক সুকৃতের ও অপ্রিয়কর্তৃক দুষ্কৃতের গ্রহণ) এবং কোন কোন শ্রুতিতে তদুভয়ের হান ও উপায়ন (ত্যাগ ও অন্যকর্তৃক গ্রহণ) উভয়ই শ্রুত হইয়াছে। তন্মধ্যে যে শ্রুতিতে উভ-য়ের শ্রবণ আছে, সে শ্রুতিতে আমাদের কোনরূপ বক্তব্য নাই। [যত্র... পঠতি] যেখানে মাত্র উপায়নের শ্রবণ আছে, সেখানেও অর্থবশাৎ হানির সন্নি-পাত (উপায়নের দ্বারা হানিরূপ অর্থলাভ) হইতে পারে; সুতরাং সেখানেও বক্তব্য নাই। কিন্তু যেখানে কেবল হান-শ্রুতি আছে, উপায়নের কথা নাই, সেখানে সংশয় হইতে পারে যে, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সন্নিপাত হইবে কি-না। অর্থাৎ সে শ্রুতিতে উপায়নার্থ যোজিত হইবে কি-না। (উপায়ন=সুহৃদ ও শত্রুকর্তৃক সুকৃতের ও দুষ্কৃতের গ্রহণ)।

ত্বুপায়নং, তয়োরসত্যাবশ্যকভাবে কথং হানেনোপায়নমাক্ষিপ্যেত। তস্মাদসন্নিপাতো হানাবুপায়নস্যেতি।

অস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি—হানাবিতি। হানৌ ত্বেতস্যাং কেবলায়ামপি শ্রূয়মাণায়ামুপায়নং সন্নিপতিতুমর্হতি, তচ্ছেষত্বাৎ। হান-শব্দশেষো হ্যুপায়নশব্দঃ সমধিগতঃ কৌষীতকিরহস্যে। তস্মাদন্যত্র কেবলহানশব্দশ্রবণেঽপ্যুপায়নানুবৃত্তিঃ। যদুক্তম-শ্রবণাৎ বিদ্যান্তরগোচরত্বাদনাবশ্যকত্বাচ্চাসন্নিপাত ইতি। তদুচ্যতে। ভবেদেষা ব্যবস্থোক্তিঃ, যদ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদন্যত্র শ্রুতমন্যত্র নিনীষ্যেত। ন ত্বিহ হানমুপায়নং বাঽনুষ্ঠেয়ত্বেন

ইতি। গ্রহণং হি ন স্বামিনোঽপগমমন্তরেণ ভবতীতি গ্রহণাদপগমসিদ্ধিরবশ্যম্ভাবিনী। অপগমস্ত্বসত্যপ্যন্যেন গ্রহণে দৃষ্টো যথা—প্রায়শ্চিত্তেনাপগতিরেনস ইতি। কর্ত্তৃভেদকথনং ত্বেতদুপোদ্বলনার্থং ন পুনরনবশ্যম্ভাবস্য প্রয়োজকমুপায়নেনানৈকান্ত্যাদিতি।

সিদ্ধান্তমুপক্রমতে—"অস্যাং প্রাপ্তৌ" ইতি। অয়মস্যার্থঃ—কর্ম্মান্তরে বিহিতং হি ন কর্ম্মান্তর উপসংহ্রিয়তে, প্রমাণাভাবাৎ। যৎ পুনর্ন বিধীয়তে, কিন্তু স্তুত্যর্থং সিদ্ধতয়া সঙ্কীর্ত্ত্যতে, তদসতি বাধকে দেবতাধিকরণন্যায়েন শব্দতঃ

সংশয় হইলেই পক্ষলাভ হয়; তাহাতে পাওয়া যায়;—যখন শ্রবণ নাই, তখন তাহার সন্নিপাত হইবে না; শাখান্তরে শ্রবণ আছে বটে; কিন্তু তাহা জ্ঞানান্তর-গোচর, সুতরাং সে স্থান হইতে তদর্থের আকর্ষণ-পূর্ব্বক হান-শ্রুতিতে সংযোজন করা ন্যায্য নহে; আরও দেখ, সুকৃত দুষ্কৃতের হানি অর্থাৎ ত্যাগ আত্মকর্ত্তৃক, কিন্তু তদুভয়ের উপায়ন (স্বীকার বা গ্রহণ) পরকর্ত্তৃক। অতএব, বিনা আবশ্যকে হান উপায়নার্থ আকর্ষণ করিবে কেন? করিবে না। এই সকল কারণে বলিতেছি, হান-শ্রুতিতে উপায়নের সমাক্ষেপ অর্থাৎ সন্নিপতন হইবেক না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে সূত্রকার বলিতেছেন—"হানৌ তুপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ" ইতি।

[হানা...বৃত্তিঃ] কেবল হানি (পুণ্যপাপের) শ্রুত হইলেও তাহাতে উপায়নের সন্নিপাত (উন্নয়ন) হইতে পারে। কারণ এই যে, ঐ উপায়ন-শব্দ হান-শব্দের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ। উপায়ন হান-সাপেক্ষ, ইহা কৌষিতকি-ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। সেই কারণে শ্রুত্যন্তরে কেবল হান-শব্দের শ্রবণ থাকিলেও সে স্থলে উপায়নের অনুবর্ত্তন স্বীকার্য্য। [যদুক্ত...নিবিশেতে ইতি] বলিয়াছিলে যে, শ্রবণ না থাকায় আবশ্যক না থাকায় ও বিদ্যান্তরের বিষয় বলিয়া উপায়নের উন্নয়ন হইবে না। এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছি। ভবদুক্ত ব্যবস্থা অবিচাল্য হইত, যদি আমরা এক স্থানে শ্রুত কোনও এক অনুষ্ঠেয়কে

সঙ্কীর্ত্ত্যতে। বিদ্যাস্তুত্যর্থং ত্বনয়োঃ সংকীর্ত্তনং—ইত্থং মহাভাগা বিদ্যা, যৎসামর্থ্যাদস্য বিদুষঃ সুকৃতদুষ্কৃতে সংসারকারণভূতে বিধূয়েতে, যে চাস্য সুহৃদ্দ্বিষৎসু নিবিশেতে ইতি। স্তুত্যর্থে চাস্মিন্ সঙ্কীর্ত্তনে হানানন্তরভাবিত্বেনোপায়নস্য কচিচ্ছ্রুতত্বাদন্যত্রাপি হানশ্রুতাবুপায়নানুবৃত্তিং মন্যতে স্তুতিপ্রকর্ষলাভায়।

প্রসিদ্ধা চার্থবাদান্তরাপেক্ষা অর্থবাদান্তরপ্রবৃত্তিঃ "একবিংশো বা ইতোঽসাবাদিত্যঃ" ইত্যেবমাদিষু। কথং হীহৈকবিংশতাদিত্যস্যাভিধীয়েত—অনপেক্ষ্যমাণেঽর্থবাদান্তরে "দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্ত্তবস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশঃ" ইত্যেতস্মিন্।

প্রতীয়মানং পরিত্যক্তুমশক্যম্। তথা চ বিধূতয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্নির্গুণায়াং বিদ্যায়ামশ্বরোমাদিবৎ কিং ভবত্বিত্যপেক্ষায়াং—ন তাবৎ প্রায়শ্চিত্তেনেব তদ্বিলয়সম্ভবস্তথা সত্যশ্বরোম-রাহুদৃষ্টান্তানুপপত্তিঃ। ন জাত্বশ্বরোম-রাহুমুখয়োর্ব্বিলপনমস্তি, অপিতু অশ্বচন্দ্রাভ্যাং বিভাগঃ। ন চ নষ্টে বিধূননপ্রমোচনার্থসম্ভবঃ। তস্মাদর্থবাদস্যাপেক্ষায়াং শব্দসন্নিধিরুতোঽপি বিশেষ উপায়নং বুদ্ধৌ সন্নিধাপয়িতুং শক্নোত্যপেক্ষাং পূরয়িতুমিতি। নির্গুণাপি বিদ্যা হানোপায়নাভ্যাং স্তোতব্যা। স্তুতিপ্রকর্ষস্তু প্রয়োজনং ন প্রমাণম্। অপ্রকর্ষেঽপি স্তুত্যুপপত্তেঃ।

ন চার্থবাদান্তরাপেক্ষার্থবাদান্তরাণাং ন দৃষ্টা। ন চ তৈর্ন পূরণমিত্যাহ—"প্রসিদ্ধাচ" ইতি। "স্তুত্যর্থত্বাচ্চান্যোপায়নবাদস্য" ইতি। যদ্যপ্যন্যদীয়ে অপি সুকৃতদুষ্কৃতে অন্যস্য ফলং প্রযচ্ছতঃ। যথা পুত্রস্য শ্রাদ্ধকর্ম্ম পিতুস্তৃপ্তিং, যথা চ

(অনুষ্ঠানযোগ্য) কর্ম্মকে অন্য স্থানে নীত করিবার ইচ্ছা করিতাম। উদাহৃত শ্রুতিতে যে, হানির ও উপাদানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা অনুষ্ঠেয়রূপ নহে। জ্ঞান-প্রশংসার্থই উক্ত উভয়ের উল্লেখ। বিদ্যা বা জ্ঞান এত প্রশংসিত যে, তাহারই সামর্থ্যে বিদ্বানের সংসারবীজ সুকৃত ও দুষ্কৃত বিধূত—সুকৃত দুষ্কৃত যথাক্রমে সুহৃদে ও শত্রুতে প্রবেশ করে। [স্তুত্যর্থে...মাদিষু] ঐ উল্লেখ যখন স্তুতির উদ্দেশে, তখন অবশ্যই উপায়ন হানের পরভাবী বলিয়া এক স্থানে অশ্রবণ থাকিলেও হান-শ্রুতিতে তাহার অনুবর্ত্তন স্বীকার করা উচিত। করিলে স্তুতিরও প্রকর্ষ লাভ হইবে।

এক অর্থবাদে (অর্থবাদ=কেবল স্তুতিবাক্য) অন্য অর্থবাদের প্রবৃত্তি (জন্ম) হয়, ইহা "এই আদিত্য এক বিংশ" ইত্যাদি স্থলে প্রসিদ্ধ আছে। [কথং...দৃশ্যতে] "১২ মাস, ৫ ঋতু, ৩ লোক ও এই আদিত্য, এইরূপে এক-বিংশ"—এই অর্থবাদকে অপেক্ষা বা উপলক্ষ্য না করিলে "একবিংশ আদিত্য" —এই অর্থবাদে কি আদিত্যের একবিংশত্ব অভিহিত হইতে পারে? "ইন্দ্রিয়ই ত্রিষ্টুভ্" এই অর্থবাদ উপলক্ষ্যে "সেন্দ্রিয়ত্বের কারণ ত্রিষ্টুভদ্বয়" এই অর্থবাদ

তথা "ত্রিষ্টুভৌ ভবতঃ সেন্দ্রিয়ত্বায়" ইত্যেবমাদিষ্বর্থবাদেষ্বপি "ইন্দ্রিয়ং বৈ ত্রিষ্টুভম্" ইত্যেবমাদ্যর্থবাদান্তরাপেক্ষা দৃশ্যতে। বিদ্যাস্তুত্যর্থত্বাচ্চাস্যোপায়নবাদস্য কথমন্যদীয়ে সুকৃতদুষ্কৃতে অন্যৈরভ্যুপয়েতে—ইতি নাতীবাভিনিবেষ্টব্যম্। উপায়নশব্দত্বাদিতি চ শব্দ-শব্দং সমুচ্চারয়ন্ স্তুত্যর্থমেব হানাবুপায়নানুবৃত্তিং সূচয়তি। গুণোপসংহারবিবক্ষায়াং হ্যুপায়নার্থস্যৈব হানাবনুবৃত্তিং ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন স্তুত্যুপসংহারপ্রকারদর্শনার্থমিদং সূত্রম্।

কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদিত্যুপমোপাদানম্। তদযথা ভাল্লবিনাং "কুশা বানস্পত্যাঃ স্থ, তা মা পাত" ইত্যস্মিন্নিগমে

পিতুর্বৈশ্বানরীয়েষ্টিঃ পুত্রস্য, নার্য্যাশ্চ সুরাপানং ভর্ত্তুর্নরকং, তথাপ্যন্যদীয়ে অপি সুকৃতদুষ্কৃতে সাক্ষাদন্যস্মিন্ন সম্ভবত ইত্যাশয়েন শঙ্কা। ফলতঃ প্রাপ্ত্যা স্তুতিরিতি পরিহারঃ। গুণোপসংহারবিবক্ষায়ামিত্যাদি ন স্বরূপতঃ সুকৃতদুষ্কৃতসঞ্চারাভিপ্রায়ম্। নন্বু বিদ্যাগুণোপসংহারাধিকারে কোঽয়মকাণ্ডে স্তুত্যর্থবিচার ইতি শঙ্কামুপসংহরন্নপাকরোতি—"তস্মাদ্‌গুণোপসংহারবিচারপ্রসঙ্গেন" ইতি। বিদ্যা-

---

প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। [বিদ্যা...সূত্রম্] একের পুণ্যপাপ অপরে কিরূপে গ্রহণ করে ? এ কথায় অত্যন্ত মনোনিবেশ করিও না। এই মাত্র অনুভব কর যে, ঐ উপায়ন-বাদ কেবল জ্ঞানপ্রশংসার নিমিত্তই অভিহিত। সূত্রে উপায়নের সঙ্গে শব্দ-শব্দ আছে, তদ্দ্বারাও জ্ঞানপ্রশংসা ও হানির সঙ্গে উপায়নের অনুবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। গুণোপসংহার (উক্ত অনুক্ত গুণের অর্থাৎ বিচারপূর্ব্বক অঙ্গসমূহের একত্র সমাবেশ) বলিবার ইচ্ছা আছে, তাই তৎপ্রসঙ্গে হানের উপায়নার্থতা বলা হইল। উদ্‌ঘাটিত কারণসমূহের দ্বারা ইহাই স্থির হইতেছে যে, গুণোপসংহার বিচারের প্রসঙ্গে স্তুত্যুপসংহার প্রণালীও এতৎসূত্রে দর্শিত হইয়াছে। [কুশা... আশ্রীয়ন্তে] এক স্থানের কথিত বিশেষ অন্য স্থানে নীত হইবার উদাহরণ কুশ, আছন্দঃ (ছন্দঃ) স্তুতি ও উপগান।

উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত কএকটীর বিশেষ বিবরণ এই—উদ্গাতা নামক ঋত্বিক্ (যজ্ঞপুরোহিত) স্তোত্র গান করে, অপরে তাহার সংখ্যা রাখে। কতক গুলি শলাকাকার কাষ্ঠখণ্ড সেই স্তোত্র গণনার বা সংখ্যা রাখিবার অবলম্বন—ভাল্লবিশাখাধ্যায়ীরা সে গুলিকে কুশা বলে। যজমান সংখ্যা-শলাকা লইবার কালে যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহা এই—"হে কুশ সকল ! তোমরা বনস্পতিপ্রভব। (বনস্পতি=বনস্থ মহাবৃক্ষ)। তোমরা আমাকে রক্ষা কর।" ভাল্লবিদিগের ব্যবহৃত এই মন্ত্রে যে কুশার কথা আছে, তাহা অবিশেষ অর্থাৎ সাধারণ। (দর্ভকেও কুশ

কুশানামবিশেষেণ বনস্পতিযোনিত্বশ্রবণে শাট্যায়নিনাং "ঔদুম্বরাঃ কুশাঃ" ইতি বিশেষবচনাদৌদুম্বর্য্যঃ কুশা আশ্রীয়ন্তে। যথা চ ক্বচিদ্দেবাসুরচ্ছন্দসামবিশেষেণ পৌর্ব্বাপর্য্যপ্রসঙ্গে "দেবচ্ছন্দাংসি পূর্ব্বাণি" ইতি পৈঙ্গ্যাম্নায়াৎ প্রতীয়তে। যথা চ ষোড়শিস্তোত্রে কেষাঞ্চিৎ কালাবিশেষপ্রাপ্তৌ "সময়াধ্যুষিতে সূর্য্যে" ইত্যার্চ্চাভিশ্রুতেঃ কালবিশেষপ্রতীতিঃ। যথৈব চাবিশেষেণোপগানং কেচিৎ সমামনন্তি, বিশেষেণ ভাল্লবিনঃ। যথৈতেষু কুশাদিষু শ্রুত্যন্তরগতবিশেষান্বয়ঃ, এবং হানাবপ্যুপায়নান্বয় ইত্যর্থঃ।

গুণোপসংহারপ্রসঙ্গতঃ স্তুতিগুণোপসংহারো বিচারিতঃ, প্রয়োজনঞ্চোপাসকে সৌহার্দ্দমাচরিতব্যং, ন ত্বসৌহার্দ্দমিতি।

ছন্দ এবাচ্ছন্দ আচ্ছাদনাদাচ্ছন্দো ভবতি। "যথৈব চাবিশেষেণোপগানং" ইতি। ঋত্বিজ উপগায়ন্তীত্যবিশেষেণোপগানমৃত্বিজাম্। ভাল্লবিনস্তু বিশেষেণ নাধ্বর্য্যুরুপগায়তীতি। তদেতস্মাদ্ভাল্লবিনাং বাক্যমৃত্বিজ উপগায়ন্তীত্যেতচ্ছেষং

বলে, পরিভাষা অনুসারে কাষ্ঠনির্ম্মিত পদার্থকেও কুশ বলে, সুতরাং সাধারণ)। ঐ সাধারণ উল্লেখের বিশেষে পর্য্যবসান ব্যতীত যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। (কুশ কি ? কোন্ বস্তুকে কুশ বলিয়া গ্রহণ করিবে ? অবশ্যই একটা নির্দ্দিষ্ট বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে।) এজন্য ভাল্লবি-শাখাধ্যায়ীরা শাট্যায়ন-শাখোক্ত বিশেষের গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। শাট্যায়ন শাখায় আছে "কুশ সকল উদুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত"। শাট্যয়নদিগের এই যে বিশেষোক্তি, নির্দ্দিষ্ট উল্লেখ, ইহা ভাল্লবিশাখায় নীত বা গৃহীত হইতে দেখা যায়। [যথা চ…প্রতীয়তে] ছন্দঃ দুই প্রকার, দৈব ও আসুর। "ছন্দের দ্বারা স্তুতি করিবেক" এই বাক্যে বিশেষ নির্দ্ধারণ না থাকায় পৈঙ্গী শ্রুতির আশ্রয় লওয়া হয়। পৈঙ্গী শ্রুতি যথা—"প্রথম ভাগ প্রথমোক্ত দেবচ্ছন্দঃ।" [যথা চ...প্রতীতিঃ] অতিরাত্র যাগে ষোড়শি-নামক যজ্ঞ পাত্রের স্তুতি করিবার বিধান আছে। কিন্তু তাহা কোন সময়ে করিবেক ? তাহা সেই বিধান বাক্যে কথিত নাই। না থাকিলেও সামবেদীয় আর্চ্চিক-শ্রুতি তাহার অবধারণ করায়। আর্চ্চিক-শ্রুতিতে আছে—"সূর্য্য উদিত হইলে ষোড়শি-পাত্রের স্তুতি করিবেক।" এই আর্চ্চিক-শ্রুত্যুক্ত বিশেষ অর্থাৎ নামগ্রাহী নির্দ্দেশ পূর্ব্বোক্ত সাধারণ বাক্যে অন্বিত হইতে দেখা যায়। [যথৈব… ইত্যর্থঃ] "ঋত্বিক্ উপগান করিবেন" এই শ্রুতিতে কোন্ ঋত্বিক্, তাহার উল্লেখ নাই। না থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে আছে "অধ্যর্য্যু উপগান করেন না।" এই শ্রুতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অবিশেষ শ্রুতির বিশেষে পর্য্যবসান হয়। অর্থাৎ অধ্বর্য্যু ব্যতীত আর আর ঋত্বিক্ উপগান করিবেন, এইরূপ বিশেষ প্রতীত হয়। অতএব যেমন উদাহৃত কুশাদিতে শ্রুত্য-

শ্রুত্যন্তরকৃতং হি বিশেষং শ্রুত্যন্তরেঽনভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্রৈব বিকল্পঃ স্যাৎ, স চান্যায্যঃ সত্যাং গতৌ। তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাং "অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ" ইতি।

অথবৈতাস্বেব বিধূননশ্রুতিষ্বেতেনৈব সূত্রেণৈতচ্চিন্তয়িতব্যং

বিজ্ঞায়তে। এতদুক্তং ভবতি—অধ্বর্য্যুবর্জ্জিতা ঋত্বিজ উপগায়ন্তীতি। কস্মাৎ পুনরেবং ব্যাখ্যায়তে ? নন্থ স্বতন্ত্রাণ্যেব সন্ত বাক্যানীত্যত আহ—"শ্রুত্যন্তরকৃতম্" ইতি। অষ্টদোষদুষ্টবিকল্পপ্রসঙ্গভয়েন বাক্যান্তরস্য বাক্যান্তরশেষত্বমত্রভবতো জৈমিনেরপি সম্মতমিত্যাহ—"তদুক্তং দ্বাদশলক্ষণ্যাম্।" "অপিতু বাক্যশেষঃ স্যাদন্যায্যত্বাদ্বিকল্পস্য বিধীনামেকদেশঃ স্যাৎ" ইতি। এতদেব সূত্রমর্থদ্বারেণ পঠতি— "অপি তু বাক্যশেষত্বাদিতরপর্য্যুদাসঃ স্যাৎ, প্রতিষেধে বিকল্পঃ স্যাৎ।" স চান্যায্য ইতি শেষঃ। এবং কিল শ্রূয়তে। এষ বৈ সপ্তদশঃ প্রজাপতির্যজ্ঞে যজ্ঞেঽন্বায়ত্ত ইতি, ততো নানুযাজেষু যে যজামহং করোতীতি। তদত্রানারভ্য কঞ্চিদ্যজ্ঞং যজ্ঞেষু যেধজামহকরণমুপদিষ্টম্। তদুপদিশ্য চাম্নাতং নানুযাজেষ্বিতি। তত্র সংশয়ঃ—কিং বিধিপ্রতিষেধযোর্ব্বিকল্প উত পর্য্যুদাসোঽনুযাজবর্জ্জিতেষু যেযজামহঃ কর্ত্তব্য ইতি। মা ভূদর্থপ্রাপ্তস্য শাস্ত্রীয়েণ নিষেধেন বিকল্পঃ। দৃষ্টং হি তাদাত্বিকীমস্য সুন্দরতাং গময়তি, নায়তৌ দোষবত্তাং নিষেধতি। তস্য তত্রৌদাসীন্যাৎ। নিষেধশাস্ত্রস্তু তাদাত্বিকং সৌন্দর্য্যমবাধমানমেব প্রবৃত্ত্যুন্মুখং নরং নিবারয়দায়ত্যামস্য দুঃখফলত্বমবগময়তি। যথাহ—অকর্ত্তব্যো দুঃখফল ইতি। ততো রাগতঃ প্রবৃত্তমপ্যায়ত্যাং দুঃখতো বিভ্যতং পুরুষং শক্নোতি নিবারয়িতুমিতি বলীয়ান্ শাস্ত্রীয়ঃ প্রতিষেধো রাগতঃ প্রবৃত্তেরিতি ন তয়া বিকল্পমর্হতি। শাস্ত্রীয়ৌ তু বিধিনিষেধৌ তুল্যবলতয়া ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবদ্বিকল্প্যেতে। তত্র হি বিধিদর্শনাৎ প্রধানস্যোপকারভূয়স্ত্বং কল্প্যতে— নিষেধদর্শনাচ্চ বৈগুণ্যেঽপি ফলসিদ্ধিরবগম্যতে। যথাহ—অর্থপ্রাপ্তবদিতি

ন্তরোক্ত বিশেষের অন্বয় বা সম্বন্ধ হইতে দেখা যায়, তেমনি, হানশ্রুতিতে শ্রুত্যন্তরোক্ত উপায়নের অন্বয় বা সম্বন্ধ হইবেক। [শ্রুত্যন্তর... স্যাৎ ইতি] এক শ্রুতির কথিত বিশেষ অন্য শ্রুতিতে যায়, নীত হয়, এ কথা অস্বীকার করিলে সমুদায় স্থলেই বিকল্পের প্রসক্তি হয়; পরন্তু তাহা অন্যায্য। উপায় বা গতি থাকিতে অষ্টদোষদুষ্ট বিকল্প বিধান কুত্রাপি স্বীকার্য্য নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে (মীমাংসাদর্শনে)। যথা—বাক্যশেষত্ব হেতুক ইতর পর্য্যুদাস স্বীকার্য্য হইবেক। নিষেধ পক্ষে বিকল্প ঘটনা হয়, পরন্তু তাহা ন্যায্য নহে।"*

[অথবৈ...দর্শনাৎ] বিধূন শ্রুতিতে এই ২৬ সূত্র যোজনা করিয়া অন্য প্রকার

---

* জ্যোতিষ্টোমপ্রকরণে আছে—"দীক্ষিত হোম করিবেক না।" অন্য এক শ্রুতিতে আছে— "যত কাল জীবন, তত কাল হোম করিবেক। দীক্ষিত বাক্য হোমপ্রতিষেধক হইলে নিষেধ

—কিমনেন বিধূননবচনেন সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানমভিধীয়তে ? কিং বার্থান্তরম্ ? ইতি। তত্রৈবং প্রাপয়িতব্যং, ন হানং বিধূননমভিধীয়তে, ধূঞ্ কম্পন ইতি স্মরণাৎ। "দোধূয়ন্তে ধ্বজাগ্রাণি" ইতি চ বায়ুনা চাল্যমানেষু ধ্বজাগ্রেষু প্রয়োগদর্শনাৎ। তস্মাচ্চালনং বিধূননমভিধীয়তে। চালনন্তু সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ কঞ্চিৎ কালং ফলপ্রতিবন্ধাদিত্যেবং প্রাপয্য প্রতিবক্তব্যং—হানাবেবৈষ বিধূননশব্দোঽনুবর্ত্তিতুমর্হতি উপায়নশব্দশেষত্বাৎ। ন হি পর-

---

চেন্ন তুল্যত্বাৎ উভয়ং শব্দলক্ষণমিতি। ন চ বাচ্যং যাবদ্যজতিষু যেযজামহকরণং যাবদ্যজতি সামান্যদ্বারেণানুযাজং যজতিবিশেষমুপসর্পতি, তাবদনুযাজগতেন নিষেধেন তন্নিষিদ্ধমিতি শীঘ্রপ্রবৃত্তেঃ, সামান্যশাস্ত্রাদ্বিশেষনিষেধো বলবানিতি। যতো ভবত্বেবং বিধিষু ব্রাহ্মণেভ্যো দধি দীয়তাং তক্রং কৌণ্ডিন্যায়েতি তত্র তক্রবিধির্দধিবিধিমপেক্ষতে প্রবর্ত্তিতুমিহ তু প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিষেধস্য যেযজামহস্য চান্যতোপ্রাপ্তেস্তন্নিষেধেন নিষেধাপ্রাপ্ত্যৈ তদ্বিধিরপেক্ষণীয়ঃ। ন চ সাপেক্ষতয়া নিষেধাদ্বিধিরেব বলীয়ানিত্যতুল্যশিষ্টতয়া ন বিকল্পঃ কিন্তু নিষেধস্যৈব বাধনমিতি সাম্প্রতম্। তথা সতি নিষেধশাস্ত্রং প্রমত্তগীতং স্যাৎ। ন চ তদ্যুক্তম্। তুল্যং হি সাম্প্রদায়িকম্। ন চ নতৌ পশৌ করোতীতিবদর্থবাদতা। অসমবেতার্থত্বাৎ। পশৌ হি নাজ্যভাগৌ স্ত ইত্যুপপদ্যতে। ন চাত্র তথা যেযজামহাভাবো যততিষু যেযজামহবিধানাৎ। অনুযাজানাঞ্চ তদ্ভাবাৎ। ন চ পর্য্যুদাসস্তদাঽননুযাজেষ্বিতি কাত্যায়নমতেন নিয়মপ্রসক্তেঃ। তস্মাদ্বিহিতপ্রতিষিদ্ধতয়া বিকল্প ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—'উক্তং ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োর্ব্বিকল্প' ইতি। ন হি তত্রান্যা গতি-

---

বিচার করিতেও পার। তদ্যথা—ঐ বিধূনন বাক্য পুণ্যপাপের হানি বুঝাইবে কি পদার্থান্তর বুঝাইবে, এইরূপ সংশয় উত্থাপনপূর্ব্বক বিধূনন শব্দে হানি-অর্থ বুঝায় না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ-স্থাপন কর। ধূঞ্ ধাতুর অর্থ কম্পন। বায়ুপরিচালিত ধ্বজাগ্রভাগ দৃষ্টে লোকে বলে, ধ্বজাগ্র দোধূয়মান হইতেছে (কাঁপিতেছে)। [তস্মা...সম্ভবতি] সুতরাং বিধূনন-শব্দের অর্থ পরিচালন। পাপপুণ্যের পরিচালন কি ? না কিঞ্চিৎকাল উভয়ের ফলপ্রতিবন্ধ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়া তাহার এইরূপ প্রতিবাদ কর—ঐ বিধূনন শব্দ হানি-অর্থেই অনুবর্ত্তিত হইবে। কারণ এই যে, তাহা উপায়নশব্দের শেষ অর্থাৎ তৎসাপেক্ষ। একের হানি বা ত্যাগ ব্যতীত তাহা অন্যের উপগম্য (স্বীকার্য্য) হইতে পারে না।

পালন অথবা বিধিপালন এই বিরুদ্ধ কল্পদ্বয় উপস্থিত হয়, পরন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া ন-শব্দের ইতর পর্য্যুদাসার্থ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ দীক্ষিতান্ত ব্যক্তিই যাবতীয় হোম করিবেক, এইরূপ অর্থ স্বীকৃত হয়। বাক্যশেষ বাক্যাঙ্গ। উক্ত উভয় বাক্য এক করিয়া একার্থে যোজনা করা হয়।

পরিগ্রহভূতয়োরপ্রহীণয়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং সম্ভবতি। যদ্যপীদং পরকীয়য়োঃ সুকৃতদুষ্কৃতয়োঃ পরৈরুপায়নং নাঞ্জসং সম্ভাব্যতে, তথাপি তৎসঙ্কীর্ত্তনাৎ তাবৎ তদানুগুণ্যেন হানমেব বিধূননং নামেতি নির্ণেতুং শক্যতে। ক্বচিদপি চেদং বিধূননসন্নিধাবুপায়নং শ্রূয়মাণং কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবদ্বিধূনন-শ্রুত্যা সর্ব্বত্রাপ্যপেক্ষ্যমাণং সার্ব্বত্রিকং নির্ণয়কারণং সম্পাদ্যতে।

রস্তি। তেনাষ্টদোষদুষ্টোঽপি বিকল্প আস্থীয়তে—পক্ষেঽপি প্রামাণ্যাদ্মাভূৎ প্রমত্তগীততেতি। ইহ তু পর্য্যুদাসেনাপ্যুপপত্তৌ সম্ভবত্যামন্যায্য-বিকল্পাশ্রয়ণমযুক্তম্। এবং হি তদা নঞঃ সম্বন্ধোঽনযুযাজেষু যজতিষ্বনুযাজবর্জ্জিতেষু যেযজামহঃ কর্ত্তব্য ইতি। কিমতো যদ্যেবমেতদতো ভবতি। নানুযাজেষ্বিত্যেতদ্বাক্যমপরিপূর্ণং সাকাঙ্ক্ষং পূর্ব্ববাক্যৈকদেশেন সম্বন্ৎস্যতে, যদেতদ্যেযজামহং করোতীতি এতন্নানুযাজেষু যাবদুক্তং স্যাদনুযাজবর্জ্জিতেষ্বিতি তাবদুক্তং ভবতি নানুযাজেষ্বিতি। তথা চ যজতিবিশেষণার্থত্বাদনুযাজবিধিরেবায়মিতি প্রতিষেধাভাবান্ন বিকল্পঃ। ন চাভিযুক্ততরপাণিনিবিরোধে কাত্যায়নস্য সম্বাদিত্বং নিত্যসমাসবাদিনঃ সম্ভবতি। স হি বিভাষাধিকারে সমাসং শাস্তি। তস্মাদনুযাজবর্জ্জিতেষু যেযজামহবিধানমিতি সিদ্ধম্।

বর্ণকান্তরমাহ—"অথ বৈতাসু" ইতি। যথা হি সুকৃতদুষ্কৃতয়োরমূর্ত্তয়োঃ কম্পনং নাঞ্জসং, মূর্ত্ত্যনুবিধায়িত্বাৎ কম্পস্য, তথাঽন্যদীয়য়োরন্যত্র সঞ্চারোঽপ্যনুপপন্নোঽমূর্ত্তত্বাদেব। তস্মাদ্যত্র বিধূননমাত্রং শ্রুতং তত্র কম্পনেন বরং স্বকার্য্যারম্ভাচ্চালনমাত্রমেব লক্ষ্যতাং, ন তু তত্রোপগত্যাঽন্যত্র সঞ্চারঃ কল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বকার্য্যারম্ভাচ্চালনং বিধূননমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে। যত্র তাবদুপায়নশ্রুতিস্তত্রাবশ্যং ত্যাগো বিধূননং বক্তব্যম্। ক্বচিদপি চেদ্বিধূননং ত্যাগে বর্ত্ততে, তথা সত্যঽন্যত্রাপি তত্রৈব বর্ত্তিতুমর্হতি। এবং হি ন বর্ত্তেত, যদি বিধূননমিহ মুখ্যং লভ্যেত। ন চৈতদস্তি। তত্রাপি স্বকার্য্যাচ্চালনস্য লক্ষ্য-

---

সুতরাং উপায়নসাপেক্ষ। সেই জন্য বলিতে হয়, স্বীকার করিতে হয়, হানিতে উপায়নের অনুবর্ত্তন আছে। [যদ্যপীদং...শক্যতে] যদিও মুখ্য-রূপে একের পুণ্যপাপ অন্যের গ্রহণ করা সুসম্ভব নহে ; তথাপি, "উপয়ন্তি" শব্দের উল্লেখ থাকায় অনুরূপ হানিই বিধূনন শব্দের অভিধেয়, ইহা অবধারণ করিতে পার। [ক্বচিদপি...ব্যাখ্যাতম্] কোন কোন স্থলে বিধূনন-সন্নিধানে উপায়নের প্রয়োগ শুনা যায়, সুতরাং সেই শ্রবণ কুশ, আছন্দ, স্তুতি ও উপগানের দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই নিশ্চয়কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়। কেননা, তাহা সর্ব্বত্রই বিধূনন-শব্দ-সাপেক্ষ। অর্থাৎ মুখ্য বিধূনন নহে। পুণ্যপাপের বিধূনন অর্থাৎ চালনা ধ্বজাগ্র-চালনার ন্যায় মুখ্য নহে। তাহা সম্ভবও হয় না। কেননা, তাহা অদ্রব্য—দ্রব্য-পদার্থ (দ্রব্য—মূর্ত্তিমৎ) নহে। অশ্ব রোম বিধূনিত করে কি ?-না রজোযুক্ত

ন চ চালনং ধ্বজাগ্রবৎ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্মুখ্যং সম্ভবতি, অদ্রব্যত্বাৎ। অশ্বশ্চ রোমাণি বিধূম্বানঃ ত্যজন্ রজঃ সহৈতেন রোমাণ্যপি জীর্ণানি শাতয়তি। "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" ইতি চ ব্রাহ্মণম্। অনেকার্থত্বাভ্যুপগমাচ্চ ধাতূনাং ন স্মরণবিরোধঃ। "তদুক্তম্" ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাত্তথা হ্যন্যে ॥৩।৩।২৭॥*

দেবযানেন পথা পর্য্যঙ্কস্থং ব্রহ্মাভিপ্রস্থিতস্য ব্যধ্বনি সুকৃতদুষ্কৃতবিয়োগং কৌষীতকিনঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যায়ামামনন্তি। "স এতং

মাণত্বাৎ। ন চ প্রামাণিকং কল্পনাগৌরবং লৌহগন্ধিতামাচরতি, অপিচানেকার্থত্বাদ্ধাতূনাং ত্যাগেঽপি বিধূয়েতি মুখ্যমেব ভবিষ্যতি। প্রাচুর্য্যেণ ত্যাগেঽপি লোকে প্রয়োগদর্শনাৎ। বিনিগমনাহেতোরভাবাৎ। গণকারস্য চোপলক্ষণত্বেনাপ্যর্থনির্দ্দেশস্য তত্র দর্শনাৎ। তস্মাদ্ধানার্থ এবাত্রেতি যুক্তম্ ॥৩।৩।২৬॥

ননু পাঠক্রমাদর্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃততরণে প্রতীয়েতে। বিদ্যাসামর্থ্যাচ্চ প্রাগেবাবগম্যেতে। তথা শাট্যায়নিনাং তাণ্ডিনাঞ্চ শ্রুতেঃ। শ্রুত্যর্থৌ চ পাঠক্রমাদ্বলীয়াংসৌ, অগ্নিহোত্রং জুহোতি যবাগূং পচতি ইত্যত্র যথা। তস্মাৎ পূর্ব্বপক্ষাভাবাদনারভ্যমেতৎ অত্রোচ্যতে। নৈতৎ পাঠক্রমমাত্রম্, অপি তু শ্রুতি-

---

জীর্ণ রোম পরিত্যাগ করে? (সুতরাং অশ্বরোমের বিধূননও মুখ্য বিধূনন নহে)। এ কথা ব্রাহ্মণবাক্যেও আছে। যথা—"যেমন অশ্ব জীর্ণ রোম বিধূত (পরিত্যাগ) করিয়া নির্ম্মল হয়, তেমনি, জ্ঞানীও পাপ বিধূত (পরিত্যাগ) করিয়া নির্ম্মল হন।" অথবা ধাতু সকলের অর্থ অনেকবিধ। সে অনুসারেও ঐ অর্থ ব্যাকরণবিরুদ্ধ নহে; ইহাই সূত্রস্থ "তদুক্তং" শব্দের ব্যাখ্যা ॥ ৩। ৩। ২৬ ॥

কৌষীতকি-শাখাধ্যায়ীরা পর্য্যঙ্কবিদ্যা পাঠ করেন। তদ্‌যথা—জ্ঞানী দেবযানপথে পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের অভিমুখে প্রস্থিত হইলে অর্দ্ধপথে তাঁর সুকৃত দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) বিরাম প্রাপ্ত হয়। কৌষীতকিশ্রুতি—"সেই জ্ঞানী অর্থাৎ

---

* সাম্পরায়ে দেহত্যাগকালে অথবা মরণাৎ প্রাক্ সুকৃতদুষ্কৃতয়োর্হানিস্তবতীতি শেষঃ। অত্র হেতুঃ—তর্ত্তব্যাভাবাদিতি। সম্পরেতস্য কঞ্চিৎ কালং কর্ম্মসত্ত্বে ফলাভাবাৎ দেবযানপ্রবেশাযোগাচ্চাদাবেব ক্ষয় ইতি হেতুপদানামর্থঃ। অন্যে শাখিনঃ শাট্যায়নিনঃ তথা আহুরিতি যোজনীয়ম্।

অশ্ব যেমন মলিন পুরাতন রোম ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হয়, তেমনি, দেহত্যাগের পূর্ব্বে জ্ঞানীর পুণ্যপাপ ক্ষয় হয়। ইহা শাট্যায়ন শাখার কথা। আবার কৌষীতকি শাখাস্থ শ্রুতি বলিয়াছেন, অর্দ্ধ পথে সুকৃত দুষ্কৃত বিধূনিত হয়। এই দ্বিবিধ বাক্য দৃষ্টে সংশয় হয়, কোন্ শ্রুতি বলবতী। তাহার সিদ্ধান্ত—মধ্যে তর্ত্তব্য অর্থাৎ মধ্যে পাপপুণ্যের প্রাপ্তব্য ফল না থাকায় দেহপাত সময়েই জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিধূনিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ কথা শাখান্তরেও স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে।

দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকমাগচ্ছতি” ইত্যুপক্রম্য “স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসৈবাত্যেতি, তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুতে” ইতি। তৎ কিং যথাশ্রুতং ব্যধ্বন্যেব বিয়োগবচনং প্রতিপত্তব্যম্? আহোস্বিদাদাবেব দেহাদপসর্পণে? ইতি বিচারণায়াং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ যথাশ্রুতপ্রতিপত্তিপ্রসক্তৌ পঠতি— “সাম্পরায়ে” ইতি। সাম্পরায়ে গমন এব দেহাদপসর্পণ ইদং বিদ্যাসামর্থ্যাৎ সুকৃতদুষ্কৃতহানং ভবতীতি প্রতিজানীতে। হেতুমাচষ্টে—তর্ত্তব্যাভাবাদিতি।

স্তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধূনুত ইতি। তদিতি হি সর্ব্বনাম তস্মাদর্থে সন্নিহিতপরামর্শকং, তস্য হেতুভাবমাহ—সন্নিহিতঞ্চ যদনন্তরং শ্রুতম্! তচ্চার্দ্ধপথবর্ত্তিবিরজানদীমনোঽতিগমনমিত্যর্দ্ধপথ এব সুকৃতদুষ্কৃতত্যাগঃ। ন চ শ্রুত্যন্তরবিরোধঃ। অর্দ্ধপথেঽপি পাপবিধূননেন ব্রহ্মলোকসম্ভবাৎ প্রাক্কালতোপপত্তেঃ। এবং শাট্যায়নিনামপ্যবিরোধঃ। ন হি তত্র জীবন্নিতি বা জীবত ইতি বা শ্রুতম্। তথা চার্দ্ধপথ এব সুকৃতদুষ্কৃতবিমোকঃ। এবঞ্চ ন পর্য্যঙ্কবিদ্যাতস্তৎপ্রক্ষয় ইতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্ত বিদ্যাসামর্থ্যবিধূতকল্মষস্য জ্ঞানবত উত্তরেণ পথা গচ্ছতো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। ন চাপ্রক্ষীনকল্মষস্যোত্তরমার্গগমনং সম্ভবতি। যথা যবাগূপাকাৎ প্রাক্ নাগ্নিহোত্রম্। যমনিয়মাদ্যনুষ্ঠানসহিতায়া বিদ্যায়া উত্তরেণ মার্গেণ পর্য্যঙ্কস্থব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বশ্রবণাৎ। অপ্রক্ষীণপাপ্মনশ্চ তদনুপপত্তেঃ। বিদ্যৈব তাদৃশী কল্মষং ক্ষপয়তি। ক্ষপিতকল্মষঞ্চোত্তরমার্গং প্রাপয়তীতি কথমর্দ্ধপথে কল্মষক্ষয়ঃ। তস্মাৎ পাঠক্রমবাধেনার্থক্রমোঽনুসর্ত্তব্যঃ।

নির্গুণোপাসক দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করে।” এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন “অনন্তর সে বিরজা নদীতে আইসে—তাহা সে মনের দ্বারাই অতিক্রম করে এবং তৎপরে সে পুণ্যপাপ বিধূত (ত্যাগ) করে।” এই স্থানে বিচার্য্য—জ্ঞানী কি এতৎশ্রুতি অনুসারে সেই অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যশূন্য হয়? কিংবা দেহত্যাগকালে সুকৃত-দুষ্কৃত-পরিহীন হয়। শ্রুতিপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে গেলে উক্ত শ্রুত্যনুসারে ইহাই পাওয়া যায় যে, অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ পরিত্যক্ত বা পাপক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য ব্যাস এই সংশয়ের সিদ্ধান্তার্থ ২৭ সূত্র বলিয়াছেন। [সাম্পরায়ে...মর্হতি] জ্ঞানী যখন দেহ হইতে অবসৃপ্ত হয়, দেহ পরিত্যাগ করে, তখনই জ্ঞানের শক্তিতে তাহার সুকৃত দুষ্কৃত প্রক্ষয় হইয়া থাকে। এই প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু ‘তর্ত্তব্যাভাব’ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির অভাব। বিদ্বান্ যখন বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়, ষাট্‌কৌশিক দেহ পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ বিদেহ হয়, তখন হইতে—ব্রহ্মসম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত—মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণ অবস্থিত, সে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষণে সুকৃত-দুষ্কৃত থাকার কোনও রূপ কার্য্য বা ফল থাকা শ্রুত ও অনুমিত হয় না।

ন হি বিদুষঃ সম্পরেতস্য বিদ্যয়া ব্রহ্ম প্রেপ্সতোঽন্তরালে সুকৃতদুষ্কৃতাভ্যাং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তব্যমস্তি, যদর্থং কতিচিৎ ক্ষণানক্ষীণে তে কল্প্যেয়াতাম্। বিদ্যাবিরুদ্ধফলত্বাত্তু বিদ্যাসামর্থ্যেন তয়োঃ ক্ষয়ঃ। স চ যদৈব বিদ্যাফলাভিমুখী, তদৈব ভবিতুমর্হতি। তস্মাৎ প্রাগেব সন্নয়ং সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়ঃ পশ্চাৎ পঠ্যতে। তথা হ্যন্যেঽপি শাখিনস্তাণ্ডিনঃ শাট্যায়নিনশ্চ প্রাগবস্থায়ামেব সুকৃতদুষ্কৃতহানমামনন্তি "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপম্" ইতি "তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" ইতি চ ॥ ৩। ৩। ২৭ ॥

নন্থ ন পাঠক্রমমাত্রমত্র তদিতি সর্ব্বনামশ্রুত্যা সন্নিহিতপরামর্শাদিত্যুক্তম্। তদযুক্তং, বুদ্ধিসন্নিধানমাত্রমত্রোপযুজ্যতে নান্যৎ। তচ্চানন্তরস্যেব বিদ্যাপ্রকরণাদ্বিদ্যায়া অপীতি সমানা শ্রুতিরুভয়ত্রাপীতি অর্থপাঠৌ পরিশিষ্যেতে। তত্র চার্থো বলীয়ানিতি। ন চ তাণ্ড্যাদিশ্রুত্যবিবোধঃ পূর্ব্বপক্ষে। অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয়েতি হি স্বতন্ত্রস্য পুরুষস্য ব্যাপারং ব্রূতে, ন চ পরে তস্যাস্তি স্বাতন্ত্র্যম্। তস্মাত্তদ্বিরোধঃ ॥ ৩। ৩ ২৭ ॥

সুকৃত-দুষ্কৃতের দ্বারা প্রাপ্তব্য অর্থাৎ পুণ্যাপুণ্যের ফলভোগ যদি তৎকালে না-ই থাকিল, তবে আর কিসের জন্য তৎকালে সুকৃত-দুষ্কৃতের অস্তিত্ব স্বীকার বা কল্পনা করিবে? বিশেষতঃ সুকৃত-দুষ্কৃত উভয়ই বিদ্যাবিরোধী, সুতরাং বিদ্যার সামর্থ্যে উভয়েরই ক্ষয় হওয়া স্বীকার্য্য। বিদ্যা ফলোন্মুখী হইবামাত্রই তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। [তস্মাৎ...ইতি চ] শ্রুতিতে যে, অর্দ্ধপথে তদুভয়ের ক্ষয় হওয়া পঠিত হইয়াছে, প্রদর্শিত যুক্তি অবলম্বনে বুঝিতে হইবে যে, তাহা ঔপচারিক। পূর্ব্বেই সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হইয়াছিল, শ্রুতি তাহা নদী উত্তরণানন্তর বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন মাত্র। তাণ্ডী ও শাট্যায়নী এই দুই শাখা নদী সন্তরণের পূর্ব্বে সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষয় হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—"অশ্ব যেমন রোম বিধূত করিয়া নির্ম্মল হয়, সেই রূপ, এই জ্ঞানীও পাপ বিধুনন করিয়া—" "তাহার পুত্রেরা তাহার দায় (ধনাদি), সুহৃদেরা তাহার সৎকার্য্য (পুণ্য) এবং শত্রুগণ তাহার পাপ উপলাভ অর্থাৎ গ্রহণ করে।" (এই দুই শ্রুতিতে দেহত্যাগের সঙ্গে পুণ্যপাপের ত্যাগ স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে।) ॥ ৩। ৩। ২৭ ॥

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ৩। ৩। ২৮ ॥*

যদি চ দেহাদপসৃপ্তস্য দৈবযানেন পথা প্রস্থিতস্যার্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়োঽভ্যুপগম্যেত, ততঃ পতিতে দেহে যমনিয়মবিদ্যাভ্যাসাত্মকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়হেতোঃ পুরুষপ্রযত্নস্যেচ্ছাতোঽনুষ্ঠানানুপপত্তেরনুপত্তিরেব তদ্ধেতুকস্য সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয়স্য স্যাৎ।

তস্মাৎ পূর্ব্বমেব সাধকাবস্থায়াং ছন্দতোঽনুষ্ঠানং তস্য স্যাৎ। তৎপূর্ব্বকঞ্চ সুকৃতদুষ্কৃতহানমিতি দ্রষ্টব্যম্। এবং নিমিত্ত-

---

কেভ্যশ্চিৎ পদেভ্য ইদং সূত্রম্। নমু যথা পরেতস্যোত্তরেণ পথা ব্রহ্মপ্রাপ্তির্ভবতীতি বিদ্যাফলম্, এবং তস্যৈবার্দ্ধপথে সুকৃতদুষ্কৃতহানিরপি ভবিষ্যতীতি শঙ্কাপদানি। তেভ্য উত্তরমিদং সূত্রম্। তদ্ব্যাচষ্টে—"যদি চ দেহাদপসৃপ্তস্য" ইতি। বিদ্যাফলমপি ব্রহ্মপ্রাপ্তির্নাপবেতস্য ভবিতুমর্হতি শঙ্কাপদেভ্যঃ। যথাহুঃ—নাজনিত্বা তত্র গচ্ছন্তীতি। সুকৃতদুষ্কৃতপ্রক্ষয়স্তু, সত্যপি নরশরীরে সম্ভবতীতি সমর্থস্য হেতোর্যমনিয়মাদিসহিতায়া বিদ্যমানায়াঃ কার্য্যক্ষয়াযোগাদ্যুক্তো জীবত এব সুকৃতদুষ্কৃতক্ষয় ইতি সিদ্ধম্।

ছন্দতঃ স্বচ্ছন্দতঃ স্বেচ্ছযেতি। স্বেচ্ছয়ানুষ্ঠানং যমনিয়মাদিসহিতায়া বিদ্যায়াস্তস্য জীবতঃ পুরুষস্য স্যান্ন মৃতস্যাঽতৎপূর্ব্বকঞ্চ সুকৃতদুষ্কৃতহানং স্যাজ্জীবত এব, সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। এবং কারণানন্তরং কার্য্যোৎপাদে সতি নিমিত্তনৈমিত্তকয়োস্তদ্ভাবস্যোপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্রুত্যোশ্চ সঙ্গতিঃ,ইতরথা স্বাতন্ত্র্যাভাবেনাসঙ্গতিরুক্তা স্যাৎ। তদনেনোভয়াবিরোধো ব্যাখ্যাতঃ। যে তু পরস্য বিদুষঃ সুকৃত-

---

ত্যক্তদেহ ও দেবযান পথে প্রস্থিত জ্ঞানীব যদি অর্দ্ধপথে পুণ্যপাপ ক্ষয় হওয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে দেহপাতের পর, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক যমনিয়মাদিবিদ্যাভ্যাসাত্মক পুণ্যপাপ-ক্ষয়ের কারণ উপার্জ্জন করিতে না পারায় বিদ্যার ও বিদ্যাফল পুণ্যপাপক্ষয়ের কার্য্য-কারণভাব সংরক্ষিত হইবে না।

কিন্তু দেহপাতের পূর্ব্বে সাধকাবস্থায় যেমন ইচ্ছা, তেমনি বিদ্যানুষ্ঠান করে ও

---

* মৃতস্য যথাকামং বিদ্যানুষ্ঠানানুপপত্তেরুভযোর্ব্বিদ্যাকর্ম্মক্ষয়য়োর্হেতুফলভাবো বিরুধ্যতে। আপিচ, তব মতে সতি হেতৌ ন কার্য্যবিলম্ব ইতি ন্যায়বৃংহিততাণ্ড্যাদিশ্রুতিবিরোধ এব স্যাৎ। অস্মৎপক্ষে ত্ববিরোধ এব স্যাদিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্। ছন্দতঃ ইচ্ছাতঃ।

বাদীর পক্ষ উভয়রূপে বিরুদ্ধ। পরন্তু অস্মৎপক্ষ উভয় প্রকারেই অবিরুদ্ধ। অভিপ্রায় এই যে, দেহপাতের পর অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জ্জন করার অধিকার থাকে না। তাহা না থাকায় পুণ্যপাপক্ষয়রূপ কার্য্যের সহিত বিদ্যারূপ কারণের সম্বন্ধাভাব ঘটনা হয়। যাহা কারণ—তাহাকে কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে থাকিতে হইবেই হইবে; সুতরাং বিলম্ববাদীর মতে কারণত্বের ব্যাঘাত। অথবা উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান থাকিলে কার্য্যোৎপত্তির অবিলম্বই ন্যায়োপেত, বিলম্ব হওয়া ন্যায়বাহ্য।

নৈমিত্তিকয়োরুপপত্তিস্তাণ্ডিশাট্যায়নিশ্রুত্যোশ্চ সঙ্গতিরিতি ॥ ৩।৩।২৮ ॥

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩।৩।২৯ ॥*

ক্বচিৎ পুণ্যপাপহানসন্নিধৌ দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রূয়তে, ক্বচিৎ ন। তত্র সংশয়ঃ—কিং হানাববিশেষেণৈব দেবযানঃ পন্থাঃ সন্নিপতেৎ? উত বিভাগেন—ক্বচিৎ সন্নিপতেৎ ক্বচিন্ন?

দুষ্কৃতে কথং পরত্র সংক্রামেতে ইতি শঙ্কোত্তরতয়া সূত্রং ব্যাচখ্যুঃ। ছন্দতঃ সঙ্কল্পত ইতি শ্রুতিস্মৃত্যোরবিরোধাদেবং তত্রেতি। ন ত্বত্রাগমগম্যেঽর্থে স্বাতন্ত্র্যেণ যুক্তির্নিবেশনীয়েতি। তেষামধিকরণশরীরানুপ্রবেশে সম্ভবত্যর্থান্তরোপবর্ণনম- সঙ্গতমেবেতি ॥ ৩।৩।২৮ ॥

যথা হানিসন্নিধাবুপায়নমন্যত্র শ্রুতমিতি যত্রাপি কেবলা হানিঃ শ্রূয়তে, তত্রাপ্যুপায়নমুপস্থাপয়ত্যি, এবং তৎসন্নিধাবেব দেবযানঃ পন্থাঃ শ্রুত ইতি, যত্রাপি সুকৃতদুষ্কৃতহানিঃ কেবলা শ্রুতা, তত্রাপি দেবযানং পন্থানমুপস্থাপয়িতুমর্হতি। ন চ "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইত্যনেন বিরোধঃ। দেবযানেন পথা ব্রহ্ম-

---

করিতে সমর্থ; তৎপূর্ব্বক (বিদ্যাকারণক) পুণ্যপাপের হানি অর্থাৎ প্রক্ষয়, ইহাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ স্বীকার্য্য হয়। ঐরূপ হইলেই তাণ্ডিশাখাস্থ শ্রুতির ও শাট্যায়ন-শাখাস্থ শ্রুতির সঙ্গতি হয় এবং বিদ্যার ও বিদ্যাফল পুণ্যপাপক্ষয়ের নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবও সংরক্ষিত হয়।

কোন কোন শ্রুতিতে পাপপুণ্য বিনাশের সন্নিধানে দেবযান পথের শ্রবণ আছে এবং কোন শ্রুতিতে তাহা নাই। (মরণের পর জ্ঞানীর পুণ্যপাপের বিনাশ ও দেবযান পথে গমন হয়, কিন্তু কোন কোন শ্রুতিতে কেবল পাপপুণ্য বিনাশের উল্লেখ আছে, দেবযানপথের উল্লেখ নাই)। তাহাতে সংশয় হয়, সর্ব্বত্রই কি পুণ্যপাপ বিনাশের সঙ্গে অবিশেষে দেবযান-গতি অন্বিত হইবে? কি ঐ দেবযানগতি বিভাগক্রমে উপস্থিত (লাভ) হইবে? অর্থাৎ কোন কোন জ্ঞানীর দেবযানে গতি ও কোন কোন জ্ঞানীর অন্য পথে গতি, এইরূপ ব্যবস্থা হইবে? পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্ব্বত্র সমানরূপে দেবযান গতি লব্ধ হইতে পারে। (পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই যে, পাপপুণ্য হানির সঙ্গে অবিশেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্র

---

* উভয়থা অবিভাগেন গতের্দ্দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং সাফল্যং ভবিতুমর্হতি। হি যতঃ। অন্যথা বিভাগেন বিরোধ এব স্যাৎ।—

পাপপুণ্য প্রক্ষয়ের নিকটে কোন কোন শ্রুতিতে দেবযান পথের শ্রবণ আছে, কোন কোন শ্রুতিতে তাহার শ্রবণ নাই। তাহাতে সংশয় হয়, অবিশেষে কি দেবযান পথ লাভ হইবে? কি বিভাগক্রমে (কোন কোন উপাসনার ফলে দেবযান পথ এবং কোন কোন বিদ্যার ফল অন্য পথ) লব্ধ হইবে? সংশয়ের সিদ্ধান্ত পক্ষ এই যে, উভয়ত্রই অর্থাৎ অবিশেষে দেবযান শ্রুতির সার্থক্য লাভ হইবে। ইহার বিরুদ্ধপক্ষে বিরোধ আছে।

ইতি। যথা তাবদ্ধানাববিশেষেণৈবোপায়নানুবৃত্তিরুক্তা, এবং দেবযানানুবৃত্তিরপি ভবিতুমর্হতীত্যস্যাং প্রাপ্তাবাচক্ষ্মহে—

গতের্দ্দেবযানস্য পথোঽর্থবত্ত্বং উভয়থা বিভাগেন ভবিতুমর্হতি। ক্বচিদর্থবতী গতিঃ, ক্বচিন্নেতি, নাবিশেষেণ। অন্যথা হ্যবিশেষেণৈবৈতস্যাং গতাবঙ্গীক্রিয়মাণায়াং বিরোধঃ স্যাৎ। “পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যস্যাং শ্রুতৌ দেশান্তরপ্রাপণী গতির্ব্বিরুধ্যেত। কথং হি নিরঞ্জনোঽগন্তা দেশান্তরং গচ্ছেৎ, গন্তব্যঞ্চ পরমং সাম্যং ন দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তমিত্যানর্থক্যমেবাত্র গতের্ম্মন্যামহে ॥ ৩। ৩। ২৯ ॥

লোকপ্রাপ্তৌ নিরঞ্জনস্য পরমসাম্যোপপত্তেঃ। তস্মাদ্ধানিমাত্রে দেবযানঃ পন্থাঃ সম্বধ্যত ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীতি হি বিদুষো বিধূতপুণ্যপাপস্য বিদ্যয়া ক্ষেমপ্রাপ্তিমাহ। ভ্রমনিবন্ধনোঽক্ষেমো যাথাত্ম্যজ্ঞানলক্ষণয়া বিদ্যয়া বিনিবর্ত্তনীয়ঃ। নাসৌ দেশবিশেষমপেক্ষতে। ন হি জাতু রজ্জৌ সর্পভ্রমনিবৃত্তয়ে সমুৎপন্নং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানং দেশবিশেষমাপক্ষতে। বিদ্যোৎপাদস্যৈব স্ববিরোধ্যবিদ্যানিবৃত্তিরূপত্বাৎ। ন চ বিদ্যোৎপাদায় ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরপেক্ষণীয়া। যমনিয়মাদিবিশুদ্ধসত্ত্বস্যেহৈব শ্রবণাদিভির্ব্বিদ্যোৎপাদাৎ। যদি চরমারব্ধকার্য্যকর্ম্মক্ষপণায় শরীরপাতাবধ্যপেক্ষেতি ন দেবযানেনাস্তীহ যথার্থ ইতি শ্রুতিদৃষ্টবিরোধাৎ নাপেক্ষিতব্য ইতি। অস্তি তু পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং তস্যার্থ ইত্যুক্তং, দ্বিতীয়েন সূত্রেণেতি। যে তু যদি পুণ্যমপি নিবর্ত্ততে, কিমর্থা তর্হি গতিরিত্যাশঙ্ক্য সূত্রমবতারয়ন্তি।—গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থা দুষ্কৃতনিবৃত্ত্যা সুকৃতনিবৃত্ত্যা চ। যদি পুনঃ পুণ্যমনুবর্ত্তেত, ব্রহ্মলোকগতস্যাপীহ পুণ্যফলোপভোগায়াবৃত্তিঃ স্যাৎ। তথা চৈতেন প্রতিপদ্যমানা ইত্যনাবৃত্তিশ্রুতিবিরোধঃ। তস্মাদ্দুষ্কৃতস্যেব সুকৃতস্যাপি প্রক্ষয় ইতি তৈঃ পুনরনাশঙ্কনীয়মেবাশঙ্কিতম্। বিদ্যাক্ষিপ্তায়াং হি গতৌ কেয়মাশঙ্কা, যদি ক্ষীণসুকৃতঃ, কিমর্থময়ং যাতীতি। ন হ্যেষা সুকৃতনিবন্ধনা গতিরপি তু বিদ্যানিবন্ধনা। তস্মাদবৃদ্ধোক্তমেবোপবর্ণনং সাধ্বিতি ॥ ৩। ৩। ২৯ ॥

উপায়নের অনুবর্ত্তন স্বীকৃত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে অবিশেষে অর্থাৎ সর্ব্বত্র বা সমুদায় উপাসকের দেবযান-পথ লব্ধ হইতে পারে)। এইরূপ পূর্ব্ব পক্ষ প্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে।

বিভাগ ক্রমেই দেবযান পথ প্রাপ্তব্য, অবিভাগে নহে। অবিশেষে গতি অঙ্গীকার করিতে গেলে বিরোধ উপস্থিত হইবে। দেবযানগতি “জ্ঞানী পুণ্যপাপ বিধুত করিয়া নিরঞ্জন ও পরম সাম্য (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হন” এতৎ শ্রুতির বিরুদ্ধ। যে নিরঞ্জন অগন্তা—সে কি প্রকারে কোন্ দেশান্তরে গমন করিবে? তাহার গন্তব্য পরম সাম্য (ব্রহ্ম), তাহা দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন নহে। অতএব, পরমসাম্যপ্রাপ্তিস্থলে গতিশ্রুতির আনর্থক্যই বিবেচিত হয় ॥ ৩। ৩। ২৯ ॥

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥৩।৩।৩০॥*

উপপন্নশ্চায়মুভয়থাভাবঃ—ক্বচিদর্থবতী গতিঃ ক্বচিন্নেতি, তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ। গতেঃ কারণভূতো হ্যর্থঃ পর্য্যঙ্কবিদ্যাদিষু সগুণেষূপাসনেষূপলভ্যতে। তত্র হি পর্য্যঙ্কারোহণং, পর্য্যঙ্কস্থেন ব্রহ্মণা সহ সম্বদনং, বিশিষ্টগন্ধাদিপ্রাপ্তিশ্চেত্যেবমাদি বহু দেশান্তরপ্রাপ্ত্যায়ত্তং ফলং শ্রূয়তে। তত্রার্থবতী গতিঃ, ন তু সম্যগ্দর্শনে তল্লক্ষণার্থোপলব্ধিরস্তি। ন হ্যাত্মৈকত্বদর্শিনামাপ্তকামানামিহৈব দগ্ধাশেষক্লেশবীজানামারব্ধভোগ-কর্ম্মাশয়ক্ষপণব্যতিরেকেণাপেক্ষিতব্যং কিঞ্চিদস্তি। তত্রানর্থিকা গতিঃ। লোকবচ্চৈষ বিভাগো দ্রষ্টব্যঃ। যথা লোকে গ্রাম-

---

[রত্নপ্রভা। নন্থ তর্হি সগুণবিদ্যায়ামপি মার্গো ব্যর্থ ইত্যত আহ—উপপন্ন ইতি। সা গতির্লক্ষণং কারণং যস্যার্থস্য স তল্লক্ষণার্থঃ। ইতি রত্নপ্রভা ॥৩।৩।৩০॥]

ঐ উভয়থাভাব অর্থাৎ স্থলবিশেষে গতিশ্রুতির সার্থক্য ও স্থলবিশেষে নৈরর্থক্য, ইহা অযুক্ত নহে; প্রত্যুত যুক্তিসিদ্ধ। কেন-না, পর্য্যঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি সগুণবিদ্যা স্থলে গতির কারণীভূত অর্থ উপলব্ধ হয়। পর্য্যঙ্কবিদ্যায় গতির (প্রাপ্তির) কারণীভূত বহু অর্থ আছে। পর্য্যঙ্কারোহণ, পর্য্যঙ্কস্থ ব্রহ্মের সহিত কথোপকথন, বিশিষ্ট গন্ধাদি প্রাপ্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশান্তর প্রাপ্তির অধীন বহু প্রকার ফল শ্রুত আছে ; সুতরাং সগুণোপাসকের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতির সার্থক্য ; কিন্তু জ্ঞানীর সম্বন্ধে তাহার নৈরর্থক্য। [ন...দয়িষ্যামঃ] যাহার জ্ঞানে আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, যে আপ্তকাম, এতৎশরীরে যাহার সমুদায় ক্লেশবীজ দগ্ধ হইয়াছে, সে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মের (যে কর্ম্ম ভোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ শরীর জন্মাইয়াছে, সেই কর্ম্মের) ক্ষয় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই তাহারা কৃতার্থ হয়। তাহাদের সম্বন্ধে গতিশ্রুতির সার্থক্য কি ? (তাহাদের ত স্থানান্তর গমন নাই।) এ বিভাগে

---

* সা গতির্লক্ষণং কারণং যস্যাঽর্থস্য স তল্লক্ষণার্থস্তস্যোপলব্ধিস্তস্মাৎ গতিশ্রুতেরুভয়থাভাব উপপন্নো যুক্তঃ। লোকবৎ লোক ইব। যত্র দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপা গতিরপেক্ষতে, তত্র তস্যাঃ সার্থক্যং, যত্র তদ্বিপর্য্যয়স্তত্র গতিকারণাভাবাৎ নৈরর্থক্যমিত্যদোষঃ। সগুণোপসনায়াং গতেঃ কারণভূতোঽর্থ উপলভ্যতে, ন নির্গুণবিদ্যায়াং ; সুতরাং গতিশ্রুতেরুভয়থাভাব এব তত্ত্বমিতি সূত্রতাৎপর্য্যম্।

উপাসকের দেবযান পথে গতি হয়, এই যে শ্রুতি আছে, এ শ্রুতির অর্থ সগুণ উপাসনাকেই স্পর্শ করিতেছে, নির্গুণ উপাসনা স্পর্শ করিতেছে না। একই শ্রুতির ঐরূপ দ্বৈবিধ্য লোক দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইতে পারে। গতির কারণীভূত বস্তু সগুণ বিদ্যাতেই দেখা যায়, নির্গুণ বিদ্যায় নহে। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

প্রাপ্তৌ দেশান্তরপ্রাপণঃ পন্থা অপেক্ষ্যতে, নারোগ্যপ্রাপ্তৌ, এবমিহাপীতি। ভূয়শ্চৈতং বিভাগং চতুর্থেঽধ্যায়ে নিপুণতরমুপপাদয়িষ্যামঃ ॥ ৩। ৩। ৩০ ॥

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩। ৩। ৩১ ॥*

সগুণাসু বিদ্যাসু গতিরর্থবতী, ন নির্গুণায়াং পরমাত্মবিদ্যায়ামিত্যুক্তম্। সগুণাস্বপি বিদ্যাসু কাসুচিদ্গতিঃ শ্রূয়তে। যথা পর্য্যঙ্কবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ামুপকোশলবিদ্যায়াং দহরবিদ্যায়াঞ্চেতি, নান্যাসু, যথা মধুবিদ্যায়াং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং ষোড়শকলবিদ্যায়াং বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিতি। তত্র সংশয়ঃ—

প্রকরণং হি ধর্ম্মাণাং নিয়ামকম্। যদি তু তন্নাদ্রিয়তে, ততো দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদিধর্ম্মাঃ সঙ্কীর্য্যেরন্। ন চ তেষাং বিকৃতিষু সৌর্য্যাদিষু দ্বাদশাহাদিষু চ চোদকতঃ প্রাপ্তিঃ—সর্ব্বত্রোপদেশিকত্বাৎ। ন চ দর্ব্বিহোমস্য়াপ্রকৃতিবিকারভূতস্যাধর্ম্মকত্বম্। ন চ সর্ব্বধর্ম্মযুক্তং কর্ম্ম কিঞ্চিদপি শক্যমনুষ্ঠাতুম্। ন চৈবং সতি শ্রুত্যাদয়োঽপি বিনিযোজকাঃ, তষামপি হি প্রকরণেন সামান্যসম্বন্ধে

লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় এবং লৌকিক দৃষ্টান্ত অনুসারে ঐরূপ বিভাগ স্বীকার্য্য। যেমন লোক মধ্যে দেখা যায়, গ্রাম পাইতে হইলে দেশান্তরপ্রাপক পথের প্রয়োজন, কিন্তু আরোগ্য পাইতে হইলে দেশান্তরপ্রাপক কোন কিছুর প্রয়োজন নাই; সেইরূপ, জ্ঞানীর পক্ষেও ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে লোকান্তর প্রাপক পথের প্রয়োজন নাই। পুনরায় চতুর্থাধ্যায়ে এ বিভাগ বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

বলা হইল যে, সগুণ বিদ্যাতেই (উপাসনাতেই) গতি-শ্রুতির সার্থক্য, নির্গুণ পরমাত্মবিদ্যায় নহে। কিন্তু কোন কোন সগুণবিদ্যাতে গতির শ্রবণ আছে, সকল সগুণবিদ্যায়—গতিশ্রবণ নাই। পর্য্যঙ্কবিদ্যায়, পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়, উপকোশলবিদ্যায় ও দহরবিদ্যায় দেবযান গতি শুনা যায়, অন্যত্র নহে। অর্থাৎ মধুবিদ্যায়, শাণ্ডিল্যবিদ্যায়, ষোড়শকলবিদ্যায় ও বৈশ্বানরবিদ্যায় তদ্গতির শ্রবণ নাই। [তত্র...অনিয়ম ইতি] সেই জন্য সংশয় হয়, যে যে বিদ্যায় (উপাসনায়) তদ্গতির শ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই কি দেবযান-গতি লব্ধ হইবে? অথবা তজ্জাতীয় সমুদায় বিদ্যায় (সগুণ উপাসনা মাত্রে) প্রোক্ত গতি অনুগমন

* সর্ব্বাসাং সগুণানাং বিদ্যানাং অনিয়মঃ অবিশেষ এব অবিরোধোঽবিরুদ্ধ ইতি শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বিজ্ঞায়তে।—

শব্দ শ্রুতি এবং অনুমান স্মৃতি। এতদুভয়ের দ্বারা সগুণ উপাসনা-সাধারণ্যে দেবযান গতি লাভ হয় বলিলে কোন বিরোধ থাকে না। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

কিং যাস্বেবৈষা গতিঃ শ্রূয়তে, তাস্বেব নিয়ম্যেত ? উতানিয়মেন সর্ব্বাভিরেবৈবঞ্জাতীয়কাভির্ব্বিদ্যাভিঃ সম্বধ্যেতেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিয়ম ইতি। যত্রৈব শ্রূয়তে, তত্রৈব ভবিতুমর্হতি, প্রকরণস্য নিয়ামকত্বাৎ। যদ্যন্যত্র শ্রূয়মাণাপি গতির্ব্বিদ্যান্তরং গচ্ছেৎ, শ্রুত্যাদীনাং প্রামাণ্যং হীয়েত, সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ, অর্চ্চিরাদিকৈকৈব গতিরুপকোশলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ তুল্যবৎ পঠ্যতে, তৎ সর্ব্বার্থত্বেহ-

---

সতি বিনিযোজকত্বাৎ। যত্রাপি বিনা প্রকরণং শ্রুত্যাদিভ্যো বিনিয়োগোঽবগম্যতে, তত্রাপি তন্নির্ব্বাহায় প্রকরণস্যাবশ্যকল্পনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ প্রকরণং বিনিয়োগায় তন্নিয়মায় চাবশ্যমভ্যুপেতব্যম্, অন্যথা শ্রুত্যাদীনামপ্রামাণ্যপ্রসক্তিঃ। তস্মাদ্যাস্বেবোপাসনাসু দেবযানঃ পিতৃযানো বা পন্থা আম্নাতস্তাস্বেব, ন তূপাসনান্তরেষু, তদনাম্নানাৎ। ন চ "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে" ইতি সামান্যবচনাৎ সর্ব্ববিদ্যাসু তৎপথপ্রাপ্তিঃ। শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানামেব তত্র তৎপথপ্রাপ্তিঃ শ্রূয়তে, ন তু বিদ্যাপরায়ণানাম্। অপি চ, এবং সত্যেকস্যাং বিদ্যায়াং মার্গোপদেশঃ সর্ব্বাসু বিদ্যাস্বিত্যেকত্রৈব মার্গোপদেশঃ কর্ত্তব্যো ন বিদ্যান্তরে বিদ্যান্তরেচ শ্রূয়তে। তস্মান্ন সর্ব্বোপাসনাসু পথিপ্রাপ্তিরিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাংতপ ইত্যুপাসত ইতি ন শ্রদ্ধাতপোমাত্রস্য পথিপ্রাপ্তিমাহ, অপি তু বিদ্যয়া তদারোহন্তীত্যত্র। নাবিদ্বাংসস্তপস্বিন ইতি কেবলস্য তপসঃ শ্রদ্ধায়াশ্চ তৎপ্রাপ্তিপ্রতিষেধাদ্বিদ্যাসহিতে শ্রদ্ধাতপসী তৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া বদন্ বিদ্যান্তরশীলানামপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গতাং দর্শয়তি। তথান্যত্রাপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেঽভিধীয়তে—"য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে" ইতি। সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণ্যেবানপেক্ষপ্রবৃত্তিত্বাৎ। তদেব হি সত্যমন্যস্য মিথ্যাত্বেন কথঞ্চিদাপেক্ষিকসত্যত্বাৎ।

পঞ্চাগ্নিবিদাঞ্চেৎথমিত্তয়ৈবোপাত্তত্বাৎ।" বিদ্যাসাহচর্য্যাচ্চ বিদ্যান্তরপরায়ণা-

---

করিবে ? পূর্ব্বপক্ষে নিয়মের প্রাপ্তি। অর্থাৎ তাহা সার্ব্বত্রিক নহে ; কিন্তু যে যে বিদ্যায় গতিশ্রবণ আছে, সেই সেই বিদ্যাতেই ঐ গতির প্রাপ্তি, এইরূপ অর্থই লব্ধ হয়। প্রকরণ মাত্রেই নিয়ামক, সুতরাং উহা যে যে প্রকরণে শ্রুত, সেই সেই প্রকরণেই উহার প্রাপ্তি, ইহা নিয়মিত। এক উপাসনায় শ্রুত পদার্থ যদি অন্য উপাসনায় অন্বিত বা সম্বদ্ধ হইত, তাহা হইলে শ্রুত্যাদির প্রামাণ্য থাকিত না। (কিন্তু শ্রুতি, প্রকরণ, স্থান, সমাখ্যা অর্থাৎ নাম, সমস্তই বিনিযোজক বিষয়ে প্রমাণ। এ কথা পূর্ব্বমীমাংসায় ব্যক্ত আছে। শ্রুতি অর্থাৎ সাক্ষাৎ অর্থবোধক শব্দ) এবং সমস্তই সমস্তের অঙ্গ হইতে পারিত। আরও দেখ, এক অর্চ্চিরাদি গতি অর্থাৎ দেবযান পথ উপকোশলবিদ্যায় ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় তুল্যরূপে পঠিত হইয়াছে। উহা যদি সমুদায় বিদ্যারই প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে ঐ পুনর্ব্বচন

নর্থকং পুনর্ব্বচনং স্যাৎ। তস্মাৎ নিয়ম ইত্যেবং প্রাপ্তে পঠতি—অনিয়ম ইতি।

সর্ব্বাসামেবাভ্যুদয়প্রাপ্তিফলানাং সগুণানাং বিদ্যানামবিশেষেণৈব দেবযানাখ্যা গতির্ভবিতুমর্হতি। নন্বনিয়মাভ্যুপগমে প্রকরণবিরোধ উক্তঃ। নৈষোঽস্তি বিরোধঃ। শব্দানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ। তথা হি শ্রুতিঃ "তদ্য ইত্থং বিদুঃ" ইতি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবতাং দেবযানং পন্থানমবতারয়ন্তী "যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাং তপ ইত্যুপাসতে" ইতি বিদ্যান্তরশীলানামপি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদ্ভিঃ সমানমার্গতাং গময়তি। কথং পুনরবগম্যতে বিদ্যান্তরশীলানামিয়ং গতিশ্রুতিরিতি। নন্ শ্রদ্ধাতপঃপরায়ণানা-

নামেবেদমুপাদানং ন্যায্যম্। মার্গদ্বয়ভ্রষ্টানাঞ্চাধোগতিশ্রবণাৎ। তত্রাপি চ

অবশ্যই নিরর্থক। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উহা (দেবযানাদি পথে গতি) নিয়মিত বা ব্যবস্থিত অর্থাৎ যথাশ্রুত বিদ্যাতেই প্রাপ্য। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্।

[সর্ব্বাসাং…গময়তি] যে সকল উপাসনার ফল অভ্যুদয়-প্রাপ্তি, সে সকল বা তাদৃশ সগুণ উপাসনা মাত্রেই অনিয়মে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষে (তুল্যরূপে) ঐ দেবযান গতি লব্ধ বা অন্বিত হইতে পারে। এবম্বিধ অনিয়মের স্বীকার প্রকরণবিরুদ্ধও নহে। কারণ এই যে, উহা শব্দ ও অনুমান অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (প্রবল শ্রুতি স্মৃতির নিকট প্রকরণ দুর্ব্বল ; সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত প্রকরণাদিবিরুদ্ধ নহে। প্রকরণ প্রবল শ্রুতি স্মৃতির বাধা জন্মাইতে পারে না।) শ্রুতি "যে এবম্প্রকারে জানে, উপাসনা করে," ইত্যাদিক্রমে পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীকে দেবযান পথে আরোহণ করাইয়া পরে "যাহারা অরণ্যে থাকিয়া শ্রদ্ধা ও তপঃসহকারে উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্যসন্দর্ভে—অন্য বিদ্যানুশীলীদিগেরও ঐ পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের সমান গতি বর্ণন করিয়াছেন। [কথং…লক্ষণম্] যদি বল, অন্য বিদ্যানুশীলীদিগের গতি ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যানুশীলীদিগের গতির সহিত সমান, ইহা তোমরা কিসে জানিলে? যে শ্রুতির উল্লেখ করিলে, সে শ্রুতিতে শ্রদ্ধা ও তপঃপরায়ণদিগেরই ঐ গতি বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রসঙ্গও নাই? এতৎ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তর এই যে, বিদ্যার অনুল্লেখ থাকিলেও দোষ হইত না। কারণ, জ্ঞানবল ব্যতীত কেবল শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা ঐ গতি লাভ করা যায় না। এ কথা অন্য শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। যথা—"যে লোকে কামদোষ পরাস্ত, জ্ঞানী

মেব স্যাৎ, তন্মাত্রশ্রবণাৎ। নৈষ দোষঃ। ন হি কেবলাভ্যাং শ্রদ্ধাতপোভ্যামন্তরেণ বিদ্যাবলমেষা গতির্লভ্যতে।

"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যান্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥"

ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তস্মাদিহ শ্রদ্ধাতপোভ্যাং বিদ্যান্তরোপলক্ষণম্।

বাজসনেয়িনস্তু পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারেঽধীয়তে "য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে" ইতি। তত্র শ্রদ্ধালবো যে সত্যং ব্রহ্মোপাসত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। সত্যশব্দস্য ব্রহ্মণ্যসকৃৎ প্রযুক্তত্বাৎ। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিদাঞ্চেত্থংবিত্তয়ৈবোপাত্তত্বাৎ বিদ্যান্তরপরায়ণানামেবেদমুপাদানং ন্যায্যম্। "অথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকং" ইতি চ মাগদ্বয়ভ্রষ্টানাং কষ্টামধোগতিং গময়ন্তী দেবযানপিতৃযানয়োরেবৈতামন্তর্ভাবয়তি। তত্রাপি বিদ্যাবিশেষাদেষাং দেবযানপ্রতিপত্তিঃ। স্মৃতিরপি—

যোগ্যতয়া দেবযানস্যৈবেহাধ্বনোঽভিসম্বন্ধঃ। এতদুক্তম্ভবতি। ভবেৎ প্রকরণং

সেই ব্রহ্মলোকে আরোহণ করে। কেবল কর্ম্মী ও অবিদ্বান্ তপস্বী সে লোকে আরোহণ করিতে পারে না।" এই বিস্পষ্ট শ্রুতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ঐ শ্রদ্ধা-তপঃ-শব্দ বিদ্যান্তরের উপলক্ষক। অর্থাৎ শ্রদ্ধাতপঃসহকৃত উপাসনার প্রভাবেই দেবযান গতি লাভ করা যায়।

[বাজ...প্রতিপত্তিঃ] বাজসনেয়ী-শাখাধ্যায়ীরা পঞ্চাগ্নিবিদ্যাধিকারে বলিয়াছেন, "যাহারা ইহাঁকে এবংরূপে জানে, যাহারা শ্রদ্ধালু হইয়া অরণ্যে অবস্থান করতঃ সত্যের (ব্রহ্মের) উপাসনা করে, তাহারা দেবযানপথে আরোহণ করে।" শ্রদ্ধাশব্দের অর্থ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এবং সত্যশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থে পুনঃপুনঃ সত্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রদর্শিত শ্রুতিতে পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিৎ "যে এবংরূপে জানে" এইরূপে গৃহীত বা উল্লিখিত হওয়ায় উহাতে বিদ্যান্তরপরায়ণ ব্যক্তির গ্রহণও ন্যায্য হইবেক। "যাহারা এই দুই পথ (দেবযান ও পিতৃযান) না জানে, তাহারা কীট পতঙ্গ ও দন্দশূক হয়।" এই শ্রুতি পথদ্বয়ভ্রষ্টদিগের কষ্টদায়িনী অধোগতি বুঝাইয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত গতির দেবযান পিতৃযানের অন্তর্ভাবতা দেখাইয়াছেন। তন্মধ্যে বিদ্যাবিশেষ দ্বারা তাহাদের দেবযান পথ প্রাপ্তিও বলিয়াছেন। [স্মৃতি...নিয়মঃ] স্মৃতিও বলিয়াছেন। যথা—

"শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ॥" ইতি।

যৎপুনর্দ্দেবযানস্য পথোঽর্চ্চিরাদের্দ্বিরাম্নানমুপকোসলবিদ্যায়াং পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াঞ্চ, তদুভয়ত্রাপ্যনুচিন্তনার্থম্। তস্মাদনিয়মঃ॥

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥৩।৩।৩২॥*

বিদুষো বর্ত্তমানদেহপাতানন্তরং দেহান্তরমুৎপদ্যতে ন বেতি চিন্ত্যতে। ননু বিদ্যায়াঃ সাধনভূতায়াঃ সম্পত্তৌ কৈবল্যনির্বৃত্তিঃ স্যান্ন বেতি নেয়ং চিন্তোপপদ্যতে। ন হি পাকসাধনসম্পত্তাবোদনো ভবেৎ ন বেতি চিন্তা সম্ভবতি।

নিয়ামকং যদ্যনিয়মপ্রতিপাদকং বাক্যং শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা ন স্যাৎ। অস্তি তু তত্তস্য চ প্রকরণাদ্ বলীয়স্ত্বম্। তস্মাদনিয়মো বিদ্যান্তরেষ্বপি সগুণেষু দেবযানঃ পন্থা অসকৃন্মার্গোপদেশস্য চ প্রয়োজনং বর্ণিতং ভাষ্যকৃতেতি॥ ৩। ৩। ৩১॥

সগুণায়াং বিদ্যায়াং চিন্তাং কৃত্বা নির্গুণায়াং চিন্তয়তি। নির্গুণায়াং বিদ্যায়াং নাপবর্গঃ ফলং ভবিতুমর্হতি। শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষু বিদুষামপ্য-

---

"শ্রুতিতে জগতের দ্বিবিধা গতি কথিত হইয়াছে। শুক্লা গতি ও কৃষ্ণা গতি। তন্মধ্যে জীব একের দ্বারা (শুক্লা গতির দ্বারা) অনাবৃত্তি অর্থাৎ মোক্ষপদ ও অপরের (কৃষ্ণাগতির) দ্বারা পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয।" উপকোশল-বিদ্যায় অর্চ্চিরাদি দেবযান পথ উক্ত হইয়াছে, পুনরপি তাহা পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয় উপাসকের ও অন্যান্য সগুণ উপাসকের তুল্যরূপে ঐ গতি লাভ হইয়া থাকে, ইহা বলাই ঐ দ্বিরুচ্চারণের উদ্দেশ্য। ফলিতার্থ বা সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রুত্যুক্ত দেবযান গতি অনিয়মিত অর্থাৎ সগুণব্রহ্মোপাসক সাধারণ্যে ঐ গতি লব্ধ বা অনুক্রান্ত হইয়া থাকে॥ ৩। ৩। ৩১॥

তত্ত্বজ্ঞানীর দেহপাত হইলে তাহাদের পুনর্দ্দেহ (পুনর্জ্জন্ম) হয় কি-না, তাহা বিচারিত হইতেছে। যদি বল, মোক্ষসাধন জ্ঞান সুসম্পন্ন হইলে 'মোক্ষ হয় কি-না' এ বিচারের অবতারণা অযোগ্য; পাকসাধন বহ্ন্যাদি প্রযুক্ত হইলেও ওদনোৎপত্তি হইবে কি-না এ বিচার যদ্রূপ অসম্ভব—উক্ত বিচারও তদ্রূপ অসম্ভব।

---

* আধিকারিকাণাং অধিকারনিযুক্তানাং যাবদধিকারং অধিকারপর্য্যন্তং অবস্থিতিরিতি যোজনা। লোকব্যবস্থাসু স্বামিত্বমধিকারস্তৎপ্রাপকং প্রারব্ধং যাবদস্তি, তাবৎকালং জীবন্মুক্তত্বেনাধিকারিকাণামবস্থিতিস্ততশ্চ তেষাং কৈবল্যমিতি নিষ্কর্ষঃ।

তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা—যাঁহারা লোকস্থিতিকারণ বেদপ্রবর্ত্তনাদি কার্য্যে নিযুক্ত, (অদৃষ্টসহায় ঈশ্বরের আজ্ঞায়) তাঁহারা—যাবৎ তাঁহাদের সেই সেই অধিকার সমাপ্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে সেই সেই অধিকার সম্পাদনে অবস্থান করেন। অধিকার সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-ফল কৈবল্য প্রাপ্ত হন।

নাপি ভুঞ্জানস্তৃপ্যেৎ ন বেতি চিন্ত্যতে। উপপন্না ত্বিয়ং চিন্তা, ব্রহ্মবিদামপি কেষাঞ্চিদিতিহাসপুরাণয়োর্দ্দেহান্তরোৎপত্তিদর্শনাৎ। তথা হ্যপান্তরতমাঃ নাম বেদাচার্য্যঃ পুরাণর্ষির্বিষ্ণুনিয়োগাৎ কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সম্বভূবেতি স্মরণম্। বসিষ্ঠশ্চ ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্ত্রঃ সন্নিমিশাপাদপগতপূর্ব্বদেহঃ পুনর্ব্রহ্মাদেশাৎ মিত্রাবরুণাভ্যাং সম্বভূবেতি। ভৃগ্বাদীনামপি ব্রহ্মণ এব মানসানাং পুত্ত্রাণাং বারুণে যজ্ঞে পুনরুৎপত্তিঃ স্মর্য্যতে। সনৎকুমারোঽপি ব্রহ্মণ এব মানসঃ পুত্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রায় বরপ্রদানাৎ স্কন্দত্বেন প্রাদুর্বভূব। এবমেব দক্ষনারদপ্রভৃতীনামপি ভূয়সী দেহান্তরোৎপত্তিকথা তেন তেন নিমিত্তেন ভবতি স্মৃতৌ। শ্রুতাবপি মন্ত্রার্থবাদয়োঃ প্রায়েণোপলভ্যতে।

পান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং তত্তদ্দেহপরিগ্রহপরিত্যাগৌ শ্রূয়েতে। তদপবর্গফলত্বে নোপপদ্যতে। অপবৃক্তস্য তদনুপপত্তেঃ। উপপত্তৌ বা তল্লক্ষণাযোগাৎ। অপুনরাবৃত্তি হি তল্লক্ষণম্। তেন সত্যামপি বিদ্যায়াং তদনুপপত্তের্ন মোক্ষঃ ফলং বিদ্যায়াঃ, বিভূতয়স্তু তাস্তাস্তস্যাঃ ফলম্। অপুনরাবৃত্তিশ্রুতিঃ পুনস্তৎপ্রশংসার্থেতি মন্যতে। ন চ "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতের্ব্বিদুষো দেহপাতাবধিপ্রতীক্ষাবদ্বসিষ্ঠাদীনামপি প্রারব্ধকর্ম্মফলোপভোগপ্রতীক্ষেতি সাম্প্রতম্। যেন হি কর্ম্মণা বসিষ্ঠাদীনামারব্ধং শরীরং, তৎপ্রতীক্ষা স্যাৎ। তথা চ ন শরীরান্তরং তে গৃহ্ণীয়ুঃ। ন চ তাবদেব

ভোজনকারী ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে কি না এ চিন্তা কেহই করে না। [উপপন্না...স্মৃতৌ] ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, ঐ বিচার অযোগ্য নহে ; প্রত্যুত যোগ্য। বিচার উত্থানের কারণ এই যে, শ্রুতি স্মৃতি ইতিহাস পুরাণাদিতে ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। অপান্তরতম-নামা জনৈক পুরাতন ঋষি ও বেদাচার্য্য ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশে কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ব্যাস) হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ একজন ঋষি, বিশেষতঃ তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তিনিও নিমি রাজার শাপে গতদেহ ও ব্রহ্মার আদেশে পুনর্ব্বার মিত্রাবরুণের দ্বারা পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানস পুত্র ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষিও বরুণের যজ্ঞে পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার অপর মানস-পুত্র সনৎকুমার, তিনিও রুদ্রের বর উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকেয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ, স্মৃতিতে দক্ষ নারদ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীর সেই সেই কারণে দেহান্তরোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। [শ্রুতা...স্থিতেঃ] এই সংবাদের

তে চ কেচিৎ পতিতে পূর্ব্বদেহে দেহান্তরমাদদতে, কেচিত্তু স্থিত এব তস্মিন্ যোগৈশ্বর্য্যবশাদনেকদেহাদানন্যায়েন। সর্ব্বে চৈতে সমধিগতসকলবেদার্থাঃ স্মর্য্যন্তে। তদেতেষাং দেহান্তরোৎপত্তি-দর্শনাৎ প্রাপ্তং ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা, ইত্যত উত্তরমুচ্যতে।

ন, তেষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং বেদপ্রবর্ত্তনাদিষু লোকস্থিতি-হেতুষ্বধিকারেষু নিষুক্তানামধিকারতন্ত্রত্বাৎ স্থিতেঃ। যথাসৌ ভগবান্ সবিতা সহস্রযুগপর্য্যন্তং জগতোঽধিকারং চরিত্বা তদব-

চিরমিত্যেতদপ্যার্জ্জবেন ঘটতে। সমর্থহেতুসন্নিধৌ ক্ষেপাযোগাৎ। তস্মাদেতদপি বিদ্যাস্তত্যৈব গময়িতব্যম্। তস্মান্নাপবর্গো বিদ্যাফলম্। তথা চাপবর্গাক্ষেপেণ পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। অত্র চ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমিত্যাপাততোঽহেতুত্বং বেতি তু পূর্ব্ব-পক্ষতত্ত্বম্।

রাদ্ধান্তস্তু—

"বিদ্যাকর্ম্মস্বনুষ্ঠান-তোষিতেশ্বরচোদিতম্।
অধিকারং সমাপ্যৈতে প্রবিশন্তি পরং পদম্॥" ইতি

নির্গুণায়াং বিদ্যায়ামপবর্গলক্ষণং শ্রূয়মাণং ন স্তুতিমাত্রতয়া ব্যাখ্যাতুমুচিতম্। পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনে ভূয়সীনাং শ্রুতীনামত্রৈব তাৎপর্য্যাবধারণাৎ। ন চ যত্র তাৎপর্য্যং, তদন্যথয়িতুং যুক্তম্। উক্তং হি, ন বিধৌ পরঃ শব্দার্থ ইতি। ন চ বিদুষামপান্তরতমঃপ্রভৃতীনাং তত্তদ্দেহসঞ্চারাৎ সত্যামপি ব্রহ্মবিদ্যায়াম-নির্ম্মোক্ষান্ন ব্রহ্মবিদ্যা মোক্ষস্য হেতুরিতি সাম্প্রতম্। হেতোরপি সতি প্রতি-

অধিকাংশই শ্রুতিস্থ মন্ত্রে ও অর্থবাদে উপলক্ষিতরূপে কথিত হইয়াছে। সেই সকল জ্ঞানীর কেহ পূর্ব্বদেহ পরিপতনের পর দেহান্তর গ্রহণ করেন, কেহ বা তদ্দেহেই যোগৈশ্বর্য্যবলে যুগপৎ বহু দেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ এবং সকলেই মোক্ষসাধন জ্ঞানে অন্বিত। অতএব, শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রে জ্ঞানীর দেহোৎপত্তি হইতে শুনা যায়। যেহেতু শুনা যায়, সেই হেতু ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিকত্ব অর্থাৎ পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষ-কারণত্ব এবং পক্ষে মোক্ষাকারণত্ব উভয়থাভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই জন্য তাহার উত্তরার্থ— তৎসংশয়চ্ছেদনার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, অপান্তরতম প্রভৃতি আধিকারিকেরা অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান করেন, অধিকার (লোকস্থিতিকারক বেদপ্রবর্ত্তনাদিকার্য্য) সমাপ্ত হইলেই তাঁহারা কেবল হন। [যথাসৌ...ইত্যবিরুদ্ধম্] যদ্রূপ ঐ ভগবান্ সবিতৃদেব যুগসহস্র পর্য্যন্ত জগতের অধিকার (তাপপ্রদানাদি কার্য্য) নির্ব্বাহ করিয়া অধিকারোৎ-পাদক প্রারব্ধকর্ম্মের অবসানে উদয়াস্তবর্জ্জিত কৈবল্য (অদ্বয় ব্রহ্মভাব) অনুভব

সানে উদয়াস্তময়বর্জ্জিতং কৈবল্যমনুভবতি—"অথ তত ঊর্দ্ধম্ উদেত্য নৈবোদেতা নাস্তমেতৈকল এব মধ্যে স্থাতা" ইতি শ্রুতেঃ। যথা চ বর্ত্তমানা ব্রহ্মবিদঃ প্রারব্ধভোগক্ষয়ে কৈবল্য-মনুভবন্তি, "তস্য তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ। এবমপান্তরতমঃপ্রভৃতয়োঽপীশ্বরাঃ পরমেশ্বরেণ তেষু তেম্বধিকারেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃ সত্যপি সম্যগ্দর্শনে কৈবল্য-হেতাবক্ষীণকর্ম্মাণো যাবদধিকারমবতিষ্ঠন্তে, তদবসানে চাপবৃজ্যন্ত-ইত্যবিরুদ্ধম্। সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কর্ম্মাশয়মধিকারফলদানায়

বন্ধে কার্য্যাঽনুপজনো ন হেতুভাবমপাকরোতি। ন হি বৃন্তফলসংযোগপ্রতি-বন্ধং গুরুত্বং ন পতনমজীজনদিতি প্রতিবন্ধাপগমে তৎকুর্ব্বন্ন তদ্ধেতুঃ। ন চ ন সেতুপ্রতিবন্ধানামপাং নিম্নদেশানভিসর্পণমিতি সেতুভেদে ন নিম্নমভিসর্পন্তি। তদ্বদিহাপি বিদ্যাকর্ম্মারাধনাবর্জ্জিতেশ্বরবিহিতাধিকারপদপ্রতিবন্ধা ব্রহ্মবিদ্যা যদ্যপি ন মুক্তিং দত্তবতী, তথাপি তৎপরিসমাপ্তৌ প্রতিবন্ধবিগমে দাস্যতি। যথা হি প্রারব্ধবিপাকস্য কর্ম্মণঃ প্রক্ষয়ম্প্রতীক্ষমাণশ্চরমদেহসমুৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারোঽপি ধ্রিয়তে, অথ তৎপ্রক্ষয়ান্মোক্ষং প্রাপ্নোতি, এবং প্রারব্ধাধিকারলক্ষণফলবিদ্যাকর্ম্মা পুরুষো বসিষ্ঠাদির্ব্বিদ্বানপি তৎক্ষয়ং প্রতীক্ষমাণো যুগপৎ ক্রমেণ বা তত্তদ্দেহ-পরিত্যাগৌ কুর্ব্বন্মুক্তোঽপ্যনাভোগাত্মিকয়া প্রখ্যয়া সাংসারিক ইব বিহরতি। তদিদমুক্তম্—"সকৃৎপ্রবৃত্তমেব হি তে কর্ম্মাশয়মধিকারফলাদানায়" ইতি। প্রারব্ধ-

---

করেন, তদ্রূপ। সূর্য্যের তাদৃশ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি-বোধিনী শ্রুতি এই—"অধিকার সমাপ্তির পরে সৌরদেহ ত্যাগ করিলে ইনি আর উদিত ও অস্তমিত হন না। তখন ইনি অদ্বয় হইয়া মধ্যে থাকেন অর্থাৎ অসঙ্গ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন।" যদ্রূপ ইদানীন্তীন ব্রহ্মবিৎ ঋষিরা প্রারব্ধ-ভোগের ক্ষয় হইলে কেবল হন, তদ্রূপ সেই সেই পুরাতন ঋষিরাও প্রারব্ধ-ভোগের অনন্তর কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ইদানীন্তন ঋষিরা যে প্রারব্ধ-ভোগের পর (দেহপাতের পর) মুক্ত হন, সে সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ আছে। যথা—"তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব—যাবৎ তিনি দেহবিযুক্ত না হন। তিনি দেহপাতের পরেই ব্রহ্মসম্পন্ন হন।" অপান্তরতমপ্রভৃতি ঋষিরা সকলেই ঈশ্বর অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী বা অধিকারপ্রাপ্ত (কর্ম্মবলে)। তাঁহারা পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সেই সেই অধিকারে নিযুক্ত। কৈবল্যোৎপাদক তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় কর্ম্মানীত অধিকারে অবস্থান করেন—কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই অবস্থান করেন, কিন্তু কর্ম্মক্ষয় হইলে আর তাঁহারা তদধিকারে থাকেন না, অধিকারবিযুক্ত ও কেবল হন অর্থাৎ মুক্ত হন। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ। [সকৃৎ...প্রসিদ্ধত্বাৎ] তাঁহারা অধিকারফলপ্রদাতা সকৃৎপ্রবৃত্ত কর্ম্মাশয় অতিবাহন করতঃ স্বাধীনভাবে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে

কর্ম্মাশয়মতিবাহয়ন্তঃ স্বাতন্ত্র্যেণৈব গৃহাদিব গৃহান্তরমন্যমন্যং দেহং সঞ্চরন্তঃ স্বাধিকারনির্ব্বর্ত্তনায়াপরিমুষিতস্মৃতয় এব দেহেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশিত্বাৎ নির্ম্মায় দেহান্ যুগপৎ ক্রমেণ বাধিতিষ্ঠন্তি। ন চৈতে জাতিস্মরা ইত্যুচ্যন্তে, "ত এব তে" ইতি স্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। যথা "সুলভা নাম ব্রহ্মবাদিনী জনকেন বিবদিতুকামা ব্যুদস্য স্বং দেহং জানকং দেহমাবিশ্য ব্যুদ্য তেন পশ্চাৎ স্বমেব দেহ মাবি-বেশ" ইতি স্মর্য্যতে।

যদি হ্যপযুক্তে সকৃৎপ্রবৃত্তে প্রারব্ধবিপাকে কর্ম্মণি কর্ম্মান্তর-মপ্রারব্ধবিপাকং দেহান্তরারম্ভকারণমাবির্ভবেৎ, ততোঽন্যদপ্যদগ্ধ-বীজং কর্ম্মান্তরং তদ্বদেব প্রসজ্যেতেতি ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ পাক্ষিকং মোক্ষহেতুত্বমহেতুত্বং বা শঙ্ক্যেত। ন ত্বিয়মাশঙ্কা যুক্তা। জ্ঞানাৎ কর্ম্মবীজদাহস্য শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তথা হি শ্রুতিঃ—

বিপাকানি তু কর্ম্মাণি বর্জ্জয়িত্বা ব্যপগতানি জ্ঞানেনৈবাতিবাহিতানি। "ন চৈতে জাতিস্মরাঃ" ইতি। যো হি পরবশো দেহং পরিত্যাজ্যতে দেহান্তরঞ্চ নীতঃ পূর্ব্বজন্মানুভূতঞ্চ স্মরতি, স জন্মবান্ জাতিস্মরশ্চ। গৃহাদিব গৃহান্তরে স্বেচ্ছয়া কায়ান্তরং সঞ্চরমানো ন জাতিস্মর আখ্যায়তে। ব্যুহ্য বিবাদং কৃত্বা।

ব্যতিরেকমাহ—"যদি হ্যপযুক্তে সকৃৎ প্রবৃত্তে প্রারব্ধবিপাকে কর্ম্মণি কর্ম্মান্তরমপ্রারব্ধবিপাকম্" ইতি। স্যাদেতৎ। বিদ্যয়াঽবিক্লেশনিবৃত্তৌ নাবশ্যং

গমনের ন্যায় এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহে সঞ্চরণ করেন (আপন আপন অধিকার নির্ব্বাহার্থ); সুতরাং তাঁহাদের স্মৃতি অলুপ্ত থাকে। যেহেতু স্মৃতির বিলোপ হয় না এবং তাঁহারা যোগবলে দেহেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশী, সেই হেতু তাঁহারা এক সময়ে অথবা ক্রমান্বয়ে বহু দেহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই সেই অধিকারে অধি-ষ্ঠান করেন। "তাহারাই ইহাঁরা" এইরূপ স্মৃতিপ্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহাদিগকে জাতিস্মর বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুলভা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী নারী রাজর্ষি জনকের সহিত যোগবিবাদ করিবার ইচ্ছায় নিজদেহ পরিত্যাগানন্তর জনকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পুনরপি নিজ দেহে আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ স্মৃতিপ্রসিদ্ধ।

যদি সকৃৎপ্রবৃত্ত উপযুক্ত (উপভুক্ত) কর্ম্মকালে জ্ঞানীর দেহান্তরোৎপাদক কর্ম্মান্তর আবির্ভূত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই অন্য (প্রারব্ধাতিরিক্ত) অদগ্ধ কর্ম্ম থাকা প্রসক্ত হইত, এবং সেই প্রসক্তিতে ব্রহ্মবিদ্যার পাক্ষিক মোক্ষ-কারণত্ব, অথবা মোক্ষাহেতুত্ব আশঙ্কিত হইতে পারিত। পরন্তু সে আশঙ্কা নাই। জ্ঞানে যে প্রারব্ধাতিরিক্ত সমুদায় কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়, তাহা শ্রুতি স্মৃতি উভয় প্রমাণে প্রসিদ্ধ। [তথা হি...মাত্মা] শ্রুতি প্রমাণ যথা—"সেই পরাবর পুরুষ (পরমাত্মা) সাক্ষাৎ-

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ইতি

"স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি চৈবমাদ্যা। স্মৃতিরপি

"যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" ইতি—
"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ।
জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥" ইতি

চৈবমাদ্যা। ন চাবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতি ক্লেশবীজস্য কর্ম্মাশয়স্যৈকদেশদাহ একদেশপ্ররোহশ্চেত্যুপপদ্যতে। ন হ্যগ্নিদগ্ধস্য শালিবীজস্যৈকদেশপ্ররোহো দৃশ্যতে। প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মাশয়স্য মুক্তেষোরিব বেগক্ষয়াৎ নিবৃত্তিঃ, "তস্য তাবদেব

নিঃশেষস্য কর্ম্মাশয়স্য নিবৃত্তিরনাদিভবপরম্পরাহিতস্যানিয়তবিপাককালস্যাসঙ্খ্যেয়ত্বাৎ কর্ম্মাশয়স্যেত্যত আহ—"ন চাবিদ্যাদিক্লেশদাহে সতি" ইতি। ন হি সমানে বিনাশহেতৌ কস্যচিদ্বিনাশো নাপরস্যেতি শক্যং বদিতুম্। তৎ কিমিদানীং

কৃত হইলে সাক্ষাৎকর্ত্তার হৃদয়গ্রন্থি ভেদপ্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয় এবং প্রারব্ধাতিরিক্ত সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" "স্মৃতিলাভ হইলে সমুদায় গ্রন্থি খুলিয়া যায়।"ইত্যাদি। (গ্রন্থি—বুদ্ধির সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস)। স্মৃতিও এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। যথা—"হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ, জ্ঞানাগ্নিও সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।" "যদ্রূপ অগ্নিদগ্ধ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ, জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশও (অবিদ্যাদিপঞ্চক) আত্মাকে ক্লিষ্ট করে না।" ইত্যাদি। [ন চ...স্থিতিঃ] যাহার অবিদ্যাদি ক্লেশপঞ্চক দগ্ধ হইয়াছে, তাহার ক্লেশবীজ কর্ম্মাশয়ের একাংশ অদগ্ধ থাকে ও সেই অদগ্ধাংশ তাহার ভোগাঙ্কুর জন্মায়, এ কথা উপপন্ন নহে। অগ্নিদগ্ধ শালিবীজের কি একাংশ দগ্ধ হইলে তাহার অন্যাংশে অঙ্কুর হয়? তাহা হয় না। যে কর্ম্মাশয় ফল দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আরম্ভ করিয়াছে অর্থাৎ দেহাদি জন্মাইয়াছে, সে কর্ম্মাশয় ভোগাদির দ্বারা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবশ্য ফল প্রসব করিবে। যদ্রূপ ধনুর্নির্ম্মুক্ত বাণ বেগ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত গতিমান্ থাকে, তদ্রূপ, প্রারব্ধফল কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানীকে শরীরপাত না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগাধিকারে অবস্থিত রাখে। শরীর পাত হইলে তখন সে সর্ব্বাধিকার-বর্জ্জিত অদ্বয় মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত "তাহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব" ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

চিরম্” ইতি শরীরপাতক্ষেপকরণাৎ। তস্মাদুপপন্না যাবদধিকারমাধিকারিকাণামবস্থিতিঃ।

ন চ জ্ঞানফলস্যানৈকান্তিকতা। তথা চ শ্রুতিরবিশেষেণৈব সর্ব্বেষাং জ্ঞানান্মোক্ষং দর্শয়তি “তদ্‌যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবত্তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাম্” ইতি। জ্ঞানান্তরেষু চৈশ্বর্য্যাদিফলেষ্বাসক্তাঃ স্যুর্ম্মহর্ষয়স্তে পশ্চাদৈশ্বর্য্যক্ষয়দর্শনেন নির্ব্বিণ্ণাঃ পরমাত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠায় কৈবল্যং যযুরিত্যুপপদ্যতে।

“ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥” ইতি—

স্মরণাৎ। প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ জ্ঞানস্য ফলবিরহাশঙ্কানুপপত্তিঃ। কর্ম্মফলে হি স্বর্গাদাবনুভবানারূঢ়ে স্যাদপি কদাচিদাশঙ্কা ভবেদ্বা নবেতি। অনুভবারূঢ়ন্তু জ্ঞানফলং “যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম”

প্রবৃত্তফলমপি কর্ম্ম বিনশ্যেৎ। তথা চ নুঁ বিদুষো বসিষ্ঠাদের্দ্দেহধারণেত্যত আহ—“প্রবৃত্তফলস্য তু কর্ম্মণঃ” ইতি। তস্য তাবদেব চিরমিতি শ্রুতিপ্রামাণ্যাদনাগতফলমেব কর্ম্ম ক্ষীয়তে, ন প্রবৃত্তফলমিত্যবগম্যতে।

অপি চ, নাধিকারবতাং সর্ব্বেষামৃষীণামাত্মতত্ত্বজ্ঞানং, তেনাব্যাপকোঽপ্যয়ং পূর্ব্বপক্ষ ইত্যাহ—“জ্ঞানান্তরেষু চ” ইতি। তৎ কিং তেষামনির্ম্মোক্ষ এব, নেত্যাহ। “তে পশ্চাদৈশ্বর্য্যক্ষয়” ইতি। নির্ব্বিণ্ণা বিরক্তাঃ। প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ। অপি চ স্বর্গাদাবনুভবপথমনারোহতি শব্দৈকসমধিগম্যে বিচিকিৎসা

অতএব, আধিকারিক অর্থাৎ গৃহীতাধিকার জ্ঞানীদিগের অধিকাব সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান, এ কথা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়প্রসিদ্ধ।

[ন চ…স্মরণাৎ] জ্ঞানের ফল অনৈকান্তিক অর্থাৎ কোন পুরুষের বা কখনও হয়, আবার কোন পুরুষের বা কখনও হয় না, এরূপ নহে। তাহা ঐকান্তিক বলিয়াই শ্রুতি অবিশেষে সর্ব্ব-পুরুষেরই জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। যথা—“দেবতাদের মধ্যে, ঋষিদিগের মধ্যে ও মনুষ্যদিগের মধ্যে, যে যে তাঁহাতে প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ যে যে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করে (আত্ম-অভেদে জানে), সে সে পরিমোক্ষ লাভ করে।” মহর্ষিরা প্রথমতঃ ঐশ্বর্য্যফলক বিভিন্ন জ্ঞানে আসক্ত হন সত্য; পরন্তু তাঁহারা অবশেষে ঐশ্বর্য্যের ক্ষয়িষ্ণুতা দর্শনে নির্ব্বিণ্ণ হন, তৎপরে পবমাত্মজ্ঞানে অবস্থান করতঃ কৈবল্যপথে গমন করেন। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—“সেই সকল জ্ঞানীরা মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত পবমপদে প্রবেশ কবেন।” [প্রত্যক্ষ…দেশাৎ] জ্ঞানের ফল প্রত্যক্ষ,

ইতি শ্রুতেঃ। "তত্ত্বমসি" ইতি চ সিদ্ধবস্তুপদেশাৎ। ন হি তত্ত্বমসীত্যস্য বাক্যস্যার্থঃ—তৎ ত্বং মৃতো ভবিষ্যসীত্যেবং শক্যঃ পরিণেতুম্। "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্ব্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি সম্যগদর্শনকালমেব তৎ ফলং সর্ব্বাত্মত্বং দর্শয়তি। তস্মাদৈকান্তিকী বিদুষঃ কৈবল্যসিদ্ধিঃ ॥৩৷৩৷৩২॥

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যা-মৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৷৩৷৩৩ ॥*

বাজসনেয়কে শ্রূয়তে "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি-

স্যাদপি মন্দধিয়ামামুষ্মিকফলত্বং প্রতি যথা চার্থবাদঃ। কো হি তদ্বেদ যদমুষ্মিন্ লোকেঽস্তি বা ন বেতি। অদ্বৈতজ্ঞানফলত্বে মোক্ষস্যানুভবসিদ্ধে বিচিকিৎসা-গন্ধোঽপি নাস্তীত্যাহ—"প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ" ইতি। অদ্বৈততত্ত্বসাক্ষাৎকারো হ্যবিদ্যাসমারোপিতং প্রপঞ্চং সমূলঘাতমাঘ্নন্ ঘোরং সংসারাঙ্গারপরিতাপমুপশময়তি পুরুষস্যেত্যনুভবাদপি স্ফুটমুপপত্তিদ্রঢ়িম্নশ্চ শ্রুতির্দ্দর্শিতা। তচ্চানুভবাদ্বামদেবা-দীনাং সিদ্ধম্। নন্ তত্ত্বমসি—বর্ত্তস ইতি, বাক্যং কথমনুভবমেব দ্যোতযতীত্যত আহ —"ন হি তত্ত্বমসীত্যস্য" ইতি। বর্ত্তমানাপদেশস্য ভবিষ্যদর্থতা মৃতশব্দাধ্যাহারশ্চা-শক্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৩২ ॥

অক্ষরবিষয়াণাং প্রতিষেধধিয়াং সর্ব্ববেদবর্ত্তিনীনামবরোধ উপসংহারঃ, প্রতি-

সে জন্য ফলাভাব আশঙ্কা হইতেই পারে না। কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহা অপ্রত্যক্ষ, সে জন্য বরং কর্ম্মফলে কখন কখন আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে (অমুক ফল হয় কি না), কিন্তু জ্ঞানফল সেরূপ নহে। জ্ঞানের ফল অনুভবগম্য, তাহা সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষ। শ্রুতি বলিযাছেন "ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ।" সেই জন্য "তিনিই তুমি" এই শ্রুতি আত্মার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধপ্রায়রূপে উপদেশ করিয়াছেন। [ন হি...সিদ্ধিঃ] "তিনিই তুমি" এ বাক্যের এমন অর্থ করিতে পার না যে, তুমি মরিয়া ব্রহ্ম হইবে। তুমি ব্রহ্ম আছ, পরন্তু তোমার ব্রহ্মত্ব তুমি ভুলিয়া গিযাছ, এই তাৎপর্য্যে ঐ শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। "ঋষি বামদেব জানিয়াছিলেন, আমিই মনু হইযাছিলাম, সূর্য্যও হইয়াছিলাম।" এই শ্রুতি উক্ত ঋষির তত্ত্বজ্ঞান-সমকালেই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্তি বুঝাইয়া দিয়াছে। অতএব, বিদ্বানের অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীর কৈবল্য আত্যন্তিক, ইহা নিশ্চিত আছে ॥ ৩। ৩। ৩২ ॥

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকে) শুনা যায়,—"হে গার্গি! ব্রহ্মবাদীরা

* তুঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবর্ত্তকঃ। অক্ষরে ধর্ম্মিণি দ্বৈতনিষেধধিয়োঽক্ষরধিযঃ। তদ্ধৈতবঃ শব্দা ইতি যাবৎ। তাসামবরোধ উপসংহারঃ স্যান্ন বেতি সংশয়ে নেতি পক্ষং ব্যাবর্ত্ত্য স্যাদিতি পক্ষঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাং সিদ্ধান্তিতঃ। ঔপসদবদিতি দৃষ্টান্তঃ। তদুক্তমিত্যত্র পূর্ব্বকাণ্ড ইতি পূরণীযম্। অক্ষর পরব্রহ্ম, তিনি বিশেষবর্জ্জিত (নির্ভেদ বা একরস), এই তত্ত্ব শ্রুতির নানাস্থানে উপদিষ্ট।

বদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্” ইত্যাদি। তথাথর্ব্বণে শ্রূয়তে “অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্” ইত্যাদি। তথৈবান্যত্রাপি বিশেষনিরাকরণদ্বারেণাক্ষরং পরং ব্রহ্ম শ্রাব্যতে। তত্র ক্বচিৎ কেচিদতিরিক্তা বিশেষাঃ প্রতিষিধ্যন্তে। তাসাং বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধীনাং কিং সর্ব্বাসাং সর্ব্বত্র

যেধসামান্যাদক্ষরস্য তদ্ভাবপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যেত্যত্রায়মর্থো যদ্যপি ভাবরূপেষু বিশেষণেষু সিদ্ধস্তন্ন্যায়তয়া চ নিষেধরূপেষ্বপি সিদ্ধ এব, তথাপি তস্যৈবৈষ প্রপঞ্চোঽবগন্তব্যঃ। নিদর্শনং জামদগ্ন্যেঽহীন ইতি। যদ্যপি শাবরে দত্তোত্তরমত্রোদাহরণান্তরং, তথাপি তুল্যন্যায়তয়ৈতদপি শক্যমুদাহর্ত্তুমিত্যুদাহরণান্তরং দর্শিতম্। তত্র শাবরমুদাহরণম্—অগ্ন্যাধানং যজুর্ব্বেদবিহিতম্ “য এবং বিদ্বানগ্নিমাধত্তে” ইতি। তদঙ্গত্বেন যজুর্ব্বেদ এব “য এবং বিদ্বান্ বারবন্তীয়ং গায়তি, য এবং বিদ্বান্ যজ্ঞাযজ্ঞীয়ং গায়তি। য এবং বিদ্বান্ বামদেব্যং গায়তি” ইতি বিহিতম্। এতানি চ সামানি সামবেদেষূৎপন্নানি। তত্রেদং সন্দিহ্যতে। কিমেতানি যত্রোৎপন্নানি, তত্রত্যেনৈবোচ্চৈস্ত্বেন স্বরেণাধানে প্রযোক্তব্যানি? অথ যত্র বিনিযুজ্যন্তে, তত্রত্যেনোপাংশুত্বেন স্বরেণ? “উচ্চৈঃ সাম্নোপাংশুর্যজুষঃ” ইতি শ্রুতেঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। উৎপত্তিবিধিনৈবাপেক্ষিতোপায়ত্বাত্মনা বিহিত-

বলেন, এই অক্ষর (ব্রহ্ম) স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন এবং দীর্ঘও নহেন।” অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে শুনা যায়—“তাহাই পরা বিদ্যা, যাহার দ্বারা সেই অক্ষর (পরমাত্মা) সাক্ষাৎকৃত হয়। যাহা অক্ষর—তাহা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র ও অবর্ণ।” এইরূপ শ্রুত্যন্তরেও ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ (ভেদ) নিষেধপূর্ব্বক পরব্রহ্ম অক্ষর অভিহিত হইয়াছেন। [তত্র...ব্যাখ্যাতম্] তন্মধ্যে কোন কোন শ্রুতিতে সৎসম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত বিশেষ প্রতিষিদ্ধ হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ নিষেধমুখ অধিকাংশ ব্রহ্মবিশেষণ সকলশ্রুতিতেই সমান; কেবল কতকগুলি বিশেষণ অসমান বা অতিরিক্ত। তদ্দৃষ্টে বিচারণা উপস্থিত হয় যে, ঐ সকল নিষেধ-বুদ্ধি কি সর্ব্বত্র নীত হইবে? কিংবা ব্যবস্থাপূর্ব্বক গৃহীত হইবে? (ব্যবস্থাশব্দের অর্থ এই যে, যে শাখায় যে বিশেষণ নাই, সে শাখার অধীন উপাসকেরা সে বিশেষণ গ্রহণ করিবেন না এবং যে শাখায় যে বিশেষণ পঠিত

তন্মধ্যে কোন শ্রুতিতে অতিরিক্ত বিশেষভাবের নিবারকণ ও কোন শ্রুতিতে নূতনতর বিশেষভাবের নিষেধ দেখা যায়। তাহাতেই সংশয় হয় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বনিষেধের আধার? কি সেই সেই স্থানে সেই সেই নিষেধেরই আশ্রয়? এই সংশয়ের পর সিদ্ধান্ত—অক্ষর পরব্রহ্ম—তৎসম্বন্ধীয় নিষেধবুদ্ধি সমস্তই সর্ব্বত্র উপসংহার্য্য অর্থাৎ সকল নিষেধ-বাক্যই সর্ব্বত্র লইয়া যাইতে হইবেক। তৎপ্রতি হেতু—সামান্য ও তদ্ভাব। সামান্য=সমান প্রকার বা সমান প্রণালীতে কথিত। তদ্ভাব=বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ভাব সর্ব্বত্র সমান স্থিতি। ফলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বনিষেধের আশ্রয়। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ নিষেধ প্রত্যেক শ্রুতিতে নীত হইবেক, হইয়া একবাক্য প্রক্রিয়ার অথৈকরস অক্ষর পরব্রহ্ম বোধিত হইবেক। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

প্রাপ্তিঃ ? উত ব্যবস্থা ? ইতি সংশয়ে শ্রুতিবিভাগাৎ ব্যবস্থা-প্রাপ্তাবুচ্যতে—

অক্ষরধিয়স্তু বিশেষপ্রতিষেধবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বত্রাবরোদ্ধব্যাঃ, সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্। সমানো হি সর্ব্বত্র বিশেষনিরাকরণরূপো ব্রহ্মপ্রতিপাদনপ্রকারঃ। তদেব চ হি সর্ব্বত্র প্রতিপাদ্যং ব্রহ্মাভিন্নং প্রত্যভিজ্ঞায়তে। তত্র কিমিত্যন্যত্র কৃতা বুদ্ধয়োঽন্যত্র ন স্যুঃ। তথা চ "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" ইত্যত্র [বে০ সূ০ ৩।৩।১১] ব্যাখ্যাতম্।' তত্র বিধিরূপাণি বিশেষণানি চিন্তিতানি, ইহ তু প্রতিষেধরূপাণীতি-বিশেষপ্রপঞ্চার্থশ্চায়ং চিন্তাভেদঃ। ঔপসদব-

---

ত্বাদঙ্গানাং তস্যৈব প্রাধম্যাৎ তন্নিবন্ধন এবোচ্চৈঃস্বর ইতি। এবং প্রাপ্ত-উচ্যতে—

গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ। অয়মর্থ :—উৎপত্তি-বিধিগুণো বিনিয়োগবিধিস্তু প্রধানম্। তদনয়োর্ব্ব্যতিক্রমে বিবোধে। উৎপত্তি-বিধ্যালোচনেনোচ্চৈষ্ট্বং, বিনিয়োগবিধ্যালোচনেন চোপাংশুত্বম্। সোঽয়ং বিরোধো ব্যতিক্রমস্তস্মিন্ ব্যতিক্রমে মুখ্যেন প্রধানেন বিনিযুজ্যমানত্বরূপেণ তস্য বারবন্তীয়াদের্ব্বেদসংযোগো গ্রাহ্যো নোৎপদ্যমানত্বেন গুণেন। কুতঃ। বিনি-যুজ্যমানত্বস্য মুখ্যত্বেনোৎপদ্যমানত্বস্য গুণত্বেন তদর্থত্বাদ্বিনিযুজ্যমানার্থত্বাদুৎপদ্য-মানত্বস্য। এতদুক্তম্ভবতি—যদ্যপ্যুৎপত্তিবিধাবপি চাতুরূপ্যমস্তি, বিধিত্বস্যাবিশেষাৎ তন্মাত্রনান্তরীয়কত্বাচ্চ চাতুরূপ্যস্য, তথাপি বাক্যানামৈদম্পর্য্যং ভিদ্যতে। একস্যৈব বিধেরুৎপত্তিবিনিয়োগাধিকারপ্রয়োগরূপেষু চতুর্ষু মধ্যে কিঞ্চিদেব রূপং কেন-চিদ্বাক্যেনোল্লিখ্যতে, যদন্যত্তোঽ প্রাপ্তম্। তত্র যদ্যপি সামবেদে সামানি বিহিতানি,

---

হইয়াছে, সেই শাখ্যাধ্যায়ীরা সেই বিশেষণেই ব্রহ্ম জানিবেন)। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন শ্রুতি সকল বিভাগান্বিত অর্থাৎ বিভিন্ন, তখন ব্যবস্থাপক্ষই গৃহীতব্য।

এই পূর্ব্বপক্ষের পরে বা উপরে সিদ্ধান্ত এই যে, সমুদায় বিশেষনিষেধক বিশেষণ সর্ব্বত্র বা সমুদায় শাখায় উপসংহার্য্য। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সমুদায় নিষেধ-পর ব্রহ্মবিশেষণ একত্রিত করিয়া অদ্বয় ব্রহ্ম জানিতে হইবে। এতৎ প্রতি হেতু—সামান্য ও তদ্ভাব। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই সমান প্রক্রিয়ায় ব্রহ্ম বুঝান হইয়াছে, এবং একই ব্রহ্ম সর্ব্ব শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন-প্রণালী সর্ব্বত্র এক ও একরূপ, তখন আর একস্থানোক্ত বিশেষণ স্থানান্তরে কেন নীত বা গৃহীত হইবে না? "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে কেবল বিধিমুখ বিশেষণ গুলি বিচারিত হইয়াছে, এ সূত্রে কেবল নিষেধমুখ বিশেষণ বিচারিত হইল, এই মাত্র বিশেষ, এবং এই বিশেষের বিস্তারার্থ বিচারের প্রভেদ। অর্থাৎ দুইটী পৃথক্ বিচার উপস্থাপিত হইয়াছে। [ঔপসদ...ইত্যত্র] প্রোক্ত সিদ্ধান্তের

দিতি নিদর্শনম্। যথা যামদগ্নেঽহীনে পুরোডাশাশিনীষূপসৎসু চোদিতাসু পুরোডাশপ্রদানমন্ত্রাণাং "অগ্নের্ব্বের্হোত্রং বেরধ্বরম্" ইত্যেবমাদীনামুদ্গাতৃবেদোৎপন্নানামপ্যধ্বর্য্যুভিরভিসম্বন্ধো ভবতি। অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃকত্বাৎ পুরোডাশপ্রদানস্য। প্রধানতন্ত্রত্বাচ্চাঙ্গানাম্। এবমিহাপ্যক্ষরতন্ত্রত্বাৎ তদ্বিশেষণানাং যত্র ক্বচিদপ্যুৎপন্নানামক্ষরেণ সর্ব্বত্রাভিসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" [জৈ০ সূ০] ইত্যত্র ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

তথাপি তদ্বাক্যানাং তদুৎপত্তিমাত্রপরতা, বিনিয়োগস্য যাজুর্ব্বেদিকৈরেব বাক্যৈঃ প্রাপ্তত্বাৎ। তথা চোৎপত্তিবাক্যেভ্যঃ সমীহিতার্থাপ্রতিলম্ভাৎ বিনিয়োগবাক্যেভ্যশ্চ তদবগতেস্তদর্থান্যেবোৎপত্তিবাক্যানি ভবন্তীতি তত্র যেন বাক্যেন বিনিযুজ্যন্তে, তস্যৈব স্বরস্য সাধনত্বসংস্পর্শিনো গ্রহণং, ন তু রূপমাত্রস্পর্শিন ইতি। ভাষ্যকারীয়মপ্যুদাহরণমেবমেব যোজয়িতব্যম্। উদ্গাতৃবেদোৎপন্নানাং মন্ত্রাণামুদ্গাত্রা প্রয়োগে প্রাপ্তেঽধ্বর্য্যুপ্রদানকেঽপি পুরোডাশে বিনিযুক্তত্বাৎ প্রাধান্যানুবোধেনাধ্বর্য্যুণৈব তেষাং প্রয়োগো নোদ্গাত্রেতি দার্ষ্টান্তিকে। "এবমিহাপি" ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

অনুকূল দৃষ্টান্ত উপসদ যাগ। যমদগ্নিকৃত অহীন সত্রে পুরোডাশাশিনী উপসদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।* তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র পঠিত হয়, সে মন্ত্র উদ্গাতৃবেদোৎপন্ন অর্থাৎ সামবেদোৎপন্ন (সামবেদেই সে সকলের প্রথম উপদেশ), অথচ পুরোডাশ উদ্গাতৃকর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইয়া অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। অঙ্গ সকল প্রধানের অধীন, তৎকারণে ও পূর্ব্বোক্ত কারণে অধ্বর্য্যুর সহিত সে সকলের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ অধ্বর্য্যুই সর্ব্বত্র পুরোডাশ প্রদান মন্ত্র পাঠ করেন। যদ্রূপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্ব্বত্রিক, তদ্রূপ, ক্বচিদুৎপন্ন অক্ষর (ব্রহ্ম) বিশেষণগুলিও সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরতন্ত্রতাহেতু সর্ব্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এ কথা বা এ সিদ্ধান্ত প্রথম কাণ্ডে অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসায় কথিত হইয়াছে। যথা—"গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তদুভয়ের বিরোধ হইলে মুখ্যের (অঙ্গীর) সহিতই অমুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্রনিচয়ের) সম্বন্ধ হইবেক" ॥ ৩। ৩। ৩৩ ॥

---

* যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায় পুরোডাশসাধ্য যাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে চতুর্দ্দিনসাধ্য একটী যাগ—সে যাগের নাম অহীন। অহীন যাগ যমদগ্নিকর্ত্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই কারণে তাহার অন্য নাম যামদগ্ন্য অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশঘটিত উপসদ নামক অঙ্গযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ পুরোডাশপ্রদানসাধ্য এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্র গুলি সামবেদোৎপন্ন, অথচ তাহা সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ তাহা উদ্গাতাকর্ত্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক পঠিত হয়। অধ্বর্য্যু—যজুর্ব্বিহিতকর্ম্মকর্ত্তা যজ্ঞপুরোহিত। উদ্গাতা—সামবিহিত কর্ম্মকর্ত্তা।

ইয়দামননাৎ ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥*

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥"

ইত্যধ্যাত্মাধিকারে মন্ত্রমাথর্ব্বণিকাঃ শ্বেতাশ্বতরাশ্চ পঠন্তি। তথা কঠাঃ—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥" ইতি।

কিমত্র বিদ্যৈকত্বমুত বিদ্যানানাত্বমিতি সংশয়ঃ। কিং

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানাবিত্যত্র সিদ্ধোঽপার্থঃ প্রপঞ্চ্যতে। একত্র ভোক্তৃ-ভোক্ত্রোর্ব্বেদ্যতা, অন্যত্র ভোক্ত্রোরেবেতি বেদ্যভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি। ন চ স্পষ্টীরূপদধাতীতিবৎ পিবদপিবল্লক্ষণাচ্ছরং পিবন্তাবিতি নেতুমুচিতম্। সতি মুখ্যার্থসম্ভবে তদাশ্রয়ণাযোগাৎ। ন চ বাক্যশেষানুরোধাত্তদাশ্রয়ণম্। সন্দেহে হি বাক্যশেষান্নির্ণয়ো ন চ মুখ্যলাক্ষণিকগ্রহণবিষয়ো বিশয়ঃ সম্ভবতি, তুল্যবল-ত্বাভাবাৎ, প্রকরণস্তু চ ততো বলীযসা বাক্যেন বাধনাৎ। তস্মাদ্বেদ্যভেদা-দ্বিদ্যাভেদ ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

অথর্ব্ববেদাধ্যায়ীরা ও শ্বেতাশ্বতরশাখাপাঠীরা উপনিষদে অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রকরণে একটী মন্ত্র (শ্লোক) বলিয়াছেন। যথা—"একই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী এক সঙ্গে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের সখা। তদুভয়ের একটী তদ্‌বৃক্ষজাত স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অন্যটী ভক্ষণ না করিয়াও দীপ্যমান হয়। (অর্থাৎ সেটীকেও ভোক্তার ন্যায় দেখায়)।" কঠ-উপনিষদেও ঐরূপ একটী মন্ত্র আছে। যথা—"ব্রহ্মবাদীরা বলেন, যদ্রূপ ছায়া ও আতপ, তদ্রূপ দুইটী, সুকৃতের লোকে (দেহে) ঋতপানকর্ত্তা (কর্ম্মফল ভোক্তা) হইয়া প্রবিষ্ট (বুদ্ধিতত্ত্বে সমারূঢ়) আছে।" এই দুই মন্ত্রে, ব্রহ্ম প্রতিপাদনের প্রকার বিভিন্ন—অথচ জিজ্ঞাসার ঐক্য দেখা যায়। সেই জন্য সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে কি একই বিদ্যা (জ্ঞান) উপদিষ্ট হইয়াছে? না বিভিন্না বিদ্যা কথিত হইয়াছে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন বিশেষোক্তি আছে—তখন অবশ্যই বিদ্যাভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। পক্ষীরূপ বাক্যে দুএর কথা, ঋতপান বাক্যেও দুএর কথা, কিন্তু প্রথমোক্ত বাক্যে

---

* ইয়ত্তয়া দ্বিত্বপরিচ্ছেদেনাম্নানং কথনং, তস্মাৎ বিদ্যৈক্যমিতি শেষঃ।

উক্ত মন্ত্রদ্বয় একই বস্তু দ্বিত্বপরিচ্ছেদে (দ্বিবচনের দ্বারা বিভিন্ন করিয়া) বর্ণন করিয়াছেন, বিভিন্ন বস্তু বলেন নাই, সুতরাং তাহাতেও বিদ্যার (জ্ঞানের) একত্ব নিশ্চিত হয়।

তাবৎ প্রাপ্তম্? বিদ্যানানাত্বমিতি। কুতঃ? বিশেষদর্শনাৎ। দ্বা সুপর্ণেত্যত্র হ্যেকস্য ভোক্তৃত্বং দৃশ্যতে, একস্য চাভোক্তৃত্বম্। ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র তূভয়োরপি ভোক্তৃত্বং দৃশ্যতে। তদ্বেদ্যং রূপং ভিদ্যমানং বিদ্যাং ভিন্দ্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে ব্রবীতি—বিদ্যৈকত্বমিতি।

কুতঃ? যত উভয়োরপ্যেতয়োর্মন্ত্রয়োরিয়ত্তাপরিচ্ছিন্নং দ্বিত্বোপেতং বেদ্যরূপমভিন্নমামনন্তি। ননু দর্শিতো রূপভেদঃ। নেত্যুচ্যতে। উভাবপ্যেতৌ মন্ত্রৌ জীবদ্বিতীয়মীশ্বরং প্রতিপাদয়তঃ, নার্থান্তরম্। "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যত্র তাবৎ "অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইত্যশনায়াদ্যতীতঃ পরমাত্মা প্রতিপাদ্যতে। বাক্যশেষেঽপি চ স এষ প্রতিপাদ্যমানো দৃশ্যতে "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্" ইতি। "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যত্র তু জীবে পিবতীত্যশনায়াদ্যতীতঃ

দ্বা সুপর্ণেত্যত্র ঋতং পিবন্তাবিত্যত্র চ দ্বিত্বসংখ্যোৎপত্তৌ প্রতীয়তে। তেন সমানতৌৎসর্গিকী পিবন্তাবিতি দ্বয়োঃ পিবন্তা যা, সা বাধনীয়া, সা চোপক্রমোপসংহারানুরোধেন ন দ্বয়োঃ, অপি তু ছত্রিন্যায়েন লাক্ষণিকী ব্যাখ্যেয়া। যেন হ্যুপক্রম্যতে, যেন চোপসংহ্রিয়তে, তদনুরোধেন মধ্যং নেয়ম্। যথা জামিত্বদোষসঙ্কীর্ত্তনোপক্রমে তৎপ্রতিসমাধানোপসংহারে চ সন্দর্ভে মধ্যপাতিনো বিষ্ণুরুপাংশু যষ্টব্যোঽজামিত্বাযেত্যাদয়ঃ পৃথগ্বিধিত্বমলভমানা বিধিত্বমবিবক্ষিত্বাঽর্থবাদতয়া

একের ভোক্তৃত্ব ও অপরের অভোক্তৃত্ব; দ্বিতীয় বাক্যে অর্থাৎ ঋতপান বাক্যে উভয়েরই ভোক্তৃত্ব কথিত হইতে দেখা যায়। তাহাতেই (ঐ প্রকার বিশেষ উক্তিতেই) প্রতীত হয় যে, উক্ত উভয় বাক্যের বিজ্ঞেয় ভিন্ন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় তৎসিদ্ধান্তার্থ বলা হইল—ইয়দামননাৎ।

বেদ যে ঐ দুই মন্ত্রে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ দ্বিত্ববিশিষ্ট জ্ঞেয় বস্তু বলিয়াছেন, তাহা অভিন্ন অর্থাৎ একই বস্তু, (সুতরাং বিদ্যাও এক; বহু নহে)। [ননু... প্রপঞ্চিতম্] যাহা বিজ্ঞেয়ের রূপভেদ বলিয়া দেখাইয়াছ, বস্তুতঃ তাহা রূপভেদপ্রযোজক নহে। উক্ত উভয় মন্ত্রই অদ্বিতীয় ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে, অন্য কিছু পৃথক্ বস্তু বলিতেছে না। অপিচ, পক্ষীরূপক বাক্যে যে, অশনায়াদি-অতীত পরমাত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা তৎসন্দর্ভের শেষ বাক্য দেখিলেও জানা যায়, বুঝা যায়। যথা—"যখন প্রীত্যাস্পদ ও সেবাস্থান, সুতরাং আত্মাতিরিক্ত ঈশ্বরকে দেখে অর্থাৎ জানে—" ইত্যাদি। ঋতপান বাক্যেও পরমাত্মা

পরমাত্মাপি তৎসাহচর্য্যাৎ ছত্রিন্যায়েন পিবতীত্যুপচর্য্যতে। পরমাত্মপ্রকরণং হ্যেতৎ, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" ইত্যুপক্রমাৎ। তদ্বিষয় এবাত্রাপি বাক্যশেষো ভবতি "যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরম্" ইতি। "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি" ইত্যত্র চৈতৎ প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ নাস্তি বেদ্যভেদঃ। তস্মাচ্চ বিদ্যৈকত্বম্। অপি চ, ত্রিষ্বপ্যেতেষু বেদান্তেষু পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে, তাদাত্ম্যবিবক্ষয়ৈব জীবোপাদানং, নার্থান্তরবিবক্ষয়া। ন চ পরমাত্মবিদ্যায়াং

নীতাঃ। তৎ কস্য হেতোঃ? একবাক্যতা হি সাধীয়সী বাক্যভেদাদিতি। তথেহাপি তদনুরোধেন পিবদপিবৎসমূহপরং লক্ষণীয়ং পিবন্তাবিত্যনেন। তথা চ বিদ্যাভেদাদ্বেদ্যাভেদ ইতি। অপি চ "ত্রিষ্বপ্যেতেষু বেদান্তেষু" প্রকরণত্রয়েঽপি "পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া পরমাত্মবিদ্যৈবাবগম্যতে।" যদ্যেবং, কথং তর্হি জীবোপাদানমস্তীত্যত আহ—"তাদাত্ম্যবিবক্ষয়া" ইতি। নাস্যাং জীবঃ প্রতিপাদ্যতে, কিন্তু পরমাত্মনোঽভেদং জীবস্য দর্শয়িতুমসাবনূদ্যতে। পরমাত্মবিদ্যায়াশ্চাভেদবিষয়ত্বান্ন ভেদাভেদবিচারাবতারঃ। তস্মাদৈকবিদ্যমত্র সিদ্ধম্ ॥৩।৩।৩৪॥

অভিহিত হইয়াছেন, পরন্তু ছত্রিন্যায়ে * তাঁহাকেও পানকর্ত্তা বলা হইয়াছে। বিশেষতঃ ঐ প্রকরণ পরমাত্মসম্বন্ধীয়। কেন-না প্রোক্ত সন্দর্ভের প্রারম্ভ—"যাহা ধর্ম্মাদির অতীত—তাহাই বল" এইরূপে। উহার শেষবাক্যও পরমাত্মবিষয়ক। যথা—"যিনি অক্ষর অর্থাৎ কূটবন্নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম—" ইত্যাদি। এ সকল কথা "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি" সূত্রে বিশদরূপে বলা হইয়াছে। [তস্মাৎ ..সংহার ইতি] অতএব, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে জ্ঞেয় ভেদ না থাকায় জ্ঞানভেদও নাই। অপিচ, বেদান্তত্রয়ের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিতে গেলে তাহাতে পরমাত্মবিদ্যাই বিজ্ঞাত হওয়া যায়। তন্মধ্যে যে জীবের গ্রহণ বা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মতাদাত্ম্য-বিবক্ষায় জানিবে। অর্থাৎ জীব ব্রহ্মভিন্ন নহে, ইহা বলিবার জন্যই ব্রহ্মসাহচর্য্যে জীবের কথন হইয়াছে জানিবে। ঐ সকল বাক্যে জীব একটী ব্রহ্মের ন্যায় পৃথক্ বা স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা প্রতিপাদিত হয় নাই। আরও কথা এই যে, পরমাত্মজ্ঞানে ভেদাভেদ বিচার আসিতেই পারে না (স্থান পায় না); সুতরাং এ বিচার সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মবিচারের উৎকর্ষকারক মাত্র। বিচারের ফল এই

---

* ছত্রিন্যায়। একজন ছত্রধারীর সঙ্গে অন্য নিশ্ছত্রী থাকিলেও দূরস্থ দর্শকগণ বলিয়া থাকে, ঐ দেখ—ছাতীওয়ালারা যাইতেছে। ছত্র না থাকিলেও ছত্রধারীর সঙ্গের লোক ছত্রী বলিয়া উপচরিত হইতে দেখা যায়। সেইরূপ জীবের ভোগ জীবসঙ্গী পরমাত্মায় উপচরিত জানিবে এবং পরমাত্মার ঔদাসীন্যও জীবে আনীত বা উপচরিত, ইহাও স্মরণ রাখিবে।

ভেদাভেদ-বিচারাবতারোঽস্তীত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রপঞ্চার্থ এবৈষ প্রয়োগঃ। তস্মাচ্চাধিকধর্ম্মোপসংহার ইতি ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥*

"যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম," "য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যেবং দ্বিরুশস্তি-কহোলপ্রশ্নয়োর্নৈরন্তর্য্যেণ বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি। তত্র সংশয়ঃ—বিদ্যৈকত্বং বা স্যাদ্বিদ্যানানাত্বং বেতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? বিদ্যানানাত্বমিতি। কুতঃ? অভ্যাসসামর্থ্যাৎ। অন্যথা হ্যন্যূনাতিরিক্তার্থং দ্বিরাম্নানমনর্থকমেব স্যাৎ। তস্মাৎ যথাভ্যাসাৎ কর্ম্মভেদঃ, এবমভ্যাসাৎ বিদ্যাভেদ ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ। অন্তরাম্নানাবিশেষাৎ স্বাত্মনো বিদ্যৈকত্বমিতি।

কৌষীতকেয়-কহোল-চাক্রায়ণোষস্ততৎপ্রশ্নোপক্রময়োর্ব্বিদ্যয়োর্নৈরন্তর্য্যেণাম্নাতয়োঃ কিমস্তি ভেদো ন বেতি বিশয়ে, ভেদ এবেতি ভ্রমঃ। কুতঃ। যদ্যপ্যুভয়ত্র প্রশ্নোত্তরয়োরভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি তস্যৈবৈকস্য পুনঃ শ্রুতেরবিশেষাদানর্থক্যপ্রসঙ্গাদ্‌যজত্যভ্যাসবদ্ভেদঃ প্রাপ্তঃ। ন চৈকস্যৈব তাণ্ডিনাং নবকৃত্ব-

---

যে, প্রোক্ত কারণে অধিক ধর্ম্মগুলির উপসংহার হইবেক, অর্থাৎ পক্ষীরূপক-বাক্যে ঋতপানাদি না থাকিলেও তাহা গৃহীত হইবেক ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

বাজসনেয়ী শাখায় উশস্তি ও কহোল এই দুই মুনির প্রশ্নঘটিত আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে একবার এইরূপ অভিহিত হইয়াছে—"যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষ—"। অন্যবার কথিত হইয়াছে—"যে আত্মা সর্ব্বান্তর।" পর পর অব্যবধানে ঐরূপ কথিত হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞানের ঐক্যানৈক্য বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। (প্রথম শ্রুতিতে ব্রহ্মে অপরোক্ষত্বরূপ আত্মধর্ম্ম থাকা কথিত হইয়াছে, এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রুতিতে সর্ব্বান্তরত্বরূপ ব্রহ্মধর্ম্মক আত্মা অভিহিত হইয়াছেন। পর পর দুই প্রশ্নে দুই প্রকার অভিধান থাকাতেই উক্ত সংশয় উপস্থিত হয়।) সংশয়ের আকার এই যে, উক্ত উভয় প্রশ্নে জ্ঞানের ঐক্য আছে কি প্রভেদ আছে। প্রথম প্রশ্নের দ্বারা এক প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপাদিত ও দ্বিতীয় প্রশ্নে অন্য প্রকার জ্ঞান সঞ্চিত হইবে, ইহাই কি পরমার্থ? না উভয় প্রশ্নের সামঞ্জস্যে একই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে, ইহাই পরমার্থ? পর পর প্রশ্নদ্বয় থাকায় তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বপক্ষ দাঁড়ায়—উভয় প্রশ্ন বিভিন্ন জ্ঞান জন্মায়। এ

---

* ভূতগ্রামবৎ ভূতগ্রামদৃষ্টান্তেন অথবা ভূতগ্রামোপলক্ষিতশ্রুতিনিদর্শনেন স্বাত্মন এব অন্তরা সর্ব্বান্তরত্বং, ততশ্চ বিদ্যৈক্যমিতি সূত্রার্থঃ।

যেমন পৃথিব্যাদি ভূতের একটী ব্যতীত সকলগুলি মুখ্য আন্তর নহে, তেমনি, পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছু সর্ব্বান্তর নহে। বিচারের ফল এই যে, আত্মজ্ঞান এক ও একই প্রকার; তাহাতে বিভেদ নাই। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

সর্ব্বান্তরো হি স্বাত্মোভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টঃ পৃচ্ছ্যতে প্রত্যুচ্যতে চ। ন হি দ্বাবাত্মানাবেকস্মিন্ দেহে সর্ব্বান্তরৌ সম্ভবতঃ। তদা হ্যেকস্যাঞ্জসং সর্ব্বান্তরত্বং কল্প্যেত, একস্য তু ভূতগ্রামবন্নৈব সর্ব্বান্তরত্বং স্যাৎ। যথা চ পঞ্চভূতসমূহে দেহে পৃথিব্যা আপোহন্তরা অদ্ভ্যশ্চ তেজোহন্তরমিতি সত্যপ্যাপেক্ষিকে সর্ব্বান্তরত্বে নৈব মুখ্যং সর্ব্বান্তরত্বং ভবতি, তথেহাপীত্যর্থঃ। অথবা ভূতগ্রামবদিতি শ্রুত্যন্তরং নিদর্শয়তি। যথা—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।"

উপদেশেঽপি যথা ভেদো ন ভবতি "স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যত্র, তথেহাপ্যভেদ ইতি যুক্তম্। "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" ইতি হি তত্র শ্রূয়তে, তেনাভেদো যুজ্যতে। ন চেহ তথাস্তি। তেন যদ্যপীহ বেদ্যাভেদোঽবগম্যতে, তথাপ্যেকত্র তস্যৈবাশনায়াদিমাত্রাত্যযোপাধেরুপাসনাদেকত্র চ কার্য্যকরণবিরহোপাধেরুপাসনাদ্বিদ্যাভেদ এবেতি প্রাপ্তে, প্রত্যুচ্যতে—নৈতদুপাসনাবিধানপরম্,অপি তু বস্তুস্বরূপপ্রতিপাদনপরং প্রশ্নপ্রতিবচনালোচনেনোপলভ্যতে। কিমতো যদ্যেবম্, এতদতো ভবতি, বিধেরপ্রাপ্তপ্রাপণার্থত্বাৎ প্রাপ্তাবনুপপত্তিঃ। বস্তুস্বরূপন্তু পুনঃপুনরুচ্যমানমপি ন দোষমাবহতি, শতকৃত্বোঽপি হি পথ্যং বদন্ত্যাপ্তাঃ। বিশেষতস্তু বেদঃ পিতৃভ্যামপ্যভ্যর্হিতঃ। ন চ সর্ব্বথা পৌনরুক্ত্যম্।

পক্ষ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুচ্চারণের শক্তিতেই স্থিরীকৃত হয়। যে স্থলে অর্থের ন্যূনাতিরেক না থাকে, যদি সমানার্থতা থাকে, তবে তাদৃশ উচ্চারণের দ্বিত্ব (দুইবার বলা) নিরর্থক। (অবশ্যই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ও সর্ব্বান্তর, এদ্ব কথার অর্থপ্রভেদ আছে, অর্থপ্রভেদ না থাকিলে পুনরুক্ত দোষ হইবেক,) অতএব, যেমন অভ্যাসের (দ্বিরুচ্চারণের) বলে কর্ম্মের ভেদ স্বীকৃত হয়, তেমনি বিদ্যাভেদও স্বীকৃত হইতে পারে। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—অন্তরা ভূতগ্রামবৎ। আত্মসম্বন্ধীয় আন্তর্য্য কথনের অবিশেষ থাকায় (প্রভেদ না থাকায়) বিদ্যার একত্ব পক্ষই গ্রাহ্য। [সর্ব্বান্তরো...ইত্যর্থঃ] উক্ত উভয় সন্দর্ভেই অবিশেষে সর্ব্বান্তর আত্মা জিজ্ঞাসিত ও প্রত্যুত্তরিত হইয়াছেন। একই দেহে দুই আত্মার সর্ব্বান্তরতা অসম্ভব; সুতরাং একের মুখ্য সর্ব্বান্তরতা ও অপরের ভূতসমূহের দৃষ্টান্তে আপেক্ষিক সর্ব্বান্তরতা, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যেমন এই পাঞ্চভৌতিক দেহে পৃথিবী হইতে জলের অন্তরতা, জল অপেক্ষা তেজের অন্তরতা, এইরূপে সকল গুলিই অপেক্ষাকৃত সর্ব্বান্তর, কোনটাই মুখ্য বা স্বতঃ সর্ব্বান্তর নহে, তেমনি, একই দেহে আত্মাদ্বয়ের সর্ব্বান্তরতা আপেক্ষিক ব্যতীত মুখ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। [অথবা...বিদ্যৈকত্বম্] অথবা এরূপ ব্যাখ্যা করিতেও পার। ভূতগ্রামবৎ এই কথায় শ্রুত্যন্তর নিদর্শিত

ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে সমস্তেষু ভূতগ্রামেষ্বেক এব সর্ব্বান্তর আত্মা আম্নায়তে, এবমনয়োরপি ব্রাহ্মণয়োরিত্যর্থঃ। তস্মাদ্বেদ্যৈক-ত্বাদ্বিদ্যৈকত্বম্ ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপ-দেশান্তরবৎ ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥ *

অথ যদুক্তম্—অনভ্যুপগম্যমানে বিদ্যাভেদে আম্নানভেদানুপ-পত্তিরিতি, তৎ পরিহর্ত্তব্যম্। অত্রোচ্যতে। নায়ং দোষঃ। উপ-দেশান্তরবদুপপত্তেঃ। যথা তাণ্ডিনামুপনিষদি ষষ্ঠে প্রপাঠকে "স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইতি নবকৃত্বোঽপ্যুপদেশে ন

একত্বাশনায়াদ্যত্যয়াদন্যত্র চ কার্য্যকরণপ্রবিলয়াৎ। তস্মাদেকা বিদ্যা, প্রত্যভি-জ্ঞানাৎ। উভাভ্যামপি বিদ্যাভ্যাং ভিন্ন আত্মা প্রতিপাদ্যত ইতি যো মন্যতে পূর্ব্বপক্ষৈকদেশী, তং প্রতি সর্ব্বান্তরত্ববিরোধো দর্শিতঃ ॥৩।৩।৩৫॥

হইয়াছে। অর্থাৎ যদ্রূপ দৈহিক ভূতগ্রামের মধ্যে একই আত্মবস্তু সর্ব্বান্তর, তদ্রূপ। শ্রুত্যন্তর যথা—"সেই একই দেব সমুদায় ভূতে গূঢ়, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের (প্রাণীর) অন্তরাত্মা।" এই শ্রুতিতে একই আত্মা সমুদায় ভূতে সর্ব্বান্তর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অতএব, নির্দ্দিষ্ট শ্রুতিদ্বয়ের প্রতিপাদ্য এক, সে জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানও এক ॥ ৩। ৩। ৩৫ ॥

বলা হইয়াছিল, জ্ঞানভেদ স্বীকার ব্যতীত শ্রুত্যুক্ত দ্বিরুচ্চারণ সঙ্গত হয় না, এই সূত্রে সে আপত্তির প্রত্যাপত্তি হইতেছে। উত্থাপিত আপত্তির প্রতি আমরা বলি, ঐরূপ অভ্যাস অর্থাৎ দ্বিরুক্তি দোষাবহ নহে। উহা অন্য উপদেশের দৃষ্টান্তে উপপন্ন (সঙ্গত) হইতে পারে। যেমন তাণ্ডিশাখার উপনিষদের (ছান্দোগ্যের) ষষ্ঠ প্রপাঠকে "হে শ্বেতকেতু, সে-ই আত্মা—তাহাই তুমি" এইরূপ উপদেশ নবকৃত্বঃ অর্থাৎ নয় বার পঠিত হইলেও সে স্থলে জ্ঞানভেদ স্বীকৃত হয় নাই, ঐ নয় বারে একই জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বান্তরতার অভ্যাসও

---

* অন্যথা বিদ্যাভেদানঙ্গীকারে ভেদানুপপত্তিরভ্যাসশ্রুতের্ব্বাধঃ স্যাদিতি ন বক্তব্যম্। উপদেশান্তরবৎ—অন্যোপদেশ ইবাঽভ্যাসঃ সঙ্গচ্ছত ইত্যর্থঃ। অন্যোপদেশস্তত্ত্বমসি-বাক্যম্। তচ্চ নবকৃত্বঃ প্রদিষ্টম্। স এবাভ্যাসঃ কর্ম্মভেদকো ভবেৎ, যো নিরর্থক এব স্যাৎ। ইহ তু উশস্তি ব্রাহ্মণোক্তাত্মন এবাশনায়াদ্যুৎপন্নরূপবিশেষকথনার্থত্বাদভ্যাসোঽন্যথাসিদ্ধো ন বিদ্যাভেদক ইতি নির্গলিতার্থঃ।

উক্তিভেদ অনুসারে জ্ঞানভেদ স্বীকার না করিলে উক্তিভেদের বৈয়র্থ্য হয়, এ কথা এ স্থলে বলিতে পার না। ঐ উক্তিভেদ অন্য উপদেশের অর্থাৎ তত্ত্বমসি উপদেশের দৃষ্টান্তে সঙ্গত হইবে। তত্ত্বমসি-বাক্য নয় বার উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ সে স্থলে জ্ঞানের একত্ব আছে। এখানেও সেইরূপ থাকিবেক।

বিদ্যাভেদো ভবতি, এবমিহাপি ভবিষ্যতি। কথঞ্চ ন নবকৃত্ব-উপদেশে বিদ্যাভেদো ভবতি? উপক্রমোপসংহারাভ্যামৈকার্থ্যাবগমাৎ। "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু" ইতি চৈকস্যৈবার্থস্য পুনঃপুনঃ প্রতিপিপাদয়িষিতত্বেনোপক্ষেপাদাশঙ্কান্তরনিরাকরণেন চাসকৃদুপদেশোপপত্তেঃ। এবমিহাপি প্রশ্নরূপাভেদাৎ "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইতি চ পরিসমাপ্ত্যবিশেষাদুপক্রমোপসংহারৌ তাবদেকার্থবিষয়ৌ দৃশ্যেতে। "যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম" ইতি দ্বিতীয়েঽপি প্রশ্ন এব-কারং প্রযুঞ্জানঃ পূর্ব্বপ্রশ্নগতমেবার্থমুত্তরত্রাকৃষ্যমাণং দর্শয়তি। পূর্ব্বস্মিংশ্চ ব্রাহ্মণে কার্য্যকরণব্যতিরিক্তস্যাত্মনঃ সদ্ভাবঃ কথ্যতে। উত্তরস্মিংস্তু তস্যৈবাশনায়াদিসংসারধর্ম্মাতীতত্বং বিশেষঃ কথ্যতে, ইত্যেকার্থতোপপত্তিঃ, তস্মাদেকা বিদ্যেতি ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

ইত্যস্য তু পূর্ব্বপক্ষতত্ত্বাভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। সুগমমন্যৎ ॥৩।৩।৩৬॥

(দ্বিরুক্তিও) সেইরূপ জানিবে। [কথঞ্চ···ভেদাৎ] নয বার উপদেশ হইলেও সে স্থলে জ্ঞানভেদ হয় নাই। কেননা, সে স্থলে জ্ঞেয়ের একত্বই জ্ঞানের একত্ব সমর্থন করিতেছে। একার্থ বা জ্ঞেয় পদার্থের একত্ব তৎপ্রস্তাবের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি এই দুএর দ্বারা নির্ণীত হয়। "হে ভগবন্, পুনর্ব্বার আমাকে বুঝান্" শ্রুতি এইরূপে সেই একই বস্তু বার বার বুঝাইতে ইচ্ছুক। শ্রুতির তাদৃশ ইচ্ছার কারণ এই যে, ঐ বিষয়ের যে, আনুষঙ্গিক আশঙ্কা আইসে বা শঙ্কা উপস্থিত হয়, সেই আপতিত আনুষঙ্গিক আশঙ্কা নিরাকরণার্থ পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা অতীব কর্ত্তব্য। সেখানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন আশঙ্কা নিবারণার্থ উপদেশের পৌনঃপুন্য, সেইরূপ, এখানেও জানিবে। এখানেও প্রশ্নরূপের বা প্রষ্টব্য বস্তুর অভেদ (একত্ব) আছে। [অতো...বিস্মৃতি] "এই সর্ব্বান্তর আত্মা ব্যতীত সমস্তই আর্ত্ত অর্থাৎ বিনাশী" এইরূপে ঐ উভয় প্রবন্ধের উপসংহার (সমাপ্তি) হইয়াছে। উপক্রমের অর্থও (প্রতিপাদ্যও) উক্ত উভয়ের এক। শ্রুতি দ্বিতীয় প্রশ্নে পূর্ব্বপ্রশ্নগত অর্থের আকর্ষণ দেখাইয়াছেন। প্রথমোক্ত ব্রাহ্মণে (বেদবিভাগে) কার্য্য-করণব্যতিরিক্ত (দেহাদ্যতিরিক্ত) আত্মার অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে, তৎপরে পরবর্ত্তী শ্রুতিতে সেই আত্মারই সংসার-ধর্ম্মাতীতত্বরূপ-বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে উক্ত উভয় শ্রুতির একার্থতা উপপন্ন হয়, এবং সেই কারণেই বিদ্যার বা জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধান্তিত হয় ॥ ৩। ৩। ৩৬ ॥

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥৩।৩।৩৭॥*

"তদ্‌যোঽহং সোঽসৌ, যোঽসৌ সোঽহম্" ইত্যৈতরেয়িণ আদিত্যপুরুষং প্রকৃত্য সমামনন্তি। তথা জাবালাঃ "ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি, দেবতে অহং বা ত্বমসি" ইতি। তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ ব্যতিহারেণোভয়রূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা, উত একরূপৈবেতি। একরূপৈবেতি তাবদাহ। ন হ্যত্রাত্মন ঈশ্বরেণৈকত্বং মুক্ত্বান্যৎ কিঞ্চিৎ চিন্তয়িতব্যমস্তি। যদি চৈবং চিন্তয়িতব্যোবিশেষঃ পরিকল্প্যেত—সংসারিণশ্চেশ্বরাত্মত্বমীশ্বরস্য চ সংসার্য্যাত্মত্বমিতি, তত্র সংসারিণস্তাবদীশ্বরাত্মত্ব উৎকর্ষো ভবেৎ, ঈশ্বরস্য তু সংসার্য্যাত্মত্বে নিকর্ষঃ কৃতঃ স্যাৎ। তস্মাদেকরূপ্য-

উৎকৃষ্টরূপাপত্তের্নোভয়ত্রোভয়রূপানুচিন্তনম্, অপি তু নিকৃষ্টে জীব উৎকৃষ্টরূপাভেদচিন্তনম্, এবং হি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টো ভবতীতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—ইতরেতরানুবাদেনেতরেতররূপবিধানাদুভয়ত্রোভয়চিন্তনং বিধীয়তে, ইতরথা তু "যোঽহং সোঽসৌ" ইত্যেতাবদেবোচ্যেত। জীবাত্মানমনূদ্যেশ্বরত্বমস্য বিধীয়েত, ন ত্বীশ্বরস্য জীবাত্মত্বং, "যো ঽসৌ সোঽহম্" ইতি, যথা তত্ত্বমসীত্যত্র।

ঐতরেয়-শাখীরা আদিত্য পুরুষ লক্ষ্য করিয়া "আমিই ইনি। ইনিই আমি" এইরূপ বলিয়া থাকেন (উপাসনা করেন)। জাবালেরাও "ভগবতি দেবতে, তুমিই আমি, আমিও তুমি" এইরূপ ব্যতিহার অর্থাৎ বিনিময়াত্মক ভাবনার বোধক বাক্য বলেন। [তত্র...ব্যতিহার ইতি] সুতরাং সেখানেও সংশয় এই যে, উপাসক ঐ ব্যতিহার পাঠ দৃষ্টে উভয় প্রকারেই জ্ঞান উৎপাদন করিবেক? কিংবা একই প্রকার জ্ঞান আহবণ করিবেক? পূর্ব্বপক্ষ-কোটীতে কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরের সহিত আত্মার ঐক্য ভাবনা ব্যতীত অন্য ভাবনা নাই। যদি তাহা না থাকে, আর ঐরূপ চিন্তাই যদি করিতে হয়, তাহা হইলে অবিশেষ (অভেদ) কল্পনা করিতে হয়। কিন্তু অবিশেষ (অভেদ) পক্ষে, হয় সংসারী আত্মার ঈশ্বররূপতা, না হয়, ঈশ্বরের সংসারিত্ব ঘটনা হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম কল্পে (পক্ষে) সংসারী আত্মার উৎকৃষ্টতা সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু ঈশ্বরের সংসারিত্বপক্ষ স্বীকার

* জীবেশ্বরয়োর্মিথোবিশেষণবিশেষ্যভাবো ব্যতিহারঃ। স চোপাসনার্থমেবোপদীয়তে, ইতরবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথেতরে গুণাঃ সর্ব্বাত্মত্বাদয়ঃ ধ্যানায় কথিতাস্তথা। হি যতঃ। বিশিংষন্তি উভয়োচ্চারণেন রূপেণোপদিশন্তি বেদপাঠকা ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।—

"যে আমি, সে-ই ইনি" "তুমিই আমি, অথবা আমিই তুমি" ইত্যাদি ব্যতিহার ধ্যানার্থ উপদিষ্ট। অন্য শ্রুতিতে ধ্যানের নিমিত্ত বা উপাসনার্থ যেমন সর্ব্বাত্মতাদি ধর্ম্ম উচ্চারিত, তেমনি, এখানেও ধ্যানার্থ বা উপাসনার্থ ব্যতিহার উপদিষ্ট। বেদাচার্য্যগণ অন্যত্রও ঐরূপবিশেষ পাঠ করিয়াছেন।

মেব মতেঃ। ব্যতিহারাম্নায়স্তাবদেকত্বদৃঢ়ীকরণার্থঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ—ব্যতিহার ইতি।

অয়মাধ্যানায়াম্নায়তে। ইতরবৎ। যথেতরে গুণাঃ সর্ব্বাত্মত্ব-প্রভৃতয় আধ্যানায়াম্নায়ন্তে, তদ্বৎ। তথা হি বিশিংষন্তি সমাম্নাতার উভয়োচ্চারণেন "ত্বমহমস্ম্যহঞ্চ ত্বমসি" ইতি। তচ্চোভয়রূপায়াং মতৌ কর্ত্তব্যায়ামর্থবদ্ভবতি, অন্যথা হীদং বিশেষেণোভয়াম্নানমনর্থকং স্যাৎ, একেনৈব কৃতত্বাৎ। ননূভয়াম্নানস্যার্থবিশেষে পরিকল্প্যমানে দেবতায়াঃ সংসার্য্যাত্মত্বাপত্তের্নিকর্ষঃ প্রসজ্যেতেত্যুক্তম্। নৈষ দোষঃ। ঐকাত্ম্যস্যৈবানেন প্রকারেণানুচিন্ত্যমানত্বাৎ। নন্বেবং সতি স এবৈকত্বদৃঢ়ীকার আপদ্যেত। ন বয়মেকত্বদৃঢ়ীকারং বারয়ামঃ, কিং তর্হি, ব্যতিহারেণৈব দ্বিরূপা মতিঃ কর্ত্তব্যা বচনপ্রামাণ্যাৎ,

---

তস্মাদুভয়রূপমুভয়ত্রাধ্যানায়োপদিশ্যতে। নন্বেবমুৎকৃষ্টস্য নিকৃষ্টত্বপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং, তৎ কিমিদানীং সগুণে ব্রহ্মণ্যুপাস্যমানেঽস্য বস্তুতো নির্গুণস্য নিকৃষ্টতা ভবতি। কস্মৈচিৎ ফলায় তথা ধ্যানমাত্রং বিধীয়তে, ন ত্বস্য নিকৃষ্টতামাপাদয়তীতি চেৎ, ইহাপি ব্যতিহারানুচিন্তনমাত্রমুপদিশ্যতে ফলায়, ন তু নিকৃষ্টতা ভবত্যুৎ-

---

করিতে গেলে তাঁহাকে নিকৃষ্ট করা হয়। অতএব, উক্ত বাক্যজনিত জ্ঞানের দ্বৈরূপ্য স্বীকার না করিয়া একরূপতা স্বীকার করাই ন্যায্য, এবং সেই ঐকরূপ্য দৃঢ় করিবার জন্যই ঐ ব্যতিহারশ্রুতি বিদ্যমান। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে প্রত্যুত্তর বলা হইতেছে—[অয়মাধ্যানায়...কৃতত্বাৎ] ঐ ব্যতিহার ধ্যানের (উপাসনার) নিমিত্তই অভিহিত। যেমন অন্যান্য গুণ বা ধর্ম্ম (সর্ব্বাত্মতা প্রভৃতি) ধ্যানের নিমিত্ত কথিত, তেমনি, ঐ ব্যতিহারও ধ্যানের নিমিত্ত অভিহিত। শ্রুতি-উচ্চারণকারী অথবা বেদ-পুরুষ উক্ত উভয় উচ্চারণ দ্বারা ঐরূপে বিশেষিত করিয়া থাকেন। "তুমিই আমি হইয়াছি, আমিই তুমি হইয়াছ।" এতদ্রূপ উভয়বোধক জ্ঞান উৎপাদিত হইলেই ঐ ব্যতিহার উক্তির সার্থক্য, অন্যথা ঐরূপ বিশেষের (উভয়োচ্চারণের) নৈরর্থক্য। কেননা, উহার এক প্রকার উচ্চারণই যথেষ্ট। [ননূভয়...মানত্বাৎ] বলিয়াছিলে যে, ঐ ব্যতিহার উচ্চারণের সম্পূর্ণ সার্থক্য রাখিতে গেলে নির্দ্দিষ্ট অর্থের কল্পনা বা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতে দেবতার সংসারিত্ব, সুতরাং নিকৃষ্টতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা অবশ্যই দোষ। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, তাহা দোষ নহে। অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে তাহাতে দোষ হয় না। কেননা, ঐরূপেই ঐকাত্ম্য-চিন্তা কৃত হইয়া থাকে। [নন্বেবং...সংহর্ত্তব্য ইতি] যদি বল, তাহাতে সেই একত্বই দৃঢ় হইবে। আমরা বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা একত্ব দৃঢ়ীকার বারণ করি না। আমরা বলি, বচন প্রমাণ অনুসারে ঐরূপ বিনিময় ভাবনা করিতে

নৈকরূপেত্যেতাবদুপপাদয়ামঃ, ফলতস্ত্বেকত্বমপি দৃঢ়ীভবতি। যথা ধ্যানার্থেঽপি সত্যকামত্বাদিগুণোপদেশে তদ্গুণক ঈশ্বরঃ প্রসিধ্যতি, তদ্বৎ। তস্মাদয়মাধ্যাতব্যো ব্যতিহারঃ সমানে চ বিষয় উপসংহর্ত্তব্যো ভবতি ॥ ৩। ৩। ৩৭ ॥

সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥*

"স যো হৈবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্ম"

রুষ্টস্য। অস্বাচয়শিষ্টস্তু তাদাত্ম্যদার্ঢ্যং ভবন্নোপেক্ষামহে। সত্যকামাদিগুণোপদেশ ইব তদ্গুণেশ্বরসিদ্ধিরিতি। সিদ্ধমুভয়ত্রোভয়াত্মত্বাধ্যানমিতি ॥৩।৩।৩৭।

"তদ্বৈতদেব তদা স সত্যমেব, স যো হৈবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, জয়তীমান্ লোকান্ জিত ইন্বসাবসন্ ভবেৎ, য এবমেতং মহদ্যক্ষং প্রথমজং বেদ সত্যং ব্রহ্মেতি, সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।" পূর্ব্বোক্তস্য হৃদয়াখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সত্যমিত্যুপাসনমনেন সন্দর্ভেণ বিধীয়তে। তদিতি হৃদয়াখ্যং ব্রহ্মোকেন তদা পরামৃশতি। এতদেবেতি বক্ষ্যমাণং প্রকারান্তরমস্য পরামৃশতি। তত্তদাঽগ্রে আস বভূব। কিং তদিত্যত আহ সত্যমেব। সচ্চ মূর্ত্তং—ত্যচ্চামূর্ত্তঞ্চ সত্যম্। (ত-কার লোপঃ) তদুপাসকস্য ফলমাহ—স যো হৈবমেতমিতি। যঃ প্রথমজং যক্ষং পূজ্যং বেদ। কথং বেদেত্যত আহ—সত্যং ব্রহ্মেতীতি। স জয়তীমান্ লোকান্। কিঞ্চ, জিতো বশীকৃতঃ, ইন্নুশব্দ ইত্থং শব্দস্যার্থে বর্ত্ততে। বিজেতব্যত্বেন বুদ্ধিসন্নিহিতং শত্রুং পরামৃশতি—অসাবিতি। অসদ্ভবেন্নশ্যেৎ। উক্তমর্থং নিগময়তি য এবমেতমিতি। এবং বিদ্বান্ কস্মাজ্জয়তীত্যত আহ—সত্যমেব যস্মাদ্ব্রহ্মেতি। অতস্তদুপাসনাৎ ফলোৎপাদোঽপি সত্য ইত্যর্থঃ। তদ্যত্তৎ সত্যং, কিমসৌ—অত্রাপি তৎপদাভ্যাং রূপপ্রকারৌ পরামৃষ্টৌ। কস্মিন্নালম্বনে তদুপাসনীয়মিত্যত উত্তরম্ "স আদিত্যো য এষ" ইত্যাদিনা—তস্যোপনিষদহরহমিতি, হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ, য এবং বেদেত্যন্তেন। উপনিষদ্রহস্যং নাম, তস্য নির্ব্বচনং—হন্তি পাপ্মানং জহাতি চেতি। হন্তের্জ্জহাতের্ব্বা রূপমেতৎ। তথা চ নির্ব্বানং কুর্ব্বন্ ফলং পাপহানিমাহেতি। তমিমং বিষয়মাহ ভাষ্যকারঃ—"স যো হৈবমেতম্" ইতি।

হইবেক। বচন ঐ প্রকারের (দ্বৈরূপ্য উত্থাপনপক্ষের) উপদেশ মাত্র করে, অথচ দ্বৈরূপ্য প্রতিপাদন করে না (জন্মায় না)। তাহারই ফলে একত্ব-পক্ষ দৃঢ় হয়, তজ্জন্য পৃথক্ প্রযত্নের অপেক্ষা নাই। ধ্যানের নিমিত্ত সত্য-কামত্বাদি গুণের উপদেশ, কিন্তু ফলদানকালে ঈশ্বর তদ্গুণবিশিষ্ট হন। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, ধ্যানকালে ব্যতিহার দৃষ্টি করিলেও তাহার ফলকালে একত্ব দৃষ্টি স্থিরা হইয়া থাকে। অতএব, ঈশ্বর বা উপাস্য-দেবতা কথিতপ্রকার ক্রমেই ধ্যাতব্য ॥ ৩। ৩। ৩৭ ॥

বাজসনেয়ী-শাখায় "যে উপাসক এই মহৎ পূজনীয় প্রথমজ সত্য-

---

* সৈব পূর্ব্বোক্তা এব সত্যবিদ্যা পরত্রোপদিশ্যতে। হি যতঃ, সত্যাদয়ো গুণাঃ পূর্ব্বোক্তা এব পরত্রেত্যভিজ্ঞায়তে।

ইত্যাদিনা বাজসনেয়কে সত্ত্যবিদ্যাং সনামাক্ষরোপাসনাং বিধায়ানন্তরমাম্নায়তে "তদ্‌যৎ তৎ সত্ত্যমসৌ স আদিত্যো য এষ এতস্মিন্মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ—কিং দ্বে এতে সত্ত্যবিদ্যে? কিং বৈকৈকেবেতি। দ্বে ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। ভেদেন হি ফল-সম্বন্ধো ভবতি। "জয়তীমাল্লোঁকান্" ইতি পুরস্তাৎ, "হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ, য এবং বেদ" ইত্যুপরিষ্টাৎ। প্রকৃতাকর্ষণং তূপাস্যৈকত্বাৎ—ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ। একৈবেয়ং সত্ত্য বিদ্যেতি। কুতঃ? "তদযৎ তৎ সত্ত্যম্" ইতি প্রকৃতাক-র্ষণাৎ। ননু বিদ্যাভেদেঽপি প্রকৃতাকর্ষণমুপাস্যৈকত্বা-দুপপদ্যত ইত্যুক্তম্। নৈতদেবম্। যত্র হি বিস্পষ্টাৎ কারণান্তরা-দ্বিদ্যাভেদঃ প্রতীয়তে, তত্রৈতদেবং স্যাৎ। অত্র তূভয়থাসম্ভবে

"সনামাক্ষরোপাসনা" ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ—তদেতদক্ষরং সত্যমিতি, স

ব্রহ্ম জানে, উপাসনা করে" ইত্যাদি ক্রমে সত্যবিদ্যা নাম্নী উপাসনা বিহিত হইয়াছে। তাহার অনন্তর অভিহিত হইয়াছে—'সেই যে সত্য, তাহাই এ আদিত্য এবং সেই সত্যই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুঃস্থ পুরুষ।" ইত্যাদি। এখানে সংশয় হয়, ঐ দুই বাক্যে দুইটী সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে? কি একই সত্যবিদ্যা অভিহিত হইয়াছে? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, দুই সত্যবিদ্যা। কারণ এই যে, পূর্ব্বাপর বাক্যে দুই বিভিন্ন ফল শ্রুত হইযাছে। প্রথম বাক্যে "সে ইহলোক জয় করে" এইরূপ ফলশ্রবণ আছে এবং পর বাক্যে "সে পাপ পরিত্যাগ করে" এইরূপ ফল কথিত আছে। উপাস্য এক বলিয়া পর বাক্যে প্রস্তাবিত উপাস্যের আকর্ষণ করা হইযাছে মাত্র। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া তৎসিদ্ধান্তার্থ সূত্র বলা হইল। সূত্রের অর্থ এই যে, একই সত্যবিদ্যা (সত্যব্রহ্মোপাসনা)। তৎপ্রতি হেতু—পরবাক্যে প্রস্তাবিত পদার্থের আকর্ষণ। বিদ্যার বা উপাসনার একত্ব ব্যতীত পর বাক্যে পূর্ব্বোক্ত উপাস্যের আকর্ষণ কেন হইবে? [ননু ..নিশ্চয়ঃ] বলিয়াছিলে যে, উপাসনা বিভিন্ন হইলেও উপাস্য এক বলিয়া পূর্ব্বপ্রস্তাবিত সত্যের আকর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে দোষ কি? কি দোষ হইল? বস্তুতঃ তাহা নহে। যে স্থলে বিস্পষ্ট কারণান্তর বশতঃ উপাসনা-ভেদ প্রতীত হয়, স্থিরীকৃত হয়, সেই স্থলে উপাসনাভেদ হইলেও প্রকৃতাকর্ষণ দোষাবহ হয় না। কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে সেরূপ বিদ্যাভেদ-বোধক কারণানন্তর নাই।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে যে সত্যবিদ্যা কথিত হইয়াছে, সেই সত্যবিদ্যাই তদ্‌ব্রাহ্মণের অপর সন্দর্ভে অভিহিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—একই সত্যবিদ্যা (সত্য ব্রহ্মোপাসনা) সন্দর্ভদ্বয় দ্বারা উপদিষ্ট হইযাছে।

"তদ্‌যৎ তৎ সত্যম্" ইতি প্রকৃতাকর্ষণাৎ পূর্ব্ববিদ্যাসম্বদ্ধমেব সত্যমুত্তরত্রাকৃষ্যত ইত্যেকবিদ্যাত্বনিশ্চয়ঃ। যৎ পুনরুক্তং ফলান্তরশ্রবণাৎ বিদ্যান্তরমিতি। অত্রোচ্যতে "তস্যোপনিষদহরহম্" ইতি চাঙ্গান্তরোপদেশস্য স্তাবকত্বমিদং ফলান্তরশ্রবণমিত্যদোষঃ। অপি চার্থবাদাদেব ফলে কল্পয়িতব্যে সতি বিদ্যৈকত্বে চাবয়বেষু শ্রূয়মাণানি বহূন্যপি ফলান্যবয়বিন্যামেব বিদ্যায়ামুপসংর্ত্তব্যানি ভবন্তি। তস্মাৎ সৈবেয়মেকা

ইত্যেকমক্ষরং, তীত্যেকমক্ষরং, যমিত্যেকমক্ষরম্! প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যম্, মধ্যতোঽনৃতম্। তদেতদনৃতং সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূতমেব ভবতি। নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তীতি। তীতীকারানুবন্ধ উচ্চারণার্থঃ। নিরনুবন্ধস্তকারো দ্রষ্টব্যঃ। অত্র হি প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মৃত্যুরূপাভাবাৎ। মধ্যতো মধ্যেঽনৃতমনৃতং হি মৃত্যুঃ। মৃত্যনৃতয়োস্তকারসাম্যাৎ। তদেতদনৃতং মৃত্যুরূপমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতম্, অন্তর্ভাবিতং সত্যরূপাভ্যাম্। অতোঽকিঞ্চিৎকরং তৎ, সত্যভূয়মেব সত্যবাহুল্যমেব ভবতি। শেষমতিরোহিতার্থম্। সেয়ং সত্যবিদ্যায়াঃ সনামাক্ষরোপাসনতা। যদ্যপি তদ্‌যৎ সত্যমিতি প্রকৃতানুকর্ষণাভেদঃ প্রতীয়তে, তথাপি ফলভেদেন ভেদঃ সাধ্যভেদেনেব নিত্যকাম্যবিষয়য়োঃ—দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত। যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেতেতি শাস্ত্রয়োঃ সত্যপ্যনুবন্ধাভেদেঽভেদ ইতি প্রাপ্তে প্রত্যুচ্যতে। একৈবেয়ং বিদ্যা, তৎ সত্যমিতি প্রকৃতপরামর্শাদভেদেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন চ ফলভেদঃ। তস্যোপনিষদহরহমিতি। তস্যৈবাযদঙ্গান্তরং রহস্যনাম্নোপাসনং, তৎপ্রশংসার্থোঽর্থবাদোঽয়ং ন ফলবিধিঃ। যদি পুনর্বিদ্যাবিধাবধিকারশ্রবণাভাবাৎ তৎকল্পনায়ামার্থবাদিকং ফলং কল্প্যেত, ততো জাতেষ্টাবিবাগৃহ্যমাণ-

প্রস্তাবিত স্থলে উভয় প্রকার সম্ভব বলিয়া "তৎ যৎ সৎত্যং" এবম্প্রকারে প্রক্রান্তের আকর্ষণ করায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ববিদ্যাসম্বদ্ধ সত্যই উভয়ত্র অর্থাৎ পর বাক্যে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই বিদ্যার ঐক্য স্থিরীকৃত হইতেছে। [যৎপুন...হর্ত্তব্যা ভবন্তি] বলিয়াছিলে যে, ফলভেদ শ্রুত আছে, সেই কারণে বিদ্যার (উপাসনার) ভেদ স্বীকৃত হয়, এক্ষণে সে কথার প্রতিবাদ বলিতেছি। "তাহার উপনিষদ্ অর্থাৎ রহস্য নাম অহঃ ও অহং" এই যে, অঙ্গান্তরের উপদেশ, ঐ ফলান্তর শ্রবণ সেই উপদেশের স্তাবক। অর্থাৎ যখন অঙ্গবিশেষের প্রসংশার্থ ঐ ফলভেদ কথিত হইয়াছে, তখন কি জন্য উক্ত দোষ হইবে? অন্য কথা এই যে, যেস্থলে অর্থবাদ অনুসারে ফলকল্পনা করিতে হয়, যে স্থলে বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) একত্ব থাকে, সে স্থলে অঙ্গকর্ম্মে বহু ফল শ্রুত থাকিলেও সে সকল ফল অঙ্গীতে অর্থাৎ প্রধান উপাসনায় উপসংহার (সমাবেশ) করিতে হয়। সেই জন্য, সেই একই সত্যবিদ্যা সেই সেই বিশেষণে অন্বিত হইয়া আম্নাত (শ্রুতি-

সত্ত্যবিদ্যা, তেন তেন বিশেষেণোপেতাম্নায়ত ইত্যতঃ সর্ব্ব-এব সত্যাদয়ো গুণা একস্মিন্ প্রয়োগে উপসংহর্ত্তব্যা ভবতি।

কেচিৎ পুনরস্মিন্ সূত্রে—ইদং বাজসনেয়কমক্ষ্যাদিত্যপুরুষ-বিষয়ং বাক্যম্, ছান্দোগ্যে চ "অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতেঽথ য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যুদাহৃত্য সৈবেয়মক্ষ্যাদিত্যপুরুষবিষয়া বিদ্যোভয়ত্রৈকেতি কৃত্বা সত্যাদিগুণান্ বাজসনেয়িভ্যশ্ছন্দোগানামুপসংহার্য্যান্মন্যন্তে, তন্ন সাধু লক্ষ্যতে। ছান্দোগ্যে হি কর্ম্মসম্বন্ধিনীয়মুদ্গীথব্যপাশ্রয়া বিদ্যা বিজ্ঞায়তে। তত্র হ্যাদিমধ্যাবসানেষু কর্ম্মসম্বন্ধিচিহ্নানি ভবন্তি "ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম" ইত্যুপক্রমে,

---

বিশেষতয়া সম্বলিতাধিকাবকল্পনা। ততশ্চ সমস্তার্থবাদিকফলযুক্তমেকমেবোপাসনমিতি সিদ্ধম্।

পরকীয়ং ব্যাখ্যানমুপন্যস্যতি—"কেচিৎ পুনঃ" ইতি। বাজসনেয়কমপ্যক্ষ্যাদিত্যবিষয়ং ছান্দোগ্যমপীত্যুপাস্যাভেদাদভেদঃ। ততশ্চ বাজসনেয়োক্তানাং সত্যাদীনামুপসংহার ইত্যত্রার্থে "সৈব হি সত্যাদয়ঃ" ইতি সূত্রং ব্যাখ্যাতং। তদেতদদূষয়তি—"তন্ন সাধু" ইতি। জ্যোতিষ্টোমকর্ম্মসম্বন্ধি-

---

কর্ত্তৃক কথিত) হইয়াছে এবং সেই কারণেই সত্যাদি সমুদায় গুণ এক প্রয়োগেই সংযোজিত করিতে হয়।

[কেচিৎ...লক্ষ্যতে] কেহ কেহ এই সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে যে, অক্ষিপুরুষের উপাসনাবোধক বাক্য আছে, সেই বাক্যই এই সূত্রের বিষয়, অর্থাৎ তাহাই এতৎসূত্রে বিচারিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যেও "যিনি ঐ আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ—যিনি এই নেত্রে নেত্রাধিষ্ঠিত পুরুষ" এইরূপ আছে। তাহা দেখিয়া তাঁহারা বলেন, একই অক্ষ্যাদিত্যপুরুষ-বিদ্যা (চক্ষুঃ প্রতীকে ও আদিত্যপ্রতীকে ব্রহ্মোপাসনা) উক্ত উভয় স্থলে (ছান্দোগ্যে ও আরণ্যকে) অভিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ছন্দোগেরা বাজসনেয়ী-শাখা হইতে তদুক্ত গুণ সকল সঙ্কলন করিবেন। বাদিগণের এই ব্যাখ্যা সাধু নহে। [ছান্দোগ্যে...যুক্তেতি] কেননা, ছান্দোগ্যোক্ত বিদ্যা উদ্গীথ ঘটিত এবং তাহা কর্ম্মসম্পর্কীয়। সে স্থলে প্রোক্ত সন্দর্ভের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কর্ম্মবোধক চিহ্নও আছে। আদিতে যথা—"ইহাই ঋক্, অগ্নি ও সাম।" মধ্যে যথা—"ঋক্ ও সাম তাহার গেষ্ণ (পর্ব্ব বা গ্রন্থি), সেই জন্য তাহা উদ্গীথ।" অন্তে যথা—"যে এইরূপ জানিয়া—জ্ঞাত হইয়া, সামগান

"তস্য ঋক্ চ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাৎ উদ্গীথঃ" ইতি মধ্যে, "য এবং বিদ্বান্ সাম গায়তি" ইত্যুপসংহারে। নৈবং বাজসনেয়কে কিঞ্চিৎ কর্ম্মসম্বন্ধি চিহ্নমস্তি। তত্র প্রক্রমভেদাৎ বিদ্যাভেদে সতি গুণব্যবস্থৈব যুক্তেতি ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥৩।৩।৩৯॥*

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ" ইতি প্রস্তুত্য ছন্দোগা অধীয়তে "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্ব্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি। তথা বাজসনেয়িনঃ "স বা

নীয়মুদ্গীথব্যপাশ্রয়েত্যনুবন্ধাভেদেঽপি সাধ্যভেদান্তেদ ইতি বিদ্যাভেদাদনুপসংহার ইতি ॥ ৩। ৩ ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য-বাজসনেয়বিদ্যয়োর্যদ্যপি সগুণনির্গুণত্বেন ভেদঃ। তথাহি—ছান্দোগ্যে অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামানিত্যাত্মবৎ কাগান।মপি বেদ্যত্বং শ্রূয়তে। বাজসনেয়ে তু নির্গুণমেব পরং ব্রহ্মোপদিশ্যতে—বিমোক্ষায় ব্রূহীতি।

করে।" ইত্যাদি। কিন্তু বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে ঐরূপ কোন কর্ম্মসম্পর্কীয় চিহ্ন দেখা যায় না। সেখানকার প্রক্রম ভিন্ন প্রকার। অতএব যে স্থলে বিদ্যাভেদ— সেস্থলে গুণমুখ্য ব্যবস্থাই গ্রহীতব্য। অর্থাৎ যেস্থলে অঙ্গের ও প্রধানের বিরোধ, সেস্থলে প্রধানের আশ্রয়েই অঙ্গের প্রবেশ, এই জৈমিন্যুক্ত ন্যায় গ্রহীতব্য। কেননা, প্রধানই বলবৎ ॥ ৩। ৩। ৩৮ ॥

ছান্দোগ্য উপনিষৎ "ব্রহ্মপুরে (হৃদয়ে) এই যে দহর-পরিমাণ (দহর=অল্প) পদ্ম ও দহর-পরিমাণ গৃহ (পদ্মাকার স্থান), তাহাতে যে অন্তরাকাশ—" এইরূপ বলিয়া বলিয়াছেন—"তাহাই আত্মা নিষ্পাপ অজর অমৃত্যু বিশোক ক্ষুৎপিপাসাদিবর্জ্জিত সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প" ইত্যাদি। বাজসনেয় শাখাধ্যায়ীরাও "সেই এই মহান্ ও জন্মাদিরহিত আত্মা—যিনি এই প্রাণের (ইন্দ্রিয়গণের) মধ্যে বিজ্ঞানময়। ইনিই হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ—তাহাতে শয়ান। ইনিই সর্ব্বনিয়ন্তা।"

---

* একত্রোক্তাঃ সত্যকামত্বাদিধর্ম্মা ইতরত্রাপি নীয়ন্তে। অত্র হেতুরায়তনাদীনাং সামান্যং (সমানতা)। আয়তনং হৃদযাদি। বেদ্য ঈশ্বরঃ। তস্য চ লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনং সেতুত্বম্। এতৎ সর্ব্বং ছান্দোগ্যবৃহদারণ্যকযোস্তুল্যত্বেন পঠিতমতত্রবেহ বিদ্যৈক্যমিতি সূত্রস্থপদসমুদায়ার্থঃ।

ছান্দোগ্যে ও বৃহদারণ্যকে সগুণ নিগুর্ণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। তাহাতে সত্যকামত্বাদি ও সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম উক্ত আছে। সেই সকল ধর্ম্ম বা গুণ উভয়ত্রই উপসংহার্য্য। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকোক্ত গুণ ছান্দোগ্যে ও ছান্দোগ্যোক্ত গুণ বৃহদারণ্যকে নীত বা সংযোজিত হইবেক। ফলিতার্থ—উক্ত উভয় ব্রাহ্মণে একই বিদ্যা অভিহিত হইয়াছে। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু য এষোঽন্ত-র্হৃদয় আকাশস্তস্মিংশ্ছেতে সর্ব্বস্য বশী" ইত্যাদি। তত্র বিদ্যৈকত্বং পরস্পরগুণোপযোগশ্চ কিং বা নেতি সংশয়ে বিদ্যৈকত্বমিতি প্রাপ্তম্।

তত্রেদমুচ্যতে কামাদীতি। সত্যকামাদীত্যর্থঃ, যথা দেবদত্তো দত্তঃ সত্যভামা ভামেতি। যদেতচ্ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য সত্যকামত্বাদিগুণজাতমুপলভ্যতে, তদিতরত্র "স বা এষ মহানজ আত্মা" ইত্যত্র সম্বধ্যেত। যচ্চ বাজসনেয়কে বশিত্বাদ্যুপলভ্যতে, তদপীতরত্র ছান্দোগ্যে "এষ আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যত্র সম্বধ্যেত। কুতঃ? আয়তনাদিসামান্যাৎ। সমানং হ্যুভয়ত্রাপি হৃদয়মায়তনং, সমানশ্চ বেদ্য ঈশ্বরঃ, সমানঞ্চ তস্য সেতুত্বং লোকাসম্ভেদপ্রয়োজনমিত্যেবমাদি বহুতরং সামান্যং

তথাপি তয়োঃ পরস্পরগুণোপসংহারঃ।" নির্গুণায়াং তাবদ্বিদ্যায়াং ব্রহ্মস্তুত্যর্থমেব সগুণবিদ্যাসম্বন্ধিগুণোপসংহারঃ সম্ভবী। সগুণায়াঞ্চ যদ্যপ্যাধ্যানায় ন বশিত্বাদিগুণোপসংহারসম্ভবঃ। ন হি নির্গুণায়াং বিদ্যায়ামাধ্যাতব্যত্বেনৈতে চোদিতাঃ, যেনাত্রাধ্যেয়ত্বেন সম্বধ্যেরন্, অপি তু সত্যকামাদিগুণনান্তরীয়কত্বেনৈতেষাং প্রাপ্তি-

---

এইরূপ বলেন বা পাঠ করেন। এই দুই শ্রুতিতেও বিদ্যার একত্ব ও পরস্পর গুণসমাবেশ হইবে কি-না, তাহা সংশয়িত। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষে বিদ্যার একত্বই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহাতেই বলা হইল—কামাদীতরত্র। [সত্য...সামান্যাৎ] কামাদি অর্থাৎ সত্যকামত্বাদি। লোকে যেমন, দেবদত্তকে দত্ত বলিয়া ডাকে, সত্যভামাকে ভামা বলে, তেমনি, সূত্রকার সত্যশব্দের বিলোপে কামাদি বলিয়াছেন। সূত্রের অর্থ এই যে, ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌'যে, হৃদয়াকাশের সত্যকামত্বাদি গুণ বলিয়াছেন, সে সকল গুণ ইতরত্র অর্থাৎ বাজসনেয় ব্রাহ্মণস্থ "সেই এই মহান্ ও জন্মাদিরহিত আত্মা" এতৎ স্থলেও সংগৃহীত হইবেক। আবার বাজসনেয় ব্রাহ্মণে যে, সর্ব্ববশিত্বাদি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহাও ছান্দোগ্যোক্ত "সেই আত্মা নিষ্পাপ" ইত্যাদি বাক্যে সম্বন্ধ হইবেক। কারণ এই যে, উভয়ত্র আয়তনের (হৃদয়াদি উপাসনা স্থানের) ও উপাস্যদেবতার সমানতা আছে। [সমানং...পিতত্বাৎ] হৃদয়রূপ আয়তন অর্থাৎ ধ্যানের আশ্রয়স্থান, ধ্যেয় ঈশ্বর, তাঁহার লোক-সাঙ্কর্য্য-নিবারক (মর্য্যাদা-সংস্থাপক) সেতুভাব, এ সমস্তই উভয় শাখায় সমান। যদি বল, ছান্দোগ্যের সহিত বাজসনেয়ীর বিশেষ অর্থাৎ প্রভেদ আছে, কেননা,

দৃশ্যতে। নম্ন বিশেষোঽপি দৃশ্যতে—ছান্দোগ্যে হৃদয়াকাশস্য গুণযোগঃ, বাজসনেয়কে ত্বাকাশস্থস্য ব্রহ্মণ ইতি। ন। "দহর উত্তরেভ্যঃ" [বে° সূ° ১।৩।১৪] ইত্যত্র ছান্দোগ্যেঽপ্যাকাশশব্দং ব্রহ্মৈবেতি প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ। অয়ন্ত্বত্র বিদ্যতে বিশেষঃ। সগুণা হি ব্রহ্মবিদ্যা ছান্দোগ্যে উপদিশ্যতে "অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্" ইত্যাত্মবৎ কামানামপি বেদ্যত্বশ্রবণাৎ। বাজসনেয়কে তু নিগুর্ণমেব পরং ব্রহ্মোপদিশ্যমানং দৃশ্যতে "অত ঊর্দ্ধং বিমোক্ষায়ৈব ব্রূহি। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদিপ্রশ্নপ্রতিবচনসমন্বয়াৎ। বশিত্বাদি তু তত্তৎস্তুত্যর্থমেব গুণজাতং বাজসনেয়কে সঙ্কীর্ত্ত্যতে। তথা চোপরিষ্টাৎ "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" ইত্যাদিনা নিগুর্ণমেব

রিত্যুপসংহার উচ্যতে। এবং ব্যবস্থিত এষ সঙ্ক্ষেপোঽধিকরণার্থস্য সাম্যবাহুল্যেঽপ্যেকত্রাকাশাধারত্বস্যাপরত্র চাকাশতাদাত্ম্যস্য শ্রবণাদ্ভেদে বিদ্যয়োর্ন পরস্পরগুণোপসংহার ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

রাদ্ধান্তস্তু সর্ব্বসাম্যমেবোভয়ত্রাপ্যাত্মোপদেশাদাকাশশব্দেনৈকত্রাত্মোক্তোঽন্যত্র চ দহরাকাশাধারঃ স এবোক্ত ইতি সর্ব্বসাম্যাদ্ ব্রহ্মণ্যুভয়ত্রাপি সর্ব্বগুণোপসংহারঃ।

ছান্দোগ্যে আছে, ঐ সকল গুণ হৃদয়াকাশের, কিন্তু বাজসনেয় শাখায় আছে, ঐ সকল ধর্ম্ম আকাশস্থ ব্রহ্মের। এ বিষয়ে আমরা বলি, তাহা নহে। কেননা, ছান্দোগ্যে যে আকাশ-শব্দ কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অর্থেই সেই আকাশ-শব্দের প্রয়োগ। এ সিদ্ধান্ত আমরা "দহর উত্তরেভ্যঃ" সূত্রে স্থাপনা করিয়াছি। [অয়ন্ত্বত্র...দ্রষ্টব্যম্] সে বিচারের সহিত এ বিচারের প্রভেদ এই যে, ছান্দোগ্যোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সগুণ। যথা—"যে উপাসক এতৎ শরীরে আত্মা ও এই সকল সত্যকামনা বিদিত হয়, হইয়া পরলোকগামী হয়" ইত্যাদি। এ উপদেশে আত্মার ন্যায় কামনাসমূহেরও বেদ্যত্ব শুনা যাইতেছে। কিন্তু বাজসনেয়ীশাখায় নির্গুণ পরব্রহ্মের উপদেশ হইতে দেখা যায়। যথা—"অতঃপর যাহা বিমোক্ষের জন্য—মোক্ষের হেতু, তাহাই বলুন।" "এই পুরুষ অসঙ্গ অর্থাৎ উদাসীন।" এ সকল প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর নির্গুণ বিদ্যাতেই সঙ্গত হয়। বাজসনেয়োক্ত সন্দর্ভে যে বশিত্বাদি গুণের উল্লেখ আছে, তাহা তাদৃশী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থ। অতএব, শ্রুতি প্রস্তাবশেষে "সেই এই আত্মা নেতি নেতি অর্থাৎ এই, সেই ও অমুক, এতদ্বিজ্ঞানের অতীত।" এইরূপ বাক্যে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন। এতৎসূত্রে যে গুণোপসংহার-প্রণালী বলা হইল, তাহা

ব্রহ্মোপসংহরতি। গুণবতস্তু ব্রহ্মণ একত্বাদ্বিভূতিপ্রদর্শনায়ায়ং গুণোপসংহারঃ সূত্রিতো নোপাসনায়েতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩।৩।৩৯॥

আদরাদলোপঃ ॥ ৩ । ৩ । ৪০ ॥ *

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্য শ্রূয়তে "তদ্ যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ, তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি"। তত্র পঞ্চ প্রাণাহুতয়ো বিহিতাঃ। তাসু চ পরস্তাদগ্নিহোত্রশব্দঃ প্রযুক্তঃ "য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি—

"যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে ॥" ইতি চ।

সগুণনির্গুণত্বেন তু বিদ্যাভেদেঽপি গুণোপসংহারব্যবস্থা দর্শিতা। তস্মাৎ সর্ব্বমবদাতম্ ॥ ৩। ৩। ৩৯ ॥

অস্তি বৈশ্বানরবিদ্যায়াং তদুপাসকস্যাতিথিভ্যঃ পূর্ব্বভোজনম্। তেন যদ্যপীয়মুপাসনাগোচরা ন চিন্তা সাক্ষাৎ, তথাপি তৎসম্বন্ধপ্রথমভোজনসম্বন্ধাদস্তি সঙ্গতিঃ। বিচারগোচরং দর্শয়তি—"ছান্দোগ্যে বৈশ্বানরবিদ্যাং প্রকৃত্যেতি"। বিচারপ্রয়োজকং সন্দেহমাহ "কিং ভোজনলোপে" ইতি। অত্র পূর্ব্বপক্ষাভাবেন

উপাসনা প্রয়োজনে নহে। সগুণ ব্রহ্ম এক অথচ বিভূতিশালী, ইহা দেখাইবার জন্যই এই গুণোপসংহার সূত্রিত হইয়াছে ॥ ৩। ৩। ৩৯ ॥

ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর উপাসনা-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—"সেই যে প্রথম ভক্ষ্য—যাহা আহারার্থ প্রথম উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয়। উপাসক যে, সেই প্রথমাহুতি হোম করিবেন, তাহা "প্রাণায় স্বাহা" এই বলিয়া করিবেন।" এইরূপে সেস্থানে প্রাণাহুতির বিধান ও তৎপরে তাহাতে অগ্নিহোত্র-শব্দের প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—"যে এইরূপ জ্ঞানে অগ্নিহোত্র হোম করে" ইত্যাদি। (বৈশ্বানরবিদ্যানুশীলীদিগের প্রাণাহুতিই অগ্নিহোত্র। অর্থাৎ তাঁহারা যে "প্রাণায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে উদরে পরিমিত অন্ন প্রক্ষেপ করেন, তাহা তাঁহাদের অগ্নিহোত্রহোমসদৃশ ফলদায়ক হয়) ভোজনকালে বিহিত প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক পরিমিত ভক্ষ্য ভক্ষণ করাকে শাস্ত্রান্তরেও অগ্নিহোত্র বলিতে দেখা যায়। যথা—"যেমন ইহলোকে ক্ষুধাতুর বালকেরা মাতার উপাসনা করে, সেইরূপ, সমুদায় ভূত (প্রাণী) অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে।" এখানেও উদরে ভক্ষ্য প্রক্ষেপ করাকে অগ্নিহোত্র শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে।

---

* আদরাৎ স্তুতিনির্ব্বাহাৎ অলোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি শেষঃ।

যেহেতু শ্রুতিতে আদর বা স্তুতিনির্ব্বাহক বাক্য দেখা যায়, সেই হেতু নিজের ভোজন লুপ্ত হইলেও বৈশ্বানরোপাসকের প্রাণাগ্নিহোত্র লুপ্ত হয় না। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

তত্রেদং বিচার্য্যতে—কিং ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য ? উতালোপঃ ? ইতি। 'তদ্‌যদ্ভক্তং' ইতি ভক্তাগমনসংযোগাৎ। ভক্তাগমনস্য চ ভোজনার্থত্বাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি।

এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ। কস্মাৎ ? আদরাৎ। তথা হি বৈশ্বানরবিদ্যায়ামেব জাবালানাং শ্রুতিঃ "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াৎ। যথা বৈ স্বয়মহুত্বাঽগ্নিহোত্রং পরস্য জুহুয়াদেবং তৎ" ইত্যতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রে আদরং করোতি। যা হি ন প্রাথম্য-

সংশয়মাক্ষিপতি—"তদ্‌যদ্ভক্তম্" ইতি। "ভক্তাগমনসংযোগাৎ" ইতি। উক্তং খল্বেতৎ প্রথম এব তন্ত্রে পদকর্ম্মাপ্রয়োজকং নয়নস্য পরার্থত্বাদিত্যনেন। যথা সোমক্রয়ার্থা নীয়মানৈকহায়নী সপ্তমপদপাংশুগ্রহণমপ্রয়োজকং, ন পুনরেকহায়ন্যা নয়নং প্রয়োজয়তি, তৎ কস্য হেতোঃ ? সৌমক্রয়েণ তন্নয়নস্য প্রযুক্তত্বাৎ তদুপজীবিত্বাৎ সপ্তমপদপাংশুগ্রহণস্যেতি—তথেহাপি ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ প্রাণাহুতের্ভোজনাভাবে ভক্তং প্রত্যপ্রয়োজকত্বমিতি নাস্তি পূর্ব্বপক্ষ ইত্যপূর্ব্বপক্ষমিদমধিকরণমিত্যর্থঃ।

পূর্ব্বপক্ষমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—"এবং প্রাপ্তে, ন লুপ্যেতেতি তাবদাহ"। তাবচ্ছব্দঃ সিদ্ধান্তশঙ্কানিরাকরণার্থঃ। পৃচ্ছতি—কস্মাৎ। উত্তরম্ আদরাৎ। তদেব স্ফোরয়তি—"তথা হি" ইতি। জাবালা হি শ্রাবয়ন্তি পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াদিতি। অশ্নীয়াদিতি চ প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রধানং বচঃ।

"যথা হি ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে॥"

[তত্রেদং...মন্যতে] এখানে ভক্ষ্যান্ন উপস্থিত হওয়া ও অগ্নিহোত্রশব্দ, এই দ্বিবিধ প্রয়োগ দৃষ্টে সংশয় হয়, বৈশ্বানর-উপাসকদিগের উপবাস দিবসে ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র লোপ প্রাপ্ত হয় কি-না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, লোপ হয়। কারণ, "যে ভক্ত বা গ্রাস প্রথম আইসে অর্থাৎ গৃহীত হয়" এই কথাতে প্রথম ভক্ষ্য অন্নের গ্রহণ সূচিত হইয়াছে, এবং তাহা ভোজনের উদ্দেশেই সম্পাদিত হয়; সুতরাং ভোজন লোপ হইলে ভক্ষ্যান্নহোমরূপ অগ্নিহোত্রেরও লোপ হইবেক।

এই পূর্ব্বপক্ষের পরিশোধনার্থ সূত্র বলা হইল—"আদরাদলোপঃ"। ভোজনলোপ হইলেও প্রাণাগ্নিহোত্রের লোপ হয় না। তৎপ্রতি হেতু—আদর। বৈশ্বানর-উপাসকদিগের প্রতি জাবালশাখাধ্যায়ীদিগের একটী বাক্য আছে, তাহা এই—"অতিথিভোজনের পূর্ব্বকালবিশিষ্ট হইয়াও ভোজন করিবেক।" এই শ্রুতি অতিথিভোজনের প্রাথম্য নিন্দা করতঃ উপাসকের প্রথম ভোজন করাই কর্ত্তব্য

লোপং সহতে, ন তরাং সা প্রাথম্যবতোঽগ্নিহোত্রস্য লোপং সহেতেতি মন্যতে।

নমু ভোজনার্থভক্তাগমনসংযোগাৎ ভোজনলোপে লোপঃ প্রাপিতঃ। ন। তস্য দ্রব্যবিশেষবিধানার্থত্বাৎ। প্রাকৃতেঽগ্নিহোত্রে পয়ঃপ্রভৃতীনাং দ্রব্যাণাং নিয়তত্বাদিহাপ্যগ্নিহোত্রশব্দাৎ কৌণ্ডপায়িনাময়নবৎ তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ সত্যাং ভক্তদ্রব্যৈকতা-

---

ইতি বচনাদগ্নিহোত্রস্যাতিথীন্ ভূতানি প্রত্যুপজীব্যত্বেন শ্রবণাত্তদেকবাক্যতয়েহাপি পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াদিতি প্রাণাহুতিপ্রধানং লক্ষ্যতে। তদেবং সতি যথা বৈ স্বয়মহুত্বাঽগ্নিহোত্রং পরস্য জুহুয়াদিত্যেবং তদিত্যতিথিভোজনস্য প্রাথম্যং নিন্দিত্বা স্বামিভোজনং স্বামিনঃ প্রাণাগ্নিহোত্রং প্রথমং প্রাপয়ন্তী প্রাণাগ্নিহোত্রাদরং করোতি। নম্বাদ্রিয়তামেষা শ্রুতিঃ প্রাণাহুতিং, কিন্তু স্বামিভোজনপক্ষ এব নাভোজনেপীত্যত আহ—"যা হি ন প্রাথম্যলোপং সহতে ন তরাং সা প্রাথম্যবতোঽগ্নিহোত্রস্য লোপং সহেতেতি মন্যতে"। ঈদৃশঃ খল্বয়মাদরঃ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য যদতিথিভোজনোত্তরকালবিহিতং স্বামিভোজনং সময়াদপকৃষ্যাতিথিভোজনস্য পুরস্তাদ্বিহিতম্। তদ্যদাগ্নিহোত্রস্য ধর্ম্মিণঃ প্রাথম্যধর্ম্মলোপমপি ন সহতে শ্রুতিঃ, তদাস্যাঃ কৈব কথা ধর্ম্মিলোপং সহত ইত্যর্থঃ।

পূর্ব্বপক্ষাক্ষেপমনুভাষ্য দূষয়তি—"নমু ভোজনার্থা" ইতি। যথা হি কৌণ্ডপায়িনাময়নগতেঽগ্নিহোত্রে প্রকরণান্তরান্নৈয়মিকাগ্নিহোত্রাদ্ভিন্নে দ্রব্যদেবতারূপধর্ম্মান্তররহিততয়া তদাকাঙ্ক্ষে সাধ্যসাদৃশ্যেন নৈয়মিকাগ্নিহোত্রসমাননামতয়া তদ্ধর্ম্মাতিদেশেন রূপধর্ম্মান্তরপ্রাপ্তিঃ, এবং প্রাণাগ্নিহোত্রেঽপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রগতপয়ঃপ্রভৃতিপ্রাপ্তৌ ভোজনাগতভক্তদ্রব্যতা বিধীয়তে। ন চৈতাবতা ভোজনস্য প্রয়োজকত্বম্। উক্তমেতদন্যথা ভোজনকালাতিক্রমাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য ন ভোজনপ্রযুক্তত্বমিতি। ন চৈকদেশদ্রব্যতয়োত্তরার্দ্ধাৎ স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতীতিবদপ্রয়োজকত্বমেকদেশদ্রব্যসাধনস্যাপি প্রয়োজকত্বাৎ। যথা জাঘন্যা পত্নীঃ সংযাজ-

---

বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহারই দ্বারা বৈশ্বানর উপাসকদিগের প্রাণাগ্নিহোত্রের প্রতি আদরাধিক্য দেখাইয়াছেন। যে শ্রুতি প্রাথম্যলোপ পর্য্যন্তও সহ্য করে না, সে শ্রুতি নিশ্চয়ই প্রাথম্যবিশিষ্ট অগ্নিহোত্রের লোপও সহ্য করিবেক।

[নমু...পঠতি] বলিয়াছিলে যে, ভোজনের জন্য গ্রাসপরিমিত ভক্ষ্যান্নের উপস্থাপনা, সুতরাং ভোজন লোপে তাহারও লোপ, সে কথা অসার। কেন-না, ঐ বাক্য দ্রব্যবিশেষের বিধানার্থ। প্রকৃত অগ্নিহোত্রে দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য নিয়ত (নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত) আছে। এখানে জাঠরাগ্নিতে গ্রাস নিক্ষেপ করা হোম ও অগ্নিহোত্র-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যেমন কৌণ্ডপায়ি-যাগের ধর্ম্ম অয়নযাগে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি এখানেও ভক্ষ্যদ্রব্যরূপ অঙ্গবিশেষ পাওয়া যাইবে বলিয়া "তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ" বাক্য বলা হইয়াছে। অতএব, অঙ্গ

গুণবিশেষবিধানার্থমিদং বাক্যং "তদ্‌যদ্ভক্তম্" ইতি। অতো গুণলোপে চ ন মুখ্যস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ভোজনলোপেঽপ্যস্তিরন্যেন বা, দ্রব্যেনাবিরুদ্ধেন প্রতিনিধানন্যায়েন প্রাণাগ্নিহোত্রস্যানুষ্ঠানমিত্যত উত্তরং পঠতি ॥ ৩ । ৩ । ৪০ ॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৩ । ৩ । ৪১ ॥ *

উপস্থিতে ভোজনে অতস্তস্মাদেব ভোজনদ্রব্যাৎ প্রথমোপনিপতিতাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যম্। কস্মাৎ ?

য়ন্তীতি পত্নীসংযাজানাং জাঘন্যেকদেশদ্রব্যজুষাং জাঘনীপ্রয়োজকত্বম্। স হি নামাপ্রয়োজকো ভবতি, যস্য প্রয়োজকগ্রহণমন্তরেণার্থো ন জ্ঞায়তে। যথা ন প্রযোজকপুরোডাশগ্রহণমন্তরেণোত্তরার্দ্ধং জ্ঞাতুং শক্যম্। শক্যন্তু জাঘনীবদ্ভক্তং জ্ঞাতুম্। তস্মাদ্‌যথা জাঘন্যন্তরেণাপি পশূপাদানং পরপ্রযুক্তপশূপজীবনং বা খণ্ডশো মাংসবিক্রয়িণো মুণ্ডাদিবদাকৃতিরূপাদীয়ত এবং ভক্তমপি শক্যমুপাদাতুম্। তস্মান্ন ভোজনস্য লোপে প্রাণাগ্নিহোত্রলোপ ইতি মন্যতে পূর্ব্বপক্ষী। অস্তিরিতি তু প্রতিনিধ্যুপাদানমাবশ্যকত্বসূচনার্থং ভাষ্যকারস্য।

তদ্ধোমীয়মিতি হি বচনং কিমপি সন্নিহিতদ্রব্যং হোমে বিনিযুঙ্‌ক্তে, তদঃ সর্ব্বনাম্নঃ সন্নিহিতাবগমমন্তরেণাভিধান।পর্য্যবসানাৎ। তদনেন স্বাভিধান-

---

হানি হইলেও প্রোক্তস্থলে মুখ্যের হানি হইবে না। যদিও কদাচিৎ ভোজনলোপ হয়, তথাপি প্রতিনিধি-ন্যায় অবলম্বনে অন্য কোন অবিরুদ্ধ (অনিষিদ্ধ) জলাদি দ্রব্যের দ্বারা (অন্নের প্রতিনিধি) প্রাণাগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক। এইরূপ অর্থের অসাধুতা সমর্থনার্থ সূত্রকার সূত্র বলিতেছেন ॥৩।৩।৪১॥

যদি ভোজন উপস্থিত থাকে তবেই উক্ত দ্রব্যের অর্থাৎ প্রাথমিক ভোজন দ্রব্যের দ্বারা ঐ প্রাণাগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিবেক। (ভোজন না থাকিলে ভক্ষ্যান্নের আগমন হয় না এবং ভক্ষ্যান্নাভাবে প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ করিতেও হয় না। কারণ এই যে, উত্থাপিত প্রস্তাব প্রতিনিধি-ন্যায়ের (উক্ত যুক্তির) স্থল নহে। যে স্থলে আরব্ধ নিত্যকর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়, সেই স্থলেই শ্রুত দ্রব্যের অলাভে প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা তাহা নির্ব্বাহ বা সম্পন্ন করিতে হয়। এই প্রাণাগ্নিহোত্র নিত্য অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে ; সুতরাং ভক্তদ্রব্যের অভাবে তাহার লোপও দোষাবহ নহে।)

---

* উপস্থিত এব ভোজনে—সতি ভোজন ইতি যাবৎ। অতঃ অস্মাদদ্রব্যাৎ প্রথমাগতভক্ষ্যান্নকবলাৎ প্রাণাগ্নিহোত্রং নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যং, ন তু ভোজনলোপেঽপি। ভোজনলোপে তল্লোপো নৈব স্যাৎ। হেতুমাহ—তদ্বচনাৎ, তৎ হোমীয়মিত্যুক্তত্বাৎ। তৎশব্দেন সিদ্ধং ভক্তমাশ্রিত্য হোমনিধানাদিতি যাবৎ।

ভোজন উপস্থিত থাকিলে প্রথম গ্রাসান্নের দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র নির্ব্বাহ করিবেক। অভোজন দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপ দোষাবহ নহে। কারণ এই যে, শ্রুতি তৎশব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রথমপ্রাপ্ত ভক্ত দ্রব্যের উল্লেখে ঐ অগ্নিহোত্রের বিধান করিয়াছেন। বিশেষতঃ উহা প্রকৃত অগ্নিহোত্র নহে। উহা অগ্নিহোত্রের সদৃশ বলিয়া আরোপিত অগ্নিহোত্র।

তদ্বচনাৎ। তথা হি "তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ম্" ইতি সিদ্ধবদ্ভক্তোপনিপাতপরামর্শেন পরার্থদ্রব্যসাধ্যতাং প্রাণাহুতীনাং বিদধাতি। তা অপ্রযোজকলক্ষণাপন্নাঃ সত্যঃ কথং ভোজনলোপে দ্রব্যান্তরং প্রতিনিধাপয়েয়ুঃ। ন চাত্র প্রাকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম্মপ্রাপ্তিরস্তি। কুণ্ডপায়িনাময়নে হি "মাসমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি বিধ্যুদ্দেশগতোঽগ্নিহোত্রশব্দস্তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়েদিতি যুক্তা তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ। ইহ পুনরর্থবাদগতোঽগ্নিহোত্রশব্দো ন তদ্বদ্ভাবং বিধাপয়িতুমর্হতি। তদ্ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ বাভ্যুপগম্যমানায়ামগ্ন্যুদ্ধরণাদয়োঽপি প্রাপ্যেরন্। ন চাস্তি সম্ভবঃ। অগ্ন্যুদ্ধরণং তাবদ্ধোমাধিকরণভাবায়। ন চায়মগ্নৌ

পর্য্যবসানায় তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেদিতি সন্নিহিতমপেক্ষ্য নির্ব্বর্ত্তিতব্যম্। তচ্চ সন্নিহিতং ভক্তং ভোজনার্থমিত্যুত্তরার্দ্ধাৎ "স্বিষ্টকৃতে সমবদ্যতি" ইতিবন্ন ভক্তং বাপো বা দ্রব্যান্তরং বা প্রযোক্তুমর্হতি। জাঘন্যাস্ববয়বভেদস্য নাগ্নীষোমীয়পশ্বধীনং নিরূপণং, স্বতন্ত্রস্যাপি তস্য সূনাস্থস্য দর্শনাৎ। তস্মাদস্ত্যেতস্য জাঘনীতো বিশেষঃ। যচ্চোক্তং, চোদকপ্রাপ্তদ্রব্যবাধয়া ভক্তদ্রব্যবিধানমিতি। তদযুক্তম্। বিধ্যুদ্দেশগতস্যাগ্নিহোত্রনাম্নস্তথাভাবাৎ, আর্থবাদিকস্য তু সিদ্ধং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যমুপাদায় স্তাবকত্বেনোপপত্তের্ন তদ্ভাবং বিধাতুমর্হতীত্যাহ—"ন চাত্র প্রকৃতাগ্নিহোত্রধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ" ইতি। অপি চাগ্নিহোত্রস্য চোদকতো ধর্ম্মপ্রাপ্তাবভ্যুপগম্যমানায়াং বহুতরং প্রাপ্তং বাধ্যতে। ন চ সম্ভবে বাধনিচয়ো ন্যায্যঃ। কৃষ্ণলচরৌ খলবগত্যা প্রাপ্তবাধোঽভ্যুপেয়ত ইত্যাহ—"ধর্ম্মপ্রাপ্তৌ বাভ্যুপগম্যমানায়াম্" ইতি।

এ কথা এই জন্য বলি যে, ঐ বিধানবাক্য তৎশব্দ উচ্চারণ করিয়া ঐ কথাই (ভক্তের দ্বারাই হোম করিতে) বলিয়াছেন। [তথা হি...নিধাপয়েয়ুঃ] "সেই যে ভক্ত (গ্রাস)—যাহা প্রথমে পাওয়া যায়" এই বাক্যের দ্বারা প্রসিদ্ধ গ্রাসপরিমিত ভক্ষান্ন উদ্দেশ করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণাহুতি নির্ব্বাহ করিবার বিধান করা হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যদি তাদৃশ অগ্নিহোত্রের অপ্রয়োজকই (অনির্ব্বাহকই) হয়, তবে, কি প্রকারে সে সকল ভোজনলোপকালে প্রতিনিহিত দ্রব্যের স্থানে সমাকৃষ্ট হইবেক ? [ন চাত্র···হোমঃ] প্রদর্শিত স্থলে প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কুণ্ডপায়ি-যজ্ঞে "মাসব্যাপক অগ্নিহোত্র হোম করিবেক" এই বাক্যের দ্বারা মূল অগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম নীত হইতে পারে ; কেননা, ঐ অগ্নিহোত্র-শব্দ বিধির উদ্দেশে প্রযুক্ত, কিন্তু প্রদর্শিত স্থলের অগ্নিহোত্রশব্দ অর্থবাদপ্রাপ্ত। সে জন্য তাহা প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম বিধান করিতে অসমর্থ। প্রকৃতাগ্নিহোত্রের ধর্ম্ম স্বীকার করিতে গেলে অগ্ন্যুদ্ধার প্রভৃতিও করিতে হয় ; পরন্তু প্রাণাগ্নিহোত্রে সে সকল ধর্ম্মের অসম্ভব আছে। প্রকৃতাগ্নিহোত্রে অগ্ন্যুদ্ধার (অরণি ও মন্থ-কাষ্ঠ লইয়া ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা) হোমের জন্য ; পরন্তু

হোমঃ, ভোজনার্থতাব্যাঘাতপ্রসঙ্গাৎ। ভোজনার্থোপনীতদ্রব্য-সম্বন্ধাচ্চাস্যে এবৈষ হোমঃ। তথা চ জাবালশ্রুতিঃ "পূর্ব্বোঽতিথিভ্যোঽশ্নীয়াৎ" ইত্যাস্যাধারামেবেমাং হোমনির্ব্বৃত্তিং দর্শয়তি।

অত এব চেহাপি সাম্পাদিকান্যেবাগ্নিহোত্রাঙ্গানি দর্শয়তি—"উর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন-আস্যমাহবনীয়ঃ" ইতি। বেদিশ্রুতিশ্চাত্র স্থণ্ডিলমাত্রোপলক্ষণার্থা দ্রষ্টব্যা, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদ্যভাবাৎ তদঙ্গানাঞ্চেহ সম্পিপাদয়িষিতত্বাৎ। ভোজনেনৈব চ কৃতকালেন সংযোগান্নাগ্নিহোত্র-কালাবরোধসম্ভবঃ। এবমন্যেঽপ্যুপস্থানাদয়ো ধর্ম্মাঃ কেচিৎ কথঞ্চিদ্বিরুধ্যন্তে। তস্মাৎ ভোজনপক্ষ এবৈতে মন্ত্র-দ্রব্য-দেবতাসংযোগাৎ পঞ্চ হোমা নির্ব্বর্ত্তয়িতব্যাঃ। যত্ত্বাদরদর্শনমিতি,

চোদকাভাবমুপোদ্বলয়তি—"অত এব চেহাপি" ইতি। যত এবোক্তেন ক্রমেণাতিদেশাভাবঃ, অত এব সাম্পাদিকত্বমগ্নিহোত্রাঙ্গানাম্। তৎপ্রাপ্তৌ তু সাম্পাদিকত্বং নোপপদ্যতে। কামিন্যাং কিল কুচবদনাদ্যসত্তা চক্রবাকনলিনাদিরূপেণ সম্পাদ্যতে,

প্রাণাগ্নিহোত্রের হোম অগ্নিতে নহে, (কিন্তু মুখে)। অগ্নিতে ভক্ষ্যান্নগ্রাসনিক্ষেপ করিলে ভোজন সিদ্ধ হয় না। অথচ ভোজনার্থ উপস্থাপিত দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ থাকায় এ হোমের আধার মুখ। এ হোম মুখেই অনুষ্ঠিত হয়, অগ্নিতে নহে। [তথা চ ..বিরুধ্যন্তে] সেই জন্যই জাবালশ্রুতি 'হু' ধাতুর প্রয়োগ না করিয়া ভক্ষণার্থক 'অশ' ধাতুর প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"উপাসক অতিথি-ভোজনের পূর্ব্বে ভোজন করিবেন।" এই শ্রুতি বলিতেছেন, প্রাণাগ্নিহোত্রহোমের আধার মুখ।

প্রাণাগ্নিহোত্রে প্রাকৃতাগ্নিহোত্রের সকল ধর্ম্ম না থাকাতেই প্রাণাগ্নিহোত্রের অঙ্গ সকল সাম্পাদিকরূপে (যাহা কেবল ভাবিতে হয়, তাহা সাম্পাদিক) অভিহিত হইয়াছে। যথা—"বক্ষঃস্থলই এই অগ্নিহোত্রের বেদী, লোমই কুশা, হৃদয়ই গার্হপত্য, মনঃই অন্বাহার্য্যপচন, মুখই আহবনীয়।" ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রুতিস্থ বেদী-শব্দ স্থণ্ডিলমাত্রের বোধক। কারণ, মুখ্যাগ্নিহোত্রে বেদী নাই। (তাহা কুণ্ডে ও স্থণ্ডিলে অনুষ্ঠিত হয়)। এ অগ্নিহোত্রের কাল ভোজন-কাল, সুতরাং) ইহার দ্বারা প্রকৃতাগ্নিহোত্রকালের অবরোধ সম্ভাবনা নাই। এইরূপ, উপস্থানাদি আরও কতকগুলি বা কোন কোন অংশ বিরুদ্ধ বা অসম্ভব হয়। [তস্মাৎ... হোত্রস্যেতি] অতএব, প্রাণাগ্নিহোত্রের মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা ভোজনপক্ষে সঙ্গত থাকায় তদাত্মক হোমপঞ্চক নিষ্পাদন করিতে হয়। (প্রাণায় স্বাহা (১) অপানায়

তৎ ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্। ন হ্যস্তি বচনস্যাতিভারঃ। ন ত্বনেনাস্য নিত্যতা শক্যতে দর্শয়িতুম্। তস্মাৎ ভোজনলোপে লোপ এব প্রাণাগ্নিহোত্রস্যেতি ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৩। ৩। ৪২ ॥*

সন্তি কর্ম্মাঙ্গব্যপাশ্রয়াণি বিজ্ঞানানি "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" ইত্যেবমাদীনি। কিং তানি নিত্যান্যেব স্যুঃ কর্ম্মসু,

---

ন তু নত্বাৎ চক্রবাকাদয় এব চক্রবাকাদিনা সম্পাদ্যতে। অতোঽপ্যবগচ্ছামো ন চোদকপ্রাপ্তিরিতি। "যত্ত্বাদরদর্শনমিতি, তদ্ভোজনপক্ষে প্রাথম্যবিধানার্থম্।" যস্মিন্ পক্ষে ধর্ম্মানবলোপস্তস্মিন্ ধর্ম্মিণোঽপি। ন ত্বেতাবতা ধর্ম্মিনিত্যতা সিধ্যতীতি ভাবঃ। নন্বতিথিভোজনোত্তরকালতা স্বামিভোজনস্য বিহিতেতি কথমসৌ বাধ্যতে? ইত্যত আহ—"ন হ্যস্তি বচনস্যাতিভারঃ"। সামান্যশাস্ত্রবাধায়াং বিশেষশাস্ত্রস্যাতিভাবো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

যথৈব "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি।" ইত্যেতদনা-

---

স্বাহা (২) সমানায় স্বাহা (৩) উদানায় স্বাহা (৪) ব্যানায় স্বাহা (৫), এই পাঁচ মন্ত্র। দ্রব্য ৫ গ্রাস অন্ন। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই ৫ দেবতা। মুখ হোমকুণ্ড। মুখে প্রক্ষেপ হোম। ইহা প্রাণাগ্নিহোত্র নামে বিখ্যাত)। পূর্ব্বে যে প্রাণাগ্নিহোত্রের আদরাতিশয় দেখান হইয়াছে, তাহা ভোজনের প্রাথম্য বিধানার্থ। শ্রৌত বচন যাহা বলিবেন, তাহাই মানিতে হইবেক। ঐ আদর-বোধক বাক্যের দ্বারা উহার (প্রাণাগ্নিহোত্রের) নিত্যতা সাধিত হয় না। (যাহা ত্যাগ করা যায় না, লোপ করা যায় না, তাহা নিত্য) সুতরাং ভোজনলোপে প্রাণাগ্নিহোত্রেরও লোপ, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ ॥ ৩। ৩। ৪১ ॥

কতক গুলি কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা আছে। যেমন "উদ্গীথাত্মক ওঁ অক্ষরের উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি। সেই সকল উপাসনা পর্ণময়ী জুহূর ন্যায় কর্ম্মকালে নিত্যপ্রযোজ্য? কি গোদোহনের ন্যায় অনিত্য? (যাহা অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে, যাহা

---

* উদ্গীথাদয়ঃ কর্ম্মণাং গুণাঃ। তেষাং যদ্যাথাত্ম্যম্, তন্নির্ধারণান্যুপাসনানি যানি, তেষাং অনিয়ম এব। তানি ন কর্ম্মসু নিত্যপর্ণময়ীত্বাদিবৎ নিয়মোবন্নিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—তদিতি। তস্যানিয়মস্য দর্শনাদিত্যর্থঃ। হি অপ্রতিবন্ধ ইতি চ্ছেদঃ। হীত্যনেন হেতুতা স্পষ্টীকৃতা। যতঃ পৃথগেবাপ্রতিবন্ধরূপফলং দৃশ্যতে, তত ইতি যোজনীয়ম্। উপাস্তীনাং কর্ম্মফলাৎ পৃথক্ফলত্বশ্রুতের্ন কর্ম্মাঙ্গত্বমিতি ভাবঃ। অয়মভিসন্ধিঃ—যশ্চৈতদক্ষরমেবং বেদ যশ্চ ন বেদ তাবুভৌ কর্ম্ম কুরুত এব যদ্যপি, তথাপি জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্নানাত্বং ভিন্নফলত্বম্। দৃষ্টং হি মণিবিক্রয়ে জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যাং ফলবৈষম্যম্। তস্মাদ্যদেব কর্ম্ম উদ্গীথাদ্যুপাস্ত্যা ক্রিয়তে, তদেব কর্ম্ম ফলাতিশয়বদ্ভবতীতি।

কতকগুলি উপাসনা কর্ম্মাঙ্গ অবলম্বনে কথিত হইয়াছে, সে সকল অবশ্যপ্রযোজ্য নহে। অথবা সে সকল নির্ধারণ (উদ্গীথাদিরূপে ধ্যান করা ও রসতমত্বাদি ভাবনা করা, ইত্যাদি নির্দ্দেশ)

পর্ণময়ীত্বাদিবৎ, উতানিত্যানি, গোদোহনাদিবদিতি বিচারয়ামঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। নিত্যানীতি। কুতঃ ? প্রয়োগবচনপরিগ্রহাৎ। অনারভ্যাধীতান্যপি হ্যেতান্যুদ্গীথাদিদ্বারেণ ক্রতুসম্বন্ধাৎ ক্রতুপ্রয়োগবচনেনাঙ্গান্তরবৎ সংস্পৃশ্যন্তে। যত্ত্বেষাং স্ববাক্যেষু ফলশ্রবণং "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি" ইত্যাদি, তদ্বর্ত্তমানাপদেশরূপত্বাদর্থবাদমাত্রম্, অপাপশ্লোকশ্রবণাদিবৎ ন ফলপ্রধানম্। তস্মাৎ যথা "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি, ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" ইত্যেবমাদীনামপ্রকরণপঠিতানামপি জুহ্বাদিদ্বারেণ ক্রতুপ্রবেশাৎ স্বপ্রকরণ-

---

রভ্যাধীতমব্যভিচবিতক্রতুসম্বন্ধং জুহূদ্বারা ক্রতুপ্রযোগবচনগৃহীতং ক্রত্বর্থং সৎ ফলানপেক্ষং সিদ্ধবর্ত্তগানাপদেশপ্রতীতং ন রাত্রিসত্রবৎ ফলতয়া স্বীকরোতীতি, এবমব্যভিচরিতকর্ম্মসম্বন্ধোদ্গীথগতমুপাসনং কর্ম্মপ্রয়োগবচনগৃহীতং ন সিদ্ধবর্ত্তমানাপদেশাবগত-সমস্তকামব্যাপকত্বলক্ষণফলকল্পনায়ালম্। পরার্থত্বাৎ। তথা চ পারমর্ষং সূত্রম্—"দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পবার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" ইতি। এবং

না করিলেও ক্ষতি নাই, তাহা অনিত্য।) পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়—যেহেতু উহা প্রয়োগবিধিপরিগৃহীত, সেই হেতু উহা নিত্য অর্থাৎ অবশ্যপ্রযোজ্য। ঐ সকল উপাসনা অনারভ্য অধীত অর্থাৎ কোন এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া পঠিত হইয়াছে, এ জন্য উদ্গীথাদি উপলক্ষ্যে ঐ সকল উপাসনা যজ্ঞকর্ম্মে প্রবিষ্ট এবং উহা যাগ-যজ্ঞেব অন্যান্য অঙ্গের সদৃশ। অর্থাৎ যজ্ঞের অন্য অঙ্গ যদ্রূপ, ঐ উপাসনাও তদ্রূপ। ফলিতার্থ—উদ্গীথ উপাসনাও যজ্ঞের একটা অঙ্গ। কারণ এই যে, ঐ সকলের সহিত যজ্ঞকর্ম্মের সম্বন্ধ সংঘটন হইতেছে। [যত্ত্বেষাং...নিয়ম ইতি] যদিও স্ববাক্যে অর্থাৎ প্রোক্ত উপাসনা ঘটিত প্রস্তাবে ফল কথন আছে, থাকিলেও তাহা অর্থবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। (যাহা বিধি নহে, তাহা অর্থবাদ। ফলিতার্থ—সে সকল বাক্য ফল জ্ঞাপক, বিধায়ক নহে। বিধায়ক নহে বলিয়াই সে সকল প্রয়োগ-নিত্যতার বোধক নহে অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় নহে)। হেতু এই যে, সে সকল ফলজ্ঞাপকবাক্য বিধিবিভক্তিযুক্ত নহে; কিন্তু বর্ত্তমানবিভক্তিযুক্ত। (বর্ত্তমানবিভক্তি লট্—ভবতি, বিধিবিভক্তি লিঙ্ প্রভৃতি—ভাবয়েৎ। ভবতি-কথাই আছে, ভাবয়েৎ কথা নাই।) ফলকথন যথা—

কর্ম্মপক্ষে নিত্যনিয়মিত নহে। কারণ, অনিয়মই দৃষ্ট হয়। অনিয়ম দর্শনের প্রতি হেতু—কর্ম্ম-ফলের পার্থক্য। কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল অত্যন্ত পৃথক্। জ্ঞানের যোগ থাকিলে কর্ম্মের ফলাধিক্য এবং জ্ঞানের যোগ না থাকিলে ফলাল্পতা শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। সুতরাং উদ্গীথাদি জ্ঞানকে বা উপাসনাকে কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ বলা সঙ্গত নহে। (ভাষ্য দেখ)।

পঠিতবন্নিত্যতা, এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানামপীতি। এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—তন্নির্দ্ধারণানিয়ম ইতি। যান্যেতান্যুদ্গীথাদিকর্ম্ম-গুণযাথাত্ম্যনির্ধারণানি "রসতমঃ, আপ্তিঃ, সমৃদ্ধিঃ, মুখ্যঃ প্রাণ আদিত্যঃ" ইত্যেবমাদীনি, নৈতানি নিত্যবৎ কর্ম্মসু নিয়ম্যেরন্। কুতঃ? তদ্দৃষ্টেঃ। তথা হ্যনিয়তত্বমেবৈবঞ্জাতীয়কানাং দর্শয়তি শ্রুতিঃ "তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ" ইতি। অবিদুষোঽপি ক্রিয়াভ্যনুজ্ঞানাৎ প্রস্তাবাদি-দেবতাবিজ্ঞানবিহীনানামপি প্রস্তোত্রাদীনাং যাজনাধ্যবসান-দর্শনাৎ "প্রস্তোতঃ যা দেবতা প্রস্তাবমন্বায়ত্তা তাঞ্চেদবিদ্বান্

প্রাপ্ত উচ্যতে। যুক্তং পর্ণতায়াং ফলশ্রুতেরর্থবাদমাত্রত্বম্। ন হি পর্ণতাঽনাশ্রয়া যাগাদিবৎ ফলসম্বন্ধমনুভবিতুমর্হতি। অব্যাপাররূপত্বাৎ। ব্যাপারস্যৈব চ ফলবত্বাৎ। যথাহুঃ—উৎপত্তিমতঃ ফলদর্শনাদিতি। নাপি খাদিরতায়ামিব প্রকৃতক্রতু-সম্বন্ধো যূপ আশ্রয়স্তদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোঽস্তি, অনারভ্যাধীতত্বাৎ পর্ণময়তায়াঃ।

"কর্ম্মকর্ত্তার সম্বন্ধে তাহা কাম সমূহের প্রাপক হয়।" ইত্যাদি, সুতরাং অপাপ-শ্লোকশ্রবণজ্ঞাপক বাক্যের ন্যায় ঐ সকল বাক্য ফলপ্রধান নহে। অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মের সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে। "যাহার জুহূ (হোমসাধন পাত্র—হাতা) পর্ণময়ী (পত্রনির্ম্মিত), সে পাপশ্লোক শুনে না অর্থাৎ সে অনিন্দিত হয়।" এই বাক্য যেমন অন্য প্রকরণে পঠিত হইলেও জুহূ উপলক্ষ্যে যজ্ঞবাক্যে প্রবেশ করে, করিয়া যজ্ঞপ্রকরণ পরিপঠিতের ন্যায় নিত্যতা প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞপ্রকরণোক্ত অঙ্গের সহিত সমকার্য্যকারী হয়, উদ্গীথাদি উপাসনাও সেইরূপ হইবেক অর্থাৎ উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্ম্মের নিত্যাঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য হইবেক। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল—তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ। [যান্যে...হবিষ্যসি ইতি] কর্ম্মের সেই সকল অঙ্গ—যে সকল অঙ্গ সেই সেই বাক্যে নির্দ্দিষ্ট আছে—যেমন রসতমত্ব, প্রাপকত্ব, সমৃদ্ধিত্ব ও মুখ্যত্ব প্রভৃতি, তেমনি উদ্গীথ উপাসনাদি জ্ঞানাত্মক অঙ্গ সকল নিত্যের ন্যায় কর্ম্মে নিয়মিত বা কর্ম্মের নিয়মিতাঙ্গ নহে। অর্থাৎ সে সকল অঙ্গ নিত্যাঙ্গ নহে। কেননা, তাহাই দেখা যায়। অর্থাৎ ঐ সকলের অনিয়মই দৃষ্ট হয়। শ্রুতি ঐরূপ ঐরূপ অঙ্গের (গুণের) নিয়মাভাব দেখাইয়াছেন। যথা—"যে ঐরূপ জানে, উপাসনা করে, সেও করে এবং যে না জানে, সেও করে।" ইত্যাদি। এখানে দেখ, শ্রুতি অবিদ্বান্‌কেও কর্ম্ম করিবার অনুমতি দিতেছেন। আরও দেখ, "হে প্রস্তোতঃ, যে দেবতা প্রস্তাবের অনুগতা অর্থাৎ যিনি প্রস্তাবের রহস্য দেবতা, যদি তাঁহাকে না জানিয়া স্তুতি কর, না জানিয়া গান কর, না জানিয়া

প্রস্তোষ্যসি তাঞ্চেদবিদ্বানুদ্গাস্যসি তাঞ্চেদবিদ্বান্ প্রতিহরিষ্যসি” ইতি। অপি চৈবঞ্জাতীয়কস্য কর্ম্মব্যপাশ্রয়স্য বিজ্ঞানস্য পৃথগেব কর্ম্মণঃ ফলমুপলভ্যতে—কর্ম্মফলসিদ্ধ্যপ্রতিবন্ধঃ তৎসমৃদ্ধিরতিশয়বিশেষঃ কশ্চিৎ “তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ, যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি” ইতি। তত্র নানা ত্বিতি বিদ্বদবিদ্বৎপ্রয়োগয়োঃ পৃথক্করণাৎ বীর্য্যবত্তরমিতি চ তরপ্‌প্রত্যয়প্রয়োগাৎ বিদ্যাবিহীনমপি কর্ম্ম বীর্য্যবদিতি গম্যতে। তচ্চানিত্যত্বে বিদ্যায়া উপপদ্যতে।

তস্মাদ্বাক্যেনৈব জুহূসম্বন্ধদ্বারেণ পর্ণতায়াঃ ক্রতুরাশ্রয়ো জ্ঞাপনীয়ঃ। ন চাতৎপরং বাক্যং জ্ঞাপয়িতুমর্হতীতি তত্র বাক্যতাৎপর্য্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। তথা চ তৎপরং সন্ন, পর্ণতায়াঃ ফলসম্বন্ধমপি গময়িতুমর্হতি, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। উপাসনানান্তু ব্যাপারাত্মত্বেন স্বত এব ফলসম্বন্ধোপপত্তেরুদ্গীথাদ্যাশ্রয়ণং ফলে বিধানং ন বিরু-

---

প্রতিহার (গান সমাপ্তি) কর” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দেখা যাইতেছে যে, প্রস্তাবাদি-দেবতার জ্ঞান না থাকিলেও প্রস্তোতাদিগের যাজনাদিক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। [অপিচৈবং...স্থিতিঃ] শ্রুতিতে আরও দেখা যায়, কর্ম্মসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের ফল পৃথক্; কেবল বিজ্ঞানের ও কেবল কর্ম্মের ফলও পৃথক্। বিজ্ঞানের (উপাসনার) যোগ থাকিলে কর্ম্মফলের অব্যাঘাত ও আতিশয্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা—“যে জানে, সেও করে, এবং যে না জানে, সেও করে।” “কর্ম্ম নানাপ্রকার; বিদ্যাযুক্ত ও বিদ্যাবিযুক্ত। যাহা বিদ্যা শ্রদ্ধা ও দেবতাধ্যানাদিপূর্ব্বক কৃত হয়, তাহাই ফলাতিশয়যুক্ত হয়।” এই শ্রুতি জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান ও অজ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান পৃথক্ করিয়া জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠানকে বীর্য্যবত্তর বলিয়াছেন। দুএর মধ্যে একের আধিক্য দেখিলে তরপ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদাহৃত শ্রুতিতেও ‘বীর্য্যবত্তর,’ এইরূপ প্রয়োগ থাকায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবত্তর এবং অজ্ঞানীর কর্ম্ম বীর্য্যবৎ। অর্থাৎ অজ্ঞানীর কর্ম্মেও ফল আছে। অজ্ঞানীর কর্ম্মের বীর্য্যবত্তা অর্থাৎ ফলবত্তা উপপন্ন হইতে পারে—যদি কর্ম্মাঙ্গবিদ্যা (জ্ঞান বা উপাসনা) অনিত্য হয়। বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে শ্রুতি বিদ্যাবিহীন কর্ম্মকে বীর্য্যবৎ (সফল) বলিবেন কেন? (বিদ্যার নিত্যতা থাকিলে অর্থাৎ বিদ্যাকে কর্ম্মের অবশ্যপ্রযোজ্য অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিলে ‘বিদ্যাবিহীন’ কথা ব্যর্থ হইবে। যখন কর্ম্ম করিতে গেলেই বিদ্যারূপ অঙ্গের প্রয়োজন হইবে, তখন আর তাহা (কর্ম্ম) কি করিয়া বিদ্যাহীন হইবে?) যদি সমুদায় অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তবেই তাহা (কর্ম্ম) বীর্য্যবান্

নিত্যত্বে তু কথং তদ্বিহীনং কর্ম্ম বীর্য্যবদভ্যনুজ্ঞায়েত। সর্ব্বাঙ্গোপসংহারে হি বীর্য্যবৎ কর্ম্মেতি স্থিতিঃ। তথা লোকসামান্যাদিষু প্রতিনিয়তানি প্রত্যুপাসনং ফলানি শিষ্যন্তে "কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা ঊর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ" ইত্যেবমাদীনি। ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং যুক্তং প্রতিপত্তুম্। তথাহি গুণবাদ আপদ্যেত। ফলোপদেশে তু মুখ্যবাদোপপত্তিঃ। প্রযাজাদিষু ত্বিতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষস্য ক্রতোঃ প্রকৃতত্বাৎ, তাদর্থ্যে সতি যুক্তং ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্। তথানারভ্যাধীতেষ্বপি পর্ণময়ীত্বাদিষু। ন হি পর্ণময়ীত্বাদীনামক্রিয়াত্মকানামাশ্রয়মন্তরেণ

ধ্যতে। বিশিষ্টবিধানাৎ। ফলায় খলূদ্গীথসাধনকমুপাসনং বিধীয়মানং ন বাক্যভেদমাবহতি। নন্বু কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথসংস্কার উপাসনং, প্রোক্ষণাদিবৎ দ্বিতীয়াশ্রুতেরুদ্গীথমিতি। তথা চাঞ্জনাদিম্বিব সংস্কারেষু ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বম্। মৈবম্। ন হ্যত্রোদ্গীথস্যোপাসনং, কিন্তু তদবয়বস্যোঙ্কারস্যেত্যুক্তমধস্তাৎ। ন চোঙ্কারঃ কর্ম্মাঙ্গম্। অপি তু কর্ম্মাঙ্গোদ্গীথাবয়বঃ। ন চানুপযোগমীপ্সিতম্। তস্মাৎ সক্তূন্ জুহো-

---

(সফল) হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। (বিদ্যা নিত্যাঙ্গ অর্থাৎ অবশ্যানুষ্ঠেয় অঙ্গ হইলে, প্রত্যেক কর্ম্মে তাহা অনুষ্ঠিত হইবে ; সুতরাং বিদ্যাবিহীন কর্ম্ম অল্পবীর্য্য হয়, এই শ্রৌত উক্তি স্থলশূন্য হইতেছে)। [তথা...বিরুধ্যতে] আরও দেখ, শ্রুতি লোক-সাধারণ্যে প্রত্যেক উপাসনার অনুগত বা নির্দ্দিষ্ট ফল বলিয়াছেন। লোকজ্ঞানে নামোপাসনার কর্ম্ম সমৃদ্ধি ফলও অতিরিক্ত সেই সেই লোকলাভাদি ফলও শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। যথা—"ভূমির উর্দ্ধে ও অধে যে সকল লোক—সে সকল সেই জ্ঞানীর (উপাসকের) ভোগ দিতে সমর্থ।" ইত্যাদি। এ সকল ফলশ্রুতিকে (ফলজ্ঞাপক বাক্যকে) অর্থবাদমাত্র বিবেচনা করা উচিত নহে। অর্থবাদ পক্ষ স্বীকার করিতে গেলে গুণবাদত্ব (অঙ্গপ্রশংসাকারক কথন) স্বীকার করিতে হইবে। উহার দ্বারা ফলের উপদেশ করা হইয়াছে বা হইতেছে, এরূপ তাৎপর্য্য হইলেই উহার মুখ্যার্থবাদতা (প্রধানের সহিত সম্পর্ক কথন) উপপন্ন হয়। প্রযাজ প্রভৃতি যাগাঙ্গের কথা স্বতন্ত্র। ক্রতুর অর্থাৎ যজ্ঞের উপদেশ হইলে (যজেত—যাগ করিবেক, এইরূপ উপদেশ হওয়ায়) তাহাতে যে ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা জন্মে, (কি প্রকারে ক্রতু করিবেক ? এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে), সেই আকাঙ্ক্ষার বা জিজ্ঞাসার পরিপূরণার্থ প্রযাজাদি অঙ্গের উপদেশ, সুতরাং তদ্গত ফলশ্রবণও অর্থবাদ। অনারভ্য অধীত অর্থাৎ অপ্রকরণ-পরিপঠিত—পর্ণময়ী বাক্য প্রভৃতিও ঐরূপ। পর্ণময়ীত্বাদি পদার্থ ক্রিয়া নহে, সে জন্য আশ্রয় ব্যতীত সে সকলের সহিত ফলের সম্বন্ধ ঘটনা হয় না, অর্থাৎ সে

ফলসম্বন্ধোঽবকল্পতে। গোদোহনাদীনাং হি প্রকৃতাপ্ প্রণয়নাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ। তথা বৈল্বাদীনামপি প্রকৃতয়ূপাদ্যাশ্রয়লাভাদুপপন্নঃ ফলবিধিঃ, ন তু পর্ণময়ীত্বাদিম্বেবংবিধঃ কশ্চিদাশ্রয়ঃ প্রকৃতোঽস্তি। বাক্যেনৈব তু জুহ্বাদ্যাশ্রয়তাং বিবক্ষিত্বা ফলেঽপি বিধিং বিবক্ষতো বাক্যভেদঃ স্যাৎ। উপাসনানান্তু ক্রিয়াত্মকত্বাৎ বিশিষ্টবিধানোপপত্তেরুদ্গীথাদ্যাশ্রয়াণাং ফলবিধানং ন বিরুধ্যতে। তস্মাৎ যথা ক্রত্বাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি, এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনান্যপীতি দ্রষ্টব্যম্। অত এব চ কল্পসূত্রকারা নৈবঞ্জাতীয়কান্যুপাসনানি ক্রতুষু কল্পয়াঞ্চক্রুঃ ॥৩।৩।৪২॥

তীতিবদ্বিনিয়োগভঙ্গেনোঙ্কারসাধনাদুপাসনাৎ ফলমিতি সম্বন্ধঃ। তস্মাদ্ যথা ক্রত্বাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদীনি ফলসংযোগাদনিত্যানি, এবমুদ্গীথাদ্যুপাসনানীতি দ্রষ্টব্যম্। শেষমুক্তং ভাষ্যে। "ন চেদং ফলশ্রবণমর্থবাদমাত্রং" ইতি। অর্থবাদমাত্রত্বেঽত্যন্তপরোক্ষা বৃত্তির্যথা, ন তথা ফলপরত্বেন তু বর্ত্তমানাপদেশাৎ সাক্ষাৎ ফলং প্রতীতি। অত এব প্রযাজাদিষু নার্থবাদাদ্বর্ত্তমানোপদেশাৎ ফলকল্পনা। ফলপরত্বে ত্বস্য ন শক্যং প্রযাজাদীনাং পারার্থ্যেনাফলত্বং বক্তুমর্হতি ॥৩।৩।৪২॥

সকলকে ফলবিধি বলা যায় না। কিন্তু গোদোহন বাক্য সেরূপ নহে। গোদোহন বাক্য প্রকরণ-পরিপঠিত; সে জন্য তাহা অপ্ প্রণয়নকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সে স্থলে তাহার ফলবিধিত্ব ইত্যাদি সহজেই উপপন্ন হয়। "অন্নাদ্য কামী বৈল্ব যূপ (বেল কাঠের যূপ) করিবেক" এ স্থলেও প্রস্তাবিত যূপ আশ্রয়রূপে লব্ধ হইতেছে; সুতরাং বৈল্বাদিবাক্যও ফলবিধায়ক। যেহেতু, ফলবিধায়ক, সেই হেতু অর্থবাদ নহে। অর্থবাদ কাহাকেও বিধান করে না, কেবলমাত্র প্রশংসা করে। প্রদর্শিত উদাহরণে যেমন প্রকরণলব্ধ আশ্রয় দৃষ্ট হয়, দেখা যায়, পর্ণময়ীত্বাদিতে সেরূপ কোন আশ্রয় কৃপ্ত নাই, অর্থাৎ তৎপ্রস্তাবে উল্লিখিত নাই। "পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" এই বাক্যের দ্বারাই জুহূর আশ্রয়তা উন্নয়ন করা হয়, তৎপরে ফলবিষয়ক বিধির কল্পনা করা হয়। উপাসনার সহিত অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রভেদ এই যে, উপাসনা অনুষ্ঠানরূপিণী নহে। যেহেতু অনুষ্ঠানরূপিণী নহে, সেই হেতু তাহাতে বিশিষ্টবিধান উপপন্ন হয় বলিয়াই উদ্গীথাদি আশ্রয় বিষয়ে ফলের বিধান অবিরুদ্ধ। [তস্মাৎ...কল্পয়াঞ্চক্রুঃ] বিচারের উপসংহার এই যে, যেমন গোদোহনাদি কার্য্য ক্রতুর আশ্রয় (অঙ্গ) হইলেও ফলসম্বন্ধ থাকায় (কামনাবিশেষে অনুষ্ঠেয় হওয়ায়) অনিত্য, ঐচ্ছিক; তেমনি, উদ্গীথাদি উপাসনাও কর্ম্মাশ্রয়ে অনিত্য অর্থাৎ ঐচ্ছিক। এতৎকারণেই কল্পসূত্রকার ঋষিরা ঐরূপ ঐরূপ উপাসনাকে ক্রতুমধ্যে প্রবিষ্ট করান নাই ॥৩।৩।৪২॥

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৩।৩।৪৩ ॥*

বাজসনেয়কে "বদিষ্যাম্যেবাহমিতি বাগদধ্রে" ইত্যত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ শ্রেষ্ঠোঽবধারিতঃ, অধিদৈবমগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ। তথা চ্ছান্দোগ্যে "বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ" ইত্যত্রাধিদৈবমগ্ন্যাদীনাং বায়ুঃ সম্বর্গোঽবধারিতঃ, "প্রাণো বাব সম্বর্গঃ" ইত্যত্রাধ্যাত্মং বাগাদীনাং প্রাণঃ। তত্র সংশয়ঃ—কিং পৃথগেবেমৌ বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যৌ স্যাতাম্? অপৃথগ্বেতি। অপৃথগিতি তাবৎ প্রাপ্তম্, তত্ত্বাভেদাৎ। ন হ্যভিন্নে তত্ত্বে পৃথগনুচিন্তনং ন্যায্যম্। দর্শয়তি চ শ্রুতিরধ্যাত্মমধিদৈবতঞ্চ তত্ত্বাভেদং "অগ্নির্ব্বাগ্-

---

তত্তচ্ছ্রুত্যর্থালোচনয়া বায়ুপ্রাণয়োঃ স্বরূপাভেদে সিদ্ধে তদধীননিরূপণতয়া তদ্বিষয়োপাসনাপ্যভিন্না। ন চাধ্যাত্মাধিদৈবগুণভেদাদ্ভেদঃ। ন হি গুণভেদে গুণবতো ভেদঃ। ন হ্যগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যুৎপন্নস্যাগ্নিহোত্রস্য তণ্ডুলাদিগুণভেদাদ্ ভেদো ভবতি। উৎপদ্যমানকর্ম্মসংযুক্তো হি গুণভেদঃ কর্ম্মণো ভেদকঃ। যথা

বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যক উপনিষদে) আছে—"আমি বলিব, এই ভাবিয়া বাগিন্দ্রিয় ধারণ করিলেন।" ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে বচনেন্দ্রিয়াদির মধ্যে আধ্যাত্মিক গণনায় প্রাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, এবং আধিদৈবিক গণনায় অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুকে শ্রেষ্ঠত্ব পদে অভিষিক্ত করা হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও আধিদৈবিক গণনায় "বায়ুই সম্বর্গ" ইত্যাদি ক্রমে অগ্ন্যাদির মধ্যে বায়ুর সম্বর্গত্ব এবং আধ্যাত্মিক গণনায় বচনেন্দ্রিয়াদির মধ্যে প্রাণের সম্বর্গত্ব কথিত হইয়াছে। [তত্র... ক্রমঃ] এখানে সংশয় হয় যে, বায়ু ও প্রাণ, এই দুই পদার্থ কি পৃথক্? অথবা অপৃথক্ (একই)? তাত্ত্বিক ভেদ না থাকায় প্রথমতঃ পাওয়া যায়, অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু। তাত্ত্বিক ব্যতীত পৃথক্ জ্ঞান করা ন্যায্য নহে। শ্রুতিও অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ক্রমে তত্ত্বের অভেদ দেখাইয়াছেন। যথা—"অগ্নিই বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবিষ্ট আছেন।" ইত্যাদি। অপিচ, শ্রুতি আধ্যাত্মিক প্রাণগণের (ইন্দ্রিয়দিগের) আত্মভূত

---

* প্রদানবৎ প্রদানপৃথকত্বমিব বায়ুপ্রাণয়োঃ পৃথক্ত্বং জ্ঞেয়ম্। তদুক্তং জৈমিনিনেতি শেষঃ। পূর্ব্বকাণ্ডে যথা সহাবদানশ্রুতের্দ্দেবৈক্যাচ্চ পুরোডাশানাং সহপ্রক্ষেপে প্রাপ্তেঽপি পৃথক্প্রক্ষেপঃ সিদ্ধান্তিতস্তথাঽত্রাপীতি দ্রষ্টব্যম্।

শ্রুতিতে বায়ুর ও প্রাণের পৃথক্ কথন আছে, অপৃথগুপদেশও আছে, তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, তদুভয় পৃথক্ কি অপৃথক্। প্রথমতঃ পাওয়া যায়, বায়ু ও প্রাণ অপৃথক্ অর্থাৎ একই বস্তু। সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত পুরোডাশপ্রদান যদ্রূপ ; এতৎকাণ্ডীয় বায়ু ও প্রাণের ভেদাভেদোক্তিও তদ্রূপ। তাৎপর্য্য এই যে, বায়ু ও প্রাণ এক নহে, একত্ব পুরস্কারে ধ্যান করাও বিধেয় নহে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যব্যাখ্যায় দেখ।

ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যারভ্য। তথা “ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ” ইত্যাধ্যাত্মিকানাং প্রাণানামাধিদৈবিকীং বিভূতিমাত্মভূতাং দর্শয়তি। তথান্যত্রাপি তত্র তত্রাধ্যাত্মম্ অধিদৈবঞ্চ বহুধা তত্ত্বাভেদদর্শনং ভবতি। ক্বচিচ্চ “যঃ প্রাণঃ স বায়ুঃ” ইতি বিস্পষ্টমেব বায়ুং প্রাণঞ্চৈকীকরোতি। তথোদাহৃতেঽপি বাজসনেয়িব্রাহ্মণে “যতশ্চোদেতি সূর্য্যঃ” ইত্যস্মিন্নুপসংহারশ্লোকে “প্রাণাদ্বা এষ উদেতি প্রাণেঽস্তমেতি” ইতি প্রাণেনৈবোপসংহরন্নেকত্বং দর্শয়তি। “তস্মাদেকমেব ব্রতঞ্চরেৎ প্রাণ্যাচ্চৈবাপান্যাচ্চ” ইতি চ প্রাণব্রতেনৈবৈকেনোপসংহরন্নেতদেব দ্রঢ়য়তি। তথা চ্ছান্দোগ্যেঽপি “পরস্তান্মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ সো জগার ভুবনস্য গোপ্তা” ইত্যেকমেব সম্বর্গং গময়তি, ন ব্রবীত্যেক একেষাঞ্চতুর্ণাং সম্বর্গোঽপরোঽপরেষাম্। তস্মাদপৃথক্ত্বমুপগমনস্যেত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ।

অমিক্ষা-বাজিনসংযুক্তয়োঃ কর্ম্মণোঃ, নোৎপন্নকর্ম্মসংযুক্তঃ। অধ্যাত্মাধিদৈবোপদেশেষু চোৎপন্নোপাসনাসংযোগঃ। তথোপক্রমোপসংহারালোচনয়া বিদ্যৈকত্ববিনিশ্চয়াদেকৈব সকৃৎ প্রবৃত্তিরিতি পূর্ব্বপক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু—সত্যং বিদ্যৈকত্বং, তথাপি গুণভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদঃ। সায়ংপ্রাতঃকালগুণভেদাদ্ যথৈকস্মিন্নপ্যগ্নিহোত্রে প্রবৃত্তি-

আদিদৈবিক ঐশ্বর্য্য “ইঁহারা সকলেই সমান, সকলেই অনন্ত” ইত্যাদি ক্রমে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুত্যন্তরেও অধ্যাত্ম অধিদৈব গণনায় নানা ভাবে বস্তুতত্ত্বের অভেদ (একত্ব) প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন শ্রুতিতে “যে প্রাণ—সে-ই বায়ু” এবং ক্রমে স্পষ্টাভিধানে বায়ুর সহিত প্রাণের একত্ব বর্ণনা আছে। উল্লিখিত বাজসনেয়ী ব্রাহ্মণেও “সূর্য্য যাহা হইতে উদয় প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি প্রস্তাবের শেষ শ্লোকে “সূর্য্য প্রাণ হইতে উদিত ও প্রাণে অস্তমিত হন” এইরূপ বলিয়া প্রাণমহিমাবর্ণনের উপসংহার করায় প্রাণের সহিত বায়ুর একত্ব (অভেদ) বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। “সেই হেতু একই ব্রত অবলম্বন করিবেক। প্রাণন করিবেক এবং অপানন করিবেক।” (প্রাণন=শ্বাস। অপানন=প্রশ্বাস)। এই শ্রুত্যুক্ত প্রাণ-ব্রতও ঐ একত্বকে দৃঢ় (অবিচাল্য) করিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদেও একের সম্বর্গতা (উপসংহারদ্বারা) ইহা দর্শিত হইয়াছে। যথা—অগ্নি, সূর্য্য, জল ও জন এই চার ও বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও মন, এই চার, চার চার আট দেবতা একই এবং সেই একই প্রজাপতি সমুদায়কে উপসংহার প্রাপ্ত করান বা জীর্ণ করেন। কেহই ভেদ বলেন নাই অর্থাৎ উহাদের মধ্যে ভিন্নতা নাই। ঐ

পৃথগেব বায়ুপ্রাণাবুপগন্তব্যাবিতি। কস্মাৎ? পৃথগুপদেশাৎ। আধ্যানার্থো হ্যয়মধ্যাত্মাধিদৈববিভাগোপদেশঃ, সোঽসত্যাধ্যানপৃথক্ত্বেঽনর্থক এব স্যাৎ। ননূক্তমপৃথগনুচিন্তনং তত্ত্বাভেদাদিতি। নৈষ দোষঃ। তত্ত্বাভেদেঽপ্যবস্থাভেদাদুপদেশভেদবশেনানুচিন্তনভেদোপপত্তেঃ। শ্লোকোপন্যাসস্য চ তত্ত্বাভেদাভিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানস্য পূর্ব্বোদিত-ধ্যেয়ভেদনিরাকরণসামর্থ্যাভাবাৎ। "স যথৈষাং প্রাণানাং মধ্যমঃ প্রাণ এবমেতাসাং দেবতানাং বায়ুঃ" ইতি চোপমানোপমেয়করণাৎ। এতেন ব্রতোপদেশো ব্যাখ্যাতঃ। "একমেব ব্রতম্" ইতি চৈবকারো বাগাদিব্রতনিবর্ত্তনেন প্রাণব্রতপ্রতিপত্ত্যর্থঃ। ভগ্নব্রতানি হি বাগাদীন্যুক্তানি "তানি মৃত্যুঃ শ্রমো ভূত্বোপযেমে" ইতি শ্রুতেঃ, ন

ভেদ এবমিহাপ্যধ্যাত্মাধিদৈবগুণভেদাদুপাসনস্যৈকস্যাপি প্রবৃত্তিভেদ ইতি সিদ্ধম্। "আধ্যানার্থো হ্যয়মধ্যাত্মাধিদৈববিভাগোপদেশঃ" ইতি। অগ্নিহোত্রস্যেবাধ্যানস্য কৃতে দধিতণ্ডুলাদিবদয়ং পৃথগুপদেশঃ। "এতেন ব্রতোপদেশঃ" ইতি। এতেন তত্ত্বাভেদেন। এবকারশ্চ বাগাদিব্রতনিরাকরণার্থঃ। নন্বেতস্যৈ দেবতায়ৈ ইতি

৪টীর মধ্যে একৃ একেব সম্বর্গ, অপর অপরের সম্বর্গ, অর্থাৎ সংহারক বা জীর্ণ কারক।" অতএব, উভয়ে অপৃথক্ অর্থাৎ তদ্দ্বয়ের একত্বই গ্রাহ্য। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় তৎপরিশোধনার্থ সূত্র বলিতোছন—প্রদানবদেব। [পৃথগেব...সংহরতি] বায়ু ও প্রাণ পৃথক্, এই পক্ষই স্বীকার্য্য। কারণ, পৃথক্ উপদেশ দৃষ্ট হয়। যখন ধ্যানের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বিভাগের উপদেশ হইয়াছে, ধ্যেয়ের অত্যন্ত ঐক্য থাকিলে তাদৃশ উপদেশ অবশ্যই ব্যর্থ হইবে। বস্তুতত্ত্বে ভেদ না থাকিলেই অভেদ ধ্যান করা কর্ত্তব্য, এইরূপ বলিয়াছিলে, আপত্তি করিয়াছিলে, পরন্তু তাহা ন্যায্য নহে। বস্তুতত্ত্বের অভেদ থাকিলেও ভেদোপদেশ হইতে পারে, এবং হইলে দোষ হয় না। যখন অবস্থার ভেদ আছে, তখন তদনুসারী উপদেশের বলে অবশ্যই ধ্যানেরও ভেদ হইবে, না হইবে কেন? যদিও শ্লোকপরিপাটী তত্ত্বাভেদ পক্ষেই সঙ্গত, তথাপি, তাহার পূর্ব্বোদিত ধ্যেয়ভেদ নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই। অর্থাৎ সে শ্লোকেও অধ্যাত্মাদি অবস্থাভেদঘটিত ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে না। "ইনি যেমন প্রাণগণের মধ্যে মধ্যম, তেমনি দেবগণের মধ্যেও বায়ু।" এই শ্রুতি উপমার দ্বারা ঐ অর্থেরই দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। ব্রতঘটিত কথাটিও ঐরূপ জানিবে। বাক্ব্রতাদির নিবৃত্তি বা নিষেধপূর্ব্বক প্রাণব্রত বুঝাইবার জন্য "একই ব্রত" বলা হইয়াছে। আরও দেখ, শ্রুতি বাক্-

বায়ুব্রতনিবৃত্ত্যর্থঃ। "অথাতো ব্রতমীমাংসা" ইতি প্রস্তুত্য তুল্যবদ্‌বায়ুপ্রাণয়োরভগ্নব্রতত্বস্য নির্দ্ধারিতত্বাৎ। "একমেব ব্রতঞ্চরেৎ" ইতি-চোক্ত্বা "তেনো এতস্যৈ দেবতায়ৈ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি" ইতি বায়ুপ্রাপ্তিং ফলং ব্রুবন্ বায়ুব্রতমনিবর্ত্তিতং দর্শয়তি। দেবতেত্যত্র বায়ুঃ স্যাৎ, অপরিচ্ছিন্নাত্মত্বস্য প্রেপ্সিতত্বাৎ, পুরস্তাৎ প্রয়োগাচ্চ "সৈষাঽনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ" ইতি। তথা "তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেষু, প্রাণঃ প্রাণেষু" ইতি ভেদেন ব্যপদিশতি, "তে বা এতে পঞ্চান্যে পঞ্চান্যে দশ সন্তস্তৎকৃতম্" ইতি চ ভেদেনৈবোপসংহরতি। তস্মাৎ পৃথগেবোপগমনম্। প্রদানবৎ। যথা "ইন্দ্রায় রাজ্ঞে পুরোডাশমেকাদশকপালমিন্দ্রিয়াধিরাজায়েন্দ্রায় স্বরাজ্ঞে" ইত্যস্যাং ত্রিপুরোডাশিন্যা-

---

দেবতামাত্রং শ্রূয়তে, ন তু বায়ুঃ। তৎ কথং বায়ুপ্রাপ্তিমাহ ইত্যত আহ—"দেবতেত্যত্র বায়ুঃ" ইতি। বায়ুঃ খল্বগ্ন্যাদীন্ সংবৃণুত ইত্যগ্ন্যাদীনপেক্ষ্যানবচ্ছিন্নঃ, অগ্ন্যাদয়স্তু তেনৈবাবচ্ছিন্না ইতি সম্বর্গগুণতয়া বায়ুরনবচ্ছিন্না দেবতা।

প্রভৃতিকে ভগ্নব্রত বলিয়াছেন। যথা—"মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল।" ইত্যাদি। এ উক্তি বায়ুব্রতের নিবর্ত্তক নহে। "অনন্তর ব্রতবিচার—" এইরূপে প্রোক্ত প্রস্তাব আরব্ধ হইল, পরে বায়ু ও প্রাণের ব্রত তুল্য অভগ্ন, ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। "একই ব্রত আচরণ (অনুষ্ঠান) করিবেক" শ্রুতি এইরূপ বলিয়া পরে "এই দেবতার সাযুজ্য ও সালোক্য প্রাপ্ত হয়" এইরূপ বাক্যে বায়ুলোক প্রাপ্তিরূপ ফল হওয়ার কথা বলিয়াছেন, বলিয়া বায়ুব্রতের অনিবৃত্তি দৃঢ় করিয়াছেন। প্রোক্ত বাক্যস্থ উপাসনার উপাস্য দেব বায়ু। কেননা, তাদৃশ উপাসক বায়ুর ন্যায় অপরিচ্ছিন্নাত্মতা লাভ করিতে ইচ্ছুক এবং ঐ বাক্যের পরে বায়ু-শব্দেরও প্রয়োগ আছে। যথা—"এই যে বায়ু, ইনিই অনস্তমিত দেবতা।" (অস্ত = অদর্শন বা বিনাশ।) আরও দেখ, শ্রুতি "উভয়েই সম্বর্গ। দেবতার মধ্যে বায়ু এবং প্রাণগণের মধ্যে প্রাণ (মুখ্য প্রাণ)।" এইরূপে উক্ত উভয়ের ভিন্নতা দেখাইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, প্রস্তাবের উপসংহার কালেও উভয়ের ভেদ বর্ণন আছে। যথা—"এক পাঁচ ও অন্য পাঁচ, মিলনে দশ।" [তস্মাৎ...দিত্যুক্তম্] অতএব, প্রদানের দৃষ্টান্তে বায়ু-প্রাণের পার্থক্য জ্ঞাত হইবে।

শ্রুতি আছে—"রাজা ইন্দ্রের, ইন্দ্রিয়াধিরাজ ইন্দ্রের ও স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের উদ্দেশে একাদশকপাল পুরোডাশ প্রদান করিবেন।" (একাদশকপাল পুরোডাশ = ১১টী পাত্রে কৃতপাক পিষ্টক। কপাল = পাত্র। পুরোডাশ = পিষ্টকবিশেষ।) এই শ্রুতিতে ত্রি-পুরোডাশিনী ইষ্টি (যাগ) অভিহিত হইয়াছে। এই ইষ্টিতে ঐ

মিষ্ট্যাং "সর্ব্বেষামভিগময়ন্নবদ্যত্যচ্ছং বষট্কারম্" ইত্যতো বচনাদিন্দ্রাভেদাচ্চ সহপ্রদানাশঙ্কায়াং রাজাদিগুণভেদাৎ যাজ্যানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানাচ্চ যথান্যাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং ভবতি, এবং তত্ত্বাভেদেঽপ্যাধ্যেয়াংশপৃথক্ত্বাদাধ্যানপৃথক্ত্বমিত্যর্থঃ। তদুক্তং সঙ্কর্ষে "নানা বা দেবতা পৃথগ্জ্ঞানাৎ" ইতি [জৈ০ সূত্র০]। তত্র তু দ্রব্যদেবতাভেদাৎ যাগভেদোঽপি বিদ্যতে, নৈবমিহ বিদ্যাভেদোঽস্তি। উপক্রমোপসংহারাভ্যামধ্যাত্মাধিদৈবোপদেশেষ্বেকবিদ্যাবিধানপ্রতীতেঃ। বিদ্যৈক্যেঽপি ত্বধ্যাত্মাধি-

"সর্ব্বেষামভিগময়ন্" ইতি। মিলিতানাং শ্রবণাবিশেষাদিন্দ্রস্য দেবতায়া অভেদাৎ ত্রয়াণামপি পুরোডাশানাং সহপ্রদানাশঙ্কায়ামুৎপত্তিবাক্য এব রাজাধিরাজস্বরাজগুণভেদাৎ, যাজ্যানুবাক্যাব্যত্যাসবিধানাচ্চ যথান্যাসমেব দেবতাপৃথক্ত্বাৎ প্রদানপৃথক্ত্বং ভবতি। সহপ্রদানে হি ব্যত্যাসবিধানমনুপপন্নম্। ক্রমবতি

তিন্ দেবতাকে স্বাভিমুখে প্রাপ্ত হওয়ায় এবং "বষট্কারারাধ্য দেবতার ভাগস্বরূপ হবিঃ (হোমীয় দ্রব্য) গ্রহণ অথবা ঐ সমুদায় দেবতার উদ্দেশে এক কালে হবির্গ্রহণ করিবেক।" এই বাক্যে ইন্দ্রের অভেদ বা একত্ব প্রযুক্ত সহ-প্রদান আশঙ্কা উপস্থাপিত করিয়া (জৈমিনি) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজাদি গুণ পরস্পর বিভিন্ন, সেই হেতু এবং যাজ্যানুবাক্যা * মন্ত্রের প্রয়োগবৈপরীত্য হেতু পার্থক্য (যাগীয় দেবতার পার্থক্য) নিশ্চয় হওয়ায় পাঠানুরূপ পৃথক্ প্রদান-স্বীকার্য্য। অর্থাৎ ইন্দ্র এক হইলেও রাজ গুণ, ইন্দ্রিয়াধিরাজ গুণ ও স্বর্গরাজ গুণ এক নহে। যেহেতু এক নহে, সেই হেতু সেই সেই গুণের যোগে সেই সেই ইন্দ্র ভিন্ন। যেহেতু যাগীয় দেবতা ইন্দ্র উক্ত প্রকারে বিভিন্ন, সেই হেতু তাঁহাদের উদ্দেশে হবির্গ্রহণও বিভিন্ন, সুতরাং যুগপৎ বা এককালে হবির্গ্রহণ করিবেক না। যেমন এতৎস্থলে হবিঃপ্রদানের পার্থক্য, তেমনি, প্রস্তাবিত স্থলে প্রাণের ও বায়ুর তাত্ত্বিক অভেদ থাকিলেও ধ্যেয় অংশে ভেদ থাকায় ধ্যানেরও ভেদ (পার্থক্য) হইবেক। এ সিদ্ধান্ত সঙ্কর্ষকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিন্যুক্ত দেবতাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে। যথা—"নিশ্চয়ই দেবতা নানা। কেননা, নানা বা পৃথক্রূপে জ্ঞান হয় অর্থাৎ রাজাদিগুণভেদ দৃষ্টে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।" যদিও দধ্যাদি দ্রব্যের ও দেবতার ভেদ থাকায় যাগভেদ আছে, তাহা থাকুক, কিন্তু এখানে তাহার অনুরূপ বিদ্যাভেদ (বিদ্যা=জ্ঞানাত্মক উপাসনা) নাই। আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক উপদেশ দৃষ্ট হইলেও উপক্রম ও

* "যজ—যাগ কর" এই কথা বলার পর যে মন্ত্র পঠিত হয়, সেই মন্ত্র যাজ্যা। "অনুব্রূহি—পরে বল" এইরূপ আজ্ঞার পর যে মন্ত্র অধীত হয়, তাহা অনুবাক্যা। যাজ্যানুবাক্যা এইরূপে ভিন্ন ; কিন্তু কথিত যাগে তাহার বৈপরীত্য আছে। যাহা যাজ্যা, কথিত যাগে তাহাই অনুবাক্যা।

দৈবভেদাৎ প্রবৃত্তিভেদো ভবতি—অগ্নিহোত্র ইব সায়ংপ্রাতঃ-কালভেদাদিত্যভিপ্রেত্য প্রদানবদিত্যুক্তম্ ॥ ৩ । ৩ । ৪৩ ॥

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥৩।৩।৪৪॥*

বাজসনেয়িনোঽগ্নিরহস্যে "নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীৎ" ইত্যস্মিন্ ব্রহ্মণে মনোঽধিকৃত্যাধীয়তে "ষট্‌ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্যদাত্মনোঽগ্নীনর্কান্ মনোময়ান্মনশ্চিতঃ" ইত্যাদি, তথৈব "বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতশ্চক্ষুশ্চিতঃ শ্রোত্রচিতঃ কর্ম্মচিতোঽগ্নিচিতঃ" ইতি

প্রদানে ব্যত্যাসবিধিবর্থবান্। তথাবিধস্যৈব ক্রমস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সুগমমন্যৎ ॥ ৩ । ৩ । ৪৩ ॥

ইহ সিদ্ধান্তেনোপক্রম্য পূর্ব্বপক্ষয়িত্বা সিদ্ধান্তযতি। তত্র যদ্যপি ভূয়াংসি সন্তি লিঙ্গানি মনশ্চিদাদীনাং স্বাতন্ত্র্যসূচকানি, তথাপি ন তানি স্বাতন্ত্র্যেণ স্বাতন্ত্র্যং প্রতি প্রাপকাণি, প্রমাণপ্রাপিতন্তু স্বাতন্ত্র্যমুপোদ্বলয়ন্তি। ন চাত্রাস্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রাপকং প্রমাণম্। ন চেদং সামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং, যেনাস্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকং

উপসংহার দ্বারা এক বিদ্যারই বিধান হইয়াছে বলিয়া স্থির হয়। বিদ্যার বা উপাসনার প্রকারান্তরে ঐক্য থাকিলেও অধ্যাত্মও অধিদৈব ভেদ থাকায় প্রবৃত্তির ভেদ হইবেক। যেমন অগ্নিহোত্রযাগ এক, তথাপি সায়ং ও প্রাতঃ, এই দুইটী কাল-ভেদ থাকায় অগ্নিহোত্রেরও কালিক ভেদ স্বীকৃত হয়, সেইরূপ। ফলিতার্থ—অবস্থাভেদ, দেবতাভেদ ও প্রয়োগভেদ, এই তিন্ অংশে দৃষ্টান্ত, সার্ব্বাত্মিক দৃষ্টান্ত নহে ॥ ৩ । ৩ । ৪৩ ॥

বাজসনেয়ীবা তাহাদেব অগ্নিরহস্যকাণ্ডে "সৃষ্টির পূর্ব্বে এ সকল সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না," ইত্যাদি কথার পরে মনের প্রস্তাব বা উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"মনঃ আত্মসম্বন্ধীয়, পূজ্য, মনোময় ও মনশ্চিৎ (মনোময়= মনোবৃত্তিময়। মনশ্চিৎ=মনের দ্বারা নিষ্পন্ন।) ছত্রিশ হাজার অগ্নি দেখিতে পাইলেন।" এতদ্ভিন্ন, "বাক্‌চিৎ, প্রাণচিৎ, চক্ষুশ্চিৎ, শ্রোত্রচিৎ, কর্ম্মচিৎ ও অগ্নিচিৎ" ইত্যাদি ক্রমে পৃথক্ অগ্নি পাঠ করিয়াছেন। (বাক্‌চিৎ= বাগিন্দ্রিয়-সম্পাদিত। প্রাণচিৎপ্রভৃতিও প্রোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়। কথা গুলির তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয় সকল আপন আপন অসংখ্য বৃত্তিরূপ অগ্নি দেখিতে পাইলেন। সে সকল অগ্নি বাস্তব অগ্নি নহে; কিন্তু সাম্পাদিকাগ্নি। সাম্পাদিক=ভাবনা বলে সম্পন্ন করা বা অগ্নিভাবে

---

* বাজিব্রাহ্মণোক্ত-মনশ্চিদাদয়োঽগ্নয়ঃ স্বতন্ত্রা বিদ্যাত্মকা এব। কুতঃ? লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ। হি যতঃ তৎ লিঙ্গং প্রকরণাৎ বলীয়ো বল্লবৎ। তদপি লিঙ্গবলবত্ত্বমপি পূর্ব্বকাণ্ডে জৈমিনীয়নয়ে উক্তং কথিতং জৈমিনিনেতি যোজনীয়ম্।

বাজসনেয়ি-ব্রাহ্মণে মনশ্চিৎ প্রভৃতি কতক গুলি সাম্পাদিক অগ্নি আম্নাত হইয়াছে। সে সকল অগ্নি যাগাঙ্গ অগ্নি নহে, কিন্তু বিদ্যাঙ্গ অর্থাৎ উপাসনার অঙ্গ। কেননা, সেই সেই

পৃথগগ্নীনামনন্তি সাম্পাদিকান্। তেষু সংশয়ঃ। কিমেতে মনশ্চিদাদয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবেশিনস্তচ্ছেষভূতাঃ? উত স্বতন্ত্রাঃ কেবল-বিদ্যাত্মকাঃ? ইতি। তত্র প্রকরণাৎ ক্রিয়ানুপ্রবেশে প্রাপ্তে স্বাতন্ত্র্যং তাবৎ প্রতিজানীতে—লিঙ্গভূয়স্ত্বাদিতি। ভূয়াংসি হি লিঙ্গান্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে কেবলবিদ্যাত্মকত্বমেষামুপোদ্বলয়ন্তি দৃশ্যন্তে—"তদ্‌যৎ কিঞ্চেমানি ভূতানি মনসা সঙ্কল্পয়ন্তি, তেষামেব সা কৃতিরিতি। তান্ হৈতানেবংবিদে সর্ব্বদা সর্ব্বাণি

ভবেৎ। তদ্ধি সামর্থ্যমভিধানস্য বার্থস্য বা স্যাৎ, যথা পূষাদ্যনুমন্ত্রণমন্ত্রস্য পূষানু-মন্ত্রণে যথা বা পশুনা যজেতেতি একত্বসঙ্খ্যায়া অর্থস্য সঙ্খ্যেয়াবচ্ছেদসামর্থ্যম্। ন চেদমন্যস্যার্থদর্শনলক্ষণং লিঙ্গম্। তথা স্তুত্যর্থেন নাস্য বিধ্যুদ্দেশেন, একবাক্যতয়া বিধিপরত্বাৎ। তস্মাদসতি সামর্থ্যলক্ষণে বিরোদ্ধরি প্রকরণমপ্রত্যূহং মনশ্চিদা-দীনাং ক্রিয়াশেষতামবগময়তি। ন চ তে হৈতে বিদ্যাচিত এবেত্যবধারণশ্রুতিঃ

দেখা।) [তেষু...ভূয়স্ত্বাদিতি] এখানেও সংশয়—ঐ সকল অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি কি-না। অর্থাৎ ঐ সকল কি যাগনিষ্পাদনার্থ কথিত অগ্নি? কিং উপা-সনার্থ কল্পিত? প্রকরণ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ বলিয়াই প্রতীত হয়। সূত্রকার সেই প্রতীতি নিবারণার্থ ঐ সকলের স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়া সূত্র বলিতে-ছেন। স্বাতন্ত্র্য পক্ষে লিঙ্গবাহুল্য অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবোধক বহুতর চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় ঐ সকল অগ্নি স্বতন্ত্র, অর্থাৎ ক্রিয়াঙ্গ নহে। [ভূয়াংসি...প্রকর্ষাৎ] উল্লিখিত ব্রাহ্মণে (বেদভাগে) এমন অনেক গুলি চিহ্ন আছে—যে সকল চিহ্ন ঐ সকলের (মনশ্চিৎ প্রভৃতির) নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাঙ্গতা (উপা-সনার অঙ্গভাব) বোধ করায়। "এই সকল ভূত (প্রাণী) মনে মনে যে যৎকিঞ্চিৎ—যে কিছু—সংকল্প করে, সে যৎকিঞ্চিৎ-ই সেই সকল অগ্নির কার্য্য বলিয়া গণ্য।" "সমুদায় ভূত অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণী সর্ব্বদা জাগ্রৎ অথবা সুপ্ত সেইজ্ঞানীর উদ্দেশে সেই সকল অগ্নি চয়ন করে।" ইত্যাদি। এখানে দেখ, আমি সর্ব্বপ্রাণীর মনোবৃত্তির দ্বারা সর্ব্বক্ষণই অগ্নিচয়ন করিতেছি, এই ধ্যান যখন দৃঢ় বা অবিচাল্য হয়, তখন, সর্ব্বপ্রাণিকৃত যে-কিছু সংকল্প—সমস্তই তাহার অগ্নিকার্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিকার্য্য বা অগ্নিচয়ন বলিয়া গণ্য হয়। এই অর্থটী মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির ক্রিয়াঙ্গতার নিষেধক এবং উপাসনাঙ্গতার বোধক। যাহা ক্রিয়াঙ্গ—তাহা যৎকিঞ্চিৎ করণে সিদ্ধ হয় না। অপিচ, যে এবংবিৎ অর্থাৎ যে ঐরূপ উপাসক, প্রাণিসকল সর্ব্বদা তদুদ্দেশে তদীয় অগ্নি (মনোবৃত্তিরূপ অগ্নি) চয়ন

স্থানে বহুল পরিমাণে উপাসনাঙ্গবোধক চিহ্ন দেখা যায়। প্রকরণ অনুসারে কর্ম্মের আকর্ষণ হইলেও প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা থাকায় তাহা কর্ম্মাঙ্গবোধনে সমর্থ নহে। জৈমিনি মুনি প্রকরণ অপেক্ষা লিঙ্গের বলবত্তা বলিয়াছেন।

ভূতানি চিম্বন্ত্যপি স্বপতে” ইতি চৈবঞ্জাতীয়কানি। তদ্ধি লিঙ্গং প্রকরণাদ্বলীয়ঃ। তদপ্যুক্তং পূর্ব্বস্মিন্ কাণ্ডে “শ্রুতিলিঙ্গবাক্য-প্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ” ইতি [জৈ০ সূ০] ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৩। ৩। ৪৫ ॥*

নৈতদ্ যুক্তং—স্বতন্ত্রা এতেঽগ্নয়োঽনন্যশেষভূতা ইতি।

ক্রিয়ানুপ্রবেশং বারয়তি, যেন শ্রুতিবিরোধে সতি ন প্রকরণং ভবেৎ, বাহ্যসাধন-তাপাকরণার্থত্বাদবধারণস্য। ন চ বিদ্যয়া হৈবংবিদশ্চিতা ভবন্তীতি পুরুষসম্বন্ধ-মাপাদয়দ্বাক্যং প্রকরণমপবাধিতুমর্হতি ॥ ৩। ৩ ৪৪ ॥

অন্যার্থদর্শনং খল্বেতদপি। ন চ তৎ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপকমিত্যুক্তম্। তস্মাত্ত-

---

করে, এ কথাও উপাসনাঙ্গ অগ্নির দ্যোতক। যে অগ্নি ক্রিয়াঙ্গ, সে অগ্নি শাস্ত্রোক্ত সময়ে অনুষ্ঠেয়; সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নহে। যেমন সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় নহে, তেমনি সকলের অনুষ্ঠেয়ও নহে; সুতরাং সকলের অনুষ্ঠেয় ও সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় উক্তি থাকায় উক্তাগ্নির উপাসনাঙ্গতা ব্যতীত ক্রিয়াঙ্গতা সিদ্ধ হয় না। অপিচ, ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যাও উপাসনাঙ্গতার বোধক চিহ্ন। এই সকল লিঙ্গ বা চিহ্ন প্রকরণ অপেক্ষা বলবান্; সুতরাং এই সকলের দ্বারাই প্রকরণ-লভ্য অর্থের বাধ হয় এবং লিঙ্গলভ্য অর্থের সুদৃঢ় প্রতীতি হইয়া থাকে। এ কথা পূর্ব্বকাণ্ডেও (জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায়ও) কথিত হইয়াছে। যথা—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা, এ সকলের সমবায় হইলে অর্থাৎ একত্র প্রাপ্তি সম্ভব হইলে, অর্থপ্রতীতির ব্যবধান হেতু ঐ সকলের মধ্যে পর পরটীকে দুর্ব্বল জানিবে; সুতরাং লিঙ্গ অপেক্ষা প্রকরণ দুর্ব্বল, দুর্ব্বল বলিয়াই তল্লভ্য অর্থ লিঙ্গলভ্য অর্থের নিকট বাধিত হয় ॥ ৩। ৩। ৪৪ ॥

[পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ] যাহা বলিলে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। অর্থাৎ

---

* পূর্ব্বস্য “ইষ্টকাভিরগ্নিং চিনুতে” ইত্যুক্তস্য “স এষ ইষ্টকাগ্নিঃ” ইত্যেতস্য সন্নিহিতস্যৈ-বায়ং বিকল্পঃ সঙ্কল্পময়ত্বাখ্যপ্রকারভেদোপদেশঃ, ক্রিয়াগ্নিবৎ সাঙ্কল্পিকাগ্নয়োঽপ্যঙ্গমিতি যাবৎ। প্রকরণাৎ অর্থবাদবাক্যস্থলিঙ্গাপেক্ষয়া বলীয়সঃ সাম্পদিকা অপ্যেতে অগ্নয়ঃ ক্রিয়ানুপ্রবে-শিন এব। মানসবদিতি দৃষ্টান্তঃ। যথা মানসোঽপি গ্রহকল্পঃ প্রকরণাৎ ক্রিয়াশেষঃ এবমিহাপীতি, সূত্রাক্ষরার্থঃ।

ঐ সকল মনশ্চিতাদি অগ্নি যে, স্বতন্ত্র, এ কথা ন্যায্য নহে। কারণ, উহারই পূর্ব্বে ইষ্টকাগ্নির প্রস্তাব আছে, সুতরাং ঐ উপদেশ তাহারই বিকল্প অর্থাৎ প্রকারভেদ, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে। যেমন মনঃকল্পিত গ্রহ অর্থাৎ সোমরস ও তৎপাত্র প্রভৃতি সাংকল্পিক হইলেও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য, সেইরূপ মনশ্চিৎ প্রভৃতি সাম্পাদিক অগ্নিও ক্রিয়াঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

পাসনবৎ ক্রিয়াঙ্গসম্বন্ধাৎ তদনুপ্রবেশিত্বমাশঙ্কিতব্যং, শ্রুতি-বৈরূপ্যাৎ। ন হ্যত্র ক্রিয়াঙ্গং কিঞ্চিদাদায় তস্মিন্নদো নামাধ্যসিতব্যমিতি বদতি। ষট্‌ত্রিংশতন্তু সহস্রাণি মনোবৃত্তিভেদানাদায় তেম্বগ্নিত্বং গ্রহাদীংশ্চ কল্পয়তি, পুরুষযজ্ঞাদিবৎ। সঙ্খ্যা চেয়ং পুরুষায়ুষস্যাহঃসু দৃষ্টা সতী তৎসম্বন্ধিনীষু মনোবৃত্তিম্বারোপ্যত ইতি দ্রষ্টব্যম্। এবমনুবন্ধাৎ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাম্। আদিশব্দাদতিদেশাদ্যপি যথাসম্ভবং যোজয়িতব্যম্। তথা হি "তেষামেকৈক এব তাবান্ যাবানসৌ পূর্ব্বঃ" ইতি ক্রিয়াময়স্যাগ্নের্মাহাত্ম্যং জ্ঞানময়ানামেকৈকস্যাতিদিশন্ ক্রিয়ায়ামনাদরং দর্শয়তি। ন চ সত্যেব ক্রিয়াসম্বন্ধে বিকল্পঃ পূর্ব্বেণোত্তরেষামিতি শক্যতে বক্তুম্। ন হি যেন ব্যাপারে-

---

সকলকে প্রকৃত যজ্ঞাঙ্গ বলিতে ক্ষমবান্ নহ। অবশ্যই মানিতে হইবে—স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল অগ্নি প্রকৃতাগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ অগ্নি নহে। ঐ সকল কেবল ভাবনানিষ্পাদ্য বা উপাসনাত্মক ধ্যানসম্পাদ্য। ক্রিয়াঙ্গের সহিত সম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া যে, উদ্গীথাদি-উপাসনার ন্যায় মনশ্চিদাদিও ক্রিয়াঙ্গ হইবে, তাহা হইবে না; কেননা, শ্রুতিবৈরূপ্য আছে। (অর্থাৎ উদ্গীথ-উপাসনা-বোধক শ্রুতি একরূপ, মনশ্চিৎ প্রভৃতির অগ্নিত্ববোধক শ্রুতি অন্যরূপ)। সেখানে একটী ক্রিয়াঙ্গ উল্লেখ করিয়া তাহাতে তন্নামক অধ্যাস (আরোপিত জ্ঞান উৎপাদন) করিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু এখানে সেরূপ কোন প্রক্রিয়া বলা হয় নাই। এখানে ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র মনোবৃত্তি লইয়া তৎসমুদায়ে অগ্নিত্ব ও ও গ্রহত্ব (গ্রহ = যজ্ঞপাত্র) প্রভৃতি কল্পনা করিতে বলা হইয়াছে। পুরুষ-প্রতীকে যজ্ঞের কল্পনা যদ্রূপ। পুরুষায়ুর সহিত দিবসসমূহের সম্বন্ধ থাকায় তৎসম্বন্ধবিশিষ্ট মনোবৃত্তিনিচয়ে সেই সেই সংখ্যায় আরোপ করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব, উক্ত প্রকার অনুবন্ধে (কারণে) মনশ্চিৎ প্রভৃতির স্বতন্ত্রতা অবধৃত হয় এবং যজ্ঞাঙ্গতা নিবারিত হয়। [আদি...শক্যবস্তি] আদি-শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, অনুবন্ধের ন্যায় অতিদেশ শ্রুতি, লিঙ্গ ও বাক্য, সম্ভবানুসারে যোজনা করিবে। তদ্‌যথা—সে সকলের এক একটী তদ্রূপ, যদ্রূপ বা যাহা পূর্ব্ববর্ণিত।" এই শ্রুতি ক্রিয়াঙ্গ অগ্নির মাহাত্ম্য জ্ঞানাঙ্গ অগ্নির (ভাবনাময় অগ্নির) এক একটীর সহিত তুলিত করায় ক্রিয়াবিষয়ে সে সকলের অনাদর দেখাইয়াছেন। ক্রিয়াসম্বন্ধ আছে, তাই বলিয়া পূর্ব্বের সহিত পরের বিকল্প কল্পনা করিতে পার না। কেননা, যে ব্যাপারে

ণাহবনীয়ধারণাদিনা পূর্ব্বঃ ক্রিয়ায়া উপকরোতি, তেনোত্তরে উপকর্ত্তুং শক্নুবন্তি।

যত্তু পূর্ব্বপক্ষেঽপ্যতিদেশ উপোদ্বলক ইত্যুক্তং, সতি হি সামান্যেঽতিদেশঃ প্রবর্ত্তত ইতি—তদস্মৎপক্ষেঽপ্যগ্নিত্বসামান্যেনাতিদেশসম্ভবাৎ প্রত্যুক্তম্, অস্তি হি সাম্পাদিকানামপ্যগ্নীনামগ্নিত্বমিতি। শ্রুত্যাদীনি চ কারণানি দর্শিতানি। এবমনুবন্ধাদিভ্যঃ কারণেভ্যঃ স্বাতন্ত্র্যং মনশ্চিদাদীনাং, প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ। যথা প্রজ্ঞান্তরাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাপ্রভৃতীনি স্বেন স্বেনানুবন্ধেনানুবধ্যমানানি পৃথগেব কর্ম্মভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরেভ্যশ্চ স্বতন্ত্রাণি ভবন্ত্যেবমিতি। দৃষ্টশ্চাবেষ্টেঃ রাজসূয়প্রকরণপঠিতায়াঃ প্রকরণাদুৎকর্ষঃ। বর্ণত্রয়ানুব-

পূর্ব্বের উপকার হয়, সই ব্যাপারে উত্তরের (পরবর্ত্তীর) উপকার সাধিত হয় না। (পূর্ব্ব=ক্রিয়াগ্নি। উত্তর=ধ্যানাগ্নি। ক্রিয়াগ্নি আহবনীয়াদি বাহ্যসাধনসাধ্য; কিন্তু ধ্যানাগ্নি কেবলমাত্র মনোবৃত্তিসাধ্য, সুতরাং সাধ্যভেদ থাকায় পূর্ব্বোত্তরের বিকল্প অসম্ভব। ক্রিয়াগ্নি, অথবা ধ্যানাগ্নি, একরূপ হইলেই বিকল্প হয়। যেমন যবের দ্বারা অথবা ব্রীহির দ্বারা হোম করিলে, তাহা বিকল্প বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ।) [যত্তু…দর্শিতানি] যেস্থলে পূর্ব্বে সামান্য কথন থাকে, সেই স্থলেই পরে অতিদেশ করা সম্ভব হয়, এই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষবাদে যে বলা হইয়াছিল, অতিদেশ তাঁহাদের পক্ষে সাধক, সেই কথা লইয়া আমরাও বলি, আমাদেরই পক্ষে (সিদ্ধান্তপক্ষেই) অগ্নিত্ব সামান্যের অতিদেশ সম্ভবে; পূর্ব্ববাদীর পক্ষে তাহা সম্ভবে না। কেননা, তাঁহারা দেখেন, ক্রিয়াঙ্গত্ব-সামান্য; পরন্তু আমরা দেখাইলাম, সাধ্যভেদ থাকায় বিকল্প ও সমুচ্চয় উভয়ই অসম্ভব। এ কথা বিস্তৃত করিয়া বলা হইয়াছে। শ্রুতি, বাক্য, লিঙ্গ, এ সকল কারণও দেখান হইয়াছে। [এবমনু…মিতি] এবংরূপ অনুবন্ধাদি কারণ চতুষ্টয়ে প্রোক্ত মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির স্বতন্ত্রতাই নির্ধারিত হয়। অন্য প্রজ্ঞা (জ্ঞান বা উপাসনা) যদ্রূপ পৃথক্, ইহাও তদ্রূপ পৃথক্ জানিবে। শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি উপাসনা প্রজ্ঞান্তর-শব্দের অভিধেয়। সে সকল যেমন স্ব স্ব অনুবন্ধের বলে কর্ম্মসমূহ হইতে ও বিভিন্ন উপাসনা হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র, সেইরূপ এই মনশ্চিদাদি অগ্নিও ক্রিয়া, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাসনান্তর হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র। [দৃষ্ট…ইতি] আবেষ্টিনামক যাগ রাজসূয়প্রকরণ পঠিত,

† "রাজা (ক্ষত্রিয়) স্বর্গরাজ্য কামনায় রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন।" এইরূপে রাজসূয়-প্রকরণ আরব্ধ (শ্রুতিতে পঠিত) হইয়াছে। ইহারই কিয়দ্দূরে আবেষ্টিনামক অন্য একটী যাগ কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদিবর্ণভেদে ভিন্নরূপে তাহার অনুষ্ঠান করিবার বিধি দেখা যায়। যদি

ন্ধত্বাদ্রাজযজ্ঞত্বাচ্চ রাজসূয়স্য। তদুক্তং প্রথমে কাণ্ডে "ক্রত্বর্থা-য়ামিতি চেৎ, ন, বর্ণত্রয়সংযোগাৎ॥ [জৈ০ সূ০]"ইতি॥৩।৩।৫০॥

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবৎ ন হি লোকাপত্তিঃ॥ ৩।৩।৫১॥*

যদুক্তং মানসবদিতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে। ন মানস-গ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়াশেষত্বং কল্প্যম্। পূর্ব্বোক্তেভ্যঃ

অপি চ, পূর্ব্বাপরয়োর্ভাগয়োর্ব্বিদ্যাপ্রাধান্যদর্শনাৎ তন্মধ্যপাতিনোঽপি তৎ-সামান্যাদ্বিদ্যাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে, ন কর্ম্মাঙ্গত্বমিত্যাহ সূত্রেণ॥৩।৩।৫১॥

অথচ তাহার তৎপ্রকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতা দেখা যায়। (পূর্ব্বমীমাংসা-শাস্ত্রে)। বর্ণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ এবং রাজযজ্ঞতা এই দুই হেতুই তদুৎকর্ষের কারণ। এ কথা প্রথমকাণ্ডে অর্থাৎ জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় অভিহিত আছে। যথা—"বর্ণত্রয়সংযোগ হেতুতে আবেষ্টির রাজসূয়ান্তর্গততা নাই।" ॥৩।৩।৫১॥

পূর্ব্বে যে, মানস-গ্রহের দৃষ্টান্ত দিয়াছিলে, অর্থাৎ পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণাদি করিতেছি, ইত্যাদিবিধ চিন্তা বা ধ্যান করিবেক,

---

ব্রাহ্মণ যাগ করে, তবে বার্হস্পত্য আহুতি দিবেন, ইত্যাদি। সেই সকল পৃথক্ প্রয়োগ বা পৃথক্ অনুষ্ঠান রাজসূয়-যজ্ঞের বহির্ভূত বর্ণত্রয়ানুষ্ঠেয়।আবেষ্টি যাগেরই অঙ্গ। অর্থাৎ তাহা রাজসূয়প্রকরণপঠিত হইলেও রাজসূয়াঙ্গ নহে; তাহা বর্ণত্রয়ানুষ্ঠেয় আবেষ্টিনামক কাম্য যাগের অন্তর্গত অঙ্গ। তৎপ্রতি কারণ এই যে, রাজসূযযাগ রাজমাত্রকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়, অন্যবর্ণানুষ্ঠেয় নহে। এই বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার একাদশ অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। সেই বিচার ও সিদ্ধান্ত এতৎ বিচারের ও সিদ্ধান্তের নিদর্শন। অর্থাৎ ইহাও তাহারই অনুরূপ (সেই সিদ্ধান্তের অনুরূপ) ইহা বুঝিতে হইবেক।

* বাদিনা উপন্যস্তদৃষ্টান্তং বিঘটয়তি নেতি। ন মানসগ্রহসামান্যাদপি মনশ্চিদাদীনাং ক্রিয়া-শেষত্বং কল্প্যম্। কুতঃ? উপলব্ধেঃ শ্রুত্যাদিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তেভ্যো হেতুভ্যস্তেষাং কেবলপুরুষা-র্থতোপলব্ধেরিতি যাবৎ। মৃত্যুবদিতি দৃষ্টান্তঃ। অগ্ন্যাদিত্যপুরুষযোঃ সমানেঽপি মৃত্যুশব্দ-প্রয়োগে ন যথা সাম্যাপত্তিরেবমিহাপি। ন হি লোকাপত্তিরিত্যপি দৃষ্টান্তো ভবিতুমর্হতি। "অয়ং বাব লোকো গোতমাগ্নিবন্যাদিত্য এব সমিৎ" ইত্যত্র যথা সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্যাগ্নি-ভাবাপত্তিস্তথেহাপীতি সূত্রপদানামর্থঃ।

মানসত্ব-সামান্যের দ্বারা (উহাও মানস—মনোমাত্র-বিভাব্য এবং মনশ্চিদাদিও মানস—মনোমাত্র-বিভাব্য। সুতরাং মানসত্ব পক্ষে উভয়ই সমান।) মনশ্চিদাদি অগ্নিকে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পার না। কারণ এই যে, শ্রুত্যাদি প্রমাণে ঐ সকলের কেবল পুরুষশেষতা (পুরুষ অর্থাৎ ধ্যানকারী উপাসক। শেষ অর্থাৎ তাহার গুণ।) প্রতীত হয়। যেমন মৃত্যু বিশেষণ থাকায় অগ্নি-পুরুষের ও আদিত্য পুরুষের আত্যন্তিক সাম্যবিঘটিত হয়, সেইরূপ, এখানেও অত্যন্ত সাম্য নাই বলিয়া জান। যেমন সমিদাদির সমানতা থাকিলেও এতল্লোকের আত্যন্তিক অগ্নি-সাম্য নাই। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

শ্রুত্যাদিভ্যো হেতুভ্যঃ কেবলপুরুষার্থত্বোপলব্ধেঃ। ন হি কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ কেনচিৎ সামান্যং ন সম্ভবতি, ন চ তাবতা যথাস্বং বৈষম্যং নিবর্ত্ততে। মৃত্যুবৎ। যথা "স বা এষ এব মৃত্যুর্য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ" ইতি, "অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ" ইতি চাগ্ন্যাদিত্যপুরুষয়োঃ সমানেঽপি মৃত্যুশব্দপ্রয়োগে নাত্যন্তসাম্যাপত্তিঃ। যথা চ "অসৌ বাব লোকোঽগ্নির্গৌত-মাস্যাদিত্য এব সমিৎ" ইত্যত্র ন সমিদাদিসামান্যাল্লোকস্যা-গ্নিভাবাপত্তিস্তদ্বৎ ॥ ৩।৩।৫১॥

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনু-বন্ধঃ ॥৩।৩।৫২॥*

পরস্তাদপি "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ" ইত্যেত-

স্ফুটমস্য ভাষ্যম্। অস্তি রাজসূয়ঃ—রাজা স্বারাজ্যকামো রাজসূয়েন

এই বিধানের কথা বলিয়া তৎসঙ্গে প্রস্তাবিত মনশ্চিদাদি অগ্নির সমানতা দেখাইয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিবাদ বলিব। মানসগ্রহের সহিত সমানতা আছে, তাই বলিয়া মনশ্চিৎ প্রভৃতিকে ক্রিয়াঙ্গ অগ্নি বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, বাক্য, অনুবন্ধ ও লিঙ্গের দ্বারা ঐ অগ্নির কেবল পুরুষার্থতাই অনুভূত হয়, অর্থাৎ ঐ সকল অগ্নিভাবে উপাসকের ধ্যেয় বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়। এমন কিছুই নাই—যাহা কোন না কোন অংশে সমান হয় না। কেবল এক অংশে সাম্য আছে, তাই বলিয়া তাহারা আত্যন্তিক সমান হইবে না। সেরূপ সমানতার উল্লেখ কি কাহারো নিজ বৈষম্য বিদূরিত করিতে পারে? তাহা পারে না। শ্রুতিতে আছে—"সেই মৃত্যু ইনি—যিনি এতন্মণ্ডলের পুরুষ।" "অগ্নিই মৃত্যু"। এখানে দেখ, অগ্নি ও আদিত্য-পুরুষ মৃত্যু-শব্দের প্রয়োগবিষয়ে সমান হইলেও উক্ত উভয় অত্যন্ত সমান নহে। [যথা চ...তদ্বৎ] "হে গোতম, প্রসিদ্ধ এই লোক অগ্নি, ইহার সমিধ্ আদিত্য।" এখানেও সমিধ্ প্রভৃতির সাম্য থাকিলেও উক্ত লোকের যদ্রূপ অগ্নিভাবাপত্তি হয় না, উদাহৃত স্থলেও তদ্রূপ অভিহিত হইয়াছে জানিবে।

"চিত অগ্নিই এই লোক" এই মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-বাক্যের দ্বারাও কেবল

---

* পরেণ চ পরস্তাদপি শব্দস্য ব্রাহ্মণবাক্যস্য তাদ্বিধ্যং তদ্বিধত্বং কেবলবিদ্যাবিধিপরত্বমিতি যাবৎ। অয়ম্ভাবঃ—পূর্ব্বোত্তরব্রাহ্মণয়োঃ স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধানাৎ তন্মধ্যস্থব্রাহ্মণস্যাপি স্বতন্ত্রবিদ্যা-বিধিপরত্বমিতি।

পূর্ব্বে স্বতন্ত্রবিদ্যাবিধি আছে, পরেও স্বতন্ত্রবিদ্যার বিধান আছে, সুতরাং মধ্যবর্ত্তী মনশ্চিদাদি বাক্যেও স্বতন্ত্র ও কেবল বিদ্যার কথন হইয়াছে। বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার (ভাবনার) দ্বারা

স্মিন্ অনন্তরে ব্রাহ্মণে তাদ্বিধ্যং কেবলবিদ্যাবিধিত্বং শব্দস্য প্রয়োজনং লভ্যতে, ন শুদ্ধকর্ম্মাঙ্গবিধিত্বম্। তত্র হি—

"বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥"

ইত্যনেন শ্লোকেন কেবলং কর্ম্ম নিন্দন্ বিদ্যাঞ্চ প্রশংসন্নেতদ্দর্শয়তি। তথা পুরস্তাদপি "যদেতন্মণ্ডলং নয়তি" ইত্য-

---

যজেতেতি। তৎ প্রকৃত্যামনন্তি—অবেষ্টিং নামেষ্টিম্। আগ্নেয়োঽষ্টাকপালো হিরণ্যং দক্ষিণেত্যেবমাদিতাং প্রকৃত্যাধীয়তে,—যদি ব্রাহ্মণো যজেত, বার্হস্পত্যং মধ্যে নিধায়াহুতিং হুত্বাভিঘারয়েৎ যদি বৈশ্যো বৈশ্বদেবং, যদি রাজন্য ঐন্দ্রমিতি। তত্র সন্দিহ্যতে। কিং ব্রাহ্মণাদীনাং প্রাপ্তানাং নিমিত্তার্থেন শ্রবণম্, উত ব্রাহ্মণাদীনাময়ং যাগো বিধীযত ইতি। অত্র যদি প্রজাপালনকণ্টকোদ্ধরণাদি কর্ম্ম রাজ্যং, তস্য কর্ত্তা রাজেতি রাজশব্দস্যার্থঃ, ততো রাজা রাজসূয়েন যজেতেতি রাজ্যস্য কর্ত্তু রাজসূয়েঽধিকারঃ। তস্মাৎ সম্ভবস্ত্যবিশেষেণ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যা রাজ্যস্য কর্ত্তার ইতি সিদ্ধম্। সর্ব্ব এবৈতে রাজসূয়ে প্রাপ্তা ইতি, যদি ব্রাহ্মণো যজেতেত্যেবমাদয়ো নিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। অথ তু রাজ্ঞঃ কর্ম্ম রাজ্যমিতি রাজকর্তৃযোগাৎ তৎকর্ম্ম রাজ্যং, ততঃ কো রাজেত্যপেক্ষাযাম্, আর্যেষু তৎপ্রসিদ্ধেরভাবাৎ পিক-নেম-তামরসাদিশব্দার্থাবধারণায় ম্লেচ্ছপ্রসিদ্ধিবিবান্ধ্রাণাং ক্ষত্রিয়জাতৌ রাজশব্দপ্রসিদ্ধিস্তদবধারণকারণম্-ইতি ক্ষত্রিয় এব রাজা—ইতি ন ব্রাহ্মণবৈশ্যয়োঃ প্রাপ্তিরিতি রাজসূয়প্রকরণং ভিত্ত্বা ব্রাহ্মণাদিকর্তৃকাণি পৃথগেব কর্ম্মাণি প্রাপ্যন্ত ইতি ন নৈমিত্তিকানি। তত্র কিং তাবৎ-প্রাপ্তম্। নৈমিত্তিকানীতি—রাজ্যস্য কর্ত্তা রাজেতি। অত্রার্যাণামান্ধ্রাণাঞ্চাবিবাদঃ। তথাহি—ব্রাহ্মণাদিষু প্রজাপালনকর্তৃষু কনকদণ্ডাতপত্রশ্বেতচামরাদিলাঞ্ছনেষু রাজপদমান্ধ্রাশ্চার্য্যাশ্চাবিবাদং প্রযুঞ্জানা দৃশ্যন্তে।

বিদ্যাঙ্গতাই লব্ধ হইতেছে, সুতরাং প্রোক্ত বাক্যে মাত্র বিদ্যাঙ্গ অগ্নিরই বিধান, কর্ম্মাঙ্গ অগ্নির বিধান নহে। ঐ স্থলে অন্য প্রকার কথাও আছে। যথা—"যেখানে কাম সকল পরাস্ত—উপাসক উপাসনার দ্বারা সেই স্থানে বা সেই লোকে আরোহণ করেন। দক্ষিণাদানসাধ্য বৈদিক-কর্ম্মকারীরা ও অবিদ্বান্ তপস্বীরা সে স্থানে আরোহণ করিতে সমর্থ নহেন।" শ্রুতি এই শ্লোকের দ্বারা কেবল কর্ম্মের অর্থাৎ জ্ঞান বা উপাসনা-শূন্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন এবং বিদ্যার বা উপাসনার প্রশংসা করিয়াছেন। সেই নিন্দা ও প্রশংসা, উভয়ের দ্বারাই মনশ্চিদাদি অগ্নির মানসত্ব বা উপাসনাত্মকতা নির্দ্ধারিত হইতেছে। [তথা...তথাত্বম্] তৎপরে যে ব্রাহ্মণ বাক্য আছে, তাহাতেও বিদ্যাপ্রধানতা লব্ধ হয়। যথা—"এই

বহু অগ্ন্যবয়ব সম্পাদন করিতে হয়, সেই অভিপ্রায়ে শ্রুতি ঐ অগ্ন্যনুবন্ধ অর্থাৎ ক্রিয়াগ্নির সহিত একত্রে উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

স্মিন্ ব্রাহ্মণে বিদ্যাপ্রধানত্বমেব লক্ষ্যতে। "সোঽমৃতো ভবতি মৃত্যুর্যস্যাত্মা ভবতি" ইতি বিদ্যাফলেনৈবোপসংহারাৎ ন কর্ম্মপ্রধানতা, তৎসামান্যাদিহাপি তথাত্বম্। ভূয়াংসস্তু অগ্ন্যবয়বাঃ সম্পাদয়িতব্যা বিদ্যায়ামিত্যেতস্মাচ্চ কারণাদগ্নিনানুবধ্যতে বিদ্যা, ন কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ। তস্মাৎ মনশ্চিদাদীনাং কেবলবিদ্যাত্মকত্বসিদ্ধিঃ ॥৩।৩।৫২॥

তেনাবিপ্রতিপত্তেঃ, বিপ্রতিপত্তাবপ্যার্য্যাদ্ধ্রপ্রয়োগয়োর্যব-বরাহবদার্য্যপ্রসিদ্ধেরান্ধ্রপ্রসিদ্ধিতো বলীয়সীত্বাৎ, বলবদার্য্যপ্রসিদ্ধিবিরোধে ত্বতন্মূলায়াঃ পাণিনীয়প্রসিদ্ধেঃ, "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ"ইতি ন্যায়েন বাধনাৎ, তদনুগুণতয়া বা কথংচিন্নথনকুলাদিবদন্বাখ্যানমাত্রপরতয়া নীয়মানত্বাদ্রাজ্যস্য কর্ত্তা রাজেতি সিদ্ধেনিমিত্তার্থাঃ শ্রুতয়ঃ। তথা চ যদি-শব্দোঽপ্যাঞ্জসঃ স্যাদিতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

"রূপতো ন বিশেষোঽস্তি হ্যার্য্যম্লেচ্ছপ্রয়োগয়োঃ।
বৈদিকাদ্বাক্যশেষাত্তু বিশেষস্তত্র দর্শিতঃ॥"

তদিহ রাজশব্দস্য কর্ম্মযোগাদ্বা কর্ত্তরি প্রয়োগঃ? কর্তৃপ্রয়োগাদ্বা কর্ম্মণি ইতি বিশয়ে বৈদিকবাক্যশেষবদভিযুক্ততরস্যাত্রভবতঃ পাণিনেঃ স্মৃতের্নির্ণীয়তে—প্রসিদ্ধিরান্ধ্রাণামনাদিঃ, আদিমতী চার্য্যাণাং প্রসিদ্ধিঃ, গো-গব্যাদিশব্দবৎ। ন চ সম্ভাবিতাদিমত্তাবা প্রসিদ্ধিঃ পাণিনিস্মৃতিমপোহ্যানাদিপ্রসিদ্ধিমাদিমতীং কর্ত্তুমুৎসহতে। গব্যাদিশব্দপ্রসিদ্ধেরনাদিত্বেন গবাদিপদপ্রসিদ্ধেরপ্যাদিমত্বাপত্তেঃ। তস্মাৎ পাণিনীয়স্মৃত্যনুমতান্ধ্রপ্রসিদ্ধিবলীয়স্ত্বেন ক্ষত্রিয়ত্বজাতৌ রাজশব্দে মুখ্যে তৎকর্ত্তৃর্য্যতজ্জাতৌ রাজশব্দো গৌণঃ—ইতি ক্ষত্রিয়স্যৈবাধিকারাদ্রাজসূয়ে তৎপ্রকরণমপোহ্যাবেষ্টেরুৎকর্ষঃ। অন্বয়ানুবোধী যদিশব্দো ন ত্বপূর্ব্ববিধৌ সতি তমন্যথয়িতুমর্হতি। অত এবাহুঃ "যদিশব্দপরিত্যাগো রুচ্যধ্যাহারকল্পনা" ইতি। ইয়ঞ্চ রাজসূয়াদধিকারান্তরমেতয়ান্নাদ্যকামং যাজয়েদিতি নাস্তীতি কৃত্বা চিন্তা। এতস্মিংস্ত্বধিকারেঽন্নাদ্যাকমস্য ত্রৈবর্ণিকস্য সম্ভবাৎ প্রাপ্তের্নিমিত্তার্থতা ব্রাহ্মণাদিশ্রবণস্যেতি দুর্ব্বারৈবেতি ॥৩।৩।৫২॥

যে মণ্ডল (সূর্য্য) তাপ বর্ষণ করিতেছেন—" ইত্যাদি। "সে অমর হয়—এই মৃত্যু যাহার আত্মা"। শ্রুতি এইরূপে বিদ্যাফল বর্ণনপূর্ব্বক প্রস্তাব সমাপ্ত করায় প্রস্তাবের কর্ম্মপ্রধানতা নিবারণ ও উপাসনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সে প্রস্তাব ও এতৎপ্রস্তাব সমান; সুতরাং এখানেও বিদ্যার বা উপাসনার প্রাধান্য আছে। [ভূয়াং...সিদ্ধিঃ] বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় অগ্নিসম্বন্ধী বহু অবয়ব (অঙ্গ) সম্পাদন করিতে হইবে, ভাবনা করিতে হইবে—অনেক বস্তুকে অগ্নিভাবে দেখিতে হইবে—সেই কারণে শ্রুতি বিদ্যাকে (উপাসনাকে) অগ্নিরূপ অনুবন্ধে নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া সেরূপ অনুবন্ধ বলেন নাই। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত যুক্তিসমূহে মনশ্চিদাদি অগ্নির কেবল বিদ্যাঙ্গতাই সিদ্ধ হয় ॥৩।৩।৫২॥

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৩।৩।৫৩॥*

ইহ দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনঃ সদ্ভাবঃ সমর্থ্যতে বন্ধমোক্ষাধিকারসিদ্ধয়ে। ন হ্যসতি দেহব্যতিরিক্ত আত্মনি পরলোকফলাশ্চোদনা উপপদ্যেরন্, কস্য বা ব্রহ্মাত্মত্বমুপদিশ্যেত। নন্বু শাস্ত্রপ্রমুখ এব প্রথমে পাদে শাস্ত্রফলোপভোগযোগ্যস্য দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বমুক্তম্। সত্যমুক্তং—ভাষ্যকৃতা, ন তু তত্রাত্মাস্তিত্বে সূত্রমস্তি। ইহ তু স্বয়মেব সূত্রকৃতা তদ-

---

অধিকরণতাৎপর্য্যমাহ—"ইহ" ইতি। সমর্থনপ্রয়োজনমাহ—"বন্ধমোক্ষ" ইতি। অসমর্থনে বন্ধমোক্ষাধিকারাভাবমাহ—"ন হ্যসতি" ইতি। অধস্তনতন্ত্রোক্তেন পৌনরুক্ত্যং চোদয়তি—"নন্বু"ইতি। পরিহরতি—"উক্তং ভাষ্যকৃতা" ইতি। ন সূত্রকারেণ তত্রোক্তং, যেন পুনরুক্তং ভবেৎ, অপি তু

এক্ষণে বন্ধমোক্ষাধিকার-সিদ্ধির উদ্দেশে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সাধিত বা সমর্থিত হইবে। যদি দেহাতিরিক্ত আত্মা না থাকে, এই দেহই যদি আত্মা হয়, তবে, পারলৌকিক ফলের উপদেশ উপপন্ন হয় না, প্রত্যুত ব্যর্থ হয়। অপিচ, এই বেদান্ত-শাস্ত্র কাহার ব্রহ্মাত্মভাব উপদেশ করিবেন? এই প্রত্যক্ষগোচরাবস্থিত নশ্বর দেহের ব্রহ্মত্ব-উপদেশ উন্মত্ত-উপদিষ্টোপদেশের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হয়। [নন্বু...প্রদর্শনায়] যদি বল, পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম পাদে শাস্ত্রফল ও কর্ম্মফল ভোগ করিবার উপযুক্ত এতদ্দেহে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নির্ণীত হইয়াছে, সে কথা এখানে আবার কেন? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, আদ্য-মীমাংসার প্রথম পাদে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে সমর্থন ভাষ্যকারীয়। আদ্যমীমাংসায় পারলৌকিক-ফল-ভোগ-যোগ্য দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব সমর্থক জৈমিনিকৃত সূত্র নাই। (সেখানে সূত্র থাকিলে অবশ্যই এ সূত্রে পুনরুক্ত দোষ উপস্থিত হইত।) সেখানে, তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এখানে (উত্তর-মীমাংসায়) সূত্রকার ব্যাস স্বয়ং আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবনপূর্ব্বক তাদৃশ অমর আত্মার অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। আচার্য্য শবরস্বামী (পূর্ব্বমীমাংসার ভাষ্যকার) যে পূর্ব্বমীমাংসার প্রথমপাদস্থ প্রমাণলক্ষণের

---

* একে বাদিনঃ। আত্মনো দেহাদ্ ব্যতিরেকমাহুরিতি শেষঃ। সতি দেহে ভাবাৎ তদভাবে চ তদভাবাদিতি চ তত্র হেতুরূপন্যস্যতে।—

কোন কোন বাদী (নাস্তিক) আত্মাকে দেহের অনতিরিক্ত বলেন। অর্থাৎ এই চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহকেই আত্মা বলেন। দেহ বিদ্যমানেই আত্মার সদ্ভাব (আমার অস্তিত্ব), দেহের অবিদ্যমানতায় আত্মার ও অভাব—নাস্তিত্ব। এই অন্বয় ব্যতিরেক নামক যুক্তি তাহাদের পোষক প্রমাণ।

স্তিত্বমাক্ষেপপুরঃসরং প্রতিষ্ঠাপিতম্। ইত এবাকৃষ্যাচার্য্যেণ শবরস্বামিনা প্রমাণলক্ষণে বর্ণিতম্। অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমে তন্ত্রে আত্মাস্তিত্বাভিধানপ্রসক্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইত্যুদ্ধারঃ কৃতঃ। ইহ চেদং চোদনালক্ষণেষুপাসনেষু বিচার্য্যমাণেষ্বাত্মাস্তিত্বং বিচার্য্যতে কৃৎস্নশাস্ত্রশেষত্বপ্রদর্শনায়।

অপি চ, পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে প্রকরণোৎকর্ষাভ্যুপগমেন মন-

ভাষ্যকৃতা, ইত্যত্রত্যস্যৈবার্থস্যাপকর্ষঃ প্রমাণলক্ষণোপযোগিতয়া তত্র কৃত ইতি। যত ইহ সূত্রকৃদ্বক্ষ্যতি, অত এব ভগবতোপবর্ষেণোদ্ধারোঽপকর্ষস্য কৃতঃ। বিচারস্যাস্য পূর্ব্বোত্তরতন্ত্রশেষতামাহ—"ইহ চ" ইতি।

পূর্ব্বাধিকরণসঙ্গতিমাহ—"অপি চ" ইতি। নন্বাত্মাস্তিত্বোপপত্তয় এবাত্রোচ্যতাং, কিং তদাক্ষেপেণেত্যত আহ—"আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি" ইতি।

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্ব বিচার উত্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল এই সূত্র। অর্থাৎ তিনি এই স্থান হইতে উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার বা সে নির্ণয় সমর্থন করিয়াছেন। শবরস্বামী যে, এই শারীরিক সূত্রের সার উৎকর্ষণ করতঃ সে বিচার লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বৃত্তিকারের বাক্য। বৃত্তিকার ভগবান্ উপবর্ষ * আদ্য মীমাংসায় "যজ্ঞায়ুধ যজমান স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়" এই বাক্যের প্রামাণ্য বিচারে বলিয়াছেন, স্বর্গফলভোক্তা আত্মা না থাকিলে উক্ত বাক্যের প্রামাণ্য ক্ষতি হয়, সে জন্য তাদৃশ আত্মার অস্তিত্ব নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক; কিন্তু এখানে (এই পূর্ব্বমীমাংসায়) তৎসমর্থক সূত্র না থাকায় এবং শারীরকে তৎসমর্থক সূত্র থাকায় সে নির্ণয় সেই শারীরকেই করিব। উপবর্ষ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, পূর্ব্ব মীমাংসায় ঐ বিচার করেন নাই। (ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ভাষ্যকার শবরস্বামী, এই স্থান হইতেই আকর্ষণ করতঃ প্রমাণলক্ষণ বিচারে তাদৃশ অমরাত্মার সদ্ভাব বর্ণন করিয়াছেন)। এই বেদান্তশাস্ত্রেও পারলৌকিক-ফল উপাসনার বিধায়ক বহু বাক্য আছে, সে সকল বাক্যও বিচার্য্য, সুতরাং তৎসঙ্গে অমর আত্মার অস্তিত্বও বিচার্য্য। এই বিচারে ইহাও প্রদর্শিত হইতেছে যে, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে কি নাই, এ বিচার সমুদায় শাস্ত্রের অঙ্গ।

[অপিচ...মুৎপাদয়েদিতি] অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বিচার দর্শিত হইয়াছে, সে বিচারে প্রকরণের উৎকর্ষ স্বীকার ও মনশ্চিদাদি অগ্নির পুরুষার্থতা অর্থাৎ

* ইনি পাণিনি মুনির পূর্ব্বগুরু'। ইনিই জৈমিনি সূত্রের ও বেদান্ত সূত্রের বৃত্তিকার। পাণিনির পূর্ব্বে ইঁহার কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থও বিদ্যমান ছিল। ইঁহার এক খ্যাতনামা ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম বর্ষ। প্রাচীন মগধ ইঁহাদের জন্মস্থান এবং অন্যূন ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা জীবিত ছিলেন।

শ্চিদাদীনাং পুরুষার্থত্বং বর্ণিতম্। কোঽসৌ পুরুষঃ, যদর্থা এতে মনশ্চিদাদয়ঃ—ইত্যস্যাং প্রসক্তাবিদং দেহব্যতিরিক্ত-স্যাত্মনোঽস্তিত্বমুচ্যতে। তদস্তিত্বাক্ষেপার্থঞ্চেদমাদ্যং সূত্রম্; আক্ষেপপূর্ব্বিকা হি পরিহারোক্তির্ব্বিবক্ষিতেঽর্থে স্থূণানিখনন-ন্যায়েন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়েদিতি।

অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনো লোকায়তিকা দেহব্যতিরিক্ত-স্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ সমস্তব্যস্তেষু বাহ্যেষু পৃথিব্যাদিষ্ব-দৃষ্টমপি চৈতন্যং শরীরাকারপরিণতেষু ভূতেষু স্যাদিতি সম্ভাবয়ন্তস্তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্বিজ্ঞানং চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ

আক্ষেপমাহ—"অত্রৈকে দেহমাত্রাত্মদর্শিনঃ" ইতি। যদ্যপি সমস্তব্যস্তেষু পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুষু ন চৈতন্যং দৃষ্টং, তথাপি কায়াকারপরিণতেষু ভবিষ্যতি। ন হি কিণ্বাদয়ঃ সমস্তব্যস্তা ন মদনা দৃষ্টা ইতি মদিরাকারপরিণতা ন মদয়ন্তি।

উপাসক পুরুষের উপাসনার অঙ্গভাব, দুই কথাই বলা হইয়াছে। সেই কথাতেই কথা উঠিয়াছে যে, সেই পুরুষ কে? ঐ সকল মনশ্চিদাদি অগ্নি কাহার বা কীদৃক্ পুরুষের বিশেষণ? এ কথা পূর্ব্বেই উঠিয়াছিল, সুতরাং সে কথার নির্ণয়ার্থ এই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিচার বলা হইল, অস্তিত্ব বিচার করিতে গেলেই অগ্রে নাস্তিত্ব পক্ষ গ্রহণ করিতে হয়, সেই কারণে প্রথমে এই ৫৩ সূত্রের অবতারণা। পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন ও তাহার পরিহার দেখাইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে সে সিদ্ধান্ত স্থূণানিখননের ন্যায় * স্থির অর্থাৎ অবিচাল্য হয়, কদাপি বিপরীত বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; সেই কারণে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র বলা হইল এবং অব্যবহিত পরেই সিদ্ধান্ত সূত্র বলা হইবে।

[অত্রৈকে···ভাবাদিতি] আত্মবিষয়ে দেহাত্মবাদী লৌকায়তিকেরা (চার্ব্বাকেরা) মনে করে, দেহই আত্মা, অতিরিক্ত আত্মা নাই। পৃথক্ পৃথক্ অথবা মিলিত বহিঃস্থ পৃথিব্যাদি ভূতে চৈতন্যগুণ দৃষ্ট না হইলেও মিলিত ও দেহাকারে পরিণত ভূতে তাহা দেখা যায়। তদনু-সারে, শরীরাকারে পরিণত ভূতপদার্থেই চৈতন্যের জন্ম সম্ভাবনা করা যায়। তাহারা বলে, বিজ্ঞানের নাম চৈতন্য, তাহা মদশক্তির ন্যায় শরীরাকারে সংহত ভূতনিচয় হইতেই উৎপন্ন হয়। তদ্বিশিষ্ট দেহই পুরুষ বা আত্মা নামে

---

* নাবিকেরা যখন নদীপঙ্কে নৌকাবন্ধনার্থ খোঁটা বা লগি প্রোথিত করে, তখন তাহারা খোটাটীকে একবার উত্তোলিত করে, আবার প্রোথিত করে। সেইরূপ করিলে তাহা দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য হয়, খুব পুতিয়া বসে। তাহাই "স্থূণানিখনন ন্যায়" এবং তদ্দৃষ্টান্তে শাস্ত্র-কারেরাও বিচারকে একবার না, পক্ষে—আবার হাঁপক্ষে স্থাপন করিয়া থাকেন, দৃঢ় করেন।

পুরুষ ইতি চাহুঃ। ন স্বর্গগমনায়াপবর্গগমনায় বা সমর্থো দেহব্যতিরিক্ত আত্মাস্তি, যৎকৃতং চৈতন্যং দেহে স্যাৎ। দেহ এব তু চেতনশ্চাত্মা চেতি প্রতিজানতে, হেতুঞ্চাচক্ষতে— শরীরে ভাবাদিতি। যদ্ধি যস্মিন্ সতি ভবত্যসতি চ ন ভবতি, তৎ তদ্ধর্ম্মত্বেনাধ্যবসীয়তে, যথাগ্নিধর্ম্মাবৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ। প্রাণ-চেষ্টাচৈতন্যস্মৃত্যাদয়শ্চাত্মধর্ম্মত্বেনাভিমতা আত্মবাদিনাম্, তেহ-প্যন্তরের দেহ উপলভ্যমানা বহিশ্চানুপলভ্যমানা অসিদ্ধে দেহ-

অহমিতি চানুভবে দেহ এব গৌরাদ্যাকারঃ প্রথতে—ন তু তদতিরিক্তস্তদধিষ্ঠানঃ কুণ্ড ইব দধীতি। অতএবাহং স্থূলো গচ্ছামীত্যাদিসামানাধিকরণ্যোপপত্তি-রহমঃ স্থূলাদিভিঃ। ন জাতু দধিসমানাধিকরণানি মধুরাদীনি কুণ্ডস্যৈকাধি-করণ্যমনুভবন্তি সিতং মধুরং কুণ্ডমিতি। ন চাপ্রত্যক্ষমাত্মতত্ত্বমনুমানাদিভিঃ শক্যমুন্নেতুম্। ন খল্বপ্রত্যক্ষং প্রমাণমস্তি। উক্তং হি—

"দেশকালাদিরূপাণাং ভেদাদ্ভিন্নাসু শক্তিষু।
ভাবানামনুমানেন প্রসিদ্ধিরতিদুর্লভা॥" ইতি

যদা চ উপলব্ধিসাধ্য-নান্তরীয়কভাবস্য লিঙ্গস্যেয়ং গতিস্তদা কৈব কথা দৃষ্টব্যভিচারস্য শব্দস্যাহর্থাপত্তেশ্চাত্যন্তপরোক্ষার্থগোচরায়াঃ, উপমানস্য চ সর্ব্বৈ-কদেশসাদৃশ্যবিকল্পিতস্য। সর্ব্বসারূপ্যে তত্ত্বাৎ একদেশসারূপ্যে চাতিপ্রসঙ্গাৎ— সর্ব্বস্য সর্ব্বেণোপমানাৎ। সৌত্রস্তু হেতুর্ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যাতঃ। চেষ্টা হিতা-হিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থো ব্যাপারঃ। স চ শরীরাধীনতয়া দৃশ্যমানঃ শরীরধর্ম্মঃ, এবং প্রাণঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিরূপঃ শরীরধর্ম্ম এব। ইচ্ছাপ্রযত্নাদয়শ্চ যদ্যপ্যান্তরাঃ

থ্যাত। মরণের পর থাকে, স্বর্গে যায়, অথবা মুক্ত হয়, এরূপ কোন আত্মা নাই, অর্থাৎ দেহ ছাড়া বা দেহ হইতে অতিরিক্ত এমন কোন আত্মা নাই। যদি কেহ মরণের পর স্বর্গ নরক গমন করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে না হয়, দেহাধারে স্বতন্ত্র চেতনাত্মা থাকা স্বীকার করা যাইত। অতএব এই দেহই চেতন ও আত্মা, ইহাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা। ঐ প্রতিজ্ঞার সাধক হেতু—"শরীরে ভাবাৎ"। [যদ্ধি…ক্রমঃ] যাহা যাহার বিদ্যমানতায় বিদ্য-মান থাকে, যাহার অবিদ্যমানে অবিদ্যমান হয়, অর্থাৎ থাকে না, তাহা তাহার ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত; তেমনি, প্রাণচেষ্টা, চৈতন্য ও স্মৃতি প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম বলিয়া আত্মবাদীদিগের মধ্যে বিদিত। ঐ সকল ধর্ম্ম (চৈতন্য ও স্মরণ-শক্তি প্রভৃতি) দেহেই অবস্থান করিতেছে, ইহাই প্রতীত হয়, বাহিরে উহাদের সত্তা উপলব্ধ হয় না। তাহা না হওয়ায় ঐ সকল দেহধর্ম্ম বলিয়া গ্রাহ্য। ঐ সকল ধর্ম্মের দেহাতিরিক্ত ধর্ম্মী (আশ্রয়) সিদ্ধ হয় না, তাহা না হওয়ায় অর্থাৎ তাহা প্রমাণপ্রমিত না হওয়ায় সুতরাং ঐ সকলকে

ব্যতিরিক্তে ধর্ম্মিণি দেহধর্ম্মা এব ভবিতুমর্হন্তি। তস্মাদ-ব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—॥৩।৩।৫৩॥

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্নতূপ-লব্ধিবৎ ॥ ৩ । ৩ । ৫৪ ॥ *

ন ত্বেতদস্তি, যদুক্তমব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি। ব্যতি-রেক এবাস্য দেহাদ্ভবিতুমর্হতি। তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ। যদি হি দেহভাবে ভাবাৎ দেহধর্ম্মত্বমাত্মধর্ম্মাণাং মন্যেত, ততো দেহ-

তথাপি শরীরাতিরিক্তস্য তদাশ্রয়ানুপলব্ধেঃ সতি শরীরে ভাবাৎ তদন্তঃশরীরাশ্রয়া এব, অন্যথা দৃষ্টহানাদৃষ্টকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ শরীরাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ শরীরে চ সম্ভবাৎ শরীরমেবচ্ছাদিমদাত্মেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥৩।৩।৫৩॥

নাপ্রত্যক্ষং প্রমাণমিতি ব্রুবাণঃ প্রষ্টব্যো জায়তে, কুতো ভবাননুমানাদী-নামপ্রামাণ্যমবধারিতবানিতি। প্রত্যক্ষং হি লিঙ্গাদিরূপমাত্রগ্রাহি নাপ্রামা-ণ্যমেষাং বিনিশ্চেতুমর্হতি। ন হি ধূমজ্ঞানমিবৈষামিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদপ্রামাণ্য-জ্ঞানমুদেতুমর্হতি, কিন্তু দেশকালাবস্থারূপভেদেন ব্যভিচারোৎপ্রেক্ষয়া। ন

দেহধর্ম্ম বলাই যুক্তিসিদ্ধ, অর্থাৎ সেই গুলিই আত্মা নামের অভিধেয়। অতএব, আত্মা দেহ হইতে অনতিরিক্ত অর্থাৎ দেহই আত্মা, এতদতি-রিক্ত আত্মা নাই। বাদিগণের নিকট এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় সূত্রকার বলিতেছেন ॥৩।৩।৫৩॥

দেহ হইতে আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই আত্মা—তদতিরিক্ত আত্মা নাই, এ কথা যুক্ত্যুপেত নহে। দেহ হইতে আত্মার ব্যতিরেক অর্থাৎ তাঁহার দেহাতিরিক্ততা যুক্তিসিদ্ধ। যুক্তি—তদ্বিদ্যমানেও তদ্ধর্ম্মের অভাব। দেহ আছে অথচ চৈতন্যাদি নাই, ইহাও দৃষ্ট হয়। যদি দেহের বিদ্যমানতায় বিদ্যমান দেখিয়া আত্মধর্ম্ম গুলিকে দেহধর্ম্ম বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় কর, তাহা হইলে দেহের বিদ্যমানতায়ও সে সকলের

* অব্যতিরেকো দেহাদাত্মন ইতি ন বক্তব্যং, কিন্তু ব্যতিরেক এব বক্তব্যম্। তত্র হেতুঃ তদ্ভাবাভাবিত্বাদিতি। দেহভাবেঽপি হি প্রাণচেষ্টাদীনাং দেহধর্ম্মাণাং অভাবাৎ মরণাদাবদর্শনাৎ তেষামদেহধর্ম্মত্বমেব সিদ্ধমিতি দ্রষ্টব্যম্। উপলব্ধিবদিত্যুদাহরণাদানম্। যথা ভবদ্ভিরুপলব্ধের্ভূত-ভৌতিকবিষয়াযা ব্যতিরেকেণ ভাবোঽভ্যুপগম্যতে, এবমস্মাভিরপি ব্যতিরেকেণাত্মাস্তিত্বমঙ্গীক্রি-য়ত ইতি দৃষ্টান্তপদব্যাখ্যা।

বলিতেছিলে যে, দেহই আত্মা—দেহব্যতিরিক্ত স্বতন্ত্র আত্মা নাই, তাহা প্রতিক্ষেপযোগ্য। কেননা, যেগুলিকে তোমরা দেহধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ কর—বস্তুতঃ তাহার একটীও দেহধর্ম্ম নহে। প্রাণচেষ্টার ও জ্ঞানাদির দেহধর্ম্মতা অসিদ্ধ। কেননা, দেহ সত্ত্বেও মৃতাবস্থায় ঐ সকলের অভাব দৃষ্ট হয়; সুতরাং মানা উচিত যে, যাহা ঐ সকলের আশ্রয়, তাহা দেহ নহে, কিন্তু তদতিরিক্ত আত্মা। তোমরা যেমন তাহাকে (উপলব্ধাকে বা বিষয়ানুভবিতাকে) বিষয়াতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও উপলব্ধিরূপ আত্মাকে সে সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করি। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

ভাবেঽপ্যভাবাদতদ্ধর্ম্মত্বমেষাং কিং ন মন্যেত। দেহধর্ম্মবৈলক্ষণ্যাৎ। যে হি দেহধর্ম্মা রূপাদয়স্তে যাবদ্দেহং ভবন্তু, প্রাণচেষ্টা-

---

চৈতাবান্ প্রত্যক্ষস্য ব্যাপারঃ সম্ভবতি। যথাহুঃ—ন হীদমিয়তো ব্যাপারান্ কর্ত্তুং সমর্থং, সন্নিহিতবিষয়বলেনোৎপত্তেরবিচারকত্বাদিতি। তস্মাদস্মিন্ননিচ্ছতাপি প্রমাণান্তরমভ্যুপেয়ম্। অপি চ প্রতিপন্নং পুমাংসমপহায়াপ্রতিপন্নসন্দিগ্ধাঃ প্রেক্ষাবদ্ভিঃ প্রতিপাদ্যন্তে। ন চৈষামিথম্ভাবো ভবৎপ্রত্যক্ষগোচরঃ। ন খল্বেতে গৌরত্বাদিবৎ প্রত্যক্ষগোচবাঃ, কিন্তু বচনচেষ্টাদিলিঙ্গানুমেয়াঃ। ন চ ন লিঙ্গং প্রমাণং, যত এতে সিধ্যন্তি। ন বা পুংসামিথম্ভাবমবিজ্ঞায় যং কঞ্চন পুরুষং প্রতিপিপাদয়িষতোঽনবধেয়বচনস্য প্রেক্ষাবত্তা নাম। অপি চ পশবোঽপি হিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারার্থিনঃ কোমলশস্পশ্যামলায়াং ভুবি প্রবর্ত্তন্তে, পরিহরন্তি চাশ্যামতৃণকণ্টকাকীর্ণাম্। নাস্তিকস্তু পশোরপি পশুরিষ্টানিষ্টসাধনমবিদ্বান্। ন খল্বস্মিন্ননুমানগোচরপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিগোচরে প্রত্যক্ষং প্রভবতি। ন চ পরপ্রত্যায়নায় শব্দং প্রযুঞ্জীত, শাব্দস্যার্থস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ। তদেব মা নাম ভূন্নাস্তিকস্য জন্মান্তরং, অস্মিন্নেব জন্মন্যনুপস্থিতোঽস্য মূকত্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিরহরূপো মহান্নরকঃ। পরাক্রান্তঞ্চাত্র সূরিভিঃ। অত্যন্তপরোক্ষগোচরা বাস্যথানুপপদ্যমানার্থপ্রভবার্থাপত্তিঃ। ভূয়ঃ সামান্যযোগেন চোপমানমুপপাদিতং প্রমাণলক্ষণে। তদত্রাস্তু তাবৎ প্রমাণান্তরং প্রত্যক্ষমেবাহম্প্রত্যয়ঃ শরীরাতিরিক্তমালম্বত ইত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামবধার্য্যতে। যোগব্যাঘ্রবৎ স্বপ্নদশাযাঞ্চ শরীরান্তরপরিগ্রহাভিমানেঽপ্যহঙ্কারাস্পদস্য প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বমিত্যুক্তম্। সূত্রযোজনা তু ন ত্বব্যতিরিক্তঃ, কিন্তু ব্যতিরিক্ত আত্মা দেহাৎ। কুতঃ, তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ। চৈতন্যাদির্যদি শরীরগুণস্ততোঽনেন বিশেষগুণেন ভবিতব্যম্। ন তু সংখ্যাপরিমাণসংযোগাদিবৎ সামান্যগুণঃ। তথা চ যে ভূতবিশেষগুণাস্তে যাবদ্ভূতভাবিনো দৃষ্টাঃ; যথা রূপাদয়ঃ। ন হ্যস্তি সম্ভবো ভূতঞ্চ রূপাদিরহিতঞ্চেতি। তস্মাদ্ভূতবিশেষগুণ-রূপাদিবৈধর্ম্ম্যাৎ ন চৈতন্যং শরীরগুণঃ। এতেনেচ্ছাদীনাং শরীরবিশেষগুণত্বং প্রত্যুক্তম্। প্রাণচেষ্টাদয়ো যদ্যপি দেহধর্ম্মা এব, তথাপি ন দেহমাত্রপ্রভবাঃ। মৃতাবস্থায়ামপি তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাদযস্যৈতে অধিষ্ঠানাদ্দেহধর্ম্মা ভবন্তি—স দেহাতিরিক্ত আত্মা। অদৃষ্টকারণত্বেঽভ্যুপগম্যমানে তস্যাপি দেহাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরাত্মৈবাভ্যুপেতব্য ইতি। বৈধর্ম্ম্যা-

---

অবিদ্যমানতা দেখিয়া, কেনা সে গুলিকে (আত্মধর্ম্ম চৈতন্যপ্রভৃতিকে) দেহান্যধর্ম্ম বলিয়া মনে না করিবে ? নিশ্চয় করিবে ? দেহধর্ম্ম নহে বলিয়া স্থির না করিবে কেন ? তাদৃশস্থলে ত দেহধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় ? [যে হি...প্রতিষিধ্যতে] যত কাল দেহ—তত কাল রূপ প্রভৃতি দেহধর্ম্ম থাকে থাকুক, কিন্তু প্রাণচেষ্টা প্রভৃতি দেহসত্ত্বেও মৃতাবস্থায় থাকে না। (সুতরাং সে সকল ধর্ম্ম প্রকৃত দেহধর্ম্ম কি না, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত)। আরও দেখ, দেহধর্ম্ম রূপাদি—সে সকল অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু আত্মধর্ম্ম চৈতন্য ও স্মৃতি

দয়স্তু সত্যপি দেহে মৃতাবস্থায়াং ন ভবন্তি। দেহধর্ম্মাশ্চ রূপাদয়ঃ পরৈরপ্যুপলভ্যন্তে, ন ত্বাত্মধর্ম্মাশ্চৈতন্যস্মৃত্যাদয়ঃ।

অপি চ, সতি তাবদ্দেহে জীবদবস্থায়ামেষাং ভাবঃ শক্যতে নিশ্চেতুং, নত্বসত্যভাবঃ। পতিতেঽপি কদাচিদস্মিন্ দেহে দেহান্তরসঞ্চারেণাত্মধর্ম্মা অনুবর্ত্তেরন্। সংশয়মাত্রেণাপি পরপক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। কিমাত্মকঞ্চ পুনরিদং চৈতন্যং মন্যতে, যস্য ভূতেভ্য উৎপত্তিমিচ্ছন্তীতি পরঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ। ন হি ভূতচতুষ্টয়-

---

ন্তরমাহ—"দেধর্ম্মাশ্চ" ইতি। স্বপরপ্রত্যক্ষা হি দেহধর্ম্মা দৃষ্টাঃ, যথা রূপাদয়ঃ। ইচ্ছাদয়স্তু স্বপ্রত্যক্ষা এবেতি দেহধর্ম্ম-বৈধর্ম্ম্যম্। তস্মাদপি দেহাতিরিক্তধর্ম্মা ইতি। তত্র যদ্যপি চৈতন্যমপি ভূতবিশেষগুণস্তথাপি যাবদ্ভূতমনুবর্ত্তেত। ন চ মদশক্ত্যা ব্যভিচারঃ, সামর্থ্যস্য সামান্যগুণত্বাৎ। অপি চ মদশক্তিঃ প্রতিমদিরাবয়বং মাত্রয়াবতিষ্ঠতে, তদ্বদ্দেহেঽপি চৈতন্যং তদবয়বেষ্বপি মাত্রয়া ভবেৎ। তথা চৈকস্মিন্ দেহে বহবশ্চেতন্যেরন্। ন চ বহূনাং চেতনানামন্যোন্যাভিপ্রায়ানুবিধানসম্ভব ইতি একপাশনিবদ্ধা ইব বহবো বিহঙ্গমা বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়াভিমুখাঃ সমর্থা অপি ন হস্তমাত্রমপি দেশমতিপতিতুমুৎসহন্তে, এবং শরীরমপি ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমুৎসহতে।

অপি চ নান্বয়মাত্রাত্তদ্ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ শক্যো বিনিশ্চেতুম্, মা ভূদাকাশস্য সর্ব্বো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষন্বয়াৎ, অপি ত্বন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্। সন্দিগ্ধশ্চাত্র ব্যতিরেকঃ। তথা চ ন সাধকত্বমন্বয়মাত্রস্যেত্যাহ—"অপি চ সতি তাবৎ" ইতি। দূষণান্তরং বিবক্ষুরাক্ষিপতি—"কিমাত্মকঞ্চ" ইতি। স এবৈকগ্রন্থেনাহ—"ন হি" ইতি। নাস্তিক-

---

প্রভৃতি, সে সকল অন্যের দৃষ্টিগোচর হয় না। (এই বৈলক্ষণ্য দৃষ্টেও স্থির হয় যে, চৈতন্য প্রভৃতি দেহের ধর্ম্ম নহে। দেহের ধর্ম্ম হইলে নিশ্চয়ই ঐ সকল দেহের সঙ্গে অন্যকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইত।

অন্য কথা এই যে, যত কাল দেহের সদ্ভাব বা বিদ্যমানতা, তত কালই জীবিতাবস্থায় ঐ সকলের সত্তা (থাকা বা বিদ্যমানতা) অবধারণ করিতে পার। দেহের অভাবে বা অবিদ্যমানতায় ঐ সকল (চৈতন্য প্রভৃতি আত্মধর্ম্ম) যে থাকে না, অভাবপ্রাপ্ত হয়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না। (অবশ্যই তাহা তোমার মতে সন্দিগ্ধ। যাহা সন্দিগ্ধ—তাহা নিশ্চয়ই দেহধর্ম্ম নহে)। এতদ্দেহের পতন হইলেও আত্মধর্ম্ম সকল কদাচিৎ দেহান্তরে সঞ্চারিত হইলেও হইতে পারে। এরূপ সাংশয়িক জ্ঞানও নাস্তিকপক্ষ প্রতিষেধ করিতে সমর্থ। [কিমাত্মকঞ্চ...চৈতন্যেন] দেহাত্মবাদীর প্রতি অন্য জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের অভিমত চৈতন্য কিমাত্মক? কিংস্বরূপ? তোমরা চৈতন্য পদার্থকে কি মনে কর? তোমরা যে বল, চৈতন্য ভূতসংঘাত হইতে জন্মে, উৎপন্ন হয়, তাহার মর্ম্ম কথা

ব্যতিরেকেণ লোকায়তিকাঃ কিঞ্চিৎ তত্ত্বং প্রতিযন্তি। যদনুভবনং ভূতভৌতিকানাং তচ্চৈতন্যমিতি চেৎ; তর্হি বিষয়ত্বাৎ তেষাং ন তদ্ধর্ম্মত্বমশ্নুবীত, স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাৎ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ সন্ স্বাত্মানং দহতি। ন হি নটঃ শিক্ষিতঃ সন্ স্বস্কন্ধমধিরোক্ষ্যতি। ন হি ভূতভৌতিকধর্ম্মেণ সতা চৈতন্যেন ভূতভৌতিকানি বিষয়ীক্রিয়েরন্। ন হি রূপাদিভিঃ স্বং রূপং পররূপং বা বিষয়ীক্রিয়তে, বিষয়ীক্রিয়ন্তে তু বাহ্যাধ্যাত্মিকানি ভূতভৌতিকানি চৈতন্যেন। অতশ্চ যথৈবাস্যা ভূত-

---

আহ—"যদনুভবনম্" ইতি। যথা হি ভূতপরিণামভেদো রূপাদির্ন তু ভূতচতুষ্টয়াদর্থান্তরম্ এবং ভূতপরিণামভেদ এব চৈতন্যং ন তু ভূতেভ্যোঽর্থান্তরং, যেন পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরিতি তত্ত্বানীতি প্রতিজ্ঞাব্যাঘাতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তম্ভবতি—চতুর্ণামেব ভূতানাং সমস্তং জগৎ পরিণামঃ, ন ত্বস্তি তত্ত্বান্তরং, যস্য পরিণামো রূপাদয়োঽন্যদ্বা পরিণামান্তরমিতি। অত্রোক্তাভিস্তাবদনুপপত্তিভির্দ্দেহধর্ম্মত্বং নিরস্তম্। তথাপ্যুপপত্ত্যন্তরাভিধিৎসয়াহ "তর্হি" ইতি। ভূতধর্ম্মা রূপাদয়ো জড়ত্বাদ্বিষয়া এব দৃষ্টা ন তু বিষয়িণঃ। ন চ কেষাঞ্চিদ্বিষয়াণামপি বিষয়িত্বং ভবিষ্যতীতি বাচ্যং, স্বাত্মনি বৃত্তি-(ক্রিয়া-) বিরোধাৎ। ন চোপলব্ধাবেষ প্রসঙ্গস্তস্যা অজড়ায়াঃ স্বয়ম্প্রকাশত্বাভ্যুপগমাৎ। কৃতোপপাদনঞ্চৈতৎ পুরস্তাৎ। উপলব্ধিবদিতি সূত্রাবয়বং যোজয়তি—"যথৈবাস্যা" ইতি। উপলব্ধিগ্রাহিণ এব প্রমাণাৎ শরীরব্যতি-

---

কি? তাহা কি ভূতাতিরিক্ত পৃথক্ পদার্থ? কি রূপাদির ন্যায় ভৌতিক ধর্ম্ম? তোমরা ভূতাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব মান না, সে জন্য তোমরা ভূতসমুৎপন্ন চৈতন্যকে ভূতাতিরিক্ত বস্তু বলিয়া মান্য করিতে পার না। তোমরা বল, উহা ভূতসংঘের ধর্ম্ম বা গুণ, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, সে পক্ষেও অনেক বাধা আছে। তোমরা হয়-ত বলিবে, যাহা ভূত-ভৌতিক-পদার্থবিষয়ক অনুভব, তাহাই চৈতন্য। এ কথা ঐটুকু ভাবিয়া বলিলেই ভাল হয়। ভাবিয়া দেখ, ভূত ও ভৌতিক সমস্তই সেই চৈতন্যপদার্থের বিষয় অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু; সুতরাং তাদৃশ চৈতন্য কোনও ক্রমে ভূতধর্ম্ম হইবার যোগ্য নহে। কেননা, তাহাতে স্বাত্ম-বৃত্তি ক্রিয়া বিরোধরূপ বাধা দেখা যায়। অগ্নি উষ্ণ, কিন্তু সে আপনাকে দগ্ধ করে না। যাহা তাহার বিষয়—অধিকারগত, সে তাহাকেই দগ্ধ করে। নট যতই শিক্ষিত হউক, সে আপনার স্কন্ধে আরোহণ করিতে অসমর্থ। সেইরূপ, ভূত-ভৌতিক-সমুৎপন্ন ভূত-ভৌতিক-ধর্ম্ম চৈতন্যও ভূত-ভৌতিককে বিষয় (অনুভব) করিতে অসমর্থ। অথচ দেখা যায়, চৈতন্য বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, প্রত্যেক ভূত-ভৌতিক পদার্থকেই বিষয় করিতেছে, (অবগাহনপূর্ব্বক প্রকাশ বা সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদান করিতেছে)। [অতশ্চ...পত্তেশ্চ] অতএব, তোমরা যেমন ভূত-ভৌতিকবিষ-

ভৌতিকবিষয়ায়া উপলব্ধের্ভাবোঽভ্যুপগম্যতে, এবং ব্যতিরে-কোঽপ্যাস্যাস্তেভ্যোঽভ্যুপগন্তব্যঃ।

উপলব্ধিস্বরূপমেব চ ন আত্মা ইত্যাত্মনো দেহব্যতিরিক্তত্বং নিত্যত্বঞ্চোপলব্ধেরৈকরূপ্যাৎ। 'অহমিদমদ্রাক্ষম্' ইতি চাবস্থান্তর-যোগেঽপ্যুপলব্ধৃত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাৎ স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ। যত্ত্বুক্তং শরীরে ভাবাচ্ছরীরধর্ম্ম উপলব্ধিরিতি, তদ্বর্ণিতেন প্রকারেণ প্রত্যুক্তম্। অপি চ, সৎসু প্রদীপাদিষূপকরণেষু উপলব্ধির্ভবতি, অসৎসু ন ভবতি। ন চৈতাবতা প্রদীপাদিধর্ম্ম

রেকোঽপ্যবগম্যতে। তস্মাত্ততঃ স্বয়ম্প্রকাশপ্রত্যয়েন ভূতধর্ম্মেভ্যো জড়েভ্যো বৈলক্ষণ্যেন ব্যতিরেকনিশ্চয়াৎ।

অস্তু তর্হি ব্যতিরেকোপলব্ধির্ভূতেভ্যঃ স্বতন্ত্রা, তথাপ্যাত্মনি প্রমাণাভাব ইত্যত আহ—"উপলব্ধিস্বরূপমেব চ ন আত্মা" ইতি। আজানতস্তাবদুপলব্ধিভেদো নানু-ভূয়ত ইতি বিষয়ভেদাদভ্যুপেয়ঃ। ন চোপলব্ধিব্যতিরেকিণাং বিষয়াণাং প্রথা সম্ভবতীত্যুপপাদিতম্। ন চ বিষয়ভেদগ্রাহি প্রমাণমস্তীতি চোপপাদিতং ব্রহ্মতত্ত্ব-সমীক্ষায়ামস্মাভিঃ। এবঞ্চ সতি বিষয়রূপতদ্ভেদাবেব সুদুর্লভাবিতি দূরনিরস্তা বিষয়ভেদাদুপলব্ধিভেদ-সংকথা। তেনোপলব্ধেরুপলব্ধৃত্বমপি ন তাত্ত্বিকং, কিং ত্ববিদ্যাকল্পিতম্। তত্রাবিদ্যাদশায়ামপ্যুপলব্ধেরভেদ ইত্যাহ—"অহমিদমদ্রাক্ষমিতি চ" ইতি। ন কেবলং তাত্ত্বিকাভেদান্নিত্যত্বমতাত্ত্বিকাদপি নিত্যত্বমেবেতি তস্যার্থঃ। স্মৃত্যাদ্যুপপত্তেশ্চ। নানাত্বে হি নান্যেনোপলব্ধেঽন্যস্য পুরুষস্য স্মৃতিরুপপদ্যেত ইত্যর্থঃ। নিরাকৃতমপ্যর্থং নিরাকরণান্তরায়ানুভাষতে—"যত্তূক্তম্" ইতি। যো হি—

য়িণী উপলব্ধির (যাহার দ্বারা ভূতভৌতিকের সত্তাসিদ্ধি বা অস্তিত্ব অনুভূত বা প্রকাশিত) হয়, তাহার ভাব অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর, সেইরূপ আমরাও সেই পদার্থের—সেই উপলব্ধিনামক বস্তুর ব্যতিরেক অর্থাৎ দেহাদি ব্যতিরিক্ততা স্বীকার করি।

আমরা আত্মাকে উপলব্ধিরূপ বলিয়া জানি এবং উপলব্ধির বা আত্মার এক-রূপতা বা অভেদ থাকায় নিত্যতা ও দেহাতিরিক্ততা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য করি। 'অহমিদমদ্রাক্ষং'—আমি ইহা দেখিয়াছি' এইরূপ জ্ঞান—প্রত্যভিজ্ঞান অন্য অবস্থাতেও অব্যভিচরিত দৃষ্ট হয়। তৎকালে ও এতৎকালে একই উপলব্ধা আমি, অথবা একমাত্র আমিই উক্ত উভয়কালে তদ্বস্তুর উপলব্ধা। যেহেতু একই উপলব্ধা ত্রিকালব্যাপী, সেই হেতু স্মৃতিপ্রভৃতি সমস্তই উপপন্ন হয়। বিভিন্ন জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও অনুভবিতা হইলে নিশ্চিত স্মৃত্যাদি পদার্থ থাকিত না, লোপপ্রাপ্ত হইত। [যত্তূক্তং…ক্তিত্বম্] উপলব্ধি বা অনুভব শরীরবিদ্যমানে বিদ্যমান থাকে, শরীর অবিদ্যমানে থাকে না, সেই জন্য, উপলব্ধিকে শরীরের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায়, এ কথার খণ্ডন পূর্ব্বোক্ত বর্ণনার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। আরও দেখ, যদি আলোক-

এবোপলব্ধির্ভবতি। এবঞ্চ সতি দেহভাবে উপলব্ধির্ভবতি, সতি চ ন ভবতীতি ন দেহধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। উপকরণত্বমাত্রেণাপি প্রদীপাদিবৎ দেহোপযোগোপপত্তেঃ। ন চাত্যন্তং দেহস্যোপলব্ধাবুপযোগো দৃশ্যতে। নিশ্চেষ্টেঽপি হ্যস্মিন্ দেহে স্বপ্নে নানাবিধোপলব্ধিদর্শনাৎ। তস্মাদনবদ্যং দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽস্তিত্বম্ ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৩। ৩। ৫৫ ॥ *

সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকীয়ং কথা। সম্প্রতি প্রকৃতামেবানুবর্ত্তামহে। "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত" "লোকেষু পঞ্চবিধং সামোপাসীত" "উক্থমুক্থমিতি বৈ প্রজা বদন্তি। তদিদমে-

---

দেহব্যাপারাদুপলব্ধিরুৎপদ্যতে, তেন দেহধর্ম্ম ইতি মন্যতে, তং প্রতীদং দূষণম্। "ন চাত্যন্তং দেহস্য" ইতি। প্রকৃতমুপসংহরতি—"তস্মাদনবদ্যম্" ইতি ॥৩।৩।৫৪॥

স্বরাদিভেদাৎ প্রতিবেদমুদ্গীথাদযো ভিদ্যন্তে, তদনুবদ্ধাস্তু প্রত্যয়াঃ প্রতিশাখং বিহিতা ভেদেন। তত্র সংশয়ঃ। কিং যস্মিন্ বেদে যদুদ্গীথাদয়ো বিহিতাঃ, তেষা-

---

প্রদ প্রদীপাদি উপস্থিত থাকে, তবেই বস্তূপলব্ধি হয়, নচেৎ হয় না, ইহা দেখিয়া উহাকে (উপলব্ধিকে) কি প্রদীপাদির ধর্ম্ম বলিবে ? না, তাহা বলিতে পার ? যদি না পার, তবে, দেহবিদ্যমানে উপলব্ধির বিদ্যমানতা ও দেহ অবিদ্যমানে উপলব্ধির অবিদ্যমানতা বা অভাব অবধারণ করিতেও সমর্থ নহ। দেহ প্রদীপাদির ন্যায় উপলব্ধির অন্যতম উপকরণ, এ পক্ষও উপপন্ন হয়। উপলব্ধির প্রতি এতদ্দেহের আত্যন্তিক উপযোগিও নাই। কারণ, এতদ্দেহ নিশ্চেষ্ট থাকিলেও স্বপ্নকালে নানা প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইত্যাদি ইত্যাদি যুক্তি, অনুভব ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বপক্ষই সাধু বলিয়া অবধারিত হয় ॥ ৩। ৩। ৫৪ ॥

প্রসঙ্গাগত কথা শেষ হইল। এক্ষণে "প্রকৃতমনুসরামঃ"—প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। "উদ্গীথাংশ ওঁ-অক্ষরকে উপাসনা করিবেক" ইত্যাদি ক্রমে ওঁ-অক্ষরে প্রাণবুদ্ধি উৎপাদনপূর্ব্বক উপাসনা করিবার শ্রৌত বিধান দৃষ্ট হয়। "লোক বিষয়ে পাঁচ প্রকার সাম-উপাসনা করিবেক।" ইত্যাদি শ্রুতিতে হিঙ্কারাদি পঞ্চ-

---

* অঙ্গাববদ্ধাঃ কর্ম্মাঙ্গাবলম্বনা উপাস্তয়ো ন প্রতিবেদং বেদে বেদে ভিন্নাঃ, কিন্তুভিন্নাঃ শাখাসু সর্ব্বাস্বিতি সূত্রপদানামর্থঃ।

যজ্ঞাদি কর্ম্মের উদ্গীথ প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গ অবলম্বন করিয়া যে সকল উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল সর্ব্বত্র সমান অর্থাৎ একই উপাসনা সেই সেই বেদের সেই সেই শাখায় কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বোক্থমিয়মেব পৃথিবী। অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ" ইত্যেবমাদ্যা যে উদ্গীথাদিকর্ম্মাঙ্গাববদ্ধাঃ প্রত্যয়াঃ প্রতিবেদং শাখাভেদেষু বিহিতাঃ, তে তচ্ছাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষু ভবেয়ুঃ? অথবা সর্ব্বশাখাগতেষু? ইতি বিশয়ঃ। প্রতিশাখঞ্চ স্বরাদিভেদাদুদ্গীথাদিভেদমাদায়ায়মুপন্যাসঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? স্বশাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষু বিধীয়েরন্নিতি। কুতঃ? সন্নিধানাৎ। "উদ্গীথমুপাসীত" ইতি হি সামান্যবিহিতানাং বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং সন্নিকৃষ্টেনৈব স্বশাখাগতেন বিশেষেণাকাঙ্ক্ষা-

---

মেব তদ্বেদবিহিতাঃ প্রত্যয়াঃ? উতান্যবেদবিহিতানামপ্যুদ্গীথাদীনাং তে প্রত্যয়া ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্। 'ওমিত্যক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতেত্যুদ্গীথশ্রবণেনোদ্গীথসামান্যমবগম্যতে, নির্ব্বিশেষস্য চ তস্যানুপপত্তের্ব্বিশেষাকাঙ্ক্ষায়াং স্বশাখাবিহিতস্য বিশেষস্য সন্নিধানাৎ তেনৈবাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তের্ন শাখান্তরীয়মুদ্গীথান্তরমপেক্ষতে। ন চৈবং সন্নিধানেন শ্রুতিপীড়া। যদি হি শ্রুতিসমর্পিতমপ্যমপবাধেত, ততঃ শ্রুতিং

ভেদবিশিষ্ট সামে * পৃথিব্যাদি বুদ্ধি আরোপিত করত উপাসনা করিবার উপদেশও আছে। প্রাণিগণ ইহাকে উক্থ—উক্থ বলে। এই যে পৃথিবী, ইহাই সেই উক্থ—" ইত্যাদি বাক্যেও উক্থাভিধেয় শস্ত্রে পৃথিবী বুদ্ধি করিবার আদেশ আছে। (শস্ত্র = ইহা এক প্রকার স্তোত্র বা গান। উক্থও এক প্রকার শস্ত্র। ইহা যজ্ঞকালে গীত হইয়া থাকে)। "এই লোক, ইহা এই ইষ্টকাচিত অগ্নি।" ইত্যাদি শাস্ত্রে ইষ্টকাগ্নিতে লোক-বুদ্ধি আরোপিত করিবার (লোকজ্ঞানে ইষ্টকাগ্নি উপাসনা করিবার) কথা আছে। এইরূপ আরও অনেক প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান (উপাসনাবিশেষ) প্রত্যেক বেদের শাখায় শাখায় কর্ম্মাঙ্গ প্রতীকে উৎপাদন করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। (উদ্গীথ, সামগান, উক্থ, শস্ত্র, এ সমস্তই যজ্ঞের অঙ্গ, এ সকল অবলম্বন করিয়া ঐরূপ ঐরূপ উপাসনার বিধান আছে)। সে সকল বিধান দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সকল কর্ম্মাঙ্গাশ্রিত উপাসনা কি সেই সেই শাখাতেই নিবদ্ধ? কি সমুদায় শাখায় সমানরূপে বিহিত? প্রত্যেক বিভিন্ন শাখায় স্বরভেদ প্রভৃতি থাকায় উদ্গীথাদিরও ভেদ আছে, সেই ভেদ লক্ষ্য করিয়া উক্ত সংশয়ের উৎপত্তি। [কিন্তাবৎ...ইতি] কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায়—উক্ত

---

* সামগানের হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার ও নিধন,—এই পাঁচ নামে পাঁচ বিভাগ আছে। অর্থাৎ পর পর ঐ পাঁচ বিভাগ সামগানে গীত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উদ্গীথ গানের অবলম্বন প্রণব। প্রাণ-ভাবনায় তাহার উপাসনা করার বিধান দৃষ্ট হয়। এই পৃথিবীই হিংকার, অগ্নিই প্রস্তাব, অন্তরীক্ষই উদ্গীথ, আদিত্যই প্রতিহার এবং দিব্ নিধন, ইত্যাকার ভাবনায় সাম-উপাসনা করিবার কথাও আছে।

নিবৃত্তেস্তদতিলঙ্ঘনেন শাখান্তরবিহিতবিশেষোপাদানে কারণং নাস্তি। তস্মাৎ প্রতিশাখং ব্যবস্থেতি। এবং প্রাপ্তে ব্রবীতি "অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইতি।

তু-শব্দঃ পরপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নৈতে প্রদিবেদং স্বশাখাস্বেব ব্যবতিষ্ঠেরন্, অপি তু সর্ব্বশাখাস্বনুবর্ত্তেরন্। কুতঃ। উদ্গীথাদিশ্রুত্যবিশেষাৎ। স্বাশাখাব্যবস্থায়াং হি উদ্গীথমুপাসীতেতি সামান্যশ্রুতিরবিশেষপ্রবৃত্তা সতী সন্নিধানবশেন বিশেষে ব্যবস্থাপ্যমানা পীড়িতা স্যাৎ, ন চৈতন্ন্যায্যম্। সন্নিধানাদ্ধি

পীডয়েৎ, ন চৈতদস্তি। ন হ্যুদ্গীথশ্রুত্যভিহিতলক্ষিতৌ সামান্যবিশেষৌ বাধিতৌ স্বশাখাগতয়োঃ স্বীকরণাৎ শাখান্তরীয়াস্বীকারেঽপি। যথাহুঃ—

"জাতিব্যক্তী গৃহীত্বেহ বয়ন্তু শ্রুতলক্ষিতে।
কৃষ্ণাদি যদি মুঞ্চামঃ কা শ্রুতিস্তত্র পীড্যতে॥"

এবং প্রাপ্তম্।

এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—উদ্গীথাদ্যঙ্গাববদ্ধাস্ত প্রত্যয়া নানাশাখাসু প্রতিবেদমনুবর্ত্তেরন্। ন প্রতিশাখং ব্যবতিষ্ঠেরন্। উদ্গীথমিত্যাদিসামান্যশ্রুতেরবিশেষাৎ। এতদুক্তম্ভবতি। যুক্তং শুক্লং পটমানয়েত্যাদৌ পটশ্রুতিমবিশেষপ্রবৃত্তামপি সন্নিধানাৎ শুক্লশ্রুতির্ব্বাধত ইতি, বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নপ্রযুক্তত্বাৎ পদানাং সমভিব্যাহারস্যাঽন্যথা তদনুপপত্তেঃ। ন চ স্বার্থমস্মারয়িত্বা বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়নং পদানামিতি বিশিষ্টার্থপ্রযুক্তং স্বার্থস্মারণং, ন স্বপ্রযোজকমপবাধিতুমুৎসহতে।

উদ্গীথাদি উপাসনা সেই সেই শাখায় বিহিত, সর্ব্ব শাখায় নহে। কারণ, সন্নিধি প্রমাণে তাহাই প্রতীত করায়। বিবেচনা কর, "উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" এই সামান্য বিধান বিশেষ বিধির আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। অর্থাৎ কোন্ উদ্গীথের কোথায় কিরূপে উপাসনা করিবে? এইরূপ বিশেষাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। অনন্তর সেই সেই শাখায় যে যে বিশেষ অভিহিত হইয়াছে, সেই সেই বিশেষই সন্নিহিত হয়, প্রথমতঃ বুদ্ধিতে আইসে। বুদ্ধিস্থ হইলেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। স্বশাখাবিহিত বিশেষ গ্রহণ করিবার অল্পমাত্রও কারণ দেখা যায় না। অতএব, শাখাভেদে ব্যবস্থা হওয়াই সঙ্গত, অর্থাৎ সেই সেই উপাসনা সেই সেই শাখাতেই বিহিত, এই পক্ষই ন্যায্য। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপক্ষ স্থাপনার্থ সূত্র বলা হইল—অঙ্গাববদ্ধাস্তু।

[তু শব্দঃ...স্যুঃ] তু-শব্দ পূর্ব্বপক্ষের নিষেধক, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের সেই সেই শাখায় সেই সেই উপাসনা পৃথক্রূপে বিহিত, এ পক্ষ গ্রাহ্য নহে। ঐ সকল উপাসনা সমুদয় শাখাতেই অনুবর্ত্তন করে। অর্থাৎ একই উদ্গীথ উপাসনা সমুদায় শাখায় কথিত, এই পক্ষই সাধু, এই সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত। কেননা, "উদ্গীথ" এই শব্দরূপের কোনরূপ বিশেষ বা ভেদ নাই। সর্ব্বত্রই

শ্রুতির্ব্বলীয়সী। সামান্যাশ্রয়ঃ প্রত্যয়ো নোপপদ্যতে। তস্মাৎ স্বরাদিভেদে সত্যপ্যুদ্গীথত্বাদ্যবিশেষাৎ সর্ব্বশাখাগতেষ্বেবোদ্গীথাদিষ্বেবঞ্জাতীয়কাঃ প্রত্যয়াঃ স্যুঃ ॥ ৩।৩।৫৫॥

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৬॥ *

অথবা নৈবাত্র বিরোধ আশঙ্কিতব্যঃ—কথমন্যশাখাগতেষূদ্গাথাদিষ্বন্যশাখাবিহিতাঃ প্রত্যয়া ভবেয়ুরিতি। মন্ত্রাদিবদবিরোধোপপত্তেঃ। তথা হি মন্ত্রাণাং কর্ম্মণাং গুণানাঞ্চ শাখান্তরোৎপন্নানামপি শাখান্তর উপসংগ্রহো দৃশ্যতে। যেষামপি হি শাখিনাং "কুটরুরসি" ইত্যশ্মাদানমন্ত্রো নাম্নাতঃ, তেষামপ্যসৌ বিনিয়োগো দৃশ্যতে---"কুক্কুরোঽসীত্যশ্মানমাদত্তে কুটরুরসীতি

মা চ বাধি প্রযোজকাভাবেন স্বার্থস্যাবণমপীতি যুক্তমবিশেষপ্রবৃত্তায়া অপি শ্রুতেরেকস্মিন্নেব বিশেষেঽবস্থাপনম্, ইহ তু উদ্গীথশ্রুতেরবিশেষণ। বিশিষ্টার্থপ্রত্যায়কত্বাৎ সঙ্কোচে প্রমাণং কিঞ্চিন্নাস্তি। ন চ সন্নিধিমাত্রমপবাধিতুমর্হতি। শ্রুতিসামান্যদ্বারেণ চ সর্ব্ববিশেষগামিন্যাঃ শ্রুতেরেকস্মিন্নবস্থানং পীড়ৈব। তস্মাৎ সর্ব্বোদ্গীথবিষয়াঃ প্রত্যযা ইতি ॥ ৩। ৩। ৫৫ ॥

বিরুদ্ধমিতি নঃ ক সম্প্রত্যয়ো যৎ প্রমাণেন নোপলভ্যতে। উপলব্ধঞ্চ

সমান উদ্গীথ-শব্দ আছে। উক্থ উপাসনা ও উকথাদি শব্দ উভয়ই সর্ব্বশাখায় সমান। সন্নিধি অনুসারে ঐ সকলকে বিশেষ অর্থে স্থাপন করিতে গেলে অবশ্যই ঐ সকল শব্দ নিপীড়িত হইবেক। তাহা ন্যায্য নহে। শ্রুতি সন্নিধি অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ, এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। অতএব, স্বরভেদ ও প্রয়োগভেদ প্রভৃতি থাকিলেও উদ্গীথ স্বরূপের ভেদ না থাকায় সমুদায় শাখায়ই উদ্গীথ এক এবং একজাতীয় ॥ ৩। ৩। ৫৫ ॥

কেমন করিয়া এক শাখায় কথিত উদ্গীথ প্রভৃতিতে অন্য শাখোক্ত জ্ঞান সংযোজিত হইবেক, তাহা বিরুদ্ধ কি না, এ আশঙ্কা করিও না। মন্ত্র ও কর্ম্ম, উভয়ই গুণ অর্থাৎ কর্ম্মের অঙ্গ, এই সমুদায়ের দৃষ্টান্তে উক্ত সিদ্ধান্ত অবিরুদ্ধ। উদাহরণ দেখ। মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণ, এ সকল এক শাখায় সমুৎপন্ন অর্থাৎ প্রথমোপদিষ্ট বা প্রথম পরিজ্ঞাত, অথচ সে সকল অন্য শাখায় গৃহীত হইতে দেখা যায়। যজুঃশাখায় "কুটরুরসি"—ইত্যাদি মন্ত্র নাই, না থাকিলেও তাহা শাখান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। মন্ত্রটী তণ্ডুল পেষক প্রস্তর গ্রহণের মন্ত্র। সেই কার্য্যের জন্য যজুঃশাখায় তদ্বিকল্পে "কুক্কু-

---

* যদ্বা মন্ত্রাদদৃষ্টান্তেনাবিবোধঃ বিরোধ এব নাস্তীত্যর্থঃ।
অথবা মন্ত্রাদির দৃষ্টান্তের অবিরোধ অর্থাৎ বিরোধাভাব স্থির কর। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)

বা” ইতি। যেষামপি চ সমিদাদয়ঃ প্রযাজা নাম্নাতাঃ, তেষামপি তেষ্ণ গুণবিধিরাম্নায়তে “ঋতবো বৈ প্রযাজাঃ সমানমত্র হোতব্যাঃ” ইতি। তথা যেষামপি “অজোঽগ্নীষোমীয়ঃ” ইতি জাতিবিশেষোপদেশো নাস্তি, তেষামপি তদ্বিশেষবিষয়ো মন্ত্রবর্ণ উপলভ্যতে “ছাগস্য বপায়া মেদসোঽনুব্রূহি” ইতি। তথা বেদান্তরোৎপন্নানামপি “অগ্নের্ব্বৈহোত্রং বেরধ্বরম্” ইত্যাদিমন্ত্রাণাং বেদান্তরে পরিগ্রহো দৃষ্টঃ। তথা বহ্বৃচপঠিতস্য সূক্তস্য “যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্” ইত্যস্য “অধ্বর্য্যবে সজনীয়ং শস্যম্” ইত্যত্র পরিগ্রহো দৃষ্টঃ। তস্মাদ্ যথা আশ্রয়াণাং কর্ম্মাঙ্গানাং সর্ব্বত্রানুবৃত্তিরেবমাশ্রিতানামপি প্রত্যয়ানামিত্যবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৬॥

মন্ত্রাদিষু শাখান্তরীয়েষু শাখান্তরীয়কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং, তদ্বদিহাপীতি দর্শনাদবিরোধঃ। এতচ্চ দর্শিতং ভাষ্যেণ সুগমেনেতি ॥ ৩। ৩। ৫৬ ॥

টোঽসি—” ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। [যেষা...দৃষ্টঃ] মৈত্রায়ণী শাখায় প্রযাজ-নামক যাগের অন্তর্গত সমিদ্ যাগ প্রভৃতি অভিহিত হয় নাই; না হইলেও সে সকলের অঙ্গতা (কর্ত্তব্যতা) বোধক বিধান “তুল্যকর্ম্ম স্থলে ঋতু অর্থাৎ ষট্‌সংখ্যক প্রযাজ হোম করিবেক, এবংক্রমে সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে। (সমিদ্ প্রভৃতি ৬টীর যোগে প্রযাজ যাগ সম্পন্ন হয়। এখানে হেমন্ত শিশিরের ঐক্য স্থির করিয়া ঋতুশব্দ-বোধিত পঞ্চ সংখ্যার গ্রহণ হইয়াছে। অগ্নি ও সোম এতন্নামক দেবতাযুগ্মের উদ্দেশে ছাগ-পশু সংজ্ঞপন করিবেক, এরূপ বিস্পষ্ট উপদেশ যজুঃশাখায় নাই। যজুঃশাখায় মাত্র পশুর বিধান আছে, কিন্তু কোনজাতীয় পশু, তাহার উল্লেখ নাই। না থাকিলেও “ছাগের বপা ও মেদ সম্বন্ধে অনুজ্ঞা দাও” এই মন্ত্রের অর্থ দৃষ্টে সর্ব্বত্রই ছাগপশু গৃহীত হয়। “অগ্নের্ব্বৈহোত্রং—” ইত্যাদি মন্ত্র সামবেদোৎপন্ন, সামবেদেই অভিহিত, অথচ সে সকল অন্য বেদেও (যজুর্ব্বেদেও) গৃহীত হইতে দেখা যায়। “যিনি জন্মিয়াই প্রথম অর্থাৎ গুণজ্যেষ্ঠ ও বিবেকী—ইত্যাদি মন্ত্র ঋগ্বেদোৎপন্ন, অথচ সে সকল মন্ত্র অধ্বর্য্যুগণ (যজুঃকর্ম্মকারী পুরোহিতগণ) কর্ত্তৃক শংসিত হইয়া থাকে। (শংসন অর্থাৎ যজ্ঞদেবতাগণের স্তুতির জন্য মন্ত্র উচ্চারণ)। [তস্মাৎ... বিরোধঃ] অতএব যেমন একত্র শ্রুত কর্ম্মাঙ্গনিচয় সর্ব্বত্র গমন করে, তেমনি, একত্র শ্রুত প্রত্যয় বা উপাসনাও অন্যত্র গমন করে অর্থাৎ গৃহীত হয়। প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে তাহা বিরুদ্ধ নহে; প্রত্যুত অবিরুদ্ধ ॥ ৩। ৩। ৫৬ ॥

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥৩।৩।৫৭॥*

"প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ" ইত্যস্যামাখ্যায়িকায়াং ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ বৈশ্বানরস্যোপাসনং শ্রূয়তে। ব্যস্তোপাসনং তাবৎ "ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্সে্ব ইতি, "দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচ। এষ বৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে্ব" ইত্যাদি। তথা সমস্তোপাসনমপি "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ

বৈশ্বানরবিদ্যায়াং ছান্দোগ্যে কিং ব্যস্তোপাসনং সমস্তোপাসনঞ্চ? উত সমস্তোপাসনমেব? ইতি। তত্রদিবমেব ভগবোরাজন্নিতি হোবাচ" ইতি প্রত্যেকমুপাসনশ্রুতেঃ প্রত্যেকঞ্চ ফলবত্ত্বাম্নানাৎ, সমস্তোপাসনে চ ফলবত্ত্বশ্রুতেরুভয়থাপ্যুপাসনম্। ন চ যথা বৈশ্বানরীয়েষ্টৌ যদষ্টাকপালো ভবতীত্যাদীনামবযুত্যবাদানাং প্রত্যেকং ফলশ্রবণেঽপ্যর্থবাদমাত্রত্বং, বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেদিত্যস্যৈব তু ফলবত্ত্বম্, এবমত্রাপি ভবিতুমর্হতি। অত্র হি

উপনিষদে প্রাচীনশাল ও ঔপমন্যব প্রভৃতি কতিপয় ঋষি ও রাজর্ষি ঘটিত একটী আখ্যায়িকা আছে। তাহাতে ব্যস্ত বৈশ্বানরের উপাসনা ও সমস্ত বৈশ্বানরের উপাসনা, দ্বিবিধ উপাসনাই শ্রুত হয়। (ব্যস্ত = এক এক অঙ্গের উপাসনা। সমস্ত = সমুদায়ে বা নিখিল অবয়বে একই উপাসনা।) ব্যস্ত উপাসনা যথা—"হে ঔপমন্যব, তুমি কোন্ আত্মাকে বৈশ্বানর ভাবনায় উপাসনা কর? অর্থাৎ তুমি কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা বলিয়া জ্ঞান কর? উপাসনা কর?" ঔপমন্যব বলিলেন, রাজন্, ভগবন্, আমি দ্যুলোক বৈশ্বানরের উপাসনা করি। প্রাচীনশাল বলিলেন, সুপ্রসিদ্ধ সুতেজা (দিব্) বৈশ্বানর আত্মার অবয়ব, তুমি তাহার উপাসনা কর। অর্থাৎ তুমি বৈশ্বানর আত্মার একাংশ বা একাবয়বের মাত্র উপাসনা কর, তাহাতে সমগ্র উপাসনা সিদ্ধ হয় না। সমস্ত বা সমগ্র উপাসনা যথা—"সুতেজা অর্থাৎ দ্যুলোক প্রস্তাবিত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, হৃদয় অন্তরীক্ষ, উদধি বস্তি, পৃথিবী পদ—"

---

* ভূম্নঃ সমগ্রস্য সাঙ্গপ্রধানস্য ক্রতোর্যাগস্যেবাঽস্য সমগ্রস্যৈব জ্যায়স্ত্বং প্রাধান্যং জ্ঞেয়ম্। সমস্তোপাসনমেবাত্র বিবক্ষিতমিতি যাবৎ। হি যতঃ তথা দর্শয়তি সমগ্রস্যৈব জ্যায়স্ত্বং বিজ্ঞাপয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ।

বৈশ্বানর-বিদ্যায় (উপাসনায়) পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা অভিহিত হইলেও সে সকলের প্রাধান্য নাই। সে সকল উপাসনা প্রধান উপাসনার অঙ্গমাত্র, সুতরাং সে সকলের সহিত অনুষ্ঠিত প্রধানের উপাসনাই বলবৎ। প্রধান যাগ যেমন কতিপয় অঙ্গযাগ সহ অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি, বৈশ্বানর-আত্মার উপাসনাও ঐ সকল অঙ্গীভূত উপাসনার সহিত মিলাইয়া অনুষ্ঠিত হয়। শ্রুতি তাহাই দেখাইয়াছেন অর্থাৎ সমগ্র উপাসনারই প্রাধান্য বলিয়াছেন।

পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ” ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ। কিমিহোভয়থাপ্যুপাসনং স্যাৎ—ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ? উত সমস্তস্যৈব? ইতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? প্রত্যবয়বং সুতেজঃপ্রভৃতিষু উপাস্স্বেতি ক্রিয়াপদশ্রবণাৎ “তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে” ইত্যাদিফলভেদশ্রবণাচ্চ ব্যস্তান্যপ্যুপাসনানি স্যুরিতি প্রাপ্তম্। ততোঽভিধীয়তে—

“ভূম্নঃ” পদার্থোপচয়াত্মকস্য সমস্তস্য বৈশ্বানরোপাসনস্য জ্যায়স্ত্বং প্রাধান্যেনাস্মিন্ বাক্যে বিবক্ষিতং ভবিতুমর্হতি, ন প্রত্যেকমবয়বোপাসনমপি। ক্রতুবৎ। যথা ক্রতুষু দর্শপূর্ণমাস-

---

দ্বাদশকপালং নির্ব্বপেৎ” ইতি বিধিবিভক্তিশ্রুতির্যদষ্টাকপালো ভবতীত্যাদিষু বর্ত্তমানাপদেশঃ। ন চ বচনানি ত্বপূর্ব্বত্বাদ্ ইতি বিধিকল্পনা। অবয়ুত্যবাদেন স্তুত্যাপ্যুপপত্তেঃ। ইহ তু সমস্তে ব্যস্তে চ বর্ত্তমানাপদেশস্যাবিশেষাদগৃহ্যমাণ-বিশেষতয়া উভয়ত্রাপি বিধিকল্পনায়াঃ ফলকল্পনায়াশ্চ ভেদাৎ। নিন্দায়াশ্চ সমস্তোপাসনারম্ভে ব্যস্তোপাসনেঽপ্যুপপত্তেঃ। শ্যামো বা শ্বাহুতিমভ্যবহরতীতিবৎ উভয়বিধমুপাসনম্, ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে।

সমস্তোপাসনস্যৈব জ্যায়স্ত্বং ন ব্যস্তোপাসনস্য। যদ্যপি বর্ত্তমানাপদেশত্ব-

---

ইত্যাদি। [তত্র...তদ্বৎ] আখ্যায়িকা দৃষ্টে সংশয় হয়, শ্রুতি কি ঐ সকল বাক্যে ব্যস্ত সমস্ত দ্বিপ্রকার উপাসনারই বিধান করিয়াছেন? অথবা সমগ্র উপাসনা করিতে বলিয়াছেন? দেখা যায়, সুতেজা (দিব্) ও বিশ্বরূপ (সূর্য্য) প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতীকে “উপাসস্ব—উপাসনা কর” এইরূপ ক্রিয়াপদের শ্রবণ আছে ও সেই সেই বিজ্ঞানের বা উপাসনার “তোমার বংশে সোমযাগ সম্পন্ন হইতে দেখা যায়” ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ফল বর্ণিত আছে। তদ্দৃষ্টে পাওয়া যায়, বুঝা যায়, ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উপাসনাই শ্রুতিবিহিত। এইরূপ প্রথম পক্ষ স্থাপিত হইতে দেখিয়া সিদ্ধান্তপক্ষ কথনার্থ ৫৭ সূত্র বলা হইল।

সূত্রের অর্থ এই যে, ঐ বাক্যে বহুর অর্থাৎ সমস্ত বা সমগ্র উপাসনার (এক একটীর) প্রাধান্য নাই। অভিপ্রায় এই যে, ঐ সকল খণ্ড খণ্ড অবয়ব উপাসনা একত্রিত হইয়া প্রধানের অর্থাৎ বৈশ্বানর উপাসনার পূর্ণতা জন্মায়। ইহার উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ক্রতু অর্থাৎ যাগ। যেমন দর্শযাগ, পূর্ণমাস যাগ, তদন্তর্গত প্রযাজ ও অনুযাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গযাগ, এই সমস্ত পর পর যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইলে এক সাঙ্গোপাঙ্গ প্রধান যাগ নিষ্পন্ন হয়, তেমনি, ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব-উপাসনা পর পর যথাবিধানে সাধিত হইয়া সম্পূর্ণ সাঙ্গোপাঙ্গ বৈশ্বানর

প্রভৃতিষু সামস্ত্যেন সাঙ্গপ্রধানপ্রয়োগ একৈকো বিবক্ষ্যতে, ন ব্যস্তানামপি প্রয়োগঃ প্রযাজাদীনাম্‌, নাপ্যেকদেশাঙ্গযুক্তস্য প্রধানস্য, তদ্বৎ। কুত এতৎ? ভূমৈব জ্যায়ানিতি। তথা হি শ্রুতির্ভূম্নো জ্যায়স্ত্বং দর্শয়তি। একবাক্যত্বাবগমাৎ। একং হীদং বাক্যং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ং পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনাৎ প্রতীয়তে। তথা হি প্রাচীনশালপ্রভৃতয় উদ্দালকাবসানাঃ ষট্‌ ঋষয়ো বৈশ্বানরবিদ্যায়াং পরিনিষ্ঠামপ্রতিপদ্যমানা অশ্বপতিং কৈকেয়ং রাজানমভ্যাজগ্মুরিত্যুপক্রম্য, একৈকস্যর্ষেরুপাস্যং দ্যুপ্রভৃতীনামেকৈকং শ্রাবয়িত্বা "মূর্দ্ধা ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ" ইত্যাদিনা মূর্দ্ধাদিভাবং তেষাং বিদধাতি। "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ

মুভয়ত্রাপ্যবিশিষ্টং, তথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনয়া সমস্তোপাসনপরত্বস্যাবগমঃ। যৎপরং হি বাক্যং, তদস্যার্থঃ। তথাহি—প্রাচীনশালপ্রভৃতয়ো বৈশ্বানরবিদ্যা-নির্ণয়ায়াশ্বপতিং কৈকেয়মাজগ্মুঃ। তে চ তত্তদেকদেশোপাসনমুপন্যস্তবন্তঃ। তত্র কৈকেয়স্তত্তদুপাসননিন্দাপূর্ব্বং তন্নিবারণেন সমস্তোপাসনমুপসঞ্জহার।

আত্মার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কেহ দর্শাদি যাগের অঙ্গ কেবল প্রযাজ যাগ অনুষ্ঠান করে না এবং কেহ এক বা দুই অঙ্গ সহ প্রধানের অনুষ্ঠানও করে না, সমগ্রের অনুষ্ঠানই করে, করিলে যাগের সমগ্রতা বা পূর্ণতা হয়। [কুত…দর্শয়তি) এ কথা এই জন্য বলি, ভূমার অর্থাৎ বহুর জ্যায়স্ত্ব আছে। শ্রুতিও বহুর বা সমষ্টির জ্যায়স্ত্ব (প্রাধান্য) দেখা-ইয়াছেন। তাহা একবাক্যতার প্রভাবেই প্রতীত হয়। আখ্যায়িকাস্থ সন্দর্ভসমূহের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা (উপক্রম উপসংহার ও মধ্যভাগ অনুশীলন) করিলে প্রতীত হইবে, বৈশ্বানর-বিদ্যা (উপাসনা) বিষয়েই মিলিত ঐ সমুদায় একটী বাক্য। অর্থাৎ ঐ সমুদায় সন্দর্ভে একই বৈশ্বানর-বিদ্যা বিহিত বা অভিহিত হইয়াছে; সুতরাং সমস্ত মিলিয়া তদ্বোধক একটী মহাবাক্য হইয়াছে। বিবেচনা কর,—"প্রাচীনশাল প্রভৃতি ছয় জন ঋষি বৈশ্বানরবিদ্যার নিষ্ঠা অর্থাৎ ঠিক্‌ নিষ্কর্ষ বা শেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে না পারিয়া কেকয়বংশীয় অশ্বপতি রাজার নিকট গমন করিয়াছিলেন। (ইনিই তৎকালে বৈশ্বানর-বিদ্যায় সিদ্ধ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন)।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া মধ্যে এক এক ঋষির সুতেজ অর্থাৎ দিব্‌ প্রভৃতির উপাস্যতা বর্ণনা করিয়া "ইহা বৈশ্বানর আত্মার মস্তক" এবং ক্রমে সে সকলে বৈশ্বানরের মস্তকাদিভাব বলিয়াছেন বা বিধান করিয়াছেন। তৎপরে তিনি "যদি না আসিতে, তবে, তোমার মস্তক বিচ্ছিন্ন হইত"

যস্মা নাগমিষ্যঃ” ইত্যাদিনা চ ব্যস্তোপাসনমপবদতি। পুনশ্চ ব্যস্তোপাসনং ব্যাবর্ত্ত্য সমস্তোপাসনমেবানুবর্ত্ত্য “স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি” ইতি ভূমাশ্রয়মেব ফলং দর্শয়তি। যত্তু প্রত্যেকং সুতেজঃপ্রভৃতিষু ফলভেদশ্রবণং তদেবং সত্যঙ্গফলানি প্রধান এবাভ্যুচ্চিনোতীতি দ্রষ্টব্যম্। তথা উপাস্স্ব ইত্যপি প্রত্যবয়বমাখ্যাতশ্রবণং পরাভিপ্রায়ানুবাদার্থং, ন ব্যস্তোপাসনবিধানার্থম্, তস্মাৎ সমস্তোপাসনপক্ষ এব শ্রেয়ানিতি।

কেচিত্ত্বত্র সমস্তোপাসনপক্ষং জ্যায়াংসং প্রতিষ্ঠাপ্য জ্যায়স্ত্ববচনাদেব কিল ব্যস্তোপাসনপক্ষমপি সূত্রকারোঽনুমন্যত ইতি

তথা চৈকবাক্যতালাভায় বাক্যভেদপরিহারায় চ সমস্তোপাসনপরতৈব সন্দর্ভস্য লক্ষ্যতে। তস্মাদ্বহুফলসঙ্কীর্ত্তনং প্রধানস্তবনায়। সমস্তোপাসনস্যৈব তু ফলবত্ত্বম্ ইতি সিদ্ধম্।

একদেশিব্যাখ্যানমুপন্যস্য দূষয়তি—“কেচিত্ত্বত্র” ইতি। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদস্যান্যায্যত্বাৎ। নেদৃশং সূত্রব্যাখ্যানং সমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥ ৩।৩।৫৭ ॥

এইরূপ এইরূপ বাক্যে ব্যস্ত উপাসনার অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা করিয়াছেন। পুনর্ব্বার তিনি ব্যস্ত উপাসনার ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিয়া এবং সমগ্র উপাসনার উল্লেখ বা অনুকর্ষণ করিয়া “সেই উপাসক সমুদায় লোকে, সমুদায় ভূতে ও সকল শরীরে অন্নভোক্তা হয়” ইত্যাদিবিধ সমগ্রাশ্রিত ফল (সমগ্র উপাসনার ফল) শুনাইয়া দিয়াছেন।

[যত্তু···শ্রেয়ানিতি] সুতেজঃ (দিব্) প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকে ব্যস্ত অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল কথিত আছে সত্য; পরন্তু থাকিলেও সে সকল প্রধান (সমগ্র) উপাসনারই পোষক। অর্থাৎ সে সকলের প্রত্যেকের পৃথক্ ফল নাই। বৈশ্বানর আত্মার প্রত্যেক অবয়ব লক্ষ্য করিয়া “উপাস্স্ব—উপাসনা কর” এইরূপ উক্তি আছে সত্য; পরন্তু তাহা বা সে উক্তি পরাভিপ্রায় অনুবাদার্থ; সুতরাং ব্যস্তোপাসনাপক্ষ দুর্ব্বল এবং সমস্তোপাসনাপক্ষই প্রবল।

[কেচিত্ত্বত্র...পদ্যমানত্বাৎ] কোন কোন ব্যাখ্যাকার এই স্থানে সমস্তোপাসনা-পক্ষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়া, পশ্চাৎ সূত্রস্থ “জ্যায়স্ত্বং”—শব্দ দৃষ্টে ব্যস্তোপাসনাপক্ষও সূত্রকারের অনুমোদিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। (অভিপ্রায় এই যে, সমস্তোপাসনাই প্রশস্ত, বিশিষ্ট ফলদায়ক, কিন্তু ব্যস্তোপাসনা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট অল্পফলদায়ক)। এ ব্যাখ্যা যুক্ত ব্যাখ্যা নহে। কারণ এই যে, যখন সমুদায় সন্দর্ভ একই বাক্য বলিয়া স্থির জানা

কল্পয়ন্তি, তদযুক্তম্। একবাক্যাবগতৌ সত্যাং বাক্যভেদকল্পন-স্যান্যায্যত্বাৎ, "মূর্দ্ধা তে ব্যপতিষ্যৎ" ইতি চৈবমাদিনিন্দাবচন-বিরোধাৎ। স্পষ্টে চোপসংহারে সমস্তোপাসনাবগমে তদ-ভাবস্য পূর্ব্বপক্ষে বক্তুমশক্যত্বাৎ, সৌত্রস্য চ জ্যায়স্ত্ববচনস্য প্রমাণবত্ত্বাভিপ্রায়েণাপ্যুপপদ্যমানত্বাৎ ॥ ৩। ৩। ৫৭ ॥

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৩। ৩। ৫৮ ॥*

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে সত্যামপি সুতেজঃপ্রভৃতীনাং ফলভেদ-শ্রুতৌ সমস্তোপাসনং জ্যায় ইত্যুক্তম্। অতঃ প্রাপ্তা বুদ্ধি-

---

সিদ্ধং কৃত্বা বিদ্যাভেদমধস্তনং বিচারজাতমভিনির্ব্বর্ত্তিতম্। সম্প্রতি তু সর্ব্বা-সামীশ্বরগোচরাণাং বিদ্যানাং কিমভেদো ভেদো বা এবং প্রাণাদিগোচোরাস্বিতি

গেল, তখন আর তাহার এক ব্যতীত দুই অভিধেয় থাকিতে পারে না। ব্যস্ত সমস্ত এই দুই অভিধেয় প্রতিপাদন করিতে হইলে বাক্যভেদ স্বীকার দোষ। এক বাক্য সম্ভব হইলে কেহই বাক্যভেদ বা দুই বাক্য স্বীকার করে না, এবং করাও ন্যায্য নহে। বিশেষতঃ ব্যস্ত পক্ষে—"তোমার মস্তক পতন হইত" ইত্যাদি নিন্দাশ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটনা হয়। প্রস্তাবের উপসংহারে অর্থাৎ সমাপ্তিতে সমস্ত পক্ষই শ্রুত্যভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হয়; সুতরাং পূর্ব্বপক্ষে তদভাব (সমস্তপক্ষের অভাব) স্থাপনা করিতে পার না। সূত্রে "জ্যায়স্ত্ব"শব্দ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য—সমস্ত-পক্ষই সপ্রমাণ এবং ব্যস্ত-পক্ষ অপ্রমাণ, এই দুই কথা বলা বা দেখান ॥ ৩। ৩। ৫৭ ॥

পূর্ব্ববিচারে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতিতে সুতেজস্ প্রভৃতি গুণে বৈশ্বানর আত্মার ব্যস্ত বা পৃথক্ ভাবে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন ফল অভিহিত থাকিলেও সমগ্র উপাসনাপক্ষই জ্যেষ্ঠ বা অগ্রগণ্য। এই সিদ্ধান্ত দেখিয়া বুদ্ধিলাভ হয় অর্থাৎ মনে হয়, বিভিন্ন শ্রুতিস্থ অন্যান্য উপাসনাও সমস্তপক্ষপাতী, অর্থাৎ অন্যান্য

---

* সর্ব্ববেদ্যাভেদেহপি শব্দাদিভেদাৎ বিদ্যায়া নানাত্বং স্যাদেব। আদিশব্দাৎ গুণাদয়ো গৃহ্যন্তে। যদ্যপি সর্ব্বত্রৈক এবেশ্বরো বেদ্যস্তথাপি বিদ্যা নানা বিভিন্না। অত্র শব্দভেদোঽভ্যুচ্চয়-মাত্রতয়োক্তঃ। বস্তুতস্তু বিদ্যানানাত্বে সম্যক্‌হেতব আদিপদোপাত্তগুণাদয় এব। যথা ছত্র-চামরাদিগুণভেদেন রাজোপাস্তিভেদাঃ, যথা বা আমিক্ষা-বাজিনগুণভেদেন যাগভেদস্তদ্বদিত্য-নুসন্ধেয়ম্।

সর্ব্বত্র একই পরমেশ্বর উপাস্য, অথচ নানা শ্রুতিতে নানাপ্রকার উপাসনা বিহিত হইতে দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, উপাসনা এক কি নানা। উপাসনা নানা হইলে উপাস্যও নানা হইবে, এবং উপাসনা এক হইলে উপাস্যেরও একত্ব স্থির থাকিবে। পূর্ব্ববিচারের দৃষ্টান্তে পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, সমুদায় মিলিয়া একই উপাসনা, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে পাওয়া যায়, স্থির হয়, উপাস্য এক হইলেও উপাসনা নানা। কারণ এইযে, তদ্বোধক শব্দ বিভিন্ন; এবং গুণ ও ফলসম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন। বিধায়ক শব্দের, গুণের ও ফলের বিভিন্নতা থাকায় সর্ব্বত্রই উপাসনার বিভিন্নতা অবধারিত হয়।

রন্যান্যপি চ ভিন্নশ্রুতীন্যুপাসনানি সমস্তোপাশিষ্যন্ত ইতি। অপি চ, নৈব বেদ্যাভেদে বিদ্যাভেদো বিজ্ঞাতুং শক্যতে। বেদ্যং হি রূপং বিদ্যায়া দ্রব্যদৈবতমিব যাগস্য। বেদ্যশ্চৈক এবেশ্বরঃ শ্রুতিনানাত্বেঽপ্যবগম্যতে। "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ", "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম," "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যেবমাদিষু। তথা "এক এব প্রাণঃ, প্রাণো বাব সম্বর্গঃ প্রাণো বাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ, প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা" ইত্যেবাদিষু বেদ্যৈকত্বাচ্চ বিদ্যৈকত্বং শ্রুতম্। শ্রুতিনানাত্বমপ্যস্মিন্ পক্ষে গুণান্তরপরত্বাৎ নানর্থকম্। তস্মাৎ স্বপরশাখাবিহিতমেকবেদ্যব্যপাশ্রয়ং গুণজাতমুপসংহর্ত্তব্যং বিদ্যাকাৎস্ন্যায়—ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিপদ্যতে—নানেতি।

বিচারয়িতব্যম্। ননু যথা প্রত্যয়াভিধেয়ায়া অপূর্ব্বভাবনায়া আজানতো ভেদাভাবেঽপি ধাত্বর্থেন নিরূপ্যমাণত্বাৎ তস্য চ যাগাদের্ভেদাৎ প্রকৃত্যর্থযাগাদিধাত্বর্থানুবন্ধভেদাদ্ভেদস্তদনুরক্তায়া এব তস্যাঃ প্রতীয়মানত্বাৎ, এবং বিদ্যানামপি রূপতো বেদ্যস্যেশ্বরস্যাভেদেঽপি তত্তৎসত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণোপধান-ভেদাদ্বিদ্যাভেদ ইতি নাস্ত্যভেদাশঙ্কা। উচ্যতে। যুক্তমনুবন্ধভেদাৎ কার্য্যরূপাণামপূর্ব্বভাবনানাং ভেদ ইতি।

উপাসনাতেও ব্যস্ত পক্ষ অগ্রাহ্য; এবং সমস্ত-পক্ষই গ্রাহ্য। (শ্রুতিতে শাণ্ডিল্যবিদ্যাদিরও একত্ব নানাত্ব কথিত হইতে দেখা যায়)। বেদ্যের অর্থাৎ উপাস্যের অভেদ বা ঐক্য থাকিলে বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার ভেদ (পার্থক্য) জানা যায় না। অর্থাৎ তাহার নানাত্ব পক্ষ গ্রহণ করা যায় না। যেমন দ্রব্য ও দেবতা যাগের রূপ, তেমনি, বেদ্যই বিদ্যার রূপ, পরন্তু দেখা যায়, নানাপ্রকার শ্রুতি থাকিলেও একই ঈশ্বর বেদ্য। "মনোময়, প্রাণশরীর—" "ক-ই ব্রহ্ম, খ-ই ব্রহ্ম—" "সত্যকাম ও সত্যসংকল্প—" ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রুতি আছে সত্য; কিন্তু সর্ব্বত্র একমাত্র ঈশ্বরই বেদ্য। "একই প্রাণ, প্রাণ সম্বর্গ, প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, প্রাণই পিতা প্রাণই মাতা—" ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিতেও এক ঈশ্বরই বেদ্য (উপাস্য)। যখন বেদ্যের (উপাস্যের) ঐক্য দেখা যায়, শ্রুতিতে শুনা যায়, তখন বিদ্যাও এক, বহু নহে। শ্রুতি নানাপ্রকার আছে সত্য; পরন্তু, সে সমুদায়কে গুণান্তরপর অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) সেই সেই গুণবিশিষ্ট, এতদ্রূপ তাৎপর্য্যে অভিহিত বলিলেই সে সকলের নৈরর্থক্য নিবারিত হইতে পারে। [তস্মাৎ...ভেদাৎ] প্রোক্ত কারণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হইবে যে, বিদ্যার পূর্ণতার নিমিত্ত স্ব-পর-শাখাবিহিত এক উপাস্যের আশ্রিত যে-কিছু গুণ সমস্তই উপসংহার্য্য অর্থাৎ সঙ্কলনপ্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক সেই অদ্বিতীয় উপাস্যে যোজিত করা কর্ত্তব্য। এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে সূত্র বলা হইল—নানা শব্দাদিভেদাৎ।

বেদ্যাভেদেঽপ্যেবঞ্জাতীয়কা বিদ্যা ভিন্না ভবিতুমর্হন্তি। কুতঃ? শব্দাদিভেদাৎ। ভবতি হি শব্দভেদঃ "বেদ" "উপাসীত" "স ক্রতুং কুর্ব্বীত" ইত্যবমাদিঃ। শব্দভেদশ্চ কর্ম্মভেদহেতুঃ সমধিগতঃ পুরস্তাৎ—শব্দান্তরে কর্ম্মভেদঃ কৃতানুবন্ধত্বাদিতি। আদিগ্রহণাৎ গুণাদয়োঽপি যথাসম্ভবং ভেদহেতবো যোজয়িতব্যাঃ। ননু বেদেত্যাদিষু শব্দভেদ এবাবগম্যতে, ন যজতি ইত্যাদিবদর্থভেদঃ, সর্ব্বেষামেবৈষাং মনোবৃত্ত্যর্থত্বাভেদাদর্থান্তরাসম্ভবাচ্চ, তৎ কথং শব্দভেদাৎ বিদ্যাভেদ ইতি। নৈষ দোষঃ। মনো-

---

ইহ তু ব্রহ্মণঃ সিদ্ধরূপত্বাদ্গুণানামপি সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং তদাশ্রয়াণাং সিদ্ধতয়া সর্ব্বত্রাভেদো বিদ্যাসু। ন হি বিশালবক্ষাশ্চকোরেক্ষণঃ ক্ষত্রিয়যুবা তুশ্চ্যবনধর্ম্মেত্যেকত্রোপদিষ্টোঽন্যত্র সিংহাস্যো বৃষস্কন্ধঃ স এবোপদিশ্যমানশ্চকোরেক্ষণত্বাদ্যপজহাতি। ন খলু প্রত্যুপদেশং বস্তু ভিদ্যতে, তস্য সর্ব্বত্র তাদবস্থ্যাৎ। অতাদবস্থ্যে বা তদেব ন ভবেৎ। ন হি বস্তু বিকল্প্যত ইতি। তস্মাদ্বেদ্যাভেদাদ্বিদ্যানাং ভেদ ইতি প্রাপ্তম্। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

ভবেদেতদেবং, যদি বস্তুনিষ্ঠান্যুপাসনবাক্যানি, কিন্তু তদ্বিষয়ামুপাসনাভাবনাং বিদধতি। সা চ কার্য্যরূপা। যদ্যপি চোপাসনভাবনা উপাসনাধীননিরূপণা, উপাসনঞ্চোপাস্যাধীননিরূপণম্,উপাস্যঞ্চেশ্বরাদি ব্যবস্থিতরূপং, তথাপ্যুপাসনাবিষয়ীভাবোঽস্য

যদিও বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, তথাপি, ঐরূপ ঐরূপ বিদ্যা (উপাসনা) এক নহে। কারণ, বিধায়কশব্দ ও গুণ প্রভৃতি প্রত্যেকে বিভিন্ন। [ভবতি... যোজয়িতব্যাঃ] "যো বেদ অর্থাৎ যে জানে।" "উপাসীত—উপাসনা করিবেক।" "স ক্রতুং কুর্ব্বীত—সে ক্রতু অর্থাৎ তদাকারা বৃত্তি বা সঙ্কল্প ধারণ করিবেক।" এইরূপ এইরূপ বিভিন্ন শব্দে সেই সেই বিদ্যার বিধান হওয়ায় সেই সেই বিদ্যা প্রত্যেকে বিভিন্ন বলিয়া নিশ্চয় হয়। শব্দের ভিন্নতা যে, কর্ম্মভেদের হেতু, তাহা জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসায় জানা গিয়াছে। যথা— "কৃতানুবন্ধ অর্থাৎ ধাত্বর্থের ভেদ থাকায় শব্দভেদ হইতে কর্ম্মের ভেদ অবধারিত হয়।" (জৈমিনি সূত্র)। সূত্রস্থ আদি-শব্দ গুণের ফলের ভিন্নতা উন্নয়ন করিতে বলিতেছে, এবং সে সকল সম্ভব অনুসারে সংযোজন করিবে। [ননু...দোপপত্তে] "বেদ—জানে" "উপাসীত—উপাসনা করে" ইত্যাদিপ্রকার শব্দভেদ (বিভিন্ন উচ্চারণের শব্দ) দৃষ্ট হয় সত্য; কিন্তু সে সকল শব্দের "যজতি—যাগ করে" "জুহোতি—হোম করে" ইত্যাদির ন্যায় অর্থভেদ নাই। "জানে" "উপাসনা করে" প্রভৃতি সমুদায় কথার অর্থ মনোবৃত্তি অর্থাৎ সেই সেই প্রকার জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন অন্য অর্থের সম্ভাবনা নাই। যদি তাহা না থাকিল, তবে "শব্দভেদ থাকায় বিদ্যার ভেদ" এ কথা সঙ্গত হয় কৈ? এই প্রশ্নের বা এই আপত্তির প্রত্যুত্তরে বলা যায়, তাহা

বৃত্ত্যর্থত্বাভেদেঽপ্যনুবন্ধভেদাৎ বিদ্যাভেদোপপত্তেঃ। একস্যাপি হীশ্বরস্যোপাস্যস্য প্রতিপ্রকরণং ব্যাবৃত্তা গুণাঃ শিষ্যন্তে, তথৈকস্যাপি প্রাণস্য তত্র তত্রোপাস্যস্যাভেদেঽপ্যন্যাদৃক্-গুণোঽন্যত্রোপাসিতব্যোঽন্যাদৃক্-গুণশ্চান্যত্র—ইত্যেবমনুবন্ধভেদাৎ বিধিভেদে সতি বিদ্যাভেদো বিজ্ঞায়তে। ন চাত্রৈকো বিদ্যাবিধিরিতরে গুণবিধয় ইতি শক্যং বক্তুং, বিনিগমনায়াং হেত্বভাবাৎ অনেকত্বাচ্চ প্রতিপ্রকরণং গুণানাং প্রাপ্তবিদ্যানুবাদেন গুণবিধানানুপপত্তেঃ।

ন চাস্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামত্বাদয়ো গুণা অস-

কদাচিৎ কস্যচিৎ কেনচিদ্রূপেণেত্যপরিনিষ্ঠিত এব। যথৈকঃ স্ত্রীকায়ঃ কেনচিদ্ভক্ষ্যতয়া কেনচিদ্ৎপগন্তব্যতয়া কেনচিদপত্যতয়া কেনচিন্মাতৃতয়া কেনচিদুপেক্ষণীয়তয়া বিষয়ীক্রিয়মাণঃ পুরুষেচ্ছাতন্ত্রঃ, এবমিহাপি উপাসনানি পুরুষেচ্ছাতন্ত্রতয়া বিধেয়তাং নাতিক্রামন্তি। ন চ তত্তদ্গুণতয়োপাসনানি গুণভেদান্ন ভিদ্যন্তে। ন চাগ্নিহোত্রমিবোপাসনাং বিধায় দধিতণ্ডুলাদিগুণবদিহ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণবিধির্বৈনৈকশাস্ত্রত্বং স্যাৎ, অপি তূৎপত্তাবেবোপাসনানাং তত্তদ্গুণবিশিষ্টানামবগমাৎ তত্রাগৃহ্যমাণবিশেষতয়া সর্ব্বাসাং ভেদস্তুল্যঃ। ন চ সমস্তশাখাবিহিতসর্ব্বগুণোপসংহারঃ শক্যানুষ্ঠানঃ, তস্মাদ্ভেদঃ।

ন চাস্মিন্ পক্ষে সমানাঃ সন্তঃ সত্যকামাদয় ইতি। কেচিৎ খলু গুণাঃ কা-

দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহা বিদ্যাভেদের বাধক নহে। সর্ব্বত্রই মনোবৃত্তিরূপ অর্থ একই সত্য; পরন্তু সে সকলের অনুবন্ধ (প্রবৃত্তিনিমিত্ত) বিভিন্ন। অনুবন্ধ ভিন্ন বলিয়াই বিদ্যার ভিন্নতা অবধারিত হয়। [একস্যাপি...পত্তিঃ] একই ঈশ্বর সর্ব্বত্র উপাস্য, এ কথা সত্য; পরন্তু তিনি সর্ব্বত্র সমানরূপে উপাস্য নহেন। কেননা, প্রত্যেক প্রকরণে পৃথক্ পৃথক্ গুণের অনুশাসন আছে। একই প্রাণ (প্রাণশব্দে অভিহিত ব্রহ্ম) সেই সেই প্রকরণে উপাস্যরূপে অভিহিত হইলেও তিনি গুণভেদে বিভিন্ন প্রকার উপাসনায় উপাস্য। অমুক শাখার অমুক প্রকরণ অনুসারে তাঁহাকে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক, অন্য শাখার অন্যপ্রকরণ অনুসারে অমুক অমুক গুণে উপাসনা করিবেক, এইরূপ এইরূপ বিভিন্ন অনুবন্ধে বিধানের ভেদ (ভিন্নতা) দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টে জানা যায়, বিদ্যা বা উপাসনা এক নহে, প্রত্যুত নানা। ঐ সকলের মধ্যে একটী বিদ্যাবিধি, অবশিষ্ট সমস্তই গুণবিধি, এমন কথা বলিতে পারিবে না। কারণ, কোনটী বিদ্যাবিধি আর কোনটী বা গুণবিধি তাহার নিশ্চয় হয় না এবং সেরূপ নিশ্চয়ের কারণও দেখা যায় না। বিধিপ্রাপ্ত বা বিধিবোধিত বিদ্যা অনুসারে প্রত্যেক প্রকরণে নানাগুণের বিধান উপপন্নও হয় না।

কৃচ্ছ্রাবয়িতব্যাঃ। প্রতিপ্রকরণং চ ইদঙ্কামেনেদমুপাসিতব্যমিদঙ্কামেন চেদমিতি নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাবগমাৎ নৈকবাক্যতাপত্তিঃ। ন চাত্র বৈশ্বানরবিদ্যায়ামিব সমস্তচোদনাঽপরাস্তি, যদ্বলেন প্রতিপ্রকরণবর্ত্তীন্যবয়বোপাসনানি ভূত্বৈকবাক্যতাং যযুঃ। বেদ্যৈকত্বনিমিত্তে চ বিদ্যৈকত্বে সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশে প্রতিজ্ঞায়মানে সমস্তগুণোপসংহারোঽশক্যঃ প্রতিজ্ঞায়েত। তস্মাৎ সুষ্ঠূচ্যতে—নানা শব্দাদিভেদাদিতি। স্থিতে চৈতস্মিন্নধিকরণে সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়মিত্যাদি দ্রষ্টব্যম্॥ ৩। ৩। ৫৮॥

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥৩।৩।৫৯॥*

স্থিতে বিদ্যাভেদে বিচার্য্যতে—কিমাসামিচ্ছয়া সমুচ্চয়ো

সুচিৎ বিদ্যাসু সমানাস্তেনৈকবিদ্যাত্বে আবর্ত্তয়িতব্যাঃ। একত্রোক্তত্বাৎ। বিদ্যাভেদে তু ন পৌনরুক্ত্যমেকস্যাং বিদ্যায়ামুক্তা বিদ্যান্তরে নোক্তা ইতি বিদ্যান্তরস্যাপি তদ্গুণত্বায় বক্তব্যাঃ, অনুক্তানামপ্রাপ্তেরিতি॥ ৩। ৪। ৫৮॥

অগ্নিহোত্রদর্শপৌর্ণমাসাদিষু পৃথগধিকারাণামপি সমুচ্চয়ো দৃষ্টো নিয়মবান্,

---

বিদ্যা (উপাসনা), একই এ পক্ষে পুনঃ পুনঃ সত্যকামত্বাদি গুণের উল্লেখ বৃথা অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য, কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যাপক্ষে সেরূপ পুনরুল্লেখের সার্থক্য আছে। অপিচ, সমুদায় প্রকরণকে একটী বাক্য জ্ঞান করিয়া একই অর্থ (বিদ্যাবিষয়ক-একটাই প্রধান বিধি, এরূপ) অবধারণ করা অসম্ভব। কারণ, প্রত্যেক প্রকরণে 'এই কামনায় এই উপাসনা, 'অমুক কামনায় অমুক উপাসনা' এইরূপ তাৎপর্য্য থাকায় একবাক্যতাজনক আকাঙ্ক্ষার অনুদয় হয়, সুতরাং সমুদায় একত্রিত বা একবাক্য হইয়া এক বিধি বুঝাইতে পারে না। [ন চাত্র... জ্ঞায়েত] বৈশ্বানরবিদ্যায় সমগ্রোপাসনা সম্বন্ধে যেরূপ স্বতন্ত্র বিধিবাক্য আছে, এখানে সেরূপ বিধিবাক্য নাই। থাকিলে সমুদায় একবাক্য হইয়া প্রতিপ্রকরণোক্ত উপাসনা একটী প্রধানের অঙ্গ হইতে পারিত। বেদ্য অর্থাৎ উপাস্য এক, তাই বলিয়া সমুদায় মিলিয়া একই উপাসনা, এরূপ হইলে সেই সেই প্রকরণোক্ত সমুদায় গুণ নিশ্চিতই অশক্যসংগ্রহ (এক সময়ে ও একপ্রযত্নে সর্ব্বগুণের ধ্যান অসাধ্য) হইবেক। [তস্মাৎ...দ্রষ্টব্যম্] সেই জন্যই সূত্রকার নানা অর্থাৎ শব্দাদির ভেদ থাকায় উপাসনা নানা, এক নহে, এইরূপ বলিয়া ভালই করিয়াছেন॥ ৩। ৩। ৫৮॥

সিদ্ধান্তে বিদ্যার নানাত্ব (একই ঈশ্বর উপাস্য; কিন্তু তাঁহার উপাসনা নানাপ্রকার, ইহা) স্থির হওয়ায় তৎসংক্রান্ত অন্য এক বিচার উপস্থিত হইতেছে।

---

* বিকল্পঃ বিকল্পেনানুষ্ঠানমুপাসনানামিতি যাবৎ। হেতুমাহ—অবিশিষ্টেতি। তুল্যফলত্বাদিত্যর্থঃ।

বিকল্পো বা স্যাৎ? অথবা বিকল্প এব নিয়মেনেতি। তত্র স্থিতত্বাৎ তাবৎ বিদ্যাভেদস্য ন সমুচ্চয়নিয়মে কিঞ্চিৎ কারণমস্তি। নন্বু ভিন্নানামপ্যগ্নিহোত্র-দর্শপূর্ণমাসাদীনাং সমুচ্চয়নিয়মো দৃশ্যতে। নৈষ দোষঃ। নিত্যতাশ্রুতির্হি তত্র কারণং, নৈবং বিদ্যানাং কাচিৎ নিত্যতাশ্রুতিরস্তি। তস্মাৎ ন সমুচ্চয়নিয়মঃ, নাপি বিকল্পনিয়মঃ, বিদ্যান্তরাধিকৃতস্য বিদ্যান্তরাপ্রতিষেধাৎ। পারিশেষ্যাৎ যাথাকাম্যমাপদ্যতে। নন্ববিশিষ্টফলত্বাদাসাং বিকল্পো

তেষাং নিত্যত্বাৎ। উপাসনাস্তু কাম্যতয়া ন নিত্যাঃ। তস্মান্নাসাং সমুচ্চয়-নিয়মঃ। তেন সমানফলানাং দর্শপৌর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদীনামিব ন নিয়মবান্ বিকল্পঃ, ফলভূমার্থিনঃ সমুচ্চয়স্যাপি সম্ভবাদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।

উপাসক কি ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমে সমুদায় গুলির অনুষ্ঠান করিবেন? কিংবা বিকল্প আশ্রয় করিবেন? (হয় অমুক উপাসনা, না হয় অমুক উপাসনা, অবলম্বন করিবেন,) অথবা বিকল্পপক্ষই নিয়ম? (অমুক উপাসনায় অশক্ত হইলে অমুক উপাসনাই করিবেন, এতদ্রূপ নিয়মিত বিকল্পের নাম ব্যবস্থিত বিকল্প)। বিচারের প্রথম কোটীতে অর্থাৎ সংশয় ভাগে কথিত প্রকার পক্ষত্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে কারণাভাব বশতঃ সমুচ্চয়-পক্ষ (এটী ওটী সেটী—সবগুলিই একত্রে, এতদ্রূপ পক্ষ) নিবারিত হয়। [নন্বু...দৃশ্যতে] অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পূর্ণমাস, এ সকল এক একটী পৃথক্ যাগ, অথচ ঐ সকলের সমুচ্চয়নিয়ম দেখা যায়, (অর্থাৎ যে অগ্নিহোত্র করে, সে দর্শাদিও করে। দর্শ প্রভৃতি সমুদায় যাগই তাহার কর্ত্তব্য, সুতারং সে সমুদায়ের সমুচ্চয়ই নিয়মিত), প্রস্তাবিত উপাসনায় সেরূপ না হয় কেন? তদ্দৃষ্টান্তে প্রস্তাবিত উপাসনাসমূহও ত সমুচ্চয় নিয়মের অধীন হইতে পারে? এ আপত্তির প্রত্যাপত্তি এই যে, এস্থলে অগ্নিহোত্রাদি যাগ অদৃষ্টান্ত। ঐ সকল যাগে নিত্যতা শ্রবণ আছে (না করিলে দোষ হয়, এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে), পরন্তু বিদ্যায় অর্থাৎ উপাসনায় সেরূপ নিত্যতা শ্রবণ (নিত্যতাবোধক শ্রুতিবাক্য) নাই। সেই জন্যই উপাসনায় সমুচ্চয় নিয়মের অভাব স্বীকৃত হয়। উপাসনায় বিকল্পপক্ষও নিয়মিত নহে। কারণ এই যে, এক উপাসনায় অধিকৃত পুরুষ অন্য উপাসনা করিবেন না, এমন কোনও নিষেধ দেখা যায় না। তাহাতেই পাওয়া যাইতেছে, উপাসনা সকল যথেচ্ছ আচরণীয়। [নন্ববিশিষ্ট...দর্শনাৎ] বলিতে পার যে, ফল অবিশিষ্ট—ফলবিষয়ে

ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে, যে সকল অহংগ্রহ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, সে সকল বিকল্পাশ্রিত অর্থাৎ সে সকলের অনুষ্ঠান বৈকল্পিক, যথেচ্ছ নহে। তৎপ্রতি কারণ,—ফলের অবিশেষত্ব অর্থাৎ ফলের একরূপতা (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

উপাসনা ত্রিবিধ বা তিন্ শ্রেণীভুক্ত। অহংগ্রহ, তটস্থ ও অঙ্গাশ্রিত। অঙ্গাশ্রিত—কর্ম্মাঙ্গ প্রণবপ্রভৃতি অবলম্বিত। তন্মধ্যে অহংগ্রহ উপাসনা বৈকল্পিক, অন্য দুই শ্রেণীর উপাসনার কথা পরে বলা হইবে।

ন্যায্যঃ, তথা হি "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ, কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইত্যেবমাদ্যাস্তুল্যবদীশ্বরত্বপ্রাপ্তিফলা লক্ষ্যন্তে। নৈষ দোষঃ; সমানফলেষ্বপি স্বর্গাদিসাধনেষু কর্ম্মসু যাথাকাম্যদর্শনাৎ। তস্মাৎ যাথাকাম্যপ্রাপ্তাবুচ্যতে—

বিকল্প এবাসাং ভবিতুমর্হতি, ন সমুচ্চয়ঃ। কস্মাৎ। অবিশিষ্টফলত্বাৎ। অবিশিষ্টং হ্যাসাং ফলমুপাস্যবিষয়সাক্ষাৎকরণম্, একেন চোপাসনেন সাক্ষাৎকৃতে উপাস্যবিষয়ে ঈশ্বরাদৌ দ্বিতীয়মনর্থকম্। অপি চাসম্ভব এব সাক্ষাৎকরণস্য সমুচ্চয়পক্ষে, চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। সাক্ষাৎকরণসাধ্যঞ্চ বিদ্যাফলং দর্শয়ন্তি

উপাসনানামমূষামুপাস্যসাক্ষাৎকরণসাধ্যত্বাৎ ফলভেদস্য, একেনোপাসনেনোপাস্যসাক্ষাৎকরণে তত এব ফলপ্রতিলাভে তু কৃতমুপাসনান্তরেণ। ন চ সাক্ষাৎকরণস্যাতিশয়সম্ভবস্তোপায়সহস্রৈরপি তাদবস্থ্যাৎ। তন্মাত্রসাধ্যত্বাচ্চ ফলাবাপ্তেঃ।

কোনরূপ বিশেষ নাই—যখন প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ("যিনি মনোময় ও প্রাণশরীর" "ক-ই ব্রহ্ম খ-ই ব্রহ্ম" ইত্যাদি উাপসনার) ফল ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তখন নিয়মিত বিকল্প গ্রহণে দোষ কি ? নিয়মিত বিকল্পই ত ন্যায্য ? এ বিষয়ে আমরা বলিব, ফলসাম্য থকিলেও সেরূপ বিকল্পের পরিত্যাগ দোষাবহ নহে। স্বর্গাদিসাধন নানা কর্ম্ম আছে, সে সকলের ফল সমান অর্থাৎ একই স্বর্গ সে সমুদায়ের সাধ্য; অথচ সে সমুদায় যথাকাম্য অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠেয় হইতে দেখা যায়। [তস্মাৎ...ফলত্বাৎ] প্রদর্শিত বহু কারণে উপাসনার যথাকাম্যতা প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্ব্যবস্থাপক সূত্র—বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ।

সেই সেই উপাসনার ফল অবিশিষ্ট; সেই কারণে বিকল্পপক্ষই যুক্ত; সমুচ্চয়পক্ষ অযুক্ত। [অবিশিষ্টং...মাত্বাঃ] প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনার ফল উপাস্যসাক্ষাৎকার, তাহা সেই সেই উপাসনার কোন এক উপাসনায় লব্ধ হইলেই অন্যান্য উপাসনার অপ্রয়োজন—প্রয়োজন থাকে না। সেই জন্যই বিকল্পপক্ষ বিনা চেষ্টায় উপপন্ন হয়। সমুচ্চয়পক্ষে উপাস্যসাক্ষাৎকার (উপাস্য=ঈশ্বরাদি, তৎসাক্ষাৎকার) অসম্ভব। হেতু এই যে, সমুচ্চয় চিত্তবিক্ষেপের কারণ ও আবিষ্কক। (সমুচ্চয়ে নানা চিত্তবৃত্তি উঠে, সুতরাং তাহা বিক্ষেপ মধ্যে গণ্য ও মিথ্যাজ্ঞানজৃম্ভিত)। শ্রুতিও বিদ্যাফলের সাক্ষাৎকারজন্যতা দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ বলিয়াছেন। যথা—"যাহার 'অহমীশ্বরঃ'—আমিই ঈশ্বর, এতদ্বিধ সাক্ষাৎকার হয়, আমি ঈশ্বর কি-না এ সন্দেহ না থাকে, তাহারই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়।" "যে জীবিত থাকিতে থাকিতে তদ্ভাবভাবিত অর্থাৎ ধ্যানের মহিমায় দেবভাবপ্রাপ্ত বা দেবত্বসাক্ষাৎকার লাভ করে, (উপাস্যের সহিত অভেদ হইয়া যায়),

শ্রুতয়ঃ "যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি" ইতি, "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি" ইত্যেবমাদ্যাঃ। স্মৃতয়শ্চ "সদা তদ্ভাবভাবিতঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ। তস্মাদবিশিষ্টফলানাং বিদ্যানামন্যতমামাদায় তৎপরঃ স্যাৎ, যাবদুপাস্যবিষয়সাক্ষাৎকরণেন তৎফলপ্রাপ্তি-রিতি ॥ ৩। ৩। ৫৯ ॥

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চিয়েরন্নবা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৩। ৩। ৬০ ॥*

"অবিশিষ্টফলত্বাৎ" ইত্যস্য প্রত্যুদাহরণম্। যাসু পুনঃ কাম্যাসু বিদ্যাসু "স য এতমেব বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ, ন স

উপাসনান্তরাভ্যাসে চ চিত্তৈকাগ্রতাব্যাঘাতেন কস্যচিদুপাসনানিষ্পত্তেরিহ বিকল্প এব নিয়মবানিতি রাদ্ধান্তঃ ॥ ২। ৩। ৫৯ ॥

সে দেহপাতের পর দেবতাতেই লীন হয়, তদ্দেবতাভাব প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি। এ বিষয়ে স্মৃতি প্রমাণও আছে। যথা—"যাহারা সর্ব্বদা উপাস্যভাবনায় ভাবিত হইয়া তনু ত্যাগ করে—" ইত্যাদি। [তস্মাদবিশিষ্ট···রিতি] অতএব, যাবৎ না উপাস্য-সাক্ষাৎকার হয়, যাবৎ না উপাস্যসাক্ষাৎকার দ্বারা তদ্ভাব প্রাপ্তি ঘটে, তাবৎ, সমফলক কোন এক অহংগ্রহ উপাসনা অবলম্বন করিয়া ও তৎপর হইয়া থাকিবেক, মধ্যে (বিভিন্ন ধ্যানদ্বারা) তাহার বিচ্ছেদ করিবেক না ॥৩।৩।৫৯॥

অবিশিষ্ট ফল, এই হেতুবাক্যের প্রত্যুদাহরণে অর্থাৎ উপাসনাত্ব ধর্ম্ম লইয়া অহংগ্রহ-উপাসনার ন্যায় তটস্থোপাসনাও বিকল্পানুষ্ঠেয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনান্তে তাহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন (সূত্রকার)। "যে কোন উপাসক এই বায়ুকে অঙ্গকল্পনায় কল্পিত দিক্‌সমূহকে বৎস বলিয়া জানে, উপাসনা করে, সে পুত্রমরণনিমিত্তক রোদন প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ সে জীবৎপুত্রতারূপ ফল প্রাপ্ত হয়।" যে উপাসক সেই পর্য্যন্ত নামব্রহ্মের উপাসনা করে—যে পর্য্যন্ত না

---

* তু-শব্দস্তটস্থোপাসনাস্বহংগ্রহোপানাভ্যো ভিনত্তি। কাম্যাস্তটস্থা উপাস্তয়ো যথাকামং সমুচ্চিযেরন্নবেতি ন, কিন্তু পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ বিকল্পকারণাভাবাৎ সমুচ্চিয়েরন্নেবেতি যোজনা। অয়মভিসন্ধিঃ—তটস্থোপাস্তীনাং বিকল্পেনানুষ্ঠানমুত যথাকামমনুষ্ঠানমিতি সংশয়ে অহংগ্রহদৃষ্টান্তেন তাসাং বৈকল্পিকত্বে প্রাপ্তে, তত্র সাক্ষাৎকারদ্বারত্বমুপাধিমুপজীব্য সিদ্ধান্তয়তি কাম্যাস্তু যথাকামমিতি।

তটস্থ উপাসনা সকল অহংগ্রহ উপাসনার দৃষ্টান্তে সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। সে সকল যথাকাম বা যথেচ্ছ অনুষ্ঠিত হইবেক অর্থাৎ যে-টী ইচ্ছা সেইটি অবলম্বনকরিবেক। সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠান না হওয়ার কারণ এই যে, তটস্থোপাসনায় বিকল্পপ্রয়োগ-হেতুর অভাব আছে। অর্থাৎ তটস্থোপাসনার ফল ও অহংগ্রহোপাসনার পূর্ব্বোক্ত ফল এক প্রকারে আত্মলাভ করে না। তন্মধ্যে বিশেষভাব বা পার্থক্য আছে। অহংগ্রহ উপাসনার ফলোৎপত্তি উপাস্যসাক্ষাৎকার দ্বারা হয়, তটস্থোপাসনার ফলোৎপত্তি অদৃষ্ট উৎপাদন দ্বারা হয; সুতরাং অহংগ্রহের দৃষ্টান্তে তটস্থের সিদ্ধান্ত হইতে পাবে।

পুত্ত্ররোদং রোদিতি।" "স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে, যাবন্নাম্নো গতং, তত্রাস্য কামচারো ভবতি" ইতি চৈবমাদ্যাসু ক্রিয়াবদদৃষ্টেনাত্মনাত্মীয়ং তত্তৎ ফলং সাধয়ন্তীষু সাক্ষাৎকরণাপেক্ষা নাস্তি, তা যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ নবা সমুচ্চীয়েরন্? পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ—পূর্ব্বস্যাবিশিষ্টফলত্বাদিত্যস্য বিকল্পহেতোরভাবাৎ ॥৩।৩।৬০॥

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥*

কর্ম্মাঙ্গেষূদ্গীথাদিষু যে আশ্রিতাঃ প্রত্যয়া বেদত্রয়-

যাস্বুপাসনাসু বিনোপাস্যসাক্ষাৎকরণমদৃষ্টেনৈব কাম্যসাধনং, তাসাং কাম্যদর্শপৌর্ণমাসাদিবৎ পুরুষেচ্ছাবশেন বিকল্পসমুচ্চয়াবিতি সাম্প্রতম্ ॥ ৩। ৩। ৬০ ॥

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলমিত্যত্রোপাসনাসু ফলশ্রুতেঃ পর্ণময়ীন্যায়েনার্থবাদতযোপাসনানাং ক্রত্বর্থত্বেন সমুচ্চয়নিযমমাশঙ্ক্য পুরুষার্থতয়ৈকপ্রয়োগবচনগ্রহণাভাবেন সমুচ্চয়নিয়মো নিরস্তঃ। ইহ তু সত্যপি পুরুষার্থত্বে কস্মান্নৈকপ্রয়োগবচনগ্রহণং ভবতীতি পূর্ব্বোক্তমর্থমাক্ষিপন্ প্রত্যবতিষ্ঠতে। যদ্যপি হি কাম্যা এতা উপাসনাস্তথাপি ন স্বতন্ত্রা ভবিতুমর্হন্তি। তথা সতি হি ক্রত্বর্থানাশ্রিততয়া ক্রতুপ্রয়োগাদ্বহিরপ্যমূষাং প্রয়োগঃ প্রসজ্যতে। ন চ প্রযুজ্যন্তে। তৎ কস্য হেতোঃ। ক্রত্বর্থাশ্রিতানামেব তাসাং তত্তৎফলোদ্দেশেন বিধানাদিতি। এবঞ্চাশ্রয়তন্ত্রত্বাদাশ্রিতানাং প্রয়োগবচনেনাশ্রয়াণাং সমুচ্চয়-

---

তাহার নামব্রহ্মপ্রাপ্তি ও তদ্বিষয়ে কামচারিত্ব লাভ হয়—" ইত্যাদি। এইরূপ এইরূপ কাম্য উপাসনা—যে সকল উপাসনায় অদৃষ্টোৎপাদন দ্বারা সেই সেই ফল লাভ করিতে হয়, এবং উপাস্যসাক্ষাৎকারের অপেক্ষা থাকে না—সেই সকল উপাসনা ইচ্ছানুসারে সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয়। কেননা, তাদৃশ উপাসনার বিকল্পপক্ষে পূর্ব্বোক্ত হেতুর অভাব আছে। পূর্ব্বোক্ত উপাসনার (অহংগ্রহ উপাসনার) ফল অবিশিষ্ট, পরন্তু ঐ সকল উপাসনার (তটস্থোপাসনার) ফল বিশিষ্ট—প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন। ঐ সকল উপাসনায় সুতরাং বিকল্প-কারণের অভাব আছে, বিকল্প-কারণের অভাব থাকায় সে সকল সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠেয় ॥৩।৩।৬০॥

যজ্ঞের উদ্গীথ প্রভৃতি অঙ্গে যে সকল উপাসনা বেদত্রয়কর্তৃক বিহিত হইয়াছে, সে সকলের সমুচ্চয় হইবে কি-না, এইরূপ সংশয় হইলে সিদ্ধান্ত

---

* অঙ্গাববদ্ধোপাস্তীনামনুক্রমমাহ—যথা ক্রত্বনুষ্ঠানে তদাশ্রিতাঙ্গানাং সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং, তথাঙ্গানুষ্ঠানে তদাশ্রিতোপাস্তীনাং তন্নিয়ম ইতি সূত্রাক্ষরার্থঃ।

যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ প্রভৃতি প্রতীকে যে সকল উপাসনার বিধান, সে সকল আপন আপন আশ্রয়ের অনুরূপেই অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ সে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই উপাসনা কৃত হয়।

বিহিতাঃ, কিং তে সমুচ্চীয়েরন্, কিংবা যথাকামং স্যুরিতি সংশয়ে যথাশ্রয়ভাব ইত্যাহ। যথৈষামাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়ঃ সম্ভূয় ভবন্তি, এবং প্রত্যয়া অপি, আশ্রয়তন্ত্রত্বাৎ প্রত্যয়ানাম্ ॥ ৩।।৩। ৬১ ॥

শিষ্টেশ্চ ॥ ৩। ৩। ৬২ ॥*

যথা চাশ্রয়াঃ স্তোত্রাদয়স্ত্রিষু বেদেষু শিষ্যন্তে, এবমা-

নিয়মেনাশ্রিতানামপি সমুচ্চয়নিয়মো যুক্তঃ, ইতরথা তদাশ্রিতত্বানুপপত্তেঃ। স চ প্রয়োগবচন উপাসনাঃ সমুচ্চিন্বন্ তত্তৎফলকামনানামবশ্যম্ভাবমাক্ষিপতি। তদভাবে তাসাং সমুচ্চয়নিয়মাভাবাৎ ইতি মন্বানস্য পূর্ব্বঃ পক্ষঃ। রাদ্ধান্তস্তু যথা বিহিতোদ্দিষ্ট-পদার্থানুরোধী প্রয়োগবচনো ন পদার্থস্বভাবানন্যথয়িতুমর্হতি, কিন্তু তদবিরোধেনাব-তিষ্ঠতে, তত্র ক্রত্বর্থানাং নিত্যবদাম্নানাৎ, তথাভাবস্য চ সম্ভবাৎ নিয়মেনৈতান্ সমুচ্চিনোতু, কামাববদ্ধাস্তূপাসনাঃ কামানামনিত্যত্বান্ন সমুচ্চয়েন নিয়ন্তুমর্হতি। ন হি কামা বিধীয়ন্তে, যেনসমুচ্চীয়েরন্, অপি তূদ্দিশ্যন্তে। মানান্তরানুসারী চোদ্দেশো ন তদ্বিরোধেনোদ্দেশ্যমন্যথয়তি। তথা ব্যত্যুদ্দেশানুপপত্তেঃ। তস্মাৎ কামানাম-নিত্যত্বাত্তদববদ্ধানামুপাসনানামপ্যনিত্যত্বম্, নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধাৎ। সত্যপি তদাশ্রয়াণাং নিত্যত্ব ইদমেব চাশ্রয়তন্ত্রত্বমাশ্রিতানাং, যদাশ্রয়ে সত্যেব বৃত্তির্নাস-তীতি। ন তু তত্র বৃত্তিরেব নাবৃত্তিরিতি। তদিদমুক্তং আশ্রয়তন্ত্রাণ্যপি হীতি ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

[রত্নপ্রভা। তর্হি গোদোহনস্যাপি সমুচ্চযঃ স্যাদিত্যত আহ—শিষ্টেশ্চেতি। শিষ্টিঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ। বিহিতত্বাবিশেষাৎ সমুচ্চয়োঽঙ্গবদিত্যর্থঃ। গোদোহনস্য তু নানুষ্ঠাননিয়মঃ, চমসস্থানে বিহিতত্বাৎ তন্নিয়মে চমসবিধিবৈয়র্থ্যাৎ।

করিবে যে, সে সকল আশ্রয়েরই অনুরূপ হইবেক, অর্থাৎ স্তোত্রাদি যেমন যজ্ঞের অধীন বা অঙ্গ বলিয়া সমুচ্চয়ে (পর পর মিলিতভাবে সকল গুলি) অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি, তদাশ্রিত উপাসনাগুলিও সমুচ্চয়ে অনুষ্ঠিত হই-বেক ॥ ৩। ৩। ৬১ ॥

যজ্ঞকর্ম্মের আশ্রয় বা অঙ্গীভূত স্তোত্রাদি যদ্রূপে বেদত্রয়ে উপদিষ্ট, তদাশ্রিত উপাসনা সকল ও সেইরূপেই উপদিষ্ট। ফলতঃ যজ্ঞাঙ্গ ও তদাশ্রিত উপাসনার ঔপদেশিক বিশেষ (প্রভেদ) নাই বা দেখা যায় না। অভি-প্রায় এই যে. গোদোহন যেমন চমস-স্থানে বিহিত, অঙ্গাশ্রিত উপাসনা

---

* শিষ্টিঃ শাসনং বিধানমিতি যাবৎ, বিহিতত্বাবিশেষাদঙ্গবৎ সমুচ্চয ইত্যর্থঃ।
বিধানের সাম্য থাকায় অঙ্গানুষ্ঠানের ন্যায় তদাশ্রিত উপাসনারও অনুষ্ঠান হইবে।

শ্রিতা অপি প্রত্যয়াঃ। নোপদেশকৃতোঽপি কশ্চিদ্বিশেষোঽঙ্গানাং তদাশ্রয়াণাঞ্চ প্রত্যয়ানামিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৬২ ॥

সমাহারাৎ ॥ ৩। ৩। ৬৩ ॥*

"হোতৃষদনাদ্ধৈবাপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতি" ইতি চ প্রণবোদ্গীথৈকত্ববিজ্ঞানমাহাত্ম্যাদুদ্গাতা স্বকর্ম্মণ্যুৎপন্নং ক্ষতং হৌত্রাৎ কর্ম্মণঃ প্রতিসমাদধাতীতি ব্রুবন্ বেদান্তরোদিতস্য প্রত্যয়স্য বেদান্তরোদিতপদার্থসম্বন্ধসামান্যাৎ সর্ব্ববেদোদিত-প্রত্যয়োপসংহারং সূচয়তীতি লিঙ্গদর্শনম্ ৩।৩।৬৩॥

উপাসনানান্তু ন কস্যচিদঙ্গস্য স্থানে বিহিতত্বমিতি সমুচ্চয়নিয়মেন বিরুধ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৩। ৩। ৬২ ॥]

"হোতৃষদনাদ্ধৈবাঽপি দুরুদ্গীতমনুসমাহরতি" ইতি। অপির্ভিন্নক্রমো দুরুদ্গীতমপীতি। বেদান্তরোদিতপ্রণবোদ্গীথৈকত্বপ্রত্যয়সামর্থ্যাদ্ধোতৃকর্ম্মণঃ শংসনাৎ উদ্গাতা প্রতিসমাদধাতি। কিং তদিত্যত আহ দুরুদ্গীতমপি। বেদান্তরোদিতে চৌদ্গাত্রে কর্ম্মণি উৎপন্নং ক্ষতম্। এবঞ্চ ব্রুবন্ বেদান্তরোদিতস্য প্রত্যয়স্যেত্যাদি যোজনীয়ম্ ॥ ৩। ৩। ৬৩ ॥

সকল সেরূপে বিহিত নহে। অর্থাৎ অন্য কোনও কিছুর স্থানে বিহিত নহে। সেই জন্য অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সকল সমুচ্চয়নিয়মের বিরোধী নহে।৩।৩।৬২ ॥

যাহা ঋগ্বেদীদিগের প্রণব (ওঁ), তাহাই সামবেদী দিগেব উদ্গীথ, এবংক্রমে প্রণব ও উদ্গীথের ঐক্য ধ্যান করিবার বিধান ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। সেই বিধানের ফলসম্বন্ধীয় অর্থবাদ বাক্য—হোতৃষদনাদিত্যাদি। বাক্যের অর্থ এই যে, উদ্গীথ যদি উদ্গাতার স্বরেব দোষে দুষ্ট বা ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা হোতার শংসনে (স্তোত্রে) পুনঃ সমাহিত অর্থাৎ পুনরানীত বা অদুষ্ট হইবে। এখানে দেখ, উদ্গাতা আপন কর্ম্মে ক্ষত অর্থাৎ ভ্রষ্ট হইলেও তিনি হোতার প্রণবোদ্গীথের ঐক্য-জ্ঞান-সামর্থ্যে বা হোতার তাদৃশ কার্য্যে প্রতিবিধান করিতে সমর্থ। শ্রুতি ঐ কথা বলায় জানা যাইতেছে যে, এক বেদের উপদিষ্ট জ্ঞানের সহিত অন্য বেদীয় পদার্থের সামান্যতঃ সম্বন্ধ আছে, এবং তন্নিদর্শনে সর্ব্ববেদোক্ত উপাসনার উপসংহার (একত্র) হইতে পারে ॥ ৩। ৩। ৬৩ ॥

---

* সমাহারোঽপি সমুচ্চয়ানুষ্ঠানে লিঙ্গমিত্যাহ সমাহারাদিতি। প্রত্যুজ্জীবনং নির্দ্দোষকরণং বা সমাহারস্তস্মাৎ।

শ্রুতি—"উদ্গাতা দুষ্ট উদ্গীথের পুনরাহরণ বা দোষক্ষালন করে" এইরূপ বলিয়াছেন, তাহাও অঙ্গাশ্রিত উাসনা নিবাহের সমুচ্চয়ানুষ্ঠান পক্ষের অনুকূল প্রমাণ।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৪॥*

বিদ্যাগুণঞ্চ বিদ্যাশ্রয়ং সন্তমোঙ্কারং বেদত্রয়সাধারণং শ্রাবয়তি—"তেনেয়ং ত্রয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে। ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যো-মিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়তি" ইতি। ততশ্চাশ্রয়সাধারণ্যা-দাশ্রিতসাধারণ্যমিতি লিঙ্গদর্শনমেব। অথবা গুণসাধারণ্য-শ্রুতেশ্চেতি। যদীমে কর্ম্মগুণা উদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্ব-প্রয়োগসাধারণা ন স্যুঃ, ন স্যাৎ ততস্তদাশ্রয়াণাং প্রত্যয়ানাং সহভাবঃ। তে তূদ্গীথাদয়ঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রাহিণা প্রয়োগবচনেন সর্ব্বে সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণাঃ শ্রাব্যন্তে। ততশ্চাশ্রয়সহভাবাৎ প্রত্যয়সহভাব ইতি ॥৩।৩।৬৪ ॥

অস্য সূত্রস্যান্বয়মুখেন ব্যতিরেকমুখেন চ ব্যাখ্যা। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥৩।৩।৬৪॥

প্রণব উপাসনার আশ্রয় হইলেও শ্রুতি তাহার বেদত্রয়সাধারণতা বলিয়াছেন, এবং সেই জন্যই প্রণবপূর্ব্বক বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম যে প্রণব-পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয়, সে বিষয়ে শ্রুতিবাক্য এই—"হোতা ওম্—এই বলিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করে, প্রশস্তা ওম্ বলিয়া শংসন অর্থাৎ স্তুতি করে, উদ্গাতা ওম বলিয়া সামগান করে।" ইত্যাদি। এতৎসন্দর্ভে ইহাই জানান হইয়াছে যে, উপাসনার আশ্রয়ভূত প্রণব বেদত্রয়সাধারণ; সুতরাং তদাশ্রিত উপাসনাও বেদত্রয়সাধারণ। এই সাধারণ্যই সহানুষ্ঠানের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু। অথবা এরূপ সূত্রার্থও করিতে পার। কর্ম্মগুণ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ প্রণব ও উদ্গীথ প্রভৃতি যদি সর্ব্বপ্রযোগ-সাধারণ না হইত—সর্ব্ববেদোক্ত সাঙ্গ অনুষ্ঠানে অবস্থান না করিত, তাহা হইলে তদাশ্রিত উপাসনা-সমূহেরও সমুচ্চয় অর্থাৎ সহভাব থাকিত না। কিন্তু দেখা যায়, উদ্গীথ প্রভৃতি সমস্তই সর্ব্বপ্রয়োগসাধারণ (প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ও প্রত্যেক অঙ্গে প্রণবের সহভাব আছে)। অতএব, যখন আশ্রয়ের সহভাব আছে, তখন তদাশ্রিত উপাসনারও সহভাব (সমুচ্চয়) না থাকিবে কেন? ॥ ৩। ৩। ৩৪ ॥

---

* গুণস্য যজ্ঞাঙ্গোঙ্কারস্য ধ্যেয়স্য সাধরণ্যশ্রুতেঃ বেদত্রয়সাধারণতাশ্রবণাৎ অপি তদা-শ্রিতধ্যানানাং সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং গম্যত ইতি সূত্রার্থঃ।

শ্রুতি গুণকে অর্থাৎ যজ্ঞাঙ্গ উদ্গীথ বা প্রণবকে বেদত্রয়-সাধারণ বলিয়া শুনাইয়াছে, সুতরাং তদাশ্রিত ধ্যানও (ধ্যান ও উপাসনা সমানার্থক) সমুচ্চিতরূপে নির্ব্বহনীয়।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥৩।৩৬৫॥*

ন বেতি পক্ষব্যাবর্ত্তনম্ । ন যথাশ্রয়ভাব আশ্রিতানামুপাসনানাং ভবিতুমর্হতি । কুতঃ ? তৎসহভাবাশ্রুতেঃ । যথা হি ত্রিবেদিবিহিতানামঙ্গানাং স্তোত্রাদীনাং সহভাবঃ শ্রূয়তে "গ্রহং বা গৃহীত্বা চমসং বোন্নীয় স্তোত্রমুপাকরতি, স্তুতমনুশংসতি, প্রস্তোতঃ সামগায় হোতরেতৎ যজ" ইত্যাদীনাং, নৈবমুপাসনানাং সহভাবশ্রুতিরস্তি । নন্মু প্রয়োগবচন এবাসাং সহভাবং প্রাপয়তি । নেতি ব্রুমঃ । পুরুষার্থত্বাদুপাসনানাম্ । প্রয়োগবচনো হি ক্রত্বর্থানামুদ্গীথাদীনাং সহভাবং প্রাপয়তি । উদ্গীথাদ্যুপাসনানি

[রত্নপ্রভা । ফলেচ্ছায়া অনিয়মাদুপাস্ত্যনিয়ম এব যুক্তঃ। অঙ্গবৎ সমুচ্চয়নিয়মে মানাভাবাৎ ইতি সিদ্ধান্তয়তি—ন বেতি। প্রয়োগবিধিঃ খলু সাঙ্গপ্রধানানুষ্ঠাননিয়ামকো ন ত্বনঙ্গানাং সংগ্রাহক ইত্যাহ—নেতি ব্রূম ইতি । বিমতোপাস্তয়ঃ ক্রতৌ ন সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়া ভিন্নফলত্বাদ্গোদোহনবদিতি ভাবঃ ।

এত দূরে আসিয়া সূত্রকার সূত্রে "ন-বা" শব্দ দিয়া সমুচ্চয়নিয়ম পক্ষ ব্যাবৃত্ত (নিষেধ) করিলেন । অভিপ্রায়—সমুচ্চয় নিয়মের কোনও কারণ নাই । অঙ্গাশ্রিত উপাসনাসমূহ আশ্রয়ের (অঙ্গের) ন্যায় সহানুষ্ঠেয় নহে । কারণ এই যে, উপাসনাসমূহের সহভাব শ্রুত হয় নাই অর্থাৎ শ্রুতিকর্ত্তৃক কথিত হয় নাই । বেদত্রয়বিহিত স্তোত্রাদি যজ্ঞাঙ্গ অনুষ্ঠানসম্বন্ধে যদ্রূপ সহভাব শুনা যায়, যদ্রূপ "গ্রহ অর্থাৎ যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ গ্রহণ ও চমস উন্নয়নপূর্ব্বক স্তোত্র উপাকরণ (অনুষ্ঠানবিশেষ) করিবেক, অনন্তর স্তুত দেবতার শংসন করিবেক ।" "হে প্রস্তোতঃ, হে স্তুতিকারী ঋত্বিক্, তুমি সামগান কর । হে হোতঃ, তুমি যাগ কর অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদান কর ।" ইত্যাদি বাক্যে এক সঙ্গে সকল অঙ্গের অনুষ্ঠান নির্ব্বাহ করিবার বিধান শ্রুত হয়, উপাসনাসম্বন্ধে সেরূপ সহভাব শ্রুত হয় নাই । [নন্মু...ইত্যত্র] বলিয়াছিলে যে, প্রয়োগবাক্যের অর্থাৎ অনুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ সকলের সহভাব (সমুচ্চয়ানুষ্ঠেয়তা) পাওয়া যায়, আমরা বলি, তদ্দ্বারাও তাহা পাওয়া যায় না । (প্রয়োগবাক্য সাঙ্গপ্রধান অনুষ্ঠানের নিয়ামক, পরন্তু যাহা অঙ্গ নহে, তাহার নিয়ামক বা সংগ্রাহক নহে ।) কেননা, উপাসনা যজ্ঞের অঙ্গ নহে । তাহা যজ্ঞানু-

---

* এতদেব সিদ্ধান্তসূত্রম্ । ন বেতি শব্দঃ পক্ষব্যাবর্ত্তকঃ । তাসাং উপাস্তীনাং সহভাবাশ্রবণাৎ নৈব সমুচ্চিত্যানুষ্ঠাননিয়ম ইতি সূত্রার্থঃ ।

শ্রুতিতে উপাসনায় সহভাব নিয়ম শ্রুত হয় নাই, অর্থাৎ সকলকেই সকল উপাসনা করিতে হইবেক, এমন কোন নিয়ম শ্রুতিতে উক্ত হয় নাই । সে জন্ত অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সমুচ্চয়-নিয়ম স্বীকার অযুক্ত ।

তু ক্রত্বঙ্গাশ্রয়াণ্যপি গোদোহনাদিবৎ পুরুষার্থানীত্যবোচাম "পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" [বে° সূত্রাংশঃ ৩।৩।৪২] ইত্যত্র।

অয়মেব চোপদেশাশ্রয়ো বিশেষোঽঙ্গানাং তদালম্বনানাং চোপাসনানাং, যদেকেষাং ক্রত্বর্থত্বমেকেষাং পুরুষার্থত্বমিতি। পরঞ্চ লিঙ্গদ্বয়মকারণমুপাসনসহভাবস্য, শ্রুতিন্যায়াভাবাৎ। ন চ প্রতিপ্রয়োগমাশ্রয়কাৎস্ন্যেোপসংহারাদাশ্রিতানামপি তথাত্বং বিজ্ঞাতুং শক্যতে, অতৎপ্রযুক্তত্বাদুপাসনানাম্। আশ্রয়তন্ত্রাণ্যপি হ্যুপাসনানি কামমাশ্রয়াভাবে

শিষ্টৈশ্চেত্যুক্তং নিরস্যতি—অয়মেবেতি। সমাহারাদ্‌গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চেত্যুক্তং, লিঙ্গদ্বয়মপি মানান্তরাপ্রাপ্তস্য দ্যোতকং ন স্বয়ং সাধকং অর্থবাদস্থত্বাদিত্যাহ—পরঞ্চেতি। গুণসাধারণ্যায় সূত্রস্য দ্বিতীয়াং ব্যাখ্যাং দূষয়তি—ন চেতি।

ষ্ঠাতা অধিকারী পুরুষের গুণ (অঙ্গ)। প্রয়োগবচন অর্থাৎ সাঙ্গপ্রধান অনুষ্ঠানজ্ঞাপক বিধিবাক্য উদ্গীথাদি যজ্ঞাঙ্গের প্রাপক অর্থাৎ সংগ্রাহক হইতে পারে, কিন্তু উপাসনার প্রাপক বা সংগ্রাহক হইতে পারে না। তাহার কারণ, উপাসনাসকল যজ্ঞাঙ্গের আশ্রিত হইলেও যজ্ঞাঙ্গ নহে। সে সকল গোদোহনাদি ক্রিয়াকলাপের ন্যায় পুরুষেরই গুণ (অঙ্গ)। এ কথা "পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ" সূত্রে বলা হইয়াছে।

[অয়মেব...ষ্ঠীয়েরন্] যজ্ঞের উদ্গীথাদি অঙ্গ ও তদবলম্বনে উপাসনা, এ সম্বন্ধে এই বিশেষ উপদেশ পাওয়া যাইতেছে যে, একের যজ্ঞাঙ্গতা ও অপরের পুরুষগুণতা। (প্রণব বা উদ্গীথ যজ্ঞাঙ্গ। তদবলম্বিত উপাসনা যজ্ঞানুষ্ঠাতার অঙ্গ অর্থাৎ গুণ। এ নির্ধারণ ফলানুসারে লব্ধ হয়, যজ্ঞাঙ্গের ফল যজ্ঞে, পুরুষগুণ পুরুষে। উদ্গীথ যজ্ঞের উপকার করে বটে; কিন্তু তদাশ্রিত উপাসনা পুরুষের উপকার করে। যেহেতু উপাসনাফল পুরুষগামী, সেই হেতু উপাসনা সকল পুরুষার্থ বা পুরুষের গুণ; যজ্ঞের গুণ নহে।) সেই জন্যই অঙ্গাবলম্বিত উপাসনার সমুচ্চয়নিয়ম প্রমাণপরিনিষ্ঠিত নহে। সমাহার ও গুণসাধারণ্য এ দুটীও সমুচ্চয়নিয়মের কারণ নহে। কেননা, উক্ত উপাসনার সমুচ্চয় বা সহভাব বিষয়ে শ্রুতি যুক্তি কিছুই নাই। প্রতিপ্রয়োগে বা প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের আশ্রিত সমুদায় অঙ্গের এক প্রয়োগে উপসংহার (সকল গুলিরই অনুষ্ঠান) হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তদাশ্রিত উপাসনাগুলিরও যে, সেইরূপ সমুচ্চয়ানুষ্ঠান হইবে, তাহা হইবেক না। কারণ, উপাসনা সকল অতৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ যজ্ঞার্থে প্রযুক্ত নহে. (যজ্ঞোপকারক অঙ্গ বলিয়া বিহিত হয় নাই)। অঙ্গাশ্রিত উপাসনা অঙ্গের অধীন, অঙ্গের অভাবে (হানিতে) বরং তাহার (উপাসনার) অভাব হইতে পারে, তথাপি, সহভাব নিয়ম হইতে পারে না। সহভাব হওয়ার

মা ভূবন্, ন ত্বাশ্রয়সহভাবে সহভাবনিয়মমর্হন্তি, তৎসহভাবাশ্রুতে-রেব। তস্মাৎ যথাকামমেবোপাসনান্যনুষ্ঠীয়েরন্ ॥৩।৩।৬৫॥

দর্শনাৎ ॥৩।৩।৬৬॥*

দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ সহভাবং প্রত্যয়ানাম্ "এবম্বিদ্ যো বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ ঋত্বিজোঽভিরক্ষতি" ইতি। সর্ব্ব-প্রত্যয়োপসংহারে হি "সর্ব্বে সর্ব্ববিদঃ" ইতি ন বিজ্ঞানবতা ব্রহ্মণা পরিপাল্যত্বমিতরেষাং সঙ্কীর্ত্ত্যেত। তস্মাৎ যথাকামমু-পাসনানাং সমুচ্চয়ো বিকল্পো বেতি ॥৩।৩।৬৬॥

ইতি শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পাদকৃতৌ তৃতীয়স্যাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥৩.৩॥

তৎপ্রযুক্তত্বাভাবে তদাশ্রিতত্বং কথমিত্যত আহ—আশ্রয়েতি। ইদমেব তেষাং অঙ্গাশ্রিতত্বং, যদঙ্গাভাবে সত্যসত্ত্বং ন ত্বঙ্গব্যাপকত্বমিতি ॥ ৩। ৩। ৬৫ ॥]

[রত্নপ্রভা। কিঞ্চ বিদুষাং ব্রহ্মণৈ্যষামৃত্বিজাং পাল্যত্ববচনান্ন সর্ব্বোপাস্তীনাং সহপ্রয়োগ ইত্যাহ—দর্শনাচ্চেতি। ঋগ্বেদাদিবিহিতাঙ্গলোপে ব্যাহৃতিহোম-প্রায়শ্চিত্তাদিবিজ্ঞানবত্ত্বমেবংবিত্ত্বং ব্রহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ৩। ৬৬ ॥]

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩। ৩ ॥

শ্রুতি নাই। এই সকল কারণে সিদ্ধ হয়, উপাসনার সহভাব-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কাম্যানুসারে সে সকলের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়স্কর ॥ ৩। ৩। ৬৫ ॥

শ্রুতিও উপাসনাসমূহের অসহভাব দেখাইয়াছেন;—যথা—"যে ব্রহ্মা (যজ্ঞপুরোহিতবিশেষ) এবংবিৎ—এই প্রকার জ্ঞানবান্—সে যজ্ঞ, যজমান এবং ঋত্বিক্‌কে রক্ষা করে।" এখন বিবেচনা কর, যদি সর্ব্বজ্ঞানের উপ-সংহারই শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তবে সকলেই সর্ব্ববিৎ; সুতরাং ব্রহ্মা বিজ্ঞানবান্ হইয়া কি করিবেন? অন্যান্য ঋত্বিক্‌কে কি পরিপালন করিবেন? রক্ষা করিবেন? বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে উপাসনা সকল সমুচ্চয়ে অথবা বিকল্পে অনুষ্ঠিত হইবেক। সে সকল যে, সমুচ্চয়েই অনুষ্ঠেয়, বিকল্পে নহে, এরূপ নিয়মের কোনওরূপ কারণ নাই। উহার সমুচ্চয় ও বিকল্প উপাসকের ইচ্ছার অধীন।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক মীমাংসাভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥ ৩। ৩ ॥

---

* উপাসনানামসহভাবদর্শনাচ্চেত্যর্থঃ।

শ্রুতিতেও দেখা যায়, অঙ্গাশ্রিত উপাসনার সহভাব নিয়ম নাই। অত এব, অঙ্গাশ্রিত উপাসনা বিকল্পে ও সমুচ্চয়ে যেমন ইচ্ছা, যেমন কামনা, সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেক, ইহাই যৎসিদ্ধান্ত।

চতুর্থঃ পাদঃ।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥৩।৪।১॥*

অথেদানীমৌপনিষদমাত্মজ্ঞানং কিমধিকারিদ্বারেণ কর্ম্মণ্যেবানুপ্রবিশতি, আহোস্বিৎ স্বতন্ত্রমেব পুরুষার্থসাধনং ভবতীতি মীমাংসমানঃ সিদ্ধান্তেনৈব তাবদুপক্রমতে "পুরুষার্থোঽতঃ" ইতি। অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ স্বত-

---

স্থিতং ক্রত্বোনিষদামপবর্গাখ্যপুরুষার্থসাধনাত্মজ্ঞানপরত্বমুপাসনানাঞ্চ তত্তৎপুরুষার্থসাধনত্বমধস্তনং বিচারজাতমভিনির্ব্বর্ত্তিতম্। সম্প্রতি তু কিমৌপনিষদাত্মতত্ত্বজ্ঞানমপবর্গসাধনতয়া পুরুষার্থমাহো ক্রতুপ্রয়োগাপেক্ষিতকর্ত্তৃপ্রতিপাদকতয়া ক্রত্বর্থমিতি মীমাংসামহে। যদা চ ক্রত্বর্থং, তদা যাবন্মাত্রং ক্রতুপ্রয়োগবিধিনাপেক্ষিতং কর্ত্তৃত্বমামুষ্মিকফলোপভোক্তৃত্বঞ্চ। ন চৈতদনিত্যত্বে ঘটতে, কৃতবিপ্রণাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। অতো নিত্যত্বমপি তাবন্মাত্রমুপনিষৎসু বিবক্ষিতম্। ইতোঽন্যত্বমনপেক্ষিতবিপরীতঞ্চ নোপনিষদর্থঃ স্যাৎ। যথা শুদ্ধত্বাদি। যদ্যপি জীবানুবাদেন তস্য ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনপরত্বমুপনিষদামিতি মহতা প্রবন্ধেন তত্র তত্র প্রতিপাদিতং, তথাপ্যত্র কেষাঞ্চিৎ পূর্ব্বপক্ষশঙ্কাবীজানাং নিবাকরণে তদেব স্থূণানিখননন্যায়েন

এই পাদে উপনিষৎপ্রসূত আত্মজ্ঞান বিচারিত হইবে। সে সম্বন্ধে সংশয় এই যে, ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান কি অধিকারীক্রমে কর্ম্মাঙ্গ? অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার বিশেষণ হইয়া কি কর্ম্মের সহায়তায় ফলসাধন করে? কিংবা তাহা স্বতন্ত্ররূপে পুরুষার্থের সাধক হয়? সূত্রকার এই সংশয়িত পদার্থের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। বেদান্তবিহিত এই আত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র, সুতরাং কেবল তাহা হইতেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, ইহা বাদরায়ণ আচার্য্য (মুনি) মনে করেন বা মান্য করেন।

---

* অতঃ অস্মাৎ বেদান্তবিহিতাদাত্মজ্ঞানাৎ কেবলাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি শেষঃ। কুত এতদবগম্যতে? শব্দাৎ শ্রুতেঃ। ইতি বাদরায়ণস্তন্নামধেয় আচার্য্য আহেতি যোজনীয়ম্।

বাদরায়ণের মত এই যে, কর্ম্মের বিনা সহায়তায় কেবলমাত্র বেদান্তবিহিত আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়, ইহা শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া যায়

স্ত্রাৎ পুরুষার্থঃ সিধ্যতীতি বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে। কুত এতদবগম্যতে ? শব্দাদিত্যাহ।

তথা হি "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি। "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যুপক্রম্য "স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইতি চোপক্রম্য "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্"

নিশ্চলীক্রিয়তে, ইত্যস্তি বিচারপ্রয়োজনম্। তত্র যদ্যপি প্রোক্ষণাদিবদাত্মজ্ঞানং ন কিঞ্চিৎ ক্রতুমারভ্যাধীতং, যদ্যপি চ কর্ত্তৃমাত্রং নাব্যভিচরিতক্রতুসম্বদ্ধং, কর্ত্তৃমাত্রস্য লৌকিকেষ্বপি কর্ম্মসু দর্শনাৎ, যেন পর্ণতাদিবদনারভ্যাধীতমপ্যব্যভিচরিতক্রতুসম্বদ্ধং জুহ্বদ্বারেণ বাক্যেনৈব ক্রত্বর্থমাপদ্যতে, তথাপি যাদৃশ আত্মা কর্ত্তা আমুষ্মিকস্বর্গাদিফলভোগভাগী দেহাদ্যতিরিক্তো বেদান্তৈঃ প্রতিপাদ্যতে, ন তাদৃশস্যাস্তি লৌকিকেষু কর্ম্মসূপযোগঃ। তেষামৈহিকফলানাং শরীরানতিরিক্তেনাপি যাদৃশতাদৃশেন কর্ত্রোপপত্তেঃ। আমুষ্মিকফলানাস্তু বৈদিকানাং কর্ম্মণাং তমন্তরেণাসম্ভবাৎ তৎসম্বদ্ধ এবায়মৌপনিষদঃ কর্ত্তেতি তদব্যভিচারাৎ তাদৃগনুস্মারয়জ্জুহ্বাদিবদ্বাক্যেনৈব তজ্জ্ঞানং পর্ণতাবৎ ক্রত্বেদমর্থ্যমাপদ্যত ইতি ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ। তদুক্তম্ "দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ" ইতি। ঔপনিষদাত্মজ্ঞানসংস্কৃতো হি কর্ত্তা পারলৌকিকফলোপভোগযোগ্যোঽস্মীতি বিদ্যাবান্ শ্রদ্ধাবান্ ক্রতুপ্রয়োগাঙ্গং, নান্যথা প্রোক্ষিতা ইব ব্রীহয়ঃ ক্রত্বঙ্গমিতি। প্রিয়াদিসূচিতস্য চ সংসারিণ এবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাপনাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদয়স্তু তদ্বিশেষণানি তস্যৈব স্তুত্যর্থম্। ন তু তৎপরত্বমুপনিষদাম্। তস্মাৎ ক্রত্বর্থমেবাত্মজ্ঞানং কর্ত্তৃসংস্কারদ্বারা, ন পুনঃ পুরুষার্থমিতি।

এতদ্রূপোদ্বলনার্থঞ্চ ব্রহ্মবিদামাচারাদিঃ শ্রুত্যবগত উপন্যস্তঃ। ন কেবলং

এ তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইলেন? কিসে জানিলেন? হাঁ শব্দের অর্থাৎ শ্রুতির দ্বারা জানিয়াছেন।

তথা হি...ইতি] শ্রুতি যথা—"আত্মবিৎ অর্থাৎ যে আপনাকে জানে, সে শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়।" "যে পরব্রহ্ম জানে, সে ব্রহ্ম হয়" "ব্রহ্মজ্ঞ পরম পদ প্রাপ্ত হয়।" "আচার্য্যবান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে।" "তাহার সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব—যাবৎ না সে শরীরবিনির্ম্মুক্ত হয়, অনন্তর সে ব্রহ্মসম্পন্ন হয়।" ইত্যাদি। [য আত্মা...তিষ্ঠতে] শ্রুতি "যাহা আত্মা, তাহা নিষ্পাপ—" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া "সে সর্ব্বলোক প্রাপ্ত হয়, সমুদায় কাম্যফল লাভ করে।" ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। অনন্তর "যে বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত আত্মা জানে,"

ইত্যেবঞ্জাতীয়কা শ্রুতির্ব্বিদ্যায়াঃ কেবলায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বং শ্রাবয়তি ॥ ৩। ৪। ১ ॥

অথাত্র পরঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ৩। ৪। ২ ॥*

কর্ত্তৃত্বেনাত্মনঃ কর্ম্মশেষত্বাৎ তদ্বিজ্ঞানমপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধ্যেবেত্যতস্তস্মিন্নবগতপ্রয়োজন-

---

বাক্যাদাত্মজ্ঞানস্য ক্রত্বর্থত্বম, তৃতীয়াশ্রুতেশ্চ। ন ত্বেতৎ প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যাবিষয়ং, যদেব বিদ্যয়েতি সর্ব্বনামাবধারণাভ্যাং প্রাপ্তেবধিগমাৎ। যথা স এব ধূমবান্ দেশঃ, স বহ্নিমানিতি। সমন্বারম্ভবচনঞ্চ ফলারম্ভে বিদ্যাকর্ম্মণোঃ সাহিত্যং দর্শযতি। তচ্চ যদ্যপ্যাগ্নেয়াদিযাগষট্কবৎ সমপ্রধানত্বেনাপি ভবতি, তথাপ্যুক্তযা যুক্ত্যা বিদ্যায়াঃ কর্ম্ম প্রত্যঙ্গভাবেনৈব নেতব্যম্। বেদার্থজ্ঞানবতঃ কর্ম্মবিধানাদুপনিষদোঽপি বেদার্থ ইতি তৎজ্ঞানমপি কর্ম্মাঙ্গমিতি ॥ ৩। ৪। ১ ॥

[আনন্দগিরিঃ। পুরুষার্থবাদ ইত্যত্রার্থগ্রহণং তন্ত্রেণোপাত্তং, তেন পুরুষার্থবাদোঽর্থবাদ ইতি দ্রষ্টব্যম্। তত্ত্বজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গকর্ত্তৃদ্বারা প্রয়োগবিধিনাদেয়ম্ আদীয়মানকর্ম্মাঙ্গকর্ত্রাশ্রয়ণশাস্ত্রসিদ্ধত্বাৎ যজমানসংস্কারাঞ্জনাদিবদিতি মত্বা শেষত্বা-

---

"আত্মাই দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আপনাকে সাক্ষাৎকার করা কর্ত্তব্য" এইরূপ বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন "এই পর্য্যন্ত বা ইহাই অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ" ইত্যাদি শ্রুতি কেবল বিদ্যারই অর্থাৎ কর্ম্মবিযুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞানেরই পুরুষার্থসাধনতা শুনাইয়াছেন। এই বিষয়ে অন্যান্য আচার্য্য নিম্নোক্ত পথে প্রত্যবস্থান করেন ॥ ৩। ৪। ১ ॥

আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা, সে জন্য তিনিও কর্ম্মেব অন্যতম অঙ্গ। যেহেতু আত্মা কর্ম্মাঙ্গ, সেই হেতু তদ্বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞানের) ব্রীহিপ্রোক্ষণের ন্যায় † বিষয় দ্বারা অর্থাৎ পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মসম্বন্ধিতা আছে; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানও

---

* শেষত্বাৎ কর্ম্মাঙ্গত্বাৎ হেতোঃ কর্ত্তৃত্বেনাত্মন ইতি যোজ্যম্। তদ্বিজ্ঞানমপি ব্রীহিপ্রোক্ষণাদিবৎ বিষয়দ্বারেণ কর্ম্মসম্বন্ধি। অতএব যথাঽন্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং, তথাত্মজ্ঞানফলশ্রুতেরপ্যর্থবাদত্বমিতি জৈমিনির্ব্বাহ। পুরুষার্থবাদঃ কর্ত্তৃস্তুত্যর্থমর্থবাদঃ।

যে কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মেব অন্যতম অঙ্গ। আত্মা কর্ম্ম করে, সে জন্য আত্মাও কর্ম্মাঙ্গ। সুতরাং তাহার অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তার যথোক্ত আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের অঙ্গ। কর্ম্মাঙ্গ-আত্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল ফলবাক্য আছে, সে সকল অর্থবাদ—কর্ম্মকর্ত্তা আত্মার প্রশংসাবাদ মাত্র। যদ্রূপ অন্যান্য অঙ্গ বিষয়ে অর্থবাদ বাক্য আছে, তদ্রূপ এই কর্ত্তৃসংস্কারক অঙ্গেও ঐ সকল অর্থবাদ অভিহিত হইয়াছে।

† ব্রীহি ধান্যবিশেষ (আশুধান্য)। তাহা যজ্ঞকার্য্যে গৃহীত হয় এবং তাহাতে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জলপ্রোক্ষণ করা হয়। সেই প্রোক্ষণে তাহার সংস্কার হয়, সংস্কারের প্রভাবে তাহাতে

আত্মজ্ঞানে যা ফলশ্রুতিঃ, সাঽর্থবাদ ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে। যথান্যেষু দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি।" "যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে, যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে, বর্ম্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে কর্ম্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ, তদ্বৎ।

কথং পুনরস্যানারভ্যাধীতস্যাত্মজ্ঞানস্য প্রকরণাদীনামন্য-

দিত্যেতদ্ব্যাচেষ্টে কর্ত্তৃত্বেনেতি। তত্ত্বজ্ঞানং প্রয়োগবিধিনা আদেয়ং সাধ্যফলোক্তি-শূন্যত্বে সতি কর্ম্মাঙ্গাশ্রয়ণাৎ পর্ণময়ীত্বাদিবদিতি প্রয়োগঃ। স্বতন্ত্রফলস্য কথং প্রোক্ষণাদিবৎ কর্ম্মাঙ্গতেত্যাশঙ্ক্য পুরুষার্থবাদ ইত্যস্যার্থমাহ ইত্যত ইতি। বেদার্থ-জিজ্ঞাসায়াং তত্ত্বনির্ণয়ার্থং সংশয়াদিপ্রতিভাসো গুরোবগ্রে শিষ্যেণ দর্শনীয়ঃ। গুরুণা চ তন্নিরাসেন তত্ত্বমাবিষ্করণীয়ম্—ইতি শিষ্টাচারং দর্শয়িতুং জৈমিনিগ্রহণং, ন প্রতিপক্ষতয়া। শিষ্যস্য তদযোগাৎ। ফলশ্রুতেবর্থবাদত্বে সূত্রিতং দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—যথেতি। পর্ণময়ীদ্রব্যে যজমানস্যাঞ্জনাদিসংস্কারে প্রযাজাদিকর্ম্মসু চ ক্রমেণ ফলশ্রুতিরাহ যস্যেত্যাদিনা। সাচ ফলশ্রুতির্ন ফলপরা ফলবৎক্রত্বর্থত্বাৎ, পর্ণতাদেঃ ফলশেষত্বাযোগাৎ, অতঃ সাঽর্থবাদ এবেতি পর্ণময়ীত্বাধিকরণে সমর্থিতং, তথাত্মজ্ঞানেঽপি ফলশ্রুতিরর্থবাদ এব স্যাদিত্যাহ—তদ্বদিতি।

বিনিযোজকমানাভাবাৎ আত্মধিয়োঽনঙ্গত্বাৎ তত্র ফলশ্রুতির্নার্থবাদ ইতি শঙ্কতে—কথমিতি। প্রকরণাদিনা ক্রত্বসম্বন্ধেঽপি জুহূদ্বারা পর্ণময়ীত্বস্য বাক্যাৎ

কর্ম্মের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় প্রয়োজনীয়। অঙ্গও প্রয়োজনীয়, আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে যে ফলশ্রবণ আছে, সে সকল অর্থবাদ, ইহা জৈমিনি মুনির মত। জৈমিনি মুনি মানেন বা মনে করেন, যেমন অন্যান্য যজ্ঞীয় দ্রব্যের সংস্কার সম্বন্ধে "যাহার পত্রনির্ম্মিত জুহূ (হোমের হাতা) হয়, সে পাপবাক্য শুনে না অর্থাৎ অনিন্দনীয় হয়।" "যজমান যে অঞ্জন ধারণ করে, তাহাতে সে শত্রুর চক্ষু আবৃত করে।" "যাগকর্ত্তা যে প্রযাজ অনুযাজ করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ বর্ম্মাচ্ছাদিত করা হয়।" "যজ্ঞে এই সকল কর্ম্ম যজমানের শত্রুবিজয়ের কারণ।" এই সকল বাক্য যেমন অর্থবাদ—স্তুতিমাত্র, তেমনি আত্মজ্ঞানসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ, স্তুতিমাত্র। (ফলের সহিত অর্থবাদ-বাক্যের সম্বন্ধ নাই, কর্ম্মের সহিতই তাহার সম্বন্ধ, সুতরাং তাহা কর্ম্মের স্তাবক মাত্র। বিশদার্থ এই যে, ঐ সকল ফলবচন প্রলোভন মাত্র; বস্তুতঃ ঐ সকল ফল হয় না।)

[কথং...বিজ্ঞানম্] এই স্থানে বলিতে পার, আপত্তি করিতে পার যে, আত্মবিজ্ঞান অনারভ্য-অধীত অর্থাৎ কোন কর্ম্মপ্রস্তাবে পঠিত নহে এবং সেজন্য

ফলজনকতাশক্তি আইসে। এইরূপ আত্মাও উপনিষদ্বিহিত জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃত হয়, সংস্কৃত হইয়া কর্ম্মফল পাইবার যোগ্য হন। অতএব, যদ্রূপ ব্রীহিপ্রোক্ষণ দ্রব্যসংস্কারক অঙ্গ, তদ্রূপ আত্মবিজ্ঞানও কর্ম্মের কর্ত্তৃসংস্কারক অঙ্গ।

তমেনাপি হেতুনা বিনা ক্রতুপ্রবেশ আশঙ্ক্যতে। কর্ত্তৃদ্বারেণ তদ্বিজ্ঞানস্য বাক্যাৎ ক্রতুসম্বন্ধ ইতি চেৎ, ন, বাক্যবিনিয়োগানুপপত্তেঃ।• অব্যভিচারিণা হি কেনচিৎ দ্বারেণানারভ্যাধীতানামপি বাক্যনিমিত্তঃ ক্রতুসম্বন্ধোঽবকল্পতে। কর্ত্তা তু ব্যভিচারি দ্বারং লৌকিকবৈদিককর্ম্মসাধারণ্যাৎ। তস্মান্ন তদ্দ্বারেণাত্মজ্ঞানস্য ক্রতুসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি। ন। ব্যতিরেকবিজ্ঞানস্য বৈদিকেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽন্যত্রানুপযোগাৎ। ন হি দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানং লৌকিকেষু কর্ম্মসূপযুজ্যতে, সর্ব্বথা

ক্রতুসম্বন্ধবদাত্মধিয়োঽপি কর্ত্তৃদ্বারা বেদান্তবাক্যাৎ ক্রতুসঙ্গতিরিতি পূর্ব্ববাদ্যাহ—কর্ত্রেতি। সিদ্ধান্তো দূষয়তি—নেতি। তদেব বিবৃণোতি—অব্যভিচারিণেতি। জুহ্বদাত্মজ্ঞানে কর্ত্তৈবাব্যভিচারি দ্বারমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তেতি। তস্য ব্যভিচারিত্বে ফলমাহ তস্মাদিতি। কিং দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্য কর্ম্মাঙ্গত্বং বিনিয়োজকাভাবাৎ নিরস্যতে। কিঞ্চাপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষিতাসংসার্য্যাত্মবিষয়োপনিষদজ্ঞানস্যেতি বিকল্প্যাদ্যং পূর্ব্ববাদী দূষয়তি—নেতি। তস্য বিষয়দ্বারা তেষ্বনুপ্রবেশাৎ ন কর্ম্মাঙ্গত্বং নিষেদ্ধুং শক্যমিত্যর্থঃ। লৌকিককর্ম্মণোঽপি কর্ম্মত্বাৎ বৈদিককর্ম্মবৎ কর্ত্তৃদ্বারেণাতিরিক্তজ্ঞানাপেক্ষেতি কর্ত্তুঃ সাধারণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। সর্ব্বথেতি ব্যতিরেকজ্ঞানাজ্ঞানয়োরিত্যর্থঃ। তর্হি

তাহার প্রকরণ প্রভৃতি বিনিযোজক প্রমাণ নাই। যখন বিনিযোজক প্রমাণ নাই, তখন কি প্রকারে যজ্ঞের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবে? আত্মাই কর্ম্মকর্ত্তা; তদনুসারে তাঁহার জ্ঞানও বাক্যপ্রমাণে যজ্ঞকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে, এরূপ বলিলেও আপত্তি হইবে। কেননা, ঈদৃক্ স্থলে বাক্যের দ্বারা বিনিয়োগ (আত্মজ্ঞানকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজনা করা) অনুপপন্ন-(অযুক্ত)। বাক্য অব্যভিচারী কোন দ্বার বা উপলক্ষ্য প্রাপ্ত না হইলে অনারভ্যাধীত পদার্থকে যজ্ঞকার্য্যে সংযোজন করিতে পারে না। আত্মা কর্ম্মকর্ত্তা সত্য; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধে লোক বেদ উভয়সাধারণ: সুতরাং অব্যভিচারী অর্থাৎ তন্মাত্রনির্দ্দিষ্ট নহেন। তিনি লৌকিক কর্ম্মও করেন, বৈদিক কর্ম্মও করেন। অতএব, যজ্ঞকার্য্যে আত্মার অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে, তদ্বিজ্ঞানেরও কর্ম্মের সহিত অঙ্গভাব বা সম্বন্ধ থাকিবে, এ সিদ্ধান্ত প্রমাণলভ্য নহে। বাদিগণের এ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর—কিছুই নহে। কারণ, বেদোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্যত্র ব্যতিরেক-বিজ্ঞানের অর্থাৎ দেহাতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানের (দেহাদি আত্মা নহে, আত্মা বা আমি এতদতিরিক্ত, এই অতিরিক্ত জ্ঞানের) উপযোগ বা প্রয়োজন নাই। লৌকিক কার্য্যে তাদৃশ জ্ঞানের কি উপযোগ আছে? অল্পমাত্রও উপযোগ বা প্রয়োজন দেখা যায় না। ব্যতিরেকে জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রকারেই দৃষ্টার্থপ্রবৃত্তি উপপন্ন হয়। (দৃষ্টার্থ=লৌকিক পদার্থ। প্রবৃত্তি=ইচ্ছা চেষ্টাদি। তাহা অতিরিক্ত জ্ঞান থাকিলেও হয়, না

দৃষ্টার্থপ্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। বৈদিকেষু তু দেহপাতোত্তরকালফলেষু দেহব্যতিরিক্তাত্মবিজ্ঞানমন্তরেণ প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে—ইত্যুপযুজ্যতে ব্যতিরেকবিজ্ঞানম্।

নন্বপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণাদসংসার্য্যাত্মবিষয়মৌপনিষদং দর্শনং ন প্রবৃত্ত্যঙ্গং স্যাৎ। ন। প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণ এবাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপদেশাৎ। অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণন্তু স্তুত্যর্থং ভবিষ্যতি। ননু তত্র তত্র প্রসাধিতমেতদধিকমসংসারি

বৈদিকান্যপি কর্ম্মাণি কর্ম্মত্বাদিতরবন্ন ব্যতিরেকজ্ঞানাপেক্ষাণীত্যাশঙ্ক্যাহ—বৈদিকেম্বিতি। কারীর্য্যাদিনিবৃত্ত্যর্থং দেহপাতেত্যাদিবিশেষণম্।

দ্বিতীয়মালম্বতে নন্বিতি। অনুপযোগিত্বাৎ বিরোধিত্বাচ্চ তস্য ন ক্রত্বঙ্গতেতি ভাবঃ। ক্রত্বপেক্ষিতং রূপং হিত্বান্যদবিবক্ষিতমিত্যাহ নেত্যাদিনা। জায়াদীনামাত্মার্থত্বেন প্রিয়ত্বমুক্ত্বা আত্মা দ্রষ্টব্য ইতি বদতা জায়াদিনা ভোগ্যেন সূচিতস্য সংসারিণো ভোক্তুরেব দ্রষ্টব্যত্বমিষ্টম্। ভোক্তৃজ্ঞানঞ্চ কর্ম্মস্বুপযুক্তমতো ভোক্তৃতিরিক্তমাত্মরূপং ন শ্রৌতমিত্যর্থঃ। অপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণস্য ভোক্তর্য্যযুক্তত্বাদতিরিক্তমাত্মরূপমেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপহত ইতি। জন্মাদিসূত্রমারভ্য তত্র তত্রাপ্রপঞ্চব্রহ্মাত্মপরতা বেদান্তানামুক্তা, তৎ কথমপহতপাপ্মত্বাদিকীর্ত্তনস্য স্তুত্যর্থতেতি শঙ্কতে নন্বিতি। অধিকমিতি বিশেষণাদাশঙ্কিতং দ্বৈতং বারয়তি তদ্রেবেতি। সংসারিণোঽসংসারীশ্বররূপমিতি ব্যাহতিং প্রত্যাহ

থাকিলেও হইতে পাবে।) কিন্তু অতিরিক্ত জ্ঞান ব্যতীত বৈদিক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। কারণ, বেদোক্ত কর্ম্মের ফল পারলৌকিক অর্থাৎ মরণের পর হয়। যে কর্ম্মের ফল মরণের পর লভ্য; ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞান ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয় না। অতএব, বৈদিক কর্ম্মে ও কর্ম্মাঙ্গে ব্যতিরিক্ত বিজ্ঞানের উপযোগ বা প্রয়োজন আছে।

[নন্বপহত...ভবিষ্যতি] উপনিষদে আত্মার অপাপত্ব প্রভৃতি বিশেষণ প্রদত্ত আছে, তদ্বলে আত্মার অসংসারিত্বই প্রতীত হইবে, তাদৃশ আত্মবিজ্ঞান প্রবৃত্তির অঙ্গ নহে। অর্থাৎ তাদৃশ আত্মজ্ঞান হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত নিবৃত্তিই হইতে পারে, এ কথাও বলিতে পার না। কারণ এই যে, উপনিষদে প্রিয়াদিসংসূচিত সংসারী আত্মাই দ্রষ্টব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। (প্রিয়, মোদ, প্রমোদ, এ সমস্তই সুখবিশেষ। আত্মা তাহা পায় বা ভোগ করে। এ সকল কথা সংসারী আত্মারই বোধক।) অপাপ প্রভৃতি কতকগুলি অসংসারী বোধক বিশেষণ আছে সত্য; পরন্তু সে সকল স্তুতি বা প্রশংসা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। [ননু...দার্ঢ্যায়] যদি বল, অসংসারী ব্রহ্মই জগৎ-

ব্রহ্ম জগৎকারণং, তদেব সংসারিণ আত্মনঃ পারমার্থিকং স্বরূপমুপনিষৎসূপদিশ্যত ইতি। সত্যং প্রসাধিতম্; তস্যৈব তু স্থূণানিখননবৎ ফলদ্বারেণাক্ষেপ-প্রতিসমাধানে ক্রিয়েতে দার্ঢ্যায়॥ ৩। ৪। ২॥

আচারদর্শনাৎ॥ ৩। ৪। ৩॥*

"জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে" "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্ সোঽহমস্মি" ইত্যেবমাদীনি ব্রহ্মবিদামপ্যন্যপরেষু বাক্যেষু কর্ম্মসম্বন্ধদর্শনানি ভবন্তি। যথোদ্দালকাদীনামপি

পারমার্থিকমিতি। ঐক্যে প্রমাণং পূর্ব্বোক্তং সূচয়তি—উপনিষৎস্বিতি। পূর্ব্বপক্ষাক্ষেপং সমাধত্তে—সত্যমিত্যাদিনা। ফলদ্বারেণেত্যাত্মজ্ঞানং বেদান্তানাং তৎ ক্রত্বর্থংবেতি বিচারেণেত্যর্থঃ। সাধিতস্যৈবাক্ষেপসমাধিভ্যাং সাধনস্য ফলমাহ—দার্ঢ্যায়েতি॥ ইত্যানন্দগিরিকৃতা টীকা। ৩। ৪। ২॥]

[আনন্দগিরিঃ। কিঞ্চ জনকাদীনাং বিদ্যয়া সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরতঃ সহানুষ্ঠানং বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন কর্ম্মাঙ্গত্বে লিঙ্গমিত্যাহ আচারেতি। সূত্রং ব্যাচষ্টে—জনকো হেতি। বিদেহানামধিপতির্জ্জনকো নাম রাজা বহুদক্ষিণসংজ্ঞেন যজ্ঞেনাশ্বমেধেন বা বহুদক্ষিণাযুক্তেন পুরা কদাচিদীজে যাগং কৃতবান্। কৈকেয়স্তু রাজ্ঞো ব্রহ্মবিদো বাক্যমাহ যক্ষ্যমাণ ইতি। বিদ্যার্থিনঃ সমাগতান্ প্রচীনশালাদীন্ ভগবন্ত ইতি সম্বোধ্যাহং যক্ষ্যমাণোঽস্মি, ততশ্চ কতিচিৎ দিনান্যাসধ্বমিতি রাজোক্তবানিত্যর্থঃ। উক্তবাক্যানি বিদ্যার্থানি ন কর্ম্মার্থানীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যেতি। ইতশ্চ ব্রহ্মবিদামস্তি কর্ম্ম-

---

কারণ এবং সেই জগৎকারণ ব্রহ্মই এই সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ, ইহা প্রত্যেক উপনিষদে উপদিষ্ট, এ সকল কথা পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বলাই হইয়াছে, আবার সে সকল কথা কেন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, তাহাই দৃঢ় করিবার নিমিত্ত স্থূণানিখননের দৃষ্টান্তে পুনঃ পূর্ব্বপক্ষ ও পুনঃ সমাধান করা হইতেছে॥ ৩। ৪। ২॥

"মিথিলা দেশের রাজা জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ (তন্নামক যজ্ঞ অথবা অশ্বমেধ) করিয়াছিলেন।" "হে মহাভাগগণ, আমি যাগদীক্ষিত হইয়াছি।" ইত্যাদি ইত্যাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষিরাও যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য অন্যবিধ হইলেও কর্ম্মসম্বন্ধ বোধের বাধা জন্মায় না।

---

* বিদ্যয়া সহ কর্ম্মাচরণদর্শনান্ন কেবলৈব বিদ্যা মোক্ষহেতুরিতি সূত্রার্থঃ।

জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মাচরণ (কর্ম্মানুষ্ঠান) করিতে দেখা যায়। তদ্দারা জানা যায়, কেবল জ্ঞান মোক্ষকারণ নহে।

পুত্রানুশাসনাদিদর্শনাৎ গার্হস্থ্যসম্বন্ধোঽবগম্যতে। কেবলাৎ চেৎ জ্ঞানাৎ পুরুষার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ, কিমর্থমনেকায়াস-সমন্বিতানি কর্ম্মাণি তে কুর্য্যুঃ। "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" ইতি ন্যায়াৎ ॥৩।৪।৩॥

তচ্ছ্রুতেঃ ॥৩।৪।৪॥*

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি" ইতি চ কর্ম্মশেষত্বশ্রবণাৎ বিদ্যায়া ন কেবলায়া পুরুষার্থহেতুত্বম্ ॥৩।৪।৪॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥৩।৪।৫॥†

"তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইতি চ বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ

সঙ্গতিরিত্যাহ তথেতি। আদিপদেন ব্যাসযাজ্ঞবল্ক্যাদিসংগ্রহঃ। দ্বিতীয়েন ভার্য্যানুশাসনাদয়ো গৃহ্যন্তে। কর্ম্ম কৃতং বিদ্বদ্ভিরেব কৈশ্চিদিত্যেতাবতা বিদ্যাশক্তেরপহ্নবাঽযোগাৎ কেবলৈব সা মুক্তের্হেতুরিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলাদিতি। অল্পায়াসমুপায়ং হিত্বা ন কোঽপি মহায়াসং তমাদ্রিয়েত, ইত্যত্র লৌকিকন্যায়মাহ—অর্কে চেদিতি। সমীপবচনোঽর্কশব্দঃ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥৩।৪।৩॥

ন কেবলং বিদ্যায়া লিঙ্গাদেব কর্ম্মাঙ্গত্বং, কিন্তু তৃতীয়াশ্রুতেরপীত্যাহ তদিতি। সূত্রার্থং বিবৃণোতি যদেবেতি ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥৩।৪।৪॥]

[আনন্দগিরিঃ। ইতো ন স্বতন্ত্রা বিদ্যা পুমর্থহেতুরিত্যাহ সমন্বারম্ভণাদিতি।

উদ্দালক প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষিগণ পুত্রের প্রতি অনুশাসন (উপদেশ) করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জ্ঞানের সহিত গার্হস্থ্যের সম্বন্ধ থাকা অনুমিত হয়। কেবল জ্ঞানেই পুরুষার্থ লাভ হইলে কিজন্য তাঁহারা ক্লেশবহুল যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবেন? সমীপে মধু পাইলে কে পর্ব্বতে যায়? ॥৩।৪।৩॥

"যাহা বিদ্যায় (উপাসনায়) নিষ্পন্ন হয়, তাহা শ্রদ্ধা ও উপনিষদের দ্বারা (উপনিষদ্ = রহস্যবিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান) কৃত হইলে বীর্য্যবত্তর অর্থাৎ ফলাতিশয়জনক হয়।" এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা শ্রবণ থাকায় কেবল জ্ঞানের পুরুষার্থজনকতার অভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে ॥৩।৪।৪॥

"বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরলোকপ্রস্থিত (মৃত) জীবের অনুগমন

---

* তৎ কর্ম্মাঙ্গত্বম্, শ্রুতেঃ, তৃতীয়াশ্রুতেরবধার্য্যত ইতি যোজ্যম্।

জ্ঞান যে কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ, তাহা "শ্রদ্ধয়া, উপনিষদা" ইত্যাদি বাক্যস্থিত 'তৃতীয়া' বিভক্তির দ্বারা অবধারিত হয়।

† "সমন্বারভেতে" ইতি শ্রবণাৎ বিদ্যা কর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় এব ফলারম্ভকারণং, ন তু বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমস্তীতি ভাবঃ।

শ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্যা ও কর্ম্ম পরস্পর সহভাবাপন্ন হইয়া ফল জন্মায়, সুতরাং বুঝা গেল, জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্যে ফলজনকতা নাই।

ফলারম্ভে সাহিত্যদর্শনাৎ ন স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ ॥ ৩ । ৪ । ৫ ॥

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৬ ॥*

"আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ" ইতি চৈবঞ্জাতীয়কা শ্রুতিঃ সমস্তবেদার্থবিজ্ঞানবতঃ কর্ম্মাধিকারং দর্শয়তি। তস্মাদপি ন বিজ্ঞানস্য স্বাতন্ত্র্যেণ ফলহেতুত্বম্। নন্বত্রাধীত্যেত্যধ্যয়নমাত্রং বেদস্য শ্রূয়তে, নার্থবিজ্ঞানম্। নৈষ দোষঃ, দৃষ্টার্থত্বাৎ। বেদাধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তমিতি স্থিতম্ ॥ ৩ । ৪ । ৬ ॥

সূত্রং বিবৃণোতি—তমিত্যাদিনা। তং পরলোকং ব্রজন্তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বগচ্ছত ইতি যাবৎ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ৫ ॥]

[আনন্দগিরিঃ। তদস্বাতন্ত্র্যে লিঙ্গান্তরমাহ তদ্বত ইতি। তদ্ব্যাকরোতি—আচার্য্যেতি। তস্য কুলং গৃহমুপনয়নং কৃত্বা তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং, গুরোঃ শুশ্রূষারূপং কর্ম্ম বিধায়াতিশেষেণ শিষ্টেন কালেন যথাবিধানং পবিত্রপাণিত্বপ্রাঙ্মুখত্বাদিবিধানমনতিক্রম্য বেদমধীত্যানন্তরমভিসমাবৃত্য ব্রতবিসর্গং কৃত্বা দারানাহৃত্য কুটুম্বে গার্হস্থ্যে স্থিতঃ শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়াধ্যয়নং কুর্ব্বন্ কর্ম্মান্তরাণি চ বিহিতানি যথাশক্তি কুর্ব্বাণো ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। অধ্যয়নশব্দস্য যথাশ্রুতমর্থং গৃহীত্বা শঙ্কতে নন্বিতি। অধ্যয়নবিধেরবঘাতাদিবিধিবদ্দৃষ্টার্থত্বাদর্থাববোধান্তো ব্যাপারোঽস্তীতি প্রথমে তন্ত্রে সমর্থিতমিত্যাহ—নেত্যাদিনা ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ৬ ॥]

করে।" এই শ্রুতিতে দেখা যায়, ফলারম্ভের প্রতি অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের প্রতি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সহভাব আছে। অর্থাৎ উভয় মিলিত হইয়াই জন্মান্তরাদি ফল জন্মায়, কেবল জ্ঞানে কিছুই করে না ॥ ৩ । ৪ । ৫ ॥

"গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—গুরুর সমুদায় কার্য্য (আজ্ঞাপালন) শেষ করিয়া" "সমাবর্ত্তন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া—" "কুটুম্বমধ্যে বাস করতঃ পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন-তৎপর—" এই সকল শ্রুতি ও এই সকলের অনুরূপ অন্যান্য শ্রুতি সর্ব্ববেদার্থজ্ঞানীরই কর্ম্মাধিকার দেখাইতেছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে, বিজ্ঞানের (আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের) স্বাধীনভাবে ফলপ্রদানসামর্থ্য নাই। বেদমধীত্য—বেদ অধ্যয়ন করিয়া, এখানে মাত্র অধ্যয়ন-শব্দের উল্লেখ থাকিলেও তাহার অর্থ কেবল উচ্চারণ নহে। অর্থজ্ঞানও অধ্যয়নের অন্তর্গত। অধ্যয়ন-শব্দ যে, উচ্চারণানন্তর অর্থবোধপর্য্যন্ত অর্থ বুঝায়, তাহা পূর্ব্বকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে ॥ ৩ । ৪ । ৬ ॥

---

* কৃৎস্নবেদার্থজ্ঞানিনং প্রতি কর্ম্মণো বিধানাৎ।
যে ব্যক্তি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে ও সে সকলের অর্থ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তির উদ্দেশেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট। সমস্ত বেদার্থের মধ্যে উপনিষৎপ্রসূত তত্ত্বজ্ঞান ও নিবিষ্ট আছে।

নিয়মাচ্চ ॥ ৩ । ৪ । ৭ ॥*

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥" ইতি
তথা "এতদ্বৈ জরামর্য্যং সত্রং যদগ্নিহোত্রং, জরয়া বা হ্যেবাস্মান্ মুচ্যতে মৃত্যুনা বা" ইত্যেবঞ্জাতীয়কান্নিয়মাদপি কর্ম্মশেষত্বমেব বিদ্যায়াঃ—ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রতিবিধত্তে ॥৩।৪।৭ ॥

সুগমম্ । সিদ্ধান্তয়তি ॥ ৩ । ৪ । ৭ ॥

[আনন্দগিরিঃ । ইতশ্চ ন স্বতন্ত্রা বিদ্যা পুমর্থহেতুরিত্যাহ—নিয়মাচ্চেতি । নিয়মং বিভজতে কুর্ব্বন্নিতি । ইহ দেহে শতং সমাঃ শতসঙ্খ্যাকান্ সম্বৎসরান্ জিজীবিষেৎ তৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নেবেতি নিয়মবিধিঃ । এবংত্বয়ি নরে বর্ত্তমানে সত্যশুভং কর্ম্ম ন লিপ্যতে । তেন ত্বং ন লিপ্যসে ইতি যাবৎ । ইতশ্চ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি, যতো ন কর্ম্মলেপঃ স্যাদিত্যর্থঃ । নিয়মান্তরমাহ তথেতি । জরামর্য্যং জরামরণাবধিকম্ । তদেব বিশদয়তি জরয়েতি । শ্রুত্যাদিভিরাঙ্গবিধিয়ঃ সিদ্ধে কর্ম্মাঙ্গত্বে তৎফলেনৈব ফলবত্ত্বমিত্যুপসংহর্ত্তুমিতীত্যুক্তম্ । পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি এবমিতি । ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ৭ ॥]

"কর্ম্ম করিবার জন্য, শত বৎসর পর্য্যন্ত এই দেহে জীবিত থাকার ইচ্ছা করিবেক । তুমি কথিত প্রকারে বিদ্যমান থাকিলেও (জীবিত থাকিলেও) কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না । এই প্রকার ব্যবস্থা ব্যতীত কর্ম্মলেপনিবৃত্তির অন্য উপায় নাই ।" "এই যে সত্র অর্থাৎ যজ্ঞ—ইহার নাম অগ্নিহোত্র । ইহা জরা-মরণ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠেয়, জরা আসিলে অথবা মৃত্যু হইলে ইহা আমাদিগকে ত্যাগ করিবেক, (মধ্যে নহে) ।" এই সকল কর্ম্মনিয়ামক বিধানের দ্বারাও জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইরূপে ২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত যে-পূর্ব্বপক্ষ স্থাপিত হইল, তাহার প্রতিবিধান এইরূপ—॥ ৩ । ৪ । ৭ ॥

---

* নিয়মবিধিদর্শনাচ্চ ।

কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিবেক ।" 'যাবৎ না জরা মরণ উপস্থিত হয়, তাবৎ অগ্নিহোত্র যাগ করিবেক' ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মতৎপর থাকিবার নিয়ম কথিত হইয়াছে । নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হয় না ; তাহাতেই বুঝা যায়, জ্ঞান কর্ম্মেরই অন্যতম অঙ্গ । (২ হইতে ৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ) ।

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥৩। ৪। ৮॥*

তু-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে। যদুক্তং "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ" ইতি [বে° স° ৩।৪।২], তন্নোপপদ্যতে। কস্মাৎ। অধিকোপদেশাৎ। যদি সংসার্য্যেবাত্মা শারীরঃ কর্ত্তা ভোক্তা চ শরীরমাত্রব্যতিরেকেণ বেদান্তেষূপদিষ্টঃ স্যাৎ, ততস্ততো বর্ণিতেন প্রকারেণ ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং স্যাৎ। অধিকস্তু শারীরাদাত্মনোঽসংসারীশ্বরঃ কর্ত্তৃত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিতোঽপহতপাপ্মত্বাদিবিশেষণকঃ পরমাত্মা বেদ্যত্বেনোপদিশ্যতে বেদান্তেষু। ন চ তদ্বি-

---

যদি শরীরাদ্ব্যতিরিক্তঃ কর্ত্তা ভোক্তাত্মেত্যেতন্মাত্র উপনিষদঃ পর্য্যবসিতাঃ স্যুস্ততঃ স্যাদেবম্। ন ত্বেতদস্তি। তাস্তু এবম্ভূতজীবানুবাদেন তস্য শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনব্রহ্মরূপতাপ্রতিপাদনপরা ইতি তত্র তত্রাসকৃদাবেদিতম্। অনধিগতার্থবোধনস্বরসতা হি শব্দস্য প্রমাণান্তরসিদ্ধানুবাদেন। তথা চ ঔপনিষাদাত্মজ্ঞানস্য

সূত্রস্থ তু-শব্দ প্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের (উত্থাপিত আপত্তির) নিবারক। অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মের অন্যতম অঙ্গ ও তদুপলক্ষ্যে কথিত ফলবাক্য তাহার অর্থবাদ, সে কথা সত্য নহে। সে কথা উপপন্ন হয় না অর্থাৎ তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা, অধিক উপদেশ দৃষ্ট হয়। [যদি...ইত্যত্র] বেদান্তে যদি কেবল দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা সংসারী আত্মা উপদিষ্ট হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই সেই সেই ফলশ্রুতিকে কথিতপ্রকারে অর্থবাদবাক্য বলিতে পারিতে। কিন্তু কেবল তাহা অভিহিত হয় নাই, বেদান্তে কেবল অসংসারী ঈশ্বরাত্মাও বেদ্য বা বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। তদনুসারে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মরহিত নিষ্পাপ নির্লিপ্ত উদাসীন ও পরমাত্মা বলিয়া জানিতে হইবে। সে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া বা কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা দূরে থাকুক,

---

* 'তুঃ' পরপক্ষনিরাসার্থঃ। বেদান্তোক্তং পরমাত্মজ্ঞানং ন কর্ম্মাঙ্গং, ততশ্চ তৎফলং নার্থবাদঃ। হেতুমাহ—অধিকেতি। বেদান্তেষু অধিকস্য শারীরাদাত্মনোঽসংসারীশ্বরস্যোপদেশদর্শনাদিত্যর্থঃ। এবং সতি বাদরায়ণস্য মতমবিচাল্যম্ভবতি। তদ্দর্শনাৎ অধিকোপদেশদর্শনাৎ শ্রুতিম্বিতি পূরণীয়ম্। ফলিতার্থস্তু—যঃ কর্ত্তা কর্ম্মাঙ্গং, নাসৌ বেদান্তবেদ্যঃ, যচ্চ ব্রহ্ম তদেব তদ্বেদ্যং, ন তৎকর্ম্মাঙ্গম্। ততশ্চ তজ্জ্ঞানস্য কুতঃ কর্ম্মশেষতা কুতো বা ফলশ্রুতেরর্থবাদতেতি।

যে-আত্মা বেদান্তে উপদিষ্ট, সে আত্মা কর্ম্মাঙ্গ কর্ত্তৃ-আত্মা (জীবাত্মা) হইতে অধিক অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। বেদান্তবেদ্য আত্মা অসংসারী ও কর্ত্তৃত্বাদিসর্ব্বধর্ম্মবর্জ্জিত। অতএব, বাদরায়ণের মতই দৃঢ় অর্থাৎ অবিচাল্য ঃ শ্রুতিতেও অধিক অর্থাৎ অসংসারী ব্রহ্মাত্মার উপদেশ দেখা যায়।

জ্ঞানং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকং ভবতি, প্রত্যুত তৎ কর্ম্মাণ্যুচ্ছিনত্তীতি বক্ষ্যতি "উপমর্দ্দঞ্চ" [বে০ সূ০ ৩।৪।১৬] ইত্যত্র। তস্মাৎ "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ" ইতি [বে০সূ০ ৩।৪।১] যন্মতং ভগবতো বাদরায়ণস্য, তত্তথৈব তিষ্ঠতি, ন শেষত্বপ্রভৃতিভির্হেত্বাভাসৈশ্চালয়িতুং শক্যতে। তথা হি তমধিকং শারীরাদীশ্বরমাত্মানং দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ" "মহাভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" ইত্যেবমাদ্যাঃ।

যত্তু প্রিয়াদিসংসূচিতস্য সংসারিণ এবাত্মনো বেদ্যতয়ানু-

ক্রত্বনুষ্ঠানবিরোধিনঃ ক্রতুসম্বন্ধ এব নাস্তি, কিমঙ্গ পুনস্তদব্যভিচারঃ, ততশ্চ ক্রতুশেষতা। তথা চ নাপবর্গফলশ্রুতেরর্থবাদমাত্রত্বমপি তু ফলপরত্বমেব।

অতএব প্রিয়াদিসূচিতেন সংসারিণাত্মনোপক্রম্য তস্যৈবাত্মনোঽধিকোপদিদিক্ষায়াং পরমাত্মনোঽত্যন্তাভেদ উপদিশ্যতে। যথা সমারোপিতস্য ভুজগস্য

কর্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে। এ তথ্য "উপমর্দ্দঞ্চ" সূত্রে সমর্থিত হইবে। [তস্মাৎ ..মাদ্যাঃ] অতএব, ভগবান্ বাদরায়ণ যে বলিয়াছেন, কেবল বেদান্তবিহিত বিজ্ঞানে পুরুষার্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ হয়, তাহা স্থিরতরই থাকিবেক, শেষত্ব প্রভৃতি হেত্বাভাস তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। (২ হইতে ৭ পর্য্যন্ত সূত্রে যে সকল হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, সে সকল প্রকৃত হেতু নহে। সে সকল হেত্বাভাস অর্থাৎ মাত্র দেখিতে হেতুর মত সুতরাং সে সকলের দ্বারা প্রতিজ্ঞাত তত্ত্ব অব্যভিচরিতরূপে সাধিত হইতে পারে না।) যে সকল শ্রুতি শরীরাভিমানী জীবাত্মার অধিক ঈশ্বরাত্মা বা পরমাত্মা বলিয়াছেন, সে সকল শ্রুতি এই—"সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ।" বায়ু তাঁহারই ভয়ে বহমান হয় সূর্য্যও তাঁহার ভয়ে উদিত হন।" "ইনি উদ্যত বজ্র অপেক্ষা অধিক ভয়হেতু।" "গার্গি এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) অনুশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্য বিধৃত আছে।" "তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব। অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।" ইত্যাদি।

[যত্তু…নির্ণীতম্] বেদান্তে প্রিয়াদিসূচিত সংসারী আত্মাও বিজ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে সত্য; যথা—"আত্মার অর্থাৎ আপনার প্রিয় (প্রীতি বা সুখ) বা স্ফূর্ত্তিপ্রদ বলিয়াই এ সমুদায় প্রিয় হয়।" "আত্মাই দ্রষ্টব্য" যে প্রাণের

কর্ষণম্ "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" "যঃ প্রাণেন প্রাণিতি, স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে" ইত্যুপক্রম্য "এতত্ত্বেব তে ভূয়োঽনুব্যাখ্যাস্যামি" ইতি চৈবমাদি, তদপি "অস্য বা মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" "যোঽশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ" ইত্যেবমাদিভির্ব্বাক্যশেষৈঃ সত্যামেবাধিকোপদিদিক্ষায়াং নাত্যন্তভেদাভিপ্রায়মিত্যবিরোধঃ। পারমেশ্বরমেব হি শারীরস্য পারমার্থিকং স্বরূপম্, উপাধিকৃতন্তু শারীরত্বং "তৎমসি" "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বঞ্চৈতৎ বিস্তরেণাস্মাভিঃ পুরস্তাৎ তত্র তত্র নির্ণীতম্॥ ৩। ৪। ৮॥

রজ্জুরূপাদত্যন্তাভেদঃ প্রতিপাদ্যতে—যোঽয়ং সর্পঃ সা রজ্জুরিতি, যথা বিদ্যায়াঃ কর্ম্মাঙ্গত্বে দর্শনমুপন্যস্তমেবমকর্ম্মাঙ্গত্বে ন দর্শনমুক্তম্। তত্র কর্ম্মাঙ্গত্বদর্শনানামন্যথাসিদ্ধিরুক্তা। কেবলবিদ্যাদর্শনানান্তু নান্যথাসিদ্ধিরসার্ব্বত্রিকী ব্যাপ্তিরপ্যুদ্গীথবিদ্যাপেক্ষয়া, তস্যা এব প্রকৃতত্বাৎ ন ত্বশেষাপেক্ষয়া। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজ্যন্তামিতি নিমন্ত্রিতাপেক্ষয়া, তেষামেব প্রকৃতত্বাৎ॥ ৩। ৪। ৮॥

দ্বারা প্রাণবান্ অর্থাৎ জীবিত থাকা যায়, তাহা আত্মা ও সর্ব্বান্তর (সমুদায় দৈহিক পদার্থের অভ্যন্তরে বা মূলে বিরাজমান)।" "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" ইত্যাদি, পরন্তু সে সকল বাক্যও জীবপরমাত্মার আত্যন্তিক ভেদ অভিপ্রায়ে আম্নাত হয় নাই। কারণ, সেই সেই প্রস্তাবের শেষে এই সকল বাক্যসন্দর্ভ আছে।" "ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ প্রভৃতি সমস্তই এই মহৎভূতের (নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মের) নিঃশ্বাসতুল্য অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি সমুদায় শাস্ত্র তাঁহা হইতে বিনা প্রযত্নে বহির্ভূত হইয়াছে।" "যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করেন, পরম জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম) সম্পন্ন হইয়া স্বীয় পারমার্থিক রূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই উত্তম পুরুষ" ইত্যাদি। ইত্যাদিবিধ বাক্যশেষ দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, শ্রুতির অধিক বলিবার ইচ্ছা থাকায় সেই সেই স্থলে অসংসারী ব্রহ্মের উপদেশ করাই অভিপ্রেত, তাই তিনি প্রদর্শিত শেষ বাক্যে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলেন নাই, সুতরাং উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডন ও বিরোধভঞ্জন সুসিদ্ধ হয়। পারমেশ্বররূপই শারীরাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ; তাঁহার যে, শারীরত্ব বা জীবত্ব, তাহা উপাধিকৃত। এ কথা "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে ও "ইহাঁ ছাড়া পৃথক্ দ্রষ্টা নাই—" ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত আছে। এ সমস্তই আমরা ইতঃপূর্ব্বে সেই সেই স্থানে সবিস্তরে বলিয়াছি॥ ৩। ৪। ৮॥

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৩।৪।৯॥ *

যদুক্তমাচারদর্শনাৎ কর্ম্মশেষো বিদ্যেত্যত্র ব্রূমঃ—তুল্য-মাচারদর্শনমকর্ম্মশেষত্বেঽপি বিদ্যায়াঃ। তথা হি শ্রুতির্ভবতি "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঋর্ষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়-মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে, এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে, এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়শ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইত্যেবঞ্জাতীয়কা। যাজ্ঞবল্ক্যাদীনামপি ব্রহ্ম-বিদামকর্ম্মনিষ্ঠত্বং দৃশ্যতে "এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞ-

[আনন্দগিরিঃ। পরোক্তং লিঙ্গদর্শনং প্রত্যাহ—তুল্যাস্ত্বিতি। উক্তমনূদ্য সূত্রমুত্তরত্বেন যোজয়তি যদিত্যাদিনা। ইতশ্চ বিদ্যায়াঃ ন শেষতেত্যাহ—যাজ্ঞবল্ক্যেতি। আদিশব্দেন শুকাদয়ো গৃহ্যন্তে। কথং তেষামকর্ম্মনিষ্ঠত্বং, তদাহ—এতাবদিতি। উভয়থা লিঙ্গদর্শনে সংশয়মাশঙ্ক্য পরকীয়সিদ্ধানামন্যথাসিদ্ধিং বক্তু-মারভতে অপি চেতি। তত্র যক্ষ্যমাণ ইত্যাদিলিঙ্গদর্শনস্যান্যথাসিদ্ধিমাহ যক্ষ্যমাণ ইতি। তত্রাপি বিদ্যাত্বান্ন কর্ম্মসাহিত্যমন্যথা ব্রহ্মবিদ্যায়ামপি তৎ-প্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সম্ভবতীতি। তর্হি বৈশ্বানরবিদ্যায়া ন স্বাতন্ত্র্যেণ ফলবত্ত্বং কর্ম্মাঙ্গত্বাঙ্গীকারাৎ, তত্রাহ ন ত্বিতি। যেষাঞ্চ ব্রহ্মবিদামপি কর্ম্ম

বলিয়াছিলে যে, আচার দেখা যায় অর্থাৎ জ্ঞানীদিগকেও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে দেখা যায়, তৎকারণে জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া অবধৃত হউক, সে কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি। আচারদর্শন তুল্য অর্থাৎ কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ উভয় পক্ষেই আচার দর্শন আছে। শ্রুতিতে যেমন জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান বর্ণিত আছে, তেমনি কর্ম্মত্যাগও বর্ণিত আছে। কর্ম্মবর্জ্জনবোধিকা শ্রুতি এই—'ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছিলেন। আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিব? কি জন্য যজ্ঞ করিব? পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই। ব্রহ্মনিষ্ঠগণ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পুত্রেচ্ছা ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠতা আচরণ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ হন।" ইত্যাদি। [যাজ্ঞবল্ক্যা...ব্রূমঃ] যজ্ঞবল্ক্য, শুক ও নারদ প্রভৃতি জ্ঞানী ছিলেন, অথচ কর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন না। "ইহাই অমৃত (মোক্ষ) এই বলিয়া

* দর্শনমাচারদর্শনং তুল্যং কর্ম্মাকর্ম্মশেষত্বে ইতি।

শাস্ত্রে যেমন জ্ঞানীর আচারনিষ্ঠতা অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে রতি দেখিয়াছ, তেমনি কর্ম্মবিরতিও দেখিতে পাইবে। অতএব, আচারদর্শনরূপ হেতু উভয় পক্ষেই তুল্য। সে জন্য তাহা তহার সাধক হইতে পারে না। (ভাষ্য ব্যাখ্যা দেখ)।

বল্ক্যঃ প্রবব্রাজ” ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। অপি চ “যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি” ইত্যেতল্লিঙ্গদর্শনং বৈশ্বানরবিদ্যাবিষয়ম্। সম্ভবতি চ সোপাধিকায়াং ব্রহ্মবিদ্যায়াং কর্ম্মসাহিত্যদর্শনং, ন ত্বত্রাপি কর্ম্মাঙ্গত্বমস্তি প্রকরণাদ্যভাবাৎ॥ ৩। ৪। ৯॥

যৎ পুনরুক্তং “তচ্ছ্রুতেঃ” ইতি, অত্র ব্রূমঃ।

অসার্ব্বত্রিকী॥ ৩। ৪। ১০॥*

“যদেব বিদ্যয়া করোতি” ইত্যেষা শ্রুতি ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া, প্রকৃতবিদ্যাভিসম্বন্ধাৎ। প্রকৃতা চোদ্গীথবিদ্যা “ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত” ইত্যত্র [ছা০]॥ ৩। ৪। ১০॥

দৃশ্যতে, ন তত্তেষাং কর্ম্ম, তদ্ধি চোদনালক্ষণং, তেষাঞ্চাহংমমাভিমানাভাবে চ চোদনাভাবাৎ কথঞ্চিদনুবর্ত্তমানমপি তদাভাসমাত্রমিতি ভাবঃ। পরোক্তাং শ্রুতিমনূদ্য তদুত্তরত্বেন সূত্রমবতারয়তি যদিতি॥ ইত্যানন্দগিরিঃ॥ ৩। ৪। ৯॥]

ভামতী। সুগমম্॥ ৩। ৪। ১০॥

[আনন্দগিরিঃ। তদ্বিভজতে যদেবেতি। বিদ্যাশব্দস্য সামান্যবিষয়স্য

যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।” এই শ্রুতিতে জ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের কর্ম্মত্যাগের কথা শুনা যায়। “হে মহাভাগগণ, আমি এখন যজ্ঞদীক্ষিত।” এই লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কৈকেয় রাজার যজ্ঞদীক্ষিত হওয়ার কথা, ইহা বৈশ্বানর-উপাসনা-বিষয়ক। যদিও সগুণব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মসাহিত্য থাকা অসম্ভব নহে, তথাপি তাহা প্রকরণস্থ নহে বলিয়া সে স্থলেও কর্ম্মসাহিত্যের অভাব আছে। ৩। ৪। ৯॥

বলিয়াছিলে যে, “উপনিষদা” এতদ্বাক্যস্থ তৃতীয়া বিভক্তির বলে উপনিষদ্প্রভব জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতা অবধারিত হইতে পারে; এক্ষণে সে কথার প্রত্যুত্তর বলিব।

তাহা সার্ব্বত্রিক নহে। “বিদ্যাসহকারে যাহা করে—”এই শ্রুতি সর্ব্ববিদ্যা-বোধিকা নহে। কেননা, প্রস্তাবিত বিদ্যার সহিতই উহার সম্বন্ধ। উদ্গীথ-জ্ঞানে ওঁ এই অক্ষরের উপাসনা করিবেক, এই প্রস্তাবে ঐ কথা অভিহিত হওয়ায় উদ্গীথবিদ্যার সহিতই ঐ শ্রুতির সম্বন্ধ॥ ৩। ৪। ১০॥

---

* অসার্ব্বত্রিকী ন সর্ব্ববিদ্যাবিষয়া। প্রকৃতা যা উদ্গীথবিদ্যা, তদ্বিষয়া এব সা শ্রুতিরিতি সূত্রার্থঃ।

থবিদ্যা-

তৃতীয়া শ্রুতি কর্ম্মাঙ্গের বিনিযোজকহয় সত্য; পরন্তু প্রদর্শিত তৃতীয়া শ্রুতি উদ্গী প্রকরণে অভিহিত; সেই কারণে তাহা সর্ব্ববিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা বোধিকা নহে. অর্থাৎ তদ্দ্বারা কেবল উদ্গীথজ্ঞান'কেই কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার, অন্য জ্ঞানকে(উপাসনাকে) কর্ম্মাঙ্গ বলিতে পার না।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩ । ৪ । ১১ ॥ *

যদপ্যুক্তং "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে" ইত্যেতৎ সমন্বারম্ভবচনমস্বাতন্ত্র্যে বিদ্যায়া লিঙ্গমিতি, তৎ প্রত্যুচ্যতে। বিভাগোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। বিদ্যা অন্যং পুরুষং সমন্বারভতে, কর্ম্মান্য-মিতি, শতবৎ, যথা শতমাভ্যাং দীয়তামিত্যুক্তে বিভজ্য দীয়তে—পঞ্চাশদেকস্মৈ, পঞ্চাশদপরস্মৈ, তদ্বৎ। ন চেদং সমন্বারম্ভবচনং মুমুক্ষুবিষয়ম্ "ইতি তু কাময়মানঃ" ইতি সংসারিবিষয়ত্বোপ-সংহারাৎ। "অথাঽকাময়মানঃ" ইতি চ মুমুক্ষোঃ পৃথগুপক্রমাৎ। তত্র সংসারিবিষয়া বিদ্যা বিহিতা প্রতিষিদ্ধা চ পরিগৃহ্যতে, বিশেষাভাবাৎ, কর্ম্মাপি বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ, যথাপ্রাপ্তানু-

---

বিশেষাকাঙ্ক্ষস্ত প্রাকরণিকবিশেষেণ চরিতার্থত্বাদিতি হেতুমাহ প্রকৃতেতি। আত্মধিয়স্তথাত্বশঙ্কাং প্রত্যাহ প্রকৃতা চেতি। ইত্যানন্দগিরিঃ ॥ ৩ । ৪ । ১০ ॥

অবিভাগোঽপি ন দোষ ইত্যাহ—"ন চেদং সমন্বারম্ভবচনম্"

বলিয়াছিলে যে, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়ই পরলোক গমনে উদ্যত পুরুষের অনুগমন করে, মরণের পর ভোগদেহ জন্মায় বা আরম্ভ করে, এই সমন্বারম্ভ বাক্য জ্ঞানের অস্বাতন্ত্র্যপক্ষের গমক, সে কথার প্রত্যুত্তর দিতেছি। সেই সমন্বারম্ভ—দীয়মান শতসংখ্যার দৃষ্টান্তে বিভাগক্রমে উপপন্ন হয়। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান যে-পুরুষকে যে-রূপে আরম্ভ (অনুগমন) করে, কর্ম্ম সে পুরুষকে সে রূপে আরম্ভ (অনুগমন) করে না। জ্ঞানফল একপ্রকার, কর্ম্মফল অন্যপ্রকার। যেমন "দুই ব্যক্তিকে শত মুদ্রা দাও" বলিলে বিভাগ প্রক্রিয়ায় এক জনকে পঞ্চাশ, অন্যজনকে পঞ্চাশ দেওয়া হয়, সেইরূপ, বিদ্যা ও কর্ম্ম বিভাগপ্রণালীতেই ফলপ্রদান করে। [ন চেদং ..পঠতি] এমন বলিতে পারিবে না যে, ঐ সমন্বারম্ভবাক্য মুমুক্ষু বিষয়ে অভিহিত। অর্থাৎ ঐ উভয় মুমুক্ষুর অনুগমন করে, সংসারীর অনুগমন করে না, এরূপ নহে। কারণ, শ্রুতি "এই-রূপ কামনা বা সংকল্প করে বলিয়া সংকল্পানুরূপ লোকে যায়" এইরূপে সংসারী জীবকে লক্ষ্য করিয়া প্রোক্ত প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন। অপিচ "যে কামনা করে না, সংকল্প ত্যাগ করে—"এইরূপে মুমুক্ষুবিষয়ক পৃথক্ উপক্রম (প্রস্তাব বা সন্দর্ভ) বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে সকল

---

* শতং যথা বিভজ্য দীয়তে পঞ্চাশদেকস্মৈ পঞ্চাশদন্যস্মৈ, তথা বিদ্যাকর্ম্মণী অপি বিভাগেন সমন্বারভেতে ন তু সাহিত্যেনেতি।

শত মুদ্রাবিভাগের দৃষ্টান্তে উক্ত উভয়ের (বিদ্যাকর্ম্মের) বিভাগ অবধারণ করিতে হইবে।

বাদিত্বাৎ। এবং সত্যবিভাগেনাপীদং সমন্বারম্ভবচনমবকল্পতে ॥৩।৪।১১॥

যচ্চোক্তং "তদ্বতো বিধানাৎ" ইতি, অত উত্তরং পঠতি—

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ৩ । ৪ । ১২ ॥*

"আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য" ইত্যত্রাধ্যয়নমাত্রস্য শ্রবণাদধ্যয়নমাত্রবত এব কর্ম্মবিধিরিত্যধ্যবস্যামঃ। নন্বেবং সত্যবিদ্বত্ত্বাদনধিকারঃ কর্ম্মসু প্রসজ্যেত। নৈষ দোষঃ। ন বয়মধ্যয়নপ্রভবং কর্ম্মাববোধনমধিকারকারণং বারয়ামঃ। কিং তর্হি, ঔপনিষদমাত্মজ্ঞানং স্বাতন্ত্র্যেণৈব প্রয়োজনবৎ প্রতীয়মানং ন কর্ম্মাধিকারকারণতাং প্রতিপদ্যত ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদয়ামঃ।

ইতি। সংসারিবিষয়া বিদ্যা বিহিতা যথোদ্গীথবিদ্যা, প্রতিষিদ্ধা চ যথা সচ্ছাস্ত্রাধিগমনলক্ষণা ॥ ৩ । ৪ । ১১ ॥

অধ্যয়নমাত্রবত এব কর্ম্মবিধির্ন তূপনিষদধ্যয়নবতঃ। এতদুক্তং ভবতি। যদধ্যয়নমর্থাববোধপর্য্যন্তং কর্ম্মসূপযুজ্যতে। যথা কর্ম্মবিধিবাক্যানাং তন্মাত্রবত এবাধিকারঃ কর্ম্মসু, নোপনিষদধ্যয়নবতঃ, তদধ্যয়নস্য কর্ম্মস্বনুপযোগাদিতি। অধ্যয়নমাত্রবত এবেতি মাত্রগ্রহণেনার্থজ্ঞানং বা ব্যবচ্ছিন্নমিতি মন্বানো

বিদ্যা সংসারগোচরা, সে সকল বিদ্যা অবিশেষে বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ। আর যে বিদ্যা সংসারগোচরা নহে, সে বিদ্যাবিষয়ে ঐ সমন্বারম্ভ বাক্যের অবিভাগ অর্থাৎ সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে ॥ ৩ । ৪ । ১১ ॥

বলিয়াছিলে যে, কর্ম্ম কেবল বেদাধ্যয়নবান্ পুরুষের জন্য বিহিত, তদনুসারেও বৈদিকজ্ঞানের কর্ম্মশেষতা প্রতীত হয়, আচার্য্য ব্যাস সে কথারও উত্তর দিতেছেন।

"গুরুকুলে বাস করতঃ বেদ অধ্যন করিয়া—" এই বাক্যে অধ্যয়ন শব্দ সন্নিবিষ্ট থাকায় নিশ্চয় হয়, যে লোক কেবলমাত্র বেদ উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে—অভ্যাস করিয়াছে, সেও কর্ম্মকাণ্ডে অধিকারী। অর্থবোধ ব্যতীত প্রকৃত কর্ম্মাধিকার হয় না সত্য; পরন্তু আমরা এমন কথা বলি না যে, অধ্যয়নপ্রসূত কর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান কর্ম্মের অধিকার নিবারক। আমরা ইহাই প্রতিপাদন করিব, দেখাইব, যে বেদশিরাঃ উপনিষদ্ ও তৎপ্রভব আত্মজ্ঞানের ফল স্বতন্ত্র, এবং তাহাই কর্ম্মাধিকারের অপ্রয়োজক। যে এক যজ্ঞ করিবে, সে যেমন অন্য যজ্ঞের জ্ঞান অপেক্ষা করে না, তেমনি,

---

* মাত্রশব্দেন জ্ঞানস্য ব্যবচ্ছেদঃ।

কর্ম্মাধিকারে জ্ঞানের প্রতীক্ষা নাই। তাহা কেবলমাত্র অধ্যয়ন-সাপেক্ষ।

যথা চ ন ক্রত্বন্তরজ্ঞানং ক্রত্বন্তরাধিকারিণাপেক্ষ্যতে, এবমেতদপি দ্রষ্টব্যমিতি ॥ ৩ । ৪ । ১২ ॥

যদপ্যুক্তং "নিয়মাচ্চ" ইতি, অত্রাভিধীয়তে—

নাবিশেষাৎ ॥ ৩ । ৪ । ১৩ ॥ *

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ" ইত্যেবমাদিষু নিয়মশ্রবণেষু ন বিদুষ ইতি বিশেষোঽস্তি। অবিশেষেণ নিয়মবিধানাৎ ॥ ৩ । ৪ । ১৩ ॥

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ৩ । ৪ । ১৪ ॥ †

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি" ইত্যত্রাপরো বিশেষ আখ্যায়তে। যদ্যপ্যত্র প্রকরণসামর্থ্যাৎ বিদ্বানেব কুর্ব্বন্নিতি সম্বধ্যতে,

---

ভ্রান্তশ্চোদয়তি—"নন্বেবং সতি" ইতি। স্বাভিপ্রায়মুদ্ঘাটয়ন্ সমাধত্তে—"ন বয়ম্"-ইতি। উপনিষদধ্যয়নাপেক্ষং মাত্রগ্রহণং নার্থবোধাপেক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৪ । ১২ ॥

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যবিদ্বদ্বিষয়মিত্যর্থঃ। বিদ্বদ্বিষয়ত্বেঽপ্যবিরোধো-বিদ্যাস্তুত্যর্থত্বাদিত্যাহ—॥ ৩ । ৪ । ১৩ ॥

অপি চ, বিদ্যাফলং প্রত্যক্ষং দর্শয়ন্তী শ্রুতিঃ কালান্তরভাবিফল-কর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যায়া নিরাকরোতীত্যাহ ॥ ৩ । ৪ । ১৪ ॥

যে কর্ম্ম করিবে, সেও ঔপনিষদ আত্মজ্ঞান অপেক্ষা করে না। কারণ এই যে, অর্থ জানুক বা না জানুক, উপনিষদুক্ত মন্ত্র অভ্যস্ত হইলেই সে কর্ম্ম-বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে ॥ ৩ । ৪ । ১২ ॥

আর এক কথা বলিয়াছিলে যে, কর্ম্ম করার নিয়ম দেখা যায়, সে কথারও প্রত্যুত্তর দিতেছি—

"কর্ম্মতৎপর থাকিয়া শতবর্ষব্যাপী জীবন ইচ্ছা করিবেক" ইত্যাদি বাক্যে কর্ম্মকরণের নিয়ম শুনা যায় সত্য; পরন্তু সে নিয়ম জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয় সাধারণ। জ্ঞানীর পক্ষে কোনরূপ বিশেষ নিয়ম শ্রুত হয় নাই ॥ ৩ । ৪ । ১৩ ॥

"এতদ্দেহে কর্ম্ম করিতে করিতে—" এই বাক্যের অপর এক অর্থ আছে। "কর্ম্ম কুর্ব্বন্" এই কথার সঙ্গে প্রকরণ অনুসারে বিদ্বানের সম্বন্ধ বা অন্বয় হয় হউক, তথাপি দোষ হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞানীও কর্ম্ম করিবেন, এ

---

* দর্শিতং যন্নিয়মবিধানং, তদবিদ্বদ্বিষয়মিতি।

অবিশেষে নিয়মের বিধান, সুতরাং জ্ঞানীর সম্বন্ধে বিশেষাভাব। অর্থাৎ জ্ঞানীও কর্ম্ম-তৎপর হইবেন, এ বিশেষ ঐ বিধানে লব্ধ হয় না।

† অথবা স্তুতয়ে বিদ্যাপ্রশংসার্থং অনুমতিঃ কর্ম্মানুজ্ঞানম্।

অথবা ঐ কর্ম্মানুমতি (কর্ম্ম করিবার আদেশ বা বিধান) বিদ্যার (জ্ঞানের বা উপাসনার) স্তুতিনিমিত্ত অর্থাৎ ঐ কথা বিদ্যামহিমা বলিবার জন্য বা বিদ্যা প্রশংসা করিবার জন্য।

তথাপি বিদ্যাস্তুতয়ে কর্ম্মানুজ্ঞানমেতৎ দ্রষ্টব্যম্। "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" ইতি হি বক্ষ্যতি। এতদুক্তং ভবতি—যাবজ্জীবং কর্ম্ম কুর্ব্বত্যপি পুরুষে বিদুষি ন কর্ম্ম লেপায় ভবতি বিদ্যাসামর্থ্যাদিতি। তদেবং বিদ্যা স্তূয়তে ॥ ৩। ৪। ১৪ ॥

কামকারেণ চৈকে ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥ *

অপি চ, একে বিদ্বাংসঃ প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফলাঃ সন্তস্তদবষ্টম্ভাৎ ফলান্তরসাধনেষু প্রযাজাদিষু প্রয়োজনাভাবং পরামৃশন্তি। কামকারেণেতি শ্রুতির্ভবতি বাজসনেয়িনাম্ "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" ইতি। অনুভবা-

কামকার ইচ্ছা ॥ ৩। ৪। ১৫ ॥

অর্থ হইলেও তাহা অস্মৎপক্ষের প্রতিকূল হইবে না। কারণ, ঐ কর্ম্মানুজ্ঞা ("বিদ্বান্ কর্ম্ম করিতে করিবে" এ কথা) জ্ঞান প্রশংসার্থ ব্যতীত অন্য অর্থে প্রযোজিত হয় নাই। কেননা, শ্রুতি ঐ কথার অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন—কোন কর্ম্মই বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না। কর্ম্ম বিদ্বান্ নরে লিপ্ত হয় না, এই কথায় ইহাই বলা হইয়াছে যে, বিদ্যার এমনই প্রভাব যে, যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিলেও তাহা বিদ্বান্ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানী) নরে সংস্পৃষ্ট হয় না। জ্ঞানবলে সে সকল পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ জ্ঞানস্তুতি করা হইয়াছে মাত্র ॥ ৩। ৪। ১৪ ॥

কোন কোন জ্ঞানী—যাঁহারা জ্ঞানফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা—সেই উপলক্ষ্যে কাম্যফলোপায় প্রযাজ প্রভৃতি যাগে প্রয়োজনাভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথাই "কামকারেণ" সূত্রে বলা হইয়াছে অর্থাৎ দেখান হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী শাখায় শ্রুতি আছে। যথা—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানীরা প্রজা কামনা করেন নাই। (প্রজা—সন্তান। তদুপলক্ষিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম)। তাঁহারা জানিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, আত্মাই আমাদের প্রত্যক্ষ লোক; সুতরাং আমরা প্রজা লইয়া কি করিব" ইত্যাদি। [অনু...শ্রয়িতুম্] অনুভবারূঢ় বা প্রত্যক্ষীকৃত জ্ঞানফল কর্ম্মফলের ন্যায় কালান্তরভাবী নহে। জ্ঞানের অব্যবহিত

* একে কথয় বিদ্বাংসঃ কামকারেণ স্বেচ্ছাতঃ। ইচ্ছাদিসাধ্যকর্ম্মণত্যাগাৎ ন জ্ঞানং কর্ম্মণোঽঙ্গমিতি স্থিতিঃ।

প্রত্যক্ষীকৃতবিদ্যাফল পূর্ব্বর্ষিগণ কামনাপ্রসূত বা ইচ্ছাসাধ্য কর্ম্ম করেন নাই।

রূঢ়মেব চ বিদ্যাফলং ন ক্রিয়াফলবৎ কালান্তরভাবীত্যসকৃদাবেদিতম্। অতোঽপি ন বিদ্যায়াঃ কর্ম্মশেষত্বং, নাপি তদ্বিষয়ায়াঃ ফলশ্রুতেরযথার্থত্বং শক্যমাশ্রয়িতুম্॥ ৩। ৪। ১৫॥

উপমর্দ্দঞ্চ॥ ৩। ৪। ১৬॥ *

অপি চ, কর্ম্মাধিকারহেতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য সমস্তস্য প্রপঞ্চস্যাবিদ্যাকৃতস্য বিদ্যাসামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দ্দমামনন্তি "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ" ইত্যাদিনা। বেদান্তোদিতাত্মজ্ঞানপূর্ব্বিকান্তু কর্ম্মাধিকারসিদ্ধিং প্রত্যাশাসানস্য কর্ম্মাধিকারোচ্ছিত্তিরেব প্রসজ্যেত। তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়াঃ॥ ৩। ৪ ১৬॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি॥ ৩। ৪। ১৭॥ †

ঊর্দ্ধরেতঃসু চাশ্রমেষু বিদ্যা শ্রূয়তে। ন চ তত্র কর্ম্মাঙ্গত্বং

অধিকোপদেশাদিত্যনেনাত্মন এব শুদ্ধবুদ্ধোদাসীনত্বাদয় উক্তাঃ। ইহ তু সমস্তক্রিয়াকারকফলবিভাগোপমর্দ্দশ্চেতি॥ ৩। ৪। ১৬॥

সুবোধম্॥ ৩। ৪। ১৭॥

পরেই জ্ঞানফল অনুভূত হয়, এ তথ্য আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়াছি ও প্রতিপাদন করিয়াছি। সে জন্যও জ্ঞান কর্ম্মের সহচর বা অঙ্গ নহে এবং তৎসম্বন্ধীয় ফলবাক্যও অর্থবাদ নহে॥৩।৪।১৫॥

অন্য হেতুও আছে। সে হেতু এই। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহা যাহা কর্ম্মাধিকারের কারণ—অর্থাৎ ক্রিয়া ও কারক (কর্ত্তা কর্ম্ম সম্প্রদান প্রভৃতি), সে সমুদায়ই মিথ্যাপ্রপঞ্চ বা অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। সেই জন্যই সে সকল বিদ্যার উদয়ে উপমর্দ্দিত বা বিলীন হইয়া যায়। যথা— "যে সময়ে জ্ঞানীর এ সমস্তই আত্মভূত হয়, সে সময়ে বা তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি। যাহারা বেদান্তোক্ত জ্ঞানের উদয়ের পরে কর্ম্মাধিকারের আশা করেন, তাহাদের আশা দুরাশাই। বৈদান্তিক আত্মজ্ঞান উদিত হইলে কর্ম্মাধিকার হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা তাহার মূলোচ্ছেদই হইয়া থাকে। অতএব, বিদ্যার (জ্ঞানের) স্বাতন্ত্র্যই সিদ্ধান্ত, সাহিত্যপক্ষ সিদ্ধান্ত নহে॥ ৩। ৪। ১৬॥

ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমে (সন্ন্যাসনামক চতুর্থাশ্রমে) বিদ্যার শ্রবণ আছে।

---

* অশেষক্রিয়াবিভাগোপমর্দ্দকত্বং জ্ঞানস্যোক্তি নাত্মবিজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গমিতি।

ঔপনিষদ আত্মবিজ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার উদয়ে কর্ম্মের উপমর্দ্দন (বিনাশ) দেখা যায়।

† ঊর্দ্ধরেতঃসু চতুর্থাশ্রমেষু। শব্দে বৈদিকেষু শব্দেষু।

বিদ্যায়া উপপদ্যতে, কর্ম্মাভাবাৎ। ন হ্যগ্নিহোত্রাদীনি বৈদিকানি কর্ম্মাণি তেষাং সন্তি। স্যাদেতৎ, ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমা ন শ্রূয়ন্তে বেদ ইতি, তদপি নাস্তি, তেঽপি হি বৈদিকেষু শব্দেষ্ববগম্যন্তে। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ। যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা-তপ ইত্যুপাসতে" "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে" "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যেবমাদিষু। প্রতিপন্নাপ্রতিপন্নগার্হস্থ্যানামপাকৃতানপা-

[বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যে হেত্বন্তরমাহ—ঊর্দ্ধরেতঃস্বিতি। বিদ্যাকর্ম্মণী নাঙ্গাঙ্গিভূতে, মিথো ব্যতিরেকিত্বাদৃতুগমন-নৈষ্ঠিকব্রতবদিতি মত্বা যোজয়তি—ঊর্দ্ধেত্যাদিনা। তথাপি কথং কর্ম্মাঙ্গত্বং বিদ্যায়া ব্যাসেধ্যতে, তত্রাহ ন চেতি। তেষামপি স্নানাদিকর্ম্মাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। বাধিতানুবৃত্ত্যা তৎসদ্ভাবেঽপি বৈদিকাগ্নিহোত্রাদ্যভাবাৎ ন ক্রত্বঙ্গতা জ্ঞানস্যেত্যর্থঃ। শব্দে হীতি সূত্রাবয়বব্যাবৃত্ত্যামাশঙ্কামাহ স্যাদিতি। সূত্রাবয়বেনোত্তরমাহ তদপীতি। কর্ম্মানধিকৃতান্ধাদিবিষয়ং পারিব্রাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রতিপন্নেতি। ঋণাপাকরণে শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং গৃহস্থস্যৈবাপাকৃতর্ণত্রয়স্যৈবোর্দ্ধরেতঃশব্দিতমৈথুনাসমাচারোপলক্ষিতং পারিব্রাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপাকৃতেতি। সাক্ষাদ্বিধিশ্রুতিবিরোধেঽর্থবাদশ্রুতিস্মৃত্যোর্ব্বাধ্যতেত্যভিপ্রেত্যোক্তম্ শ্রুতীতি। শ্রুতির্ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিত্যাদ্যা দর্শিতা, স্মৃতিস্তু "যস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে যমিচ্ছেৎ তমাবসেৎ" ইত্যাদ্যোদাহার্য্যা। ঊর্দ্ধরেতঃস্বাশ্রমেষু বিদ্যায়াঃ সিদ্ধৌ ফলিতমাহ তস্মা-

সে আশ্রমে কিরূপে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা স্থির রাখিবে? সে আশ্রমে ত কর্ম্ম নাই? সে আশ্রমে, কি অগ্নিহোত্র কি অন্য কর্ম্ম কোন কর্ম্মই নাই। [স্যদেতৎ...দিষু] কৈ? বেদে ত ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমের শ্রবণ নাই? (ঊর্দ্ধরেতনামক আশ্রমই নাই; সুতরাং সে আশ্রমের উল্লেখে জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গতার ব্যভিচার প্রদর্শন অসিদ্ধ বা অযৌক্তিক) এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমও বৈদিক শব্দে পাওয়া যায় বা দেখা যায়। যথা—"ধর্ম্মস্কন্ধ তিন্—দান, অধ্যয়ন ও তপঃ।" "যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপঃ উপাসনা করে।" "যাহারা অরণ্যে তপঃশ্রদ্ধার উপাসনা করে।" "পরিব্রাজকগণ এই লোক ইচ্ছা করিয়াই প্রব্রজ্যা করেন।" "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলেই পরিব্রাজক হইবেক অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রম লইবেক।" ইত্যাদি। [প্রতি...ইতি] গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত হউক বা গার্হস্থ্যপ্রাপ্ত না হউক, ঋণত্রয় অপাকৃত হউক বা অনপাকৃতই

ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রমে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যাশ্রুতি দেখা যায়। যে আশ্রমে কর্ম্ম নাই, প্রত্যুত কর্ম্মের ত্যাগই আছে, সেই আশ্রমেই জ্ঞানের বিধান। ইহাতেও বুঝা যায়, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়-সম্বন্ধ নাই। কর্ম্মত্যাগের আশ্রয়ীভূত চতুর্থাশ্রম (সন্ন্যাস) বেদশব্দবোধিত। (ভাষ্য দেখ)।

কৃতর্ণানাশ্চোর্দ্ধরেতস্ত্বং শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্, তস্মাদপি স্বাতন্ত্র্যং বিদ্যায়া ইতি ॥ ৩ । ৪ । ১৭ ॥

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদাতি হি ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥*

"ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদয়ো যে শব্দা ঊর্দ্ধরেতসামাশ্রমাণাং সদ্ভাবায়োদাহৃতাঃ, ন তে তৎপ্রতিপাদনায় প্রভবন্তি। যতঃ পরামর্শমেষু শব্দেম্বাশ্রমান্তরাণাং জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে, ন বিধিম্। কুতঃ। ন হ্যত্র লিঙাদীনামন্যতমশ্চোদনা-শব্দোঽস্তি। অর্থান্তরপরত্বঞ্চৈতেষাং প্রত্যেকমুপলভ্যতে। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যত্র তাবদ্ "যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানম্ ইতি

দিতি। তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যে কেবলায়াঃ সিদ্ধা মুক্তিঃ ফলিতেতি বক্তুমিতীত্যুক্তম্। ইত্যানন্দগিরিঃ। ৩। ৪। ১৭ ॥]

সিদ্ধ·ঊর্দ্ধরেতসামাশ্রমিত্বে তদ্বিদ্যানামকর্ম্মাঙ্গতয়াপবর্গতা স্যাৎ। আশ্রমিত্বেন [আশ্রমিত্ব মেব] ত্বেষামন্যার্থপরামর্শমাত্রান্ন সিধ্যতি, বিধ্যভাবাৎ। স্মৃত্যাচারপ্রসি-

হউক, ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব, তদনুসারেও বিদ্যার স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি হয় ॥ ৩। ৪। ১৭ ॥

ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম আছে, তাহা শাস্ত্রীয়, এতৎপ্রতিপাদনার্থ· যে সকল শব্দ "ধর্ম্ম স্কন্ধ তিন্" ইত্যাদি প্রকারে প্রদর্শিত হইল, সে সকল সে আশ্রমের প্রতিপাদক নহে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা চতুর্থাশ্রমসদ্ভাব প্রতিপাদিত হয় না। কারণ, জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, দেখাইয়াছেন, ঐ সকল শব্দে বিধি-বিভক্তি নাই। বিধিবিভক্তি না থাকায় ঐ সকলের মাত্র পরামর্শতা অর্থাৎ মাত্র উল্লেখভাব প্রতীত হয়, চতুর্থাশ্রম প্রতিপাদিত হয় না। ফলিতার্থ—চতুর্থাশ্রম অসিদ্ধ। লিঙ্ অথবা অন্য কোনও বিধায়ক শব্দ ঐ স্থলে দৃষ্ট হয় না এবং ঐ সকলের প্রত্যেকের অন্য অর্থে তাৎপর্য্য থাকাও প্রতীত হয়। [ত্রয়ো…ইতি] "ধর্ম্ম স্কন্ধ

---

* পরামর্শঃ অনুবাদঃ। বিধায়কাঃ শব্দাশ্চোদনা। তে চ লিঙাদয়স্তদভাবোঽচোদনা। অপবাদো নিন্দা। জৈমিনিরাচার্য্যস্তেষু তেষু বাক্যেষু পরামর্শমনুবাদমাশ্রমান্তরস্য মন্যতে, ন বিধিম্। যতঃ অচোদনা বিধায়কশব্দাভাবস্তত্রেতি শেষঃ। ন কেবলমচোদনা, অপি চাপবদতি নিন্দতি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাশ্রমান্তরম্। উদাহৃতেষু বাক্যেষু লিঙাদ্যভাবাৎ পারিব্রাজ্যস্য বিধেয়তা (অনুষ্ঠেয়তা) নাস্তীত্যর্থঃ। তৎপরামর্শস্তু ব্রহ্মসংস্তুতাস্তুতার্থং, ন তু তদ্বিধানার্থমিতি জৈমিনের্ম্মতম্।

ঊর্দ্ধরেতঃশব্দিত চতুর্থাশ্রম-(সন্ন্যাসাশ্রম) প্রতিপাদক যে সকল প্রমাণ (শাস্ত্র) আহরণ করিলে, দেখাইলে, সে সকল তাহা (চতুর্থাশ্রম সদ্ভাব) সমর্থন করিতে শক্ত নহে। কারণ, জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন, শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ব্যতীত আশ্রমান্তরের বিধান নাই। ধর্ম্ম স্কন্ধ ইত্যাদি

প্রথমঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ। ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্, সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি পরামর্শপূর্ব্বকমাশ্রমাণামনাত্যন্তিকফলত্বং সঙ্কীর্ত্ত্য, আত্যন্তিকফলতয়া ব্রহ্মসংস্থতা স্তূয়তে "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" ইতি। নন্বু পরামর্শেঽপ্যাশ্রমা গম্যন্তএব। সত্যং গম্যন্তে, স্মৃত্যাচারাভ্যাস্তু তেষাং প্রসিদ্ধির্ন

দ্ধিশ্চ তেষাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাদপ্রামাণ্যম্। নিন্দতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাশ্রমান্তরং 'বীরহা বা এষ দেবানাম্'ইত্যাদিকা। প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে চ স্মৃত্যাচারয়োরপ্রামাণ্যমুক্তং 'বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্'ইতি। তদেতৎ সর্ব্বমাহ 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ' ইত্যাদিনা 'অনধিকৃতবিষয়া বা'ইত্যন্তেন। অন্ধপঙ্গ্বাদয়ো হি যে নৈমিত্তিককর্ম্মানধিকৃতাস্তান্ প্রত্যাশ্রমান্তরবিধিরিতি।

তিন্, তন্মধ্যে প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান। (এই বাক্যে গার্হস্থ্যের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ বা অনুসন্ধান করা হইয়াছে)।) দ্বিতীয় স্কন্ধ তপশ্চরণ। (এই বাক্যে বানপ্রস্থাশ্রম পরামৃষ্ট হইয়াছে।) তৃতীয় স্কন্ধ ব্রহ্মচর্য্য, আচার্য্যকুলে বাস, গুরুকুলে বাস দ্বারা অপনাকে (দেহকে) অতিশয়িতরূপে অবসন্ন করা। (ইহাই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের স্মারক।) যাহারা তাহা করে, তাহারা সকলেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হয়।" এই শ্রুতি আশ্রমত্রয়ের পরামর্শ (অনুবাদ বা অনুসন্ধান) করতঃ সে সকল আশ্রমের ফলের অনিত্যতা ব্যক্ত করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনিষ্ঠতার (ব্রহ্মজ্ঞানের) স্তুতি বা প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—"ব্রহ্মনিষ্ঠ অমৃতত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত হয়।" এখানে দেখ, স্পষ্টতঃ আশ্রমবিধায়ক শব্দ নাই, অর্থাৎ গার্হস্থ্য ব্যতীত অন্যাশ্রমেব গ্রহণ করিবেক, এমন কোন বিধান এতদ্বাক্যে লব্ধ হইতেছে না। [নন্বু...বা] যদি বল, আশ্রমবোধক শব্দের পরামর্শ অর্থাৎ উল্লেখ আছে, ঐ উল্লেখের বলেই আশ্রমান্তরের বিধান লব্ধ হইবেক; পূর্ব্বোক্ত উল্লেখ ও অনুবাদ অর্থাৎ পরামর্শনামে প্রসিদ্ধ এবং অনুবাদ পূর্ব্ববাদসাপেক্ষ; সুতরাং অনুবাদ বা পরামর্শ দেখিলেই প্রতীত হয়, পূর্ব্বে অন্যত্র তাহার প্রসিদ্ধি বা বিধান আছে। (অতএব, পরামর্শও বিধানসিদ্ধির অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য)। তাহা সত্য বটে; কিন্তু সে প্রসিদ্ধি স্মৃতি ও আচার হইতে সম্প্রসূত। কিন্তু সাক্ষাৎ কোন প্রত্যক্ষা শ্রুতিকে ঐ সকল আশ্রমের বিধান করিতে দেখা যায় না। যেহেতু আশ্রমান্তর শ্রুতিবিহিত নহে; সেই হেতু কেবলমাত্র স্মৃত্যাচারপ্রসিদ্ধ আশ্রমান্তর শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই হেতু সে সকল অনাদরণীয়। কিংবা যাহারা

বাক্যে লিঙ্ প্রভৃতি বিধায়ক শব্দ নাই। অপিচ, আশ্রমবাচক শব্দও নাই; অধিকন্তু আশ্রমান্তরের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা আছে। ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে চতুর্থাশ্রম অবৈধ (বিধিবোধিত নহে, সুতরাং অনুষ্ঠেয়ও নহে)।

প্রত্যক্ষায়াঃ শ্রুতেঃ। অতশ্চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধে সত্য-নাদরণীয়াস্তে ভবিষ্যন্ত্যনধিকৃতবিষয়া বা।

নম্ন গার্হস্থ্যমপি সহৈবোর্দ্ধরেতোভিঃ পরামৃষ্টং "যজ্ঞো-ঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমঃ" ইতি। সত্যমেবম্, তথাপি তু গৃহস্থং প্রত্যেবাগ্নিহোত্রাদীনাং কর্ম্মণাং বিধানাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব তদস্তিত্বম্। তস্মাৎ স্তুত্যর্থ এবায়ং পরামর্শো ন চোদনার্থঃ। অপি চ, অপবদতি হি প্রত্যক্ষা শ্রুতিরাশ্রমান্তরং "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে।" "আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীর্নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি।" "তৎ

অপি চাপবদতি হি। ন কেবলমন্যপরতয়া পরামর্শস্যাশ্রমান্তরং ন লভ্যতে, অপি ত্বাশ্রমান্তরনিন্দাদ্বারেণাপবাদাদপীত্যর্থঃ।

স্যাদেতৎ। ভবত্বেষ পরামর্শোঽন্যার্থঃ। যে চেমেঽরণ্য ইত্যাদিভ্যস্ত্বাশ্রমান্তরং সেৎস্যতীত্যত আহ—"যে চেমেঽরণ্যে"ইতি। অস্যাপি দেবপথোপদেশপরত্বাৎ নৈতৎপরত্বমিত্যর্থঃ।

গার্হস্থ্যাশ্রমের অনধিকারী—অনুপযুক্ত, তাহাদেরই জন্য অন্যান্য আশ্রম বিহিত, (অন্ধ ও পঙ্গু প্রভৃতি—যাহারা কর্ম্ম করিতে অশক্ত—তাহারাই কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী)।

[নম্ন...চোদনার্থঃ] বলিতে পার যে, যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, এই কথায় গার্হস্থ্যও পরামৃষ্ট (অভিহিত) হইয়াছে এবং তাহা ঊর্দ্ধরেতঃ-আশ্রম বাক্যের একাংশ, সুতরাং ঊর্দ্ধরেতঃ আশ্রম অপ্রামাণিক হইলে গার্হস্থ্যও অপ্রামাণিক হইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বাক্যে গার্হস্থ্যের পরামর্শ (অনুবাদ) হইয়াছে সত্য; পরন্তু গৃহস্থকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিধান শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ সে আশ্রম সাক্ষাৎ শ্রুতির (শব্দের) দ্বারা বিহিত। যেহেতু তাহা শ্রুতিবিহিত, সেই হেতু উদাহৃত বাক্যে তাহার পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ। এই অনুবাদ বা পরামর্শ বিধানার্থ নহে; কিন্তু স্তুত্যর্থ (প্রশংসার্থ)। [অপিচ···বিধিঃ] আরও দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ নিন্দার্থবাচী শব্দে অন্যান্য আশ্রমের অপবাদ অর্থাৎ নিন্দা করিয়াছেন। যথা—"যে অগ্নি পরিত্যাগ করে, সে-ই দেবতাদের বীর্যহন্তা হয়, অথবা সেই ব্যক্তিই দেবগণের মধ্যে অবস্থান করতঃ বীর্যঘাতী হয়।" "বেদদাতা গুরুকে তাঁহার অভিলষিত ধন (গুরুদক্ষিণা) প্রদান করতঃ পরে সন্তান-পরম্পরার বিচ্ছেদ করিও না। অপুত্রের লোক (স্বর্গাদি) নাই।" "তাহাদিগের সকলকেই পশুতুল্য জানিবে।" ইত্যাদি। "যাহারা অরণ্যবাসী হইয়া শ্রদ্ধা ও তপঃসহকারে উপাসনা করে" ইত্যাদি বাক্যেও আশ্রমান্তরের উপদেশ হয় নাই। ঐ সকল বাক্যে দেবযান পথের উপদেশ হইয়াছে মাত্র।

সর্ব্বে পশবো বিদুঃ” ইত্যেবমাদ্যা। তথা “যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে। তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে” ইতি চ দেবযানোপদেশো নাশ্রমান্তরোপদেশঃ।

সন্দিগ্ধঞ্চাশ্রমান্তরাভিধানং “তপ এব দ্বিতীয়ঃ” ইত্যেবমাদিষু। তথা “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইতি লোকসংস্তবোঽয়ং* ন পারিব্রাজ্যবিধিঃ। ননু “ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ” ইতি বিস্পষ্টমিদং প্রত্যক্ষং পারিব্রাজ্যবিধানং জাবালানাম্। সত্যমেবমেতৎ, অপেক্ষ্য ত্বেতাং শ্রুতিময়ং বিচার ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥৩।৪।১৯॥*

অনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরং বাদরায়ণ আচার্য্যো মন্যতে, বেদেষু

ন চান্যপরাদপি স্ফুটতরাশ্রমান্তরপ্রত্যয় ইত্যাহ—“সন্দিগ্ধঞ্চ” ইতি। ন হি তপ এব দ্বিতীয় ইত্যত্রাশ্রমান্তরাভিধায়ী কশ্চিদস্তি শব্দ ইতি। নন্বেতমেব প্রব্রাজিন ইতি বচনাদাশ্রমান্তরং সেৎস্যতীত্যত আহ—“তথা এতমেব” ইতি। “এতদপি লোকসংস্তবনপরম্” ইতি। অধিকরণারম্ভমাক্ষিপ্য নাস্তি প্রত্যক্ষবচনমিতি কৃত্বা চিন্তেয়মিতি সমাধত্তে—“ননু ব্রহ্মচর্য্যাদেব” ইতি ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥

ভবত্বন্যার্থঃ পরামর্শস্তথাপ্যেতস্মাদাশ্রমান্তরাণি প্রতীয়মানানি চ নাপা-

---

“তপস্যাই দ্বিতীয়” ইত্যাদি বাক্যে আশ্রমান্তরের কথন হইয়াছে কি-না, সন্দেহ। (কারণ, ঐ সকল স্থলে আশ্রমবাচক শব্দ নাই।) “পরিব্রাজকগণ এই লোক (আত্মলোক, মোক্ষ) ইচ্ছা করিয়া প্রব্রজ্যা করেন।” এই স্থলে সন্ন্যাসাশ্রমের পর্য্যায়ে (নামান্তরে) প্রব্রজ্যা-শব্দ আছে সত্য; পরন্তু তাহাতে বিধায়ক শব্দ (লিঙ্ বিভক্তি প্রভৃতি) না থাকায় তাহার দ্বারা পারিব্রাজ্যের (চতুর্থাশ্রমের) বিধান সিদ্ধ হয় নাই। উহা বিধেয় বা অনুষ্ঠেয়রূপ নহে। কেবল লোকস্তুতির জন্যই উহার উল্লেখ। [ননু দ্রষ্টব্যম্] যদি বল, ব্রহ্মচর্য্য হইতে প্রব্রজ্যা করিবেক, এই ত জাবালদিগের বিধান আছে? “প্রব্রজেৎ—প্রব্রজ্যা করিবেক” এই ত সন্ন্যাসবিধায়ক প্রত্যক্ষা শ্রুতি আছে? ইহার প্রত্যুত্তর—ঐ শ্রুতি পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই এতৎ বিচার উপস্থাপিত করা হইয়াছে ॥ ৩ । ৪ । ১৮ ॥

অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থ্যের ন্যায় অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধানলব্ধ), ইহা

---

* আশ্রমান্তরমিতি যোজ্যম্। সাম্যং সমানত্বং পরামর্শস্য, তস্মাৎ। সিদ্ধান্তসূত্রমেতৎ। বাদারায়ণ মুনির মত এই যে, অন্য আশ্রমও গার্হস্থ্যবৎ অনুষ্ঠেয়। কারণ এই যে, আশ্রম সমূহের পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ সমান। উদাহৃত বাক্যে গার্হস্থ্যের অনুবাদ যদ্রূপ, আশ্রমান্তরের অনুবাদও তদ্রূপ, সুতরাং পরামর্শসাম্য বলে অন্য আশ্রমও গার্হস্থ্যের ন্যায় অনুষ্ঠেয় বা বিধেয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

শ্রবণাৎ,গ্নিহোত্রাদীনাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তদ্বিরোধাদনধিকৃতানুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরমিতি হীমাং মতিং নিরাকরোতি গার্হস্থ্যবদেবাশ্রমান্তরমপ্যনিচ্ছতা প্রতিপত্তব্যমিতি মন্যমানঃ। কুতঃ। সাম্যশ্রুতেঃ। সমানা হি গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্য পরামর্শশ্রুতির্দৃশ্যতে "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদ্যা। যথেহ শ্রুত্যন্তরবিহিতমেব গার্হস্থ্যং পরামৃষ্টম্, এবমাশ্রমান্তরমপীতি প্রতিপত্তব্যম্। যথা চ শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তয়োরেব নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ উপবীতবিধিপরে বাক্যে। তস্মাৎ তুল্যমনুষ্ঠেয়ত্বং গার্হস্থ্যেনাশ্রমান্তরস্য।

করণমর্হন্তি। এবং ত্যন্যপাক্রিয়েরন্ যত্তস্মান্ন প্রতীয়েরন্, প্রতীয়মানানি বা শ্রুত্যা বাধ্যেরন্। ন তাবন্ন প্রতীয়ন্তে। তথাহি—ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা ইতি স্কন্ধত্রিত্বং প্রতিজ্ঞাতম্। তত্র স্কন্ধশব্দো যদ্যাশ্রমপরো ন স্যাদপি তু সমূহবচনঃ, ততো ধর্ম্মাণাং যজ্ঞাদীনাং প্রাতিস্বিকোৎপত্তীনাং কিমপেক্ষ্য ত্রিত্বং সঙ্খ্যায়

বাদবায়ণের (ব্যাসের) মত। তৎপ্রতি হেতু—সাম্যশ্রবণ। বেদে সমানরূপে আশ্রমচতুষ্টয় শ্রুত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অবশ্যানুষ্ঠেয়, গৃহস্থ তাহার অধিকারী, অন্য আশ্রম তাহার বিপরীত বা বিরোধী (অন্য আশ্রমে অবশ্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদির আচরণ দেখা যায় না), সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অসমর্থ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতির জন্যই কর্ম্মবর্জ্জিত আশ্রমান্তরের বিধান; অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিই অগত্যা কর্ম্মবর্জ্জিত আশ্রমের অধিকারী; এইরূপ মতি (বুদ্ধি) সূত্রকার ব্যাস এতৎসূত্রে নিরাকৃত করিতেছেন। সূত্রকার ভাবিয়া দেখিয়াছেন, ইচ্ছা না থাকিলেও বাদীদিগকে গার্হস্থ্যের ন্যায় অন্যাশ্রমের বিধান স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পরামর্শ ও শ্রুতি দুই দিকেই সমান। [সমানা...বিদ্যয়া] ধর্ম্মস্কন্ধ তিন, এই শ্রুতিতে গৃহাশ্রম ও অন্য আশ্রম সমানরূপে পরামৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মস্কন্ধবাক্যে শ্রুত্যন্তরবিহিত গার্হস্থ্যের যদ্রূপ পরামর্শ (অনুবাদ), শাস্ত্রান্তরবিহিত অন্য আশ্রমেরও তদ্রূপ পরামর্শ (অনুবাদ) আছে, ইহা জানিবে। এক স্থানে বিহিত বিষয় যে, অন্য স্থানে পরামৃষ্ট (অনূদিত) হয়, তাহার উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) আছে। যেমন উপবীতবাক্যে শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্ত নিবীত ও প্রাচীনাবীত * পরামৃষ্ট (অনূদিত) হয় বা হইয়াছে, সেইরূপ উদাহৃত

---

* উত্তরীয় বস্ত্র মালাবৎ কণ্ঠলম্বিত করতঃ ধারণ করিলে অথবা তদ্দ্বারা দেহার্দ্ধ বন্ধন করিলে নিবীত নাম প্রাপ্ত হয়। বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণভাগে উত্তরীয় স্থাপন করিলে তাহা উপবীত এবং দক্ষিণ স্কন্ধারব্ধ করতঃ বামভাগাবলম্বী করিলে তাহা প্রাচীনাবীত নাম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কার্য্যে নিবীত, পিতৃকার্য্যে প্রাচীনাবীত, তদ্ভিন্ন কার্য্যে উপবীত। পূর্ব্বমীমাংসায় "নিবীতং মনুষ্যাণাং" ইত্যাদি বাক্যের উদ্দেশ্য বিচারিত হইয়াছে এবং তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, উপবীত বিধানার্থই নিবীত ও প্রাচীনাবীত পরামৃষ্ট (অনূদিত) হইয়াছে।

তথা "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইত্যস্য বেদানুবচনাদিভিঃ সমভিব্যাহারঃ। "যে চেমেঽরণ্যে" ইত্যুপাসতে ইত্যস্য চ পঞ্চাগ্নিবিদ্যয়া।

যত্তূক্তং "তপ এব দ্বিতীয়ঃ" ইত্যাদিষ্বাশ্রমান্তরাভিধানং সন্দিগ্ধমিতি। নৈষ দোষঃ, নিশ্চয়কারণসদ্ভাবাৎ। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইতি হি স্কন্ধত্রিত্বং প্রতিজ্ঞাতং, ন চ যজ্ঞাদয়ো ভূয়াংসো ধর্ম্মা উৎপত্তিভিন্নাঃ সন্তোঽন্যত্রাশ্রমসম্বন্ধাৎ ত্রিত্বেঽন্তর্ভাবয়িতুং শক্যন্তে। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গো গৃহাশ্রম একো ধর্ম্মস্কন্ধো নির্দ্দিষ্টঃ। ব্রহ্মচারীতি চ স্পষ্ট আশ্রমনির্দ্দেশঃ। তপ

ব্যবস্থাপ্যেত। একৈকাশ্রমোপসংগৃহীতাস্বাশ্রমাণাং ত্রিত্বাচ্ছক্যাস্ত্রিত্বে ব্যবস্থাপয়িতুমিত্যাশ্রমত্রিত্বপ্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ। তত্র যজ্ঞাদিলিঙ্গো গৃহাশ্রম একো ধর্ম্মস্কন্ধঃ, ব্রহ্মচারীতি দ্বিতীয়স্তপ ইতি চ। তপঃপ্রধানাত্তু বানপ্রস্থাশ্রমান্নান্যো ব্রহ্মসংস্থ ইতি চ পারিশেষ্যাৎ পরিব্রাড়িতি বক্ষ্যতি। তস্মাদন্যপরাদপি পরামর্শাদাশ্রমান্তরাণি প্রতীয়মানানি দেবতাধিকরণন্যায়েন ন শক্যন্তেঽপাকর্তুম্। ন চ প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধঃ, বীরহা বেত্যাদেঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যং প্রমাদাদজ্ঞানাদ্বাগ্নিমুদ্বাসয়িতুং প্রবৃত্তং প্রত্যুপপত্তেঃ। এবঞ্চাবিরোধে সিদ্ধবৎ পরামর্শাদাশ্রমান্তরাণাং শাস্ত্রান্তরসিদ্ধিং বা কল্পয়িষ্যামো যথোপবীতবিধিপরে বাক্যে

বাক্যেও আশ্রমান্তরের পরামর্শ হইয়াছে এবং সে পরামর্শ সাধু বলিয়া গণ্য। ফল কথা এই যে, অন্যান্য আশ্রমও গার্হস্থের ন্যায় অনুষ্ঠেয়। অপিচ, "পরিব্রাজকগণ এই আত্মলোক লাভার্থ প্রব্রজ্যা (সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস) করেন" এই বাক্য ও "ব্রাহ্মণগণ দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, ইত্যাদির দ্বারা ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা করেন" এই বেদানুবাচন-বাক্য একসঙ্গে পঠিত এবং "যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাই তপঃস্থানীয়, এইরূপে উপাসনা করে" এই বাক্যও পঞ্চাগ্নিবিদ্যাবিধায়ক বাক্যের সাহিত্যে (এক সঙ্গে) অভিহিত; (সুতরাং তুল্যবিধান)।

[যত্তূক্তং...শ্রমান্তরম্] বলিয়াছিলে যে, "তপ এব দ্বিতীয়ঃ" এই বাক্যে আশ্রমান্তরের বিধান হইয়াছে কি-না সন্দেহ, বস্তুতঃ তাহা সন্দেহযুক্ত নহে। যখন নিশ্চায়ক হেতু আছে, তখন তাহাতে সন্দেহ করা অযুক্ত। নিশ্চায়ক হেতু থাকিলে ঐরূপ উক্তি দোষ বহন করে না। বিবেচনা কর, "তিনটী ধর্ম্মস্কন্ধ" এই প্রথমোক্ত বাক্যে তিন্ সংখ্যা পরিগণিত বা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে। শাস্ত্রে যজ্ঞাদি বহু ধর্ম্ম অভিহিত থাকায় আশ্রম-বিভাগ ব্যতীত সে সমুদায় তিনের অন্তর্ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং প্রতীত হইতেছে যে, যজ্ঞাদিচিহ্নিত গৃহাশ্রম প্রথম স্কন্ধ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (ব্রহ্মচারী শব্দ বিস্পষ্ট আশ্রমবাচক) দ্বিতীয়

ইত্যপি কোঽন্যস্তপঃপ্রধানাদাশ্রমাদ্ধর্ম্মস্কন্ধোঽভ্যুপগম্যেত। "যে চেমেঽরণ্যে" ইতি চারণ্যলিঙ্গাৎ শ্রদ্ধাতপোভ্যামাশ্রমগৃহীতিঃ। তস্মাৎ পরামর্শেঽপ্যনুষ্ঠেয়মাশ্রমান্তরম্ ॥ ৩ । ৪ । ১৯ ॥

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥ ৩ । ৪ । ২০ ॥*

বিধির্ব্বায়মাশ্রমান্তরস্য, ন পরামর্শমাত্রম্। ননু বিধিত্বাভ্যুপগম একবাক্যতাপ্রতীতিরুপরুধ্যেত। প্রতীয়তে চাত্রে-

---

'উপব্যয়তে দেবলক্ষ্মমেব তৎ কুরুতে' ইত্যত্র 'নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতং পিতৃণাম্" ইতি শাস্ত্রান্তরসিদ্ধয়োর্নিবীতপ্রাচীনাবীতয়োঃ পরামর্শ ইতি ॥ ৩ । ৪ । ১৯ ।

যদ্যপি ব্রহ্মসংস্থত্বস্তুতিপরতয়াঽস্য সন্দর্ভস্যৈকবাক্যতা গম্যতে। সম্ভবন্ত্যাশ্চৈকবাক্যতায়াং বাক্যভেদোঽন্যায্যঃ, তথাপ্যাশ্রমান্তরাণাং পূর্ব্বসিদ্ধেরভাবাৎ পরামর্শানুপপত্তেরপরামর্শে চ স্তুতেরসম্ভবেন কিম্পরতয়া একবাক্যতাঽস্তু, ইতি তাং ভঙ্‌ক্ত্বা ধারণবদ্বরমপূর্ব্বত্বাদ্বিধিরেবাঽস্তু। যথা—"অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি" ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈকবাক্য-

---

স্কন্ধ এবং তপোনামক অন্য একটী স্কন্ধ তাহার তৃতীয়। এই স্থানে জিজ্ঞাস্য এই যে, তপঃশব্দে তপস্যাপ্রধান আশ্রম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পার না। অন্য কোন ধর্ম্মস্কন্ধ গ্রহণ করিবে? অবশ্যই অরণ্য-শব্দের সামর্থ্যে ও শ্রদ্ধাতপঃ-শব্দের দ্বারা অতিরিক্ত এক আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে তাহা চর্তুর্থাশ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অতএব, পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ-বাক্য হইলেও তদ্দারা (ধর্ম্মস্কন্ধশব্দঘটিত বাক্যের দ্বারা) গার্হস্থ্যের ন্যায় চতুর্থাশ্রমেরও বৈধতা অবধারিত হয়; সুতরাং উপসংহার—উত্তরাশ্রমও গার্হস্থ্যের সহিত সমান অনুষ্ঠেয় (বিধেয় বা বিধিবোধিত) ॥ ৩ । ৪ । ১৯ ॥

অথবা ঐটীই বিধায়ক বাক্য। ঐ বাক্যেই আশ্রমান্তরের কেবল উল্লেখমাত্র হয় নাই, উহাতে বিধানও হইয়াছে। ঐ বাক্যকে বিধিবাক্য বলিয়া অস্বীকার করিতে গেলে একবাক্যতা প্রতীতির বাধা জন্মে সত্য; (তিন ধর্ম্মস্কন্ধের ফল পুণ্যলোকপ্রাপ্তি, কিন্তু ব্রহ্মসংস্থতার ফল মোক্ষ। এই যে, ব্রহ্মনিষ্ঠতার প্রশংসা, এ প্রশংসার দ্বারা সমুদায় বাক্য একীকৃত হয়; হইয়া একই অর্থের প্রতীতি জন্মায়; সুতরাং ঐকাশ্রম্যই বিহিত বলিয়া বিজ্ঞাত হওয়া যায় সত্য;)

---

* বেত্যবধারণে। বিধিরেবাঽয়ং ন পরামর্শঃ। ধারণবদিতি দৃষ্টান্তঃ। একবাক্যতাজ্ঞানেঽপি তত্ত্যাগেনাপূর্ব্বার্থে বিধৌ দৃষ্টান্তঃ—ধারণবদিতি। ভাষ্যে চৈতদ্বিবৃতমস্তি।

পরামর্শ পক্ষ স্বীকার করিলেও চতুর্থাশ্রমের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বিচার চক্ষে দেখিতে গেলে ঐ বাক্যই তাহার বিধায়ক বলিয়া প্রতীত হইবে। পূর্ব্বমীমাংসায় যেমন উপরিধারণ বাক্যে বিধি, সেইরূপ এখানেও ধর্ম্মস্কন্ধ বাক্যে আশ্রমবিধি। দৃষ্টান্তের বিবরণ ভাষ্য ব্যাখ্যায় পাইবেন।

কবাক্যতা—পুণ্যলোকফলাস্ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ, ব্রহ্মসংস্থতা ত্বমৃতত্ব-ফলেতি। সত্যমেতৎ। সতীমপি ত্বেকবাক্যতাপ্রতীতিং পরিত্যজ্য বিধিরেবাভ্যুপগন্তব্যঃ, অপূর্ব্বত্বাদ্বিধ্যন্তরস্যাদর্শনাৎ, বিস্পষ্টাচ্চাশ্রমান্তরপ্রত্যয়াৎ গুণবাদকল্পনয়ৈকবাক্যত্বপ্রয়োজনানুপপত্তেঃ। ধারণবৎ। যথা "অধস্তাৎ সমিধং ধারয়ন্ননুদ্রবেদুপরি হি দেবেভ্যো ধারয়তি" ইত্যত্র সত্যামপ্যধোধারণেনৈকবাক্যতাপ্রতীতৌ বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাৎ। তথা

তাপ্রতীতৌ বিধীয়ত এবোপরিধারণমপূর্ব্বত্বাৎ। যথোক্তম্ "বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" ইতি, তথেহাপ্যাশ্রমান্তরপরামর্শশ্রুতির্ব্বিধিরেবেতি কল্প্যতে। সম্প্রতি পরামর্শেঽপীতরেষামাশ্রমাণাং ব্রহ্মসংস্থতাসংস্তবসামর্থ্যাদেব বিধাতব্যা। ন

পরন্তু সে একবাক্যতা ও ঐক্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া বিধিত্ব স্বীকার করাই সঙ্গত। কারণ এই যে, ঐ আশ্রমবিশেষ অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে। ফলিতার্থ এই যে, তদ্বিধায়ক বিধ্যন্তর দৃষ্ট হয় না, বিধ্যন্তর দৃষ্ট না হওয়ায় উদাহৃত বাক্যেই প্রোক্ত আশ্রমের বিধান অবশ্য স্বীকার্য্য। [বিস্পষ্টা…কল্প্যতে] যখন স্পষ্টতই আশ্রম প্রতীতি হইতেছে, তখন আর স্তুতিবাদ কল্পনা করিয়া একবাক্য করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বমীমাংসায় যেরূপে ধারণ-বাক্যের বিধিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এই উত্তরমীমাংসায়ও সেইরূপেই উদাহৃত বাক্যের বিধিত্ব স্বীকৃত হইবে। একটী শ্রুতি আছে—"তাহার নীচে সমিধ্ স্থাপন করিবেক। দেবতার উদ্দেশে উপরিধারণ করিবেক। এই বাক্যে "নীচে সমিধ্ ধারণ" এই অংশে বিধিবিভক্তি ও উপরিধারণ অংশে পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; সুতরাং প্রতীত হয়, প্রদর্শিত তদুভয় বাক্য এক হইয়া একই অর্থকে অর্থাৎ অধোধারণরূপ অর্থকেই বলবৎ করিতেছে। বস্তুতঃ তাহা নহে। একবাক্যতা প্রতীত হইলেও উপরিধারণের অপূর্ব্বত্ব থাকায় (অন্য বাক্যে বিহিত না হওয়ায়) ইহাই সুস্থির হয় যে, প্রোক্ত সন্দর্ভ বাক্যদ্বয়ে বিভক্ত। তাহার শেষ বাক্যে উপরিধারণের বিধান অর্থাৎ বিধিবিভক্তি না থাকিলেও, "উপরি ধারয়তি—উপরে ধারণ করিতেছে" এইরূপ প্রয়োগ থাকিলেও, তাহা বিধি বলিয়া গণ্য। * এ কথা পূর্ব্বমীমাংসার শেষ-লক্ষণে

---

* মহাপিতৃযজ্ঞ ও মৃত ব্যক্তির অগ্নিহোত্র, এই দুই স্থলে ঐ বাক্য কথিত হইয়াছে। বাক্যের অর্থ এই যে, যখন হোমীয় ঘৃতাদি স্রুক্ নামক হোমপাত্রে লইয়া হোমকুণ্ডসমীপে নীত হইবে, তখন পিত্র্য হোম হইলে সেই হোমীয় ঘৃতাদির নীচে সমিধ্ পাতিত করিবেক। ইহার নাম অধোধারণ, এবং বিধায়ক লিঙ বিভক্তি থাকায় এই অধোধারণ বাক্যই বিধিবাক্য। আর দৈব (দেবতার উদ্দেশে) হোম হইলে তাঁহার উপরে সমিধ্ স্থাপন করে, এই বাক্যে যে, উপরে সমিধ্ দিবার কথা আছে, তাহা উপবিধারণ। এই উপরিধারণ বিধিবিভক্তির দ্বারা অভিহিত না হইলেও পূর্ব্বাপ্রাপ্তত্বা বিধায় বিধি বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ ধারযতি শব্দের পরিবর্ত্তে ধারয়েৎ

চোক্তং শেষলক্ষণে "বিধিস্তু ধারণেঽপূর্ব্বত্বাৎ" ইতি। তদ্বদিহা-প্যাশ্রমপরামর্শশ্রুতির্ব্বিধিরেবেতি কল্প্যতে।

যদ্যপি পরামর্শ এবায়মাশ্রমান্তরাণাং, তদাপি ব্রহ্মসংস্থতা তাবৎ সংস্তবসামর্থ্যাদবশ্যবিধেয়াঽভ্যুপগন্তব্যা। সা চ কিং চতুর্ষ্বাশ্রমেষু যস্য কস্যচিৎ? আহোস্বিৎ পরিব্রাজকস্যৈব? ইতি বিবেক্তব্যম্। যদি চ ব্রহ্মচর্য্যান্তেষ্বাশ্রমেষু পরামৃশ্যমানেষু পরিব্রাজকোঽপি পরামৃষ্টঃ,ততশ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণাং পরামৃষ্টত্বা-বিশেষাদনাশ্রমিত্বানুপপত্তেশ্চ যঃ কশ্চিচ্চতুর্ষ্বাশ্রমেষু ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতি। অথ ন পরামৃষ্টঃ, ততঃ পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়েব ব্রহ্মসংস্থ ইতি সেৎস্যতি।

খল্ববিধেয়ং সংস্তূয়তে, তদর্থত্বাৎ সংস্তবস্যেত্যাহ—"যদ্যপি"ইতি। অত্রাবান্তর-বিচারমারভতে "সা চ কিং চতুর্ষু" ইতি।

বিচারপ্রয়োজনমাহ—"যদি চ" ইতি।" নন্বনাশ্রম্যেব ব্রহ্মসংস্থো ভবিষ্যতীত্যত

অর্থাৎ অঙ্গবিচার সূত্রে সুব্যক্ত আছে। যথা—"পূর্ব্বপক্ষ বিদূষিত করিবে। করিয়া ইহাই অবধারণ করিবে যে, অপূর্ব্ব অর্থাৎ বাক্যান্তর-প্রাপ্ত নহে বলিয়া ধারণ-বাক্য বিধিবাক্য; অনুবাদ বাক্য নহে।" পূর্ব্বমীমাংসার এই সূত্রে যেমন ধারণের বিধিত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, তেমনি, এই উত্তর মীমাংসাতেও আশ্রম-শ্রুতির বিধিত্ব-সিদ্ধান্তিত হইবে।

[যদ্যপি...যুক্তম্] ঐ বাক্য আশ্রমান্তরের পরামর্শক হইলেও তদ্দ্বারা স্তুতির সামর্থ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠতার বিধান হইতে পারে। "যদ্ধি স্তূয়তে তৎ বিধীয়তে —যাহার স্তুতি, তাহারই বিধান।" এতদ্দৃষ্টে ব্রহ্মনিষ্ঠতাও বিধেয়, ইহা স্বীকৃত হইলে, তখন বিবেচ্য হইবে যে, ব্রহ্মসংস্থা সকল আশ্রমের? কিংবা কেবলই পরিব্রাজকের? যদি অন্য আশ্রমত্রয়ের সহিত পারিব্রাজ্যও পরামৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে অনাশ্রমিত্ব বাক্যের ("অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু দিনমেকমপি দ্বিজঃ" এই বাক্যের) সার্থক্য থাকিবেক না। তাহাতে এইরূপ বিধান নিষ্পত্তি হইবে যে, আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোন আশ্রমী ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে পারিবে। আর যদি আশ্রম-ত্রয়ের সঙ্গে পারিব্রজ্যের পরামর্শ না হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহা যদি অপ্রাপ্ত থাকে, তাহা হইলে এই বিধানই লব্ধ হইবে যে, পরিব্রাজক কেবলই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। ফলতঃ, এই শেষ পক্ষই সঙ্গত। এই স্থলে কেহ কেহ বলেন, তপঃশব্দটী বানপ্রস্থ

এইরূপ পদপ্রযুক্ত করা হয়। এ সকল কথা পূর্ব্বমীমাংসায় আছে। অতএব, যদ্রূপ পূর্ব্ব-মীমাংসায় উপরি সমিধ ধারণের অপূর্ব্বতা দৃষ্টে পিত্র্যহোম ও দৈবহোম, এই দুই বিষয়ে অধোধারণ ও উপরিধারণ বিধেয় বলিয়া স্থির করা হয়। সে স্থলে যেমন বাক্যভেদ অর্থাৎ দুই বাক্য স্বীকার করায় দোষ হয় না, তদ্রূপ, এখানেও দুই বাক্য দোষাবহ হইবেক না।

তত্র তপঃশব্দেন বৈখানসগ্রাহিণা পরামৃষ্টঃ পরিব্রাড়পীতি কেচিৎ। তদযুক্তম্। ন হি সত্যাং গতৌ বানপ্রস্থবিশেষণেন পরি-

---

আহ—"নাশ্রমিত্ব" ইতি। তত্র পূর্ব্বপক্ষমাহ—"তত্র তপঃশব্দেন" ইতি। অয়মভি-সন্ধিঃ। ন তাবদ্ব্রহ্মসংস্থ ইতি পদং প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থং পরিব্রাজকেঽশ্বকর্ণাদি-পদবদ্রূঢ়ম্। তদাশ্রমপ্রাপ্তিমাত্রেণৈব অমৃতীভাব ইতি ন তদ্ভাবায় ব্রহ্মজ্ঞানম-পেক্ষতে। তথা চ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি বিরোধঃ। ন চ সম্ভবত্য-বয়বার্থে সমুদায়শক্তিকল্পনা। তস্মাদ্ব্রহ্মণি সংস্থাঽস্যেতি ব্রহ্মসংস্থঃ। এবং চতুর্ষ্বাশ্রমেষু যস্যৈব ব্রহ্মণি নিষ্ঠত্বমাশ্রমিণঃ, স ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতীতি যুক্তম্। তত্র তাবদ্ব্রহ্মচারিগৃহস্থৌ স্বশব্দাভিহিতৌ। তপঃপদেন চ তপঃ-প্রধানতয়া ভিক্ষু-বানপ্রস্থাবুপস্থাপিতৌ। ভিক্ষুরপি হি সমধিকশৌচাষ্টগ্রাসী ভোজননিয়মাদ্ভবতি বানপ্রস্থস্তপঃপ্রধানঃ। ন চ গৃহস্থাদেঃ কর্ম্মিণো ব্রহ্মনিষ্ঠত্বা-সম্ভবঃ। যদি তাবৎ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মিতা, সা ভিক্ষোরপি কায়বাঙ্মনোভিরস্তি। অথ যে ন ব্রহ্মার্পণেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, কিন্তু কামার্থিতয়া, তে কর্ম্মিণঃ, তথা সতি গৃহস্থাদয়োঽপি ব্রহ্মার্পণেন কর্ম্ম কুর্ব্বাণা ন কর্ম্মিণঃ। তস্মাদ্ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যং ব্রহ্মনিষ্ঠতা, ন তু কর্ম্মত্যাগঃ। প্রমাণবিরোধাৎ। তপসা চ দ্বয়োরাশ্রময়োরেকীকরণেন ত্রয় ইতি ত্রিত্বমুপপদ্যতে। এবঞ্চ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমা অব্রহ্মসংস্থাঃ সন্তঃ পুণ্যলোকভাজো ভবন্তি, যঃ পুনরেতেষু ব্রহ্মসংস্থঃ সোঽমৃতত্বভাগিতি। ন চ যেষাং পুণ্যলোকভাগিত্বং তেষামেবা-মৃতত্বমিতি বিরোধঃ। যথা দেবদত্তযজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞাবভূতাং, সম্প্রতি তয়োর্যজ্ঞদত্তস্ত শাস্ত্রাভ্যাসাৎ পটুপ্রজ্ঞো বর্ত্তত ইতি, তথেহাপি য এবাব্রহ্ম-সংস্থাঃ পুণ্যলোকভাজস্ত এব ব্রহ্মসংস্থা অমৃতত্বভাজ ইত্যবস্থাভেদাদবিরোধঃ। তথাচ ব্রহ্মসংস্থ ইতি যৌগিকং পদং প্রকৃতবিষয়ং ভবিষ্যতি। যথাগ্নেয্যাগ্নীধ্র-মুপতিষ্ঠত ইত্যত্র বিনিযুক্তাপি প্রকৃতৈবাগ্নেয়ী গৃহ্যতে। ন চ বিনিযুক্তবিনি-যোগবিরোধঃ। যদি হ্যত্রাগ্নেয্যুপদিশ্যেত, ততো যথা প্রতীতা তথোদ্দিশ্যেত। বিনিযুক্তা চ প্রতীতির্ভবেদিতি বিনিযুক্তবিনিয়োগবিরোধঃ। ইহ তু আগ্নীধ্রো-পস্থানে সা বিধেয়ত্বেন বিনিযুজ্যতে, ন তূদ্দিশ্যতে। বিধেয়ত্বেন চ বিনিয়োগে আগ্নেয়ীপদার্থাপেক্ষণাৎ প্রকৃতাতিক্রমে প্রমাণাভাবাৎ তাবতা চ শাস্ত্রোপ-পত্তের্নাপ্রকৃতানামপি গ্রহণসম্ভবঃ। ন চ যাতযামতয়া ন বিনিয়োগঃ। বাচ-স্তোমে সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং বিনিয়োগাদন্যত্রাপ্যবিনিয়োগপ্রসঙ্গাৎ, তথেহাপি প্রকৃতা এবাশ্রমা বুদ্ধিবিপরিবর্ত্তিনঃ পরামৃশ্যন্তে নানুক্তঃ পরিব্রাড়েবেতি পূর্ব্ব-পক্ষঃ। রাদ্ধান্তমুপক্রমতে।

"তদযুক্তম্। ন হি সত্যাং গতৌ বানপ্রস্থবিশেষণেন" ইতি। যথোপক্রান্তং

আশ্রমের বোধক, সুতরাং তপঃশব্দ থাকায় পরিব্রাজক শব্দ বানপ্রস্থের বিশেষণরূপে পরামৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাহাদের কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

[ন...ন্যায্যম্] যখন গত্যন্তর আছে, তখন আর কেন বানপ্রস্থবিশেষণে

ব্রাজকো গ্রহণমর্হতি। যথাত্র ব্রহ্মচারিগৃহমেধিনাবসাধারণেনৈব স্বেন স্বেন বিশেষণেন বিশেষিতাবেবং ভিক্ষু-বৈখানসাবপীতি যুক্তম্। তপশ্চাসাধারণো ধর্ম্মো বানপ্রস্থানাং কায়ক্লেশপ্রধানত্বাত্তপঃশব্দস্য তত্র রূঢ়েঃ। ভিক্ষোস্তু ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদিলক্ষণো নৈব তপঃশব্দেনাভিলপ্যেত। চতুষ্ট্বেন চ প্রসিদ্ধা আশ্রমাস্ত্রিত্বেন পরামৃষ্যন্ত ইত্যন্যায্যম্। অপি চ ব্যপদেশো বা ভবতি "ত্রয় এতে পুণ্যলোকভাজ একোঽমৃতত্বভাক্" ইতি। পৃথক্ত্বে চৈষ ভেদেন ব্যপদেশোঽবকল্পতে ; ন হ্যেবম্ভবতি—দেব-

---

তত্রৈব পরিসমাপনমুচিতম্। যৎসঙ্খ্যাকাশ্চ যে প্রসিদ্ধাস্তে তৎসঙ্খ্যাকা এব কীর্ত্ত্যন্ত ইতি চোচিতম্। ন তু সত্যাং গতাবুৎসর্গস্যাপবাদো যুজ্যতে। অসাধারণেনৈকৈকেন লক্ষণেনৈকৈক আশ্রমো বক্তুমুপক্রান্ত ইতি তত্রৈব সমাপনমুচিতম্। ন তু সাধারণাসাধারণাভ্যামুপক্রম সমাপ্তী শ্লিষ্যেত। ন চ তপো নাম নাসাধারণং বানপ্রস্থানামিত্যত আহ—"তপশ্চাসাধারণ"ইতি। ন খলু পরাকাদিভিঃ কায়ক্লেশপ্রধানো যথা বানপ্রস্থস্তথা ভিক্ষুঃ সত্যপ্যষ্টগ্রাসাদিনিয়মে। ন চ শৌচসন্তোষশমদমাদয়স্তপঃপক্ষে বর্ত্তন্তে, তত্র বৃদ্ধানাং তপঃপ্রসিদ্ধেরসিদ্ধেঃ। অতএব বৃদ্ধাস্তপসোভেদেন শৌচাদীনাচক্ষতে—শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মা ইতি। সিদ্ধসঙ্খ্যাভেদেষু চ সঙ্খ্যান্তরাভিধানমশ্লিষ্টমিত্যাহ—"চতুষ্ট্বেন চ" ইতি। "অপি চ ব্যপদেশো বা "ইতি। ত্রয় এত ইতি কিং ভিক্ষুরপি পরামৃশ্যতে, কিং বা ভিক্ষুবর্জ্জং ত্রয এব, ন তাবদয় ইতি ভিক্ষুসংগ্রহে তদ্বর্জ্জমমেতে ত্রয় ইত্যত্র কর্ত্তুং শক্যম্। এত ইতি প্রকৃতানাং সাকল্যেন পরামর্শাৎ। ভিক্ষুসংগ্রহে চ ন তস্য পুণ্যলোকত্বম-

---

পরিব্রাজকের গ্রহণ করিবে ? করিলে তাহা অবশ্যই অন্যায্য হইবে। ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ এই উভয় যেমন নিজ নিজ অসাধারণ বিশেষণে বিশেষিত, সেইরূপ, ভিক্ষু এবং বানপ্রস্থও অনন্যসাধারণ নিজ ধর্ম্মের দ্বারাই বিশেষিত হইবে। বানপ্রস্থীদিগের নিজ অসাধারণ (নির্দ্দিষ্ট বা নিয়মিত) ধর্ম্ম তপস্যা ; তাহা (তপঃশব্দ) কায়ক্লেশপ্রধান কৃচ্ছ্রাদি ধর্ম্মেই রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। আর ভিক্ষুর (চতুর্থাশ্রমের) অসাধারণ ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়সংযমাদি, তাহা তপঃশব্দের অভিলাপ্য নহে। অপিচ, যখন চার আশ্রমই প্রসিদ্ধ, তখন তিন্ আশ্রমের পরামর্শ, এ কথা সম্ভবতঃ সর্ব্ববাদীর পক্ষেই অসঙ্গত। [অপিচ...ভাক্] অপিচ, আশ্রম বিষয়ে ভেদব্যপদেশও দেখা যায়। ভেদব্যপদেশ অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া গণনা বা উল্লেখ। যথা—"কথিত তিন্ আশ্রম স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত করায় এবং একটী আশ্রম মোক্ষ প্রাপ্ত করায়।" এই (ব্যপদেশও) ঐরূপ ভিন্ন ফলের কথনও আশ্রমের পার্থক্য বা ভিন্নত্ত পক্ষেই সঙ্গত, একাশ্রম ও আশ্রম ত্রিত্ব এই দুই পক্ষে অসঙ্গত। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্ব্বোধ,

দত্ত-যজ্ঞদত্তৌ মন্দপ্রজ্ঞৌ বিষ্ণুমিত্রস্তু মহাপ্রজ্ঞ ইতি। তস্মাৎ পূর্ব্বে ত্রয় আশ্রমিণঃ পুণ্যলোকভাজঃ, পরিশিষ্যমাণঃ পরিব্রাড়মৃতত্বভাক্।

কথং পুনর্ব্রহ্মসংস্থশব্দো যোগাৎ প্রবর্ত্তমানঃ সর্ব্বত্র সম্ভবন্ পরিব্রাজক এবাবতিষ্ঠেত, রূঢ্যভ্যুপগমে বাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তের্জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইতি। অত্রোচ্যতে। ব্রহ্মসংস্থ ইতি হি ব্রহ্মণি পরিসমাপ্তিরনন্যব্যাপারতারূপং তন্নিষ্ঠত্বমভিধীয়তে। তচ্চ ত্রয়াণামাশ্রমাণাং ন সম্ভবতি, স্বাশ্রমবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রত্য-

ব্রহ্মসংস্থত্বাভাবাদ্ভিক্ষোঃ। তেন তস্য ব্রহ্মসংস্থস্য সদা পুণ্যলোকত্বমমৃতত্বঞ্চেতি বিরোধঃ। ত্রিষু চ ব্রহ্মসংস্থপদে যদেতি সম্বন্ধনীয়ম্। ভিক্ষৌ চ সদেতি বৈষম্যম্। তদিদমুক্তম্-পৃথক্ত্বে চ" ইতি।

পূর্ব্বপক্ষাভাসং স্মারয়তি—"কথং পুনর্ব্রহ্মসংস্থশব্দো যোগাৎ" ইতি। তন্নিরাকরোতি—"অত্রোহ্যতে"ইতি। অয়মভিসন্ধিঃ। সত্যং যৌগিকঃ শব্দঃ সতি প্রকৃতসম্ভবে ন তদতিপত্যাঽপ্রকৃতে বর্ত্তিতুমর্হতি। অসতি তু সম্ভবে মা ভূৎ

তদুভয়েব একজন সুবোধ, এ কথা যেমন অসঙ্গত, গৃহী ও বানপ্রস্থী, তন্মধ্যে একজন ব্রহ্মসংস্থ, এ কথা তদপেক্ষাও অসঙ্গত। দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত নির্ব্বোধ, কিন্তু বিষ্ণুমিত্র সুবোধ, এই কথা এবং গৃহী ও বানপ্রস্থী পুণ্যলোকভাগী এবং ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাজক মোক্ষভাগী, এই কথা সম্যক্ সঙ্গত জানিবে। প্রোক্ত কারণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিভিন্ন আশ্রমী পুণ্যলোকভাগী এবং অবশিষ্ট পরিব্রাজক মোক্ষভাগী।

[কথং...নিমিত্তঃ] যদি বল, ব্রহ্মসংস্থশব্দের যোগার্থ—ব্রহ্মে সম্যক্ অবস্থিতি, তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে। আশ্রমীমাত্রেই যখন ব্রহ্মসংস্থ হইতে পারেন, যখন তাহা সকল আশ্রমেই সম্ভবে, তখন তাহাকে কিরূপে মাত্র পরিব্রাজকপর (পরিব্রাজক-বাচক) বলিতে পার? যদি বল ঐ শব্দ পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় পরিব্রাজকে রূঢ়, তাহা বলিলেও অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ শব্দের চতুর্থাশ্রমবাচিতা স্বীকার করিলেও নিষ্কৃতি নাই। কারণ, যদি আশ্রমমাত্রাবলম্বনে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের প্রয়োজন কি? সার্থক্য কি? এ কথার প্রত্যুত্তর এই যে, ব্রহ্মসংস্থশব্দের মুখ্যার্থ—ব্রহ্মে সর্ব্বব্যাপারের পরিসমাপ্তি। অনন্যব্যাপার বা অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর হওয়া আর ব্রহ্মসংস্থ হওয়া তুল্যার্থ। তাদৃশ ব্রহ্মনিষ্ঠতা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমীর অসম্ভব। অসম্ভব কেন? তাহা বলিতেছি। গৃহস্থাদি আশ্রমী নিজ নিজ আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে পাপী হওয়ার কথা আছে। পরন্তু পারিব্রাজ্য আশ্রমে সে কথা

বায়শ্রবণাৎ। পরিব্রাজকস্য তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাৎ প্রত্যবায়ো ন সম্ভবত্যননুষ্ঠাননিমিত্তঃ। শমদমাদিস্তু তদীয়ো ধর্ম্মো ব্রহ্মসংস্থতায়া উপোদ্বলকো ন বিরোধী। ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমেব হি তস্য শমদমাদ্যুপবৃংহিতং স্বাশ্রমবিহিতং কর্ম্ম, যজ্ঞাদি চেতরেষাং, তদ্ব্যতিক্রমে চ তস্য প্রত্যবায়ঃ। তথা চ "ন্যাসো ব্রহ্মা। ব্রহ্মা হি পরঃ, পরো হি ব্রহ্মা", "তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি, ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ", "বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। স্মৃতয়শ্চ "তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ"

প্রমাদপাঠ ইত্যপ্রকৃতে বর্ত্তয়িতব্যঃ। দর্শিতশ্চাত্রাসম্ভবোঽধস্তাদিতি। এষ ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণো ধর্ম্মো ভিক্ষোরসাধারণঃ, আশ্রমান্তরাণি তৎসংস্থান্যতৎসংস্থানি চ ভিক্ষুস্তৎসংস্থ ইত্যেব, তৎসংস্থতা হি স্বাভাবং ব্যবচ্ছিন্দন্তী বিরোধাৎ যস্তৎসংস্থ এব তত্রাঙ্গসী নান্যত্র। শমদমাদিস্তু তদীয় ইতি স্বাঙ্গমব্যবধায়কমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মসংস্থত্বমসাধারণং পরিব্রাজকধর্ম্মং শ্রুতিরাদর্শয়তীত্যাহ—"তথা চ ন্যাসোব্রহ্ম"ইতি। সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো হি ন্যাসঃ স ব্রহ্ম। কুত ইত্যত আহ—"ব্রহ্মা হি পরঃ"। অতঃ পরো ন্যাসো ব্রহ্মেতি। কিমপেক্ষ্য পরঃ সন্ন্যাস ইত্যত আহ—"তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি, ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইতি। এতদুক্তং ভবতি—ব্রহ্ম-

---

নাই। পরিব্রাজক বিধিবিধানক্রমে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস (ত্যাগ) করিয়াছেন, সে জন্য পরিব্রাজকের কর্ম্মাকরণজনিত প্রত্যবায় (পাপ) হয় না। [শমদমা...প্রত্যবায়ঃ] পরিব্রাজকের ধর্ম্ম শমদমাদি, তাহা ব্রহ্মসংস্থতার বিরোধী নহে; প্রত্যুত পরিপোষক। শমদমাদির দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠতার বৃংহণ করাই প্রব্রজ্যাশ্রমের কার্য্য এবং যজ্ঞাদি করা অপরাশ্রমের কার্য্য। কাযেই যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে গৃহস্থাদি আশ্রমীর আশ্রমবিহিত কর্ম্মের ত্যাগজনিত অধর্ম্ম হয়, সন্ন্যাসীর তাহা হয় না, বরং তাহাতে সন্ন্যাসীর স্বাশ্রমবিহিত কর্ত্তব্যই করা হয়। [তথাচ...তরতি] এ কথা শ্রুতিতে আছে, স্মৃতিতেও আছে। শ্রুতি যথা "সন্ন্যাসই ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ)। কারণ এই যে, ব্রহ্মাই শ্রেষ্ঠ—সর্ব্বজীবের অভীষ্ট দেবতা। যিনি পর—পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্মা। ফলিতার্থ—সন্ন্যাস পরমাত্মবিজ্ঞানের বা পরমাত্মপ্রাপ্তির হেতু; সুতরাং তাহা ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম।" "পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি অবর তপস্যা, নিকৃষ্টফললাভের উপায়, সন্ন্যাস সেইসকল অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মসংস্থতার দ্বারা মুক্তি হয়; সে জন্য তাহা মুক্তির কারণ।" "বিশুদ্ধবুদ্ধি বৈরাগ্যবান্ যতিরা সন্ন্যাসের সাহায্যে বেদান্তবিজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) লাভ করিয়া মুক্ত হন।" ইত্যাদি। স্মৃতি যথা—"তদ্‌বুদ্ধি, তদাত্মা, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ—" ইত্যাদি। উল্লিখিত শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রহ্মসংস্থের কর্ম্মত্যাগ দেখাইয়াছেন।

ইত্যাদ্যা ব্রহ্মসংস্থস্য কর্ম্মাভাবং দর্শয়ন্তি। তস্মাৎ পরিব্রাজকস্যাশ্রমমাত্রাদমৃতত্বপ্রাপ্তের্জ্ঞানানর্থক্যপ্রসঙ্গ ইত্যেযোঽপি দোষো নাবতরতি। তদেবং পরামর্শেঽপীতরেষামাশ্রমানাং পারিব্রাজ্যং তাবদ্ ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণং লভ্যত এব।

অনপেক্ষ্যৈব জাবালশ্রুতিমাশ্রমান্তরবিধায়িনীময়মাচার্য্যেণ বিচারঃ প্রবর্ত্তিতঃ। বিদ্যত এব ত্বাশ্রমান্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি। ন চেয়ং শ্রুতিরনধিকৃতবিষয়া শক্যা বক্তুম্, অবিশেষশ্রবণাৎ, পৃথগ্‌বিধানাচ্চানধিকৃতানাম্, "অথ পুনরেব ব্রতী বাঽব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা" ইত্যা-

---

পরতয়া সর্ব্বৈষণাপরিত্যাগলক্ষণো ন্যাসো ব্রহ্মেতি। তথা চেদৃশং ন্যাসলক্ষণং ব্রহ্মসংস্থত্বং ভিক্ষোরেবাসাধারণং নেতরেষামাশ্রমিণাম্।

অতএব, পবিব্রাজক, প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণমাত্রে মোক্ষভাগী হইলে জ্ঞানের সার্থক্য থাকে না, এ আপত্তি অবতারিত হইতেই পারে না [তদেবং... ইতি] এ পর্য্যন্ত যেরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আহবণপূর্ব্ব প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদায়ে ইহাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, "ধর্ম্মস্কন্ধ তিন্—" ইত্যাদি বাক্যে অন্যান্য আশ্রমেব পরামর্শ অর্থাৎ অনুবাদ হইলেও তদ্বাক্যে ব্রহ্মসংস্থতালক্ষণ প্রব্রজ্যার প্রাপ্তি আছেই।

প্রব্রজ্যাশ্রমবিধায়িনী জাবালশ্রুতির প্রতীক্ষা না করিয়াই আচার্য্য বেদব্যাসএই বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রব্রজ্যাশ্রমের বিচারলভ্যার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। ফল, সাক্ষাৎসম্বন্ধে সন্ন্যাসবিধায়িনী শ্রুতিও আছে। সন্ন্যাসবিধায়িনী সাক্ষাৎশ্রুতি এই "ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবেক। গার্হস্থ্যান্তে বানপ্রস্থী হইবেক, বানপ্রস্থের পর প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবেক। যদি ব্রহ্মচর্য্যকালেই বৈরাগ্য জন্মে, তবে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রব্রজ্যা করিবেক। অথবা গার্হস্থ্য হইতে, কিংবা বানপ্রস্থ হইতে প্রব্রজিত হইবেক।" [ন চেয়ং...স্বাস্থ্যমিতি] এমন কথা বলিতে পারিবে না যে, এই শ্রুতি স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মে অক্ষম অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিকে সন্ন্যাস করিতে বলিতেছে। কারণ, উক্ত শ্রুতিতে সেরূপ কোন বিশেষ উক্তি নাই। অন্য শ্রুতিতেও সন্ন্যাসের পৃথক্ বিধান দেখা যায়, সে জন্যও উদাহৃত শ্রুতি কেবল কর্ম্মাক্ষমবিষয়িণী নহে। তদ্‌যথা—"ব্রতাচারী হউক, অব্রতাচারী হউক, স্নাতক

দিনা, ব্রহ্মজ্ঞানপরিপাকাঙ্গত্বাচ্চ পারিব্রাজ্যস্য নানধিকৃতবিষয়ত্বম্। তচ্চ দর্শয়তি "অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি" ইতি। তস্মাৎ সিদ্ধা ঊর্দ্ধরেতস আশ্রমাঃ, সিদ্ধশ্চোর্দ্ধরেতঃসু বিধানাদ্বিদ্যায়াঃ স্বাতন্ত্র্যমিতি ॥ ৩। ৪। ২০ ॥

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেন্নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৩। ৪। ২১ ॥*

"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ।" "ইয়মেবর্গগ্নিঃ সাম।" "অয়ং বাব লোক এষোঽগ্নিশ্চিতঃ।"

ব্রহ্মজ্ঞানস্য শব্দজনিতস্য যঃ পরিপাকঃ সাক্ষাৎকারোঽপবর্গসাধনং, তদঙ্গতয়া পারিব্রাজ্যং বিহিতং ন ত্বনধিকৃতং প্রতীত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪। ২০ ॥

যদ্যত্র সন্নিধান উপাসনাবিধির্নাস্তি, ততঃ প্রদেশান্তরস্থিতোঽপি বিধির

হউক, বা অস্নাতক হউক, মৃতভার্য্য হউক বা অবিবাহিত হউক, প্রব্রজ্যা করিবেক।" এই শ্রুতি ও অন্য শ্রুতি স্পষ্টাভিধানে বলিতেছেন যে, পারিব্রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞান পরিপাকের অসাধারণ উপায়; সে জন্য তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠদিগের জন্য বিহিত; পঙ্গু অন্ধাদি কর্ম্মাক্ষমদিগের জন্য নহে। পারিব্রাজ্য যে, ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ, শ্রুতি তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যথা—"অনন্তর জ্ঞানী প্রব্রজ্যাগ্রহণ, বিবর্ণ বস্ত্র পরিধান, মস্তকমুণ্ডন, বিত্তাদিস্পৃহা পরিত্যাগ, শুদ্ধভাবে থাকা, পরাপকার বর্জ্জন ও ভিক্ষান্ন ভোজন করায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়। অতএব, ঊর্দ্ধরেতার আশ্রম শাস্ত্রসিদ্ধ এবং জ্ঞানও তদাশ্রমবিহিত বলিয়া স্বতন্ত্র অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ নহে ॥৩।৪।২০॥

"এই অষ্টম রস উদ্গীথ,† ইহা পূর্ব্বোক্ত রস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মার প্রতীক বলিয়া পরম, পরার্দ্ধ্য অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় উপাস্য।" "ইহাই

* উপাদানাৎ উদ্গীথাদীনি কর্ম্মাঙ্গান্যুপাদায় শ্রবণাৎ "স এষ রসানাং রসতমঃ—" ইত্যাদিবাক্যং স্তুতিমাত্রং স্তুতিরেব ন বিধিরিতি ন মন্তব্যম্। কুতঃ? অপূর্ব্বত্বাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্তত্বাৎ, পূর্ব্বত্র বিধ্যভাবাদিত্যর্থঃ। বিধিং বিনা স্তুতির্ন সম্ভবতীতি দ্রষ্টব্যম্।

"এই যে উদ্গীথ—যাহা অষ্টম রস—" ইত্যাদি বাক্য যে কেবল উদ্গীথের (প্রণবের) স্তুতি বাক্য মাত্র, তাহা নহে। উহাতে উদ্গীথ-উপাসনার বিধান ও হইয়াছে। পূর্ব্বে বিধি থাকিলে উহা তাহার স্তাবক হইতে পারিত; তাহা না থাকায় আনর্থক্য পরিহারের নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যে উপাসনাবিধি স্বীকৃত হয়।

† "এই সকল ভূতের রস অর্থাৎ সার পৃথিবী। পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি, ওষধির সার মানুষ, মানুষের সার বাক্য, বাক্যের সার ঋক্, ঋকের সার সাম, সামের সার উদ্গীথ, যাহা উদ্গীথ তাহাই প্রণব। এইরূপে উদ্গীথ পৃথিবী অপেক্ষা অষ্টম।

"তদিদমেবোক্‌থমিয়মেব পৃথিবী" [ছা০ উ০] ইত্যেবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ কিমুদ্গীথাদিস্তুত্যর্থাঃ ? আহোস্বিদুপাসনবিধ্যর্থাঃ ? ইত্যস্মিন্ সংশয়ে স্তুত্যর্থা ইতি যুক্তম্। উদ্গীথাদীনি কর্ম্মাঙ্গান্যুপাদায় শ্রবণাৎ। যথা "ইয়মেব পৃথিবী জুহূরাদিত্যঃ কূর্ম্মঃ স্বর্লোক আহবনীয়ঃ" ইত্যাদ্যা জুহ্বাদিস্তুত্যর্থাস্তদ্বদিতি চেৎ, নেত্যাহ—ন স্তুতিমাত্রমাসাং শ্রুতীনাং প্রয়োজনং যুক্তম্, অপূর্ব্বত্বাৎ। বিধ্যর্থতায়াং হ্যপূর্ব্বার্থো বিহিতো ভবতি, স্তুত্যর্থতায়াং ত্বানর্থক্যমেব স্যাৎ।

ব্যভিচরিত-তদ্বিধিসম্বন্ধেনোদ্গীথেনোপস্থাপিতঃ "স এষ রসানাং রসতমঃ" ইত্যাদিনা পদসন্দর্ভেণৈকবাক্যভাবমুপগতঃ স্তূয়তে। ন হি সমভিব্যাহৃতৈরেবৈকবাক্যতা ভবতীতি কশ্চিন্নিয়মহেতুরস্তি। অনুষঙ্গাতিদেশলব্ধৈরপি বিধ্যসমভিব্যাহৃতৈরর্থবাদৈরেকবাক্যতাভ্যুপগমাৎ। যদি তূদ্গীথমুপাসীত সামোপাসীতেত্যাদিবিধিসমভিব্যাহারঃ শ্রুতঃ, তথাপি তস্যৈব বিধেঃ স্তুতিঃ, ন তূপাসনবিষয়সমর্পণপরঃ, ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমিত্যনেনৈবোপাসনাবিষয়সমর্পণাৎ—ইতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে।

ঋক্ ও অগ্নি, সাম ও এতল্লোক, উক্‌থ ও চিত অগ্নি (যজ্ঞার্থে আহৃত অগ্নি), এবং ইহাই পৃথিবী।" এই সকল শ্রুতি ও এতদ্বিধ অন্যান্য শ্রুতি কি উদ্গীথ (প্রণব) প্রভৃতি যজ্ঞাঙ্গের স্তুতির নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত? কি উপাসনা বিধানার্থ অভিহিত ? এইরূপ সংশয় হওয়াতে প্রথমতই পাওয়া যায়, স্তুতির নিমিত্তই প্রবর্ত্তিত। এ বিষয়ে যুক্তি বা কারণ এই যে, ঐ সকল উদ্গীথ অর্থাৎ প্রণব প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ-উল্লেখে কথিত হইয়াছে। যেমন যজ্ঞবিদ্যামধ্যে জুহূর (আহুতি দিবার পাত্রের) স্তুতির জন্য "ইহাই পৃথিবী—" ইত্যাদি শ্রুতি অভিহিত, সেইরূপ এখানেও উদ্গীথাদির স্তুতির নিমিত্ত "স এষ রসানাং 'রসতমঃ—" ইত্যাদি শ্রুতি প্রবর্ত্তিত। সংশয়ের প্রথম কোটীতে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে এইরূপই পাওয়া যায়; পরন্তু ইহার সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। সিদ্ধান্তবাদী বলিবেন, তাহা নহে। [ন...শ্রুতয়ঃ] স্তুতি করাই ঐ শ্রুতির প্রয়োজন, এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ সকল বিষয় অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বাপ্রাপ্ত। পূর্ব্বে আর কোথাও ঐ সকল বলা হয় নাই—উপদিষ্ট হয় নাই। ঐ সকল বাক্য বিধানের নিমিত্ত উচ্চারিত, ইহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপরিজ্ঞাত প্রণবাদি উপাসনার বিধান সিদ্ধ হইতে পারে। স্তুতির নিমিত্ত উচ্চারিত বলিলে ঐ সকলের কোনও সার্থক্য থাকে না।

বিধায়কস্য হি শব্দস্য বাক্যশেষভাবং প্রতিপদ্যমানা স্তুতিরুপযুজ্যত ইত্যুক্তম্ "বিধিনা ত্বেকবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" [মীমাংসা] ইত্যত্র। প্রদেশান্তরবিহিতানাং তূদ্গীথাদীনামিয়ং প্রদেশান্তরপঠিতা স্তুতির্ব্বাক্যশেষভাবমপ্রতিপদ্যমানানর্থিকৈব স্যাৎ। "ইয়মেব জুহূঃ"ইত্যাদি তু বিধিসন্নিধাবেবাম্নাতমিতি বৈষম্যম্। তস্মাদ্বিধ্যর্থা এবঞ্জাতীয়কাঃ শ্রুতয়ঃ ॥ ৩। ৪। ২১ ॥

ভাবশব্দাচ্চ ॥ ৩। ৪। ২২ ॥*

"উদ্গীথমুপাসীত সামোপাসীতাহমুক্থমস্মীতি বিদ্যাৎ"

ন তাবদ্দূরস্থেন কর্ম্মবিধিবাক্যেনৈকবাক্যতাসম্ভবঃ। প্রতীতসমভিব্যাহৃতীনাং বিধিনৈকবাক্যতয়া স্তুত্যর্থত্বমর্থবাদানাং রক্তপটন্যায়েন ভবতি। ন তু স্তুত্যা বিনা কাচিদনুপপত্তির্ব্বিধেঃ। যথাহুঃ—অস্তি তু তদিত্যতিরেকে পরিহার ইতি। অত এব বিধেরপেক্ষাভাবাৎ প্রবর্ত্তনাত্মকস্যানুষঙ্গাতিদেশাদিভিরর্থবাদপ্রাপ্ত্যভিধানমসমঞ্জসম্। ন হি কত্রপেক্ষিতোপায়তায়ামবগতায়াং প্রাশস্ত্যপ্রত্যয়স্যাস্তি কশ্চিদুপযোগঃ। তস্মাদ্দূরস্থস্য কর্ম্মবিধেঃ স্তুতাবানর্থক্যম্, তেনৈকবাক্যতানুপপত্তেঃ, সন্নিহিতস্য তূপাসনাবিধেঃ কিং বিষয়সমর্পণেনোপযুজ্যতামুত স্তুত্যেতি বিশয়ে বিষয়সমর্পণেন যথার্থবত্ত্বং, নৈবং স্তুত্যা, বহিরঙ্গত্বাৎ। অগত্যা হি সা। তস্মাদুপাসনার্থা ইতি সিদ্ধম্।

পূর্ব্ববাক্যে যদি বিধায়ক শব্দ থাকে, তবেই পরবাক্য তাহার পোষক বা স্তাবক হইতে পারে। এ তথ্য পূর্ব্বমীমাংসার "বিধিব সহিত ঐক্য বা একবাক্য হইয়া যায় বলিয়া সে সকলের বিধিপ্রশংসার্থতা সিদ্ধ হয়" এই সূত্রে প্রদর্শিত আছে। উদ্গীথ এক প্রদেশে বিহিত, অন্য প্রদেশে তাহার প্রশংসা, ইহা সঙ্গত হয় না। তাহাতে সে স্তুতির সাফল্য থাকে না। কি সাফল্য দেখাইবে? দেখাইতে পারিবে না "এই জুহূ পৃথিবী—" ইত্যাদি বাক্য বিধিসন্নিধানে পঠিত, সুতরাং তাহা জুহূর স্তাবক হওয়া সঙ্গত। অতএব, জুহূস্তাবক বাক্য রসতমাদি বাক্যের সহিত সমান নহে, প্রত্যুত অসমান। অর্থাৎ উহা উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নহে। অতএব, ঐ সকল শ্রুতি বিধির উদ্দেশেই প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ উপাসনার বিধানই ঐ সকলের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য। (বিধিবিভক্তি নাই সত্য; পরন্তু ফল দেখিয়া তাহার কল্পনা কর।) ৩। ৪। ২১ ॥

"উদ্গীথং উপাসীত—উদ্গীথ উপাসনা করিবেক" "সাম উপাসীত—সাম

---

* উপাসীতেত্যাদৌ ভাবনাসামান্যবাচিশব্দশ্রবণাদিত্যর্থঃ।

"উপাসীত—উপাসনা করিবেক" এইরূপ এইরূপ বিস্পষ্ট বিধিশব্দ শ্রুত আছে, সে জন্য উদ্গীথাদি শ্রুতি নিশ্চিত উপাসনা বিধানের জন্য উচ্চারিত, উদ্গীথস্তুতির জন্য নহে।

[ছা° উ°] ইত্যাদয়শ্চ বিস্পষ্টা বিধিশব্দাঃ শ্রূয়ন্তে, তে চ স্তুতিমাত্রপ্রয়োজনতায়াং ব্যাহন্যেরন্। তথা চ ন্যায়বিদাং স্মরণং—

"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥" ইতি।

লিঙাদ্যর্থো বিধিরিতি মন্যমানাস্ত এবং স্মরন্তি। প্রতিপ্রকরণঞ্চ ফলানি শ্রাব্যন্তে "আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি। এষ হ্যেব কামাগানস্যেষ্টে। কল্পন্তে হাস্মৈ লোকা উর্দ্ধাশ্চাবৃত্তাশ্চ" ইত্যেবমাদীনি। তস্মাদপ্যুপাসনবিধানার্থা উদ্গীথাদিশ্রুতয়ঃ॥ ৩। ৪। ২২॥

"কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥"

ভাবনায়াঃ খলু কর্ত্তৃসমীহিতানুকূলত্বং বিধিঃ, নিষেধশ্চ কর্ত্তুরহিতানুকূলত্বম্। যথাহুঃ—"কর্ত্তব্যশ্চ সুখফলোঽকর্ত্তব্যো দুঃখফলঃ" ইতি। এতচ্চাস্মাভিরুপপাদিতং ন্যায়কণিকায়াম্। ক্রিয়া চ ভাবনা, তদ্বচনাশ্চ করোত্যাদয়ঃ, যথাহুঃ—"কৃভ্বস্তয়ঃ ক্রিয়াসামান্যবচনাঃ" ইতি। অতএব কৃভ্বস্তীনুদাহৃতবান্, সামান্যোক্তৌ তদ্বিশেষাঃ পচেদিত্যাদয়োঽপি গম্যন্ত ইতি। তত্র কুর্য্যাদিত্যাক্ষিপ্তকর্ত্তৃকা ভাবনা। ক্রিয়েতেতি আক্ষিপ্তকর্ম্মিকা ভাবনা। কর্ত্তব্যমিতি তু কর্ম্মভূতদ্রব্যোপসর্জ্জনভাবনা। এবং দণ্ডী ভবেদ্দণ্ডিনা ভবিতব্যং দণ্ডিনা ভূয়েতেত্যেকধাত্বর্থবিষয়া বিধ্যুপহিতা ভাবনা উদাহার্য্যাঃ। ভবতিশ্চৈব জন্মনি। যথা কুলালব্যাপারাদ্ঘটো ভবতি, বীজাদঙ্কুরোভবতীতি প্রযুঞ্জতে। ন চ বীজাদঙ্কুরোঽস্তীতি প্রযুঞ্জতে। তস্মাদস্তিঃ সত্তায়াং ন জন্মনীতি॥৩৪।২১-২২॥

উপাসনা করিবেক" "অহং উকৃথঃ অস্মি—আমি হইতেছি উকৃথ, এইরূপ ভাবিবেক" ইত্যাদি স্থলে বিধিশব্দের স্পষ্ট শ্রবণও আছে। স্তুতিপক্ষ স্বীকার করিতে গেলে সে সকলের ব্যাঘাত হইবে। ন্যায়জ্ঞগণ—যাঁহারা লিঙাদি বোধ্য অর্থের বিধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, বেদমাত্রেই এইরূপ লক্ষণান্বিত পদ বিধি। যথা—কুর্য্যাৎ—করিবেক. ক্রিয়েত—কৃত .হইবেক, কর্ত্তব্য—করিতে হইবেক, ভবেৎ—জন্মিবেক, স্যাৎ—হইবেক। অপিচ প্রত্যেক প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন ফল শ্রবণ আছে, তাহাতেও বিধান অনুমিত হয়। "সে বা তাহা কাম্য সমূহের প্রাপক হয়।" "ইহা কামনাকারীর কামনা পূরণ করে।" "এই উপাসকের উর্দ্ধ ও আবৃত্ত লোক লাভ হয়।" ইত্যাদি। অতএব, উদ্গীথাদি শ্রুতি উপাসনা বিধান করিতে প্রবৃত্ত, উদ্গীথের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত নহে। ৩। ৪। ২২॥

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশে-ষিতত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৩ ॥*

"অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ", "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম", "জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস" ইত্যেবমাদিষু বেদান্তপঠিতেষ্বাখ্যানেষু সংশয়ঃ—কিমিমানি পারিপ্লবপ্রয়োগার্থানি, অহোস্বিৎ সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপত্ত্যর্থানীতি। পারিপ্লবার্থা ইমা আখ্যানশ্রুতয়ঃ, আখ্যা-

যদ্যপি উপনিষদাখ্যানানি বিদ্যাসন্নিধৌ শ্রুতানি, তথাপি "সর্ব্বাণ্যাখ্যানানি পারিপ্লব" ইতি সর্ব্বশ্রুত্যা নিঃশেষার্থতয়া দুর্ব্বলস্য সন্নিধের্ব্বাধিতত্বাৎ পারিপ্লবার্থান্যেবাখ্যানানি। ন চ সর্ব্বা দাশতয়ীরনুব্রূয়াৎ ইতি বিনিয়োগেঽপি দাশতয়ীনাং প্রাতিস্বিকবিনিয়োগাত্তত্র তত্র কর্ম্মণি যথা বিনিয়োগো ন বিরুধ্যতে, তথেহাপি সত্যপি পারিপ্লবে বিনিয়োগঃ সন্নিধানাদ্বিদ্যাঙ্গত্বমপি ভবিষ্যতীতি

বেদান্তমধ্যে কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে। যথা—"যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিল।" "দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়তম ধামে (বৈজয়ন্ত পুরে) গমন করিয়াছিলেন।" "পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিতেন, বহু দান করিতেন, এবং তাঁহার গৃহে বহু অন্ন পাচিত হইত অর্থাৎ তিনি বহু লোককে ভোজন করাইতেন।" ইত্যাদি। বেদান্তপঠিত এই সকল আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সংশয় এই যে, ঐ সকল আখ্যায়িকা কি পারিপ্লব-প্রয়োগার্থ* ? কিংবা সেই সকলের সন্নিধানে যে সকল উপাসনার উপদেশ আছে, সে সকলের বোধসৌকর্য্যার্থ ? (সুখবোধার্থ ?)। সংশয়ের পর পূর্ব্বপক্ষ। তাহাতে পাওয়া যায়, ঐ সকল আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিপ্লবের নিমিত্ত অভিহিত। কারণ, পারিপ্লবে আখ্যান-

* বেদান্তপঠিতাখ্যায়িকা পারিপ্লবার্থা ন। কুতঃ? বিশেষিতত্বাৎ। যানি পারিপ্লবার্থানি তানি ন সামান্যেনাভিহিতানি, কিন্তু বিশেষেণ। স বিশেষো বেদান্তপঠিতাখ্যানেষু নাস্তি। ততশ্চ তানি ন পারিপ্লবার্থানি।

বেদান্ত মধ্যে যে সকল আখ্যায়িকা আছে, সে সকল পারিপ্লব-প্রয়োজনে অভিহিত, এরূপ অবধারণ করিতে পার না। কারণ, পারিপ্লবাখ্যান এ সকল আখ্যান হইতে বিশিষ্ট। অর্থাৎ পারিপ্লবে যে যে উপাখ্যান পাঠ করিতে হয়, সে সকল নামনির্দ্দেশপূর্ব্বক সেই সেই স্থলে কথিত হইয়াছে।

* পারিপ্লব—অশ্বমেধ যজ্ঞের একটি অঙ্গ। অশ্বমেধ আরব্ধ হইলে পর কএক দিন ধরিয়া স্তোত্রগান ও আখ্যায়িকা পাঠ হইতে থাকে, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও হয়। লিখিত আছে, পারিপ্লবের প্রথম দিনে বৈবস্বত মনুর উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিবসে বৈবস্বত যমের উপাখ্যান, তৃতীয় দিবসে বরুণের ও সূর্য্যের উপাখ্যান শুনিতে ও পড়িতে হয়। পুরোহিতেরা ঐ সকল উপাখ্যান পড়েন, যজ্ঞদীক্ষিত রাজা তাহা পুত্রামাত্যপরিবৃত হইয়া শ্রবণ করেন।

নসামান্যাৎ, অথ্যানপ্রয়োগস্য চ পারিপ্লবে চোদিতত্বাৎ। ততশ্চ বিদ্যাপ্রধানত্বং বেদান্তানাং ন স্যাৎ, মন্ত্রবৎ প্রয়োগশেষত্বাদিতি চেৎ, ন, কস্মাৎ? বিশেষিতত্বাৎ। তথা হি "পারিপ্লবমাচক্ষীত" ইতি হি প্রকৃত্য "মনুর্বৈবস্বতো রাজা" ইত্যেবমাদীনি কানিচিদেবাখ্যানানি তত্র বিশেষ্যন্তে। আখ্যানসামান্যাৎ চেৎ সর্ব্বগৃহীতিঃ স্যাৎ, অনর্থকমেবেদং বিশেষণং ভবেৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থা এতা আখ্যানশ্রুতয়ঃ ॥ ৩।৪।২৩॥

বাচ্যম্। দাশতয়ীষু প্রাতিস্বিকানাং বিনিয়োগানাং সমুদায়বিনিয়োগস্য চ তুল্যবলত্বাৎ, ইহ তু সন্নিধানাৎ শ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাৎ। তস্মাৎ পারিপ্লবার্থান্যেবাখ্যানানীতি প্রাপ্ত উচ্যতে। নৈষামাখ্যানানাং পারিপ্লবে বিনিয়োগঃ, কিন্তু পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যুপক্রম্য যান্যাম্নাতানি—মনুর্বৈবস্বতো রাজেত্যাদীনি, তেষামেব তত্র বিনিয়োগঃ। তান্যেব হি পারিপ্লবেন বিশেষিতানি। ইতরথা পারিপ্লবে সর্ব্বাণ্যাখ্যানানীত্যেতাবতৈব গতত্বাৎ পারিপ্লবমাচক্ষীতেত্যনর্থকং স্যাৎ। আখ্যানবিশেষকত্বে ত্বর্থবৎ। তস্মাদ্বিশেষণানুরোধাৎ সর্ব্বশব্দস্তদপেক্ষঃ, ন ত্বশেষবচনঃ। যথা সর্ব্বে ব্রাহ্মণা ভোজয়িতব্যা ইত্যত্র নিমন্ত্রিতাপেক্ষঃ সর্ব্বশব্দঃ ॥ ৩। ৪। ২৩॥

পাঠ করিবার বিধান দৃষ্ট হয়, এবং উদাহৃত বাক্যসন্দর্ভও আখ্যান। পূর্ব্বপক্ষের ফল এই যে, বেদান্তশাস্ত্র বিদ্যাপ্রধান নহে; পরন্তু কর্ম্মপ্রধান। মন্ত্র যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ, তেমনি, বেদান্তপঠিত আখ্যানগুলিও কর্ম্মাঙ্গ। (অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গ)। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরপক্ষে বলা যায়, বেদান্তপঠিত আখ্যান কর্ম্মাঙ্গ নহে (পারিপ্লবার্থ নহে)। কারণ এই যে, পারিপ্লব-পাঠ্য আখ্যানের বৈশেষ্য আছে। অর্থাৎ যাহা পারিপ্লবে পাঠ করিতে হইবে, তাহা সে স্থলে নামোল্লেখে কথিত আছে। [তথা হি...শ্রুতয়ঃ] শ্রুতি প্রথমতঃ সামান্যাকারে "পারিপ্লবমাচক্ষীত—ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞদীক্ষিত রাজাকে পারিপ্লব অর্থাৎ আখ্যান শুনাইবেন" এইরূপ বলিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহারাই বলিয়াছেন, প্রথম দিনে "রাজা বৈবস্বত মনু—" এই উপাখ্যান, দ্বিতীয় দিনে "যম বৈবস্বত—" এই উপাখ্যান এবং তৃতীয় দিনে "বরুণ ও আদিত্য"—ইত্যাদি উপাখ্যান বলিবেন ও শুনিবেন। এখন বিবেচনা কর, প্রথমে সামান্যাকারে বলিয়া পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া বলায় তদতিরিক্ত আখ্যানের নিষেধ হইতেছে কি-না। এও আখ্যান, সেও আখ্যান, এই ভাবে যদি আখ্যান-সামান্যের গ্রহণ কর, তাহা হইলে আখ্যানের ঐ সকল বিশেষণ ব্যর্থ হইবে। প্রথম দিনে "রাজা বৈবস্বত মনুর আখ্যান" এরূপ বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? অতএব, উক্ত বিশেষণের সামর্থ্যে স্থির হইতেছে যে, বেদান্তকথিত আখ্যায়িকা-শ্রুতি পারিপ্লবের অঙ্গ নহে। ৩। ৪। ২৩॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ৩ । ৪ । ২৪ ॥*

অসতি চ পারিপ্লবার্থত্বে আখ্যানানাং সন্নিহিতবিদ্যাপ্রতিপাদনোপযোগিতৈব ন্যায্যা, একবাক্যতোপবন্ধনাৎ। তথা হি তত্র তত্র সন্নিহিতাভির্ব্বিদ্যাভিরেকবাক্যতা দৃশ্যতে, প্ররোচনোপযোগাৎ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যোপযোগাচ্চ। মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে তাবৎ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদ্যয়া বিদ্যয়ৈকবাক্যতা দৃশ্যতে। প্রাতর্দ্দনেঽপি "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদ্যয়া, "জানশ্রুতিঃ" ইত্যত্রাপি "বায়ুর্ব্বাব সম্বর্গঃ" ইত্যাদ্যয়া। যথা চ "স আত্মনো বপামুদখিদৎ" ইত্যেবমাদীনাং কর্ম্মশ্রুতিগতা-

---

তথা চোপনিষদাখ্যানানাং বিদ্যাসন্নিধিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিধ্যেকবাক্যতা সোঽরোদীদিত্যাদীনামিব বিধ্যেকবাক্যত্বং গময়তীতি সিদ্ধম্। প্রতিপত্তি-

---

বেদান্তপঠিত আখ্যায়িকা পারিপ্লবে প্রযোজ্য নহে, অর্থাৎ পারিপ্লব-পাঠ্য নহে, ইহা স্থির হওয়ায় অবশ্যই সে সকলকে নিকটোক্ত জ্ঞানাদির উপকারক বলিয়া স্বীকার করা ধার্য্য হইবে। আখ্যায়িকাস্থ সমুদায় বাক্য উপক্রমাদির সহিত মিলিত করিয়া অর্থাৎ একবাক্য করিয়া একই অর্থ গ্রহণ করা ন্যায্য। সেই সেই আখ্যায়িকার নিকটে যে যে বিদ্যা অভিহিত আছে, সেই সেই বিদ্যার সহিত সেই সেই আখ্যায়িকার একবাক্যতা দেখাও যায়। প্রত্যেক আখ্যায়িকায় প্ররোচনার ও বোধসৌকর্য্যের উপযোগ আছে। (আখ্যায়িকার দ্বারা শ্রোতার জ্ঞানবিষয়ে রুচি হইতে পারে, এবং জ্ঞেয় তত্ত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে)। [মৈত্রেয়ী...প্লবার্থত্বম্] মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যে, যাজ্ঞবল্ক্যের আখ্যায়িকা অভিহিত আছে, তাহার সহিত "আত্মাই দ্রষ্টব্য" ইত্যাদি জ্ঞানোপদেশের একবাক্যতা দেখা যায়। ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনের আখ্যায়িকার সহিত "আমিই প্রাণ ও প্রজ্ঞাত্মা" ইত্যাদি জ্ঞানের বা উপাসনার একবাক্যতা দেখা যায়। পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির আখ্যানও "বায়ুই সম্বর্গ" ইত্যাদিবিধ সম্বর্গ উপাসনার সহিত একবাক্যতাপ্রাপ্ত হয়। যেমন পূর্ব্বমীমাংসায় "তিনি হোমের নিমিত্ত আপনার বপা (বুকমাংস) উদ্ধৃত করিয়াছিলেন" ইত্যাদিবিধ কর্ম্মকাণ্ডীয় উপাখ্যান-শ্রুতির নিকটস্থ বিধির স্তাবকতা অর্থ স্বীকৃত আছে, তেমনি, এখানেও—এই উত্তরমীমাংসাতেও, আখ্যান-

---

* একবাক্যতাপ্রযোজকনিমিত্তপরম্পরাণাং সম্বন্ধদর্শনাদিত্যর্থঃ। আখ্যায়িকা হি বিদ্যাস্বামনুরাগং জনয়তি সুখেন চ বোধমুৎপাদয়তীতি ভাবঃ।

সেই সেই আখ্যান নিকটাভিহিত বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়া একার্থবোধক হয়, এই কথা বলাই ন্যায্য। কারণ, সেই সেই আখ্যানে বিদ্যাপ্রতিপাদনের উপযোগিতা বা সামর্থ্য থাকা দৃষ্ট হয়। আখ্যায়িকার দ্বারা উপাসনায় রুচি জন্মিতে পারে এবং তাহা সহজে হৃদয়াম্যও হইতে পারে।

নাম্নাখ্যানানাং সন্নিহিতবিধিস্তুত্যর্থতা, তদ্বৎ। তস্মান্ন পারিপ্লবার্থত্বম্ ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

অত এবং চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥*

"পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাৎ" [বে॰ সূ॰ ৩।৪।১] ইত্যেতদ্ব্যবহিতমপি সম্ভবাৎ "অতঃ" ইতি পরামৃশ্যতে। অত এব চ বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীতি আদ্যস্যৈবাধিকরণস্য ফলমুপসংহরত্যধিকবিবক্ষয়া ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥

সৌকর্য্যাচ্চেত্যুপাখ্যানেন হি বালা অপ্যবধীয়ন্তে, যথা তত্রাখ্যায়িকয়েতি ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

বিদ্যায়াঃ ক্রত্বর্থত্বে সতি তয়া ক্রতুপকরণায় স্বকার্য্যায় ক্রতুরপেক্ষিতঃ। তদভাবে কস্তোপকারো বিদ্যয়েতি। যদা তু পুরুষার্থা, তদা নানয়া ক্রতুরপেক্ষিতঃ স্বকার্য্যে, নিরপেক্ষায়া এব তস্যাঃ সামর্থ্যাৎ। অগ্নীন্ধনাদিনা চাশ্রমকর্ম্মাণ্যুপলক্ষ্যন্তে। যথাহুঃ—অগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীতি। স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানি, ন তু স্বসিদ্ধাবিতি। এতচ্চাধিকমুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যতে। তদ্বিবক্ষয়া চৈতৎ। এতৎপ্রয়োজনঞ্চ পূর্ব্বতনস্যাধিকরণস্যেত্যুক্তম্ ॥ ৩। ৪। ২৫ ॥

অধিকবিবক্ষয়েতি যদুক্তং, তদধিকমাহ—

শ্রুতির সন্নিধি প্রদিষ্ট জ্ঞানের প্ররোচকতা ও বোধসৌকর্য্য অর্থ স্বীকৃত আছে। এই সকল কারণেই বলিতেছি, বেদান্তপঠিত আখ্যানশ্রুতির পারিপ্লবার্থতা নাই ॥ ৩। ৪। ২৪ ॥

কতিপয় সূত্রের পূর্ব্বে যে "পুরুষার্থোঽতঃশব্দাৎ" সূত্র আছে, এখানে সেই সূত্রের "অতঃ" শব্দ সম্ভব বলিয়া অনুসন্ধান বা আকর্ষণ করা হইয়াছে। অতঃ শব্দের অর্থ সেই হেতু। যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের (মোক্ষের) হেতু, সেই হেতু, সাধক অগ্নীন্ধনাদি অর্থাৎ গার্হস্থ্যবিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যাফল-নিষ্পত্তিবিষয়ে অনপেক্ষ। আশ্রমবিহিত কর্ম্ম না করিলেও উপাসনাফল মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে।) এ কথা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, সুতরাং এটী অধিক কথা। এই অধিক কথাটী বলিবার জন্যই এই ২৫শ সূত্রটা বলা হইল। ইহা পূর্ব্বের সেই পুরুষার্থবিচারেরই ফল বা উপসংহার।

---

* অতএব বিদ্যায়াঃ পুরুষার্থহেতুত্বাদেব অগ্নীন্ধনাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং অনপেক্ষা নিমিত্ততাভাবঃ বিদ্যাফলসিদ্ধাবিতি যোজ্যম্।

যেহেতু বিদ্যাই পুরুষার্থের হেতু, সেই হেতু বিদ্যাফলে অগ্নি ও কাষ্ঠ প্রভৃতির অর্থাৎ আশ্রমকর্ম্মের (যজ্ঞাদির) নিমিত্ততা বা অপেক্ষা নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥৩।৪।২৬॥*

ইদমিদানীং চিন্ত্যতে। কিং বিদ্যায়া অত্যন্তমেবানপেক্ষাশ্রমকর্ম্মণাম্? উতাস্তি ক্বাচিদপেক্ষেতি। তত্র অত এবাগ্নীন্ধনাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্তে—ইত্যেবমত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়ামিদমুচ্যতে—সর্ব্বাপেক্ষা চেতি।

অপেক্ষতে চ বিদ্যা সর্ব্বাণ্যাশ্রমকর্ম্মাণি—নাত্যন্তমনপেক্ষৈব। নন্নু বিরুদ্ধমিদং বচনম্—অপেক্ষতে চাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যা, নাপে-

---

যথা স্বার্থসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্ত আশ্রমকর্ম্মাণি, এবমুৎপত্তাবপি নাপেক্ষেরন্নিতি শঙ্কা স্যাৎ। ন চ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেনেত্যাদিবিরোধঃ। ন হ্যেষ বিধিঃ, অপি তু বর্ত্তমানাপদেশঃ। স চ স্তুত্যাপ্যুপপদ্যতে। অপি চ, চতস্রঃ প্রতিপত্তয়ো ব্রহ্মণি। প্রথমা তাবদুপনিষদ্বাক্যশ্রবণমাত্রাদ্ভবতি, যাং কিলাচক্ষতে শ্রবণম্-ইতি। দ্বিতীয়া মীমাংসাসহিতা তস্মাদেবোপনিষদ্বাক্যাৎ, যমাচক্ষতে মননম্ ইতি। তৃতীয়া চিন্তাসন্ততিময়ী, যামাচক্ষতে নিদিধ্যাসনম্ ইতি।

বিদ্যা (জ্ঞান) কি কিছুমাত্র বা কোনও অংশে আশ্রমবিহিত কর্ম্মের প্রতীক্ষা করে না? অথবা কোন কোন অংশে কর্ম্মের প্রতীক্ষা করে? এই চিন্তা (বিচার) এক্ষণে উপস্থিত হইতেছে। ২৫শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, বিদ্যা আশ্রমবিহিত অগ্নীন্ধনাদি (তৎসাধ্য যাগযজ্ঞাদি) কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, সে স্বয়ং অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ হইয়াই মোক্ষফল প্রসব করে, সুতরাং পাওয়া গেল, বুঝা গেল, বিদ্যা অল্পমাত্রও কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। প্রসঙ্গক্রমে কর্ম্মের উক্তরূপ আত্যন্তিক অনপেক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় সংশোধনার্থ ২৬শ সূত্র বলা হইল।

২৬শ সূত্রে বলা হইতেছে যে, বিদ্যাফল মোক্ষ, তদ্বিষয়ে কর্ম্মের অপেক্ষা না থাকুক, বিদ্যার উৎপত্তিতে কর্ম্মের অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্ততা নিশ্চয়ই আছে। বিদ্যা যে একবারেই কর্ম্মানপেক্ষ, তাহা নহে।

[নন্নু...শ্রুতেঃ] বলিতে পার যে, একবার বলিলে বিদ্যা আশ্রমকর্ম্ম প্রতীক্ষা করে না, আবার বলিতেছ, আশ্রমোক্ত সমুদায় কর্ম্ম প্রতীক্ষা করে, এ বিরুদ্ধ কথা বলিবার প্রয়োজন? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, উহা বিরুদ্ধ নহে, এবং বলিবার

---

* প্রকারান্তরেণাপেক্ষাস্তীত্যাহ সর্ব্বেতি। যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ যজ্ঞেন বিবিদিষন্তীতি শ্রবণাৎ বিদ্যায়াং সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বেষামাশ্রমকর্ম্মণাং নিমিত্তভাবোঽস্তীতি যোজনীয়ম্। অশ্ববদিতি দৃষ্টান্তঃ। অশ্বো যথা যোগ্যতাবশাৎ রথ এব যুজ্যতে, নতু লাঙ্গলাদ্যাকর্ষণে, তথাশ্রমকর্ম্মাণ্যপি বিদ্যাফলনিষ্পত্তয়ে নাপেক্ষ্যন্তে, কিন্তু বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষ্যন্তে।

প্রকারান্তরে সমুদায় আশ্রমকর্ম্মের অপেক্ষাভাব আছে, অর্থাৎ জ্ঞানফল মোক্ষে আশ্রমকর্ম্মের উপযোগ না থাকুক, জ্ঞানের উৎপত্তিতে সে সকলের উপযোগ আছে। যেমন রথবাহনাদি কার্য্যেই অশ্বের অপেক্ষা বা উপযুক্ততা, লাঙ্গলাকর্ষণাদি কার্য্যে নহে, সেইরূপ।

ক্ষতে চেতি। নেতি ক্রমঃ। উৎপন্না হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি ন কিঞ্চিদন্যদপেক্ষতে, উৎপত্তিং প্রতি ত্বপেক্ষতে। কুতঃ? যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ। তথা হি শ্রুতিঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবং দর্শয়তি। বিবিদিষাসংযোগাচ্চৈষামুৎপত্তিসাধনভাবোঽবসীয়তে। "অথ যৎ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ" ইত্যত্র চ বিদ্যাসাধনভূতস্য ব্রহ্মচর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ সংস্তবাদ্ যজ্ঞাদীনামপি সাধনভাবঃ সূচ্যতে।

চতুর্থী সাক্ষাৎকারবতী বৃত্তিরূপা। নান্তরীয়কং হি তস্যাঃ কৈবল্যম্" ইতি। তত্রাদ্যে তাবৎ প্রতিপত্তী বিদিতপদতদর্থস্য বিদিতবাক্যগতিগোচরন্যায়স্য চ পুংস উপপদ্যেতে এবেতি ন তত্র কর্ম্মাপেক্ষা। তে এব চ চিন্তাময়ীং তৃতীয়াং প্রতিপত্তিং প্রসুবাতে ইতি ন তত্রাপি কর্ম্মাপেক্ষা। সা চাদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালসেবিতা সাক্ষাৎকারবতীমাধত্ত এব প্রতিপত্তিং চতুর্থীম্, ইতি ন তত্রাপ্যস্তি কর্ম্মাপেক্ষা। তন্নান্তরীয়কঞ্চ কৈবল্যম্, ইতি ন তস্যাপি কর্ম্মাপেক্ষা। তদেবং প্রমাণতশ্চ প্রমেয়ত উৎপত্তৌ চ কার্য্যে চ ন জ্ঞানস্য কর্ম্মাপেক্ষেতি বীজং শঙ্কায়াঃ। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে।

উৎপত্তৌ জ্ঞানস্য কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যতে বিবিদিষোৎপাদদ্বারা, "বিবিদিষন্তি

প্রয়োজনও আছে। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিলে তখন তাহা ফল দিবার জন্য অন্য কাহারও সহায়তা প্রতীক্ষা করে না, পরন্তু তাহা জন্মিতে অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কর্ম্মের অপেক্ষা (নিমিত্তভাব) আছে। এ কথা যজ্ঞাদি-শ্রুতিও বলিয়াছেন। [তথা হি...এবমন্যত্র] যজ্ঞশ্রুতি যথা—"ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাস, এই সকলের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।" এই শ্রুতি আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে জ্ঞানের সাধন (কাষ্ঠ যেমন পাকনিষ্পত্তির সাধন, উপায়, জ্ঞাননিষ্পত্তির প্রতি যজ্ঞাদিও সেইরূপ সাধন) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। "বিবিদিষন্তি"—জানিতে ইচ্ছা করেন, এই বাক্যে যে বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা—জানিবার ইচ্ছা) এই একটী কথা আছে, সেই কথাতেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদি কর্ম্মের সাধনভাব অবধারিত হয়। "যাহা যজ্ঞ, তাহাই ব্রহ্মচর্য্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানসাধন ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা যজ্ঞের সমাহার (অভেদ কথন) ও স্তুতি করা হইয়াছে। তাহাতেও যজ্ঞাদির বিদ্যোপকারিতা প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। "সমুদায় বেদ যে প্রাপনীয় বস্তু বলে, প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্যা যাহাকে বলে, লক্ষ্য করে,

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্॥"

ইত্যেবমাদ্যা চ শ্রুতিরাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনভাবং সূচয়তি। স্মৃতিরপি—

"কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥"

ইত্যেবমাদ্যা। অশ্ববদিতি যোগ্যতানিদর্শনম্। যথা যোগ্যতা-বশেনাশ্বো ন লাঙ্গলাকর্ষণে যুজ্যতে, রথচর্য্যায়াস্তু যুজ্যতে,

যজ্ঞেন" ইতি শ্রুতেঃ। ন চেদং বর্ত্তমানাপদেশত্বাৎ স্তুতিমাত্রম্, অপূর্ব্বত্বাদর্থস্য, যথা "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি" ইতি পর্ণময়তাবিধিরপূর্ব্বত্বাৎ, ন ত্বয়ং বর্ত্তমানাপদেশঃ, অনুবাদানুপপত্তেঃ। তস্মাদুৎপত্তৌ বিদ্যয়া শমাদিবৎ কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যন্তে। তত্রাপ্যেবংবিদিতি বিদ্যাস্বরূপসংযোগাদন্তরঙ্গাণি বিদ্যোৎপাদে শমাদীনি বহিরঙ্গাণি কর্ম্মাণি বিবিদিষাসংযোগাৎ। তথা হ্যাশ্রমবিহিত-নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদ্ধর্ম্মসমুৎ-পাদস্ততঃ পাপ্মা বিলীয়তে। স হি তত্ত্বতোঽনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মনি সংসারে সতি নিত্যশুচিসুখাদিলক্ষণেন বিভ্রমেণ মলিনয়তি চিত্তসত্ত্বম্, অধর্ম্মনিবন্ধনত্বাৎ বিভ্রমাণাম্। অতঃ পাপ্মনঃ প্রক্ষয়ে প্রত্যক্ষোপপত্তিদ্বারাপাবরণে সতি প্রত্যক্ষো-পপত্তিভ্যাং সংসারস্য তাত্ত্বিকীমনিত্যাশুচিদুঃখরূপতামপ্রত্যূহং বিনিশ্চিনোতি। ততোঽস্মিন্ননভিরতিসংজ্ঞং বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততস্তজ্জিহাসাঽস্যোপাবর্ত্ততে। ততো হানোপায়ং পর্য্যেষতে। পর্য্যেষমাণশ্চাত্মতত্ত্বজ্ঞানমস্যোপায় ইতি শাস্ত্রাদাচার্য্যবচনাচ্চোপশ্রুত্য তজ্জিজ্ঞাসত ইতি বিবিদিষোপহারমুখেনাত্ম-জ্ঞানোৎপত্তাবস্তি কর্ম্মণামুপযোগঃ। বিবিদিষুঃ খলু যুক্ত একাগ্রতয়া শ্রবণমননে কর্ত্তুমুৎসহতে। ততোঽস্য তত্ত্বমসীতি বাক্যান্নির্ব্বিচিকিৎস-জ্ঞানমুৎপদ্যতে। ন চ নির্ব্বিচিকিৎসং তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থমবধারয়তঃ কর্ম্মণ্যধিকারোঽস্তি, যেন ভাবনায়াং বা ভাবনাকার্য্যে বা সাক্ষাৎকারে কর্ম্মণামুপযোগঃ। এতেন বৃত্তিরূপসাক্ষাৎকারকার্য্যেঽপবর্গে কর্ম্মণামুপযোগো দূরনিরস্তো বেদিতব্যঃ।

যাহা পাইবার ইচ্ছায় লোকে কঠোরতর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই পদ অর্থাৎ প্রাপনীয় বস্তুটী কি, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা "ওম্" (প্রণব অর্থাৎ ব্রহ্ম)। এ সকল শ্রুতিতেও আশ্রমবিহিত কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা সূচিত হইয়াছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যথা—"কর্ম্ম সকল পাপপাচক অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক পাপের নাশক এবং জ্ঞানই পরমা গতি। কর্ম্মের দ্বারা কষায় অর্থাৎ পাপ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে (দগ্ধ হইলে) তৎপরে জ্ঞান প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞান আত্মলাভ করে বা মোক্ষফল দিতে উন্মুখ হয়।" [অশ্ব...ইতি] সূত্রস্থ "অশ্ববৎ" শব্দটী দৃষ্টান্তভাবে কথিত, এবং তাহা যোগ্যতা অংশে নির্দ্দিষ্ট। যোগ্যাযোগ্য বিচার সর্ব্বত্রই আছে। যোগ্য নহে

এবমাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যয়া ফলসিদ্ধৌ নাপেক্ষ্যন্তে, উৎপত্তৌ ত্বপেক্ষ্যন্ত ইতি ॥ ৩। ৪। ২৬ ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥৩।৪।২৭॥*

যদি কশ্চিন্মন্যেত, ন যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধনভাবো ন্যায্যঃ, বিধ্যভাবাৎ। "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" ইত্যেবমাদিকা হি শ্রুতিরনুবাদস্বরূপা বিদ্যাস্তুতিপরা, ন যজ্ঞাদিবিধিপরা। ইত্থং

তস্মাদ্ যথৈব শমদমাদয়ো যাবজ্জীবমনুবর্ত্তন্তে, এবমাশ্রমকর্ম্মাপীত্যসমীক্ষিতাভিধানং, বিদ্বৎসু তত্রানধিকারাদিত্যুক্তম্। দৃষ্টার্থেষু তু কর্ম্মসু প্রতিষিদ্ধবর্জ্জমনধিকারেঽপ্যসক্তস্য স্বারসিকী প্রবৃত্তিরুপপদ্যত এব। ন হি তত্রান্বয়ব্যতিরেকসমধিগমনীয়ফলেঽস্তি বিধ্যপেক্ষা। অতশ্চ ভ্রান্ত্যা চেল্লৌকিকং কর্ম্ম বৈদিকঞ্চ, তথাঽস্তু ত ইতি প্রলাপঃ। শমদমাদীনান্তু বিদ্যোৎপাদায়োপাত্তানামুপরিষ্টাদবস্থাস্বাভাব্যাদনপেক্ষিতানামপ্যনুবৃত্তিঃ। উপপাদিতঞ্চৈতদস্মাভিঃ প্রথমসূত্র-ইতি নেহ পুনঃ প্রত্যায্যতে। তস্মাদ্বিবিদিষোৎপাদদ্বারাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যোৎপত্তাবুপযোগো ন বিদ্যাকার্য্য ইতি সিদ্ধম্। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩। ৪। ২৬ ॥

[জ্ঞানোৎপত্তৌ বহিরঙ্গমুক্ত্বা তত্রৈবান্তরঙ্গমুপদিশতি—শমাদীতি। তত্র ব্যাবর্ত্ত্যাশঙ্কামাহ। যদীতি। বিদ্যাস্তাবকত্বেনাপি সম্ভবত্যর্থবত্ত্বে বর্ত্তমানতাভঙ্গেন বিধিকল্পনমযুক্তং, বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, অতঃ শব্দমাত্রলভ্যা বিদ্যেতি

বলিয়া লোকে অশ্বকে লাঙ্গলাকর্ষণে নিযুক্ত করে না, কিন্তু রথচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত করে। সেইরূপ আশ্রমকর্ম্মও বিদ্যা-ফল মোক্ষনিষ্পত্তির উপযোগী না হইলেও বিদ্যাজন্মের উপযোগী হয় ॥ ৩। ৪। ২৬ ॥

যদি কেহ মনে করেন বা ভাবেন, যজ্ঞাদি কর্ম্মকে বিদ্যা-সাধন বলা ন্যায়সঙ্গত নহে ; কারণ, জ্ঞানার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান দৃষ্ট হয় না। অর্থাৎ সে বিষয়ে বিধিশ্রুতি নাই। "যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি"—যজ্ঞের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন" এ সকল শ্রুতি অনুবাদরূপা ; সুতরাং জ্ঞানের স্তুতিতে বা প্রশংসাতেই ঐ সকল

---

* তুঃ শঙ্কানিরাসার্থঃ। যদ্যপি বিধিশ্রুতির্নাস্তি, তথাপি শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাদিতি বিধানাৎ তদুপকারকত্বেনাশ্রমকর্ম্মণ্যপি বিধিঃ কল্প্য ইতি সূত্রার্থঃ।

"বিবিদিষন্তি" পদটী বিধিবিভক্তিযুক্ত নহে সত্য ; পরন্তু বিধিবিভক্তিযুক্ত না হইলেও তাহার অর্থের অপূর্ব্বতা আছে। অপূর্ব্বতা থাকাতেই ঐ বাক্যে কল্পিত বিধি স্বীকৃত হয়। জ্ঞানার্থ শমদমাদিযুক্ত হইবেক, এইরূপ বিধান নিষ্পন্ন হয়। অপিচ, উক্ত বিধানের বলেই আশ্রমকর্ম্মের বিধান সিদ্ধ হয়। কেননা, শমদমাদির সাধন কর্ম্ম, সেইজন্য অবশ্যানুষ্ঠেয় (ভাষ্যানুবাদ দেখ)।

মহাভাগা বিদ্যা, যৎ যজ্ঞাদিভিরেবৈতামবাপ্তুমিচ্ছন্তীতি। তথাপি তু শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাদ্বিদ্যার্থী, "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" ইতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। নন্বত্রাপি শমাদ্যুপেতো ভূত্বা পশ্যতীতি বর্ত্তমানাপদেশ উপলভ্যতে, ন বিধিঃ। নেতি ব্রূমঃ। তস্মাদিতি প্রকৃতপ্রশংসাপরিগ্রহাদ্বিধিত্বপ্রতীতেঃ। পশ্যেদিতি চ মাধ্যন্দিনা বিস্পষ্টমেব বিধিমধীয়তে। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদ্যনপেক্ষা-

---

ভাবঃ। এবং তবাভিপ্রায়েঽপি হেত্বন্তরমবশ্যমনুষ্ঠেয়ং, ন শব্দমাত্রলভ্যা বিদ্যেতি, সূত্রযোজনয়া পরিহরতি—তথাপি ইতি। বিবিদিষাবাক্যতুল্যতয়া শমাদিবাক্যস্য নাস্তি বিধিপরতেতি শঙ্কতে—নন্বিতি। যস্মাদেবমাত্মানং বিদিত্বা পাপেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, তস্মাদেবং বিদ্যার্থী শমাদ্যুপেতো ভূত্বা বিচরেদিতি গম্যতে বিধিরিত্যাহ—নেতীতি। বিধ্যভাবে তৎপ্রশংসাবৈয়র্থ্যাদুক্তবিধিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কাণ্বপাঠে বিধিমুক্ত্বা মাধ্যন্দিনপাঠে বিধ্যভাবশঙ্কাপি নাস্তীত্যাহ—পশ্যেদিতি চেতি। বিধিফলমাহ তস্মাদিতি। যজ্ঞাদীনামসাধন-

---

শ্রুতির তাৎপর্য্য; সুতরাং ঐ সকল শ্রুতির দ্বারা যজ্ঞাদির বিধান নিষ্পন্ন হয় না। "জ্ঞান এমন উৎকৃষ্ট যে লোকে কায়ক্লেশাদিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারাও তাহা পাইবার ইচ্ছা করে।" এইরূপ প্রশংসা মাত্র উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্যে পাওয়া যায় বা লব্ধ হয়, ইহা সত্য বটে; তথাপি, অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতি না থাকিলেও, জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবেন, এইরূপ বিধান থাকায় এবং বিহিত কর্ম্মের অবশ্যানুষ্ঠেয়তা থাকায় অবান্তর বাক্যের ভেদ স্বীকারপূর্ব্বক জ্ঞানের উদ্দেশে যজ্ঞাদিকার্য্যের বিধান স্বীকৃত হইতে পারে। [নন্বত্রাপি...শ্রুতেরেব] যদি বল, শমদমাদি বিষয়েও "শমদমাদিবিশিষ্ট হইয়া আত্মদর্শন করিতেছে" এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, বিধিপ্রয়োগ নাই, তদুত্তরে আমরা বলিব, তাহা নহে। স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ না থাকিলেও তদ্বাক্যের উপক্রমে "তস্মাৎ" শব্দ থাকায় তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত পদার্থের প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেই যোগ্য প্রশংসার বলেই শমদমাদির বিধান নিষ্পন্ন হইয়াছে। ("যদ্ধি স্তূয়তে তদ্বিধীয়তে"—যাহার স্তুতি বা প্রশংসা, তাহা যদি পূর্ব্বপ্রপ্ত না হয় অর্থাৎ অনুবাদাত্মক না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই প্রশংসার দ্বারাই তাহার বিধান হইয়াছে।) যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখীরা "পশ্যেৎ—দর্শন করিবেক" এইরূপ বিস্পষ্ট বিধিপাঠ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। অতএব, উক্ত শ্রুতিতে যেমন আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে যজ্ঞাদির অপেক্ষা অর্থাৎ নিমিত্তভাব প্রতীত না হইলেও শমদমাদির অপেক্ষা (নিমিত্তভাব)

য়ামপি শমাদীন্যপেক্ষিতব্যানি। যজ্ঞাদীন্যপি ত্বপেক্ষিতব্যানি যজ্ঞাদিশ্রুতেরেব।

ননূক্তং যজ্ঞাদিভির্ব্বিবিদিষন্তি ইত্যত্র ন বিধিরুপলভ্যত-ইতি। সত্যমুক্তম্। তথাপি ত্বপূর্ব্বত্বাৎ সংযোগস্য বিধিঃ পরিকল্প্যতে। ন হ্যয়ং যজ্ঞাদীনাং বিবিদিষাসম্বন্ধঃ পূর্ব্বং প্রাপ্তো যেনানূদ্যেত। "তস্মাৎ পূষা প্রপিষ্টভাগোঽদন্তকো হি" ইত্যেবমাদিষু চাশ্রুতবিধিকেম্বপি বাক্যেম্বপূর্ব্বত্বাদ্বিধিং পরিকল্প্য "পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত" ইত্যাদিবিচারঃ প্রথমে তন্ত্রে প্রবর্ত্তিতঃ। তথা চোক্তং "বিধির্ব্বা ধারণবৎ" ইত্যত্র। স্মৃতিম্বপি ভগবদ্গীতাদিষু অনভিসন্ধায় ফলমনুষ্ঠি-

---

ত্বশঙ্কামাপাততোঽভ্যুপেত্য সাধনান্তরাপেক্ষোক্ত্যেদানীং তদসাধনত্বশঙ্কাপি ন যুক্তেত্যাহ—যজ্ঞাদীনীতি।

উক্তং স্মারয়িত্বা পরিহরতি—নম্বিত্যাদিনা। সংযোগস্যাপূর্ব্বত্বমেব স্পষ্টয়তি—নহীতি। ইত্যপি মহাবাক্যৈরনুষ্ঠানযোগ্যাপূর্ব্বার্থবিধিরবান্তর-বাক্যেন ক্রিয়তে, ন তত্র বাক্যভেদো দোষ ইত্যত্র পূর্ব্বতন্ত্রসম্মতিমাহ—তস্মাদিতি। দর্শপূর্ণমাসয়োঃ শ্রুতং 'তস্মাৎপূষা' ইত্যাদি। তত্র পুষ্ণঃ প্রপিষ্টদ্রব্যসম্বন্ধঃ সামাসিকঃ, ন চ পূষা দেবতা, পিষ্টভাগো দ্রব্যং দর্শপূর্ণমাসয়োরস্তি, তেন তদেকবাক্যতাযোগাৎ কালত্রয়াস্পৃষ্টদ্রব্যদেবতাসম্বন্ধস্যাবিনাভাবেন যাগ-বিধ্যুপস্থাপকত্বাৎ ব্যবহারসিদ্ধয়ে বিধিপদমধ্যাহৃত্য প্রকরণাদুৎকর্ষেণ পূষোদ্দেশেন পিষ্টভাগঃ কর্ত্তব্য ইতি বিকৃতৌ সম্বন্ধঃ 'পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েতা-চোদনা প্রকৃতৌ' [জৈ০ সূ০] ইত্যত্র বিচারিত ইত্যর্থঃ। অবান্তরবাক্য-ভেদেন সূত্রকৃতাপি স্বীকৃতো বিধিরিত্যাহ—তথা চেতি। স্মৃত্যনুসারেণাপ্যবান্তর-বাক্যস্য বিধায়কত্বং বাচ্যমিত্যাহ—স্মৃতিম্বিতি। কর্ম্মণাং জ্ঞানোৎ-

---

প্রতীত হয়, তেমনি, যজ্ঞাদি শ্রুতিতেও ("যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি" এই বাক্যে) যজ্ঞা-দির নিমিত্তভাব (জ্ঞানের প্রতি কারণভাব) প্রতীত হয়।

[ননূক্তং...প্রপঞ্চিতম্) "যজ্ঞাদির দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক হইতেছে" এইরূপ বর্ত্তমান প্রয়োগ আছে, "জানিবেক" এরূপ স্পষ্ট বিধিপ্রয়োগ নাই সত্য; না থাকিলেও যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার সম্বন্ধ পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া ঐ প্রয়োগেই (ঐ শব্দে বা ঐ বর্ত্তমান প্রয়োগে) বিধির কল্পনা করা হয়। (পশুতি-পাঠকে পশ্যেৎ-পাঠে পরিণামিত করা হয়।) উক্ত বাক্যে যজ্ঞাদির সহিত বিবিদিষার যে সম্বন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই, সে জন্য ঐ বাক্য অনুবাদাত্মক নহে। "যেহেতু দন্তহীন, সেই হেতু পূষা (সূর্য্যদেবতা) পিষ্টভাগী" ইত্যাদি বাক্যে বিধি শ্রবণ না থাকিলেও অপূর্ব্বতা দৃষ্টে বিধির পরিকল্পনা করিতে,

তানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোর্জ্ঞানসাধনানি ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতম্। তস্মাদ্‌যজ্ঞাদীনি শমাদীনি চ যথাশ্রমং সর্ব্বাণ্যেবাশ্রমকর্ম্মাণি বিদ্যোৎপত্তাবপেক্ষিতব্যানি। তত্রাপ্যেবম্বিদিতি বিদ্যাসংযোগাৎ প্রত্যাসন্নানি বিদ্যাসাধনানি শমাদীনি, বিবিদিষাসংযোগাত্তু বাহ্যানীতরাণি যজ্ঞাদীনীতি বিবেক্তব্যম্॥ ৩। ৪। ২৭॥

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।২৮॥*

প্রাণসম্বাদে শ্রূয়তে ছন্দোগানাং "ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" ইতি। তথা বাজসনেয়িনাং "ন হ বা অস্যানন্নং

পত্তিহেতুত্বে শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধে ফলিতমাহ তস্মাদ্ ইতি। যজ্ঞাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽনুষ্ঠেয়ত্বে শমাদীনাং তেভ্যোবিশেষাভাবাৎ যাবদ্বিদ্যোদয়মবিশেষেণানুষ্ঠানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রাপীতি॥ ৩। ৪। ২৭॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

প্রাণসংবাদে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে।● এষ কিল বিচারবিষয়ঃ। সর্ব্বাণি খলু

হয়, এইরূপ একটী বিচার ও সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসার "পৌষ্ণং পেষণং বিকৃতৌ প্রতীয়েত—" ইত্যাদি সূত্রে প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। এ সকল কথা এতৎ তন্ত্রেও "বিধির্ব্বা—"সূত্রে বলা হইয়াছে। ভগবদ্গীতা প্রভৃতি স্মৃতি গ্রন্থেও "ফলানুসন্ধান না করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে সে সকল মুমুক্ষুর সম্বন্ধে জ্ঞানের উপকারক হয়" ইত্যাদি ক্রমে প্রপঞ্চিত (বিস্তৃতরূপে বর্ণিত) হইয়াছে। [তস্মাদ্…বিবেক্তব্যম্] অতএব জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি সেই সেই আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদির ও শমদমাদির নিমিত্তভাব আছে, ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। তন্মধ্যে শমদমাদি বিদ্যোৎপত্তির অন্তরঙ্গ সাধন ও বাহ্য যজ্ঞাদি তাহার বহিরঙ্গ উপায়॥ ৩। ৪। ২৭॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রাণসংবাদ সন্দর্ভে শুনা যায় "যে এইরূপ জানে

---

* সর্ব্বান্নানুমতিরিতি। প্রাণবিদঃ সর্ব্বভক্ষ্যতাভ্যনুজ্ঞানং স্তুত্যর্থমেব। বিধায়কশব্দাভাবান্ন তৎ উপাসনাঙ্গত্বেন নামাদিবৎ বিধীয়ত ইতি ভাবঃ। প্রাণাত্যয়ে প্রাণবিনাশরূপায়ামাপদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারপরিত্যাগেন সর্ব্বমেবান্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে, ন তু তৎ স্বস্থাবস্থায়াম্। তদ্দর্শনাৎ চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামেবাবস্থায়াং অভক্ষ্যান্নভক্ষণদর্শনাদিতি যাবৎ।

শ্রুতি যে বলিয়াছেন, প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই, সমস্তই তাহার অন্ন অর্থাৎ ভক্ষ্য, তাহা তাহাদের সার্ব্বকালিক নহে। এ অনুমতি কেবল প্রাণসঙ্কট কালের জন্য। জ্ঞানী হউক, অজ্ঞানী হউক, সকলেই প্রাণসঙ্কটকালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার না করিয়া প্রাণধারণোপযুক্ত ভক্ষ্য ভক্ষণ করিতে পারে। এ সম্বন্ধে চাক্রায়ণ ঋষির আখ্যানই প্রমাণ। চাক্রায়ণ বিপদ্‌কালে হস্তিপকের উচ্ছিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎস্পৃষ্ট পানীয় পান করেন নাই। না করিবার কারণ, তাহা তাঁহার দুর্লভ নহে।

জগ্ধং ভবতি, নানন্নং প্রতিগৃহীতং” ইতি। সর্ব্বমস্যাদনীয়মেব ভবতীত্যর্থঃ। কিমিদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং শমাদিবদ্বিদ্যাঙ্গং বিধীয়তে ? উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যতে ? ইতি সংশয়ে বিধিরিতি তাবৎ প্রাপ্তম্। তথা হি প্রবৃত্তিবিশেষকর উপদেশো ভবতি। অতঃ প্রাণবিদ্যাসন্নিধানাত্তদঙ্গত্বেনেয়ং নিয়মনিবৃত্তিরুপদিশ্যতে। নন্বেবং সতি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রব্যাঘাতঃ স্যাৎ। নৈষ দোষঃ। সামান্য-বিশেষভাবাদ্বাধোপপত্তেঃ। যথা প্রাণিহিংসাপ্রতিষেধস্য পশু-সংজ্ঞপনবিধিনা বাধঃ, যথা চ “ন কাঞ্চন পরিহরেত্তদ্ ব্রতম্”

বাগাদীন্যবজিত্য প্রাণো মুখ্য উবাচৈতানি, কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি, তানি হোচুঃ। যদিদং লোকেঽন্নমা চ শ্বভ্য আ চ শকুনিভ্যঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্তবান্নমিতি। তদনেন সন্দর্ভেণ প্রাণস্য সর্ব্বমন্নমিত্যনুচিন্তনং বিধায়াহ শ্রুতিঃ, ন হ বা এবংবিদঃ কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যেবং বিদিতং কিঞ্চনানন্নং ভবতীতি। তত্র সংশয়ঃ। কিমেতৎ সর্ব্বান্নাভ্যনুজ্ঞানং শমাদিবদেতদ্বিদ্যাঙ্গতয়া বিধীয়তে ? উত স্তুত্যর্থং সঙ্কীর্ত্ত্যতে ইতি। তত্র যদ্যপি ভবতীতি বর্ত্তমানাপদেশান্ন বিধিঃ প্রতীয়তে, তথাপি যথা, যস্য পর্ণময়ী জুহূ-ভবতীতি বর্ত্তমানাপদেশাদপি পলাশময়ীত্ববিধিপ্রতিপত্তিঃ পঞ্চমলকারাপত্ত্যা, তথেহাপি প্রবৃত্তিবিশেষকরতালাভে বিধিপ্রতিপত্তিঃ। স্তুতৌ হ্যর্থবাদমাত্রং,

---

অর্থাৎ যে কথিত প্রকারে প্রাণোপাসক হয়, তাহার সম্বন্ধে কোনও কিছু অনন্ন হয় না। সমস্তই তাহার অন্ন (ভক্ষ্য)।” এ কথা বাজসনেয়ী শাখাতেও আছে। যথা—“ইহার (এই প্রাণোপাসকের) ভক্ষিত অনন্য নহে, ইহার গৃহীত বস্তু অনন্ন নহে।” ফলিতার্থ—সমস্তই তাহার ভক্ষ্য। প্রাণোপাসকের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই। [কিমিদং...দিশ্যতে] প্রদর্শিত শ্রুতিদ্বয় ভক্ষ্যাভক্ষ্য ব্যবস্থা ভঙ্গ করিয়া প্রাণোপাসককে সর্ব্বভক্ষক হইতে উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্দৃষ্টে সংশয় হয়, ঐ সর্ব্বভক্ষকতা কি উপাসনার অঙ্গ ? না শমদমাদি অঙ্গের উপকারক ? কিংবা উহা স্তুতিমাত্র ? সংশয়ের প্রথম কোটীতে পাওয়া যায়, উহা বিধি অর্থাৎ উক্ত বাক্যে সর্ব্বভক্ষ্যতা প্রাণোপা-সকের সম্বন্ধে বিহিত হইয়াছে। বিধি—প্রবৃত্তিজনক উপদেশ। উক্ত বাক্যে প্রবৃত্তিকর উপদেশ দেখা যায়, সে জন্য উহা বিধি। ঐ বাক্য প্রাণো-পাসনার নিকটে অভিহিত, সে জন্যও উহা প্রাণোপাসনার অঙ্গ এবং ভক্ষ্যা-ভক্ষ্য ব্যবস্থার নিবর্ত্তক। [নন্বেবং...উপলভ্যতে] তোমরা হয় ত ভক্ষ্যা-ভক্ষ্য ব্যবস্থার ব্যাঘাত দোষ দেখাইবে। তাহাতে আমরাও দেখাইব, তাহা দোষ নহে। বিধানের সামান্য-বিশেষ দুষ্ট ভাব হইলে বিশেষের দ্বারা সামান্যের বাধ হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়সিদ্ধ ; সুতরাং তাহা বাধ নহে। তাহা

ইত্যনেন বামদেব্যবিদ্যাবিষয়েণ সর্ব্ব-স্ত্র্যপরিহারবচনেন সামান্য-বিষয়ং গম্যাগম্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যতে, এবমনেনাপি প্রাণবিদ্যা-বিষয়েণ সর্ব্বান্নভক্ষণবচনেন ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রং বাধ্যেতে-ত্যেবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

নেদং সর্ব্বান্নানুজ্ঞানং বিধীয়ত ইতি। ন হ্যত্র বিধায়কঃ শব্দ উপলভ্যতে। 'ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" ইতি বর্ত্তমানাপদেশাৎ। ন চাসত্যামপি বিধিপ্রতীতৌ প্রবৃত্তিবিশেষ-করত্বলোভেনৈব বিধিরভ্যুপগন্তুং শক্যতে। অপি চ, শ্বাদি-মর্য্যাদং প্রাণস্যান্নমিত্যুক্তেদমুচ্যতে "নৈবম্বিদি কিঞ্চিদনন্নং ভবতি"

ন তথার্থবদ্‌যথা বিধৌ। ভক্ষ্যাভক্ষ্যশাস্ত্রঞ্চ সামান্যতঃ প্রবৃত্তমনেন বিশেষ-শাস্ত্রেণ বাধ্যতে, গম্যাগম্যবিবেকশাস্ত্রমিব সামান্যতঃ প্রবৃত্তং বামদেব্যবিদ্যাঙ্গ-ভূতসমস্তস্ত্র্যপরিহারশাস্ত্রেণ বিশেষবিষয়েণেতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

"অশক্তেঃ কল্পনীয়ত্বাৎ শাস্ত্রান্তরবিরোধতঃ।
প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বমিতি চিন্তনসংস্তবঃ॥"

ন তাবৎ কৌলেয়কমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যজাতিনা যুগপৎ পর্য্যায়েণ বা শক্য-মত্তুম্। ইভকরভকাদীনামন্নস্য শমীকবীবকণ্টকবটকাষ্ঠাদেরেকস্যাপ্যশক্যা-

---

হইয়াই থাকে। যেমন সামান্যতঃ প্রাণিহিংসানিষেধক শাস্ত্র যজ্ঞে পশুবধবিধা-য়ক বিশেষ শাস্ত্রের দ্বারা বাধিত হয়, যেমন বামদেব্য বিদ্যাধিকারে "কোনও স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে না" এই বিশেষ বিধানের দ্বারা সামান্যতঃ গম্যাগম্য-বিভাগ শাস্ত্র বাধা প্রাপ্ত হয়, তেমনি, এই প্রাণবিদ্যাধিকারে সর্ব্বান্নভক্ষণ-বাক্যও ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের বাধা জন্মাইবে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়ায়, উপস্থিত হওয়ায়, তদুত্তরার্থ বলিতেছেন।

সর্ব্বান্ন-ভক্ষণ উক্ত বাক্যে বিহিত হয় নাই। কারণ, উহাতে বিধায়ক শব্দ (লিঙাদি) নাই, [নহ বা...বিধিঃ] আছে—"ন হ বা এবংবিদি কিঞ্চন অনন্নং ভবতি।" অর্থাৎ প্রাণোপাসকের কিছুই অনন্ন অর্থাৎ অভক্ষ্য হয় না (সবই খাদ্য হয়)। এ বাক্যে বিধায়ক শব্দ নাই, কিন্তু "ভবতি—"হয়" এই মাত্র কথা আছে। এ কথা বর্ত্তমানবাচী; সুতরাং বিধি নহে। সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিবেক, এইরূপ থাকিলে বিধি হইত। বিধায়ক শব্দ নাই, বিধিভাবের প্রতীতিও হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তিবিশেষের জনক মাত্র, তাহারই লোভে ঐ সর্ব্বভক্ষণবাক্যের বিধিত্ব স্বীকার (কল্পনা) সঙ্গত নহে। আরও দেখ, কুক্কুর শকুনি, কীট, পতঙ্গ, সমস্তই তোমার অন্ন।" শ্রুতি প্রাণকে এইরূপ বলিয়া পশ্চাৎ প্রাণোপাসককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "যে এবমাত্রকারে প্রাণের উপাসনা করে, ধ্যান করে, তাহার কিছুই অনন্ন নহে।" এখন বিবেচনা কর, মনুষ্যদেহ

ইতি। ন চ শ্বাদিমর্য্যাদমন্নং মনুষ্যদেহেনোপভোক্তুং শক্যতে, শক্যতে তু প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বমিতি বিচিন্তয়িতুম্। তস্মাৎ প্রাণান্নবিজ্ঞানপ্রশংসার্থোঽয়মর্থবাদো ন সর্ব্বান্নানুজ্ঞানবিধিঃ।

তদ্দর্শয়তি—সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি—প্রাণাত্যয় এব হি পরস্যামাপদি সর্ব্বমন্নমদনীয়ত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে, তদ্দর্শনাৎ। তথা হি শ্রুতিশ্চাক্রায়ণস্য ঋষেঃ কষ্টায়ামবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণে প্রবৃত্তিং দর্শয়তি—"মটচীহতেষু কুরুষু" ইত্যস্মিন্ ব্রাহ্মণে। চাক্রায়ণঃ কিল ঋষিরাপদ্গত

দনত্বাৎ। ন চাত্র লিঙ ইব স্ফুটতরা বিধিপ্রতিপত্তিরস্তি। ন চ কল্পনীয়ো বিধিরপূর্ব্বত্বাভাবাৎ, স্তুত্যাপি চ তদুপপত্তেঃ। ন চ সত্যাং গতৌ সামান্যতঃ প্রবৃত্তস্য শাস্ত্রস্য বিষয়সঙ্কোচো যুক্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং প্রাণস্যান্নমিত্যনুচিন্তনবিধানস্ততিরিতি সাম্প্রতম্।

ধারণ করিয়া কে বা কোন্ ব্যক্তি শৃগাল কুকুর শকুনি, কীট, পতঙ্গ সমুদায় ভক্ষণ করিতে পারে? তাহা পারেই না; কিন্তু ঐ সমস্ত প্রাণের অন্ন, ইহা চিন্তা করিতে পারে। যাহা পারে, তাহাতেই বিধি, যাহা পারে না, তাহাতে বিধি হয় না। অশক্য বিষয়ে বিধি হয় না। অতএব, ঐ বাক্য প্রাণবিজ্ঞানের প্রশংসাকারক অর্থবাদ মাত্র, বিধি নহে। অর্থাৎ প্রাণোপাসক ঐ সব খাবেন, ঐবাক্যের এমন অভিপ্রায় নহে।

[তদ্দর্শয়তি...দর্শয়তি] সূত্রকার সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, প্রাণসঙ্কট কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিভাগশাস্ত্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলে, তাহাও দোষাবহ হইবে না। ইহাই শ্রুতির অনুজ্ঞা—অনুমতি। শ্রুতিতে এতদর্থের জ্ঞাপক একটী আখ্যায়িকাও আছে। শ্রুতি তাহাতে দেখাইয়াছেন, কষ্টকরদশায় চাক্রায়ণ ঋষির অভক্ষ্য-ভক্ষণে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। [মটচী...ইতি] "মটচীদ্বারা (মটচী—পতঙ্গপাল। কেহ কেহ বলেন, শিলাবৃষ্টি।) কুরুদেশীয় শস্যসম্পদ্ বিনষ্ট হইলে তদ্দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।" শ্রুতি এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন "সেইসময় চাক্রায়ণ নামক ঋষি বিপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত তদ্দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মিথিলা দেশের হস্তিপক-পল্লীতে আসিয়া প্রথম দিবসে জনৈক হস্তিপকের অর্দ্ধভুক্ত, সুতরাং উচ্ছিষ্ট কুৎসিত কলায় (শস্য-বিশেষ) ভক্ষণ করিয়াছিলেন, পরন্তু তৎপ্রদত্ত পানীয় উচ্ছিষ্টদোষে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পান করেন নাই। হস্তিপক পানীয় পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, "আর কিছুক্ষণ তোমার উচ্ছিষ্ট অন্ন না পাইলে ও না খাইলে বাঁচিতাম না, সেই কারণে উহা খাইয়াছিলাম। কিন্তু পানীয় আমার স্বেচ্ছালভ্য। জল এখনই অন্যত্র পাইব, এই জন্য

ইভ্যেন সামিখাদিতান্ কুল্মাষাংশ্চখাদ, অনুপানন্তু তদীয়মুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে'। কারণঞ্চাত্রোবাচ "ন বা অজীবিষ্যমিমানখাদন্" ইতি, "কামো ম উদপানম্" ইতি চ। পুনশ্চোত্তরেদ্যুস্তানেব স্বপরোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতান্ কুল্মাষান্ ভক্ষয়াম্বভূব ইতি। তদেতদুচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টপর্য্যুষিতভক্ষণং দর্শয়ন্ত্যাঃ শ্রুতেরাশয়াতিশয়ো লক্ষ্যতে—প্রাণাত্যয়প্রসঙ্গে প্রাণসন্ধারণায়াভক্ষ্যমপি ভক্ষয়িতব্যমিতি, স্বস্থাবস্থায়ান্তু তন্ন কর্ত্তব্যং বিদ্যা-

---

শক্যত্বে চ প্রবৃত্তিবিশেষকরতোপযুজ্যতে, নাশক্যবিধানত্বে। প্রাণাত্যয় ইতি চাবধারণপরং প্রাণাত্যয় এব সর্ব্বান্নত্বম্। তত্রোপাখ্যানাচ্চ, স্ফুটতরবিধিশ্রুতেশ্চ। সুরাবর্জ্জং বিদ্বাংসমবিদ্বাংসং প্রতি বিধানাৎ ন স্বশ্রুত্রেতি। ইভ্যেন হস্তিপকেন সামিখাদিতানর্দ্ধভক্ষিতান্। স হি চাক্রায়ণো হস্তিপকোচ্ছিষ্টান্ কুল্মাষান্ ভুঞ্জানো হস্তিপকেনোক্তঃ—কুল্মাষানিব মদুচ্ছিষ্টমুদকং কস্মান্নানুপিবসীতি। এবমুক্তস্তদুদকমুচ্ছিষ্টদোষাৎ প্রত্যাচচক্ষে। কারণং চাত্রোবাচ। "ন বা অজীবিষ্যং ন জীবিষ্যামীতীমান্ কুল্মাষানখাদম্। কামো ম উদকপানম্" ইতি। স্বাতন্ত্র্যং মে উদকপানে নদীকূপতড়াগপ্রপাদিষু যথাকামং প্রাপ্নোমীতি

তোমার উচ্ছিষ্ট জল পান করিলাম না।" চাক্রায়ণ উচ্ছিষ্ট হস্তিপকান্নের দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া কিয়দংশ পত্নীর জন্য লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পত্নী তৎপূর্ব্বেই প্রাণরক্ষার উপযোগী অন্য অন্ন পাইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি তাহা রাখিয়া দিয়াছিলেন, ভক্ষণ করেন নাই। ঋষি পূর্ব্বদিন অতি যৎসামান্য আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই জন্য পর দিন প্রাতে আরও অধিক ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় পত্নীপরিরক্ষিত সেই নিজের ও পরের উচ্ছিষ্ট পর্য্যুষিত কলায়পাকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মিথিলারাজ জনকের সভায় গমন করতঃ যথাযোগ্য আহারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

[তদেতে...মাদিঃ] শ্রুতি এইরূপে চাক্রায়ণ ঋষির স্বপরোচ্ছিষ্ট পর্য্যুসিত অন্ত্যজান্নভক্ষণ বর্ণন করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির অভিপ্রায়—লোকে প্রাণসঙ্কট কালে প্রাণরক্ষার্থ অভক্ষ্য ভক্ষণ করুক ও অপেয় পান করুক, কিন্তু স্বস্থাবস্থায় যেন না করে। কি প্রাণোপাসক, কি অন্য লোক সকলেরই স্বস্থ কালে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পেয়াপেয় বিচার কর্ত্তব্য। বিচারের উপসংহার এই যে, প্রদর্শিত কারণে "ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি" এ বাক্য বিধায়ক নহে, কিন্তু অর্থবাদ। অর্থাৎ প্রাণান্ন বিজ্ঞানের স্তাবক সর্ব্বভক্ষতার বিধায়ক নহে, কিন্তু প্রাণের সর্ব্বভোজিত্ব ভাবনার প্রশংসা। (প্রাণের অভক্ষ্য নাই, প্রাণ সর্ব্বভক্ষক, এই ভাবনার এমনি মহিমা যে,

বতাপীত্যনুপানপ্রত্যাখ্যানাদ্ গম্যতে। তস্মাদর্থবাদো "ন হ বা এবংবিদি" ইত্যেবমাদিঃ ॥ ৩। ৪। ২৮ ॥

অবাধাচ্চ ॥ ৩। ৪। ২৯ ॥*

এবঞ্চ সতি"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" ইত্যেবমাদি ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রমবাধিতং ভবিষ্যতি ॥ ৩। ৪। ২৯ ॥

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৩। ৪। ৩০ ॥†

অপি চ, আপদি সর্ব্বান্নভক্ষণমপি স্মর্য্যতে বিদুষোঽবিদুষশ্চাবিশেষেণ—

নোচ্ছিষ্টোদকাভাবে প্রাণাত্যয় ইতি তত্রোচ্ছিষ্টভক্ষণদোষ ইতি। মটচীহতেষু কুরুষু যাবন্নশনায়য়া মুনির্নির্বিপত্রপ ইভ্যেন সামিজগ্ধান খাদয়ামাস ॥ ৩। ৪। ২৮ ॥

[তস্যার্থবাদত্বে হেত্বন্তরমাহ। অবাধাচ্চেতি। সমান্যশাস্ত্রবিরোধাৎ ন কল্প্যো বিশেষবিধিরিত্যুক্তং, অধুনা সামান্যশাস্ত্রং দর্শয়ন্ সূত্রং যোজয়তি। এবঞ্চেতি। স্বস্থাবস্থায়াং ভক্ষ্যাভক্ষ্যভেদে সতীতি যাবৎ ॥ ৩। ৪। ২৯ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

[আপদবস্থায়ামভক্ষ্যভক্ষণানুজ্ঞানে স্মৃতিং সম্বাদয়তি—অপীতি। স্মৃতিরপি বিদ্বদ্বিষয়েত্যাশঙ্ক্যাহ—অপি চেতি। সুরাপানমবস্থাদ্বয়েঽপি ন কার্য্য-

---

তদ্ভাবে ভাবিত হন বলিয়াই প্রাণোপাসক আপৎকালে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়াও দোষভাগী হন না)।

স্বস্থাবস্থায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়ায় ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্র বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হয় না; অধিকন্তু আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি (সত্ত্ব=বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ) এবং সত্ত্বশুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, এইরূপ ক্রমপরম্পরা অক্ষুণ্ণ থাকে। ৩ ৪। ২৯ ॥

বিদ্বান্ হউক আর অবিদ্বান্ হউক, বিপদ্‌কালে সকলেই যদি সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করেন, করিলে দোষ হয় না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"যে ব্যক্তি

---

* ন হ বেত্যাদিবাক্যস্যার্থবাদত্বে ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রস্য প্রামাণ্যমব্যাহতং ভবতীতি সূত্রার্থঃ।

প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অন্য সময়ে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেক না। নিত্য শাস্ত্রানুযায়ী আহার করিতে থাকিলে বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হয়, বুদ্ধিমালিন্য বিদূরিত হইলে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; সুতরাং ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিভাগশাস্ত্রের সার্থক্য সংরক্ষিত হয়।

† স্মর্য্যতে স্মৃতাবুচ্যতে। অপিচশব্দাৎ সুরাপানমবস্থাদ্বয়েঽপি ন কার্য্যং ব্রাহ্মণেনেতি দ্রষ্টব্যম্।

আপৎ কালে অভক্ষ্যভক্ষণ ক্ষতিকর নহে, এ কথা স্মৃতিতেও আছে। আছে সত্য, কিন্তু সুরাপান ব্রাহ্মণের আপৎকালেও নিষিদ্ধ। স্মৃতি শাস্ত্র ব্রাহ্মণের আপৎ নিরাপৎ উভয়াবস্থাতেই সুরাপান নিষেধ করিয়াছেন।

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" ইতি।

তথা "মদ্যং নিত্যং ব্রাহ্মণঃ। সুরাপস্য ব্রাহ্মণস্যোষ্ণামাসিঞ্চেয়ুঃ সুরামাস্যে। সুরাপাঃ কৃময়ো ভবন্ত্যভক্ষ্যভক্ষণাৎ" ইতি চ স্মর্য্যতে বর্জ্জনমনন্নস্য॥ ৩। ৪। ৩০॥

শব্দশ্চাতোঽকামকারে॥ ৩। ৪। ৩১॥*

শব্দশ্চানন্নস্য প্রতিষেধকঃ কামকারনিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ কঠানাং সংহিতায়াং শ্রূয়তে—"তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ সুরাং ন পিবেৎ" ইতি।

মিত্যাহ—তথেতি। ব্রাহ্মণো বর্জ্জয়েদিতি শেষঃ। জীবিতাত্যয়স্মৃত্যা সুরাপি তদত্যয়ে পাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ—সুরাপস্যেতি। উষ্ণাং সুরামিতি যোজনা। উষ্ণামগ্নিতপ্তামিতি যাবৎ। মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদৃষ্টেস্তৎপ্রসঙ্গেঽপি সা ন পাতব্যেত্যর্থঃ। ইতশ্চ সা সদা ন পেয়েত্যাহ—সুরাপা ইতি। তত্র হেতুরভক্ষ্যেতি। মদ্যমিত্যাদিস্মৃতেস্তাৎপর্য্যমাহ—বর্জ্জনমিতি॥ ৩। ৪। ৩০॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

[স্মৃতিপ্রামাণ্যার্থং তন্মূলশ্রুতিমাহ—শব্দশ্চেতি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণস্য সুরাপস্য মরণান্তিকপ্রায়শ্চিত্তদর্শনাদিতি যাবৎ। শ্রৌতনিষেধস্য প্রকৃতোপযোগমাহ—

জীবনসঙ্কট কালে যাহার তাহার ও যে সে অন্ন ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না। জল যেমন পদ্মপত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ।" প্রাণসঙ্কট ব্যতীত অভক্ষ্য ভক্ষ্যণ করিবে না, করা নিষিদ্ধ। ইহা যেমন স্মৃতিতে উক্ত আছে, তেমনি প্রাণসঙ্কটকালেও ব্রাহ্মণ মদ্য বর্জ্জন করিবেন, এ কথাও অভিহিত আছে। যথা—"ব্রাহ্মণ সকল অবস্থাতেই, সুরাপান বর্জ্জন করিবেন। রাজা সুরাপায়ী ব্রাহ্মণের মুখে তপ্ত সুরা ঢালিয়া দিবেন। যাহারা সুরাপায়ী, তাহারা কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হয়, ইত্যাদি॥ ৩। ৪। ৩০॥

কঠ-সংহিতায় অভক্ষ্য-ভক্ষণনিষেধক ও স্বেচ্ছাচার নিবর্ত্তক শ্রুতিও আছে। যথা—"যেহেতু মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, সেই হেতু ব্রাহ্মণ সুরাপান করি-

* কামকার ইচ্ছা, তন্নিবৃত্তিপ্রয়োজনঃ শব্দঃ শ্রুতিরপ্যস্তীতি যোজনীয়ম্। নিষেধস্মৃতেমূলীভূতা শ্রুতিরপ্যস্তীতি ভাবঃ। অতঃ অস্মাৎ সন্নিহিতোক্তাৎ কারণাৎ ন হ বেত্যাদিবাক্যস্যার্থবাদত্বাদিতি যাবৎ। সোঽপি শ্রৌতো নিষেধ উপপন্নতরো ভবতীতি পূরণীয়ম্।

• অভক্ষ্য-ভক্ষণের ও অপেয়পানের নিষেধক শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি আছে। নিষেধক শ্রুতির-প্রয়োজন অর্থাৎ উল্লেখ—লোকে অভক্ষ্য-ভক্ষণের অপেয়-পানের ইচ্ছা পর্য্যন্ত বর্জ্জন করুক। অপিচ, প্রদর্শিত নিষেধ শ্রুতি অব্যাহত (সার্থক) হইতে পারে—যদি সর্ব্বান্নভক্ষণ বাক্যে অর্থবাদতা সিদ্ধ হয়।

সোঽপি "ন হ বা এবংবিদি" ইত্যস্যার্থবাদত্বাদুপপন্নতরো ভবতি। তস্মাদেবঞ্জাতীয়কা অর্থবাদা ন বিধয় ইতি ॥৩।৪।৩১॥

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩। ৪ ৩২ ॥*

"সর্ব্বাপেক্ষা চ" [বে°সূ°৩।৪।২৬] ইত্যত্রাশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বমবধারিতম্। ইদানীন্তু কিমমুমুক্ষোরপ্যাশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্য বিদ্যামকাময়মানস্য তান্যনুষ্ঠেয়ান্যুতাহো নেতি চিন্ত্যতে। তত্র "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইত্যাদিনা আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাসাধনত্বেন বিহিতত্বাদ্বিদ্যামনিচ্ছতঃ ফলান্তরং কাময়মানস্য নিত্যান্যননুষ্ঠেয়ানি। অথ তস্যাপ্য-

---

সোঽপীতি। শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমর্থমুপসংহরন্ অতঃ-শব্দং ব্যাচষ্টে—"তস্মাদ্" ইতি ॥ ৩ । ৪ । ৩১ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

নিত্যানিত্যান্যাশ্রমকর্ম্মাণি। যাবজ্জীবশ্রুতের্নিত্যেহিতোপায়তয়াঽবশ্যং কর্ত্তব্যানি। বিবিদিষন্তীতি চ বিদ্যাসংযোগাৎ, বিদ্যায়াশ্চাবশ্যম্ভাবনিয়মাভাবাদনিত্যতা প্রাপ্নোতি। নিত্যানিত্যসংযোগশ্চৈকস্য ন সম্ভবতি। . অবশ্যান-

---

বেন না।" ইত্যাদি। সেই সেই শ্রৌত (শ্রুত্যুক্ত) নিষেধ "ন হ বা এবম্বিদি—" ইত্যাদি বাক্য অর্থবাদ হইলেই সঙ্গতার্থ হইতে পারে। অতএব, কথিত প্রকার বাক্য মাত্রেই অর্থবাদ; কদাপি বিধি নহে ॥ ৩ । ৪ । ৩১ ॥

"সর্ব্বাপেক্ষা চ" সূত্রে আশ্রমবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিদ্যাসাধনতা অর্থাৎ জ্ঞানসাধকতা অবধারিত হইয়াছে। সম্প্রতি তদনুসারে অপর এক বিচার উপস্থিত। যে মুমুক্ষু নহে, বিদ্যাকামী নহে, জ্ঞান চাহে না, অথচ কেবল আশ্রমী, সে ব্যক্তি জ্ঞানসাধক আশ্রমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক কি না। "করিবেক কি না" এইরূপ সংশয় হওয়ায় প্রথমতই পাওয়া যায়, যদি ফলান্তরের কামনা থাকে, তাহা হইলে জ্ঞান কামনা না থাকিলেও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল তাহার সম্বন্ধে অনুষ্ঠেয়। জ্ঞান কামনা না থাকিলেও ফলান্তরকামনায় জ্ঞানসাধকত্বরূপে বিহিত নিত্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এরূপ বলিতে গেলে সে সকলের বিদ্যাসাধকতাই থাকিবেক না, প্রণষ্ট হইবেক। কারণ এই যে, নিত্য ও অনিত্য, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। (যাহা নিত্য, কদাচ তাহা অনিত্য হইবার নহে, এবং যাহা অনিত্য, তাহাও নিত্য হইবার নহে। যাহা

---

* আশ্রমকর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতীত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ অমুমুক্ষোরপ্যাশ্রমিণোঽনুষ্ঠেয়ানীতি যোজনা।

আশ্রম-বিহিত কর্ম্মকলাপ বিদ্যোৎপত্তির সহায় হইলেও, যাহারা বিদ্যাকামী নহে, তাহাদেরও অনুষ্ঠেয়। হেতু এইযে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আশ্রমীর অবশ্যানুষ্ঠেয়রূপেই বিহিত হইয়াছে।

ষ্ঠেয়ানি, ন তহ্যেষাং বিদ্যাসাধনত্বং, নিত্যানিত্যসংযোগ-বিরোধাদিত্যস্যাং প্রাপ্তৌ পঠতি।

আশ্রমমাত্রনিষ্ঠস্যাপ্যমুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যান্যেব নিত্যানি কর্ম্মাণি, "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিনা বিহিতত্বাৎ। ন হি বচনস্যাতিভারো নাম কশ্চিদস্তি ॥ ৩। ৪। ৩২ ॥

অথ যদুক্তং, নৈবং সতি বিদ্যাসাধনত্বমেষাং স্যাদিত্যত-উত্তরং পঠতি—

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩। ৪। ৩৩ ॥*

বিদ্যাসহকারীণি চৈতানি স্যুঃ, বিহিতত্বাদেব "তমেতং

বশ্যম্ভাবয়োরেকত্র বিরোধাৎ। ন চ বাক্যভেদাদ্বাস্তবো বিরোধঃ শক্যোঽপনেতুম্। তস্মাদনধ্যবসায় এবাত্রেতি প্রাপ্তম্। এতেনৈকস্য তূভয়ত্বে সংযোগ-পৃথক্ত্ব মিত্যাক্ষিপ্তম্। এবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

"সিদ্ধে হি স্যাদ্বিরোধোঽয়ং ন তু সাধ্যে কথঞ্চন।
বিধ্যধীনাত্মলাভেঽস্মিন্ যথাবিধি মতা স্থিতিঃ ॥"

সিদ্ধং হি বস্তু বিরুদ্ধধর্ম্মযোগেন বাধ্যতে, ন তু সাধ্যরূপম্। যথা ষোড়শিন একস্য গ্রহণাগ্রহণে। তে হি বিধ্যধীনত্বাৎ বিকল্পেতে এব। ন পুনঃ সিদ্ধে বিকল্পসম্ভবঃ। তদিহৈকমেবাগ্নিহোত্রাখ্যং কর্ম্ম যাবজ্জীবশ্রুতে-র্নিমিত্তেন যুজ্যমানং নিত্যেহিতোপাত্ত-দুরিতপ্রক্ষয়প্রয়োজনমবশ্যকর্ত্তব্যং, বিদ্যাঙ্গতয়া চ বিদ্যায়াঃ কাদাচিৎকত্বয়ানবশ্যম্ভাবেঽপি "কাম্যো বা নৈমিত্তিকো বা নিত্যমর্থং বিকৃত্য নিবিশতে" ইতি ন্যায়াৎ অনিত্যাধিকারেণ নিবিশমানমপি ন নিত্যমনিত্যয়তি, তেনাপি তৎসিদ্ধেরিতি সংযোগপৃথক্ত্বাৎ ন নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ একস্য কার্য্যস্যেতি সিদ্ধম্।

সহকারিত্বঞ্চ কর্ম্মণাং ন কার্য্যে বিদ্যায়াঃ, কিন্তূৎপত্তৌ। কোঽর্থঃ ? বিদ্যা-

---

ত্যাগ করিবার নহে, অবশ্যানুষ্ঠেয়, তাহা নিত্য এবং যাহা কামনার অভাবে অননুষ্ঠেয়, তাহা অনিত্য।) এইরূপ প্রথম পক্ষের প্রাপ্তিতে এই ৩২ সূত্র পঠিত হইয়াছে।

ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অমুমুক্ষু আশ্রমীও আশ্রমবিহিত নিত্যকর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ এই যে, শ্রুতিতে তাহা "যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র হোম করিবেক" এবম্প্রকারে বিহিত হইতে দেখা যায়। [ন হি…পঠতি] বচন কি না করিতে পারে? বচন সব করিতে পারে। অর্থাৎ বচনে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহা অস্মদাদির অনুযোজ্য নহে। বলিয়াছিলে যে, বিদ্যাসাধকতা থাকিবেক না, এক্ষণে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইতেছে ॥ ৩। ৪। ৩২ ॥

ঐ সকল কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে উপকারক।

---

* সহকারিত্বেন তদ্রূপেণৈষাং বিদ্যাসাধনত্বম্।

বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি” ইত্যাদিনা। তদুক্তং “সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ” [বে০সূ০৩।৪।২৬] ইতি। ন চেদং বিদ্যাসহকারিত্ববচনমাশ্রমকর্ম্মণাং প্রযাজাদিবদ্ বিদ্যাফলবিষয়ং মন্তব্যম্, অবিধিলক্ষণত্বাদ্ বিদ্যায়াঃ, অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্য। বিধিলক্ষণং হি সাধনং দর্শপূর্ণমাসাদি স্বর্গফলসিষাধয়িষয়া সহকারিসাধনান্তরমাকাঙ্খতে, নৈবং বিদ্যা। তথা চোক্তং “অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা” [বে০সূ০৩।৪।২৬।]

সহকারীণি কর্ম্মাণীত্যয়মর্থঃ।—সৎসু কর্ম্মসু বিদ্যৈব স্বকার্য্যে ব্যাপ্রিয়তে। যথা সহৈব দশভিঃ পুত্রৈর্ভারং বহতি গর্দ্দভীতি সৎস্বেব দশপুত্রেষু সৈব ভারস্য বাহিকেতি। “অবিধিলক্ষণত্বাৎ” ইতি। বিহিতং হি দর্শপৌর্ণমাসাদ্যৈঙ্গৈর্য্জ্যতে, ন ত্ববিহিতম্। গ্রাহকগ্রহণপূর্ব্বকত্বাদঙ্গভাবস্য, বিধেশ্চ গ্রাহকত্বাৎ অবিহিতে চ তদনুপপত্তেঃ। চতসৃণামপি চ প্রতিপত্তীনাং ব্রহ্মণি বিধানানুপপত্তেরিত্যুক্তং প্রথমসূত্রে। দ্রষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি চ বিধিস্বরূপং, ন বিধিরিত্যপ্যুক্তম্। উৎপত্তিং প্রতি হেতুভাবস্তু সত্ত্বশুদ্ধ্যা বিবিদিষোপজননদ্বারে-

---

কারণ, ঐ সকল ব্রহ্মবাদীরা সেই এই আত্মাকে বেদার্থানুষ্ঠানের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত। এ নির্ণয় “সর্ব্বাপেক্ষা” সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। [ন চেদং...যুক্তিঃ] আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ জ্ঞানের সহকারী সত্য; পরন্তু সে সহকারিত্ব প্রযাজাদির ন্যায় জ্ঞানফল মোক্ষ বিষয়ে নহে। যদ্রূপ প্রযাজ অনুযাজ প্রভৃতি অঙ্গযাগ প্রধান যাগের সাহায্য করে, অর্থাৎ স্বরূপ মাত্র নির্ব্বাহ করে, স্বর্গাদি ফল উৎপাদনের সাহায্য করে না, সেইরূপ আশ্রমবিহিত কর্ম্মও চিত্তশুদ্ধিপরম্পরায় মাত্র জ্ঞানের সাহায্য করে, কিন্তু বিদ্যাফল মোক্ষ উৎপাদনের সাহায্য করে না। কারণ, বিদ্যার বা জ্ঞানের ফল কৃতিসাধ্য নহে, সুতরাং বিধির অধীন নহে। (তাহা নিত্যসিদ্ধ ও যত্নাসাধ্য।) যাহা সাধননিষ্পাদ্য অর্থাৎ যাহা জন্মায়, প্রকৃতপক্ষে তাহাই বিধির যোগ্য। দর্শাদি যাগ স্বর্গের সাধন, তাহা স্বর্গ জন্মায়, সেই কারণে তাহা বিধিলক্ষণ অর্থাৎ তাঁহাতেই বিধি সম্ভব হয়। অতএব, যেমন বিধিযোগ্য দর্শপূর্ণমাস যাগ স্বর্গ ফল জন্মাইবার সাধন, তাহা যেমন অঙ্গ কর্ম্মের সাহায্য প্রতীক্ষা করে, জ্ঞান সেরূপ সাহায্য প্রতীক্ষা করে না। অর্থাৎ মোক্ষফল জন্মাইবার নিমিত্ত অন্য কাহারও সহায়তা প্রতীক্ষা করে না। স্বতঃসিদ্ধ মোক্ষ জ্ঞানের অনন্তর আপনা আপনি প্রকাশিত হয়। এ কথা “অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা” সূত্রে বিচারিত ও নির্ণীত হইয়াছে। প্রদর্শিত হেতুকূটের দ্বারা এই সিদ্ধান্তই লব্ধ হয় যে, আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলা-

---

আশ্রমবিহিত কর্ম্মকলাপ জ্ঞানোদয়ের সহকারী কারণ, জ্ঞানফল মোক্ষের প্রতি তাহার সাক্ষাৎ কারণভাব নাই।

ইতি। তস্মাদুৎপত্তিসাধনত্ব এবৈষাং সহকারিত্ববাচোযুক্তিঃ। ন চাত্র নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ আশঙ্ক্যঃ, কর্ম্মাভেদেঽপি সংযোগভেদাৎ। নিত্যো হ্যেকঃ সংযোগো যাবজ্জীবাদিবাক্যকল্পিতঃ, ন তস্য বিদ্যাফলত্বম্। অনিত্যস্ত্বপরঃ সংযোগঃ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইত্যাদিবাক্যকল্পিতঃ, তস্য বিদ্যাফলত্বম্। যথা একস্যাপি খাদিরস্য নিত্যেন সংযোগেন ক্রত্বর্থতা, অনিত্যেন সংযোগেন পুরুষার্থতা চ, তদ্বৎ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥

ত্যধস্তাদুপপাদিতম্। অসাধ্যত্বাচ্চ বিদ্যাফলস্যাপবর্গস্য। স্বরূপাবস্থানলক্ষণো হি সঃ। ন চ স্বং রূপং ব্রহ্মণঃ সাধ্যং, নিত্যত্বাৎ। শেষমতিরোহিতার্থম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥

পের সহকারিত্ব জ্ঞানের পক্ষে, জ্ঞানফল মোক্ষের পক্ষ নহে। অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মফল চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞানের উপকার করে, সহায়তা করে, তৎপরে আর কিছু করে না। [ন চাত্র...তদ্বৎ] এই সিদ্ধান্তে বিরোধের আশঙ্কা করিও না। কর্ম্ম একই, অথচ তাহা দ্বিরূপ—নিত্য ও অনিত্য, এ কথা—বিরুদ্ধ এরূপ আশঙ্কা করিও না। (একই অগ্নিহোত্র যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য বিধায় নিত্য, সদা অনুষ্ঠেয়, আবার ফলকামনায় কর্ত্তব্য বলিয়া অনিত্যও হয়। ফলেচ্ছা থাকিলে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয় হয়, ফলেচ্ছা না থাকিলে পরিত্যক্ত হয়; সুতরাং অনিত্য। নিত্যানুষ্ঠানে জ্ঞানের উপকার; আর অনিত্যানুষ্ঠানে কাম্য ফল লাভ; সুতরাং বিরুদ্ধ বলা হইল, এমন মনে করিও না।) কারণ, কর্ম্ম এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্য আছে। তদনুসারে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ ভঞ্জন হয়। কর্ম্মের নিত্যানিত্যতা নাই। কর্ম্ম একই, পরন্তু তাহার সম্বন্ধ বা সংযোগ দ্বিবিধ। এক সংযোগে নিত্য, তাহা "যত কাল জীবন, তত কাল অগ্নিহোত্র" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত এবং আর এক সংযোগে অনিত্য, তাহা "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থের দ্বারা আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করেন" ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিহিত। প্রথমোক্ত নিত্যসংযোগে বিদ্যাফলের অভাব আছে, আর শেষোক্ত অনিত্য সংযোগে তাহার বিদ্যমানতাই আছে। এইরূপ সম্বন্ধভেদে একের উভয়রূপতা অবশ্যই অবিরুদ্ধ। খাদির যূপ একই, কিন্তু যে খাদির যূপ নিত্যসম্বন্ধের দ্বারা ক্রতুর অঙ্গ বা উপকারক হয়, আবার সেই খাদির যূপই অনিত্যসংযোগের দ্বারা পুরুষের গুণ বা পুরুষের উপকারক মাত্র হয়। সঙ্কলিত সিদ্ধান্তও পূর্ব্বমীমাংসানুগত প্রোক্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ ॥ ৩ । ৪ । ৩৩ ॥

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৩৪ ॥*

সর্ব্বথাপ্যাশ্রমধর্ম্মত্বপক্ষে বিদ্যাসহকারিত্বপক্ষে চ ত এবাগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াঃ। ত এবেত্যবধারয়ন্নাচার্য্যঃ কিং নিবর্ত্তয়তি? কর্ম্মভেদাশঙ্কামিতি ব্রূমঃ। যথা কুণ্ডপায়িনাময়নে "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" ইত্যত্র নিত্যাদগ্নিহোত্রাৎ কর্ম্মান্তরমুপদিশ্যতে, নৈবমিহ কর্ম্মভেদোঽস্তীত্যর্থঃ। কুতঃ। উভয়লিঙ্গাৎ—শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ।

যথা "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" ইতি প্রকরণান্তরাৎ কর্ম্মভেদঃ, এবমিহাপি "তমেনং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইতি ক্রতুপ্রকরণমতিক্রম্য শ্রবণাৎ প্রকরণান্তরাত্তদ্বুদ্ধিব্যবচ্ছেদে সতি কর্ম্মান্তরমিতি প্রাপ্তে, উচ্যতে—

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আশ্রম-ধর্ম্মও বটে, পক্ষান্তরে জ্ঞানের সহকারী সাধনও বটে, সুতরাং একই অগ্নিহোত্রাদি উভয়ত্র অনুষ্ঠেয়। অর্থাৎ আশ্রমধর্ম্ম বলিয়াই হউক, আর জ্ঞানোপকারক বলিয়াই হউক, সর্ব্বপ্রকারেই অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আচার্য্য ব্যাস "তে এব—" সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই, এইরূপ সাবধারণ বাক্যে ঐ সকলের ভেদাশঙ্কা নিবারণ করিয়াছেন। (জ্ঞানসাধন অগ্নিহোত্রাদি হয় ত আশ্রমীর নিত্য কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক্, এরূপ আশঙ্কা ঐ সাবধারণ বাক্যের দ্বারা নিবর্ত্তিত হইয়াছে।) কুণ্ডপায়ীদিগের অয়নগত অগ্নিহোত্র * যেমন সর্ব্ববিদিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন, পৃথক্ কর্ম্ম, এখানে সেরূপ ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হয় নাই। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন—" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যে জ্ঞানসাধনস্বরূপে অর্থাৎ জ্ঞানসাধন বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি স্মৃতি উভয়ত্রই উক্ত সিদ্ধান্তের পোষক বাক্য আছে।

---

* সর্ব্বথাপি বিদ্যাসহকারিত্বাশ্রমধর্ম্মত্বরূপপক্ষদ্বয়েঽপি অগ্নিহোত্রাদয়ো ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়া এব, কুতঃ? উভয়লিঙ্গাৎ শ্রুতিলিঙ্গাৎ স্মৃতিলিঙ্গাচ্চ।

জ্ঞানের সহকারী কারণ বলিয়াই হউক আর আশ্রমীর কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক, বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। একই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উক্ত উভয় অধিকারীর উক্তবিধ সম্বন্ধ অনুসারে অনুষ্ঠেয়; ইহা অবধারিত আছে। হেতু এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় শাস্ত্রেই উভয়বিধ অনুষ্ঠেয়তাপক্ষে লিঙ্গদর্শন আছে। (লিঙ্গ=জ্ঞাপক চিহ্ন, অথবা বোধক বাক্য)।

* কুণ্ডপায়ী=শাখাবিশেষোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। অয়ন=কুণ্ডপায়ীদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ। কুণ্ডপায়ীরা অয়ন-যাগ নির্ব্বাহার্থ একটি মাসব্যাপক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। সেই মাসব্যাপক কর্ম্মের নাম অগ্নিহোত্র। এই অগ্নিহোত্র "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এতদ্বাক্যবিহিত নিত্যাগ্নিহোত্র হইতে ভিন্ন বা পৃথক্। তাহা "মাসমগ্নিহোত্রং জুহ্বতি" এতদ্বাক্যের দ্বারা বিহিত।

শ্রুতিলিঙ্গং তাবৎ "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" ইতি সিদ্ধবদুৎপন্নরূপাণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিনিযুঙ্‌ক্তে, ন জুহুবতা-ত্যাদিবদপূর্ব্বমেবৈষাং রূপমুৎপাদয়তীতি। স্মৃতিলিঙ্গমপি "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ" ইতি বিজ্ঞাত-কর্ত্তব্যতাকমেব কর্ম্ম বিদ্যোৎপত্ত্যর্থং দর্শয়তি। "যস্যৈতে অষ্টাচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ" ইত্যাদ্যা চ সংস্কারপ্রসিদ্ধির্বৈদি-

সত্যপি প্রকরণান্তরে তদেব কর্ম্ম শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ। সংযোগভেদঃ পরং, যথা-হগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" ইতি তদেবাগ্নিহোত্র-মুভয়সংযুক্তম্। ন হি প্রকরণান্তরং সাক্ষাদ্ভেদকং, কিন্ত্বজ্ঞাতজ্ঞাপনস্বরসো বিধিঃ প্রকরণৈক্যে স্ফুটতরপ্রত্যভিজ্ঞাবলেন স্বরসং জহ্যাৎ। প্রকরণান্তরেণ তু বিঘটিতপ্রত্যভিজ্ঞানঃ স্বরসমজহৎ কর্ম্ম ভিনত্তি। ইহ তু সিদ্ধবদুৎপন্নরূপা-ণ্যেব যজ্ঞাদীনি বিবিদিষায়াং বিনিযুঞ্জানো ন জুহোতীত্যাদিবদপূর্ব্বমেষাং রূপমুৎপাদয়িতুমর্হতি। ন চ তত্রাপি নৈয়মিকাগ্নিহোত্রে মাসবিধির্নাপূর্ব্বাগ্নি-হোত্রোৎপত্তিরিতি সাম্প্রতম্। হোম এব সাক্ষাৎ বিধিশ্রুতেঃ। কালস্য চানুপাদেয়ত্বাবিধেয়ত্বাৎ। কালে হি, কর্ম্ম বিধীয়তে, ন কর্ম্মণি কাল ইত্যুৎ-

[শ্রুতিলিঙ্গং...ধারণম্] শ্রুতিস্থ পোষক বাক্য বা শ্রৌত চিহ্ন এই যে, শ্রুতি— "ব্রাহ্মণগণ বেদার্থ বিচার ও যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিবেন" এই বলিয়া পূর্ব্বপরিচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মকে আত্মবিবিদিষায় বিনিয়োগ করিয়াছেন। অপরিচিতরূপ অর্থাৎ অন্য কোন নূতন যজ্ঞাদির স্বরূপ উপদেশ করেন নাই। (সুতরাং স্থির হইতেছে যে, আশ্রমী ও জ্ঞানকামী মুমুক্ষু উভয়ের অনুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্রাদি অভিন্ন।) স্মৃতিস্থ পোষক বাক্য বা চিহ্ন এই যে, স্মৃতি "যে ব্যক্তি ফল অনুসন্ধান না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে" এই বলিয়া জ্ঞাতকর্ত্তব্যতাক কর্ম্মেরই জ্ঞানোৎপত্তিসহায়তা বর্ণন করিয়াছেন। (জ্ঞাত-কর্ত্তব্যতাক—যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া জানা আছে, অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরে বিহিত আছে, সেই সকল কর্ম্ম। যে সকল কর্ম্মের স্বরূপ, ইতিকর্ত্তব্যতা ও ফল শাস্ত্রান্তরে উপদিষ্ট আছে; সেই সকল কর্ম্মই ফলকামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞানপ্রদ হয়।) স্মৃতিতে বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মকলাপের সংস্কার নাম দেখা যায়। সেই স্মৃতিপ্রসিদ্ধ সংস্কারনামের সার্থক্যবলেও কর্ম্মভেদাশঙ্কা বিদূরিত হইতে পারে। যে স্মৃতিতে বৈদিক কর্ম্মকলাপ সংস্কার নামে প্রসিদ্ধ আছে, সঙ্কেতিত হইয়াছে, সে স্মৃতি এই—"যাহার এই অষ্টাচত্বারিংশৎ (৪৮) সংস্কার—" ইত্যাদি। † যে এই ৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত—তাহারই জ্ঞানোৎ-পত্তি হওয়া সুসম্ভব। (৪৮ সংস্কারে সংস্কৃত এ কথার তাৎপর্য্য—সংস্কার বলে।

† গর্ভাধান হইতে পঞ্চাভিগমপর্য্যন্ত সংস্কার কর্ম্ম ১৪, তৎপরে ৫ মহাযজ্ঞ, ৭ সোমযজ্ঞ, ৭ হবির্যজ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, অভুক্ত ৫ থাকিয়া সংহিতাধ্যয়ন, প্রায়ণ কর্ম্ম, জপ, উৎক্রমণ, দৈহিক

কেষু কর্ম্মসু তৎসংস্কৃতস্য বিদ্যোৎপত্তিমভিপ্রেত্য স্মৃতৌ ভবতি। তস্মাৎ সাধ্বিদমভেদাবধারণম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৪ ॥

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩ । ৪ । ৩৫ ॥*

সহকারিত্বস্যৈবৈতদুপোদ্বলকং লিঙ্গদর্শনং। অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি শ্রুতির্ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নস্য রাগাদিভিঃ ক্লেশৈঃ "এষ হ্যাত্মা ন নশ্যতি যং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দতে" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্‌-যজ্ঞাদীন্যাশ্রমকর্ম্মাণি চ ভবন্তি, বিদ্যাসহকারীণি চেতি স্থিতম্ ॥ ৩ । ৪ । ৩৫ ॥

সর্গঃ। ইহ তু বিবিদিষায়াং বিধিশ্রুতির্ন যজ্ঞাদৌ। তানি তু সিদ্ধান্যেবানূদ্যন্ত ইত্যেককর্ম্যাৎ সংযোগপৃথক্ত্বং সিদ্ধম্। স্মৃতিরুক্তা। লিঙ্গদর্শনমুক্তম্ ॥ ৩। ৪। ৩৪ ॥

[নিত্যানি কর্ম্মাণি স্বতঃ পুণ্যলোকাবাপ্তিফলান্যপি জ্ঞানকামেনানুষ্ঠিতানি জ্ঞানার্থানীত্যুক্তম্। ইদানীং ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশতনূকরণেন বিদ্যোদয়ে হেতুত্বেত্যত্র লিঙ্গমাহ অনভিভবঞ্চেতি। সূত্রস্য তাৎপর্য্যোক্তি-পূর্ব্বকমক্ষরার্থং কথয়তি—সহকারিত্বস্যেতি। উভয়বিধ্যধীনমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ৩। ৪। ৩৫ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

তাহাদের চিত্তমল থাকে না, পরিমার্জ্জিত হয়, সুতরাং তাহারা সংস্কৃত অর্থাৎ বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। বিশুদ্ধসত্ত্ব হইলেই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়।) প্রদর্শিত প্রকারে কর্ম্মভেদ শঙ্কা নিবারিত হইতেছে, সে জন্য ঐ সাবধারণ প্রয়োগ সাধু বলিয়া গণ্য ॥ ৩ । ৪ । ৩৪ ॥

যেমন প্রদর্শিত শ্রৌত লিঙ্গের দ্বারা আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বিদ্যাসহকারিতা নিশ্চিত হয়, তেমনি, ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরও বিদ্যাহেতুতা অবধারিত হয়। কারণ, শ্রুতিই দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন পুরুষ রাগদ্বেষাদি ক্লেশে অভিভূত হয় না। ক্লেশে অভিভূত না হইলেই নিষ্প্রতিবন্ধকে জ্ঞানোদয় হয়। যথা—"যে আত্মা ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অনু-ভবারূঢ় হন, সেই এই আত্মা পুনঃ অদর্শনগত হন না।" ইত্যাদি। অতএব, যজ্ঞাদি কর্ম্ম আশ্রমিকর্ত্তব্যও বটে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্যকারীও বটে ॥ ৩ । ৪ । ৩৫ ॥

কর্ম্ম, ভস্মসমূহন, অস্থিসঞ্চয়ন, শ্রাদ্ধ, এই ৮। সমুদায়ে ৪৮ এবং সমস্তই শুদ্ধিজনক বলিয়া সংস্কার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

* অনভিভবং রাগাদিভিঃ। দর্শয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যাদীনামাশ্রমকর্ম্মণাং ক্লেশ-তনুকরণদ্বারেণ বিদ্যোদয়হেতুত্বং শ্রুত্যা দর্শিতমিতি।

শ্রুতি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি রাগাদি দোষে আক্রান্ত হন। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মে রাগ দ্বেষ অভিনিবেশ প্রভৃতি ক্লেশপঞ্চক ক্ষীণ করে, করিয়া জ্ঞানোদয়ের কারণ হয়।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩।৪।৩৬ ॥*

বিধুরাদীনাং দ্রব্যাদিসম্পদ্রহিতানাঞ্চান্যতমাশ্রমপ্রতিপত্তিহীনানামন্তরালবর্ত্তিনাং কিং বিদ্যায়ামধিকারোঽস্তি ? কিং বা নাস্তীতি সংশয়ে, নাস্তীতি তাবৎ প্রাপ্তম্, আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাবধারণাৎ, আশ্রমকর্ম্মাসম্ভবাচ্চৈতেষাম্-ইত্যেবং প্রাপ্তে ইদমাহ—অন্তরা চাপি তু। অনাশ্রমিত্বেনাঽন্তরালে বর্ত্ত-

[আশ্রমকর্ম্মণাং বিদ্যোপায়ত্বে সত্যনাশ্রমকর্ম্মণাং নৈবমিতি মন্বানং প্রত্যাহ—অন্তরেতি। অনাশ্রমিণো বিধুরাদীন্ বিষয়ীকৃত্য তেষাং কর্ম্মিত্বপ্রসিদ্ধের্নিন্দাপ্রসিদ্ধেশ্চ সংশয়মাহ—বিধুরেতি। অত্রানাশ্রমকর্ম্মণামুক্তবিদ্যাহেতুত্বোক্ত্যা পাদাদিসঙ্গতিঃ। পূর্ব্বপক্ষে যথা বিধুরকর্ম্মণাং বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ, তথৈবাশ্রমকর্ম্মণামপি বিদ্যাহেতুত্বাসিদ্ধিঃ। সিদ্ধান্তে ত্বাশ্রমিত্বস্য জ্যায়স্ত্বাৎ কর্ম্মণাং তৎসিদ্ধিরিতি মন্বানঃ সংশয়মনূদ্য পূর্ব্বপক্ষমাহ—নাস্তীত্যাদিনা। বিবিদিষাবাক্যে যজ্ঞাদিষু প্রত্যেকং করণবিভক্তিশ্রুতেরাশ্রমকর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণমাত্রধর্ম্মাণাং দানাদীনাং সম্ভবাৎ বিধুরাদীনামপি বিদ্যাধিকারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কেবলবর্ণধর্ম্মাণাং বিদ্যাসাধনত্বে সত্যাশ্রমকর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাদনাশ্রমিণামনধিকারো বিদ্যায়ামিত্যাহ—আশ্রমেতি। অনাশ্রমকর্ম্মণাং ন বিদ্যাহেতুতেতি

আশ্রমকর্ম্ম বিদ্যালাভের উপায়, এতৎপ্রসঙ্গে অন্য এক সংশয় উপস্থিত হয়। সে সংশয় এই—যে লোক কোন এক আশ্রম অশ্রয় করিতে পারে নাই, এরূপ বিধুর-নামক অন্তরালবর্ত্তী ব্যক্তি ও দ্রব্যহীন যৎপরোনাস্তি দরিদ্র (যাহারা দ্রব্যাভাবে আশ্রমবিহিত কার্য্য করিতে অসমর্থ) তাহাদের বিদ্যাধিকার আছে কি নাই। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, যখন আশ্রম-কর্ম্মই বিদ্যালাভের উপায়, তখন তাহাদের অর্থাৎ তাদৃশ অনাশ্রমীর বিদ্যাধিকার অসম্ভাব্য। উত্তরপক্ষ অর্থাৎ সিদ্ধান্তপক্ষ এই যে, অনাশ্রমিরূপে অন্তরালে অবস্থান করিলেও বিধুরদিগের বর্ণধর্ম্ম দানাদিতে অধিকার থাকায় এবং দরিদ্রদিগের দেবারাধনাও জপাদি কর্য্যে সামর্থ্য থাকায় তাহাদেরও বিদ্যাধিকার সম্ভবপর হয়। রৈক্ক ও বাচক্নবী প্রভৃতি ও দরিদ্র ছিলেন, অথচ তাঁহারা শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। (সমাবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে,

* অন্তরা অন্তরালে বর্ত্তমানা ; যে বিধুর-সংজ্ঞকা প্রসিদ্ধা তেষামপি বিদ্যায়ামধিকার ইতি পূরণীয়ম্। হেতুমাহ তদিতি। শ্রুতিস্মৃতীতিহাসশাস্ত্রেষু রৈক্বপ্রভৃতীনাং বিধুরাণাং ব্রহ্মবিত্ত্বদর্শনাদিত্যর্থঃ।

আশ্রমবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্ম পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, এই অবধারণ অনুসারে অনাশ্রমীরও বিদ্যাধিকার আছে কিনা তাহা বিচার্য্য হইতেছে। পূর্ব্বপক্ষে নাই বলা যাইতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা আছে বলাই উচিত। অনাশ্রমী বিধুর ও নিতান্ত দরিদ্র, ইহারা আশ্রমবিহিত কর্ম্মকরণে অক্ষম ও অনধিকারী হইলেও জ্ঞানোৎপাদন জপাদি কর্ম্মের দ্বারা বিদ্যাধিকার আয়ত্ত করিতে পারে, ইহা পুরাণাদি শাস্ত্রে দেখা যায় অর্থাৎ নিদর্শিত হইয়াছে।

মানোঽপি বিদ্যায়ামধিক্রিয়তে। কুতঃ। তদ্দৃষ্টেঃ। রৈক্ক-বাচক্নবীপ্রভৃতীনামেবম্ভূতানামপি ব্রহ্মবিত্ত্বশ্রুত্যুপলব্ধেঃ॥৩।৪।৩৬॥

অপি চ স্মর্য্যতে॥ ৩। ৪। ৩৭॥*

সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাঞ্চ নগ্নচর্য্যাদিযোগাদনপেক্ষিতাশ্রমকর্ম্মণামপি মহাযোগিত্বং স্মর্য্যত ইতিহাসে॥ ৩। ৪। ৩৭॥

ননু লিঙ্গমিদং শ্রুতিস্মৃতিদর্শনমুপন্যস্তং, কা নু খলু প্রাপ্তিঃ? ইতি সাভিধীয়তে—

পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সিদ্ধান্তয়তি—এবমিতি। প্রতিজ্ঞাং ব্যাকরোতি—অনাশ্রমিত্বেন ইতি। তদ্দৃষ্টেরিতি ব্যাচষ্টে—রৈক্কেতি। ৩। ৪। ৩৫॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

[শ্রৌতীং দৃষ্টিং শিষ্ট্বা স্মার্ত্তীমপি দর্শয়তি—অপীতি। শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সিদ্ধে সিদ্ধান্তেঽনন্তরসূত্রনিরস্যাশঙ্কামাহ—নন্বিতি। জন্মান্তরকৃতাদপি কর্ম্মণো রৈক্কাদীনাং বিদ্যাসম্ভবাৎ বর্ণোপাধাবুক্তাৎ কর্ম্মণো বিদ্যেত্যত্র শ্রুতিস্মৃত্যো-রনিয়ামকত্বাৎ নিয়ামকান্তরং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। আশ্রমধর্ম্মাভাবেঽপি বর্ণধর্ম্ম-বিশেষৈরনুগৃহীতা বিদ্যোদেষ্যতীতি সূত্রেণ সমাধত্তে—সেতি॥ ৩। ৪। ৩৭॥ ইত্যানন্দগিরিঃ।]

অথচ বিবাহ করিয়া গৃহী হয় নাই কিংবা প্রব্রজ্যাদি করে নাই, এরূপ লোক বিধুর। পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তৎপরে আর দারপরিগ্রহ করে নাই ও সন্ন্যাসাদি আশ্রমও গ্রহণ করে নাই, সেরূপ লোকও বিধুর। ইহাদিগের বর্ণধর্ম্ম দান পূজাদিতে অধিকার থাকায়, সেই সকলের দ্বারাই তাহাদের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার বিদ্যমান থাকে॥ ৩। ৪। ৩৬॥

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি নগ্নচর্য্যায় (নগ্নচর্য্যা=বস্ত্রত্যাগী সন্ন্যাসী) থাকিতেন, কোনও কিছু আশ্রমকর্ম্ম করিতেন না, অথচ মহাভারতাদি ইতিহাসে ও স্মৃতিতে লিখিত আছে, তাঁহারা মহাযোগী ছিলেন। বলিতে পার যে, প্রদর্শিত শাস্ত্র (শ্রুতি ও স্মৃতি) জ্ঞাপক মাত্র, বিধায়ক নহে। জিজ্ঞাসা করি, বিধায়ক শাস্ত্র কৈ? বিধায়ক শাস্ত্র ব্যতীত প্রদর্শিত স্মারক শাস্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারে না। সূত্রকার এতৎপ্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন॥ ৩। ৪। ৩৭॥

---

* আশ্রমকর্ম্মত্যাগিনাং সম্বর্ত্তপ্রভৃতীনাং জ্ঞানিত্বমিতি শেষঃ।

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি আশ্রম কর্ম্ম করিতেন না, অথচ তাঁহারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। এ কথা ইতিহাসাত্মক স্মৃতিতে (পুরাণাদি গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে।

রাত্রিঞ্চরিত্বা মহাকক্ষং বর্দ্ধয়েৎ। ভিক্ষুর্ব্বানপ্রস্থবৎ সোমবৃদ্ধিবর্জ্জং, স্বশাস্ত্রসংস্কারশ্চ" ইত্যেবমাদিপ্রায়শ্চিত্তস্মরণমনুসর্ত্তব্যম্ ॥৩.৪ ৪২॥

বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥৩।৪।৪৩ ॥*

যদ্যূর্দ্ধরেতসাং স্বাশ্রমেভ্যঃ প্রচ্যবনং মহাপাতকং, যদি বোপপাতকম্, উভয়থাপি শিষ্টৈস্তে বহিঃ কর্ত্তব্যাঃ।

"আরূঢ়ো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা ॥" ইতি

সাম্যং ভবেৎ। শাস্ত্রস্থা বা যা প্রসিদ্ধিঃ, সা গ্রাহ্যা, শাস্ত্রমূলত্বাৎ। উপপাদিতঞ্চ প্রায়শ্চিত্তভাবপ্রসিদ্ধেঃ শাস্ত্রমূলত্বমিতি। সুগমমিতরৎ ॥ ৩। ৪। ৪২ ॥

যদি নৈষ্ঠিকাদীনামস্তি প্রায়শ্চিত্তং, তৎ কিমেতৈঃ কৃতনির্ণেজনৈঃ সম্ব্যবহর্ত্তব্যমুত নেতি। তত্র দোষকৃতত্বাদসম্ব্যবহারস্য প্রায়শ্চিত্তেন তন্নিবর্হণাদনিবর্হণে বা তৎকরণবৈয়র্থ্যাৎ সংব্যবহার্য্যা এবেতি প্রাপ্ত উচ্যতে।—

নিষিদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানজন্মমেনো লোকদ্বয়েঽপ্যশুদ্ধিমাপাদয়তি দ্বৈধম্। কস্যচিদেনসো লোকদ্বয়েঽপ্যশুদ্ধিরপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তৈরেনোনিবর্হণং কুর্ব্বাণৈঃ, কস্যচিত্তু পরলোকাশুদ্ধিমাত্রমপনীয়তে প্রায়শ্চিত্তৈরেনোনিবর্হণং কুর্ব্বাণৈঃ, ইহ লোকাশুদ্ধিস্তেনসাপাদিতা ন শক্যাঽপনেতুম্। যথা স্ত্রীবালাদিঘাতিনাম্। যথাহুঃ—বিশুদ্ধানপি ধর্ম্মতো ন সম্পিবেদিতি। তথা—প্রায়শ্চিত্তৈরপেত্যে-

---

তৃণকাষ্ঠ বর্দ্ধন করিবেন। সকৃৎ ও দৈবাৎ ব্রহ্মচর্য্য ভ্রংশ হইলে বানপ্রস্থের ন্যায় ভিক্ষুকও সোমবৃদ্ধিবর্জ্জিত কৃচ্ছ্রব্রত করিবেন এবং স্বশাস্ত্রোক্ত সংস্কার করিবেন।" ইত্যাদি ॥ ৩। ৪। ৪২ ॥

ঊর্দ্ধরেত আশ্রমীরা স্বকীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইলে (রেতঃসেকনিবন্ধন ব্রতচ্যুত হইলে) মহাপাতক হউক, আর উপপাতকই হউক, প্রায়শ্চিত্ত করুক বা নাই করুক, সাধুকর্ত্তৃক তাঁহারা স্বসমাজচ্যুত হইবেন। এই বিষয়ে শাস্ত্র ও শিষ্টাচার উভয় প্রমাণই আছে। শাস্ত্র যথা—"যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম গ্রহন করিয়া পশ্চাৎ তাহা হইতে প্রচ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়-

---

মূলা প্রতীতি যথা—"যখন অন্যান্য ওষধি শুকাইয়া যায়, তখনও ইহারা হৃষ্ট থাকে।" এই শাস্ত্র বাক্যে বুঝা যায়, দীর্ঘশূক শস্যই যব। "বরাহ গোর পশ্চাৎ দৌড়িতেছে" এই শাস্ত্রীয় বাক্যে জানা যায়, শূকরই বরাহ। অতএব; যেমন যববরাহাদি স্থলে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দীর্ঘশূক শস্য ও শূকর গৃহীত হয়, সেইরূপ, এখানেও শাস্ত্রমূল প্রতীতি অনুসারে প্রাশ্চিত্ত থাকাই স্বীকার্য্য। উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক শব্দের অর্থপ্রভেদ এইরূপ।—যে বেদব্রত (ব্রহ্মচর্য্য) উদ্‌যাপন করিয়া সম্প্রতি গৃহী হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, ঋতু ব্যতীত অন্য কালে ঐচ্ছিক অভিগম করে নাই, সে উপকুর্ব্বাণ। যে বেদ পড়া শেষ হইলেও সমাবর্ত্তন (বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ) না করিয়া আমরণ গুরুকুলবাসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, সে নৈষ্ঠিক।

* বহিঃ বহিষ্কার্য্যা সাধুভিরিতি শেষঃ।

ঊর্দ্ধরেতস্ত্ব ভঙ্গ হইলে তাহাতে তাঁহাদের মহাপাতক হউক, আর উপপাতক হউক, যে কোন প্রকার পাতকই হউক না কেন, কৃতপ্রাশ্চিত্ত হইলেও তাঁহারা অব্যবহার্য্য।

"আরূঢ়পতিতং বিপ্রং মণ্ডলাচ্চ বিনিঃসৃতম্।
উদ্বদ্ধং কৃমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥"

ইতি চৈবমাদিনিন্দাতিশয়স্মৃতিভ্যঃ শিষ্টাচারাচ্চ। ন হি যজ্ঞাধ্যয়নবিবাহাদীনি তৈঃ সহাচরন্তি শিষ্টাঃ ॥৩।৪।৪৩॥

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৩।৪।৪৪॥

অঙ্গেষূপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তানিযজমানকর্ম্মাণ্যাহোস্বিদৃত্বিক্‌কর্ম্মাণি? কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? যজমানকর্ম্মাণীতি। কুতঃ? ফলশ্রুতেঃ। ফলং হি শ্রূয়তে "বর্ষতি হাস্মৈ. বর্ষয়তি হ এতদেবং বিদ্বান্ বৃষ্টৌ পঞ্চবিধং সামোপাস্তে" ইত্যাদি।

নো যদজ্ঞানকৃতং ভবেদিতি। কামতঃ কৃতমপি। বালঘ্নাদিস্তু কৃতনির্ণেজনোঽপি বচনাদব্যবহার্য্য ইহ লোকে জায়ত ইতি। বচনঞ্চ বালঘ্নাংশ্চেত্যাদি। তস্মাৎ সর্ব্বমবাদতম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪৩ ॥

প্রথমেকাণ্ডে শেষলক্ষণে তথাকাম ইত্যত্রর্ত্বিক্‌সম্বন্ধে কর্ম্মণঃ সিদ্ধে কিং কামো যাজমান উতার্ত্বিজ্য ইতি সংশর্য্যার্ত্বিজ্যেঽপি কর্ম্মণি যাজমান এব কামো গুণফলেঽম্বতি নির্ণীতম্, ইহ ত্বেবঞ্জাতীয়কানি চাঙ্গসম্বদ্ধান্যুপাসনানি কিং

শ্চিত্ত দেখি না, যে সেই আত্মঘ্ন সে পাপ হইতে শুদ্ধ হয় অর্থাৎ নিষ্কৃত পাইতে পারে। "আরূঢ়-পতিত ব্রাহ্মণকে সমাজচ্যুত অর্থাৎ রাজার দ্বারা নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেক। উদ্বন্ধন-মৃত ও কৃমিদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রত করিবেক।" অতিশয়িত নিন্দাবোধিকা এই সকল স্মৃতি প্রোক্ত অর্থের পোষক প্রমাণ। অপিচ, সাধু লোক যে, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত একত্রে যাগযজ্ঞ করেন না, বৈবাহিক সম্বন্ধও করেন না, সে সকল ব্যবহারও শাস্ত্রবৎ প্রমাণ ॥ ৩ । ৪ । ৪৩ ॥

যজ্ঞাঙ্গ প্রণব প্রভৃতিতে যে সকল উপাসনা বিহিত আছে, সে সকল স্থলে অপর একটী সংশয় হইতে পারে যে, সে সকল যজমানেরই কর্ত্তব্য? কি পুরোহিতের কর্ত্তব্য? পূর্ব্বপক্ষে প্রতীত হয়, তাহা যজমানেরই কর্ত্তব্য। কারণ, যজমানের সম্বন্ধেই ফল শ্রবণ আছে। যথা—"যে এবম্প্রকার জানে, জানিয়া বৃষ্টিতে সামপঞ্চক উপাসনা করে, দেবতারা তাহারই সম্বন্ধে জল বর্ষণ করেন।" এখানে দেখ, কথিত ফল স্বামিগামী অর্থাৎ যজমানগামী বলিয়া শ্রুত হইয়াছে।

---

* ফলশ্রুতেঃ যজ্ঞাঙ্গোপাসনফলস্য স্বামিগামিত্বশ্রবণাৎ স্বামিনো যজমানস্যৈব তৎকর্তৃত্বমিত্যাত্রেয়ো মন্যতে।

যজমান যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার ফলভাগী, সুতরাং সেসকল উপাসনা যজমানেরই কর্ত্তব্য, পুরোহিতের কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ ধ্যান বা উপাসনা যজমানই করিবেন, পুরোহিত করিবে না, ইহা আত্রেয় মুনি বলিয়াছেন।

তচ্চ স্বামিগামি ন্যায্যং, তস্য সাঙ্গে প্রয়োগেঽধিকৃতত্বাৎ, অধিকৃতাধিকারত্বাচ্চৈবঞ্জাতীয়কস্য। ফলঞ্চ কর্ত্তৃর্য্যুপাসনানাং শ্রূয়তে "বর্ষত্যস্মৈ য উপাস্তে" [ছা॰ উ॰]। ইত্যাদি নন্বৃত্বিজোঽপি ফলং দৃষ্টম্—"আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে, তমাগায়তি" ইতি। ন। তস্য বাচনিকত্বাৎ। তস্মাৎ স্বামিন এব ফলবৎসূপাসনেষু কর্ত্তৃত্বমিত্যাত্রেয় আচার্য্যো মন্যতে ॥ ৩। ৪। ৪৪ ॥

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৩। ৪। ৪৫ ॥*

নৈতদস্তি—স্বামিকর্ম্মাণ্যুপাসনানীতি, ঋত্বিক্‌কর্ম্মাণ্যেতানি

যাজমানান্যেব, উতার্ত্বিজ্যানীতি বিচার্য্যতে ইতি ন পুনরুক্তং। তত্রোপাসকানাং ফলশ্রবণাদনধিকারিণস্তদনুপপত্তের্যজমানস্য চ কর্ম্মজনিতফলোপভোগভাজোঽধিকারাদৃত্বিজাঞ্চ তদনুপপত্তের্ব্বচনাচ্চ রাজাজ্ঞাস্থানীয়াৎ কচিদৃত্বিজাং ফলশ্রুতেরসতি বচনে যজমানস্য ফলবদুপাসনং, তস্য ফলশ্রুতেঃ। "তং হ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার" ইত্যাদেরুপাসনস্য চ সিদ্ধবিষয়তয়া ন্যায়াপবাদসামর্থ্যাভাবাদ্ যাজমানমেবোপাসনাকর্ম্মেতি প্রাপ্ত উচ্যতে ॥ ৩। ৪। ৪৪ ॥

উপাখ্যানাৎ তাবদুপাসনমৌদগাত্রমবগম্যতে। তৎ বলবতি সতি বাধকে

যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতার ফললাভ হওয়া ন্যায্য। ঐরূপ ফলে যজমানেরই অধিকার। কেন না, যজ্ঞ যজমানের অধিকৃত কর্ম্ম। অভিপ্রায় এইযে, যজমানই যজ্ঞ করে; পুরোহিত করে না। পুরোহিত কর্ত্তা নহেন, কর্ত্তার নিযুক্ত মাত্র। উপাসনাকারী ফলপ্রাপ্ত হন, ইহা অন্য শ্রুতিতেও শুনা যায়। যথা—"যে উপাসনা করে, তাহারই উদ্দেশে বর্ষণ হয়।" ইত্যাদি। [নমু...মন্যতে] যদি বল যে, ঋত্বিক্‌গামী ফলশ্রবণও আছে। যথা—"আপনার জন্য অথবা যজমানের জন্য যে কাম্যের কামনা করে, পুরোহিত সেই কাম্যের গান করিতেছে।" ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমরা বলিব, তাহা নহে। অর্থাৎ প্রদর্শিত ফলও ঋত্বিক্‌গামী নহে। কারণ, তাহা বাচনিক—বচনপ্রতিপাদিত। এজন্য বুঝিতে হইবে যে, ফলার্থ যজ্ঞাঙ্গ উপাসনাসকল স্বামীর অর্থাৎ যজমানেরই কর্ত্তব্য। পুরোহিতের নহে। যজমানই সেই সকল উপাসনা করিবেন, পুরোহিত করিবেন না। এ নির্ণয় আত্রেয়নামক আচার্য্যের অভিমত ॥ ৩। ৪। ৪৪ ॥

ঔড়ুলোমী বলেন, তাহা নহে, অর্থাৎ সে সকল উপাসনা স্বামীর

---

* আর্ত্বিজ্যং ঋত্বিগ্‌ভিরভিনির্ব্বর্ত্তনীয়মিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। হি যতঃ, তস্মৈ যৎফললাভায় পরিক্রীয়তে ঋত্বিক্ যজমানেনেতি যোজনীয়ম্।

স্যুরিত্যৌড়ুলোমিরাচার্য্যো মন্যতে। কিং কারণম্? তস্মৈ হি সাঙ্গায় কর্ম্মণে ঋত্বিক্ পরিক্রীয়তে। তৎপ্রয়োগান্তঃপাতীনি চোদ্গীথাদ্যুপাসনানি, অধিকৃতাধিকারত্বাৎ। তস্মাৎ গোদোহনাদিকর্ম্মনিয়মবদেব ঋত্বিগ্ভির্নির্ব্বর্ত্ত্যেরন্। তথা চ—"তং হ বকো দাল্‌ভ্যো বিদাঞ্চকার, স হ নৈমিষীয়াণামুদ্গাতা বভুব" ইত্যুদ্গাতৃকর্ত্তৃকতাং বিজ্ঞানস্য দর্শয়তি। যত্তুক্তং কর্ত্রাশ্রয়ং ফলং শ্রূয়ত ইতি। নৈষ দোষঃ। পরার্থত্বাদৃত্বিজোঽন্যত্র বচনাৎ ফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ॥ ৩। ৪। ৪৫॥

ঽন্যথোপপাদনীয়ম্। ন চ ঋত্বিক্কর্ত্তৃক উপাসনে যজমানগামিতা ফলস্যাসম্ভবিনী। তেন হি স পরিক্রীতস্তদ্গামিনে ফলায় ঘটতে। তস্মান্ন ব্যসনিতামাত্রেণোপাখ্যানমন্তর্থয়িতুং যুক্তমিতি রাদ্ধান্তঃ॥ ৩। ৪। ৪৫॥

অর্থাৎ যাগকর্ত্তা যজমানের কর্ত্তব্য নহে। সে সকল ঋত্বিকেরই অর্থাৎ যজ্ঞ পুরোহিতেরই কর্ত্তব্য। হেতু এই যে, ঋত্বিক্ সেই সকল কর্ম্মের জন্যই যজমান-কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যজমান তাঁহাদিগকে আত্মগামী যজ্ঞফল উৎপাদনার্থ দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন। উদ্গীথাদি-উপাসনা যজ্ঞেরই অন্তঃপাতী, সে জন্য তাহা যজ্ঞনির্ব্বাহক ঋত্বিকেরই নির্ব্বাহ্য। ঋত্বিক্গণ যজমানের নিকট যজ্ঞ কবিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কারণে তাঁহারা যজ্ঞাঙ্গ উপাসনার অধিকারী। অতএব, যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত গোদোহনাদি কর্ম্ম যেমন ঋত্বিক্কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়, যজমান তাহা করেন না, সেইরূপ, উদ্গীথাদি উপাসনাও ঋত্বিক্কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইবেক, যজমান তাহা করিবেন না। "দল্‌ভগোত্রীয় বকনামা ঋষি নৈমিষারণ্য-বাসীদিগের যজ্ঞে উদ্গাতা (ঋত্বিক্‌বিশেষ) হইয়াছিলেন, এবং তিনিই তাহা জানিয়াছিলেন অর্থাৎ উপাসনা করিয়াছিলেন।" এই শ্রুতি-বিজ্ঞানে (উপাসনায়) উদ্গাতারই কর্ত্তৃত্ব দেখাইয়াছেন। আত্রেয় যে বলিয়াছেন, শ্রুতি দেখাইয়াছেন, ফল যজ্ঞকর্ত্তার আশ্রিত, যজ্ঞকর্ত্তাই যজ্ঞফল পায়, তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহাও এতৎসিদ্ধান্তের প্রতিকূল নহে। কারণ, ঋত্বিক্ সকল পরপ্রয়োজনে নিযুক্ত; সুতরাং বিস্পষ্ট বচন ব্যতীত ফলের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ হয় বা আছে, তাহা বলা যায় না॥ ৩। ৪। ৪৫॥

ঔড়ুলোমি মুনি বলেন, ফল যজমানগতই সত্য; পরন্তু সে সকল উপাসনা ঋত্বিক্কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহিত হইবে। কারণ, যজমান সেই সেই ফললাভের নিমিত্ত ঋত্বিক্ দিগকে দ্রব্যের দ্বারা কিনিয়া লইয়াছেন।

শ্রুতেশ্চ ॥ ৩ । ৪ । ৪৬ ॥*

"যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞে ঋত্বিজ আশিষমাশাসতে ইতি, যজমানায়ৈব তামাশাসত ইতি হোবাচেতি" "তস্মাদু হৈবম্বিদুদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ—কং তে কামমাগায়ানি" [ছা০ উ০] ইতি ঋত্বিক্কর্ত্তৃকস্য বিজ্ঞানস্য যজমানগামি ফলং দর্শয়তি। তস্মাদঙ্গোপাসনানামৃত্বিক্কর্ম্মত্বসিদ্ধিঃ ৩। ৪। ৪৬ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৩ । ৪ । ৪৭ ॥*

"তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ,

[ইতশ্চোপাস্তীনাং ঋত্বিক্কর্ত্তৃকত্বং যজমানগামিফলত্বং চেত্যাহ—শ্রুতেশ্চেতি। উৎসর্গতঃ শ্রুতিলিঙ্গৈশ্চ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সিদ্ধে চোপাস্তীনাম্ ঋত্বিক্কর্ত্তৃত্বে তন্নির্দ্ধারণানিয়মন্যায়েন স্বতন্ত্রফলত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৩। ৪। ৪৬ ॥ ইত্যানন্দগিরিঃ ॥]

তস্মাদ্‌ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধ্বা বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যঞ্চ

"ঋত্বিকগণ যজ্ঞে যে, প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্যই করেন, ঋষি এই কথা বলিলেন। অতএব, তদভিজ্ঞ উদ্‌গাতা যজমানকে বলিবেন, তোমার কোন্ কামনা গান করিব—প্রার্থনা করিব।" এই শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, দেখাইছেন, জ্ঞান বা উপাসনা ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহার ফল যজমানের। প্রদর্শিত কারণে স্থির হইতেছে যে, যজ্ঞাঙ্গ উপাসনা সকল ঋত্বিকেরই কর্ত্তব্য, যজমানের নহে ॥ ৩। ৪। ৪৬ ॥

বৃহদারণ্যকে আছে—"সেই হেতু ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বাল্যে

* শ্রুতেশ্চ শ্রুতিলিঙ্গাদপ্যঙ্গোপাস্তীনাং যজমানগামিফলত্বেঽপি ঋত্বিক্‌কর্ত্তৃত্বম্।

শ্রুতিতাৎপর্য্যের দ্বারাও নির্ণীত হয় যে, অঙ্গোপাসনা সকল ঋত্বিকগণই করিবেন, যজমান তাহা করিবেন না।

* অন্তৎ সহকারি—সহকার্য্যন্তরং, তস্য বিধির্ব্বিধানমেব মৌনমাম্নো বিদ্যাসহকারিণো বিধানমেব মন্তব্যম্। এতচ্চ পক্ষেণ পাক্ষিকম্। পক্ষশ্চ ভেদদর্শনপ্রাবল্যম্। ভেদদর্শনপ্রাবল্যে সতি মৌনং বিধেয়মিতি ভাবঃ। তৃতীয়মিতি বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া। কস্যেদং মৌনমিত্যত আহ তদ্বতো বিদ্যাবতঃ। বিদ্যাবত এব ভেদদর্শনপ্রাবল্যে মৌনং বিধীয়ত ইতি যাবৎ। বিধ্যাদিবদিতি দৃষ্টান্তঃ। বিধ্যাদির্ব্বিধিমুখ্যন্তদ্বৎ। অন্যৎ ভামত্যামনুসন্ধেয়ম্।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে, মৌনের কথা আছে, তাহা বিধি কি অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, বিধি নহে। পরন্তু সিদ্ধান্ত—মৌন জ্ঞানের সহকারী কারণ, অথচ তাহা পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে। সে জন্য তাহা বিধি। এই মৌন বাল্য ও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তৃতীয় এবং ইহা জ্ঞানাতিশয়রূপী। ইহা বিদ্যাবান্ সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত, পরন্তু তাহা অঙ্গবিধি অর্থাৎ মুখ্যবিধির অঙ্গ। •পূর্ব্ব-

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ মুনিরমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ” ইতি বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে। তত্র সংশয়ঃ। মৌনং বিধীয়তে ন বেতি। ন বিধীয়ত ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্, বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্রৈব বিধেরবসিতত্বাৎ। নহি “অথ মুনিঃ” ইত্যত্র বিধায়িকা বিভক্তিরুপলভ্যতে। তস্মাদয়মনুবাদো যুক্তঃ। কুতঃ প্রাপ্তিরিতি চেৎ, মুনি-পণ্ডিতশব্দয়োর্জ্ঞানার্থত্বাৎ “পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য” ইত্যত্রৈব প্রাপ্তং মৌনম্। অপি চ, “অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যত্র তাবদ্ ব্রাহ্মণত্বং

পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ মুনিবমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাঽথ ব্রাহ্মণ ইতি। যত্র হি বিধিবিভক্তিঃ শ্রূয়তে, স বিধেয়ঃ। বাল্যেন তিষ্ঠাসেদিত্যত্র চ সা শ্রূয়তে, ন শ্রূয়তে তু মৌনে। তস্মাৎ যথা “অথ ব্রাহ্মণঃ” ইত্যেতদশ্রূয়মাণবিধিকমবিধেয়মেবং মৌনমপি। ন চাপূর্ব্বত্বাদ্বিধেয়ম্। তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্যেতি পাণ্ডিত্যবিধানাদেব মৌনসিদ্ধেঃ পাণ্ডিত্যমেব মৌনমিতি। অথ বা ভিক্ষুবচনোঽয়ং মুনিশব্দঃ, তত্র দর্শনাৎ, গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থমিত্যত্র তস্মাঽ-

---

অবস্থান করিবেন।; বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লাভ লব্ধ হইলে পর মুনি হইবেন এবং মৌন ও অমৌন নিশ্চয়রূপে লাভ করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হওয়া যায়। অর্থাৎ তখন ব্রহ্মসাক্ষৎকার হয়।” অধ্যয়নাদিপ্রভব ব্রহ্মবুদ্ধির নাম পণ্ডা, তদ্বিশিষ্ট সাধকই পণ্ডিত, তাহার কার্য্য—পাণ্ডিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মশ্রবণ। তাহা অসন্দিগ্ধ ও অবিপর্য্যস্তরূপে লাভ হইলেই পাণ্ডিত্য লাভ হয়। বাল্য = বালভাব অর্থাৎ নিতান্ত সারল্য—শুদ্ধবুদ্ধি। কথা গুলির অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য এই যে, অসম্ভাবনাত্যাগরূপ মননই মৌন। সঙ্কলিতার্থ—অগ্রে শ্রবণ, তৎপরে মনন, তৎপরে মুনি হয়। মুনি = নিবন্তর মননশীল অর্থাৎ নিদিধ্যাসন-তৎপব। সমুদায় কথার নিষ্কর্ষ—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অবিচাল্য বা স্থিরতর হওয়াব পর ব্রাহ্মণ হয়। ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ বা ব্রহ্মাহমিত্যাকার অনুভবপ্রাপ্ত। এই স্থলে সংশয়—উল্লিখিত শ্রুতিতে—মৌনের (মননশীলতার বা নিদিধ্যাসনের) বিধান হইয়াছে কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”—বাল্যভাবে অবস্থান করিবেক, মাত্র এই স্থানেই বিধিবিভক্তি দেখা যায়; কিন্তু মুনি-বাক্যে বিধিবিভক্তি দেখা যায় না। মুনি-বাক্যে “অথ মুনিঃ” এই মাত্র আছে। বিধিবিভক্তি না থাকাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রোক্ত বাক্যে মৌনের বিধান হয় নাই; মাত্র তাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ বলাই যুক্ত, বিধান বলা অযুক্ত। [.কুতঃ...বিধিরিতি] যদি বল, প্রাপ্তি ব্যতীত অনুবাদ হয় না। মৌনের প্রাপ্তি কোথায়? কোন্ বাক্যে মৌনের বিধান

মীমাংসায় যেমন দর্শপূর্ণমাসনামক মুখ্য যাগবিধির অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধানাদি, এই উত্তর মীমাংসাতেও তেমনি মুখ্য বিদ্যাবিধির অঙ্গভূত বিধি মৌন। (ভাষ্যব্যাখ্যা দেখ)।

ন বিধীয়তে, প্রাগেব প্রাপ্তত্বাৎ। তস্মাদ্ যথা "অথ ব্রাহ্মণঃ" ইতি প্রশংসাবাদস্তথৈব "অথ মুনিঃ" ইত্যপি ভবিতুমর্হতি, সমাননির্দ্দেশত্বাৎ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—সহকার্য্যন্তরবিধিরিতি।

বিদ্যাসহকারিণো মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধিরেবাশ্রয়িতব্যঃ, অপূর্ব্বত্বাৎ। ননু পাণ্ডিত্যশব্দেনৈব মৌনস্যাবগতত্বমুক্তম্। নৈষ দোষঃ। মুনিশব্দস্য জ্ঞানাতিশয়ার্থত্বান্মননান্মুনিরিতি চ ব্যুৎপত্তিসম্ভবাৎ "মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ" ইতি চ প্রয়োগদর্শনাৎ। ননু মুনিশব্দ উত্তমাশ্রমবচনোঽপি দৃশ্যতে 'গার্হস্থ্যমাচার্য্যকুলং মৌনং বানপ্রস্থম্' ইত্যত্র। ন। "বাল্মী-

---

স্যতোবিহিতস্যাঽয়মনুবাদঃ। তস্মাদ্বাল্যমেবাত্র বিধীয়তে। মৌনন্তু প্রাপ্তং প্রশংসার্থমনূদ্যত ইতি যুক্তম্।

ভবেদেবং, যদি পণ্ডিতপর্য্যায়ো মুনিশব্দো ভবেৎ, অপি তু জ্ঞানমাত্রং পাণ্ডি-

---

হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে বলিতে পারি, মুনিশব্দের ও পণ্ডিতশব্দের জ্ঞানবাচিতা আছে, সুতরাং "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য" এই বাক্যে মৌনের বিধান বা প্রাপ্তি, প্রোক্ত বাক্যে তাহার প্রশংসাবাদ। "অথ ব্রাহ্মণঃ" এখানে যেমন ব্রাহ্মণত্বের বিধান নহে, পূর্ব্বেই তাহার প্রাপ্তি (ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি) পূর্ব্বে আছে, প্রাপ্ত থাকায় তাহার উল্লেখ প্রসংশাবাদমাত্র, তেমনি, "অথ মুনিঃ" এখানেও মৌনের প্রশংসাবাদ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলিতেছেন, সহকার্য্যন্তরবিধিঃ।

[বিদ্যা . দর্শনাৎ] মৌন জ্ঞানের সহকারী, সে জন্য তাহা বাল্যও পাণ্ডিত্যের ন্যায় বিহিত। অর্থাৎ বিধিভক্তি না থাকিলেও অপূর্ব্বতা বিধায় মৌনের বিধি অনুমান করিবে। (অন্য কোন বাক্যে যাহার বিধান হয় নাই, তাহা অপূর্ব্ব। মৌনও অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ নহে; সুতরাং ঐ বাক্যেই তাহাব বিধান উহ্য করিতে হইবেক।) বলিয়াছিলে যে, পাণ্ডিত্য শব্দেই মুনিও পাওয়া যায়; তদুত্তরে আমরা বলি, পাওয়া গেলেও তাহা দোষাবহ নহে। অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত মৌনের প্রাপ্তি হয় না (বিধান সিদ্ধ হয় না)। কারণ, মুনি-শব্দ প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানাতিশয়বাচী এবং "মননান্মুনিরুচ্যতে" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে উহার মুখ্যার্থ মনন। (এই মনন জ্ঞানের স্বতন্ত্র উপায়—শ্রবণেরই নিদিধ্যাসনের ন্যায় সহকারী কারণ।) "আমি মুনির মধ্যে ব্যাস" এইরূপ প্রয়োগও আছে। (পাণ্ডিত্যশব্দের জ্ঞানার্থতা থাকিলেও তদ্দ্বারা বিদ্যা:-সহকারী মৌন বা মনন লব্ধ বা সিদ্ধ হয় না।) ননু...বিধীয়তে] যদি বল, মুনিশব্দের উত্তমাশ্রমবাচিতাও আছে, (উত্তমাশ্রম = চতুর্থাশ্রম বা সন্ন্যাস), যথা—"গার্হস্থ্য, আচার্য্যকুলবাস, মৌন ও বানপ্রস্থ।" প্রদর্শিত

কিমু নিপুঙ্গবঃ” ইত্যাদিষু ব্যভিচারদর্শনাৎ, ইতরাশ্রমসন্নিধানাচ্চ। পারিশেষ্যাৎ তত্রোক্তমাশ্রয়োপাদানং জ্ঞানপ্রধানত্বাদুত্তমাশ্রমস্য। তস্মাদ্বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে। যত্তু বাল্য এব বিধেঃ পর্য্যবসানমিতি, তথাপ্যপূর্ব্বত্বান্মুনিত্বস্য বিধেয়ত্বমাশ্রীয়তে—মুনিঃ স্যাদিতি। নির্ব্বেদনীয়ত্বনির্দ্দেশাদপি মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যবদ্বিধেয়ত্বাশ্রয়ণম্।

তদ্বতো বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনঃ। কথং বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিন ইত্যবগম্যতে? তদধিকারাৎ “আত্মানং বিদিত্বা পুত্রাদ্যেষণাভ্যো

ত্যম্। জ্ঞানাতিশয়সম্পত্তিস্তু মৌনম্, তত্রৈব তৎপ্রসিদ্ধেঃ। আশ্রমভেদে তু তৎপ্রবৃত্তির্গার্হস্থ্যাদিপদসন্নিধানাৎ। তস্মাদপূর্ব্বত্বান্মৌনস্য বাল্যপাণ্ডিত্যাপেক্ষয়া তৃতীয়মিদং মৌনং জ্ঞানাতিশয়রূপং বিধীয়তে। এবঞ্চ নির্ব্বেদনীয়ত্বমপি বিধান আঞ্জসং স্যাদিত্যাহ—“নির্ব্বেদনীয়ত্বনির্দ্দেশাৎ” ইতি।

কস্যেদং মৌনং বিধীয়তে বিদ্যাসহকারিতয়েত্যত আহ—“তদ্বতঃ” বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো ভিক্ষোঃ। পৃচ্ছতি “কথম্” ইতি। বিদ্যাবত্তা প্রতীয়তে, ন সন্ন্যাসিতেত্যর্থঃ। উত্তরং—তদধিকারাৎ ভিক্ষোস্তদধিকারাৎ। তদ্দর্শয়তি —“আত্মানং বিদিত্বা” ইতি। সূত্রাবয়বং যোজয়িতুং শঙ্কতে

শাস্ত্রে মৌনশব্দ আশ্রমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সত্য; পরন্তু উহা তাহার অসাধারণ বোধক নহে। অর্থাৎ উক্তার্থের ব্যভিচার অন্য প্রয়োগে দৃষ্ট হয়। যথা—“মুনিপুঙ্গব (শ্রেষ্ঠ) বাল্মীকি।” (বাল্মীকি কেবলমাত্র আশ্রমনিষ্ঠ নহে, কিন্তু মননশীল।) উত্তমাশ্রম জ্ঞানপ্রধান, সে জন্য মৌনশব্দে উত্তমাশ্রমই গ্রাহ্য। সেই কারণে বাল্য ও পাণ্ডিত্য এই উপায়দ্বয় অপেক্ষা মৌন তৃতীয় স্থানে পরিপঠিত এবং জ্ঞানাতিশয়রূপ মৌন উদাহৃত-মুনি বাক্যেই বিহিত। [যত্তু...ইতি] যদিও “বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ”—বাল্যে অবস্থান করিবেক, এই স্থানেই বিধির পর্য্যবসান অর্থাৎ বিধিত্ব কেবল বাল্য বিষয়েই প্রত্যক্ষ; তথাপি, পূর্ব্বপ্রাপ্ত নহে বলিয়া মৌনও বিধেয় (বিধির বিষয়)। এ স্থলে “মুনি হইবেক” এইরূপ অর্থের আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ মুনি-ধর্ম্মে নির্ব্বেদের (বৈরাগ্যের) উল্লেখ আছে, সে কারণেও বাল্য ও পাণ্ডিত্যের ন্যায় মৌনের বিধেয়তা।

এই মৌন বিদ্বানের (সন্ন্যাসীর) সম্বন্ধেই বিহিত। অর্থাৎ জ্ঞানীরাই মৌন সাধনের অধিকারী। বিদ্বান্ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থ গ্রহণ করিবার কারণ এই যে, শাস্ত্রে সন্ন্যাসীরই মৌনাধিকার উক্ত হইয়াছে। যথা—“পরোক্ষতঃ আত্মা জানিয়া এষণাত্রয় (লোক, পুত্র ও ধনাদি বিষয়ের ইচ্ছা) হইতে মুক্ত

ব্যুত্থায়াঽথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইতি। নন্থ সতি বিদ্যাবত্ত্বে প্রাপ্নোত্যেব তত্র বিদ্যাতিশয়ঃ, কিং মৌনবিধিনা ? ইত্যত আহ—পক্ষেণেতি। এতদুক্তং ভবতি—যস্মিন্ পক্ষে ভেদদর্শন-প্রাবল্যান্ন প্রাপ্নোতি, তস্মিন্নেষ বিধিরিতি। বিধ্যাদিবৎ। যথা "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবঞ্জাতীয়কে বিধ্যাদৌ সহকারিত্বেনাধানাদিকমঙ্গজাতং বিধীয়তে, এবমবিধিপ্রধা-নেঽপ্যস্মিন্ বিদ্যাবাক্যে মৌনবিধিরিত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪। ৪৭ ॥

এবং বাল্যাদিবিশিষ্টে কৈবল্যাশ্রমে শ্রুতিসিদ্ধে বিদ্যমানে

"নন্থ" ইতি। পরিহরতি—"অত আহ। পক্ষেণ" ইতি। বিদ্যা-বানিতি ন বিদ্যাতিশয়ো বিবক্ষিতঃ, অপি তু বিদ্যোদয়াভ্যাসে প্রবৃত্তঃ, ন পুনরুৎপন্নবিদ্যাতিশয়ঃ। তথা চাস্য পক্ষে কদাচিদ্ভেদদর্শনাৎ বিধিত্বসম্ভব ইত্যর্থঃ। বিধ্যাদিবৎ বিধিমুখ্যঃ প্রধানমিতি যাবৎ। অত এব সমিদাদির্ব্বি-ধ্যন্তঃ। স হি বিধিঃ প্রধানবিধেঃ পশ্চাদিতি তত্রাঽশ্রূয়মাণবিধিত্বেঽপূর্ব্বত্বা-দ্বিধিরাস্থেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩। ৪। ৪৭ ॥

নন্থ যদ্যয়মাশ্রমো বাল্যপ্রধানঃ, কস্মাৎ পুনর্গার্হস্থ্যেনোপসংহরতীতি চোদয়তি—"এবং বাল্যাদিবিশিষ্টঃ" ইতি। অত উত্তরং পঠতি—

হইবেক। অনন্তর ভিক্ষাচর্য্যে অবস্থান করিবেক। পরে বাল্য পাণ্ডিত্য ও মৌন অবলম্বন করিবেক।" [নন্থ...রিত্যর্থঃ] যদি কেহ ভাবেন যে, বিদ্যাবত্তা থাকিলে তাহার আতিশয্য সহজলভ্য; স্থতরাং মৌন বিধা-নের প্রয়োজন ? সূত্রকার তদুত্তরে প্রয়োজন দেখাইবার জন্য "পক্ষেণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই যে, যখন বা যাহার ভেদজ্ঞান প্রবল হয় বা থাকে, তখন বা তাহার পক্ষেই মৌনের বিধান। যেমন যাগসম্বন্ধীয় মুখ্য বিধির অঙ্গীভূত বিধি অনুসাশিত হয় (পূর্ব্ব-কাণ্ডে), তেমনি, এই মৌন-বিধিও মুখ্য জ্ঞানবিধির অঙ্গীভূত। "স্বর্গ কামী দর্শপূর্ণমাস যাগ করিবেক।" এই একটী প্রধান বিধি, ইহাই সহকারী বা অঙ্গীভূত বিধি অগ্ন্যাধান প্রভৃতি। সেইরূপ মুখ্য বা প্রধান বিধি "জিজ্ঞাসিতব্য" "দ্রষ্টব্য", এবং তাহার সহকারী বা অঙ্গবিধি মৌন প্রভৃতি ॥ ৩। ৪। ৪৭ ॥

[এবং...পঠতি] অতএব, বাল্যাদিপ্রধান কৈবল্যাশ্রম (চতুর্থাশ্রম—সন্ন্যাস) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। যদি কেহ বলেন, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ উত্তরাশ্রম বিদ্যমানে ছান্দোগ্যে "সমাবর্ত্তনের পর অর্থাৎ বেদব্রত ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপনের পর কুটুম্বে অর্থাৎ গার্হস্থ্যে—" ব্রতদ্রূপ বাক্যে গার্হস্থ্যের দ্বারা প্রস্তাবের উপসংহার করিবার কারণ কি ? গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার করায় অবশ্যই বুঝিতে হইবে, গার্হস্থ্যের

কস্মাচ্ছান্দোগ্যে গৃহিণোপসংহারঃ "অভিসমাবৃত্য কুটুম্বে" ইত্যত্র, তেন হ্যুপসংহরন্ তদ্বিষয়মাদরং দর্শয়তীত্যত উত্তরং পঠতি—

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥৩।৪।৪৮॥*

তু-শব্দো বিশেষণার্থঃ। কৃৎস্নভাবোঽস্য বিশিষ্যতে। বহুলায়াসানি হি বহূন্যাশ্রমকর্ম্মাণি চ যথাসম্ভবমহিংসেন্দ্রিয়সংযমাদীনি তস্যাপি বিদ্যন্তে। তস্মাৎ গৃহমেধিনোপসংহারো ন বিরুধ্যতে॥ ৩। ৪। ৪৮ ॥

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥†

যথা মৌনং গার্হস্থ্যঞ্চৈতাবাশ্রমৌ শ্রুতিসম্মতাবেবমিতরাবপি

ছান্দোগ্যে বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাদ্ গার্হস্থ্যস্য চাশ্রমান্তরধর্ম্মাণাঞ্চ কেষাঞ্চিদহিংসাদীনাং সমবায়াৎ তেনোপসংহারো ন পুনস্তেন সমাপনাদিত্যর্থঃ। এবং তদাশ্রমদ্বয়োপন্যাসেন কচিৎ কদাচিদিতরাভাবশঙ্কা মন্দবুদ্ধেঃ স্যাদিতি তদপাকরণার্থং সূত্রম্॥ ৩। ৪৮॥

আদরাতিশয় দেখাইবার জন্যই গার্হস্থ্যের দ্বারা উপসংহার। সূত্রকার ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতেছেন—

গৃহীর সম্বন্ধে বিশেষ আছে। সে বিশেষ কৃৎস্নভাব (কৃৎস্ন = সমুদায়) গৃহীর যে কৃৎস্নভাব আছে, তাহা দেখাইবার জন্যই শ্রুতি উপসংহারে গার্হস্থ্যের কথা বলিয়াছেন। বিশদার্থ এই যে, গৃহী বহ্বায়াস-সাধ্য সমুদায় যজ্ঞাদি কার্য্য করিবেন এবং অন্যাশ্রমবিহিত অহিংসা সংযমাদিও যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিবেন। গৃহীর গার্হস্থ্যবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যই আছে; অধিকন্তু তাহাতে আশ্রমান্তরবিহিত অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যাদিও আছে। এই অধিক অভিপ্রায়টুকু বলিবার জন্যই শ্রুতি উপসংহারকালে গৃহস্থের কথা বলিয়াছেন॥ ৩। ৪। ৪৮॥

যদ্রূপ মৌন ও গার্হস্থ্য এই দুই আশ্রম শ্রুতিসম্মত, তদ্রূপ, বানপ্রস্থ ও গুরুকুলবাস এই দুই আশ্রমও শ্রুতিসম্মত। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী এতন্নামক

---

* কৃৎস্নভাবাৎ বহুলায়াসসাধ্যকর্ম্মবহুলত্বাৎ গার্হস্থ্যস্য তত্র চাশ্রমান্তরধর্ম্মাণাঞ্চ কেষাঞ্চিদহিংসাদীনাং সত্ত্বাৎ গার্হস্থ্যেনোপসংহার ইতি যোজনা।

গৃহস্থের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম বহু ও বহ্বায়াসসাধ্য, তন্মধ্যে তাহাদের অন্যাশ্রম নিহিত কোন কোন ধর্ম্ম উপসংহৃত অর্থাৎ সংগৃহীত আছে, সেই জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রস্তাব শেষে গৃহস্থের উল্লেখ।

† ইতরেষাং বানপ্রস্থব্রহ্মচারিণোঃ। বৃত্তিভেদবিবক্ষয়া বহুবচনম্।

শ্রুতিতে মৌনাশ্রমের ন্যায় অন্যান্য আশ্রমেরও উপদেশ (বিধান) আছে।

বানপ্রস্থ-গুরুকুলবাসৌ। দর্শিতা হি পুরস্তাৎ শ্রুতিঃ "তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়ঃ" ইত্যাদ্যা। তস্মাচ্চতুর্ণামপ্যাশ্রমাণামুপদেশাবিশেষাৎ তুল্যবৎ বিকল্পসমুচ্চয়াভ্যাং প্রতিপত্তিঃ। ইতরেষামিতি দ্বয়োরাশ্রময়োর্ব্বহুবচনং বৃত্তিভেদাপেক্ষয়ানুষ্ঠানভেদাপেক্ষয়া বেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥৩।৪।৪৯॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ৩ । ৪ । ৫০ ॥*

"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইতি বাল্যমনুষ্ঠেয়তয়া শ্রূয়তে। তত্র বালস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা বাল্যমিতি তদ্ধিতে সতি, বালভাবস্য বয়োবিশেষস্যেচ্ছয়া সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ যথোপপাদ-মূত্রপুরীষত্বাদিবালচরিতম্ অন্ত-

---

বৃত্তির্ব্বানপ্রস্থানামনেকবিধৈবেবং ব্রহ্মচারিণোঽপীতি বৃত্তিভেদোঽনুষ্ঠাতারো বা পুরুষা ভিদ্যন্তে। তস্মাদ্দ্বিত্বেঽপি বহুবচনমবিরুদ্ধম্ ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥

বাল্যেনেতি যাবদ্বালচরিতশ্রুতেঃ কামচারবাদভক্ষতায়াশ্চাত্যন্তবাল্যেন ..

আশ্রমের প্রতি "তাপস দ্বিতীয় ও গুরুকুলবাসী ব্রহ্মচারী তৃতীয়," ইত্যাদ শ্রুতিপ্রমাণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব, আশ্রম চতুষ্টয় বিষয়ে উপদেশের বিশেষ না থাকায় তুল্যরূপে সে সকলের বিকল্প অথবা সমুচ্চয় পাওয়া যাইতে পারে। (যে যে-আশ্রম ইচ্ছা করে, সে সেই আশ্রমই অবলম্বন করিতে পারে! অথবা পর পর সমুদায় আশ্রমও গ্রহণ করিতে পাবে।) সূত্রে যে "ইতরেষাং" বহুবচনের প্রয়োগ আছে, বুঝিতে হইবে, তাহা বৃত্তির বা অনুষ্ঠানের ভিন্নতা অনুসারে। বানপ্রস্থের ও ব্রহ্মচারীর বৃত্তি অন্যাশ্রমবৃত্তি হইতে ভিন্ন, এই অভিপ্রায়েই হউক, আর অন্যাশ্রম অপেক্ষা বানপ্রস্থাদি আশ্রম দ্বয়েব অনুষ্ঠানের গুণাধিক্য, এই অভিপ্রায়েই হউক, বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ৩ । ৪ । ৪৯ ॥

"ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া বালভাবে অবস্থান করিবেন" এই শ্রুতিতে বালভাবের অনুষ্ঠেয়তা শ্রুত হইয়াছে। তদ্বাক্যস্থ বালভাব যে, কি, তাহা বিবেচনীয়। "বালকের ভাব বা বালকের কর্ম্ম" এইরূপ অর্থে বাল্য-শব্দ তদ্ধিতপ্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। বালভাবরূপ বাল্য বয়োবিশেষেই প্রসিদ্ধ। সেই বয়োবিশেষ ইচ্ছার দ্বারা আনয়ন করা যায় না; সুতরাং বাল্যান্তর্গত যে,

---

* অনাবিস্কুর্ব্বন্ আত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতো ভবেদিতি ভাবশুদ্ধিরূপমেব বাল্যং বিধীয়ত ইতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ অন্বয়াৎ। এবং হ্যস্য বাক্যস্যান্বয়ঃ সঙ্গতার্থতা সেৎস্যতি।

ভাবশুদ্ধিরূপ বাল্যই "বাল্যে অবস্থান করিবেক" এতদ্বাক্যে বিহিত হইয়াছে, যথেষ্টাচারিত্বরূপ বালচরিতের অনুষ্ঠান বিহিত হয় নাই। কারণ, ভাবশুদ্ধিপক্ষেই বাক্যার্থের সঙ্গতি হয়। যথেষ্টাচার পক্ষে নহে। অপিচ, জ্ঞানবিধির সহকারিত্বও ভাবশুদ্ধি বিধান পক্ষেই সঙ্গত হয়। (ভাষ্যানুবাদ দেখ)

র্গতা বা ভাববিশুদ্ধির্দ্দম্ভদর্পপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরহিততা বা বাল্যং স্যাদিতি সংশয়ঃ। কিং তাবৎ প্রাপ্তম্? কামচারবাদ-ভক্ষতা যথোপপাদমূত্রপুরীষত্বঞ্চ প্রসিদ্ধতরং লোকে বাল্যম্—ইতি তদ্গ্রহণং যুক্তম্। নন্থ পতিতত্বাদিদোষপ্রাপ্তেন যুক্তং কামচারতাদ্যাচরণম্। ন। বিদ্যাবতঃ সন্ন্যাসিনো বচনসামর্থ্যাদ্দোষনিবৃত্তেঃ পশুহিংসাদিম্বিবেত্যেবং প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

ন। বচনস্য গত্যন্তরসম্ভবাৎ। অবিরুদ্ধে হ্যন্যস্মিন্ বাল্য-শব্দাভিলপ্যে লভ্যমানে ন বিধ্যন্তরব্যাঘাতকল্পনা যুক্তা। প্রধা-নোপকারায় চাঙ্গং বিধীয়তে। জ্ঞানাভ্যাসশ্চ প্রধানমিহ যতী-

প্রসিদ্ধেঃ শৌচাদিনিয়মবিধায়িনশ্চ সামান্যশাস্ত্রস্থানেন বিশেষশাস্ত্রেণ বাধনাৎ সকলবালচরিতবিধানমিতি প্রাপ্তেঽভিধীয়তে—

বিদ্যাঙ্গত্বেন বাল্যবিধানাৎ সমস্তবালচর্য্যায়াঞ্চ প্রধানবিরোধপ্রসঙ্গাৎ, যৎ

অপর দুইটী ভাব আছে, সেই দুএর অন্যতর ভাবই বাল্যশব্দে গৃহীত হইতে পারে। বালকের একটী ভাব যথেষ্টাচার—উদ্দেশ্যহীন লীলা—বিষ্ঠামূত্রাদি-জ্ঞানশূন্যতা এবং অপর ভাব—ভাবশুদ্ধি (সারল্য)—দম্ভদর্পাদিরাহিত্য—ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিতত্ব প্রভৃতি। বয়োবিশেষ অনুষ্ঠানের অযোগ্য বলিয়া উদাহৃত স্থলে সে অর্থ গ্রাহ্য নহে; অতএব উক্ত দ্বিবিধ বালচরিতের অন্যতর চরিতই গ্রাহ্য এবং সেই কারণেই সংশয় হয়, বাল্যশব্দে প্রথমোক্ত বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? কি দ্বিতীয় বালচরিত অর্থ গ্রাহ্য? অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি) কি কামচার কামভক্ষ কামবাদী ও বিষ্ঠামূত্রাদিরক্ষিত হইবেন? কিংবা বালকের ন্যায় শুদ্ধভাবান্বিত ও যৌবনোচিত-ইন্দ্রিয়চেষ্টাদিরহিত হইবেন? পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, কামচার কামভক্ষ ও বিষ্ঠামূত্রাদি বিষয়ে যথেচ্ছচারী হইবেন। কারণ, বালকের ঐ ভাবই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। [নমু...মাশ্রীয়তে] যদি বল, তাহাতে তাহার (সন্ন্যাসীর) পাতিত্যাদি প্রাপ্তি হইতে পারে, আমরা বলি, তাহা তাহার হইতে পারে না। উক্ত যথেষ্টাচার শাস্ত্রবিধান-সম্মত হইলে জ্ঞানী সন্ন্যাসীর তাহাতে পাতিত্যাদি দোষ জন্মিবে কেন? প্রত্যুত তাহাতে তাহাদের দোষাভাবই থাকিবেক। হিংসা সামান্যতঃ নিষিদ্ধ সত্য; কিন্তু শাস্ত্রীয় হিংসা দোষাবহ নহে। এই যেমন দৃষ্টান্ত; তেমনি, যথেষ্টাচার সম্বন্ধে সামান্যতঃ নিষেধ থাকিলেও বাল্যসম্পর্কীয় যথেষ্টাচার জ্ঞানী সন্ন্যাসীর প্রতি বিহিত হওয়ায় তাহা তাহাদের পক্ষে—গৃহস্থের শাস্ত্রীয় হিংসার ন্যায়ই নির্দ্দোষ। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সূত্রকার তাহার উত্তরপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন।

তাহা নহে, অর্থাৎ উদাহৃত বচনের যথেষ্টাচার বিধানের সামর্থ্য নাই।

নামনুষ্ঠেয়ম্। ন চ সকলায়াং বলচর্য্যায়ামঙ্গীক্রিয়মাণায়াং জ্ঞানাভ্যাসঃ সম্ভাব্যতে। তস্মাদান্তরো ভাববিশেষো বালস্যাহপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদিরিহ বাল্যমাশ্রীয়তে। তদাহ—অনাবিষ্কুর্ব্বন্নিতি। জ্ঞানাধ্যয়নধার্ম্মিকত্বাদিভিরাত্মানমবিখ্যাপয়ন্ দম্ভদর্পাদিরহিতো ভবেৎ, যথা বালোহপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়তয়া ন পরেষ্বাত্মানমাবিষ্কর্ত্তুমীহতে, তদ্বৎ। এবং হ্যস্য বাক্যস্য প্রধানোপকার্য্যর্থানুগম উপপদ্যতে। তথা চোক্তং স্মৃতিকারৈঃ—

"যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ॥
গূঢ়ধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ অজ্ঞাতচরিতং চরেৎ।
অন্ধবৎ জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীঞ্চরেৎ॥"

তদনুগুণমপ্রৌঢ়েন্দ্রিয়ত্বাদি ভাবশুদ্ধিরূপং, তদেব বিধীয়তে। এবঞ্চ শাস্ত্রান্তরাবাধেনাপ্যুপপত্তৌ ন শাস্ত্রান্তরবাধনমন্যায্যং ভবিষ্যতীতি॥ ৩। ৪। ৫০॥

যে স্থানে গত্যন্তর না থাকে, সেই স্থানেই যথাশ্রুতার্থ স্বীকৃত হয়; পরন্তু এ স্থানে গত্যন্তর আছে। যদি বাল্যশব্দের অবিরুদ্ধ অর্থ থাকে, অথবা পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিধ্যন্তরের পীড়া বা বাধা জন্মান উচিত নহে। প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের বিধান। এখানেও জ্ঞানাভ্যাস প্রধান, অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাসই যতিদিগের প্রধান অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানীর জন্য যদি সমুদায় বালচরিত স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস সম্ভব হয় কৈ? অতএব, তদন্তর্ব্বর্ত্তী ভাবসারল্য ও ইন্দ্রিয়চাপল্যাভাব, এই দুই রকম বাল্যই সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়। [তদাহ...উপপদ্যতে] ব্যাস এই সিদ্ধান্ত "অনাবিষ্কুর্ব্বন্" সূত্রে বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী জ্ঞান, অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতির দ্বারা আপনাকে প্রখ্যাত না করিয়া দম্ভদর্পাদিরহিত হইবেন। যেমন বালক অনুদ্ভিন্ন-ইন্দ্রিয়তা নিবন্ধন শুদ্ধভাবে থাকে, আত্মমহিমা প্রকাশ করিবার চেষ্টা পায় না, উত্তরাশ্রমী জ্ঞানীও সেইরূপে অবস্থিতি করিবেন। সেইরূপ বাল্যই বিধেয়। সেইরূপ বাল্যের বিধান হইলেই উদাহৃত বাল্য-বাক্যের প্রধানোপকারিতা সংরক্ষিত হইতে পারে। প্রধান বিধি জ্ঞানাভ্যাস, তাহার অঙ্গবিধি বাল্য। [তথাচোক্তং...চৈবমাদি] এ কথা স্মৃতিকারেরাও বলিয়াছেন। যথা—"যে আপনার কুলীনত্ব অকুলীনত্ব, পাণ্ডিত্য, অপাণ্ডিত্য সদাচারিত্ব অসদাচারিত্ব জ্ঞাত নহে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী আপনার কৌলীন্যাদির অভিমান করে না, সে সকল তাহার থাকেও না, অনুষ্ঠেয়ও নহে। জ্ঞানীরা রহস্যাবলম্বনপূর্ব্বক অজ্ঞাত চর্য্যায় বিচরণ করেন। তাঁহাদের চর্য্যা বা শীল অন্যের দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা এই পৃথিবীতে অন্ধের ন্যায়, জড়ের ন্যায় ও মূকের ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বশ্য নহেন,

"অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তচরঃ" ইতি চৈবমাদি ॥৩।৪।৫০॥

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥৩।৪।৫১॥*

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ" ইত্যত আরভ্যোচ্চাবচং বিদ্যাসাধনমবধারিতং তৎফলং বিদ্যা সিধ্যন্তী কিমিহৈব জন্মনি সিধ্যতি? উত কদাচিদমুত্রাপি? ইতি চিন্ত্যতে। কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্? ইহৈবেতি। কিং কারণম্? শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা হি বিদ্যা। ন চ কশ্চিৎ 'অমুত্র বিদ্যা মে জায়তাম্' ইত্যভিসন্ধায় শ্রবণাদিষু প্রবর্ত্ততে, সমান এব তু জন্মনি বিদ্যাজন্মাভিসন্ধায় তেষু প্রবর্ত্তমানো

সঙ্গতিমাহ—"সর্ব্বাপেক্ষা চ" ইতি। কিং শ্রবণাদিভিরিহৈব বা জন্মনি বিদ্যা সাধ্যতে, উতানিয়ম ইহ বাঽমুত্র বেতি। যদ্যপি কর্ম্মাণি যজ্ঞাদীন্যনিয়তফলানি, তেষাঞ্চ বিদ্যোৎপাদসাধনত্বেন বিদ্যোৎপাদস্যানিয়মঃ প্রতিভাতি, তথা চ গর্ভস্থস্য বামদেবস্যাত্মপ্রতিবোধশ্রবণাৎ, "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" ইতি চ স্মরণাদামুষ্মিকত্বমপ্যবগম্যতে, তথাপি যজ্ঞাদীনাং

রসনেন্দ্রিয়াদির বশ্য নহেন, কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও বশ্য নহেন।" তত্ত্বজ্ঞ লোক অব্যক্তলিঙ্গ অর্থাৎ ধর্ম্মচিহ্নধারী হন না। তাঁহাদের আচার নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য।" ইত্যাদি ॥৩।৪।৫০॥

"সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ।" এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত ছোট বড় নানাপ্রকার জ্ঞানসাধন বিচারিত হইল। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, সেই সকল সাধনের ফল বিদ্যা (জ্ঞান), তাহা এতজ্জন্মেই জন্মে? কি পর জন্মে জন্মে? অর্থাৎ সাধকের সাধনফল তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই হয় কি না। পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, এই জন্মেই হয়। কারণ এই যে, বিদ্যা সাধারণতঃ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকা। অর্থাৎ শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই বিদ্যা বা জ্ঞান জন্মে। কোন সাধকই পরলোকে আমার জ্ঞান হইবেক ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। বিদ্যাফল জ্ঞান কারীরীফল (কারীরী=একপ্রকার যাগ) বৃষ্টির সহিত সমান। তাহা যেমন ঐহিক, তেমনি সাধনফল বিদ্যাও ঐহিক। (কোন্ কালে ঘট জন্মিবে, তাহার স্থিরতা নাই, তেমন স্থলে কেহই কালান্তরভাবী ঘট দেখিবার জন্য নেত্র উন্মীলন করে না, তেমনি কোন্ জন্মে বা কোন দেহে তত্ত্ব জ্ঞান

---

* বিদ্যাজন্ম ঐহিকমপি ভবতি অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে—অসতি বাধকে। অপি-শব্দশ্চার্থে। প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়া বিদ্যাজন্মৈহিকমামুষ্মিকং বেতি পরমার্থঃ। তদ্দর্শয়তি শ্রুতিরিতি শেষঃ।

প্রতিবন্ধ না থাকিলে এতদ্দেহে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে। প্রতিবন্ধ থাকিলে যাবৎ না প্রতিবন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি হয় না; অবরুদ্ধ থাকে। সেই কারণে তাহা জন্মান্তরেও হয়। এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে।

দৃশ্যতে। যজ্ঞাদীন্যপি শ্রবণাদিদ্বারেণৈব বিদ্যাং জনয়ন্তি, প্রমাণজন্যত্বাদ্বিদ্যায়াঃ। তস্মাদৈহিকমেব বিদ্যাজন্মেত্যেবং প্রাপ্তে বদামঃ।

ঐহিকং বিদ্যাজন্ম ভবত্যসতি প্রস্তুতপ্রতিবন্ধ ইতি। এতদুক্তং ভবতি—যদা প্রক্রান্তস্য বিদ্যাসাধনস্য কশ্চিৎ প্রতিবন্ধো ন ক্রিয়তে উপস্থিতবিপাকেন কর্ম্মান্তরেণ, তদেহৈব বিদ্যা উপপদ্যতে। যদা তু খলু প্রতিবন্ধঃ ক্রিয়তে, তদাঽমুত্রেতি। উপস্থিতবিপাকত্বঞ্চ কর্ম্মণো দেশকালনিমিত্তোপনিপাতাদ্ভবতি। যানি চৈকস্য কর্ম্মণো বিপাচকানি দেশকালনিমিত্তানি, ন তান্যেবান্যস্যাপীতি নিয়ন্তুং শক্যতে, যতো বিরুদ্ধফলান্যপি কর্ম্মাণি

প্রমেয়াণামপ্রমাণত্বাচ্ছ্রবণাদেশ্চ প্রমাণত্বাত্তেষামেব সাক্ষাদ্বিদ্যাসাধনত্বম্। যজ্ঞাদীনাং সত্ত্বশুদ্ধ্যাধানেন বা বিদ্যোৎপাদকশ্রবণাদিলক্ষণপ্রমাণপ্রবৃত্তিবিঘ্নোপশমেন বা বিদ্যাসাধনত্বম্। শ্রবণাদীনাং ত্বনপেক্ষাণামেব বিদ্যোৎপাদকত্বম্। ন চ প্রমাণেষু প্রবর্ত্তমানাঃ প্রমাতার ঐহিকমপি চিরভাবিনং প্রমোৎপাদং কাময়ন্তে, কিন্তু তাদাত্বিকমেব, প্রাগেব তু পারলৌকিকম্। ন হি কুম্ভদিদৃক্ষুশ্চক্ষুষী সমুন্মীলয়তি কালান্তরীয়ায় কুম্ভদর্শনায়, কিন্তু তাদাত্বিকায়। তস্মাদৈহিক এব বিদ্যোৎপাদো নানিয়তকালঃ। শ্রুতিস্মৃতী চ পারলৌকিকং

জন্মিবে, তাহা স্থির না থাকিলে দেহান্তরলভ্য জ্ঞানোদয়ের জন্য কোনও ব্যক্তি শ্রবণাদি করিতে প্রবৃত্ত হয় না।) এই জন্মেই জ্ঞান হইবেক, এইরূপ আশায়ই লোক সকল শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সর্ব্বজন বিদিত।

যজ্ঞাদি কার্য্যও শ্রবণাদি উৎপাদনের দ্বারা জ্ঞানের জনক। (যজ্ঞাদি করিতে করিতে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি হইলেই শ্রবণাদিপ্রবৃত্তি হয়, অনন্তর শ্রুতবিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করে, তৎপরে তাহার তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়।) বিদ্যা বা জ্ঞান প্রমাণপ্রভব ; সে জন্য তাহার শ্রবণপূর্ব্বকত্ব অব্যাহত। ফলিতার্থ—যজ্ঞ নিজে জ্ঞান জন্মায় না : কিন্তু শ্রবণে প্রবৃত্তি জন্মায়। শ্রবণের পর মনন নিদিধ্যাসন, তৎপরে জ্ঞান। এইরূপেই যজ্ঞাদিকার্য্য জ্ঞানের উপকারী। সেই জন্যই বলি, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি ঐহিক অর্থাৎ ইহ জন্মেই হয়। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ লাভ হওয়ায় তদুত্তরার্থ বলা যাইতেছে যে, যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক হয়, অর্থাৎ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ হইতে পাবে। [এতদুক্তং...সঙ্কীর্ত্তয়তি] পাছে কেহ ভাবেন, আশঙ্কা করেন যে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এতত্ত্রিতয় ঐকান্তিক সাধন কি না, তদর্থে সূত্রকার বলিতেছেন—জ্ঞান-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অন্য কোন কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বকৃত

ভবন্তি। শাস্ত্রমপি অস্য কর্ম্মণ ইদং ফলমিত্যেতাবতি পর্য্যবসিতং, ন দেশকালনিমিত্তবিশেষমপি সঙ্কীর্ত্তয়তি। সাধনবীর্য্যবিশেষাত্তু অতীন্দ্রিয়া হি কস্যচিৎ শক্তিরাবির্ভবতীতি তৎপ্রতিবদ্ধা পরস্য তিষ্ঠতি। ন চাবিশেষেণ বিদ্যায়ামভিসন্ধির্নোৎপদ্যতে, ইহামুত্র বা মে বিদ্যা জায়তামিত্যভিসন্ধের্নিরঙ্কুশত্বাৎ।

বিদ্যোৎপাদং স্তুত্যা ব্রূতে। ইত্থম্ভূতানি নাম শ্রবণাদীন্যাবশ্যকফলানি, যৎ কালান্তরেঽপি বিদ্যামুৎপাদয়ন্তীতি। এবং প্রাপ্ত উচ্যতে—

কর্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ ভোগসাধন কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু তৎকালে যদি কর্ম্মান্তর প্রবল বেগে ফলোন্মুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞান সে জন্মে বা সে উদ্যমে না হইয়া পর জন্মে হইবে। কৃতকর্ম্মের বিপাক (ফলে পরিণত হওয়া) দেশ, কাল ও নিমিত্তবিশেষ উপস্থিত হইলেই হয়, তাহার অন্যথা হয় না। যে সকল দেশ, কাল ও নিমিত্ত (কারণ) এক কর্ম্মের বিপাচক অর্থাৎ ফলদাতা, সেই সকল কাল, দেশ, সেই নিমিত্ত সেই কালে কর্ম্মান্তরেরও বিপাচক হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল নানা বা বিভিন্ন ও পরস্পর বিরুদ্ধ। (বিরুদ্ধ বলিয়াই ভোগসাধন কর্ম্মফল জ্ঞানসাধন কর্ম্মের ফল জন্মিতে দেয় না—অবরুদ্ধ করিয়া রাখে।) শাস্ত্র "অমুক কর্ম্মের অমুক ফল" এইমাত্র বলেন, কিন্তু সে ফল যে কবে ও কোন্ উপলক্ষ্যে হইবে, তাহা বলেন না। তাহাতেই বুঝা যায়, কর্ম্মের ফলকাল অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। [সাধন...ত্বাৎ] অন্যান্য কর্ম্ম জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক হয়, কিন্তু শ্রবণাদি কর্ম্ম কর্ম্মান্তরের প্রতিবন্ধক হয় না। কেন হয় না, তাহা বলিতেছি। সাধনের শক্তি একরূপ নহে। কোন কোন সাধনের সামর্থ্য অত্যন্ত প্রবল; তদনুসারে সাধকাত্মায় অনির্ব্বাচ্য অতীন্দ্রিয় শক্তি আইসে, সেই শক্তির প্রভাবেই ক্ষুদ্রশক্তি অবরুদ্ধ থাকে, ফল দিতে পারে না। জ্ঞানার্থীরা সাধন-সামর্থ্যের অনুরূপ জ্ঞান কামনা করে, সেই জন্য তাহাদের অভিসন্ধিও বিভিন্ন বা তরতম হয়। কেহ "এই জন্মেই জ্ঞানী হইব" ইত্যাকার উৎকট (তীব্র) সঙ্কল্প ধারণ করতঃ সাধনায় প্রবৃত্ত হয় বা থাকে, কেহ বা শিথিল ভাবে সাধনানুষ্ঠান করিতে থাকে। সুতরাং ফললাভও তাহাদের অবাধে ও বাধাক্রান্ত হয়। অভিসন্ধি সকলের সমান নহে। তাহারও বিশেষ বা ভেদ দৃষ্ট হয়। জ্ঞান, হয় এই জন্মে হইবে, না হয় জন্মান্তরে হইবে, সকলের এরূপ অভিসন্ধি (সঙ্কল্প) থাকে না। কাহারো কাহারো "এই জন্মেই জ্ঞানদর্শনলাভ করিব" এইরূপ তীব্র অভিসন্ধি থাকে।*

---

* যাহাদের উক্তপ্রকার তীব্র বা উৎকট অভিসন্ধি, তাহাদেরই সাধনা (শ্রবণাদি) অতিশয় তীব্র বা বীর্য্যবান্ হয় ও অতীন্দ্রিয় শক্তি জন্মায়, সুতরাং তাহাদেরই শ্রবণাদি বাধা

শ্রবণাদিদ্বারেণাপি বিদ্যোৎপদ্যমানা প্রতিবন্ধ-ক্ষয়াপেক্ষ-য়ৈবোৎপদ্যতে। তথা চ শ্রুতিদুর্ব্বোধত্বমাত্মনো দর্শয়তি—

"শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা,
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" ইতি।

গর্ব্ভস্থ এব চ বামদেবঃ প্রতিপেদে ব্রহ্মভাবমিতি বদন্তী জন্মান্তরসঞ্চিতাৎ সাধনাদপি জন্মান্তরে বিদ্যোৎপত্তিং দর্শয়তি। ন হি গর্ভস্থস্যৈবৈহিকং কিঞ্চিৎ সাধনং সম্ভাব্যতে। স্মৃতাবপি

যত এবাত্র বিদ্যোৎপাদে শ্রবণাদিভিঃ কর্ত্তব্যে যজ্ঞাদীনাং কর্ম্মান্তরপ্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধাভ্যামনিয়তফলত্বেন তদপেক্ষাণাং শ্রবণাদীনামপ্যনিয়তফলত্বং ন্যায্যমন-পহতবিঘ্নানাং শ্রবণাদীনামনুৎপাদকত্বাদবিশুদ্ধসত্ত্বাঘা পুংসঃ প্রত্যয়ানুৎপাদকত্বাৎ।

[শ্রবণাদি...সম্ভাব্যতে] শ্রবণাদির দ্বারাই জ্ঞান জন্মে, শ্রবণাদিই জ্ঞানজন্মের প্রতি পুষ্কল হেতু, ইহা সত্য বটে ; পরন্তু তাহা (শ্রবণাদি) প্রতিবন্ধক্ষয়সাপেক্ষ। (জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকাভাব সহকারে শ্রবণাদির কারণতা অবধৃত আছে।) সেই কারণে প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। শ্রুতিও সেই কারণে বা তাহা দেখাইবার জন্য আত্মার দুর্ব্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—"যিনি শ্রবণেও বহু লোকের লভ্য নহেন অর্থাৎ যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুর্লভ ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, শুনিলেও যাঁহাকে বহু লোকে জানিতে পারে না অর্থাৎ শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে, এই আত্মার বক্তা (বক্তা = উপদেষ্টা) আশ্চর্য্য এবং তাঁহাকে পায় বা লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য (কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি)। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝায় এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্লভ) এবং তদ্বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে, এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য অর্থাৎ দুর্লভ।", এতদ্ভিন্ন অন্য শ্রুতি গর্ভস্থ বামদেবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বর্ণন করিয়া জানাইয়াছে যে, জন্মান্তরসঞ্চিত সাধনার বলেও জন্মান্তরে জ্ঞানদর্শন হয়। জন্মান্তরসঞ্চিত সাধনসংস্কারের জ্ঞানকারণতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গর্ভস্থ বালকের ঐহিক সাধন কোথায়? তাহার সম্ভাবনাই বা কি? [স্মৃতা...দর্শয়তি] এ কথা স্মৃতিতেও আছে।

বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তদ্দেহেই জ্ঞান জন্মায়। অভিসন্ধির ও সাধনের শিথিলতা থাকিলেই পূর্ব্বকৃত ভোগসাধক কর্ম্ম প্রবলতা প্রাপ্ত হয়, হইলে জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মায়। সেই কারণে তাহাদের জ্ঞানসাধনের ফল জন্মান্তর প্রতীক্ষা করে। জন্মান্তর প্রতীক্ষা কি না ভোগক্ষয়ে প্রতীক্ষা। ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ শেষ এক জন্মেও হইতে পারে, ততোধিক জন্মেও হইতে পারে। ভরতের তিন জন্মে ভোগক্ষয় হইয়াছিল।

"অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি" ইত্যর্জ্জুনেন পৃষ্টো ভগবান্ বাসুদেবঃ "ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত, গচ্ছতি" ইত্যুক্ত্বা পুনস্তস্য পুণ্যলোকপ্রাপ্তিং সাধুকুলে সম্ভূতিঞ্চাভিধায়, অনন্তরং, "তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্"ইত্যাদিনা "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্" ইত্যন্তেনৈতদেব দর্শয়তি। তস্মাদৈহিকমামুষ্মিকং বা বিদ্যাজন্ম প্রতিবন্ধক্ষয়াপেক্ষয়েতি স্থিতম্ ॥ ৩ । ৪ । ৫১ ॥

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ৩ । ৪ । ৫২ ॥*

যথা মুমুক্ষোর্ব্বিদ্যাসাধনাবলম্বিনঃ সাধনবীর্য্যবিশেষাৎ বিদ্যা-

---

তথা চ তেষাং যজ্ঞাদ্যপেক্ষাণাং তেষাঞ্চানিয়তফলত্বেন শ্রবণাদীনামপ্যনিয়তফলত্বং যুক্তম্, এবং শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিবন্ধো ন স্তুতিমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়ো ভবিষ্যতি। পুরুষাশ্চ বিদ্যার্থিনঃ সাধনসামর্থ্যানুসারেণ তদনুরূপমেব কাময়িষ্যন্তে। তদিদমুক্তমভিসন্ধের্নিরঙ্কুশত্বাদিতি ॥ ৩ । ৪ । ৫১ ॥

যজ্ঞাদ্যুপকৃতবিদ্যাসাধনশ্রবণাদিবীর্য্যবিশেষাৎ কিল তৎফলে বিদ্যায়ামৈ-

---

ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকর্ত্তৃক "হে কৃষ্ণ, অপ্রাপ্তযোগফল যোগী মরণের পর কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয়"? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া "হে তাত, কোনও পুণ্যকৃৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না" এইরূপ বলিয়া পরে তাহার পুণ্যলোকপ্রাপ্তি ও সাধুকুলে জন্ম হওয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৎপর বলিয়াছেন "সেই জন্মে সে পূর্ব্বোপার্জ্জিত সাধনের বলে জ্ঞানযোগ লাভ করে।" পুনশ্চ বলিয়াছেন "অনেকজন্মপরম্পরায় সাধনসিদ্ধ হইয়া অবশেষে সে পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়।" [তস্মা···স্থিতম্] অতএব, জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক ও আমুষ্মিক উভয় প্রকার হওয়াই সিদ্ধান্ত। প্রতিবন্ধ ক্ষীণ হইলে ইহ জন্মেই জ্ঞান হয়, আর প্রতিবন্ধ ক্ষয় না হইলে তাহা জন্মান্তরপ্রতীক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥ ৪ । ৫১ ॥

জ্ঞানসাধনাবলম্বী মুমুক্ষুর ফললাভ (জ্ঞানলাভ) সাধনের প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য অনুসারে, হয়—ইহজন্মে, না হয় পরজন্মে হইয়া থাকে, এই

---

* মুক্তিফলে মুক্তিলক্ষণে জ্ঞানফলে অনিয়মঃ জ্ঞানবন্নিয়মাভাবঃ। জ্ঞানোৎকর্ষাপকর্ষকৃতবিশেষাবস্থাভাবাভাব ইত্যর্থঃ। কুতঃ ?—তদবস্থাবধৃতেঃ। মুক্তেরৈকরূপ্যাবধারণাৎ শ্রুতিভিরিতি যোজ্যম্। যথা বিদ্যারূপে সাধনফলে সাধনোৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কালোৎকর্ষাপকর্ষকৃতো বা বিশেষস্যাবস্থাভাবোঽস্তি, ন তথা বিদ্যাফলে মোক্ষে। মুক্তেরৈকরূপ্যাৎ। মুক্তির্নাম বিদ্যাবল্লোপচয়াপচয়বতীতি নিষ্কর্ষঃ।

লক্ষণে ফলে ঐহিকামুষ্মিকফলত্বকৃতো বিশেষপ্রতিনিয়মো দৃষ্টঃ, এবং মুক্তিলক্ষণেঽপ্যুৎকর্ষাপকর্ষকৃতঃ কশ্চিদ্বিশেষপ্রতিনিয়মঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবং মুক্তিফলানিয়ম ইতি।' ন খলু মুক্তিফলে কশ্চিদেবম্ভূতো বিশেষপ্রতিনিয়ম আশঙ্কিতব্যঃ ? কুতঃ। তদবস্থাবধৃতেঃ। মুক্ত্যবস্থা হি সর্ব্ববেদান্তেম্বেকরূপৈবাবধার্য্যতে। ব্রহ্মৈব হি মুক্ত্যবস্থা। ন চ ব্রহ্মণোঽনেকাকারযোগোঽস্ত্যেকলিঙ্গত্বাবধারণাৎ "অস্থূলমনণু" "স এষ নেতি নেত্যাত্মা" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ"

হিকামুষ্মিকত্বলক্ষণ উৎকর্ষো দর্শিতঃ। তথা চ যথা সাধনোৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলস্য বিদ্যায়া উৎকর্ষনিকর্ষাবেবং বিদ্যাফলস্যাপি মুক্তেরুৎকর্ষনিকর্ষৌ সম্ভাব্যেতে। ন চ মুক্তাবৈহিকামুষ্মিকত্বলক্ষণো বিশেষ উপপদ্যতে, ব্রহ্মোপাসনাপরিপাকলব্ধজন্মনি বিদ্যায়াং জীবতো মুক্তেরবশ্যম্ভাবনিয়মাৎ সত্যপ্যারব্ধবিপাককর্ম্মাপ্রক্ষয়ে। তস্মান্মুক্তাবেব রূপতো নিকর্ষাপকর্ষৌ স্যাতাম্। অপি চ, সগুণানাং বিদ্যানামুৎকর্ষনিকর্ষাভ্যাং তৎফলানামুৎকর্ষনিকর্ষৌ দৃষ্টাবিতি মুক্তেরপি বিদ্যাফলত্বাদ্রূপতশ্চোৎকর্ষনিকর্ষৌ স্যাতামিতি প্রাপ্ত-

---

যেমন বিশেষ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দেখাইলে, এমনি, জ্ঞানফল মুক্তি বিষয়েও উৎকর্ষাপকর্ষকৃত কোনরূপ বিশেষ নিয়ম আছে কি নাই, তাহা বলিবার জন্য এই ৫২ সূত্র অবতারিত হইল। জ্ঞানফল মুক্তিতে ঐরূপ বিশিষ্ট নিয়ম থাকার আশঙ্কা করিও না। কারণ, শ্রুতিতে মাত্র সেই একই অবস্থার অবধারণ আছে। সর্ব্বত্র মোক্ষাবস্থা একরূপ, তাহার তারতম্য নাই, ইহা সমুদায় বেদান্তে অবধৃত আছে। মুক্ত্যবস্থা অন্য কিছু নহে, ব্রহ্মই মুক্ত্যবস্থা। ব্রহ্ম অনেকাকার নহেন, (তিনি একই প্রকার), সেই জন্য মুক্তিও একাকার, অনেকাকার নহে। শ্রুতিতে ব্রহ্মের একই স্বরূপ অবধারিত হইয়াছে। যথা—"তিনি স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘও নহেন, ক্ষুদ্রও নহেন।" "তিনি ইহা নহেন, তাহা নহেন" ইত্যাদি ক্রমে সর্ব্বনিষেধের সীমাস্বরূপ আত্মা। "যাঁহাতে ভেদ দর্শন নাই" "পুরোবর্ত্তী এ সমস্তই ব্রহ্ম ও অমৃত।" "এই যে আত্মা,

---

বলা হইল যে, সাধনের ফল বিদ্যা, তাহা সাধনের তারতম্যে বিশেষ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে উদিত হয়। তদ্দৃষ্টান্তে বিদ্যাফল মোক্ষেরও বিদ্যার উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে বিশেষ হওয়ার আশঙ্কা হইতে পারে। সূত্রকার সে আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, সিদ্ধান্ত করিতেছেন, বিদ্যাফল মোক্ষ সর্ব্বত্র একরূপ, তাহার তারতম্য, উপচয় অপচয় বা উৎকর্ষ অপকর্ষ নাই। তাহার কোনরূপ বিশেষ ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ হওয়ার নিয়ম জ্ঞানে, জ্ঞানফল মোক্ষে নহে। সূত্রে শেষ পদের দ্বিরুক্তি অধ্যায় সমাপ্তির দ্যোতক॥

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" "স এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কম্পশ্যেৎ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

অপি চ, বিদ্যাসাধনং স্ববীর্য্যবিশেষাৎ স্বফল এব বিদ্যায়াং কঞ্চিদতিশয়মাসঞ্জয়েৎ, ন বিদ্যাফলে মুক্তৌ। তদ্ধ্যসাধ্যং নিত্যসিদ্ধস্বভাবভূতমেব বিদ্যয়াধিগম্যত ইত্যসকৃদবাদিষ্ম। ন চ তস্যামপ্যুৎকর্ষাত্মকোঽতিশয় উপপদ্যতে, নিকৃষ্টায়া বিদ্যাত্বাভাবাৎ। উৎকৃষ্টৈব বিদ্যা ভবতি। তস্মাৎ তস্যাং চিরাচিরোৎপত্তিস্বরূপো বিশেষো ভবেৎ, ন তু মুক্তৌ কশ্চিদতিশয়সম্ভবোঽস্তি। বিদ্যাভেদাভাবাদপি তৎফলভেদনিয়মাভাবঃ, কর্ম্মফলবৎ। ন হি মুক্তিসাধনভূতায়া বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণামিব ভেদোঽস্তি। সগুণাসু তু বিদ্যাসু "মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ" ইত্যাদ্যাসু গুণাবা-

---

উচ্যতে—মুক্তেস্তত্র তত্রৈকরূপাশ্রুতেরুপপত্তেশ্চ। সাধ্যং হি সাধনবিশেষাদ্বিশেষবদ্ভবতি। ন চ মুক্তির্ব্রহ্মণো নিত্যস্বরূপাবস্থানলক্ষণা নিত্যা সতী সাধ্যা ভবিতুমর্হতি। ন চ সবাসননিঃশেষক্লেশকর্ম্মাশয়প্রক্ষয়ো বিদ্যাজন্মবিশেষবান্, যেন তদ্বিশেষান্মোক্ষো বিশেষবান্ ভবেৎ।

ন চ সাবশেষক্লেশাদিপ্রক্ষয়ো মোক্ষায় কল্পতে। ন চ চিরাচিরোৎপাদানুৎ-

---

ইনিই এ সমুদায়।" "সেই এই মহান্ অজ (জন্মাদিরহিত—নিত্যসিদ্ধ) আত্মা অজর অমর অমৃত (মুক্ত) অভয় ব্রহ্ম।" "এই সমস্ত যখন সাধকের আত্মা হয়, তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?" ইত্যাদি।

[অপিচ...বাদিষ্ম] আরও দেখ, জ্ঞানসাধন শ্রবণাদি ঔৎকট্য অনুৎকৌট্য বা প্রবল-দুর্ব্বলতা অনুসারে জ্ঞানের আতিশয্য (তারতম্য বা উপচয়াপচয়) জন্মায়, কিন্তু জ্ঞানফল মুক্তির আতিশয্য জন্মাইতে পারে না। কারণ মুক্তি আত্মার স্বরূপভূত, নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং তাহা সাধনসাধ্য নহে। তাহা একরূপা। তাদৃশী স্বরূপভূতা মুক্তি বিদ্যার (জ্ঞানের) দ্বারাই লব্ধ হয়, এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। [ন চ...ভেদোঽস্তি] মুক্তিতে উৎকর্ষাপকর্ষরূপ আতিশয্য সম্ভবই হয় না। যাহা যাহা নিকৃষ্টা, তাহা তাহা বিদ্যা নহে। কিন্তু যাহা উৎকৃষ্টা, তাহাই বিদ্যা, সুতরাং বিদ্যারই শীঘ্রোৎপত্তি ও বিলম্বোৎপত্তিরূপ বিশেষ ঘটনা হইয়া থাকে। সে বিশেষ মুক্তিতে নাই, থাকা অসম্ভব। বিশেষতঃ বেদ্য এক বলিয়া বিদ্যার ভেদ নাই। ভেদ না থাকায় তাহার ফলেরও ভেদনিয়ম নাই। কর্ম্ম নানা. সেই কারণে তাহার ফলও নানা। কিন্তু মুক্তিসাধন বিদ্যা কর্ম্মের ন্যায় নানা নহে। সেই কারণে তাহার ফল মুক্তিও নানা নহে। [সগুণাসু...দ্যোতয়তি] "তিনি মনোময় প্রাণশরীর"

পোদ্বাপবশাৎ ভেদোপপত্তৌ সত্যামুপপদ্যতে যথাস্বং ফল-ভেদনিয়মঃ, কর্ম্মফলবৎ। তথা চ লিঙ্গদর্শনং "তং যথা যথো-পাসতে তদেব ভবতি" ইতি, নৈবং নিগু´ণায়াং বিদ্যায়াং, গুণা-ভাবাৎ। তথা চ স্মৃতিঃ "ন হি গতিরধিকাস্তি কস্যচিৎ সতি হি গুণে প্রবদন্ত্যতুল্যতাম্" ইতি। তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাব-ধৃতেরিতি পদাভ্যাসোঽধ্যায়পরিসমাপ্তিং দ্যোতয়তি ৩।৪।৫২॥

ইতি শ্রীশারীরকমীমাংসাভাষ্যে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-
পাদকৃতৌ তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥ ৩।৪॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥

পাদাবস্তরেণ বিদ্যায়ামপি রূপতো ভেদঃ কশ্চিদুপলক্ষ্যতে, তস্যা অপ্যেকরূপত্বেন শ্রুতেঃ। সগুণায়াস্তু বিদ্যায়াস্তত্তদ্‌গুণাবাপোদ্বাপাভ্যাং তৎকার্য্যস্য ফলস্যোৎ-কর্ষনিকর্ষৌ যুজ্যেতে। ন চাত্র বিদ্যাত্বং সামান্যতোদৃষ্টস্তবতি। আগমতৎ-প্রভবযুক্তিবাধিতত্বেন কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ তস্যা মুক্ত্যবস্থায়া ঐকরূপ্যাবিধৃতের্মুক্তিলক্ষণস্য ফলস্যাবিশেষো যুক্ত ইতি॥ ৩।৪।৫২॥

ইতি শ্রীবাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ। ৩।৪॥
অধ্যায়শ্চ তৃতীয়ঃ সমাপ্তঃ॥

ইত্যাদি ইত্যাদি সগুণা বিদ্যায় (উপাসনায়) গুণের আবাব উদ্বাপ (কোন এক গুণের ত্যাগ ও কোন এক গুণের গ্রহণ) আছে, সেই কারণে সগুণবিদ্যায় ভেদসম্ভব হয়। ভেদসম্ভব হওয়ায় ভেদ অনুসারে সে সকলের ফলের কর্ম্মফলের ন্যায় ভেদনিয়ম (ভিন্নতার অবশ্যম্ভাব) ঘটে বা সম্ভব হয়। এ কথা "তাঁহাকে যে যে প্রকাবে উপাসনা করে, তাহাব নিকট তিনি সেই প্রকারই হন।" ইত্যাদি শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। কিন্তু নির্গুণ বিদ্যায় (নির্গুণজ্ঞানে) গুণের অভাব থাকায় ভেদের অভাব অবধারিত। সেই কারণে অভেদজ্ঞানের পরভাবী মোক্ষফলে ভেদ বা অতিশয় (তারতম্য) থাকে না। এ কথা স্মৃতিতেও আছে। যথা—"কোন নির্গুণ-জ্ঞানীর অধিক গতি নাই। (অধিক গতি=ফলভেদ।) কারণ এই যে, যদি গুণ থাকে, তবেই গুণ অনুসারে গুণীর অতুল্যতা অর্থাৎ ভেদ হয়।" সূত্রে যে, দুইবার "তদবস্থাবধৃতেঃ" বলা হইয়াছে, তাহা অধ্যায়-সমাপ্তির পরিচায়ক॥ ৩।৪।৫২॥

তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।